জ্ঞানেশ্বরী



জ্ঞানদেব

শিল্পী শ্রীমূলগাওকরের সৌজন্যে

জ্ঞানদেব-বিরচিত

জ্ঞানেশ্বরী

অনুবাদক

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

পূর্ব্বভাষ

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ



সাহিত্য অকাদেমী

নিউ দিল্লী

Jnaneswari—Bengali translation by Girishchandra Sen of Jnanadeva's commentary in Marathi on the *Bhagavadgita.* Frontispiece : an adaptation by R. S. Mulgaonkar from a traditional portrait of Jnanadeva. Sahitya Akademi, New Delhi, 1963. Price Rs. 20.

প্রদেশক চিত্র : জ্ঞানদেব। প্রাচীন চিত্র হইতে শ্রীমূলগাঁওকর কর্তৃক অঙ্কিত।
শিল্পীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

মূল্য ২০.

পূর্ব্বভাষ

জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা একটি প্রধান গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়াছে, এবং প্রচুর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে। গীতা শত শত বৎসর যাবৎ বহু লোকের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এবং দর্শনের গহনারণ্যে সত্যের পথ দেখাইতে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও অশেষ গূঢ় তত্ত্বময় বলিয়া সাধারণ লোকের নিকট ইহা সহজবোধ্য নহে। ভারতের সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও ইহা বুঝিবার জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার বহু ভাষ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় অধিক নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে জ্ঞানেশ্বরী গীতা নামে যে গীতাভাষ্য রচিত হয়, মহারাষ্ট্র দেশে তাহা বহুল প্রচারিত, কিন্তু বাংলাদেশে তাহা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনূদিত হয় নাই। জ্ঞানেশ্বরী গীতায় গীতার প্রত্যেক শ্লোক অতি সুন্দর ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থের বাংলায় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে গীতার দুরূহ তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরও বোধগম্য হইবে। এইজন্য গিরীশচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অদ্বৈত মতেই গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ ভক্তিরসে পূর্ণ। ইহা দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই তৃপ্তি সাধন করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

১৪।৩।৫৭

ভূমিকা

'জ্ঞানেশ্বরী' ভারতীয় প্রতিভার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে মহারাষ্ট্রীয় যুবক গীতা ব্যাখ্যা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক বলা যায়, আবার উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থও বলা যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা মহারাষ্ট্র ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভাষার ব্যবধান বেশী বাধা সৃষ্টি না করিলে ইহা ভারতে কতকটা তুলসীদাসের রামায়ণ, রামচরিত মানসের, অনুরূপ স্থান অধিকার করিত।

'জ্ঞানেশ্বরী'-প্রণেতা জ্ঞানদেব ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের নিবাসস্থল ঔরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরীর তীরে আপেগাঁও নামক গ্রাম। ইঁহারা যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত। তাঁহার পিতা বিট্ঠলপন্থ কুলকর্ণী অল্প বয়সেই বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রুক্মিণীবাঈ। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বিট্ঠলপন্থের অত্যন্ত অর্থকষ্ট হয়। বিট্ঠলপন্থের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনায় কাটিয়া যাইত। রুক্মিণীবাঈ পিতাকে সাংসারিক অভাবের সংবাদ দিলে তাঁহার পিতা আসিয়া কন্যা ও জামাতাকে নিজ গ্রাম আলন্দীতে লইয়া যান।

একদিন বিট্ঠল গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি বলিয়া বাটী হইতে বাহির হন এবং কাশী গিয়া রামানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া রুক্মিণীবাঈ কঠোর তপস্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের পূজা করিতেন এবং অশ্বত্থ বৃক্ষ পরিক্রমা করিতেন। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। এই সময় রামানন্দ স্বামী শিষ্যদের সহিত রামেশ্বর যাইবার পথে আলন্দী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মারুতির মন্দিরে বিট্ঠলের পত্নী রুক্মিণীবাঈ তাঁহার দর্শন পাইল এবং চরণ বন্দনা করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "পুত্রবতী হও," কিন্তু রুক্মিণীর মুখে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি জানিলেন যে তাঁহার শিষ্য বিট্ঠল রুক্মিণীর স্বামী। ইহা শুনিয়া রামানন্দ স্বামী রামেশ্বর যাইবার

সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি রুক্মিণী এবং তাহার পিতামাতাকে লইয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন, এবং বিট্‌ঠলকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। সন্ন্যাস আশ্রম হইতে পুনরায় সংসারে ফিরিবার জন্য আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্‌ঠলকে পতিত করিলেন। ক্রমে বিট্‌ঠলের তিন পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ ১২৭২ খৃঃ অব্দে, জ্ঞানদেব ১২৭৫ খৃঃ অব্দে, সোপানদেব ১২৭৭ খৃঃ অব্দে, ও কন্যা মুক্তাবাঈ ১২৭৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে সকলের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পুত্রকন্যাগণ অসাধারণ ধী-সম্পন্ন ছিল। তাহারা বিট্‌ঠলের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া সুপণ্ডিত হইল। আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্‌ঠলকে জাতিতে তুলিতে অস্বীকার করায় বিট্‌ঠল সপরিবারে ত্র্যম্বকেশ্বরে গমন করিলেন। এইখানে আচার্য্য গহিনীনাথ নিবৃত্তিনাথকে যোগমার্গে দীক্ষা প্রদান করেন এবং ভাগবত ধর্ম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন। কিছুকাল পরে বিট্‌ঠল সপরিবারে নিজগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার দেহপাতই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া প্রয়াগে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নীও স্বামীর অনুগামিনী হন। তখন জ্ঞানদেবের বয়স ১২ বৎসর। তিন ভ্রাতা ও ভগিনী ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা আহমদনগর জেলায় প্রবরা নদীর তীরে নেবাসা নামক একটি গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই নেবাসা গ্রামে জ্ঞানদেব ভাবার্থদীপিকা বা জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ১২১২ শকে রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করিবার পর জ্ঞানদেব নামদেবের সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং অনেক স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে আলন্দী ফিরিয়া আসিয়া ১২২৮ শকে জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন তাঁহার দেহ এখনও জীবন্ত আছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে সমাধিমন্দিরের বাহিরে আসেন।

জ্ঞানদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ নিবৃত্তিনাথের শিষ্য ছিলেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহাকে যোগমার্গে দীক্ষা প্রদান করেন এবং কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রায় প্রতি অধ্যায়ে তিনি নিবৃত্তিনাথের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহার প্রভু, দেবতা। গুরুর কৃপাতেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

গুরুর চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াই তিনি গীতার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জ্ঞানদেবের দার্শনিক মত শঙ্করাচার্য্যের অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহাই সংক্ষেপে অদ্বৈতমত। এই মতে ভক্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে না বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ভক্তিমূলক বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন, ইহা সুবিদিত। ইহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর ইহা উপলব্ধি করা যায় যে জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত জগৎকে অস্বীকার করা যায় না, এবং মায়াযুক্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করা উচিত। তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এইভাবে যদিও শঙ্করাচার্য্য ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন নাই, যদিও তাঁহার মতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ভক্তির কোনও অবসর থাকে না, তথাপি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-বলে ভক্তিবিষয়ক বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জ্ঞানদেবও সেইরূপ অদ্বৈতদর্শনের অনুগামী হইলেও গীতার ব্যাখ্যা করিবার সময় ভক্তি-প্রতিপাদক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনে সক্ষম হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার নবম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্লোকটি এই—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত উপহার আমি গ্রহণ করি।

আমরা এখানে 'অশ্নামি' শব্দের অর্থ করিলাম 'গ্রহণ করি'। কিন্তু 'অশ্নামি'র 'ভোজন করি' এরূপ অর্থও করা যায় এবং জ্ঞানদেব এই অর্থই করিয়াছেন। তিনি শ্লোকটির যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্ত-ভাবে দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি ভক্তি পাইতে বড় ভালবাসি। ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে যাহা দেয় আমি তাহাই সাদরে গ্রহণ করি। কেহ যদি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ফল একটি দেয় আমি বোঁটাসুদ্ধ তাহা

ভক্ষণ করিয়া ফেলি। কেহ যদি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক একটি পুষ্প প্রদান করে, তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করাই ত আমার উচিত, কিন্তু আমি ভক্তিপূর্ব্বকপ্রদত্ত সেই পুষ্পটি পাইয়া এত আনন্দিত হই যে তাহা কেবল আঘ্রাণ করিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, আমি উহাও ভোজন করিয়া ফেলি। সামান্য তুলসীপত্র যদি কেহ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করেন এবং তাহা যদি ছিন্ন বা শুষ্কও হয়, আমি তাহাও সাদরে ভোজন করি। বেশী কি বলিব, জল অতি সাধারণ বস্তু, সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, অর্থব্যয় করিয়া ক্রয় করিতে হয় না, কিন্তু কেহ যদি পবিত্র হৃদয়ে (যে হৃদয়ে কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা নাই) ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে এক গণ্ডুষ জলও প্রদান করে তাহাতে কত আনন্দ হয় তাহা আমি বলিতে পারি না, আমার মনে হয় যেন উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে মণিময় সিংহাসন স্থাপন করিয়া ভক্ত আমাকে প্রদান করিতেছে।" আমরা অনেকেই পূজা করিবার সময় ফুল, পাতা জল প্রভৃতি বিগ্রহের সম্মুখে অর্পণ করি, কতকটা গতানুগতিকভাবেই করিয়া যাই, মনে বিশেষ কোনও ভাবের উদয় হয় না, কিন্তু জ্ঞানদেবের এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় এই পূজাপদ্ধতির মধ্য দিয়া আমরা ভক্তির সোপান বাহিয়া কত উচ্চে উঠিতে পারি। আমরা গল্প শুনিয়াছি, কোনও ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবান সত্যসত্যই নৈবেদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের ব্যাখ্যা পড়িয়া মনে হয়, এই সকল কাহিনী সত্য হইতে পারে।

নবম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে জ্ঞানদেব লিখিয়াছেন, "কীর্ত্তনের নৃত্যানন্দে এইরূপ ভক্তের পাপের নাম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়।" "আমার নামকীর্ত্তন বিশ্বের দুঃখনাশ করে, সমস্ত জগৎ মহাসুখে পূর্ণ করিয়া দেয়।" "বৈকুণ্ঠে কচিৎ কেহ যাইতে পারে, পরন্তু এই সকল ভক্ত সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে,—নামকীর্ত্তনের প্রভাবে বিশ্বকে শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত করে।" "হে পাণ্ডব, আমাকে আর কোথাও যদি নাও পাওয়া যায়, তবে যেখানে প্রেম সহকারে আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করা হয় সেখানে আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।"

এইরূপ কথা জ্ঞানদেবের রচনায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে জ্ঞানদেবের মত অদ্বৈতবাদানুযায়ী হইলেও তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'র

নানাস্থানে তিনি তাঁহার অগ্রজ এবং গুরু নিবৃত্তিনাথের উদ্দেশ্যে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক।

এরূপ মনে হয় যে কোনও মন্দিরে ভক্ত ও সাধুদের সভায় জ্ঞানদেব তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিতেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'তে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের উল্লেখ আছে। 'জ্ঞানেশ্বরী'তে ইহাও দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানদেবকে তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস সংযত করিতে বলিতেছেন।

'জ্ঞানেশ্বরী'র উপমাগুলি অতিশয় সুন্দর। ইহারা চিত্তের উপর গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানদেব কি গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উপমাগুলি পাঠ করিলে জানা যায়।

যাঁহারা নিজে অদ্বৈতমত গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা জ্ঞানদেবের অদ্বৈত-দর্শনপ্রতিপাদক অংশগুলির সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে জ্ঞানদেব তাঁহার প্রতিভার সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া 'জ্ঞানেশ্বরী'র একটী মূলানুযায়ী এবং সুন্দর অনুবাদ রচনা করিয়াছেন—ইহার জন্য তিনি বাঙ্গালী সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গোপাল ভবন
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মহালয়া—১৩৬৫

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদকের নিবেদন

১২১২ শকে 'ইং ১২৯০ সালে 'জ্ঞানেশ্বরী' রচিত হয়। শুনা যায় জ্ঞানদেব তখন অল্পবয়স্ক কিশোর বালক মাত্র। কিন্তু এই অল্প বয়সেই পরম জ্ঞানী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জ্ঞানদেবের জীবনী, তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বজনসম্মত যে রচনার উৎকর্ষে কবিত্বমহিমায় ও উপমাশৈলীতে 'জ্ঞানেশ্বরী' মহারাষ্ট্র সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

জ্ঞানদেবের সমসাময়িক শ্রীনামদেবের রচিত 'অভঙ্গ' হইতে জানা যায় ইং ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত 'জ্ঞানেশ্বরী'র পঠন, পাঠন ও লেখন প্রচলিত ছিল। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত মারাঠী ভাষার একটি অন্ধকারময় যুগ। এই সময়ে প্রকাশ্যভাবে 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রবচন বন্ধ থাকিলেও, হস্তলিখিত পুথির প্রচলন হয়, এবং তাহাতে কিছু কিছু পাঠভেদের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ও প্রক্ষিপ্ত ওবীও কিয়ৎ পরিমাণে সংযোজিত হয়। ইহার পরে জ্ঞানদেবের ভক্ত একনাথ 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রচলিত পুথিগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'র মূল গ্রন্থ কিম্বা তৎকালিক কোনও সংস্করণ এখন পাওয়া যায় না; একনাথের সংশোধিত মূল সংস্করণও দুর্ল্লভ। এই মূল সংস্করণ নষ্ট হইবার পূর্ব্বে উহা নকল করিবার সময় অনেক নূতন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে। ওবীসংখ্যাও বাড়িয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পাঠভেদগুলি পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের সংশোধনের চেষ্টা হয়। তন্মধ্যে ১৮৯৪ সালে কুণ্টের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাডগাঁওকার ও রাজবাড়ের সংশোধিত সংস্করণও এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৮-০৯ সালে রাজবাড়ের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ইহাই মহারাষ্ট্রীয় বিদ্বজ্জনসমাজে সমধিক আদৃত। রাজবাড়ের প্রকাশিত গ্রন্থ সংশোধিত করিবার জন্য গত ১৯৫৬ সালে মারাঠী সংশোধন-মণ্ডলের প্রচেষ্টায় বম্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল নামে একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। এই

কমিটী প্রচলিত সংস্করণগুলি ও কয়েকটি পুরাতন হস্তলিখিত পুথি পরীক্ষা করিয়া রাজবাড়ের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। সাহিত্য অকাদেমীর নির্দ্দেশে এই সংশোধিত সংস্করণকেই অবলম্বন করিয়া 'জ্ঞানেশ্বরী'র এই বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছে। রাজবাড়ের মূল সংস্করণে যেখানে দু-একটি বা একত্রে অনেকগুলি ওবী বাদ পড়িয়াছে, জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল সেখানে + চিহ্ন দিয়া সেই ওবীগুলি পাদটীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অনুবাদেও অনুরূপ রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডলের অনুমোদিত সংস্করণে পাঠভেদগুলি পাদটীকায় দেখান হইয়াছে; যেখানে পাঠান্তরে অর্থভেদ হইয়াছে, শুধু সেইখানেই অনুবাদের পাদটীকায় তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল মারাঠীগ্রন্থের ওবীগুলির ক্রমানুসারেই তাহাদের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। গীতার মূল শ্লোকগুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদের ভাষা যথাসম্ভব সরল, ও মূলানুযায়ী করিয়া অর্থসঙ্গতিরক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

যাঁহারা এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ বেলিঙ্কারের প্রণীত 'জ্ঞানেশ্বরীর শব্দভাণ্ডার' আমার অনুবাদকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতা মহারাষ্ট্রনিবাসের শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঠাকুর আমার এই কার্য্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন। সোদরোপম শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা লিখিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি পূর্ব্বভাষ লিখিয়া এই কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও নানা বিষয়ে গ্রন্থকারকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পুস্তক ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।

পরিশেষে জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল ও মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অলমিতি—

মোক্ষদালয়
২১, লেক অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৬

গিরীশচন্দ্র সেন
২৬।৮।৬০

প্রথম অধ্যায়

॥ শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ ॥

ওঁ নমো 'আদ্য', 'বেদপ্রতিপাদ্য' পরমাত্মন্ আপনি 'স্বসংবেদ্য'—আপনাকে আত্মানুভব দ্বারাই জানা যায়, আপনি আত্মস্বরূপ, আমি আপনার জয়গান করিতেছি। হে দেব, আপনিই সেই সকল অর্থপ্রকাশক[১] শ্রীগণেশ; নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনারা সকলে অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এই অশেষ (সম্পূর্ণ) শব্দব্রহ্ম (বেদ) আপনারই সুন্দর[২] মূর্ত্তি, ইহার অক্ষরস্বরূপ শরীর নির্দ্দোষ ভাবে দেদীপ্যমান। স্মৃতিসমূহ এই মূর্ত্তির অবয়ব, কাব্যপংক্তি এই অবয়বের হাবভাব, ইহার অর্থ-সৌন্দর্য্য লাবণ্যের সম্ভার। অষ্টাদশ পুরাণ ইহার মণিভূষণ (রত্নখচিত অলঙ্কার), পদপদ্ধতি বা শব্দ-যোজনা (পদবিন্যাস) ইহার তত্ত্বসিদ্ধান্তরূপ রত্নের জড়োয়া অলঙ্কার। উত্তম ও সুন্দর কাব্যরচনা ইহার রঙ্গীন বস্ত্র (পীতাম্বর), যাহার সাহিত্য (ভাষার অলঙ্কার) রূপ বুননি (ভূমি) ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ। আরও দেখুন, এই কাব্যনাটক সকৌতুকে (সরসভাবে) যোজনা করা হইয়াছে বলিয়া তাহার অর্থধ্বনি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার (ঘুঁঘুরের) ন্যায় রুণুঝুণু করিয়া বাজিতেছে। এই কাব্যনাটকের তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি নিপুণভাবে, দক্ষতার সহিত বিশ্লেষণ করিলে যে পদসৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এই ঘণ্টিকার মধ্যে খচিত উত্তম রত্নের ন্যায়। ব্যাসাদি কবির প্রতিভা মেখলার ন্যায় শোভা পায়, যাহার প্রান্তভাগের ঝালর উজ্জ্বল ভাবে ঝক্‌মক্ করে। যাহাদের ষড়দর্শন বলে তাহারা ইহার (গণেশমূর্ত্তির) ষড়্‌ভুজ, এইজন্য ছয় হস্তে ধৃত আয়ুধগুলিও (বিভিন্ন মতভেদে) বিসংবাদী। (১০) (আয়ুধের মধ্যে) তর্কশাস্ত্র পরশু, ন্যায়শাস্ত্র অঙ্কুশ, বেদান্ত মহা (মিষ্ট) রসে ভরা মোদকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ন্যায়শাস্ত্রের ভাষ্যকার দ্বারা যে বৌদ্ধমত স্বভাবতঃ খণ্ডিত হইয়াছে সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমতের চিহ্নস্বরূপ এক হস্তে ধৃত একটী ভগ্ন দন্ত। সহজক্রমানুসারে, সৎতর্কবাদ[৩] (ব্রহ্মবাদ—সেশ্বরবাদ) তাঁহার বরদ পদ্মহস্ত, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা তাঁহার সিদ্ধ অভয়হস্ত। সুবিমল

১ সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশব   ২ মনোহর   ৩ সৎকারবাদ (ব্রহ্মনিরূপণ)

বিবেক (সুবিচার)[১] তাঁহার সরল শুণ্ডদণ্ড (শুঁড়), যাহা মহাসুখের অকৃত্রিম পরমানন্দ প্রাপ্ত করায়। উত্তম সংবাদ (সম্ভাষণ) তাঁহার সরল শুভ্রকান্তি দশনরাজি, 'উন্মেষ' (জ্ঞানের স্ফুরণ) সেই বিঘ্নরাজ দেবের (গণেশজীর) সূক্ষ্ম নেত্র। আমার মনে হয়, মীমাংসা দুটী (উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসা) তাঁহার কর্ণদ্বয়, যেখানে মুনিরূপী ভ্রমরদল (তাঁহার গণ্ডনিঃসৃত) বোধমদামৃত সেবন করিতেছে। 'দ্বৈতাদ্বৈত' তাঁহার তত্ত্বার্থরূপ প্রবালে মণ্ডিত উজ্জ্বল গণ্ডস্থল-যুগল, তাঁহার হস্তীমস্তকোপরি পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া একরূপ (একার্থ-বোধক) হইয়াছে। উপরে, উদার জ্ঞানমকরন্দে পূর্ণ দশোপনিষদ সুগন্ধ কুসুমের ন্যায় তাঁহার মুকুটে[২] অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। 'অ'কার তাঁহার চরণ-যুগল, 'উ'কার তাঁহার বিশাল উদর 'ম'কার তাঁহার মস্তকের মহামণ্ডল (রাজ-মুকুট)। এই তিনটী (অকার, উকার ও মকার) একত্র হইয়া (ওঁকার রূপে) শব্দব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইয়া আছে, শ্রীগুরুর কৃপায় আমি সেই আদিবীজকে নমস্কার করিতেছি। (২০)

এখন আমি বাণীর অভিনব (নিত্য-নূতন) বিলাসপ্রকটকারিণী, চাতুর্য্য ও কলার অধিকারিণী, বিশ্বমোহিনী শারদাদেবীর বন্দনা করিতেছি। যে সদ্‌গুরু আমাকে সংসারসাগর পার করাইয়াছেন, তিনি আমার হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেইজন্য আমার মনে বিবেকের উপর অত্যধিক আদর (প্রীতি, আস্থা)। চক্ষুতে দিব্যাঞ্জন লাগাইলে যেমন দৃষ্টি অপূর্ব্ব বলপ্রাপ্ত হয়, এবং খুঁজিলেই ('যেখানেই দেখা যায়') গুপ্ত মহানিধি প্রকট হয়। কিম্বা, চিন্তামণি হস্তে আসিলেই যেমন মনোরথ সদা সিদ্ধ হয়, তেমনি আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি শ্রীনিবৃত্তিনাথের কৃপায় আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। জ্ঞানী (বুদ্ধিমান) পুরুষ মাত্রই শ্রীগুরুর ভজনা করিবে, ইহাতেই কৃতকার্য্য হইবে—যেমন (বৃক্ষের) মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখাপল্লব স্বাভাবিকভাবে নির্গত[৩] হয়। কিম্বা, ত্রিভুবনের (সমস্ত) তীর্থে স্নান করিলে যাহা হয়, সমুদ্রে অবগাহন করিলে তাহাই হয়,—অথবা, অমৃতরস সেবনে যেমন সকল রসের আস্বাদন হয়, তেমনি যিনি আমার অভিলষিত মনোরথ পূর্ণ করেন সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি।

১ সুবিচারের জন্য ২ কুসুমে গঠিত মুকুটের ন্যায় তাঁহার কপালের উপর ৩ সতেজ

এখন এক গহন (গভীর, দুর্ব্বোধ্য) কথা শ্রবণ করুন,—যাহা সকল কলাবিলাসের জন্মস্থান, অথবা, বিবেকতরুর অভিনব উদ্যান (উপবন) কিম্বা, যাহা সর্ব্বসুখের আদি (মূল বা উৎপত্তিস্থান), প্রমেয় (তত্ত্বসিদ্ধান্ত) -রূপ মহানিধি, অথবা নবরসে পরিপূর্ণ অমৃতসিন্ধু। কিম্বা, ইহা প্রকটিত মোক্ষধাম, সর্ব্ববিদ্যার মূলপীঠ, সর্ব্বশাস্ত্রের আশ্রয়স্থল। (৩০) অথবা, ইহা সকল ধর্ম্মের মাতৃ-গৃহ (জন্মভূমি), সজ্জনের (আধ্যাত্মিক) জীবন, বা শারদাদেবীর লাবণ্যরত্নভাণ্ডার। কিম্বা, ব্যাসদেবের মহামতি (প্রতিভা) স্ফুরণ করিয়া স্বয়ং দেবী ভারতী এই কথারূপে ত্রিজগতে প্রকটিত হইয়াছেন। এইজন্য, এই কথা সমস্ত কাব্যের রাজা, গ্রন্থগৌরবের আধার,—ইহা হইতেই নব রস রসালত্ব (সরসতা) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য শুনুন, ইহা দ্বারাই শব্দশ্রী (বৈভব) শাস্ত্রশুদ্ধ হইয়াছে, আর আত্মজ্ঞানরূপ মহাবোধের কোমলতা দ্বিগুণ হইয়াছে। চাতুর্য্য এই কথা দ্বারা চতুরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভক্তিরস সুমিষ্ট (রুচিকর) হইয়াছে, এবং সুখের সৌভাগ্য পুষ্ট হইয়াছে। মাধুর্য্য মধুরতা, শৃঙ্গার সৌন্দর্য্য, ও যোগ্যতা (শ্রেষ্ঠত্ব) লোক-প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমরূপে শোভা পাইতেছে। ইহা দ্বারা কলা কুশলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, পুণ্যের প্রতাপ বাড়িয়াছে, সেইজন্য জনমেজয় রাজার (ব্রহ্মহত্যাজনিত) দোষ (পাপ) সহজে ক্ষালন হইয়াছে। আর ক্ষণমাত্র বিচার করিলে (উপলব্ধি হয় যে,) এই কথা দ্বারা 'রঙ্গে'র (কথাকৌশলের, ভাষার অলঙ্কারের) 'সুরঙ্গতা' (কুশলতা, শোভা) বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে, গুণের সদ্‌গুণত্বের সামর্থ্য বহু গুণে বাড়িয়াছে। সূর্য্যের তেজ (প্রভা) প্রকাশিত হইলে যেমন ত্রিভুবন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি, ব্যাসদেবের বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সকল (বিশ্ব) প্রকাশিত হইয়া শোভা পাইতেছে। অথবা, সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন আপনা হইতেই তাহার বিস্তার হয়, তেমনি এই 'ভারত'কথায় সমস্ত (তত্ত্বার্থ) বিষয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। (৪০) অথবা, নগরে বসতি করিলে যেমন 'নাগর' (চতুর, সভ্য) হয়, তেমনি, সারা জগৎ শ্রীব্যাসদেবের বাণীর তেজে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়াছে। কিম্বা, প্রথমবয়সে উদ্ভিন্নযৌবনা অঙ্গনার অঙ্গে যেমন লাবণ্যের (নব যৌবনের) অপূর্ব্ব শোভা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়। অথবা, যেমন উদ্যানে বসন্ত ঋতুর আগমনে, বনশোভার খনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

(বিশেষ) শোভা হয়। অথবা, ঘনীভূত সুবর্ণের পিণ্ড যেমন সাধারণ (বৈশিষ্ট্যহীন)-ই দেখায়, পরন্তু, অলঙ্কারে পরিণত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য নিশ্চিতভাবে সমধিক প্রকটিত হয়। তেমনি, ব্যাসদেবের বাণীর অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া (এই 'ভারত'কথা) মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে—ইহা জানিয়াই কি ইতিহাস ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে? অথবা, সমস্ত পুরাণ-সমূহ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য, অঙ্গে নম্রতা (হীনতা) স্বীকার করিয়া, এই ভারত-গ্রন্থে আখ্যানরূপ গ্রহণ করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যাহা মহাভারতে নাই, তাহা ত্রিভুবনে নাই—এইজন্যই লোকে বলে "ব্যাসোচ্ছিষ্ট জগত্রয়"। এই ভাবে, মুনি বৈশম্পায়ন নৃপনাথ জনমেজয়কে এই সরস কথা বলিলেন—যাহা এই জগতে সকল পরমার্থের জন্মভূমি (উৎপত্তিস্থান)। এই কথা আপনারা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—ইহা অদ্বিতীয়, উত্তম, একমাত্র পবিত্র বস্তু, নিরূপম (অপ্রতিম) ও পরম মঙ্গলধাম। এখন, এই গীতাখ্যপ্রসঙ্গ (গীতা নামে এই গ্রন্থ) যাহা শ্রীরঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই 'ভারত'কথারূপ কমলের পরাগসদৃশ। (৫০) অথবা, শ্রীব্যাসদেবের বুদ্ধি শব্দব্রহ্ম (বেদ)-রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া (গীতারূপ) অনুপমেয় (অবর্ণনীয়) নবনীত তুলিয়াছে। অনন্তর, তাহাকে জ্ঞানাগ্নি সংযোগে, বিবেকরূপ মন্দজ্বালে ফুটাইয়া সুবাসিত পদে পরিণত করা হইয়াছে অর্থাৎ পাক করিয়া সুগন্ধ ঘৃতে পরিণত করা হইয়াছে; যাহা বিরাগী সন্ন্যাসী আকাঙ্ক্ষা করেন, সন্তজন যাহা প্রত্যক্ষানুভব করেন, যেখানে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী সোহং ভাবে রমণ করেন; ভক্তগণ যাহা শ্রবণ করেন, যাহা ত্রিজগতে আদিবন্দ্য (আদিবন্দনীয়), যাহার কথা ভীষ্মপর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে; যাহাকে ভগবদগীতা বলা হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা ও শঙ্কর যাহার প্রশংসা (স্তুতি) করেন, সনকাদি ঋষিগণ যাহা আদরে সেবন করেন। চকোর শিশুগণ যেমন শরৎঋতুর চন্দ্রকলার কোমল অমৃতকণা (কোমল, প্রীতিপূর্ণ মনে) অনুরাগভরে সেবন করে; তেমনি ভাবে, শ্রোতাগণ চিত্তে অত্যন্ত কোমলতা আনয়ন পূর্ব্বক (একাগ্র চিত্তে) এই কথার (মাধুর্য্য) অনুভব করিবেন। শব্দ বিনাই ইহা প্রতিপাদন (উপদেশ) করা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রামকে না জানাইয়াই ইহা অনুভব করা যায়, বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই ইহার তত্ত্বার্থ গ্রহণ করা যায়।

ভ্রমর যেমন কমলের পরাগ লইয়া যায়, পরন্তু কমলদল তাহা জানিতেও পারে না, এই গ্রন্থের তত্ত্বগ্রহণও তেমনি ভাবে করিতে হয়। কিম্বা, কুমুদিনী যেমন আপনার স্থান ত্যাগ না করিয়া, চন্দ্রমা উদিত হইলে, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অনুরাগ (প্রেম) উপভোগ করিতে জানে। (৬০) তেমনি, যাঁহার অন্তঃকরণ গাম্ভীর্য্যে স্থির ও অটল হইয়াছে, তিনিই ইহার মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন। অহো, গীতা শুনিবার জন্য যাঁহারা অর্জুনের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য, সেই সন্তগণই এখন কৃপা করিয়া অবধান করুন।

আমার কথায় হয়তো কিছু অমর্য্যাদা (ধৃষ্টতা) প্রকাশ পাইল, হে প্রভুগণ, আপনাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত; সেইজন্যই আমি আপনাদের চরণ ধরিয়া বিনতি করিতেছি। পিতামাতার স্বভাবই এই যে সন্তান যদি অস্ফুট প্রলাপবাক্যও বলে, তাহা তাঁহাদের অধিকতর সন্তোষের কারণ হয়। তেমনি, সজ্জন আপনারা আমাকে অঙ্গীকার করিয়া আমাকে 'আপনার জন' বলিয়াছেন,—আমার বাক্যে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে তাহা সহজেই সহ্য করিবেন, (আমি) প্রার্থনা কেন করিব? পরন্তু, অপরাধ আমার একটী হইয়াছে, তাহা এই যে আমি গীতার্থ প্রকট করিবার (স্পর্দ্ধা) করিয়াছি, এইজন্য আপনারা অবধান করুন, ইহাই বিনতি করিতেছি। ইহার (গীতার্থ প্রকট করিবার) কাঠিন্য ভালভাবে বিচার না করিয়াই, আমার চিত্তে বৃথা এই উৎকট ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, নতুবা, সূর্য্যের তেজের কাছে খদ্যোত কি শোভা পায়? অথবা, টিট্টিভ পক্ষী যেমন চঞ্চুদ্বারা সাগরের জল মাপিতে যায়, তেমনি ভাবে অজ্ঞানী আমিও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আরও শুনুন, আকাশকে আচ্ছাদন করিতে হইলে অন্যকে (আচ্ছাদনকারীকে) তদ্রূপ (বৃহদাকার) হইতে হইবে, তেমনি, বিচার করিতে গেলে, এই সমস্ত (গীতার্থ প্রকট করা) একটী দুরূহ ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান শঙ্কর যখন এই গীতাশাস্ত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন ভবানী চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (৭০) তাহাতে শঙ্কর বলিলেন : "হে দেবি, তোমার স্বরূপ যেমন জানা যায় না, তেমনি, এই গীতা-তত্ত্বও নিত্য নূতনরূপে দেখা যায়। এই বেদার্থসাগর (গীতা) যাঁহার যোগনিদ্রায় নাসিকাধ্বনি হইতে উদ্ভূত, সেই সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং এই গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।" এইপ্রকার যে গহন তত্ত্ব, যেখানে বেদের মতিভ্রংশ হয়, সেখানে ক্ষুদ্র, মন্দমতি আমি,

আমার কি কথা? এই অপার তত্ত্ব কেমন করিয়া আয়ত্ত করা যায়? মহাতেজকে কি করিয়া আরও উজ্জ্বল করা যায়? মশক কেমন করিয়া গগনকে মুঠার মধ্যে ধরিবে? পরন্তু, আমার এক 'আধার' (আশ্রয়-ভরসা) আছে, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া আমি এই গীতার্থ বলিতেছি,—তাহা এই যে শ্রীগুরু (নিবৃত্তিনাথ) আমার প্রতি অনুকূল—জ্ঞানদেব ইহাই বলিতেছে। নতুবা, আমি তো মূর্খ ও অবিবেকী (বিবেকহীন), তথাপি (আমার প্রতি) সন্তকৃপারূপ দীপ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। লোহাকে স্বর্ণ করিবার সামর্থ্য এক পরশমণিরই আছে, কিম্বা, অমৃতই মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিতে পারে। সরস্বতী প্রসন্ন হইলে মূকও কথা বলিতে পারে,—ইহা কেবল 'বস্তু সামর্থ্য শক্তি' (বস্তুবিশেষের বিশিষ্ট শক্তি বা বস্তুমাহাত্ম্য)—ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কামধেনু যাহার মাতা, তাহার অপ্রাপ্য কি আছে? এই জন্যই আমি এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে যদি কোনও ন্যূনতা থাকে, আপনারা তাহা পূরণ করিবেন, যদি অধিক কিছু বলিয়া ফেলি, আপনারা তাহা সরাইয়া (সমান, প্রসঙ্গোচিত করিয়া) দিবেন। (৮০) এখন, আপনারা অবধান করুন, আপনারা যাহা বলাইবেন আমি তাহাই বলিব—যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা সূত্রাধীন হইয়া (সূত্রের দ্বারা) চালিত হয়। এইভাবে, আমি আপনাদের অনুগৃহীত, সাধুসন্ত আপনাদের আজ্ঞাবহ (আশ্রিত), আপনাদের ইচ্ছানুসারে আমাকে অলঙ্কারে সজ্জিত করুন।

তখন শ্রীগুরু (নিবৃত্তিনাথ) কহিলেন: "ক্ষান্ত হও, তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন তুমি শীঘ্র গ্রন্থ-রচনায় মন দাও।" নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব শ্রীগুরুর আজ্ঞা পাইয়া পরম উল্লসিত হইয়া বলিলেন—"আপনারা সুস্থচিত্তে শ্রবণ করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

পুত্রস্নেহে মোহিত ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিতেছেন—"হে সঞ্জয়, আমাকে কুরুক্ষেত্রের কথা বল। এই কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে—পাণ্ডবগণ ও আমার

পুত্রগণ সেখানে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। তাহারা এতক্ষণ পরস্পর কি করিতেছে তাহাই আমাকে শীঘ্র বল।"

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

তখন সঞ্জয় বলিলেন—মহাপ্রলয়কালে কৃতান্তের মুখব্যাদানের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কালকূট বিষ যেমন উছলিয়া উঠে, তেমনি এই ঘনসংবদ্ধ সৈন্যদল একসঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে,—ইহাদের কে রোধ করিবে? অথবা, প্রজ্বলিত বড়বানল যেমন প্রলয়বাত্যায় বাড়িয়া উঠে এবং সাগর শোষণ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়; (৯০) তেমনি, এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল নানাপ্রকারের সুসংবদ্ধ ব্যূহ রচনা করিয়া সেই সময় অতি ভীষণ ও ভয়প্রদ দেখাইতেছিল[১]। হস্তীব্যূহকে সিংহ যেমন অবজ্ঞা করে, ঐ সৈন্য-ব্যূহকেও দুর্য্যোধন তেমনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিল। অনন্তর, দ্রোণা-চার্য্যের কাছে গিয়া বলিল—"পাণ্ডবগণের সৈন্যদল কেমন উচ্ছলিত হইয়াছে, দেখিয়াছেন কি? বুদ্ধিমান দ্রুপদকুমার (ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিবিধ ব্যূহ এমন কৌশলে রচনা করিয়াছে যে তাহাদের চলন্ত গিরিদুর্গের ন্যায় দেখাইতেছে। যাহাকে আপনি অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী (যুদ্ধবিদ্যার আশ্রয়স্থল) করিয়াছেন, সেই (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কেমন সৈন্যসিন্ধু বিস্তার করিয়াছে, দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

আরও অন্য অসাধারণ বীর আছেন, যাঁহারা শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যায় প্রবীণ (পারদর্শী) এবং ক্ষাত্রধর্ম্মেও নিপুণ (শ্রেষ্ঠ); যাঁহারা বলবীর্য্যে ও পৌরুষে

১ মনে হইতেছিল

ভীমার্জ্জুনের সদৃশ, তাঁহাদেরই কথা প্রসঙ্গক্রমে, 'কৌতুকে' (সহজে) বলিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে, মহাযোদ্ধা যুযুধান, বিরাটরাজ, ও মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ দ্রুপদও আসিয়াছেন।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমী বীর কাশীরাজ, উত্তমৌজা আর নৃপনাথ (নৃপশ্রেষ্ঠ) শৈব্যকে দেখুন। দেখুন, কুন্তিভোজ ও যুধামন্যুও আসিয়াছেন, আর পুরুজিতাদি সকল রাজাগণকেও দেখুন। (১০০)—দুর্য্যোধন বলিল—দ্রোণাচার্য্য, দেখুন, ঐ সুভদ্রাহৃদয়ানন্দ, দ্বিতীয় নবার্জ্জুন সদৃশ অভিমন্যু। ইহা ব্যতীত, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, এবং আরও অনেক মহারথী বীর আসিয়া একত্র হইয়াছেন, যাঁহাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

এখন, আমাদের সৈন্যদলের নায়ক যে সব প্রসিদ্ধ বীর সৈনিক আছেন, তাঁহাদের নাম প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শুনুন। আপনার ন্যায় যে সকল প্রথমশ্রেণীর মুখ্য বীর আছেন, উদ্দেশে (চিনাইবার জন্য) তাঁহাদেরি দু এক জনের কথা বলিতেছি।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮

সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী ও তেজস্বী ঐ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, রিপুগজ পঞ্চানন (শত্রুরূপী হস্তীসংহারকারী সিংহ) ঐ বীর কর্ণ। ইঁহাদের প্রত্যেকে মনে ইচ্ছা করিলে একাই বিশ্ব সংহার করিতে পারেন—এই কৃপাচার্য্য কি একাই সফল হইতে পারেন না? ঐ বীর বিকর্ণ, আর ওদিকে ঐ অশ্বত্থামাকে দেখুন, যাঁহাকে স্বয়ং কৃতান্তও সর্ব্বদা মনে ভয় করেন। সমিতিঞ্জয়, সৌমদত্তি

প্রভৃতি অন্য অনেক বীর আছেন, যাঁহাদের পরাক্রমের পরিমাণ স্বয়ং ব্রহ্মাও জানেন না।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থেত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

যাঁহারা শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, সাক্ষাৎ মন্ত্রাবতার, অহো, ইহাদের [১-২] জন্যই কি সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে? জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অঙ্গে পূর্ণপ্রতাপশালী, এই সব বীরগণ সর্ব্বান্তঃকরণে আমারি পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। (১১০) পতিব্রতার হৃদয় যেমন পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করে না, তেমনি এই বীর যোদ্ধাগণের আমিই সর্ব্বস্ব। ইহাদের স্বামিভক্তি এমনি নিঃসীম ও নির্ম্মল, যে আমার কাজের জন্য ইহারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ (অল্পমূল্য) জ্ঞান করিতেছেন। ইহারা যুদ্ধকৌশলে নিপুণ, যুদ্ধকলার কীর্ত্তি ইহারাই জীবিত রাখিয়াছেন, আর অধিক কি বলিব? ইহাদের হইতেই ক্ষাত্রধর্ম্মের উৎপত্তি। এইভাবে, আমাদের সৈন্যদলে এমন সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বীর আছেন, এখন তাঁহাদের গণনা করিয়া কি হইবে? তাঁহারা অসংখ্য।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

তারপর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, জগৎবরেণ্য মহাবীর ভীষ্মকে আমাদের দলের সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছি। এখন, ইহারি বলে বলীয়ান (কর্ত্তৃত্বাধীনে) আমাদের সৈন্যদল দুর্গের ন্যায় ব্যূহাকারে সজ্জিত হইয়াছে, যাহার তুলনায় লোকত্রয়ই তুচ্ছ (স্বল্পবল) মনে হইতেছে। সমুদ্রকে প্রথমে দেখিলে কি অলঙ্ঘ্য মনে হয় না? তাহার উপর বড়বানলের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে যেমন হয়, অথবা, প্রলয়বহ্নি ও প্রচণ্ড বায়ু—এই দুটির সংযোগ হইলে যেমন হয়, গঙ্গানন্দনও সেনাপতি হইয়া তেমনি (দুর্দ্ধর্ষ) হইয়াছেন। এখন এইরূপ সৈন্যদলের সম্মুখে কে ভিড়িতে (দাঁড়াইতে) পারে? (অপর পক্ষে) পাণ্ডবসৈন্য বাস্তবিকই সামান্য (তুচ্ছ), পরন্তু এই দুর্ব্বল সৈন্যদলই অপার (অসংখ্য)

১-২ যাঁহাদের জন্য

দেখাইতেছে। তাহার উপর দৃঢ়কায় (বলবান) ভীমসেন তাহাদের সেনানায়ক হইয়াছে”—এই কথা বলিয়া (দুর্য্যোধন) তাহার বক্তব্য শেষ করিল। (১২০)

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

অতঃপর, পুনরায় সকল সৈনিকদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, “আপনারা আপন আপন সেনাদল সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত করুন। যাঁহার যত অক্ষৌহিণী সেনা, তিনি তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি রাখিবেন,—মহারথীদের মধ্যে যেমন যেমন বিভাগ করা আছে, তেমনি তাঁহারা ঐ সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন; এবং ভীষ্মের আজ্ঞাধীন থাকিবে”; দ্রোণের দিকে ফিরিয়া বলিল, “শুনুন, আপনারা সকলে ইহাকে (ভীষ্মকে) রক্ষা করিবেন, ইহাকে আমার ন্যায় দেখিবেন কারণ ইনিই আমাদের সমস্ত সৈন্যদলের একমাত্র আশ্রয়।”

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি সন্তোষ লাভ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সেই অদ্ভুত নির্ঘোষ ত্রিলোকের মধ্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিল যে তাহা উহাদের মধ্যে সীমিত হইল না। ঐ প্রতিধ্বনির সহিত ভীষ্মদেবের বীরবৃত্তির স্ফুরণ হইল, এবং তিনি (তাঁহার) দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন সেই দুইটি নির্ঘোষ মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্যের কর্ণ বধির করিল, আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশ গর্জ্জন করিতে লাগিল, সমুদ্র উছলিয়া উঠিল, সারা চরাচর ক্ষোভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই মহাঘোষের গর্জ্জন গিরিকন্দরে (প্রতিধ্বনিত হইয়া) দুম্‌দুম্ করিতে লাগিল, তখন সৈন্যদলের মধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। (১৩০)

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

অনেক প্রকারের ভয়ানক ও কর্কশ বাদ্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠায় মহাবীরগণেরও মনে হইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। ভেরী, নিশান (ডঙ্কা),

মাদল, শঙ্খ, টাবিলা (একপ্রকার চামড়ার বাদ্য), শিঙ্গা প্রভৃতি রণবাদ্যের ধ্বনি মহাবীরগণের ভয়ঙ্কর রণকোলাহলের সহিত মিলিত হইল। কেহ আবেশে বাহ্বাস্ফোট করিতে লাগিল, কেহ যুদ্ধাবিষ্ট হইয়া সশব্দে হুঙ্কার দিতে লাগিল, যাহাতে মদোন্মত্ত হস্তীগুলি বেসামাল হইয়া পড়িল। ভীরুগণের কথা আর কি বলিব ? তাহারা হাল্কা তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল, কৃতান্ত পর্য্যন্ত ভীত হইয়া অগ্রসর হইল না। কাহারও দাঁড়াইয়াই প্রাণ গেল, কোনও বীরপুরুষের দাঁতকপাটি লাগিল, প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণও (ভয়ে) কাঁপিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত রণবাদ্যধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা ব্যাকুল (ভীত) হইলেন, আর দেবগণ বলিতে লাগিলেন "আজ বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত হইল।" এই অনর্থ দেখিয়া (রণকোলাহল শুনিয়া) স্বর্গের এইরূপ অবস্থা হইলে, তখন পাণ্ডব সৈন্যদলের মধ্যে কি হইল ?

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

(যে রথ) বিজয়ের উপযোগী এবং সারসর্ব্বস্ব, কিম্বা মহাতেজের ভাণ্ডার, যাহাতে গরুড়ের ন্যায় (বেগবান) চারিটি অশ্ব যুক্ত আছে ; কিম্বা, যাহাকে পক্ষযুক্ত মেরুর ন্যায় দেখাইতেছিল, সেই উত্তমরথ (তেজে) দশদিক আলোকিত করিল (ভরিল)। যে রথের সারথি স্বয়ং বৈকুণ্ঠের পতি, সেই রথের গুণ কিভাবে বর্ণনা করিব ? (১৪০) রথের পতাকার উপর মূর্ত্তিমান শঙ্করের অবতার মারুতি, আর স্বয়ং শার্ঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের পাশে সারথি। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন—ভক্তের প্রতি প্রভুর কি অদ্ভুত প্রেম—যাহা তাঁহাকে পার্থের সারথ্য স্বীকার করাইয়াছে।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

সেবককে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে সম্মুখে রহিলেন, এবং অবলীলাক্রমে (আপন শঙ্খ) পাঞ্চজন্য বাজাইলেন। পরন্তু শঙ্খের মহাঘোষ গম্ভীরভাবে গর্জ্জন করিল, এবং সূর্য্যের উদয়ে নক্ষত্রগুলি যেমন লুপ্ত হয়, তেমনি, কৌরবদলের রণবাদ্যধ্বনি কোথায় মিলাইয়া গেল, কেহই বলিতে পারে

না। সেইভাবে, ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনও মহাগম্ভীরনিনাদযুক্ত আপন শঙ্খ দেবদত্ত বাজাইলেন। এই দুই প্রচণ্ড শব্দ একত্র হইয়া সারা ব্রহ্মকটাহ (ব্রহ্মাণ্ড) শতধা বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। তখন ভীমসেন যুদ্ধের আবেশে মহাকালের ন্যায় উত্তেজিত হইলেন এবং পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬

ঐ শঙ্খনাদ মহাপ্রলয়ের মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিল,—তখন যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজাইলেন। নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক বাজাইলেন—ইহাদের শঙ্খনাদ স্বয়ং যমকেও ভীত করিল (যমেরও অস্বস্তি উৎপন্ন করিল)। (১৫০)

কাশ্যশ্চ পরমেম্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

সেখানে দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়, মহাবাহু কাশীরাজ প্রভৃতি অনেক রাজা উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র (অভিমন্যু), অপরাজিত সাত্যকি, নৃপনাথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী আর বিরাটাদি নৃপশ্রেষ্ঠ ও মুখ্য বীর সৈনিকগণ অবিরত বিবিধ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

সেই মহানির্ঘোষধ্বনিতে শেষনাগ ও কূর্ম্ম অকস্মাৎ ঘাবড়াইয়া তাহাদের[১] ভার ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহাতে ত্রিভুবন টলমল্ করিতে লাগিল, মেরু ও মন্দর পর্ব্বত আন্দোলিত হইল, সমুদ্রের জল আকাশ পর্য্যন্ত উছলিয়া উঠিল। পৃথ্বীতল যেন উল্টাইয়া গেল, আকাশ ভীত হইল[২] এবং

১ ভূভার

২ ভাঙ্গিয়া পড়িল

নক্ষত্রগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া নীচে পড়িতে লাগিল (নক্ষত্রের বৃষ্টি আরম্ভ হইল)। সত্যলোকে এক রব উঠিল যে "সৃষ্টি গেল রে গেল, রসাতলে গেল, দেবতারা আশ্রয়চ্যুত হইল।" দিন থাকিতেই সূর্য্য ডুবিল এবং ত্রিলোকে এমন হাহাকার উঠিল যেন প্রলয়দীপ নিবিল (প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে)। তখন আদিপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সৃষ্টি যেন লোপ না পায়" এবং এই অদ্ভুত ক্ষোভ শান্ত করিলেন। ইহাতে বিশ্ব রক্ষা পাইল, নতুবা কৃষ্ণাদির মহাশঙ্খনাদে যুগান্ত হইতে পারিত। (১৬০) শঙ্খনাদ বন্ধ হইল, পরন্তু তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, এবং তাহাতে কৌরব সৈন্যদল বিধ্বস্ত (বিপর্য্যস্ত) হইল। সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে গজব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করে তেমনি (ঐ প্রতিধ্বনি) বীরপুরুষদের[১] হৃদয় ভেদ করিল। ঐ (প্রতিধ্বনির) গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াই ধৈর্য্য হারাইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, "সাবধান রে সাবধান।"

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০

তখন বলবিক্রমে প্রৌঢ় মহারথী বীরগণ পুনরায় আপন আপন সৈন্যদলকে একত্র করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর ইহারা একসঙ্গে চলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইল, এই সৈন্যদল ত্রিভুবনকে ক্ষোভিত করিল। প্রলয় কালের অবিরাম মেঘবর্ষণের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী বীরগণ নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে সন্তোষ হইল, এবং তিনি সসম্ভ্রমে (আগ্রহের সহিত) সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সকল কৌরব সৈন্যদলকে সংগ্রামের জন্য সুসজ্জিত দেখিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন সহজে আপনার ধনুক তুলিয়া লইলেন।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১

১ কৌরবদের

তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে দেব, এখন শীঘ্র রথ চালাইয়া দুই দলের মধ্যে স্থাপন করুন।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

যাহাতে এখানে যেসব বীর সৈনিক যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহাদের আমি সমগ্রভাবে একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিয়া লইতে পারি। (১৭০) সবাই এখানে (যুদ্ধের জন্য) আসিয়াছে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে এই রণে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা দেখিয়া লইব।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

কৌরবসৈন্যের বহুলাংশই অসহিষ্ণু, দুঃস্বভাব ও বীর্য্যহীন হইয়াও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত (উৎসুক) হইয়াছে। ইহাদের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে, পরন্তু সংগ্রামে দাঁড়াইবার ধৈর্য্য (সাহস) নাই ;" রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে (অর্জ্জুনের) এই কথা বলিয়া সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪

শুনুন, অর্জ্জুন এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ রথ চালাইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

যেখানে কাছে, সম্মুখে, ভীষ্মদ্রোণাদি এবং আরও অন্য অনেক রাজন্যবর্গ ছিলেন ; সেখানে রথ থামাইয়া অর্জ্জুন সম্ভ্রমের (ঔৎসুক্যের) সহিত ঐ সমস্ত সৈন্যদলকে দেখিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, "দেখুন, ইঁহারা সবাই আমাদের গোত্রজ (আত্মীয়) গুরুস্থানীয়, ;" তখন শ্রীকৃষ্ণ

কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত হইলেন; এবং আপন মনে বলিলেন, "কে জানে ইহার মনে এ কি ভাবের উদয় হইল, পরন্তু, নিশ্চয় কিছু হইয়াছে।" এইভাবে, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান ভবিষ্যৎ জানিয়া অর্জ্জুনের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিলেন, পরন্তু, ঐ সময় (কিছু না বলিয়া) স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥ ২৬

তখন অর্জ্জুন আপনার সব পিতৃস্থানীয়, পিতামহ, গুরু, বন্ধু, মাতুল প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন। (১৮০) আপন ইষ্ট মিত্র, বংশের কুমারগণ, শ্যালক প্রভৃতি যাহারা ঐ সৈন্যদলের মধ্যে ছিল, তাহাদের দেখিলেন।

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥ ২৭

সেখানে ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিজ সুহৃদ, সখা, শ্বশুর প্রভৃতি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, কুমার, পৌত্রাদি সকলকেও দেখিলেন। যাহাদের উপকার করিয়াছেন, আপদে রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ ছোটবড় সবাই সেখানে সমবেত হইয়াছে। অর্জ্জুন তখন দেখিলেন দুই দলেই আপন গোত্রজ আত্মীয়গণ যুদ্ধে উদ্যত হইয়া আসিয়াছে।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ—

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্॥ ২৮

তখন অর্জ্জুনের মনে বিহ্বলতা আসিল, এবং আপনা হইতেই দয়ার উদ্রেক হইল—তাহাতে বীরবৃত্তি অপমানে (তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে) বাহির হইয়া গেল। উত্তম কুলে জাতা, গুণলাবণ্যবতী কোনও স্ত্রীলোক আপন চরিত্রের গৌরবে অপর কোনও স্ত্রীলোককে (স্ত্রীলোকের প্রাধান্য) সহ্য করিতে পারে না। কামুক পুরুষ যেমন নবীনা স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়িয়া নিজের ধর্ম্মপত্নীকে ভুলিয়া যায় এবং মোহবশে ভ্রান্ত পুরুষের ন্যায় যোগ্যতা

না থাকিলেও তাহাকে অনুসরণ করে; অথবা তপোবলে ঋদ্ধিসিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইলে তপস্বী যেমন বৈরাগ্যসাধনার কথা ভুলিয়া যায়; অর্জ্জুনেরও ঠিক ঐ অবস্থা হইল, তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় হওয়ায় পৌরুষ চলিয়া গেল। মন্ত্রজ্ঞ ভুল মন্ত্র উচারণ করিলে যেমন তাহার মধ্যেই (ভূতের) সঞ্চার হয়, তেমনি ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন মহামোহে আচ্ছন্ন হইলেন। (১৯০) এইজন্য তাঁহার ধৈর্য্য গেল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল, যেমন—শীতল[1] চন্দ্রকিরণের স্পর্শে চন্দ্রকান্তমণি বিগলিত হয়। তাহার পর পার্থ অতিস্নেহে (করুণায়) মোহগ্রস্ত হইয়া সখেদে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, শুনুন, এখানে সমবেত সৈন্যগণকে দেখিলাম, তবে দেখিতেছি ইহারা সবাই আমার গোত্রবর্গ (আত্মীয়স্বজন)। ইহারা সত্যই সকলে সংগ্রামে উদ্যত হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু, (ইহাদের সহিত) আমাদের যুদ্ধ করা কিরূপে উচিত হইবে? ইহার (যুদ্ধের) নামেই না জানি কেন আমার আত্মবিস্মৃতি হইতেছে। আমার মন ও বুদ্ধি স্থির নাই।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০

দেখুন, আমার দেহ কাঁপিতেছে, মুখ শুকাইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ বিকল হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইয়াছে, এবং শরীর অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাণ্ডীবের হস্ত বিহ্বল (শিথিল) হইয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, পরন্তু আমার হৃদয় এমন মোহগ্রস্ত হইয়াছে যে আমি তাহা জানিতেও পারি নাই। ইহা বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, দুর্দ্ধর্ষ, ও অতি ভয়ঙ্কর, পরন্তু, এই আশ্চর্য্য স্নেহের (মোহের) সামর্থ্য তাহা হইতেও অসাধারণ।" [2]যিনি সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছেন, কৃতান্তকে জব্দ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুন ক্ষণকালের মধ্যেই মোহাবিষ্ট হইলেন। (২০০) ভ্রমর যেমন সহজেই

১ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে
২ যিনি সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছেন, নিবাতকবচকে বিনাশ করিয়াছেন

যে কোনও শুষ্ক কাষ্ঠ ভেদ করে, পরন্তু, কোমল কমলকলির মধ্যে আবদ্ধ হয়; আর প্রাণ গেলেও সেই কমলদল ভেদ করিতে জানে না, স্নেহমমতার কোমলতাও তেমনি কঠিন (কোমল স্নেহপাশ ছিন্ন করাও তেমনি কঠিন)। —সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন, শুনুন, ইহা আদিপুরুষ ভগবানের মায়া, স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহাকে বশে আনিতে পারেন না, এইজন্য ইহা অর্জ্জুনকেও ভুলাইল। শুনুন, আত্মীয়স্বজন সকলকে দেখিয়া অর্জ্জুন সংগ্রামের অভিমান বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার চিত্তে কি করিয়া এই সদয়তার (দয়ার) উদয় হইল তাহা বুঝা যায় না। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"এখন আর এখানে থাকা যায় না। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, ইহাদের সকলকে বধ করিতে হইবে এই ভাবনায়ই আমার বাক্‌রোধ হইতেছে (বাক্য স্খলিত হইতেছে)।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১

[১-২] এই কৌরবগণকে যদি আক্রমণ করিতে হয়, তবে যুধিষ্ঠিরাদিকে কেন ধরিবে না? ইহারা সবাই পরস্পর আমাদের আত্মীয়। এই জন্য, ধিক্ এই যুদ্ধে—এই মহাপাপে কি কাজ তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হে দেব, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম এই যুদ্ধ করিলে তাহার পরিণাম মন্দ হইবে, পরন্তু ইহাকে এড়াইতে পারিলেই লাভ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২

এইভাবে বিজয় লাভ করিবার আমার কোনও প্রয়োজন নাই, এখানে রাজ্য পাইলেই বা কি হইবে?" (২১০)

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩

পার্থ বলিলেন—"এই সকলকে বধ করিয়া আমাদের যে সুখভোগ হইবে, তাহাতে ধিক্ (তাহা সব জ্বলিয়া যাউক)। এই সুখ বিনা যে অবস্থাই

১-২ "কৌরবগণকে যদি বধ করিতে হয়"

আসুক না কেন, তাহা সহ্য করিব, এজন্য যদি প্রাণত্যাগ করিতে হয় তাহাও ভাল। পরন্তু, ইহাদের বধ করিয়া আপনারা রাজ্যসুখ ভোগ করিব, ইহা স্বপ্নে ও মনে কল্পনা করিতে পারি না। যদি মনে পূজনীয় গুরুজনের অনিষ্টচিন্তাই করিতে হয়, তবে জন্মগ্রহণ করাই বা কেন, আর বাঁচিয়া থাকাই বা কিসের জন্য? বংশে পুত্র জন্মগ্রহণ করুক ইহা সবাই ইচ্ছা করে,—ইহাই কি তাহার ফল, যে তাহারা আপন গোত্রের সবাইকে বধ করুক? বজ্রের ন্যায় ব্যবহার[১] করিব ইহা কি করিয়া মনেও আনা যায়? বরং যাহাতে তাহাদের উপকার হয় তাহাই করা উচিত। আমরা যাহা অর্জ্জন করিব, সে সমস্তই উহাদের উপভোগের জন্য দিব, শুধু তাহাই নহে, উহাদের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিব। দিগন্তের (দেশ বিদেশের) নৃপতিগণকে জয় করিয়া আপন কুলের (গোত্রবর্গের) সন্তোষ বিধান করিব। পরন্তু, কর্ম্মের কি বিপরীত গতি! তাহারা সকলে (আমাদের সহিত) যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ইহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। (২২০) ইহাদের কেমন করিয়া বধ করিব? কাহাদের উপর শস্ত্রধারণ করিব? নিজের হৃদয় কি করিয়া ভেদ করিব?

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪

ইহারা কে তাহা কি আপনি জানেন না? ঐ দেখুন, ওদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ—যাঁহারা আমাদের অসাধারণ (প্রভূত) উপকার করিয়াছেন। এদিকে—শ্যালক, শ্বশুর, মাতুল, ও সকল বন্ধুবর্গ, পুত্র, পৌত্রাদি—সকলেই আমাদের স্বজন। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, ইহারা সকলেই আমাদের অতি নিকট আত্মীয়, সুতরাং (ইহাদের অনিষ্টের) কথা বলিলেই দোষ হইবে।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫

---

১ (কঠিন) হইব

ইহাপেক্ষা, ইহারা যাহাই করুক না কেন—আমাদের যদি মারিয়াও ফেলে, তথাপি উহাদের বধ করিবার কথা মনেও চিন্তা করি না। ত্রৈলোক্যের নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি এই অনুচিত আচরণ করিতে পারিব না।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

আজ যদি আমরা এই কাজ করি, তবে কাহাদের মনে (আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা) থাকিবে? হে কৃষ্ণ, বল, তোমার মুখের দিকেই বা কি করিয়া তাকাইব? গোত্রজ আত্মীয়গণকে বধ করিলে আমি পাপের 'ঘর' হইব (দোষের ভাগী হইব), এবং তুমি যে আমার নিকটে আছ, তুমিও আমার হাত হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। কুলক্ষয়কৃত অশেষ পাপ আমার অঙ্গে লাগিবে, তখন তোমাকে কে কোথায় দেখিতে পাইবে? উদ্যানের মধ্যে অগ্নি প্রবলভাবে সঞ্চারিত হইলে যেমন কোকিল ক্ষণভরও সেখানে থাকে না; (২৩০) কিম্বা, সকর্দ্দম সরোবর দেখিয়া চকোর যেমন তাহার জল পান না করিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক চলিয়া যায়। তেমনি ভাবে, হে দেব, আমার পুণ্যের আর্দ্রতা শুকাইয়া গেলে (পুণ্যক্ষয় হইলে) তুমি আমাকে মায়ায় ভুলাইয়া পরিত্যাগ করিবে।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭

সেইজন্য, আমি এই যুদ্ধ করিব না, এই সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করিব না, কারণ ইহা অত্যন্ত দূষণীয় কর্ম্ম বলিয়া মনে হইতেছে। তুমিই যদি আমাদের ছাড়িয়া যাও তবে আমাদের আর কি রহিল? তোমার বিহনে দুঃখে আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। অর্জ্জুন বলিলেন—সুতরাং কৌরবদের বধ করিব, আর আমরা (রাজ্য) সুখ ভোগ করিব—ইহা হইতেই পারে না।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৯

ইহারা (কৌরবগণ) যদিও অভিমানমদে ভুলিয়া (মত্ত হইয়া) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমাদের আপন হিত দেখিতে হয়। নিজেরা নিজ আত্মীয়গণকে বধ করিব—ইহা কিরূপে করা যায়? জানিয়া শুনিয়াও কি কালকূট সেবন করিব? অহো, পথে চলিতে গিয়া অকস্মাৎ যদি সিংহ সামনে আসিয়া যায়, তবে এড়াইতে পারিলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেই বাঁচা যায়। এখন, প্রকাশ (আলোক) ছাড়িয়া অন্ধকূপকে আশ্রয় করিলে কি লাভ হইবে, হে দেব, তুমিই বল। কিম্বা, সম্মুখে (প্রজ্বলিত) অগ্নি দেখিয়া যদি তাহাকে এড়াইয়া না যাওয়া যায়, তবে মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ অগ্নি গ্রাস করিয়া জ্বালাইতে পারে; (২৪০) তেমনি, এই প্রত্যক্ষ দোষ অঙ্গ স্পর্শ করিবে দেখিয়াও—জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০

যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সামান্য একটু অগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় কাষ্ঠগুলি জ্বালাইয়া ফেলে; তেমনি, একই গোত্রের গোষ্ঠী যদি মৎসর (দ্বেষ) প্রযুক্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করে, তবে সেই মহাপাপে সমগ্র বংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য, এই (কুলক্ষয়কৃত) পাপে কুলধর্ম্মই লুপ্ত হইবে, এবং বংশে অধর্ম্ম প্রবেশ করিবে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১

এই অবস্থায়, সারাসার বিচার, কে কেমন আচরণ করিবে, (এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ সমস্তই লোপ পাইবে। হাতের দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে চলিলে যেমন সোজা পথেও হোঁচট খাইতে হয়; তেমনি, কুলক্ষয় হইলে, সনাতন ধর্ম্মই নষ্ট হয়, তখন পাপ ভিন্ন আর কি থাকে? যমনিয়ম ত্যাগ[১] করিলে

১ বন্ধ হইলে

ইন্দ্রিয়ের স্বৈরাচার আরম্ভ হয়, সেইজন্য কুলস্ত্রীগণের ব্যভিচারদোষ ঘটে। উত্তম অধমে সঞ্চার করে, তাহাতে বর্ণাবর্ণ মিশিয়া একাকার হয়, তখন জাতিধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত হয়। চৌরাস্তার উপর বলি (নৈবেদ্য) রাখিলে যেমন চতুর্দ্দিক হইতে কাক আসিয়া তাহার উপর পড়ে, তেমনি (যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন বধ করিলে) কুলে মহাপাপ সঞ্চার করিবে ; (২৫০)

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২

তখন, সমস্ত কুল ও কুলঘাতক উভয়কেই নরকে যাইতে হইবে। দেখুন, এইভাবে সমস্ত বংশবৃদ্ধি দূষিত হইবে এবং স্বর্গস্থ পূর্ব্বপুরুষগণের পতন হইবে। যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে কে কাহাকে তিলোদক অর্পণ করিবে? তখন পিতৃপুরুষগণ কি করিবেন? স্বর্গে কেমন করিয়া বাস করিবেন? সুতরাং তাঁহাদেরও (নরকে) কুলের লোকজনের নিকট যাইতে হইবে। নখাগ্রে সর্প দংশন করিলে যেমন (তাহার বিষ) মস্তকের শিখা পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি (এই কুলক্ষয়কৃত পাপ) আব্রহ্ম (মূলপুরুষ হইতে) সমস্ত কুলকেই ডুবাইয়া দেয়

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫

হে দেব, শুনুন, ইহাতে অন্য এক মহাপাতক হইবে, সঙ্গদোষে অন্য লোকও আচারভ্রষ্ট হইবে (লৌকিক সদাচার নষ্ট হইবে)। আপনার ঘরে অকস্মাৎ[১] অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া অন্য ঘরকেও জ্বালাইয়া দেয় ; তেমনি এই কুলের সংসর্গে যে যে লোক আসিবে, তাহারাও ইহাদের জন্য কষ্ট ভোগ করিবে।—অর্জ্জুন বলিলেন—এইভাবে,

১ দৈববশে

নানা দোষে ব্যাপ্ত (দূষিত) হইয়া এই কুল কেবল মহাঘোরনরকভোগী হইবে। এই নরকে পড়িলে কল্পান্তেও সেখান হইতে উদ্ধার[১] হইবে না—কুলক্ষয়কৃত পাপে এমনিই পতন হয়—অর্জ্জুন বলিলেন (২৬০)—হে দেব, আমার এই নানাবিধ কথা শুনিয়াও এখনও আপনার চিত্তে ত্রাস হয় নাই—আপনি কি আপনার হৃদয় বজ্রের ন্যায় (কঠোর) করিয়াছেন ? আরও শুনুন, যাহার জন্য এই রাজ্যসুখ ইচ্ছা করিতেছি, তাহা ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও কি এই দোষ (পাপ)-কে অবজ্ঞা করা উচিত নহে (এড়ান উচিত নহে) ? আমাদের পূজনীয় সব গুরুজন, তাঁহাদের বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি, বলুন,—ইহাতেও কি আমাদের কম পাতক হইয়াছে ?

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

(আমার মনে হয়) এইভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা শস্ত্রত্যাগ করিয়া উহাদের (কৌরবদের) বাণাঘাত সহ্য করাও ভাল। ইহার ফলে যদি মরণও হয় তাহাও অধিকতর বাঞ্ছনীয়, পরন্তু, এই পাপের ভাগী হইবার ইচ্ছা নাই।”*

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থমুপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—হে রাজন্, শুনুন, ঐ সময়ে অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে এই কথা বলিলেন ; এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে, ক্ষোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রথ হইতে ভূমিতে লাফাইয়া পড়িলেন। রাজপুত্র পদচ্যুত হইলে যেমন সর্ব্বপ্রকারে হতবীর্য্য হয়, কিম্বা, রবি রাহুগ্রস্ত হইলে যেমন প্রভাহীন হয় ; অথবা, মহাসিদ্ধিপ্রাপ্তির মোহে ভ্রমে পতিত হইয়া তপস্বী যেমন কামবাসনার পাশে বদ্ধ হইয়া দীন (নিন্দার পাত্র) হয় ; তেমনি

---

১ মুক্তি

* এখানে পাঠান্তরে অন্য একটী ওবী আছে : এইভাবে আপনার কুলের সকলকে দেখিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, ‘এই রাজ্যই শুধু নরকভোগ’।

ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন রথত্যাগ করিলে, তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখ-জর্জ্জরিত দেখাইতে লাগিল; (২৭০) তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন্, শুনুন্, এই প্রকার অবস্থা হইল। এখন, ইহার পর বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুঃখাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে কি ভাবে পরমার্থ (তত্ত্বজ্ঞান) সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন; সে কথা সবিস্তারে পরের অধ্যায়ে অতি সকৌতুকে শ্রবণ করিবেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব এখন ইহাই বলিলেন ॥ ২৭৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

অর্জ্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়

সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন্, শুনুন পার্থ সেখানে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আপন কুলের সমস্ত লোককে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অদ্ভুত স্নেহের উদয় হইল—তাহাতে তাঁহার চিত্ত কি ভাবে দ্রবীভূত হইল? যেমন লবণ জলে গলিয়া যায়, অথবা, মেঘ যেমন বায়ুতে উড়িয়া যায়, তেমনি ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল[১]। এইজন্য কর্দ্দমে আবদ্ধ রাজহংসকে যেমন দেখায়, কৃপাবিষ্ট তাঁহাকেও তেমনি অত্যন্ত ম্লান দেখাইতে লাগিল। তখন, পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণভাবে মহা-মোহগ্রস্ত দেখিয়া শার্ঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২

বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তোমার এই যুদ্ধক্ষেত্রে কি এরূপ করা উচিত? তুমি কে, কি করিতেছ তাহাই বিচার কর। বল, তোমার কি হইয়াছে? কিসে কি কম পড়িল? কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ রাখিলে? তুমি কেন এমন শোক করিতেছ? তুমি চিত্তে কোনও অনুচিত ভাবনা আসিতে দেও না, কখনও ধৈর্য্যহারা হও না, তোমার[২] নাম আপনা হইতেই দিগন্ত উল্লঙ্ঘন করে। তুমি শৌর্য্যের আশ্রয়, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে রাজা (অগ্রগণ্য)। তোমার পরাক্রমের খ্যাতি ত্রিভুবনে বিদিত। তুমি সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছ, নিবাতকবচকে[৩] সমূলে বিনাশ করিয়াছ, তোমার আপন যশোগাথা গন্ধর্ব্বগণদ্বারা গান করাইয়াছ। (১০) হে পার্থ,

---

১ ঠাণ্ডা হইল, শান্ত হইল   ২ নামে অপযশ দিগন্ত উল্লঙ্ঘন করে

৩ অধ্যায় ১—২০০ পাদটীকা দেখ

তোমার পরাক্রম এমন অপ্রতিম ও বিশুদ্ধ যে তোমার শৌর্য্যের তুলনায় ত্রৈলোক্য অকিঞ্চিৎকর দেখায়। সেই তুমি আজ এখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) বীরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছ। হে অর্জ্জুন, কারুণ্য তোমাকে কতদূর দীন করিয়াছে তাহাই বিচার কর,—বল, অন্ধকার কি সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে? অথবা, পবন কি মেঘকে ডরায়? অমৃতের কি মরণ আছে? কাষ্ঠখণ্ড কখনও কি অগ্নিকে গিলিয়া খায়? কিম্বা, লবণ কি জলকে গলাইয়া দেয়? কালকূট কি অন্য বিষের সংস্পর্শে মরিয়া যায়? বল, ভেক কি মহাসর্পকে গিলিয়া ফেলে? শৃগাল সিংহকে আক্রমণ করিল এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে কি? পরন্তু, তুমি আজ ইহাকে সত্য করিলে! সুতরাং, হে অর্জ্জুন, তুমি এখনও এই হীনবৃত্তিকে চিত্তে স্থান দিও না, শীঘ্রই মনে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সাবধান হও। মূর্খতা ত্যাগ করিয়া ধনুর্ব্বাণ উঠাইয়া লও, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ কি কারুণ্য? তুমি জ্ঞানী হইয়াও এখন বিচার করিতেছ না কেন? বল, যুদ্ধের সময় কি সদয়তা (দয়া) উপযোগী হয়? ইহা (ইহলোকের) বর্ত্তমান কীর্ত্তি নাশ করিবে ও পরলোকের হানি করিবে"—জগন্নিবাস শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন। (২০)

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

"সুতরাং, হে পাণ্ডুকুমার, শোক করিও না, অবিচলিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই খেদ পরিত্যাগ কর। ইহা তোমার যোগ্য নহে, ইহাতে এ পর্য্যন্ত অনেক যাহা কিছু (কীর্ত্তি, যশঃ) পাইয়াছ, তাহা নষ্ট হইবে, সুতরাং এখনও বিচার করিয়া যাহাতে কল্যাণ হইবে তাহাই কর। এই সংগ্রামের সময় কৃপা প্রদর্শন (কৃপালুতা) উপযোগী হইবে না,—ইঁহারা কি এখনই তোমার আত্মীয় হইয়া গেলেন? ইহা কি প্রথম হইতেই জানিতে না? ইঁহাদের কি গোত্রজ বলিয়া চিনিতে না? এখন এই তুচ্ছ বিষয় বৃথা কেন বাড়াইতেছ? আজিকার এই যুদ্ধ কি তোমার জীবনে নূতন? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের কারণ তো সর্ব্বদাই আছে। তোমার এখন কি হইল, কেনই বা এই স্নেহের উদয় হইল—আমি তাহা বুঝিতে পারি না, পরন্তু, হে অর্জ্জুন, তুমি বড়ই হীন ও অন্যায় কর্ম্ম করিতেছ। মোহাবিষ্ট

থাকিলে এই ফল হইবে যে, যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছ তাহা চলিয়া যাইবে, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক (কল্যাণও) অন্তর্হিত হইবে। সংগ্রামে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য কখনও কল্যাণকর হয় না, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের কারণ হয়।" এইভাবে, কৃপালু ভগবান তাহাকে নানা ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন কি বলিলেন (তাহাই শ্রবণ করুন)।

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, এত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, শুনুন, প্রথমে আপনি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে চিত্তে বিচার করুন। (৩০) ইহা যুদ্ধ নহে, প্রমাদ,—এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দোষ হইবে, ইহা স্পষ্টতঃ আমাদের বংশের পূজনীয় গুরুজনের (আরাধ্য দেবতাগণের) উচ্ছেদরূপ মহাপাপে লিপ্ত করিবে। দেখুন, যে পিতামাতাকে পূজা করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাঁহাদের আপন হস্তে কি করিয়া বধ করা যায়? হে দেব, সাধুসন্তদের নমস্কার করা উচিত, যদি সম্ভব হয়, তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া নিজের মুখে কেমন করিয়া তাঁহাদের নিন্দা করা যায় তেমনি ইঁহারা আমাদের কুলগুরু এবং নিত্য নিয়মিতভাবে আমাদের পূজ্য, বিশেষতঃ ভীষ্ম ও দ্রোণ হইতে আমাদের বহু লাভ হইয়াছে। হে দেব, যাঁহাদের বিরুদ্ধে আমি স্বপ্নেও বৈরভাব পোষণ করিতে পারি না তাঁহাদের কেমন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বধ করিব? এই জীবনেই ধিক্—আজ এখানে সকলের কি হইল? যাঁহাদের কাছে আমরা শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, তাঁহাদের উপরই ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া গৌরব বোধ করিব? আমি পার্থ দ্রোণের স্বহস্তে গঠিত শিষ্য, আমাকে তিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার উপকারের ঋণ কি তাঁহাকে বধ করিয়া শেষ করিব?" অর্জ্জুন বলিলেন—"যাঁহার কৃপায় বরলাভ হইবে, তাঁহার প্রতি মনে কৃতঘ্নতা পোষণ করিয়া আমি কি ভস্মাসুর হইব? হে দেব, শুনিয়াছি সমুদ্র গভীর[১] ও শান্ত, পরন্তু, উহা

১ গম্ভীর

আপাতদৃষ্টিতেই ঐরূপ দেখায় (বস্তুতঃ ইহা প্রায়শঃ বিক্ষুব্ধ হয়), কিন্তু, দ্রোণাচার্য্যের মনে কখনও ক্ষোভ হয় না। আকাশ অনন্ত (অপার), তাহারও মাপ সম্ভব হইতে পারে, পরন্তু দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় অগাধ ও গহন (অপরিমেয়)। (৪০) অমৃতও নষ্ট (স্বাদহীন) হইতে পারে, বজ্রও কালের গতিতে ভাঙ্গিয়া যাইতে পাবে, পরন্তু, তাঁহার মানসিক শান্তি চেষ্টা করিলেও বিচলিত করা যায় না। স্নেহ সম্বন্ধে মাতৃস্নেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে বলে, ইহা ঠিকই, পরন্তু, দ্রোণাচার্য্যের অন্তরে কৃপা (প্রেম) মূর্ত্তিমতী হইয়া আছে। তিনি কারুণ্যের আদি (মূল), সকল গুণের নিধি, এবং বিদ্যার সীমাহীন সমুদ্র। ইঁহার মহত্ত্বের মান এমনিই—তাহার উপর ইনি আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, এখন বলুন, ইঁহাকে বধ করিবার চিন্তাও কি করিতে পারি ?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

ইঁহাদের রণে বধ করিয়া আমরা সুখে রাজ্যভোগ করিব, জীবন থাকিতে এইরূপ চিন্তা আমার মনে আসিবে না। ইহা (এই চিন্তা) এমন 'দুর্ভর' (অসহ্য) যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজ্যভোগও আমি চাহি না (দূরে থাকুক), ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়াও ভাল। অথবা, দেশত্যাগ করিয়া যাইব, বা গিরিগুহায় বাস করিব, পরন্তু, ইঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না। হে দেব, নবনিশিত শরে ইঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাহার রক্তে রঞ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে হইবে। ইহা পাইয়া কি লাভ হইবে ? শোণিত-লিপ্ত রাজ্য কি করিয়া ভোগ করিব ? এইজন্য, এই (যুদ্ধ করিবার) যুক্তি আমার ভাল লাগিতেছে না।"

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

এইভাবে অর্জ্জুন ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবধান করিতে বলিলেও, তিনি উহা শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। (৫০) ইহা জানিয়া পার্থ ভীত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হে দেব, আপনি আমার কথায় কেন মনোযোগ দিতেছেন না? আমার মনে যাহা হইল, আমি বিচার করিয়া তাহাই বলিলাম, পরন্তু, ইহাপেক্ষা ভাল যদি কিছু থাকে, তাহা আপনিই জানেন। দেখুন, যাহাদের সহিত বিরুদ্ধতার কথা শুনিলেই আমাদের প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহারাই সংগ্রামের জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছে। এখন, ইহাদের বধ করিব, বা ত্বরায় যুদ্ধত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি করা উচিত তাহা আমি জানি না।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

আমাদের কি করা উচিত তাহা বিচার করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ এই মোহে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অন্ধকারে বেষ্টিত হইয়া যেমন দৃষ্টির তেজ নষ্ট হয়, আর নিকটে অবস্থিত বস্তুগুলিও দেখা যায় না; হে দেব, আমারও তেমনি হইয়াছে, কারণ আমার মনকে ভ্রান্তি গ্রাস করিয়াছে, এখন আপন হিত কিসে হইবে তাহাই জানি না। এইজন্য, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যাহা ভাল বলিয়া জানিবেন তাহাই আমাকে বলুন—কারণ আমাদের সখা, সর্ব্বস্ব—সমস্তই আপনি। আপনিই আমাদের গুরু, বন্ধু, পিতা, আপনিই আমাদের ইষ্টদেবতা, আপনিই আমাদের আপদে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন। গুরু যেমন শিষ্যকে কখনও উপেক্ষা (ত্যাগ) করেন না, কিম্বা, সমুদ্র যেমন নদীকে ত্যাগ করে না। (৬০) অথবা, হে কৃষ্ণ, আপনি শুনুন—মাতা যদি সন্তানকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে কি করিয়া বাঁচে? তেমনি, হে দেব, সকলের উপরে আপনিই আমাদের একমাত্র (আশ্রয়), আর, আমার পূর্ব্বের কথাগুলি আপনি যদি মানিয়া না লন, তবে, হে পুরুষোত্তম, যাহা আমাদের পক্ষে উচিত, এবং যাহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হইবে না, তাহাই এখন শীঘ্র করিয়া বলুন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

এই সকল কুলগোষ্ঠীকে দেখিয়া আমার মনে যে শোকের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনার উপদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই দূর করিতে পারিবে না। সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বই লাভ করি, বা মহেন্দ্রপদই প্রাপ্ত হই, মনের এই দুঃখ দূর হইবে না। উত্তমরূপে ভর্জ্জিত বীজ যদি সুক্ষেত্রে বপন করা হয়, এবং তাহাতে যথেষ্ট জলসেচনও করা হয়, তথাপি যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না; অথবা, আয়ু ফুরাইলে যেমন ঔষধে কোনও ফল হয় না, একমাত্র পরমামৃতই তখন উপযোগী হয়; সেইরূপ, রাজ্যভোগসমৃদ্ধি (আমার) এই বুদ্ধিকে উজ্জীবিত (সঞ্জীবিত) করিতে পারিবে না, এ অবস্থায়, হে কৃপানিধি, আপনার করুণাই আমাদের জীবিত রাখিতে পারে।" ক্ষণকালের জন্য ভ্রান্তি (মোহ) দূর হইলে, অর্জ্জুন এইভাবে বলিলেন, পরন্তু পুনরায় সেই (ঊর্ম্মি) মোহতরঙ্গ তাঁহাকে ব্যাপিয়া ফেলিল। বিচার করিয়া দেখিলে, আমার মনে হয় ইহা ঊর্ম্মি (মোহতরঙ্গ) নহে, ইহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু,—মহামোহরূপ কালসর্প তাঁহাকে গ্রাস করিল। (৭০) কারুণ্যরসে ভরা তাঁহার কোমল হৃদয়কমলের মর্ম্মস্থানে ঐ কালসর্প দংশন করিল, এইজন্য ঐ বিষ-লহরী থামিল না (বন্ধ হইল না)। এই (বিপজ্জনক) অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, শ্রীহরিরূপ গারুড়ী (সাপুড়ে)—যাঁহার এমন সামর্থ্য যে দৃষ্টিদ্বারাই বিষ নষ্ট করিতে পারেন,—তখন (অর্জ্জুনের কাছে) দৌড়িয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন এমনভাবে ব্যাকুল হইলেও, তাঁহার পার্শ্বে শোভিত শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশে অবলীলাক্রমে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এইজন্যই, এ সমস্ত বিষয় জানিয়াই আমি "পার্থকে মোহরূপ সর্প গ্রাস করিয়াছে" এই কথা বলিয়াছি। সেই সময়, ঘনমেঘের পরদা যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি ফাল্গুনীও মোহ (ভ্রান্তি) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতে দাবানল জ্বলিলে যেমন হয়, ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনও তেমনি দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। এইজন্য, স্বাভাবিক জলদশ্যাম, কৃপামৃতরূপ জলে পূর্ণ, মহামেঘরূপী শ্রীগোপাল তাঁহার প্রতি কৃপাবৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সুদর্শন দীপ্তি[১]

১ সুন্দর দন্তরাজির দ্যুতি

বিদ্যুতের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিতেছিল, তাঁহার গম্ভীর বাক্য মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ঘোষিত হইল (বিস্তারলাভ করিল)। এখন ঐ উদার মেঘ কিভাবে বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনরূপ পর্ব্বতের দাবানল নির্ব্বাপিত করিলেন, ও জ্ঞানের নব অঙ্কুর ফুটাইলেন, সেই কথাই মনস্থির করিয়া শুনুন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন। (৮০)

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯

এইভাবে বর্ণনা করিয়া সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্, পার্থ পুনরায় শোকাকুল হইয়া কি বলিলেন—শুনুন,—তিনি সখেদে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন —"আপনি আমাকে আর পীড়াপীড়ি (অনুরোধ) করিবেন না, আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিব না—এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।" এই কথা একবার বলিয়াই তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন ;—তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

তখন, নিজমনে বলিলেন—"অর্জ্জুন এ কি আরম্ভ করিল? তাহার কি করা উচিত এসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এখন কি উপায়ে ইহাকে বুঝান যায়? কেমন করিয়া ইহার মনে ধৈর্য্য আনয়ন করা যায়?" পঞ্চাক্ষরী মান্ত্রিক যেমন ভূত তাড়াইবার জন্য বিচার করে; অথবা ব্যাধি অসাধ্য দেখিয়া বৈদ্য যেমন তাহা সারাইবার জন্য অমৃতের ন্যায় ঔষধি কালবিলম্ব না করিয়া প্রয়োগ করে; তেমনি, পার্থের ভ্রান্তি (মোহ) যাহাতে দূর হয়,—দুই সৈন্যদলের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীঅনন্ত তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। মনে তাহার কারণ স্থির করিয়া, তখন সরোষে বলিতে আরম্ভ করিলেন—যেমন মাতার ক্রোধের মধ্যে স্নেহ লুক্কায়িত থাকে; কিম্বা, যেমন ঔষধের কটুত্বের মধ্যে অমৃত গুপ্তভাবে ভরিয়া থাকে,—যাহা উপরে (বাহ্যতঃ) দেখা যায় না, পরন্তু পরিণামে গুণে প্রকট হয়; তেমনি,

হৃষীকেশ, বাহিরে 'উদাস' (নিরপেক্ষ, ক্ষোভপূর্ণ) দেখাইলেও অন্তরে মধুর রসপূর্ণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৯০)

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

তখন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন—"ইহার মধ্যে তুমি যে কি আরম্ভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানী মনে কর, তবে অজ্ঞানকে ত্যাগ কর নাই, আর তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে গেলে বহু প্রকারের (নীতি) বাক্য বলিতেছ। জন্মান্ধ যেমন পাগল হইয়া এদিকে ওদিকে দৌড়ায়, তোমার বিজ্ঞতাও তেমনি দেখাইতেছে। তুমি আপনাকেই জান না, অথচ কৌরবগণের জন্য শোক করিতেছ, ইহাতে আমি বারম্বার অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি। হে অর্জ্জুন, বল দেখি, এই ত্রিভুবন কি তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে? (লোকে যে বলে) এই বিশ্বরচনা আদিকাল হইতেই[১] আছে, তাহা কি মিথ্যা? এই জগতে সমর্থ (ঈশ্বর) একজনই আছেন, তাঁহা হইতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি,—লোকে কি ইহা বৃথাই বলে? এখন হইতে কি বুঝিতে হইবে যে যাহা কিছু জন্মিয়াছে তুমিই সৃজন করিয়াছ, আর তুমি নাশ করিলেই সব নাশ পাইবে? —ইহার বিচার কর। তুমি ভ্রমবশতঃ অহঙ্কারে যদি উহাদের বধ করিতে না চাও, তবে কি উহারা চিরজীবী হইয়া যাইবে? বল। তুমিই কি একমাত্র বধকর্ত্তা, আর (তোমা দ্বারাই) ইহারা সকলে মরিবে? এমন ভ্রান্তি ভুলিয়াও চিত্তে আসিতে দিও না। এই সারা বিশ্ব অনাদিসিদ্ধ, স্বভাবের নিয়মেই জন্মমৃত্যু হয়,—ইহার জন্য তুমি কেন শোক করিবে আমাকে বল। (১০০) পরন্তু, তুমি মূর্খতার জন্য বুঝিতে পারিতেছ না, যাহা চিন্তা করা উচিত নয় তাহাই চিন্তা করিতেছ, আর আমাকে তোমার নীতিবাক্য শুনাইতেছ। যাহারা বিবেকী, তাহারা জন্ম ও মৃত্যু ভ্রান্তি জানিয়া, এ দুটির জন্য শোক করে না।

[১] অনাদি

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

হে অর্জ্জুন, আমি যাহা বলিতেছি শুন,—এই সংসারে তুমি, আমি, আর এই সব নৃপতিগণ, ও অন্যান্য সকলেই; যে নিত্য এইরূপই থাকিবে, কিম্বা নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,—ইহা (এই কল্পনা) ভ্রান্তি মাত্র, এই ভ্রান্তি ত্যাগ করিলে দেখিবে এ দুটির একটিও ঠিক নহে। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এই কল্পনা মায়াবশেই সৃষ্ট হয়, নতুবা, তত্ত্বতঃ (মূল) বস্তু অবিনাশী। জল যখন বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করে, বল তখন কি উৎপন্ন হয়? তেমনি, বায়ুর স্ফুরণ (গতি) বন্ধ হইলে জল যখন শান্ত ও সমতল হয়, তখন কি কোনও বস্তুর বিনাশ হয়? ইহাই বিচার কর।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

আরও শুন, শরীর এক হইলেও বয়সভেদে অনেক দেখায় (অনেক পরিবর্ত্তন হয়), এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। প্রথমে শরীরে কৌমারদশা দেখা যায়, পরে তারুণ্য (যৌবন) তাহাকে নাশ করে, পরন্তু তাহার কোনটির সঙ্গে (এই অবস্থাভেদে) দেহের নাশ হয় না। তেমনি, চৈতন্য বস্তুতেও (আত্মার) দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়—ইহা যে জানে তাহার মোহজনিত দুঃখ হয় না। (১১০)

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪

আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়াই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি না, ইন্দ্রিয়-গ্রামই অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইলেই তাহাতে হর্ষ, শোক উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদের সঙ্গ-দোষেই অন্তঃকরণ প্লাবিত (মোহাচ্ছন্ন) হয়। এই বিষয়ভোগে একনিষ্ঠা নাই, তাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ দেখা যায়। দেখ, নিন্দা ও স্তুতি এ দুটিই শব্দের ব্যাপ্তি (শব্দস্বরূপ) শ্রবণদ্বারে তাহারাই দ্বেষাদ্বেষ (দ্বেষ

ও শান্তি) উৎপন্ন করে। 'মৃদু' ও 'কঠিন' এ দুটি স্পর্শের গুণ, ইহারা ত্বকের সংস্পর্শে সন্তোষ ও খেদের কারণ হয়। 'ভয়ঙ্কর' ও 'সুন্দর' ইহারা রূপের স্বরূপ, নেত্রদ্বারে ইহারা সুখদুঃখ উৎপন্ন করে। 'সুগন্ধ' ও 'দুর্গন্ধ' এ দুটি গন্ধের ভেদ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে ইহারা সন্তোষ ও বিষাদ উৎপন্ন করে। তেমনি, দ্বিবিধ রস (মিষ্ট ও তিক্ত) প্রীতি ও ত্রাস উৎপন্ন করে। সুতরাং বিষয়সঙ্গেই (মূল স্বরূপের) অপভ্রংশ হয়। দেখ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, তাহারা শীতোষ্ণাদি অনুভব করে, এবং আপনাদের সুখদুঃখে জড়াইয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই (স্বাভাবিক ধর্ম্মই) এই যে বিষয় ভিন্ন তাহাদের অন্য কিছুই রম্য বস্তু নাই ॥ ১২০ ॥ আর, এ বিষয় কেমন ? মৃগজল বা স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীর আভাসের ন্যায়—বিষয় অনিত্য, এই জন্য, হে ধনুর্দ্ধর, তুমি বিষয়কে সযত্নে পরিহার কর এবং কখনও তাহার সঙ্গ করিও না।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

যে বিষয়ের বশীভূত হয় না, তাহাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করে না, আর তাহাকে গর্ভবাসের কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। হে পার্থ, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের পাশে আবদ্ধ হয় না, তাহাকে সর্ব্বথা নিত্যস্বরূপ বলিয়া জানিবে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

এখন, হে অর্জ্জুন, আর একটি কথা বলিতেছি, শুন—যাহা বিচারশীল লোকই জানিতে পারে। এই উপাধিযুক্ত (মায়াময়) বিশ্বজগতে যে সর্ব্ব-ব্যাপক চৈতন্য গুপ্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞ সন্তগণ তাহাকে স্বীকার করেন। দুগ্ধ জলে মিশিয়া যেমন এক হইয়া যায়, পরন্তু রাজহংস তাহাদের পৃথক করে; কিম্বা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন খাদযুক্ত সোনাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ সোনা বাহির করে; অথবা, বুদ্ধির নৈপুণ্যে (চাতুর্য্যের সহিত) দধি মন্থন করিলে যেমন অবশেষে নবনীত দৃষ্ট হয় (পাওয়া যায়); কিম্বা, ভুষি ও বীজ (ধান্য) একত্রে থাকে, কিন্তু ঝাড়িয়া লইলে যেমন তুষ (ভুষি) উড়িয়া যায় এবং যাহা সার অর্থাৎ ধান্যই থাকে ॥ ১৩০ ॥ তেমনি বিচার

দ্বারা[1] সবিস্তার বর্ণনার নিরসন হয় ও তাহা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শুদ্ধতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। এইজন্য, অনিত্য বিষয়ে জ্ঞানীপুরুষের আস্তিক্যবুদ্ধি থাকে না, কারণ তাঁহারা এ দুটিরই (সৎ ও অসৎ বস্তুর) পরিণাম দেখিতে পান (নির্ণয় করিয়াছেন)।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

সারাসার বিচার করিয়া দেখ, ভ্রান্তিই অসার ও অনিত্য,[2] আর যাহা সার তাহাই স্বভাবতঃ নিত্য, জানিবে। যাহা হইতে এই লোকত্রয়ের (দৃশ্য) আকার বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে নাম, বর্ণ, আকারাদি চিহ্নমাত্র নাই। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী জন্মক্ষয়ের অতীত, তাহাকে আঘাত করিলেও কখনই তাহার বিনাশ হয় না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

আর শরীরধারী সমস্তই স্বভাবতঃ বিনাশশীল, সুতরাং হে পাণ্ডুকুমার, তোমার যুদ্ধ করা উচিত।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

তুমি দেহাভিমান ধরিয়া, এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া "আমি হন্তা", "উহারা বধ্য" এইসব কথা বলিতেছ। পরন্তু, হে অর্জ্জুন, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না,—যদি তত্ত্বতঃ বিচার করা হয়, তবে তুমি বধকর্ত্তা নও, উহারাও বধ্য নহে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

১ প্রপঞ্চের নিরসন হয় ও উহা সহজেই পরিত্যক্ত হয়। ২ ভ্রান্তিই অসার।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

যেমন স্বপ্নের মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহা স্বপ্নেই সত্য বলিয়া মনে হয়, পরন্তু জাগিয়া উঠিয়া দেখিলে কিছুই থাকে না; তেমনি, ইহাকে মায়া বলিয়া জানিবে, তুমি বৃথাই ভ্রমে পড়িয়াছ, অস্ত্রদ্বারা ছায়াকে আঘাত করিলে যেমন অঙ্গে বিদ্ধ হয় না; কিম্বা, যেমন পূর্ণকুম্ভ উল্টাইয়া দিলে তাহার জলে (সূর্য্যের) প্রতিবিম্ব নষ্ট হয়, পরন্তু তাহার সহিত সূর্য্যের নাশ হয় না; অথবা, আকাশ যেমন মঠের মধ্যে মঠাকৃতি ধারণ করে, পরন্তু মঠ ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার মূল স্বরূপ থাকিয়া যায়; তেমনি, শরীর গেলেও স্বরূপের (আত্মার) নাশ কখনই হয় না, অতএব, হে বৎস, তুমি (এই স্বরূপের উপর) মিথ্যা কল্পনারূপ ভ্রান্তি আরোপ করিও না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিতে হয়, তেমনি চৈতন্য-নাথ (জীবাত্মা) দেহান্তর (এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ) স্বীকার (গ্রহণ) করে। ১৪৪

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

ইহা অনাদি, নিত্যসিদ্ধ, নিরুপাধি, বিশুদ্ধ, সুতরাং শস্ত্রাদি দ্বারা ইহার ছেদন হয় না। ইহাকে প্রলয়ের জল প্লাবিত করে না, অগ্নিদ্বারা ইহার দহন সম্ভব নহে, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না (বায়ুর মহাশোষণ শক্তি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না)। হে অর্জ্জুন, ইহা নিত্য, অচল, শাশ্বত, সদা সর্ব্বব্যাপী এবং পরিপূর্ণ (স্বয়ংপূর্ণ)।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

হে কিরীটি, ইহা তর্কের দৃষ্টিগোচর হয় না, ধ্যান ইহার দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা পোষণ করে। ইহা মননদ্বারা সদা দুর্ল্লভ, সাধনাদ্বারাও অপ্রাপ্য, হে অর্জ্জুন, এই আত্মা অসীম, পুরুষোত্তম। ইহা গুণত্রয়রহিত, "ব্যক্তি"র (ব্যক্তরূপের, আকারের) অতীত, অনাদি, অবিকৃত, সর্ব্বস্বরূপ (সর্ব্ব-ব্যাপক) ॥১৫০॥ হে অর্জ্জুন, ইহাকে এইভাবে জানিবে, সর্ব্বাত্মক বলিয়া দেখিবে—তাহাতেই তোমার সমস্ত শোক সহজেই দূর হইবে।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অথবা, যদি তুমি ইহা না বুঝিয়া আত্মাকে বিনাশশীলই মনে কর, তথাপি, হে পাণ্ডুকুমার, তুমি শোক করিতে পার না। কারণ, গঙ্গাজলের অখণ্ড প্রবাহের ন্যায়, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নিরন্তর (শাশ্বত) ও নিত্য। গঙ্গা-জলের প্রবাহ যেমন আদিতে অখণ্ডিত, সমুদ্রে গিয়া মিশিলেও তদ্রূপ, প্রবাহের মধ্যস্থলেও তেমনি দেখায়; এই তিনটি অবস্থাও (উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ তেমনি সদা প্রবহমান জানিবে, ভূতাদির মধ্যে কোন সময়েই এই প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতএব, এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে, কারণ এই স্থিতি স্বভাবতঃই এইরূপ অনাদি। অথবা, হে অর্জ্জুন, এই সর্ব্বলোক জন্মক্ষয়ের অধীন দেখিয়াও যদি তোমার মন না মানে তথাপি ইহাতে তোমার শোকের কোনও কারণ নাই, কারণ জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

যাহার উৎপত্তি আছে তাহারি নাশ হয়, যাহার নাশ হয় তাহাকে পুনরায় দেখা যায়—ঘটিকাযন্ত্রের* ন্যায় ইহা ঘুরিতে থাকে। অথবা, (সূর্য্যের

Persian wheel (জল তুলিবার যন্ত্র)

উদয় অস্ত যেমন নিরন্তর আপনা আপনিই হইতে থাকে, তেমনি জন্মমরণও এই জগতে অনিবার্য্য ॥ ১৬০ ॥ মহাপ্রলয়কালে এই ত্রৈলোক্যের নাশ হয়, সেইজন্য 'আদি' ও 'অন্ত' কে পরিহার করা সম্ভব নয়। ইহাই যদি তুমি মানিয়া লও তবে শোক করিতেছ কেন? হে ধনুর্দ্ধর, জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন?

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

হে পার্থ, আর একটি কথা—তুমি যে ভাবেই বিচার করিয়া দেখ না কেন ("বহুভাবে বিচার করিয়া দেখ"), ইহাতে দুঃখ করিবার কোনও বিষয় (কারণ) নাই। এই সমস্ত ভূতাদি প্রাণী জন্মের পূর্ব্বে অমূর্ত্ত (আকার-হীন) থাকে, জন্মগ্রহণ করিলে আকারপ্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন লয়-প্রাপ্ত হয়, তখন নিঃসংশয়ে তাহারা অন্য কিছু হয় না, তাহারা আপনাদের পূর্ব্বস্থিতিতেই ফিরিয়া যায়। পরন্তু, (জন্ম ও মৃত্যুর) মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায়—মায়ার প্রভাবে স্বস্বরূপে[১] (ব্রহ্মস্বরূপে) ভাসমান আকার। অথবা, পবন স্পর্শ করিলে জল যেমন তরঙ্গাকার ধারণ করে (দেখায়), কিম্বা, অপরের ইচ্ছায় স্বর্ণ যেমন অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করে; তেমনি এই সকল মূর্ত্ত (আকারধারী) ভূতমাত্রই মায়াদ্বারা গঠিত—জানিবে,—আকাশে যেমন অভ্রপটল (মেঘের পরদা) ভাসমান হয়; তেমনি, যাহার (জন্মমৃত্যুর) আদিই (মূল) নাই, তাহার জন্য তুমি কেন রোদন করিতেছ? তুমি অক্ষয়, অব্যয় যে একস্বরূপ চৈতন্য (ব্রহ্ম), তাঁহার কথা চিন্তা কর।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় সন্তগণ বিষয়বাসনা ত্যাগ করেন, যাঁহার জন্য মুমুক্ষুগণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া বনবাসী হইয়া থাকেন; (১৭০) যাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুনীশ্বরগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও তপ আচরণ করেন; কেহ

১ সংস্বরূপ = ব্রহ্মস্বরূপ

কেহ নিশ্চল (স্তব্ধ) অন্তঃকরণে এই শুদ্ধ (কেবল) পরমাত্মার ধ্যান করিয়া সারা সংসারই ভুলিয়াছেন ; কেহ বা তাঁহার গুণানুবাদ (গুণ কীর্ত্তন) করিতে করিতে, চিত্তে উপরতি (বৈরাগ্য) হওয়ায়, নিরন্তর ও পূর্ণভাবে তাঁহাতে লীন হইয়া আছেন ; কেহ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া শান্ত হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা অনুভবদ্বারা তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন : সমস্ত নদীর প্রবাহগুলি যেমন সমুদ্রের মধ্যে মিলিত হয়, পরন্তু তাহার মধ্যে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া আসে না ; তেমনি, যোগীশ্বরগণের বুদ্ধি চৈতন্যের সহিত মিলিয়া সমরস হইয়া যায়, পরন্তু, বিচার করিয়া দেখিলে আর পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না (ফিরিয়া আসে না) ।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

যিনি সর্বত্র সর্ব্বভূতে বিরাজমান, যাঁহাকে ইচ্ছা করিলেও নাশ করা যায় না, সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যই বিশ্বাত্মক (সর্ব্ব বিশ্বের আত্মা), জানিয়া রাখ। ইঁহারই স্বভাবগুণে সারা বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে, তুমি তাহার জন্য শোক করিবে কেন, বল ? হে পার্থ, যথার্থ বলিতে গেলে, এইসব কথা কেন তোমার মনে ধরিতেছে না, জানি না ; পরন্তু সকল দিক দিয়া দেখিলে, তোমার এই শোক করা নিন্দনীয়।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

তুমি এখনও কেন বিচার করিতেছ না ? তোমাকে চিন্তিত দেখাইতেছে কেন ? যে স্বধর্ম্ম মনুষ্যকে ত্রাণ করে, তুমি সেই স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছ । (১৮০) যদি কৌরবগণের কিছু ঘটিয়া যায়, অথবা তোমারি কিছু হয়, কিম্বা যদি প্রলয়ই উপস্থিত হয়, তথাপি, এক স্বধর্ম্ম বলিয়া যাহা আছে তাহা কদাচ ত্যাজ্য নহে ; তোমার কৃপালুতা (দয়ার্দ্রতা) কি তোমাকে ত্রাণ করিবে ? হে অর্জ্জুন, তোমার চিত্ত যদিও দ্রবীভূত হইয়াছে, তথাপি, তাহা এই সংগ্রামের সময় অনুচিত। গোদুগ্ধ যদিও ভাল, তবুও তাহাকে পথ্য বলা যায় না, জ্বরে*

* নবজ্বরে সেবন করিতে দিলে তাহা বিষ হইয়া যায়।

সেবন করিতে দিলে কি তাহা বিষ হইয়া যায় না? তেমনি (বিচার না করিয়া), যাহা খুসী তাহাই করিলে, নিজের কল্যাণের নাশ হয়, সুতরাং তুমি এখন সাবধান হও। বৃথা কেন ব্যাকুল হইয়াছ? যে স্বধর্ম্ম আচরণ করিলে কোন কালেই কোন দোষ হয় না, সেই নিজের ধর্ম্মের দিকে তাকাও; যেমন (ভাল) পথে চলিলে কোনও বিপদ হয় না, কিম্বা, দীপের আলোতে চলিলে হোঁচট খাইতে হয় না; তেমনি, হে পার্থ, স্বধর্ম্মে থাকিলে সকল কামনাই সহজে পূর্ণ হয়। সুতরাং তুমি বুঝিয়া রাখ, ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই করা উচিত নহে। নিষ্কপট হইয়া সরলমনে, নিঃশঙ্কচিত্তে, তৎপরতার সহিত আঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ কর,—যাহা প্রত্যক্ষ (স্পষ্ট প্রতীয়মান) সে সম্বন্ধে আর বেশী কি বলিব? (১৯০)

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

হে অর্জ্জুন, দেখ, এই যে যুদ্ধ (এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত)—ইহা যেন তোমার দৈব (সৌভাগ্য), অথবা, সকল ধর্ম্মের 'নিধান' (ভাণ্ডার) প্রকটিত হইয়াছে। ইহাকে সংগ্রাম কেন বলিবে? প্রত্যক্ষ স্বর্গই যেন রূপগ্রহণ করিয়াছে, কিম্বা মূর্ত্তিমান প্রতাপের উদয় হইয়াছে; অথবা তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া, প্রেমের আতিশয্যে, স্বয়ং কীর্ত্তি স্বয়ংবরা হইয়া তোমাকে বরণ করিতে আসিয়াছে। অনেক পুণ্য করিলে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ সংগ্রাম লাভ হয়,—যেমন পথ চলিতে চলিতে (দৈবযোগে) চিন্তামণি প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা জৃম্ভণ করিবার সময় মুখ ব্যাদান করিলে অকস্মাৎ তাহাতে অমৃত পড়ে, তেমনি (অকস্মাৎ) এই যুদ্ধ তোমার ভাগ্যে জুটিয়াছে।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

এখন যদি এই যুদ্ধকে উপেক্ষা করিয়া অনর্থক শোক করিতে থাক তবে কি নিজেই নিজের ক্ষতি[১] করিবে[২] না? যদি আজ এই রণে শস্ত্র ত্যাগ কর,

১-২ নিজেই নিজের হানি করিবে

তবে পূর্ব্বার্জ্জিত কীর্ত্তি লোপ পাইবে; তোমার যে কীর্ত্তি আছে তাহাও যাইবে, জগৎ অভিশাপ দিবে, এবং মহাদোষ তোমাকে গ্রাস করিবে। পতিহীনা স্ত্রী যেমন সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত হয়, স্বধর্ম্মচ্যুত মনুষ্যেরও জীবিতকালে তেমনি দশা হয়। অথবা রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শবকে যেমন গৃধ্রেরা চতুর্দ্দিক হইতে বিদারণ করে, তেমনি স্বধর্ম্মহীন মনুষ্যকে মহাপাতক অভিভূত করে। (২০০) সুতরাং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইবে এবং এই অপযশ কল্পান্ত পর্য্যন্তও দূর হইবে না।

অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

যতদিন অপযশের কলঙ্ক অঙ্গে স্পর্শ না করে ততদিনই জ্ঞানী পুরুষের জীবিত থাকা উচিত। এখন বল, এই যুদ্ধ হইতে কি করিয়া বাহির হইবে? তুমি নির্ম্মৎসর (বৈরভাবশূন্য) হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে এখান হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া যাইবে, পরন্তু তোমার মনের ভাব ইহারা সবাই বুঝিবে না। ইহারা চতুর্দ্দিক হইতে তোমাকে বেষ্টন করিবে এবং তোমার উপর বাণ বর্ষণ করিবে। হে পার্থ, তুমি কৃপালুতা দ্বারা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। এই প্রকার প্রাণসঙ্কট হইতে যদি কোনও উপায়ে বাহির হও (রক্ষা পাও), তবে সেই বাঁচা মরণ হইতেও ঘৃণ্য হইবে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

আর একটি কথা তুমি বিচার করিতেছ না। তুমি এখানে মহা আড়ম্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ; এখন যদি করুণাবশে ফিরিয়া যাও, তবে, হে অর্জ্জুন, এই দুর্জ্জন বৈরিগণ কি তাহা মনে বিশ্বাস করিবে? আমাকে বল। ইহারা বলিবে—"গেল রে গেল! অর্জ্জুন আমাদের ভয়ে পলাইয়া গেল"—বল ইহারা এই কথা বলিলে কি ভাল হইবে? হে ধনুর্দ্ধর, লোকে বহু আয়াস করিয়া, কিম্বা নিজের জীবন দিয়াও কীর্ত্তি বাড়াইতে চেষ্টা করে। আর তুমি সেই

কীর্ত্তি সহজে ও অনায়াসে লাভ করিয়াছ; গগন যেমন অদ্বিতীয় (অপরিমেয়), (২১০) তোমার কীর্ত্তিও তেমন নিঃসীম ও নিরুপম; তোমার উত্তম গুণ ত্রিভুবনে বিখ্যাত। দিগন্তের (দূর দেশান্তরের) নৃপতিগণ ভাট হইয়া তোমার গুণের ব্যাখ্যান করে—যাহা শুনিয়া কৃতান্তাদি ভয়ে কম্পমান হয়। তোমার মহিমা গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় এমন গভীর ও নির্ম্মল যে তাহা দেখিয়া জগতের বড় বড় বীরগণ অনুপ্রেরণা পাইয়া থাকেন। তোমার অদ্ভুত পৌরুষের কথা শুনিয়া এই সমস্ত লোক (শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণ) জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে। সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া মদমত্ত হস্তিগণেরও যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তেমনি সমস্ত কৌরবগণ তোমার ভয়ে ভীত হইয়াছে। পর্ব্বত বজ্রকে, সর্প গরুড়কে যেমন মনে করে, ইহারাও সর্ব্বদা তোমাকে তেমনি মনে করে (ভয় করে)। যুদ্ধ না করিয়া যদি তুমি পশ্চাৎপদ হও, তবে তোমার এই প্রতিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব) নষ্ট হইবে, এবং হীনত্ব তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে। আর পলাইতে গেলেও তোমাকে পলাইতে দিবে না; তোমাকে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিবে, আর তোমাকে শুনাইয়া অগণিত কটূক্তি করিবে। তখন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে,—তবে এখন বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ করিবে না কেন? যুদ্ধে জয় হইলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিবে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

অথবা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি জীবন যায়, তবে অনায়াসে নিষ্কণ্টক স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইবে। (২২০) সুতরাং, হে কিরীটি, এ বিষয়ে আর বিচার না করিয়া, এখন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া উঠ এবং ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর। দেখ, স্বধর্ম্মের আচরণ করিলে অর্জ্জিত পাপও নষ্ট হয়,—ইহাতে যে পাপ হইতে পারে এই ভ্রান্তি তোমার চিত্তে কি করিয়া উৎপন্ন হইল? বল, নৌকার আশ্রয় হইলে কি ডুবিতে হয়? অথবা (উত্তম) মার্গে চলিলে কি হোঁচট খাইতে হয়? পরন্তু, কদাচিৎ চলিতে না জানিলে তাহাই হয়। বিষের সহিত মিশাইয়া অমৃত সেবন করিলে তাহাতে মৃত্যু হয়, তেমনি ফলাশা করিয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিলেও দোষপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং,

হে পার্থ, সর্ব্বথা উদ্দেশ্য (ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

সুখে উৎফুল্ল হইবে না, দুঃখে বিষণ্ণ হইবে না, আর মনে লাভালাভের চিন্তাও আসিতে দিবে না। এই যুদ্ধে জয় হইবে, বা দেহ সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া যাইবে, এই সব ভবিষ্যতের কথা আগে হইতে কখনই চিন্তা করিবে না। স্বধর্ম্মের আচরণ করাই নিজের কর্ত্তব্য,—ইহাতে যাহাই প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন, তাহা প্রশান্তচিত্তে সহন করিতে হইবে। এইভাবে, মনকে বাঁধিলে স্বভাবতঃ কোনও দোষ হইবে না, অতএব, এখন নিঃসংশয় হইয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

এপর্য্যন্ত তোমাকে সাংখ্যস্থিতির (জ্ঞানযোগের) কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এখন বুদ্ধিযোগের (কর্ম্মযোগের) কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, অবধান কর। (২৩০) হে পার্থ, যে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইলে কখনও কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে না।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

যেমন বজ্রকবচ ধারণ করিলে শস্ত্রের বর্ষণ সহ্য করা যায়, এবং অবশেষে বিজয়লাভ অবাধে হয়, তেমনি (বুদ্ধিযোগে) ঐহিক সুখের নাশ হয় না, আর অন্তে মোক্ষলাভ হয়—ইহাতে পূর্ব্বানুক্রম (পূর্ব্বে বর্ণিত সাংখ্যযোগের অন্তর্নিহিত ভাব বা ধারা) স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। 'কর্ম্মাধারে' (কর্ম্মের আশ্রয়ে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত) থাকিবে, পরন্তু কর্ম্মফল[১] ভোগ করিবে না,—

১ কর্ম্মফলের প্রত্যাশা করিবে না

যেমন মান্ত্রিকের (মন্ত্রজ্ঞের) ভূতবাধা হয় না, তেমনি, যাহার পূর্ণভাবে বুদ্ধিযোগপ্রাপ্তি হইয়াছে (যে কর্ম্মফলের আশা পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে) তাহাকে এই অসৎ (অনিত্য) জগতের উপাধি বশীভূত করিতে পারে না। যাহাতে পাপের সঞ্চার হয় না, যাহা সূক্ষ্ম, অতি নিশ্চল (অটল), যাহাতে গুণত্রয়াদির লেপ (দোষ) স্পর্শ করে না ; হে অর্জ্জুন, পুণ্যবশে যদি হৃদয়ে স্বল্প পরিমাণেও সেই বুদ্ধির প্রকাশ হয়, তবে সংসারভয় সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হয়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যেমন দীপের জ্যোতি ছোট হইলেও বহুপরিমাণে তেজ প্রকাশ করে, তেমনি, সদ্‌বুদ্ধি অল্প হইলেও তাহাকে ছোট মনে করা উচিত নহে। হে পার্থ, জ্ঞানী (বিচারশীল) পুরুষগণ নানা উপায়ে যে সদ্‌বাসনার সাধনা করেন, যাহা চরাচরে দুর্ল্লভ ; অন্য প্রস্তরের ন্যায় যেমন বহু পরশপাথর জোটে না, কিম্বা দৈবযোগেই যেমন অমৃতের এক কণা প্রাপ্ত হওয়া যায় (২৪০), তেমনি, পরমাত্মায় যাহার পর্য্যবসান, সেই সদ্‌বুদ্ধি জগতে দুর্ল্লভ ; গঙ্গার (নদীর) প্রবাহ যেমন নিরন্তর সমুদ্রের দিকে ধাবিত, তেমনি, হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর ভিন্ন যাহার অন্য কোনও লক্ষ্য (সাধ্য বিষয়) নাই, জগতে সেই বুদ্ধিই একমাত্র সুবুদ্ধি। ইহা ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহা দুর্ম্মতি (দুর্ব্বুদ্ধি), তাহার বহুবিধ বিকার হয়—এবং অবিবেকিগণ তাহাতে নিরন্তর রমণ করে। এইজন্য, হে পার্থ, তাহাদের স্বর্গ ও সংসারসুখেই আস্থা (উৎকট ইচ্ছা), আত্মসুখ তাহাদের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২

ইহারা বেদের আশ্রয় লইয়া কেবল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে, পরন্তু কর্ম্মফলে আসক্তি পোষণ করে। বলে—"সংসারে জন্মগ্রহণ করিব, যজ্ঞাদিকর্ম্মের আচরণ করিব, এবং মনোহর স্বর্গসুখ উপভোগ করিব।" হে অর্জ্জুন, এই দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্যগণ বলে—"এখানে ইহা (স্বর্গসুখ) ভিন্ন অন্য কোনও সুলভ বস্তু নাই।"

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

দেখ, তাহারা কেবল ভোগের মধ্যে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, মনে[১] অভিভূত[২] হইয়া, কর্ম্মের আচরণ করে, নানাপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাহারা বিধি (শাস্ত্রের বিধান) উল্লঙ্ঘন করে না এবং নিপুণভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। পরন্তু, তাহারা একটি অনুচিত (অসৎ) কর্ম্ম করে—মনে স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞ-পুরুষকে ভুলিয়া যায়। (২৫০) রাশীকৃত কর্পূরে অগ্নি লাগাইয়া দিলে যেমন হয়, অথবা মিষ্টান্নে কালকূট বিষ মিশাইলে যেমন হয় ; অথবা অমৃতকুম্ভ পাইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি ইহারা সহেতুক কর্ম্ম আচরণ করিয়া অর্জ্জিত ধর্ম্মের নাশ করে। কষ্ট (পরিশ্রম) করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবে, অথচ সংসারের অপেক্ষা (ইচ্ছা) কেন করিবে ? পরন্তু, যাহারা 'অপ্রাপ্ত' (অবিবেকী) তাহারা কি করিবে বুঝিতে পারে না। রাঁধুনী যেমন উত্তম অন্নপাক করিয়া অর্থের জন্য তাহা বিক্রয় করে, তেমনি, এই অবিবেকী ব্যক্তিগণ ভোগের জন্য ধর্ম্মকে হারায় ; এইজন্য, হে পার্থ, যাহারা বেদার্থ প্রতিপাদনে রত (মগ্ন) তাহারা মনে সর্ব্বথা দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ইহা নিশ্চয় জানিও যে বেদ গুণত্রয়দ্বারা আবৃত, সেইজন্য (শুধু) উপনিষদাদি সমস্ত সাত্ত্বিক। হে ধনুর্দ্ধর, ইহা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু (কর্ম্মকাণ্ড) কর্ম্মাদি নিরূপণ করে এবং যাহা কেবল স্বর্গসূচক (স্বর্গসুখের লোভ দেখায়) তাহা রজঃ ও তমোগুণাত্মক। এইজন্য, ইহাকে (এই কর্ম্মকে) সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে, ইহার মধ্যে তোমার অন্তঃকরণকে প্রবেশ করিতে দিবে না। তুমি গুণত্রয়কে পরিহার করিয়া, "আমি" "আমার" (এই

১-২ কামনাভিভূত হইয়া

ভাব পোষণ) না করিয়া, সর্ব্বদা আত্মসুখের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে ("অন্তঃকরণে আত্মসুখের কথা বিস্মৃত হইবে না")।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

যদিও বেদ অনেক কথা বলিয়াছে এবং বিবিধ ভেদের সূচনা করিয়াছে, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহা আপনার হিতকারী, তাহাই গ্রহণ করিবে। (২৬০) যেমন সূর্য্যের উদয় হইলে সমস্ত পথই দেখা যায়, কিন্তু সকল পথেই কি চলিতে হইবে? তাহাই আমাকে বল। কিম্বা, যদি সমস্ত পৃথিবীই জলময় হইয়া যায়, তখন যেটুকু জল নিজের প্রয়োজন হয় শুধু তাহাই গ্রহণ করা হয়। তেমনি, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বেদার্থ বিচার করিয়া যাহা অপেক্ষিত (অভীষ্ট) ও সারাংশ তাহাই স্বীকার (গ্রহণ) করেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

অতএব, হে পার্থ, শুন; এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এখন তোমার স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত। সমস্ত বিচার করিয়া আমার মনে হইতেছে তোমার আপন বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। পরন্তু, কর্ম্মফলের আশা করিবে না, আর কুকর্ম্মের (নিষিদ্ধ কর্ম্মের) সহিত সম্পর্ক রাখিবে না, নিষ্কাম সৎকর্ম্মের আচরণ করিবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

হে অর্জ্জুন, তুমি যোগযুক্ত হইয়া, ফলের সঙ্গ (আশা) ত্যাগ করিয়া, মনোযোগপূর্ব্বক স্বকর্ম্মের আচরণ কর। পরন্তু, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দৈব-যোগে যদি* তাহা সমাপ্ত না হয়, তবে তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইও না। কিম্বা, কোনও এক কারণের জন্য যদি কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তবে

* যদি সমাপ্ত হয় তবে তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইও না

তাহাতেও অসন্তোষে ক্ষুব্ধ হইও না। আচরিত কর্ম্ম যদি সমাপ্ত হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি তো ঠিকই হইল, পরন্তু, অসম্পূর্ণ হইলেও উহা সফল হইল, ইহাই মনে করিবে। (২৭০) দেখ, যত কিছু কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা সমস্তই যদি আদি পুরুষ ভগবানকে অর্পণ করা যায়, তবে তাহা সহজেই পরিপূর্ণ হইল, জানিবে। কর্ম্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক (সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক), তাহার প্রতি মনোধর্ম্মের সাম্যভাবকেই যোগস্থিতি বলে; উত্তম (জ্ঞানী) পুরুষগণ তাহার প্রশংসা করেন।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

হে অর্জ্জুন, মন ও বুদ্ধির ঐক্য হইলে চিত্তের যে সমত্ব হয়, তাহাকেই যোগের সার বলিয়া জানিবে। হে পার্থ, বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, বুদ্ধিযোগের তুলনায় কর্ম্মযোগের যোগ্যতা কম বলিয়া মনে হয়। পরন্তু, ঐ কর্ম্মের আচরণ করিয়াও, (বুদ্ধি) যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ (নিষ্কাম) কর্ম্মসিদ্ধি হইলেই তাহাই সহজে যোগস্থিতি হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য, হে অর্জ্জুন, বুদ্ধিযোগই (মনুষ্যের) দৃঢ় আশ্রয়, মনে ফলহেতু (ফলাশা) উপেক্ষা করিয়া তুমি এই বুদ্ধিযোগেই স্থির হইয়া থাক। অতএব, যাহারা বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া[১] তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

হে অর্জ্জুন, তাহারা কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং তাহাদের জন্মমরণের যাতায়াত চুকিয়া যায়। হে ধনুর্দ্ধর, তাহারা বুদ্ধিযোগযুক্ত হইয়া নিরাময় (শান্তি) পূর্ণ অচ্যুত (শাশ্বত) পদ প্রাপ্ত হয়।

১ বুদ্ধিযোগের সামর্থ্যপ্রাপ্ত হইয়া

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

যখন তুমি মোহ পরিত্যাগ করিবে এবং তোমার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার করিবে, তখন তুমিও এইরূপ হইয়া যাইবে। (২৮০) তখন নিষ্কলঙ্ক (নির্দ্দোষ) গহন (গভীর) আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহাতে আপনা হইতেই তোমার মন বাসনারহিত হইবে। হে অর্জ্জুন, এই অবস্থায় আর কি জানিতে চাহিবে? পূর্ব্বের কথা কি স্মরণ করিবে? তখন এ সমস্ত (কল্পনাই) শান্ত হইয়া যাইবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

যে মতি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে চঞ্চল হয় (বিস্তার লাভ করে) তাহা পুনরায় আত্মস্বরূপে স্থির হইবে। শুধু সমাধিসুখেই যখন তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, তখনই তুমি সম্পূর্ণভাবে যোগস্থিতি প্রাপ্ত হইবে।

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব, এই সব বিষয়ে এখন আমি কিছু প্রশ্ন করিতে চাহি, হে কৃপানিধি, আপনি বলুন। তখন অচ্যুত ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—হে কিরীটি, তোমার যাহা ভাল লাগে, মন খুলিয়া তাহাই জিজ্ঞাসা কর। এই কথার পর পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এবং তাঁহাকে কি করিয়া জানা যায়, তাহাই বলুন। আর যাঁহাকে স্থিরবুদ্ধি বলে তাঁহাকে কোন্ লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায়?—যিনি অখণ্ড সমাধিসুখ ভোগ করেন—তাঁহারই বা কোন্ স্থিতি? কি রূপেই বা তিনি শোভা পান? হে দেব লক্ষ্মীপতি, তাহাই বলুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

তখন, পরব্রহ্মের অবতার, ষড়্‌গুণের আধার, নারায়ণ কি বলিতে লাগিলেন (শুনুন)। (২৯০) বলিলেন—হে অর্জ্জুন, শুন, মনে প্রবল বিষয়-বাসনা ('অভিলাষ') আত্মসুখের অন্তরায় হয়। যিনি সদা 'নিত্যতৃপ্ত', যাঁহার অন্তঃকরণ (আত্মজ্ঞানে) পূর্ণ; পরন্তু, যাহার (যে কামের) সঙ্গ করিলে বিষয়মধ্যে পতিত হইতে হয়, সেই কামের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যাঁহার মন আত্মানন্দে মগ্ন থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, জানিবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

নানা দুঃখপ্রাপ্ত হইলেও যাঁহার চিত্তে উদ্বেগ হয় না, আর সুখপ্রাপ্তির আর্ত্তি (ইচ্ছা) যাঁহাকে অভিভূত করে না, হে অর্জ্জুন, তাঁহার কাছে কাম, ক্রোধ সহজে আসিতে পারে না, আর, সেই (আত্মানন্দে) পরিপূর্ণ পুরুষ ভয় কি তাহা কখনও জানেন না। যাঁহার নিরবধি এইপ্রকার স্থিতি, তাঁহাকেই স্থিরবুদ্ধি বলিয়া জানিবে—সেই মুনি সর্ব্বথা উপাধিভেদরহিত (উপাধিত্যাগ করিয়া ভেদরহিত হইয়াছেন)।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

পূর্ণচন্দ্র যেমন অধমোত্তম বিচার না করিয়া জ্যোৎস্না প্রকাশ করে, তেমনি যিনি সর্ব্বত্র সদা সমভাবাপন্ন; এমনি যাঁহার অবিচ্ছিন্ন সমতা, ভূতমাত্রেই (সর্ব্বজীবে) যাঁহার সদয়তা, আর কোনও সময়ে যাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় না; উত্তম কিছু লাভ হইলে সন্তোষ (আনন্দ) যাঁহাকে অভিভূত করে না, অশুভ স্থিতি যাঁহার মনে বিষাদ উৎপন্ন করে না; হে ধনুর্দ্ধর, এইরূপ হর্ষশোকরহিত, আত্মবোধে পূর্ণ পুরুষকে "প্রজ্ঞাযুক্ত" বলিয়া জানিবে। (৩০০)

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

কূর্ম্মের [১]রীতি দেখ[২],—সে আনন্দে নিজের অবয়ব প্রসারিত করে, পরন্তু,

১-২ কূর্ম্ম যেমন

ইচ্ছামত নিজের মধ্যে টানিয়া লয় (সঙ্কুচিত করে); তেমনি ইন্দ্রিয়সকল অধীন হইয়া যাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাঁহার প্রজ্ঞা স্থিতি (স্থৈর্য্য) প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিবে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

হে অর্জ্জুন এখন আর একটী চমৎকার কথা বলিতেছি, শুন,—যে সাধক নিয়মের সাধনা করিয়া বিষয় ত্যাগ করে; শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দমন করে, পরন্তু, রসনার সংযম করে না, তাহাকে এই জগতে বিষয় নানাভাবে (সহস্রধা) কবলিত করে। পত্রপল্লবগুলি উপর উপর ছেদন করিয়া যদি বৃক্ষের মূলে জল দেওয়া হয়, তবে তাহার নাশ হইবে কেমন করিয়া? এই জলের বলে (সাহায্যে) যেমন শাখাপল্লবগুলি অধিকতর রূপে আড়াআড়িভাবে বিস্তার লাভ করে, তেমনি রসদ্বার[১] দিয়া মনে বিষয়ের পুষ্টি হয়। অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে ছাড়ান যায়, পরন্তু, তেমনি নিয়মের (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) দ্বারা রসের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কারণ, ইহা বিনা জীবন ধারণ করা যায় না। তবে, হে অর্জ্জুন, পরব্রহ্মের অনুভব হইয়া গেলে, ইহাকেও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যখন সোঽহম্ ('ব্রহ্মাস্মি') ভাবের প্রতীতি (অনুভূতি) প্রকট হয়, তখন শরীরভাব (দেহধর্ম্ম) নষ্ট হইয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয় ভুলিয়া যায়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

নতুবা, হে অর্জ্জুন, সাধনার দ্বারা ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; যাহারা ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য নিরন্তর প্রযত্ন করে; যাহারা যোগাভ্যাসকে আশ্রয় করিয়া (পাহারায় রাখিয়া) যম-নিয়মের বেড়া দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, মনকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখে; এই ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তাহাদেরও ব্যাকুল করিয়া তোলে—যেমন যক্ষিণী মন্ত্রজ্ঞকে ভুলায়; তেমনি ভাবে বিষয়-

---

১ রসনাদ্বারে

বুদ্ধি সিদ্ধির বেশ ধরিয়া উপস্থিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মনকে বিভ্রান্ত করে। ঐ সময়ে মন ঐ বিষয়ে প্রবেশ করে, অভ্যাসও (শুষ্ক) নিষ্ফল হয়—ইন্দ্রিয়ের শক্তি এতই অধিক।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

অতএব, হে পার্থ, শুন,—সর্ব্ববিষয়ে আস্থা (লালসা) ত্যাগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বথা দলন (দমন) করে, সেই যোগনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় জানিবে ; যাহার অন্তঃকরণ বিষয়সুখে আকৃষ্ট হয় না, সে সতত আত্মবোধযুক্ত হইয়া থাকে, এবং হৃদয়ের মধ্যে আমাকে কখনও বিস্মৃত হয় না। নতুবা, বাহ্যতঃ বিষয়ভোগ না থাকিলেও, যদি মনে বিষয়ভোগের কোনও ইচ্ছা থাকে, তবে আদ্যন্ত সংসারই থাকিয়া যায় (জন্মমৃত্যুর কবল হতে মুক্তি পাওয়া যায় না)। যেমন বিষের লেশমাত্র পান করিলে বহুপরিমাণে বাড়িয়া যায়, এবং নিশ্চিতভাবে জীবন নাশ করে ; তেমনি মনে বিষয়ের কল্পনা থাকিলে, তাহা বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে (৩২০)

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

হৃদয়ে বিষয়ের স্মৃতি থাকিলে তাহা নিঃসঙ্গ লোকেরও বিষয়ের সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) ঘটায়, সঙ্গ হইতেই কামের মূর্ত্তি প্রকট হয়। কাম উৎপন্ন হইলেই প্রথমে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধের মধ্যেই 'সম্মোহ' (মোহ, ভ্রম) অবস্থান করে। মোহের উদয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয়,—যেমন প্রচণ্ড বায়ুতে দীপের জ্যোতি নিবিয়া যায় ; কিম্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি যেমন সূর্য্যের তেজকে গ্রাস করে, স্মৃতিভ্রংশ হইলে প্রাণীর দশাও ঐরূপ হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে সব কিছু ডুবিয়া গেলে, হৃদয়ের মধ্যে বুদ্ধি ব্যাকুল হয়। জন্মান্ধ যেমন পলাইতে চাহিলে নিরুপায় হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে, তেমনি, হে ধনুর্দ্ধর, বুদ্ধিও ভ্রমে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। এইভাবে, স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহাতে

জ্ঞান (বিচারশক্তি) সমূলে উৎপাটিত হয়। চৈতন্যের লোপ হইলে শরীরের যে দশা হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্যেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়। এইজন্য, হে অর্জ্জুন, শুন,—ইন্ধনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া জলিয়া উঠিলে, যেমন অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া ত্রিভুবন জ্বালাইতে সক্ষম হয়, তেমনি, কদাচিৎ যদি মনে বিষয়ের চিন্তাও আসিয়া যায়, তবে তাহাতেই এই প্রকার পতন হইতে পারে। (৩৩০)

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

অতএব, এই সমস্ত বিষয়গুলি মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে, তাহাতে রাগদ্বেষও আপনা আপনি নষ্ট হইবে। হে পার্থ, আর একটি কথা—রাগদ্বেষের নাশ হইলে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে রমণ করিলেও, তাহাতে কোনও বাধা হয় না। আকাশস্থ সূর্য্য যেমন আপনার কিরণজালদ্বারা জগৎকে স্পর্শ করে, তথাপি তাহাদ্বারা সঙ্গদোষে লিপ্ত হয় না, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ার্থে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) উদাসীন, এবং কামক্রোধবিহীন হইয়া সদা আত্মানন্দে নিমগ্ন (সমরস হইয়াছেন), তিনি বিশ্বে আপন স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না—তাঁহাকে কোন বিষয় কি করিয়া বন্ধন করিবে? জল যদি জলে ডুবিতে পারে, কিম্বা অগ্নি যদি অগ্নিকে জ্বালাইতে সক্ষম হয়, তবেই এই (আত্মানন্দে) পরিপূর্ণ পুরুষকে বিষয়সঙ্গ ডুবাইতে পারে। এই-ভাবে যিনি কেবল আত্মস্বরূপে নিশ্চল হইয়া থাকেন (সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ দর্শন করেন), তিনি নিঃসংশয়ে অচলপ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ) জানিবে।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

দেখ, যেখানে চিত্তে অখণ্ড প্রসন্নতা আছে, সেখানে এই সমস্ত সংসারদুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহার উদরে অমৃতের নির্ঝর উৎপন্ন হয়, তাহার যেমন ক্ষুধাতৃষ্ণার কোনও ভয় থাকে না, তেমনি, হৃদয় প্রসন্ন থাকিলে, দুঃখ কেমন করিয়া কোথায় হইবে? তখন বুদ্ধি আপনা হইতেই পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিবে। (৩৪০) যেমন 'নির্ব্বাত' (বায়ুহীন) স্থানে প্রদীপ

সর্ব্বথা নিষ্কম্প থাকে, তেমনি, স্থিরবুদ্ধি (স্থিতপ্রজ্ঞ) পুরুষ স্বস্বরূপে সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকেন।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

যাহার অন্তঃকরণে এই যুক্তির বিচার নাই, সেই ত্রিগুণাত্মক বিষয়পাশে আবদ্ধ হয়, জানিবে। হে পার্থ, তাহার বুদ্ধি কখনও স্থির হয় না। আর স্থৈর্য্যের জন্য আস্থা (ইচ্ছা)ও তাহার মনে উৎপন্ন হয় না; মনে যদি নিশ্চলতার (স্থিরতার) কল্পনাই না থাকে, তবে, হে অর্জ্জুন, কি করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইবে? আর যেখানে শান্তির জন্য অনুরাগ নাই[১] সেখানে সুখ কখনও প্রবেশ করে না,—যেমন পাপীর কাছে মোক্ষ কখনও ঘেঁসে না (থাকিতে পারে না)। দেখ, অগ্নিদগ্ধ বীজে যদি অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয়, তবেই অশান্ত হৃদয়ে সুখপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব, মনের অস্থিরতাই দুঃখের মূল কারণ, এইজন্য ইন্দ্রিয়ের দমনই বাঞ্ছনীয় (উত্তম)।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

ইন্দ্রিয়ের কথানুসারে যে পুরুষ কার্য্য করে, সে বিষয়সিন্ধু পার হইয়াও পার হয় না। নৌকা তীরে পৌছিয়া যদি ঝড়ের মুখে পড়ে তবে যেমন যে বিপদ হইতে আগে রক্ষা পাইয়াছে তাহাই পুনরায় প্রাপ্ত হয়; তেমনি, 'প্রাপ্ত' (যাহার আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইয়াছে) পুরুষ যদি কৌতুকেও ইন্দ্রিয়ের লালন করে (প্রশ্রয় দেয়), তবে তাহাকে সাংসারিক দেহদুঃখ আক্রমণ করে। (৩৫০)

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, ইন্দ্রিয়গুলি যদি আপনা হইতেই নিজের বশীভূত হয়, তাহা হইতে আর অধিক কি সার্থক হইতে পারে? এমনিভাবে, যাহার ইন্দ্রিয়-

১ সেখানে সুখ ভুলিয়াও কখন প্রবেশ করে না

গ্রাম বশে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এখন, হে অর্জ্জুন, 'পূর্ণ' (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) পুরুষের আর একটী গূঢ় লক্ষণের কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

দেখ, সর্ব্ব প্রাণী যে বিষয়ে নিদ্রিত (যে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ), সেই বিষয়ে যিনি জাগিয়া থাকেন আর জীব যে বিষয়ে জাগ্রত, সেই বিষয়ে যিনি নিদ্রিত, হে অর্জ্জুন, তাঁহাকেই নিরুপাধি, স্থিরবুদ্ধি ও নিঃসীম মুনীশ্বর বলিয়া জানিবে।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

হে পার্থ, আর এক লক্ষণ দ্বারা ইঁহাকে জানা যায়, তাহা শুন—সমুদ্রের অক্ষোভতা (স্থৈর্য্য, শান্তভাব) যেমন অখণ্ডিত , সমস্ত নদীর প্রবাহ (দুকূল ভরিয়া) পরিপূর্ণ হইয়াও যদি সমুদ্রে মিলিত হয়, তথাপি যেমন তাহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না এবং সমুদ্র তাহার সীমা লঙ্ঘন করে না ; অথবা, হে পার্থ, গ্রীষ্মকালে সমস্ত নদী শুকাইয়া গেলেও যেমন সমুদ্র ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না ; তেমনি ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলেও, তাঁহার (স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের) বুদ্ধি ক্ষুব্ধ (বিচলিত) হয় না, আর প্রাপ্তি না হইলেও তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। সূর্য্যের ঘরে কি একটী ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশ বিকিরণ করে ? কিম্বা, (দীপ) না জ্বালাইলে কি অন্ধকার সূর্য্যকে ঘিরিয়া ফেলে ? (৩৬০) দেখ, ঋদ্ধি আসিল বা গেল, তাহা তাঁহার স্মরণে থাকে না, তিনি অন্তরে মহাসুখে (আত্মানন্দে) নিমগ্ন থাকেন। যিনি নিজের গৃহশোভার তুলনায় ইন্দ্রভুবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ভীলের পর্ণকুটীর তাঁহার মনোরঞ্জন করিবে কি প্রকারে ? যে অমৃতের দোষ ধরে, সে কখনও কাঁজী (ফেন) সেবন করে না। তেমনি, যাহার আত্মসুখানুভব হইয়াছে, তিনি ঋদ্ধিসুখ (লৌকিক বৈভব) ভোগ করিতে চান না। হে পার্থ, আরও আশ্চর্য্য দেখ, যেখানে স্বর্গসুখই নগণ্য, সেখানে 'প্রাকৃত' (সামান্য) ঋদ্ধিসিদ্ধি কি তুচ্ছ নয় ?

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এইভাবে, যিনি আত্মজ্ঞানে তুষ্ট, পরমানন্দে পুষ্ট, তাঁহাকেই প্রকৃত 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলিয়া জানিবে; তিনি অহংকারকে জয় করিয়া সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপ হইয়া বিচরণ করেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

যে নিষ্কাম পুরুষ এই নিঃসীম ব্রহ্মস্থিতি অনুভব করেন, তিনি অনায়াসে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। যে ব্রহ্মস্থিতিতে (যাহার আজ্ঞায় বা প্রভাবে) চিদ্রূপে মিলিত হইবার সময় দেহান্তের (মরণকালের) ব্যাকুলতা চিত্তে বাধা উৎপন্ন করিতে পারে না—শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে সেই স্থিতির কথা অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন—সঞ্জয় (ধৃতরাষ্ট্রকে) এই কথাই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন মনে মনে বলিলেন—"এই যুক্তি এখন আমার পক্ষে উপযোগীই[১] হইল। (৩৭০) ভগবান সমস্ত কর্ম্মই 'নিরাকরণ' (নিষেধ) করিয়াছেন, আমার যুদ্ধ করাও তেমনি নিষিদ্ধ হইয়া গেল।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের চিত্ত প্রসন্ন হইল,—এখন তিনি সশঙ্কচিত্তে কতকগুলি উত্তম (সুচিন্তিত) প্রশ্ন করিবেন। সেই সুন্দর প্রসঙ্গসকল ধর্ম্মের আগার (উৎপত্তিস্থান), কিম্বা, বিবেকামৃতের অসীম সমুদ্র। সর্ব্বজ্ঞ-নাথ শ্রীঅনন্ত স্বয়ং এই সংবাদ নিরূপণ করিবেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব তাহা বর্ণনা করিবেন। (৩৭৪)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

১ কাণে আসিল

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—হে কমলাপতি, আপনি যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। বিচার করিয়া দেখিলে, কর্ম্ম ও কর্ত্তা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—হে অনন্ত, ইহাই যদি আপনার নিশ্চিত মত হয়, তবে, হে হরি, আমাকে কেমন করিয়া বলিতেছেন—"সংগ্রাম কর"? আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে কি আপনার লজ্জা (সংকোচ) বোধ হইতেছে না? আপনি সমস্ত কর্ম্মই নিঃশেষে নিরাকরণ (নিষেধ) করিয়াছেন, তবে আমা দ্বারা কেন এই হিংসাপূর্ণ কর্ম্ম করাইতেছেন? হে হৃষীকেশ, আপনিই বিচার করুন, লেশমাত্র কর্ম্মকেই আপনি মানিতে চান না, আর আপনি এমনি এক হিংসার কর্ম্ম করাইতেছেন।

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

হে দেব, আপনিই যখন এইরূপ বলিতেছেন, তখন আমরা অজ্ঞানী লোক কি করি? এখন সমস্ত বিবেকই (বিচারবুদ্ধি) নষ্ট হইল, দেখিতেছি। উপদেশই যদি এমন হয়, তবে অপভ্রংশ (ভ্রষ্টাচার, ভ্রম) আর কাহাকে বলে? আমার আত্মবোধের আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হইল। বৈদ্য যদি কুপথ্য বারণ করিয়া নিজেই বিষ প্রদান করে, তবে রোগী বাঁচে কি করিয়া —বলুন। অন্ধকে বিপথে লইয়া গেলে, কিম্বা মর্কটকে মাদকদ্রব্য পান করাইলে যেমন হয়, আপনার এই উত্তম উপদেশ লাভ করিয়া আমারও তেমনি হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই কিছু জানি না, তাহার উপর মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, সেইজন্যই, হে কৃষ্ণ, আপনাকে বিচারের কথা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। (১০) আপনার প্রত্যেক কথাই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনার উপদেশের মধ্যে কি গোলমাল (বিশৃঙ্খলা)। এই উপদেশ অনুসারে

কাজ করিলে কি ফল হইবে? আমি কায়মনোপ্রাণে আপনার কথাশ্রিত, আপনি যদি এরূপ বলেন, তবে তো সবই গেল! এখন, এইভাবে বুঝাইয়া আপনি তো আমার ভালই করিলেন দেখিতেছি। ইহাতে জ্ঞানের আশা কোথায়?—অর্জ্জুন বলিলেন—জ্ঞান (জ্ঞানের আশা) তো গেলই, পরন্তু আর একটী (লাভ) হইল এই যে আমার মন, যাহা স্থির (শান্ত) ছিল, তাহাও এখন বিক্ষুব্ধ (বিচলিত) হইল। হে কৃষ্ণ, আপনার চরিত্র বুঝিতে পারি না,—যদি এই ছলনা দ্বারা আমার চিত্ত পরীক্ষা করিতে চান; অথবা, আমাকে ধাপ্পা মারিয়া প্রতারণা করিতেছেন কিম্বা ইঙ্গিতে (ধ্বনিদ্বারা) তত্ত্বকথা বলিতেছেন,—ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং হে দেব, শুনুন, আমাকে ভাবার্থ না বলিয়া, সরল প্রাকৃত ভাষায় আপনার বিচার (সিদ্ধান্ত) সম্বন্ধে উপদেশ করুন। হে কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি, আপনি আমাকে এমনি একনিষ্ঠ (সরল) ভাবে বলুন, যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। দেখুন, রোগ সারাইবার জন্য ঔষধ দিতে হয়, পরন্তু তাহা মধুর ও রুচিকর হওয়া আবশ্যক। তেমনি সকলার্থপূর্ণ ও উচিত (আচরণের যোগ্য) তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন, যাহা আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। (২০) হে দেব, আপনার মত গুরু পাইয়া আজ আমি আমার আকাঙ্ক্ষা কেন পূর্ণ করিব না? ইহাতে সঙ্কোচ করিবার কি আছে? আপনি তো আমার মাতার সদৃশ। দৈবযোগে যদি দুগ্ধবতী কামধেনু পাওয়া গেল, তবে কামনা অপূর্ণ (কম) রাখিব কেন? চিন্তামণি হাতে আসিলে, ইচ্ছা করা আর কি কঠিন? নিজের খুসীমত কেন ইচ্ছা করিব না? দেখুন, অমৃতসিন্ধুর কাছে গিয়াও যদি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইতে হয়, তবে সেখানে যাইবার পরিশ্রম করা কেন? তেমনি, হে লক্ষ্মীপতি, জন্মান্তরে অনেক উপাসনা করিয়া যদি আজ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে, হে পরমেশ্বর, আপন ইচ্ছামত বস্তু কেন চাহিয়া লইব না? হে দেব, আমার মনোরথের সুকাল উপস্থিত হইয়াছে। দেখুন, আমার সকল আকাঙ্ক্ষা নবজীবন লাভ করিয়াছে, আর আমার পুণ্য যশস্বী হইল (প্রতিষ্ঠা লাভ করিল), আমার মনোরথ বিজয়ী হইল। কারণ, হে পরমমঙ্গলধাম, হে দেবদেবেশ্বর, আজ আপনি আমার অধীন হইয়াছেন। মাতার স্তন্যপানের জন্য যেমন সন্তানের সময় অসময় নাই (অবসরের অভাব

নাই), তেমনি, হে কৃপানিধি দেব, আমার মনের ইচ্ছা অনুসারেই আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি। (৩০) পার্থ বলিলেন—আপনি এরূপ একটী নিশ্চিত উপদেশ করুন—যাহা পরলোকে হিতকারী হয় এবং (ইহলোকে) আচরণের যোগ্য হয়।

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হে অর্জ্জুন, আমার অভিপ্রায়ের (বক্তব্যের) গূঢ়ার্থ শুন। বুদ্ধিযোগের কথা বলিতে গিয়া আমি প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমতসংস্থার (জ্ঞানযোগের) কথাও প্রকট করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য তুমি বুঝিতে পার নাই, তাই বৃথা ক্ষোভ করিতেছ, এখন তুমি শুন, আমি ঐ দুটির (জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ) কথাই বলিয়াছি। হে বীরশ্রেষ্ঠ, অবধান কর,—এই লোকে এই দুই (শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত) পন্থাই অনাদিসিদ্ধ, আমা হইতেই প্রকট হইয়াছে। একটিকে জ্ঞানযোগ বলে, সাংখ্যবাদিগণ তাহার অনুসরণ করে,—ইহাতে জ্ঞানলাভ হইলেই তদ্রূপতা প্রাপ্তি হয়। অন্যটিকে কর্ম্মযোগ বলিয়া জানিবে,—যাহাতে নিপুণ (তৎপর) হইয়া সাধকগণ উপযুক্ত সময়ে নির্ব্বাণ লাভ করে। সিদ্ধ (তৈয়ারী অন্ন) ও সাধ্য (যে অন্ন পাক করা হইবে) ভোজনে যেমন সমান তৃপ্তি হয়, তেমনি এই দুইটি মার্গ, ভিন্ন হইলেও, পরিণামে এক হইয়া যায়। কিম্বা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাহিনী নদী, দেখিতে ভিন্ন হইলেও, যেমন সমুদ্রে মিলিয়া অবশেষে ঐক্যপ্রাপ্ত হয় ; তেমনি, এই দুটি মত একই তত্ত্ব (ধ্যেয়, পরমার্থ) সূচিত করে, পরন্তু উহাদের সাধনা (উপাসনাপ্রণালী) সাধকের যোগ্যতার অধীন। (৪০) দেখ, পক্ষী উড়িয়াই ফলের উপর গিয়া পড়ে,—মনুষ্য সেই প্রকার গতি কেমন করিয়া পাইবে, বল ? সে তো ডাল হইতে ডালে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, কিছু সময়ের পর, মার্গের সামর্থ্যে, নিশ্চিতভাবে ঐ ফলটী পায়। তেমনি, সাংখ্যবাদী জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বিহঙ্গমগতিতে সদ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অন্য (কর্ম্ম) যোগী কর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া বিহিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যথাসময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

উচিত (বিহিত) কর্ম্ম না করিয়া কেহই সিদ্ধপুরুষের ন্যায় নিশ্চিতভাবে কর্ম্মহীন হইতে পারে না (কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না)। কিম্বা হে অর্জ্জুন, প্রাপ্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্য লাভ হইবে, মূর্খের ন্যায় একথা বলাও বৃথা। বল তো, (নদীপার হইয়া) ওপারে যাইতে হইবে এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে কি নৌকা ত্যাগ করা যায়? অথবা, তৃপ্তি পাইতে ইচ্ছা হইলে রন্ধন কেন করিবে না? কিম্বা, রন্ধন করা অন্ন কেন গ্রহণ করিবে না? বল। যতক্ষণ না নিরাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় (বাসনার বিনাশ হয়), ততক্ষণ (কর্ম্মের) ব্যাপার চলিবেই, আর সন্তোষ লাভ হইলেই উহা সহজেই বন্ধ হইবে। অতএব, হে পার্থ, শুন,—নৈষ্কর্ম্ম্যপদে আস্থা (নৈষ্কর্ম্ম্যসাধনের ইচ্ছা) থাকিলে উচিত (বিহিত) কর্ম্ম কোনমতেই ত্যাজ্য নহে। (১৫০) আর, আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, বা ত্যাগ করিলে কর্ম্মেরও নাশ হইবে—এই যে কথা ; ইহা ব্যর্থ ও স্বেচ্ছাচার-প্রণোদিত—বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—ইহা নিশ্চিত বলিয়া জানিবে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

যতদিন প্রকৃতির অধিষ্ঠান (আধার) থাকিবে, ততদিন (কর্ম্মের) ত্যাগ বা স্বীকারের কথা বলাই অজ্ঞানের লক্ষণ, কারণ কর্ম্মের ব্যাপার স্বভাবতঃই গুণাধীন। দেখ, যত বিহিত কর্ম্ম আছে সে সমস্তই[১] যদি ত্যাগ করা হয়, তথাপি ইন্দ্রিয়ের স্বভাব কি যাইবে? বল, শ্রবণেন্দ্রিয় কি শুনিবার কার্য্য বন্ধ করিবে? নেত্রের তেজ কি চলিয়া যাইবে? কি, নাসারন্ধ্র বুজিয়া আর গন্ধ লইবে না? কিম্বা, প্রাণাপানবায়ুর গতি (বন্ধ হইবে)? মন নির্ব্বিকল্প হইবে? কি ক্ষুধাতৃষ্ণাদির আর্ত্তি (ইচ্ছা) নষ্ট হইবে? স্বপ্ন ও জাগৃতি

১ তাহা যদি একগুঁয়েমি বশতঃ ত্যাগ করা হয়

কি বদ্ধ হয়? চরণ তাহার গতি ভুলিয়া যায়? আর অধিক কি বলিব? জন্মমৃত্যু কি ঠেকান যায়? এই সব যদি বন্ধ না হয়, তবে কি ত্যাগ করিবে? সুতরাং প্রকৃতির অধীন পুরুষের কর্ম্মত্যাগ হয় না। কর্ম্ম পরাধীন, এবং প্রকৃতির গুণানুসারেই অনুষ্ঠিত হয়, অন্য কেহ কর্ম্ম করিল, কি কর্ম্মত্যাগ করিল, এইরূপ মনে করা বৃথা। দেখ, রথে চড়িয়া যদি নিশ্চল হইয়াও বসিয়া থাকা যায়, তথাপি 'পরতন্ত্র' (রথের অধীন) হইয়া রথের গতির সহিত চলিতে হয়। (৬৩) কিম্বা, শুষ্কপত্র নিশ্চেষ্ট (ব্যাপারহীন) হইলেও বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া যেমন আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তেমনি, (প্রকৃতির) মায়ার আধারে (প্রভাবে), কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিকার হয়, এবং নিষ্কর্ম্মা পুরুষও নিরন্তর কর্ম্ম করিতে থাকে। অতএব, যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গ থাকে, ততক্ষণ কর্ম্মের ত্যাগ হয় না,—ইহা সত্ত্বেও যাহারা বলে "কর্ম্ম ত্যাগ করিব", তাহাদের আগ্রহই সার হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যাহারা উচিত (বিহিত) কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে নিরোধ (দমন) করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কর্ম্মত্যাগ হয় না, কারণ তাহাদের মনে কর্ম্ম করিবার চিন্তা থাকিয়া যায়,—বাহিরে লোক-দেখানো ত্যাগ, দারিদ্র্যের (ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টার) ন্যায়, বিড়ম্বনা মাত্র জানিবে। হে পার্থ, এই প্রকার মনুষ্য সর্ব্বথা বিষয়াসক্ত, ইহা নিঃসন্দেহে জানিবে। এখন, হে ধনুর্দ্ধর, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে নৈরাশ্যের (সর্ব্বপ্রকার আশা হইতে মুক্তপুরুষের) লক্ষণ বলিব, অবধান কর।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

যে অন্তরে দৃঢ়, পরমাত্মস্বরূপে সমরসে লীন, (অথচ) যাহার বাহ্য ব্যবহার লোকাচারসম্মত; যে ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞা পালন করে না, বিষয়ের ভয়ে ভীত নহে, প্রাপ্ত (কর্ত্তব্য) বিহিত কর্ম্ম করিতে অবহেলা করে না; কর্ম্মেন্দ্রিয়-

গুলি কর্ম্ম করিতে থাকিলে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ[১] (দমন) করে না[২], পরন্তু তাহাদের বিকারের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। (৭০) কোনও কামনার বশীভূত হয় না, মোহরূপ মলদ্বারা লিপ্ত (দূষিত) হয় না—যেমন পদ্মপত্র জলের মধ্যে থাকিয়াও জলে ভিজিয়া যায় না; তেমনি, সংসারের মধ্যে (নির্লিপ্ত) থাকিয়া অন্য সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করে; জলের সংসর্গে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখায়; তেমনি, সামান্য দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়ই দেখায়, পরন্তু, বিচার করিলে তাহার স্বরূপ ও স্থিতি বিষয়ে কল্পনা করা যায় না। এইরূপ লক্ষণযুক্ত মনুষ্যকে দেখিলে, তাহাকে আশাপাশরহিত মুক্তপুরুষ বলিয়া জানিবে। হে অর্জ্জুন, এইরূপ পুরুষই জগতে যোগী বলিয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করে, সেইজন্যই আমি তোমাকে এই প্রকার যোগী হইতে বলিতেছি। মনের নিয়ন্ত্রণ করিয়া অন্তরে নিশ্চল (শান্ত) হইয়া থাক, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সুখে আপন আপন ব্যাপার করিতে থাকুক।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

তাই বলিতেছি এই জগতে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা সম্ভব নয়; আর নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি করিয়া করা যায় তাহাই বিচার কর। এই জন্য, যে যে উচিত কর্ম্ম অবসরমত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিষ্কামভাবে আচরণ কর। হে পার্থ, আর একটী আশ্চর্য্য কথা তুমি জান না,—এইরূপ কর্ম্ম আপনা হইতেই কর্ম্ম-মোচক (মুক্তির কারণ) হয়। দেখ, অনুক্রমানুসারে (বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে) যে স্বধর্ম্মের আচরণ করে, সে ঐ কর্ম্মদ্বারাই নিশ্চিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। (৮০)

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

হে বৎস, স্বধর্ম্মকেই "নিত্যযজ্ঞ" বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহার আচরণে পাপের সঞ্চার হয় না। যখন স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়, এবং কুকর্ম্মে রতি হয়,

---

১-২ নিয়ন্ত্রণ করে

তখনই সংসারের বন্ধন আসিয়া পড়ে। অতএব, যে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ অখণ্ড যজ্ঞ যাজন করে, তাহার কোনও কর্ম্মবন্ধন হয় না। মায়ার অধীন (পরতন্ত্র) বলিয়া এই সমস্ত জগৎ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ, সেইজন্য (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) নিত্যযজ্ঞ হইতে বিচ্যুত। হে পার্থ, এখন তোমাকে এ বিষয়ে একটী কাহিনী বলিতেছি,—যখন ব্রহ্মা এই সৃষ্টি আদি সংস্থা রচনা করিয়াছিলেন ;

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

তখন, তিনি নিত্যযজ্ঞের সহিত এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; পরন্তু এই যজ্ঞের রহস্য অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা (প্রাণিগণ) ইহা বুঝিতে পারে নাই। সেই সময় প্রজাগণ বিনতিপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে দেব, এখানে আমাদের আশ্রয় কি ?" তখন কমল-যোনি ব্রহ্মা প্রাণিগণকে বলিলেন—তোমাদের বিশেষ বর্ণানুসারে আমি তোমাদের স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞের ব্যবস্থা (নিয়ম) করিয়াছি, তোমরা ইহারই উপাসনা (আচরণ) কর, তাহাতে আপনা হইতেই তোমাদেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তোমাদের ব্রত-নিয়ম পালন করিতে হইবে না, শরীরকেও (তপস্যা দ্বারা) পীড়া দিতে হইবে না, তীর্থের জন্য দূরে কোথায়ও যাইতে হইবে না। যোগাদির সাধন, সকাম আরাধনা বা মন্ত্রতন্ত্রাদির অনুষ্ঠান তোমরা করিও না। (৯০) অন্য দেবতার ভজনা করিও না,—এ সব কিছুই করিতে হইবে না, শুধু তোমরা অনায়াসে (কষ্ট না করিয়া) স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কামচিত্তে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর—পতিব্রতা যেমন পতির সেবা করে ; তেমনি, স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞই তোমাদের একমাত্র সেব্য—এইভাবে সত্যলোকনায়ক ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন। হে প্রজাবর্গ, দেখ, স্বধর্ম্মের সেবা করিলে তাহা কামধেনুর ন্যায় ফলপ্রদ হইবে, এবং[১] কখনও তোমাদের পরিত্যাগ[২] করিবে না[৩]।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

১-৩ নতুবা ইহা সর্ব্বদা তোমাদের পীড়াদায়ক হইবে

এইরূপ করিলে সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তোমাদের ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করিবেন। এই স্বধর্ম্মরূপ পূজাদ্বারা পূজিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ নিশ্চিতভাবে তোমাদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) সাধন করিবেন। তোমরা যে দেবতাকে ভজনা করিবে সেই দেবতা তোমাদের তুষ্ট করিবেন, এইভাবে যখন পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটিবে; তখন, তোমরা যাহা করিতে চাহিবে, তাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, মনের কামনা পূর্ণ হইবে। তোমরা বাক্‌সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং 'আজ্ঞাপক' (আজ্ঞাকর্ত্তা) হইবে, মহাসিদ্ধি তোমাদের আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে (আজ্ঞাবাহী হইবে)। বসন্ত ঋতুর দ্বারে যেমন বনশ্রী নিরন্তর লাবণ্যের ফলভার লইয়া (সেবার জন্য) উপস্থিত থাকে; (১০০)

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

তেমনি মূর্ত্তিমান দৈব সর্ব্বসুখের সহিত তোমাদের খোঁজ করিতে কাছে আসিবে। হে বৎসগণ, যদি তোমরা স্বধর্ম্মনিরত থাক, তবে এই প্রকার সমস্ত ভোগে পূর্ণ হইয়া তোমরা অনার্ত্ত (ক্লেশহীন, সুখী) হইবে। পরন্তু, সকল সম্পত্তি লাভের পর যে বিষয়ের স্বাদে লুব্ধ হইয়া প্রমত্ত ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে; যজ্ঞভাবিত (যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট) দেবগণ যে সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রদান করেন, সেই সম্পত্তি দ্বারা যে স্বধর্ম্মে থাকিয়া সর্ব্বেশ্বরের পূজা করে না; যে (অগ্নিমুখে) অগ্নিতে হবন করে না, দেবতার পূজা করে না, যথাকালে ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় না; যে গুরুভক্তিতে বিমুখ হয়, অতিথির আদর করে না, আপন জ্ঞাতিদের সন্তোষ বিধান করে না; এইভাবে, যে স্বধর্ম্মক্রিয়ারহিত, (লব্ধ) সম্পত্তির অভিমানে প্রমত্ত, এবং কেবল ভোগাসক্ত হইয়া থাকে; তাহার এমন ঘোর দুরবস্থা (সঙ্কট) হয় যে হস্তগত সকল বৈভব নষ্ট হয়, এবং প্রাপ্ত ভোগও ভোগে আসে না; যেমন গতায়ু ব্যক্তির শরীরে চৈতন্য থাকে না, কিম্বা দৈবহীন (দুর্ভাগা) মনুষ্যের ঘরে লক্ষ্মী বাস করেন না; তেমনি, স্বধর্ম্মের লোপ হইলে সর্ব্বসুখের আধার ভাঙ্গিয়া যায়,—যেমন দীপ নির্ব্বাণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও যায়; (১১০) তেমনি, স্বধর্ম্মবৃত্তি ছাড়িলে, সেখানে স্বতন্ত্রতা (স্বাতন্ত্র্য)ও থাকে না—ব্রহ্মা বলিলেন—হে

প্রজাগণ; এই সত্য কথা শুন। সুতরাং যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে কাল তাহাকে দণ্ড দিবে, এবং তাহাকে চোর মনে করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। সর্ব্বপ্রকারের দোষ (পাপ) চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে,—রাত্রিকালে শ্মশানে যেমন ভূতের আগমন হয়; তেমনি, ত্রিভুবনের দুঃখ, দৈন্য ও নানাবিধ পাপ আসিয়া তাহার কাছে বাস করিবে। হে প্রাণিগণ, যাহারা বিষয়-বৈভবে উন্মত্ত হয়, তাহাদের এই দশাই হইয়া থাকে, তখন রোদন করিলেও কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহারা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অতএব, নিজবৃত্তি (স্বধর্ম্ম) ছাড়িবে না, ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্বৈরাচার করিতে দিবে না—এইভাবে চতুরানন (ব্রহ্মা) প্রজাগণকে উপদেশ দিলেন। জলচর জীব জল ছাড়িলেই যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্বধর্ম্ম ভুলিলে জীবেরও তেমনি দশা হয়। সেইজন্য আমি বারম্বার বলিতেছি তোমরা সবাই আপন আপন উচিতকর্ম্মে নিরত থাকিবে॥ ১১৮

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

দেখ, যে নিষ্কাম বুদ্ধিতে, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজের সম্পত্তি ব্যয় করে; গুরু, গোমাতা ও অগ্নির পূজা করে, যথাকালে ব্রাহ্মণের সেবা করে, পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে; (১২০) এইভাবে যে উচিত যজ্ঞানুষ্ঠান করে, এবং যজ্ঞেশ্বরকে আহুতি প্রদান করিয়া যাহা কিছু যজ্ঞশেষ অবশিষ্ট থাকে; তাহা সুখে আপনার গৃহের কুটুম্বগণের সহিত ভোজন করে, যে (যজ্ঞশেষ) ভোজন তাহার সর্ব্বপাপ নিবারণ (দূর) করে; যজ্ঞাবশিষ্টভোজী তেমনি ভাবে পাপ হইতে মুক্ত হয়, যেমন অমৃত সেবনে মহারোগ দূর হয়। তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষকে যেমন ভ্রান্তির লেশমাত্র স্পর্শ করে না, তেমনি যজ্ঞশেষভোজী ব্যক্তিকে কোনও দোষ অভিভূত করে না। এই জন্য, স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহা অর্জ্জন করা যায়, তাহা স্বধর্ম্মাচরণেই ব্যয় করিতে হয়,—যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সন্তোষের সহিত ভোগ করা উচিত। শ্রীমুরারি বলিলেন—হে পার্থ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও পন্থা নাই, ইহাই আদি কথা। যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মানে, আর বিষয়কেই ভোগ্য বলে, এবং ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না; এ সমস্তই যজ্ঞোপকরণ, ইহা না

বুঝিয়া ভ্রান্তিবশতঃ কেবল অহঙ্কারবুদ্ধিতে বিষয় ভোগ করিতে চায়; আপন ইন্দ্রিয়ের রুচি অনুসারে যাহারা উত্তম অন্ন পাক করে তাহারা পাপী—এবং পাপই সেবন করে, জানিবে। এই সমস্ত সম্পত্তিই (স্বধর্ম্মযজ্ঞে) আহুতি দিবার সামগ্রী বলিয়া জানিবে, এবং স্বধর্ম্মযজ্ঞে আদিপুরুষ (পরমেশ্বর)কে অর্পণ করিবে। (১৩০) ইহা না করিয়া (এই তত্ত্ব না বুঝিয়া) মূর্খলোক দেখ, নিজের জন্য নানাবিধ অন্ন পাক করে। যে অন্নদ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয় এবং পরমেশ্বরের সন্তোষ হয়, তাহা সামান্য অন্ন নহে। সুতরাং ইহাকে সাধারণ মনে করিও না, অন্নই ব্রহ্মরূপ এবং এই বিশ্বের জীবনের কারণ[১]।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্ন হইতেই সমস্ত প্রাণিগণের বৃদ্ধি (প্রবাহ) হয়, পর্জ্জন্যই (বৃষ্টি) সর্ব্বত্র অন্ন উৎপাদন করে। যজ্ঞ হইতেই পর্জ্জন্যের জন্ম, যজ্ঞকে কর্ম্মই প্রকট করে (কর্ম্মদ্বারাই যজ্ঞ সিদ্ধ হয়), সুতরাং বেদরূপ ব্রহ্মই কর্ম্মের আদি (উৎপত্তিস্থল)। পরাৎপর অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেই বেদের উৎপত্তি, অতএব এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মবদ্ধ (ব্রহ্মদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, ব্যাপ্ত)। পরন্তু, হে সুভদ্রাপতি, শুন, কর্ম্মের মূর্ত্তি যজ্ঞের মধ্যেই শ্রুতি (বেদব্রহ্ম) নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

হে ধনুর্দ্ধর, এইভাবে স্বধর্ম্মযজ্ঞের আদিপরম্পরার (মূল হইতে ক্রমবিস্তারের) কথা তোমাকে সংক্ষেপে শুনাইলাম। এইজন্য, যে (অহঙ্কারে) প্রমত্ত পুরুষ এই সংসারে স্বধর্ম্মরূপ পূর্ণ ও উচিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না; এবং কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, তাহাকে পাপের রাশি এবং পৃথিবীর ভার

১ হেতু, জানিবে

বলিয়া জানিবে। (১৪০) হে অর্জ্জুন, তাহার জন্ম, কর্ম্ম সকলি অতি নিষ্ফল, যেমন অকালের অভ্রপটল (মেঘপুঞ্জ); অথবা, (অজাগলস্তন) ছাগলীর গলায় স্তন (বৃথা হয়); যে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহার জীবনও তেমনি (নিষ্ফল) হয়। সুতরাং, হে পাণ্ডব, স্বধর্ম্ম কাহারও ত্যাগ করা উচিত নয়, সর্ব্বভাবে শুধু এক স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। শরীর ধারণ করিলেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রবাহ আসিয়া যাইবে, তখন আপন উচিত কর্ম্ম কেন ছাড়িবে ?

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

দেখ, দেহধর্ম্ম চলিতে থাকিলেও যে পুরুষ নিরন্তর আত্মস্বরূপে রমণ করে, সে কখনই কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না; কারণ, সে আত্মজ্ঞানে সন্তোষ লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া যায়, এবং এইজন্য সহজেই কর্ম্মসঙ্গ হইতে মুক্ত হয়। তৃপ্তি হইলে যেমন সমস্ত সাধন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি, আত্ম-তুষ্টি হইলে (আত্মানন্দ লাভ হইলে) কর্ম্মেরও নাশ হয়। হে অর্জ্জুন, যতক্ষণ না মনে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এইসব সাধনার আচরণ করিতে হয়।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

এইজন্য তুমি সকল কামনাবর্জ্জিত হইয়া নিয়ত উচিত স্বধর্ম্মের আচরণ করিবে। হে পার্থ, যাহারা নিষ্কাম হইয়া (বিহিত) স্বকর্ম্মের অনুসরণ (আচরণ) করে তাহারা এই সংসারে থাকিয়াও তত্ত্বতঃ কৈবল্যরূপ পরম পদ লাভ করে। (১৫০)

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

দেখ, জনকাদি পুরুষগণ সমস্ত বিহিতকর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াই মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে, হে পার্থ, কর্ম্মে আস্থা রাখিবে,—ইহাতে আর

একটা অর্থেও উপকার হইবে; কারণ তোমাকে কর্ম্ম করিতে দেখিয়া অন্ত লোকেও তাহাতে আকৃষ্ট হইবে (তোমার আদর্শ অনুসরণ করিবে)—তাহা দ্বারা প্রসঙ্গতঃ তাহাদেরও দুঃখকষ্ট দূর হইবে। দেখ, যে কৃতার্থ হইয়া নিষ্কামতা লাভ করিয়াছে, তাহারও লোকশিক্ষার জন্য কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে। পথ দেখাইবার জন্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন অন্ধের সহিত তাহার আগে আগে চলে, তেমনি জ্ঞানী পুরুষেরও (স্বীয় আচরণের দ্বারা) অজ্ঞানী লোককে স্বধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ না করিলে, অজ্ঞানী কিরূপে শিক্ষা লাভ করিবে? এই কর্ত্তব্য মার্গের কথাই বা কি করিয়া জানিবে?

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১

সংসারে শ্রেষ্ঠ লোক যে আচরণ করে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, এবং অন্য সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ইহাই স্বাভাবিক, এইজন্য সাধুসন্তদেরও কর্ম্মত্যাগ না করিয়া বিশেষভাবে কর্ম্মাচরণ করিতে হয়।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

এখন, হে কিরীটি, অন্যের কথা কি বলিব? দেখ, আমি নিজেই এই (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের) পথে চলি। আমি কি কোনও সঙ্কটে পড়িয়াছি? কিম্বা, যদি বল—কোনও এক ইচ্ছা পূরণের জন্য (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) আমি কর্ম্মের আচরণ করিতেছি; (১৬০) তবে, তুমি তো জান, আমার এমন সামর্থ্য, যে পূর্ণত্ব হিসাবে এই জগতে (আমার সমান) দ্বিতীয় আর কেহ নাই। পরন্তু, আমি যে সকাম পুরুষের ন্যায় স্বধর্ম্মের আচরণ করিতেছি, ইহার এক উদ্দেশ্য আছে; তাহা এই—যে এই সমস্ত প্রাণিগণ কেবল আমারই অধীনে (আমাকেই আশ্রয় করিয়া) আছে, ইহারা যেন 'কর্ম্মভ্রষ্ট না হয়। পূর্ণকাম

হইয়া আমি যদি আত্মস্থিতিতে অবস্থান করি, তবে এই প্রজাগণ কিরূপে (সংসারসমুদ্র) পার হইবে ? আমি যেরূপ আচরণ করি সেই আদর্শে তাহারা আচরণ করে, (আমি কর্ম্ম না করিলে) সমস্ত লোকস্থিতি বিনষ্ট হইবে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

এইজন্যই, যাহারা সমর্থ এবং সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের বিশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে। ফলের আশা করিয়া মূর্খ যেমন কর্ম্মের আচরণ করে, নিষ্কাম পুরুষও তেমনিভাবে কর্ম্মে ভরিয়া থাকিবে (কর্ম্ম করিতে থাকিবে)। কারণ, হে পার্থ, আমি তোমাকে বার বার বলিতেছি, এই সকল লোকসংস্থা (সমাজসংস্থা) সর্ব্বথা রক্ষণীয়। শাস্ত্রোক্ত মার্গে চলিবে, এবং জগতের লোককেও সেই আদর্শে চালাইবে,—লোকের প্রতি অলৌকিক (লোকবিরুদ্ধ) ব্যবহার করিও না ('লোকের দৃষ্টিতে অলৌকিক হইও না')।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

যাহাকে কষ্ট করিয়া স্তন্যপান করিতে হয়, সে পক্কান্ন খাইবে কি করিয়া ? এইজন্য, হে ধনুর্দ্ধর, বালককে যেমন উহা (পক্কান্ন) দেওয়া উচিত নহে ; (১৭০) তেমনি, যাহার কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা[১] নাই, তাহাকে, এমনকি ঠাট্টাচ্ছলেও, নৈষ্কর্ম্ম্যের (কর্ম্মত্যাগ করিবার) উপদেশ দিবে না। তাহাকে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, শুধু তাহারই (সৎকর্ম্মের) প্রশংসা করিবে,—নিষ্কাম পুরুষও আপন আচরণ দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দিবে। লোকসংগ্রহের (সমাজসংস্থাসংরক্ষণের) জন্য কর্ম্মমার্গের আচরণ করিলে তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

হে ধনুর্দ্ধর, দেখ, যদি অপরের বোঝা নিজের মাথায় লওয়া যায়, তবে কি তাহা পীড়াদায়ক হইবে না ? তেমনি, প্রকৃতিধর্ম্মে (প্রকৃতির গুণদ্বারা)

১ যোগ্যতা আছে।

যে শুভাশুভ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, মূর্খ লোকে মতিভ্রমবশতঃ আপনাকে তাহার কর্ত্তা মনে করে। এইরূপ অহঙ্কারাচ্ছন্ন, একদর্শী (স্বার্থপর, সঙ্কুচিতদৃষ্টি) মূঢ়ব্যক্তির নিকট পরমার্থের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

যে প্রকৃতি হইতে সমস্ত কর্ম্মের উৎপত্তি, সেই প্রকৃতির প্রভাব (অস্তিত্ব) হইতে যে তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত ; সে দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া গুণ ও কর্ম্মের সম্বন্ধ সম্যকভাবে জানিয়া (গুণকর্ম্মাতীত হইয়া), দেহে শুধু সাক্ষীভূত হইয়া থাকে। এইজন্য, সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের কর্ম্মব্যাপারে লিপ্ত হয় না, তেমনি শরীর ধারণ করিলেও সে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

প্রকৃতেগু্র্ণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া যে গুণের বিকারের বশীভূত হয়, সেই কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় (১৮০) ; গুণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু সে অপরের কর্ম্ম নিজে করিতেছি বলিয়া বলপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লয়। এখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট : হে অর্জ্জুন, এখন তোমার হিতার্থে যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অতএব তুমি সমস্ত বিহিত কর্ম্ম আচরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করিবে, পরন্তু, আত্মস্বরূপে আপন চিত্তবৃত্তি স্থাপন করিবে। "এই কর্ম্মের আমি কর্ত্তা" কিম্বা "এই ফলপ্রাপ্তির জন্য আমি কর্ম্ম করিতেছি"—এইরূপ অভিমান কখনও চিত্তে প্রবেশ করিতে দিবে না। তুমি শরীরে আসক্ত হইও না, সর্ব্ব কামনা ত্যাগ কর, এবং সময়োচিত ভোগসকল উপভোগ কর। এখন কোদণ্ড হস্তে লইয়া এই রথে আরোহণ কর, এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে বীরবৃত্তি আলিঙ্গন (অবলম্বন) কর। জগতে তোমার কীর্ত্তি বিস্তার কর, স্বধর্ম্মের

মান বৃদ্ধি কর, ও পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর। এখন, হে পার্থ, নিশঃঙ্ক হইয়া সংগ্রামে চিত্ত দেও, এ সময়ে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই করা উচিত নহে।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১

হে ধনুর্দ্ধর, যে আমার এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট মত পরমাদরে স্বীকার করে, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই মতানুসারে আচরণ করে; সে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও কর্ম্মরহিত (কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না), জানিবে,—এইজন্য ইহা নিশ্চিতভাবে আচরণীয়। (১৯০)

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অপরপক্ষে, যাহারা প্রকৃতির অধীন হইয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশ্রয় দিয়া, আমার মত উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করে; যাহারা উহাকে সামান্য মনে করিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, কিম্বা, বাচালতাবশতঃ উহাকে "অর্থবাদ" (বৃথা বাক্‌চাতুরী) বলে; তাহারা মোহমদিরায় মত্ত, বিষয়বিষে পূর্ণ (ব্যাপ্ত), অথবা অজ্ঞানপঙ্কে নিমজ্জিত,—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। দেখ, মৃত মনুষ্যের হস্তে রত্ন দিলে যেমন বৃথা হয়, অথবা জন্মান্ধ যেমন প্রভাত হইয়াছে বিশ্বাস করে না; কিম্বা, চন্দ্রের উদয় যেমন বায়সের পক্ষে উপযোগী হয় না, তেমনি, বিবেক (জ্ঞানের কথা) মূর্খ লোকের রুচিকর হয় না। সেইজন্য, তাহারা ইহা (এই মত) মানে না, বরঞ্চ ইহার নিন্দা করিতে থাকে,—পতঙ্গ কি দীপের প্রকাশ সহিতে পারে? বল। তেমনি, হে পার্থ, যাহারা পরমার্থের প্রতি বিমুখ, তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করাও সর্ব্বথা উচিত নহে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অতএব, কোনও জ্ঞানী পুরুষের কখনও, এমনকি কৌতুকেও, ইন্দ্রিয়-গুলিকে লালন করা (প্রশ্রয় দেওয়া) উচিত নয়। বল, সর্পের সহিত কি খেলা করা যায়? ব্যাঘ্রের সহিত সহবাস কি সম্ভব? (সহবাসে কি সিদ্ধি

হয় ?) হলাহল সেবন করিয়া কি পরিপাক করা যায় ? দেখ, খেলিতে গিয়া আগুন লাগিয়া যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তখন যেমন তাহাকে সম্বরণ করা যায় না, তেমনি প্রকৃতিকে মান (আদর, প্রশ্রয়) দেওয়াও ভাল নহে। (২০০) বাস্তবিক পক্ষে, হে অর্জ্জুন, এই পরাধীন শরীরের জন্য নানা প্রকারের ভোগরচনা কেন করিবে ? অনেক পরিশ্রম করিয়া (অর্জ্জিত) সকল সম্পত্তি-দ্বারা কি উদয়াস্ত দেহের প্রতিপালন করিতে হইবে ? এই পাঞ্চভৌতিক শরীর অবশেষে নিজের স্বভাবে (পঞ্চভূতেই) মিলাইবে (পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে), তখন কি লোক আপন পরিশ্রমের ফল খুঁজিয়া পাইবে ? অতএব, কেবল দেহের পোষণ প্রত্যক্ষ ক্ষতি (লুণ্ঠন) বলিয়া জানিবে,—উহার দিকে কখনও মন দিও না।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের রুচি অনুসারে তাহাকে বিষয় সেবন করাইলে, চিত্তে সন্তোষই উৎপন্ন হয়। পরন্তু, ঠগের (ভদ্রবেশী চোরের) সহিত আলাপ করিলে যেমন যতক্ষণ না নগরের সীমা পার হওয়া যায়,—ততক্ষণই (অল্প-ক্ষণের জন্য) সুস্থির থাকা যায় (অর্থাৎ নগর ছাড়াইয়া বনে ঢুকিলেই চোর সর্ব্বস্ব হরণ করে) ; হে বৎস, বিষের মধুরতা কদাচিৎ চিত্তে অনুরাগ উৎপন্ন করে—পরন্তু পরিণাম বিচার না করিয়া তাহা কখনই সেবন করা উচিত নহে। দেখ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কাম (বিষয়বাসনা) আছে তাহা মনে সুখের দুরাশা জাগাইয়া দেয়—যেমন বঁড়শীতে গাঁথা আমিষ মাছকে ভুলায় ; পরন্তু, টোপের মধ্যে যে প্রাণঘাতক বঁড়শী থাকে, মৎস্য যেমন তাহা ঢাকা থাকে বলিয়া জানিতে পারে না ; বিষয়সুখের কামনাও সেইরূপ করে,—বিষয়ের আশা করিলে ক্রোধানলের বশীভূত হইতে হয়। (২১০) শিকারী যেমন চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া মারিবার উদ্দেশ্যে হরিণকে তাড়াইয়া বধ্যভূমিতে (বধ করিবার সন্ধিস্থলে) লইয়া যায় ; এখানেও তাহাই হয় ; সেইজন্য, হে পার্থ, কাম ও ক্রোধ এ দুটিকেই ঘাতক জানিয়া তাহাদের সঙ্গ করিবে না ; সুতরাং তাহাদের আশ্রয় করিবে না, মনের মধ্যেও তাহাদের স্মৃতি রাখিবে না,—আত্মবৃত্তির (আত্মবোধের জাগৃতির) অনুভূতিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

আপনার স্বধর্ম্ম যদি কঠিনও হয়, তথাপি তাহা আচরণ করাই ভাল। অপরের আচরণ (ধর্ম্ম) দেখিতে যতই ভাল হউক না কেন, নিজে স্বধর্ম্মেরই আচরণ করিবে। বল দেখি, শূদ্রের ঘরে অনেক প্রকার উত্তম পক্বান্ন থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল হইলেও কেমন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে? এই অনুচিত কর্ম্ম কি করিয়া করিবে? যাহা গ্রহণের যোগ্য নয় তাহা কি (পাইবার) ইচ্ছা করা উচিত? অথবা, (কদাচিৎ) ইচ্ছা হইলেও কি তাহা স্বীকার করিতে হইবে? তুমিই বিচার কর। অন্য লোকের মনোহর পাকা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর কি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? এ কথা থাকুক; নিজের স্ত্রী কুরূপা হইলেও যেমন তাহাকেই ভোগ করা ভাল; তেমনি, স্বধর্ম্ম যতই সঙ্কটপূর্ণ হউক, ও আচরণে যতই কঠিন হউক না কেন, উহাই পরলোকের সহায়। (২২০) দেখ, শর্করা এবং দুগ্ধ মিষ্টতার জন্য প্রসিদ্ধ, পরন্তু, কৃমিদোষে বিরুদ্ধ, (কৃমিরোগী) উহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? হে ধনুর্দ্ধর, ইহা সত্ত্বেও যদি সে তাহা পান বা ভোজন করে তবে তাহার আগ্রহই (আসক্তিই) সার হয়, কারণ পরিণামে ইহা পথ্য হয় না (কুপথ্য হয়)। সেইজন্যই, যদি আপনার হিত বিচার করা হয়, তবে যাহা অন্যের পক্ষে বিহিত, আর নিজের পক্ষে অনুচিত, সেইরূপ কর্ম্মের আচরণ করা উচিত নয়। স্বধর্ম্মের আচরণে যদি জীবনও চলিয়া যায়, তথাপি উহা উভয় লোকে (ইহলোকে এবং পরলোকে) শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম বলিয়া গণ্য হয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

সমস্তসুরশিরোমণি (দেবাদিদেব) শ্রীশার্ঙ্গপাণি এইভাবে বলিলে, অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আমার একটী প্রার্থনা আছে। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি, এখন, আমার ইচ্ছামত আপনাকে কিছু প্রশ্ন

করিব। হে দেব, ইহা কেমন করিয়া হয়, যে জ্ঞানী পুরুষও স্থিতি-ভ্রষ্ট হইয়া নিজের মার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলে, দেখা যায়? যাহারা সর্ব্বজ্ঞ, কোন্‌টা ত্যাজ্য কোন্‌টা গ্রাহ্য তাহা জানে, তাহারা কোন্ গুণের জন্য (কি কারণে) পরধর্ম্মে ব্যভিচার করে? অন্ধ ভুষি হইতে বীজ বাছিয়া লইতে জানে না, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যই বা কেন ভুল করে? সংসার ত্যাগ করিয়াও যে সংসর্গে অতৃপ্ত (সংসারের জন্য লালায়িত), বনবাসী হইয়াও জনপদে আসিতে উৎসুক; (২৩০) আপনি পলাইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইলেও, পুনরায় বলপূর্ব্বক (আকৃষ্ট হইয়া) সেই পাপেই লিপ্ত হয়। যাহা ঘৃণার্হ, তাহাই অন্তঃকরণে লাগাইয়া রাখে (প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়), যাহা ছাড়িতে চায় তাহাই ফিরিয়া আসিয়া চাপিয়া ধরে। এই যে বলাৎকার দেখা যায়, ইহা কিসের জন্য হয়, হে হৃষীকেশ, তাহাই আমাকে বলুন”—পার্থ কহিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

তখন, যাঁহাকে যোগিগণ কামনা করে, সেই হৃদয়কমলরাম[1] পুরুষোত্তম কহিলেন—“আমি বলিতেছি শুন। ইহারা কাম ও ক্রোধ, ইহাদের দয়ার লেশমাত্র নাই, ইহাদের মূর্ত্তিমান কৃতান্ত বলিয়া মানিবে। ইহারা জ্ঞাননিধির ভুজঙ্গ (জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারে কালসর্প), বিষয়রূপ জঙ্গলের ব্যাঘ্র, ভজনমার্গের প্রাণঘাতী চোর। ইহারা দেহদুর্গের উপর প্রস্তর, ইন্দ্রিয়রূপ গ্রামের প্রাচীর, ইহা হইতেই জগতে ব্যামোহাদি ভ্রান্তি (অরিষ্ট) বিস্তার লাভ করে। ইহারা রজোগুণের মান্য (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন), দুর্ব্বুদ্ধির মূল, অবিদ্যাই (মায়া) ইহাদের পুষ্টিসাধন করে। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহারা তমোগুণের অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তমোগুণ ইহাদের প্রমাদমোহরূপ নিজপদ (স্বভাবধর্ম্ম) প্রদান করিয়াছে। জীবনের শত্রু বলিয়া ইহাদের মৃত্যুনগরে অত্যধিক সম্মান। (২৪০) ইহারা ক্ষুধিত হইলে সমগ্র বিশ্ব ইহাদের একগ্রাসও

১ যিনি হৃদয়কমলের আরাম।

নয় ; ইহাদের ব্যাপার চলিলে ইহাদের "আশা" (বাসনা)ও অধিকাধিক বাড়িয়া চলে। কৌতুকে হস্তের মুষ্টির মধ্যে ধরিলে যাহার কাছে চতুর্দ্দশ ভুবনই তুচ্ছ (অর্থাৎ যে চতুর্দ্দশ ভুবনকে মুষ্টির মধ্যে অনায়াসে ধরিতে পারে) সেই ভ্রান্তি ইহারই (আশার) ছোট ভগ্নী এবং সেইরূপ মান প্রাপ্ত হয়। এই ভ্রান্তি ভাতুকলী* খেলিতে খেলিতে সহজেই ত্রিভুবন খাইয়া ফেলে, ইহারই দাসীত্বের জোরে 'তৃষ্ণা' জীবনধারণ করে। আর অধিক কি বলিব? মোহ ইহাদের (কাম-ক্রোধকে) মানিয়া চলে; অহংকারও ইহাদের সহিত লেনদেন করে,— যে অহংকার আপন ইচ্ছায় সমস্ত জগৎকে নাচায়। যে (দম্ভ) সত্যের উদর কাটিয়া তাহার মধ্যে নিষিদ্ধকর্ম্মরূপ[১] তৃণকুটা ভরিয়া দেয়, সেই দম্ভকে ইহারাই জগতে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে। ইহারাই সাধ্বী শান্তিকে নিরাভরণা করিয়া মায়ারূপ মাঙ্গীর (নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের) অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছে, এবং তাহা দ্বারা সাধুবৃন্দকে অপবিত্র (ভ্রষ্ট) করিয়াছে। ইহারাই বিবেকের সামর্থ্য নষ্ট করিয়াছে, বৈরাগ্যের (অঙ্গের) চর্ম্ম তুলিয়া লইয়াছে, এবং উপশমের (ইন্দ্রিয়নিগ্রহের) জীবননাশ করিয়াছে (গলা কাটিয়াছে)। ইহারাই সন্তোষরূপ বন কাটিয়াছে, ধৈর্য্যদুর্গ ভাঙ্গিয়াছে, আনন্দরূপ বৃক্ষের ঝাড় উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারাই বোধের (জ্ঞানের) ভাঁজ[২] ভাঙ্গিয়াছে[৩] (সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াছে), সুখের অক্ষর মুছিয়া দিয়াছে, এবং জীবের হৃদয়ে (মর্ম্মস্থলে) তাপত্রয়ের অগ্নি লাগাইয়াছে। শরীর উৎপন্ন হইলেই ইহারা জীবের হৃদয়ে আসিয়া লাগিয়া থাকে, পরন্তু ব্রহ্মাদিও তাহাদের খুঁজিয়া পান না। (২৫০) ইহারা চৈতন্যের প্রতিবেশী, জ্ঞানের সহিত এক পংক্তিতে বসে, সুতরাং মহামারী আরম্ভ করিলেও কেহই উহাদের রোধ করিতে পারে না। ইহারা প্রাণিগণকে জল বিনাই ডুবাইয়া মারে, অগ্নি বিনাই জ্বালায়, এবং না বলিয়াই গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহারা শস্ত্র ছাড়াই মারে, রজ্জু বিনাই বন্ধন করে, এবং বাজী রাখিয়া জ্ঞানীদের বধ করে। বিনা কর্দ্দমেই পুঁতিয়া ফেলে, পাশ বিনাই আবদ্ধ করে—অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তিতে কেহই ইহাদের সমান নহে।

* ছোট ছেলেমেয়েদের রন্ধনের খেলা

১ অসত্যরূপ ;

২-৩ চারা উপড়াইয়াছে

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

চন্দনবৃক্ষের মূলে যেমন সর্প জড়াইয়া থাকে, অথবা, গর্ভাশয়ের আবরণ (থলী) যেমন গর্ভকে বেষ্টন করিয়া থাকে; কিম্বা, যেমন প্রভা বিনা সূর্য্য, ধূম বিনা অগ্নি, বা ময়লা বিনা দর্পণ থাকে না; তেমনি, ইহাদের ছাড়া (কাম-ক্রোধ বিনা) একা (শুধু) জ্ঞানকে (স্বতন্ত্র ভাবে) আমি দেখি নাই—যেমন বীজ খোসাদ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থাতেই উৎপন্ন হয়।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

তেমনি জ্ঞান স্বভাবতঃই শুদ্ধ, পরন্তু ইহাদের দ্বারা আবদ্ধ (আবৃত) দেখায় বলিয়া গূঢ় বা গহন হইয়া আছে। প্রথমে এই কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, তখন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তবে কেহই এই রাগদ্বেষকে নষ্ট করিতে সমর্থ নয়। ইহাদের নাশ করিবার জন্য অঙ্গে যে বল সঞ্চয় করা হয়, তাহা, অগ্নিতে ইন্ধনের ন্যায়, ইহাদেরই সাহায্য করে (২৬০)।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

তেমনি, যে যে উপায় অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহারা ইহাদেরই সাহায্যকারী হয়, এইজন্য ইহারা জগতে হঠযোগিগণকে পরাজিত করে। এই-প্রকার সঙ্কটের মধ্যে একটি উত্তম উপায় আছে, যদি তোমার উপযোগী হয় তাই বলিতেছি। ইন্দ্রিয়গুলিই ইহাদের প্রথম আশ্রয়, ইন্দ্রিয় হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়,—প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকেই সর্ব্বথা দলন করিতে হইবে; তাহাতে

মনের চঞ্চলতা দূর হইবে এবং বুদ্ধিরও মুক্তি হইবে,—ইহাদ্বারা এই পাপীদের আধার নষ্ট হইবে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

(সূর্য্যের) কিরণ বিনা যেমন মৃগজল থাকিতে পারে না, তেমনি, অন্তর হইতে ইহাদের বাহির করিয়া দিলে ইহারা নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হয়, জানিবে। রাগদ্বেষ নষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সাম্রাজ্যলাভ হয়, তখন জীব আপনিই আত্মসুখ ভোগ করিতে থাকে। ইহাই গুরুশিষ্যের গুপ্ত রহস্য, জীব ও ব্রহ্মের মিলন, এই অবস্থায় জীব স্থির হইয়া থাকে এবং কখনও বিচলিত হয় না।" (সঞ্জয় বলিলেন) হে রাজন্, শুনুন, এইভাবে সকল সিদ্ধির রাজা, দেবী লক্ষ্মীর নাথ, দেবাদিদেব বলিয়াছিলেন। এখন, শ্রীঅনন্তদেব পুনরায় একটী আত্ম-কথা বলিবেন, এবং পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন প্রশ্ন করিবেন। এই সংবাদের যোগ্যতা ও উদার রসালতা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণসুখের অনুকূল হইবে। (২৭০) নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে—আপনারা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে উন্মুখ করিয়া এই কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের (মাধুর্য্য) উপভোগ করুন। (২৭১)

ওঁ তৎ সৎ
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

আজ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাগ্যোদয় হইল, কারণ তাহার গীতারূপ ধন দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে,—এখন স্বপ্ন সত্যের ন্যায় মনে হইতেছে। প্রথমতঃ বিষয়টী (অধ্যাত্ম) বিচারের প্রসঙ্গ, তাহার উপর স্বয়ং জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন, এবং ভক্তরাজ কিরীটী তাহা শ্রবণ করিতেছেন। পঞ্চম স্বর যেন সুগন্ধে ভরিয়াছে, অথবা 'পরিমল (সুগন্ধ) যেন সুস্বাদু হইয়াছে,—(ইহাদের সংযোগে) এই (গীতার) কথা-প্রসঙ্গ মনোহর হইয়াছে। কি অনুপম সৌভাগ্য যে অমৃতের গঙ্গালাভ হইল, অহো, শ্রোতৃবৃন্দের[1] তপ অবশেষে সফল হইল'। এখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঘরে প্রবেশ করিবে, এবং গীতাখ্য সংবাদ (গীতারূপ কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ) সুখ উপভোগ করিবে। এখন অতিশয়োক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে যে কথালাপ করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি। তখন সঞ্জয় রাজা (ধৃতরাষ্ট্র)কে বলিলেন—"অর্জ্জুন নিশ্চয়ই দৈবীগুণমণ্ডিত ছিলেন, কারণ শ্রীনারায়ণ অতিপ্রেমসহকারে তাঁহাকে বলিতেছেন। লক্ষ্মীদেবী এত কাছে থাকিয়াও যে প্রেমসুখ লাভ করেন নাই, আজ কৃষ্ণস্নেহের সেই সৌভাগ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জ্জুন পাইয়াছেন। সনকাদি ঋষির (ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির) দুরাশা[2]ও অত্যধিক বাড়িয়াছিল, পরন্তু তাঁহারাও এই পরিমাণে যশ প্রাপ্ত হন নাই। পার্থ কি এমন সর্ব্বোত্তম পুণ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি জগদীশ্বরের এমন নিরুপম প্রেম দেখা যাইতেছে। (১০) অহো, ইহারি প্রতি প্রীতিবশতঃ অমূর্ত্ত (নিরাকার) ভগবান আকার ধারণ করিয়াছেন,—ইহাদের উভয়ের স্থিতি একরূপ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। সাধারণতঃ যিনি যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য, বেদার্থেরও দুরধিগম্য, ধ্যানের দৃষ্টিও যাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি আত্মস্বরূপ, অনাদি, নিষ্কম্প (অটল) হইয়াও কি পরিমাণে দয়ালু হইয়াছেন। যিনি ত্রৈলোক্যরূপ বস্ত্রের ভাঁজ (সমষ্টি), যিনি আকারের অতীত, তিনি কিরূপে ইহার (অর্জ্জুনের) প্রেমের অধীন হইলেন, শুনুন।

---

১ জপতপ; ২ আশা

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

শ্রীভগবান বলিলেন—"হে পাণ্ডুসুত, এই যোগ আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম—পরন্তু ইহা অনেক দিনের কথা। বিবস্বান্ রবি এই সমস্ত যোগস্থিতি মনুকে উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন। মনু স্বয়ং এই যোগের অনুষ্ঠান করিয়া ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই ভাবে এই আত্মযোগ পরম্পরাক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

অন্য কোনও কোনও রাজর্ষি এই যোগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, পরন্তু, তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহা জানিতে পারে নাই। প্রাণিগণ বিষয়-বাসনায় ভরিয়া, দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, আত্মহিতের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। (আস্তিক্যবুদ্ধি) আত্মার অস্তিত্ব[১] সম্বন্ধে অটুট বিশ্বাস টলিয়া গেলে, বিষয়সুখই পরম ঈপ্সিত মনে হয়, এবং লোকে তখন উপাধিকেই (সংসারের বিকারকেই) প্রাণপ্রিয় মনে করে। (২০) নতুবা, দিগম্বর (জৈন) সাধুদের গ্রামে বস্ত্রের কি প্রয়োজন? জন্মান্ধের কাছে রবি কি উপযোগী হয়? বল, কিম্বা, বধির লোকের ঘরে গানের কি মান (আদর)? অথবা শৃগালের[২] কি চাঁদনীয় প্রতি প্রেম হয়? কিম্বা, চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বেই যাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, সেই কাক চন্দ্রমাকে চিনিবে কি করিয়া? তেমনি, যে বৈরাগ্যের সীমানাও দেখে নাই, যে বিবেকের ভাষা বুঝিতে পারে না, সেই মূর্খ ঈশ্বরকে পাইবে কি করিয়া? এই মোহ কে জানে কেমন করিয়া বাড়িয়া গেল, ইহাতেই অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, এইজন্য (কর্ম্ম) যোগও এই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

১ বাঁকা পথে গিয়া আত্মবুদ্ধি হারাইলে; ২ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মনুষ্যের

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

হে কুন্তীসুত, সেই যোগ আজ এখন আমি তোমাকে তত্ত্বতঃ উপদেশ করিতেছি, ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই যোগ আমার অন্তরের গুহ্য রহস্য, পরন্তু তোমার কাছে ইহা গোপন রাখা যায় না, কারণ তুমি আমার পরম প্রিয়। হে ধনুর্দ্ধর, তুমি প্রেমের পুঁতলী, ভক্তির প্রাণ, আর মৈত্রীর কলা[১] (কৌশল)। তুমি শ্রদ্ধার (বিশ্বাসের) আধার, এখন তোমাকে গোপন করিব কেন? যদিও আমরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি; তথাপি ক্ষণকালের জন্য তাহা ভুলিয়া, যুদ্ধের কোলাহল ঢাকিয়া, (কোলাহলে বিভ্রান্ত না হইয়া) প্রথমে তোমাকে অজ্ঞানের[২] স্বরূপ বুঝাইয়া, তাহা দূর করা আবশ্যক।" (৩০)

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে হরি, মাতা আপনার সন্তানকে স্নেহ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? হে কৃপানিধি, শুনুন। আপনি সংসারে শ্রান্তলোকের জন্য (শীতল) ছায়া, অনাথ জীবের মাতা, আপনার কৃপাতেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি ('আপনার কৃপাই আমাদের প্রসব করিয়াছে')। হে দেব, একটী পঙ্গু সন্তান প্রসব করিয়া মাতাকে আজন্ম তাহার ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়—আপনার সম্মুখে আর আপনার কথা কি বলিব? এখন আমি যে প্রশ্ন করিব তাহার দিকে উত্তমরূপে চিত্তসংযোগ করুন—হে দেব, আমার প্রশ্নে আপনি ক্রোধ করিবেন না। হে অনন্ত, যে কথা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের জন্যও আমার চিত্তে মানিতে পারিতেছি না। কারণ, বিবস্বান্ কে ছিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও তাহা জানিতেন না, তবে আপনি কেমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন? শুনা যায়, তিনি বহুদিনের

---

১ জীবন; প্রাণ; ২ অজ্ঞান,

পুরাতন, আর আপনি শ্রীকৃষ্ণ তো আধুনিক (সাম্প্রতিক), এইজন্য ইহা (আপনার কথা) আমার নিকট বিরুদ্ধ মনে হইতেছে। তথাপি, হে দেব, আপনার চরিত্র কেহই বুঝিতে পারে না,—ইহা একেবারে মিথ্যা, তাহাই বা কি করিয়া বলি ? আপনি যে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা আমাকে এমন ভাবে বলুন যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে পাণ্ডুসুত, যখন বিবস্বান্ (সূর্য্য) ছিল, তখন আমি ছিলাম না —তোমার চিত্তে যদি এই প্রকার প্রতীতি (প্রত্যয়) হইয়া থাকে ; (৪০) তবে, তুমি কিছুই জান না ;—তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, পরন্তু তোমার তাহা স্মরণ নাই। হে ধনুর্দ্ধর, আমি যে সময় যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি তাহা সমস্তই আমার স্মরণে আছে।

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

এইজন্য পূর্ব্বের সমস্ত কথাই আমার মনে আছে, আমি জন্মরহিত হইয়াও প্রকৃতিসংযোগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আমার অব্যক্ত[১] স্বরূপ (নিরাকারত্ব) নষ্ট হয় না, পরন্তু, আমার জন্মমৃত্যু যাহা দেখা যায় তাহা মায়াবশে আমারি মধ্যে (আত্মস্বরূপে) প্রতিবিম্বিত হয়। আমার স্বতন্ত্রতা ভঙ্গ হয় না, (ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ) ভ্রান্তিবশতঃই আমাকে কর্ম্মাধীন দেখায়, বস্তুতঃ আমি কর্ম্মাধীন নই। এক বস্তুকে দর্পণের মধ্যে (আধারে) দুইটি দেখায়, নতুবা, বাস্তবিক বিচারে কি দুটি বস্তু থাকে ? তেমনি, হে কিরীটি, আমি স্বয়ং নিরাকার, পরন্তু যখন প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন (জগতের) কার্য্যের জন্য আকার ধারণ করিয়া নটের ন্যায় ব্যবহার করি।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

---

১ অব্যয় স্বরূপ ;

কারণ আদিকাল হইতে এই স্বাভাবিক ক্রম (রীতি) চলিয়া আসিতেছে, যে যুগে যুগে আমাকেই সমস্ত ধর্ম্ম (ধর্ম্মের ব্যবস্থা) রক্ষা করিতে হইবে সেইজন্যই, যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে অভিভূত করে, তখন আমি আমার অজত্ব (জন্মরাহিত্য) দূরে সরাইয়া রাখি এবং নিরাকারত্ব ভুলিয়া যাই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

তখন আমার আপন ভক্তগণের রক্ষার্থে (পক্ষ লইয়া) আমি সাকার হইয়া অবতীর্ণ হই, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে গ্রাস করি। (৫০) অধর্ম্মের সীমা ভাঙ্গিয়া ফেলি (সমূলে নাশ করি), পাপের লেখা মুছিয়া ফেলি, (পাপ নিশ্চিহ্ন করি), সজ্জন লোকের হস্তে সুখের ধ্বজা উড়াই। দৈত্য-কুলের নাশ করি, সাধুগণের মান প্রতিষ্ঠা করি, ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে গাঁঠছড়া বাঁধিয়া তাহাদের উপর অক্ষত ছড়াই (লাজ বর্ষণ করি); অজ্ঞানের অন্ধকার (কাজল) নাশ করিয়া বিবেকের দীপ জ্বালি, তখন যোগিগণ নিরন্তর 'দিবালী'র আলোক উপভোগ করেন। আত্মসুখে বিশ্ব ভরিয়া যায়, জগতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, ভক্তগণ সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্ফীতোদর হন। হে পাণ্ডুকুমার, যখন আমার মূর্ত্তি প্রকট হয় (আমি সাকার হইয়া অবতার গ্রহণ করি), তখন পাপের পর্ব্বত[১] (রাশি) বিনষ্ট হয়, পুণ্যের প্রভাত (উদয়) হয়। এইপ্রকার কার্য্যের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, জগতে যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯

জন্মগ্রহণ করিলেও আমার অজত্ব, কর্ম্ম করিলেও আমার অক্রিয়ত্ব অবিকৃত থাকে—ইহা যিনি জানেন, তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়া মানি। তিনি সংসারে বাস করিলেও সঙ্গদোষে লিপ্ত হন না, দেহধারণ করিলেও দেহ-ভাবের বশীভূত হন না, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, তিনি আমারই স্বরূপে মিলিত হন।

---

১ অঞ্চল;

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

সাধারণতঃ, যাঁহারা পূর্ব্বাপরের জন্য শোক করেন না, যাঁহারা কামনাশূন্য, যাঁহারা কখনও ক্রোধের পথে চলেন না (ক্রোধের বশীভূত হন না) ; যাঁহারা সদা মদ্রূপ হইয়া থাকেন (আমার স্বরূপে মগ্ন হইয়া থাকেন), আমারই সেবা করিয়া জীবনধারণ করেন, এবং বীতরাগ (বিষয়প্রীতিরহিত) হইয়া আত্মবোধেই সন্তুষ্ট থাকেন ; (৬০) যাঁহারা তপোতেজের রাশি, কিম্বা জ্ঞানের একায়তন (আধার), যাঁহারা তীর্থরূপ হইয়া তীর্থের পবিত্রতাস্বরূপ ; তাঁহারা সহজেই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এবং আমার সহিত এক হইয়া যান —আমাদের মধ্যে কোনও পরদা (পার্থক্য) থাকে না। বল, যখন পিতলের কলঙ্ক নিঃশেষে দূর হয়, তখন স্বর্ণ প্রাপ্তির[১] আর কি বাকী থাকে ? তেমনি, যাঁহারা যমনিয়মের দ্বারা তপস্যা করিয়া তপোজ্ঞানে নির্ম্মল হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ কি ?

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

সাধারণতঃ, যে আমাকে যেমনভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে তেমনিভাবে ভজনা করি। দেখ, সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ এক আমার প্রতিই ভজনশীল ; পরন্তু, অজ্ঞান বুদ্ধি নাশ করিয়া বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করে,—যাহা এক আমাতে অনেকত্ব কল্পনা করে। সেইজন্য, তাহারা অভেদে (অভিন্ন বস্তুতে) ভেদ দেখে, অনামীকে নাম দেয়, এবং অবাচ্যকে (অবর্ণনীয়কে) 'দেব' 'দেবী' আখ্যা দেয়। যাহা (যে আত্মস্বরূপ) সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সমান (একস্বরূপ), ভ্রান্তিপূর্ণ বুদ্ধিতে তাহাতে অধমোত্তমরূপ বিভাগ (ভেদ) কল্পনা করে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২

---

১ সুবর্ণত্বের

তাহারা নানাপ্রকার কামনা পোষণ করিয়া যথোচিত উপচার দ্বারা আপনাদের মানিত দেবদেবীর উপাসনা করে। (৭০) এবং যে যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, উহা তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল, ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। বস্তুতঃ (ফল) দাতা বা গ্রহীতা, (কর্ম্মভিন্ন) অন্য কিছুই নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়,—মনুষ্যলোকে কর্ম্মই একমাত্র ফল-সূচক (ফলদাতা)। ক্ষেত্রে যেমন যাহা বপন করা যায় তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, কিম্বা দর্পণে যে দেখে তাহাকেই (তাহারই প্রতিবিম্ব) দেখা যায়; অথবা, হে কিরীটি, পর্ব্বতের তলায় (নীচে) কথা বলিলে আপনারই কথা যেমন প্রতিধ্বনি হইয়া উঠে। তেমনি, হে অর্জ্জুন, এই সমস্ত উপাসনায় আমিই সাক্ষীভূত হইয়া থাকি, পরন্তু (উপাসকের) নিজের ভাবনা (ইচ্ছা) অনুসারেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

এখন, ইহাই জানিয়া রাখ—গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারেই আমি চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ, প্রকৃতির আধারে, গুণের মিশ্রণ হয়, এবং তদনুসারেই কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হয়। হে ধনুর্দ্ধর, মূলতঃ সবাই এক, পরন্তু, গুণ ও কর্ম্মের বিচার করিয়া, তাহারা সহজেই চারিটী বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এইজন্য, হে পার্থ, শুন, আমি এই বর্ণভেদ সংস্থার মূল কর্ত্তা নহি—উহারাই তাহার কারণ।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

এই সমস্ত (বর্ণভেদ) আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু, আমি তাহা করি নাই—এই তত্ত্ব যে সঠিকভাবে জানিতে পারে, সেই (কর্ম্ম হইতে) মুক্ত হয়। (৮০)

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

হে ধনুর্দ্ধর, পূর্ব্বে যাহারা মুমুক্ষু ছিল, তাহারা আমাকে এইভাবে জানিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছে। পরন্তু, দগ্ধ বীজ বপন করিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি তাহাদের কর্ম্ম মোক্ষের কারণ হইয়াছে (বন্ধন-কারক হয় নাই)। হে অর্জ্জুন, এ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানী পুরুষগণও আপন ইচ্ছানুসারে এই কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করিবার যোগ্য নহে।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

যাহাকে কর্ম্ম বলে তাহা কি, অথবা অকর্ম্মের লক্ষণ কি, ইহার বিচার করিতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও বিভ্রান্ত হন। নকল মুদ্রা আসলের মত দেখায় বলিয়া যেমন চক্ষুর দৃষ্টিকে সংশয়ে (ভ্রমে) ফেলিয়া দেয়; তেমনি, যাহারা মনে করিলেই দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনা করিতে পারে তাহারা (সেই প্রকার সামর্থ্যশালী পুরুষও) নৈষ্কর্ম্ম্যের ভ্রমে (নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছি এই ভ্রমে) কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। মূর্খের কথা আর কি বলিব? এ বিষয়ে ক্রান্তদর্শী (দূরদর্শী) ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হন,—এইজন্য এখন তোমাকে তাহার কথাই বলিতেছি, শুন :—

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭

যাহাতে সহজে এই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহাকেই কর্ম্ম বলে, তাহাই প্রথমে সম্যক্ (সম্পূর্ণ) ভাবে জানিতে হইবে। পরে, বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত যে বিশেষ বিহিত (শাস্ত্রোক্ত) কর্ম্ম আছে, তাহাও, তাহার উপযোগিতার সহিত, নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর, যাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে, তাহার স্বরূপ জানিতে হইবে,—যাহাতে আপনাকে কখনও ভ্রমে না পড়িতে হয়। (৯০) বাস্তবিক পক্ষে, এই জগৎ কর্ম্মাধীন,—ইহার (কর্ম্মের) ব্যাপ্তি এতই গহন (গভীর)—পরন্তু ইহা থাকুক, এখন প্রাপ্ত (যুক্ত, পূর্ণ) পুরুষের লক্ষণ শুন :—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

যে সকল কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও আপনাকে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া দেখে, কর্ম্মসঙ্গ হইলেও যে ফলের আশা করে না; আর, নৈষ্কর্ম্ম্য সম্বন্ধে যাহার এমন উত্তম জ্ঞান হইয়াছে, যে জগতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভিন্ন (কর্ম্ম করিবার) অন্য কোনও কারণ নাই, মনে করে; অথচ, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সুন্দরভাবে আচরণ করে, দেখা যায়—এই লক্ষণযুক্ত পুরুষকেই জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। যেমন কেহ জলের ধারে দাঁড়াইয়া জলের মধ্যে আপনাকে (নিজের প্রতিবিম্ব) দেখে এবং নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে সে উহা (প্রতিবিম্ব) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; অথবা, নৌকায় চড়িয়া যাইবার সময় যেমন তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে বেগে চলিতে দেখা যায়, পরন্তু যে সঠিক বিচার করিয়া দেখে সে বলে "বৃক্ষগুলি অচল" (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে); তেমনি, সকল কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও যে তাহা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলিয়াই জানে, এবং আপনাকে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া দেখে; আর, উদয় অস্তের প্রমাণ ধরিলে, সূর্য্য যেমন অচল (স্থির) থাকিয়াও চলিতেছে দেখায়, তেমনি যে কর্ম্ম করিতে থাকিলেও আপনার নৈষ্কর্ম্ম্য জানে; সে মনুষ্যের ন্যায় দেখাইলেও মনুষ্যত্ব তাহাকে স্পর্শ করে না,—যেমন সূর্য্যের বিম্ব জলের মধ্যে ডুবে না। কিছু না দেখিলেও সমগ্র বিশ্ব তাহার দেখা হইয়াছে, কিছু না করিয়াও তাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, কিছু ভোগ না করিয়াও সমস্ত ভোগ্যবস্তুর উপভোগ হইয়াছে। (১০০) একস্থানে বসিয়া থাকিলেও সে সর্ব্বত্র বিচরণ করে, আর কি বলিব? সে নিজেই বিশ্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

কর্ম্মাচরণ বিষয়ে যে পুরুষের কোনও খেদ নাই (যিনি কর্ম্মবিমুখ নহেন), পরন্তু যাঁহার মনে ফলাশা কখনও সঞ্চার করে না; আর, "আমি এই কর্ম্ম করিব," অথবা "এই কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া (সিদ্ধ) শেষ করিব"—এই প্রকার সঙ্কল্প যাঁহার মনকে দূষিত করে না; যিনি জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম জ্বালাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে মনুষ্যবেশে পরব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

যিনি শরীর সম্বন্ধে উদাসীন, ফলভোগের আশা পোষণ করেন না, এবং সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন থাকেন; হে ধনুর্দ্ধর, যিনি সন্তোষের গম্ভীরায় (গর্ভগৃহে) ভোজন করিতে বসিলে আত্মবোধরূপ অন্ন যতই পরিবেশন করা হউক না কেন, কখনও "যথেষ্ট হইয়াছে" বলেন না; তিনি আত্মানন্দের (মহাসুখের) মাধুর্য্য নিত্য অধিকাধিক প্রেমে আস্বাদন করেন, আশা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া 'অহং'ভাবের তিলাঞ্জলি প্রদান করেন; এইজন্য, যিনি অবসরমত যাহা পান, তাহাতেই সুখী হইয়া থাকেন—যাঁহার আপন পর ভেদ নাই; তিনি যাহা দেখেন বা শুনেন, আপনি তাহাই হইয়া যান; চরণের গতি, মুখের কথা, এসমস্ত ব্যাপার নিজেই হইয়া যান; (১১০) অধিক কি বলিব? এ সমস্ত বিশ্বই যাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে কোন্ কর্ম্ম কেমন করিয়া বন্ধন করিবে? যে দ্বৈতভাব হইতে 'মৎসর' উৎপন্ন হয়, তাহাই যাঁহার থাকে না, তাঁহাকে "নির্ম্মৎসর" এই বাক্য দ্বারা অভিহিত করার কি প্রয়োজন? অতএব, তিনি সকর্ম্মা হইলেও কর্ম্মরহিত, সগুণ হইলেও গুণাতীত, তিনি সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

দেহধারী হইলেও তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ দেখায়, পরব্রহ্মরূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে তাঁহাকে শুদ্ধ নির্দ্দোষ মনে হয়। এইরূপ (মুক্ত) পুরুষ যদি কৌতুকেও যজ্ঞাদি কোনও কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্ম নিঃশেষে তাঁহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। অকালের মেঘ যেমন বর্ষণ না করিয়া উদয় হইয়া আপনা-আপনি আকাশে মিলাইয়া যায়; তেমনি বিধিবিধানরহিত[১] কোনও কর্ম্ম আচরণ করিলেও তাহা সমস্ত তাঁহার ঐক্যভাবে একরূপ হইয়া যায়।

১ শাস্ত্রানুমোদিত বিহিত কর্ম্ম;

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪

কারণ, "ইহা যজ্ঞ", "আমি হোতা" কিম্বা "এই যজ্ঞে ইনি ভোক্তা" এইরূপ কোনও ভেদভাব তাঁহার বুদ্ধিতে থাকে না বলিয়া ;—যষ্টা, যজ্ঞ, যজন, আহুতি, মন্ত্র ইত্যাদি সমস্তই তিনি আত্মস্বরূপ [১] হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখেন। সেইজন্য, হে ধনুর্দ্ধর, যাঁহার "ব্রহ্মই কর্ম্ম" এই প্রকার সমজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার কাছে কর্ম্ম করাই নৈষ্কর্ম্ম্য। (১২০)

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

এখন, যিনি অবিবেকরূপ কৌমারাবস্থা পার হইয়া বৈরাগ্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যোগাগ্নিতে উপাসনা (যোগের অগ্নিহোত্র) আরম্ভ করিয়াছেন ; যিনি অহর্নিশি যজনশীল, যিনি মনের সহিত অবিদ্যাকে গুরুবাক্যরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন ; তিনি যোগাগ্নিতে যজন করিয়া এইভাবে দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,—হে পাণ্ডুকুমার, তাহাদ্বারা আত্মসুখ লাভ হয়।+

এখন অন্য এক যজ্ঞের কথা বলিতেছি, শুন ; যে অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞ দ্বারাই উপাসনা (ব্রহ্মযজ্ঞ) করেন ;

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

কেহ কেহ আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রী, তাঁহারা (কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই) যুক্তিত্রয়ের (নিয়মনরূপ) মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্যের পবিত্র আহুতি দিয়া থাকেন। কেহ বা বৈরাগ্যরবি উদিত হইলে, (ইন্দ্রিয়)

১ অবিনাশী আত্মস্বরূপ, তাঁহার আত্মবুদ্ধি প্রকৃতি গুণজাত

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটী ওবী আছে :—

দৈব অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ দেহের পালন হইবে, যিনি এ বিষয়ে পূর্ণভাবে নিশ্চিত, যিনি দেহ পোষণের চিন্তাও করেন না, তিনিই মহাযোগী।

সংযমরূপ যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়াগ্নি জ্বালাইয়া দেন। সেখানে বিরক্তির (বৈরাগ্যের) জ্বালা (শিখা) প্রজ্বলিত (প্রকাশিত) হইলে, বিকাররূপী ইন্ধন জ্বলিয়া যায়, এবং পাঁচটি (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) কুণ্ড হইতে আশারূপ ধূম বহির্গত হইয়া যায়। তখন, তিনি ইন্দ্রিয়াগ্নির কুণ্ডে বেদবিহিত মন্ত্রের যুক্তিদ্বারা বিষয়ের বিপুল আহুতি দিয়া হবন করেন।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

হে পার্থ, এই প্রকারে কেহ কেহ দোষ সর্ব্বতোভাবে ক্ষালন করিয়া থাকে, অপরে হৃদয়রূপ অরণির উপর বিবেকরূপ মন্থনদণ্ড ব্যবহার করে। এই মন্থনদণ্ডকে 'উপশম' (শান্তি) রূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া, ধৈর্য্যের ভারে উত্তমরূপে দাবাইয়া গুরুবাক্যের শক্তিদ্বারা সজোরে মন্থন করে। (১৩০) এইভাবে সর্ব্ববৃত্তির ঐক্যের সহিত মন্থন করিলে, শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হয়, —কারণ জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রথমে ঋদ্ধিসিদ্ধির মোহরূপ ধূম নির্গত হয়, তাহা চলিয়া গেলে, সূক্ষ্ম জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়। যমনিয়মের দ্বারা যে মনোবৃত্তি শুকাইয়া হাল্কা হইয়াছে, তাহা এই অগ্নিতে জ্বলিয়া নির্দ্দোষ হয়। সেই সন্ধিক্ষণে অগ্নিশিখা (জ্বালা) প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে ভিন্ন ভিন্ন বাসনারূপ সমিধ নানাবিধ স্নেহে (মোহরূপ ঘৃতে) সিক্ত হইয়া তাহাতে জ্বলিয়া যায়। তখন "সোঽহম্" মন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ সেই প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কর্ম্মগুলিকে আহুতি প্রদান করে। তদনন্তর, প্রাণকর্ম্মরূপ 'স্রুবা' অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিলে, ঐক্যবোধরূপ 'অবভৃথ' (যজ্ঞ-সমাপ্তির) স্নান সহজে হইয়া যায়। তখন এই সংযমাগ্নির (সংযমযজ্ঞের) হুতশেষ (যজ্ঞাবশিষ্ট) যে আত্মজ্ঞানের আনন্দ—সেই 'পুরোডাশ' (যজ্ঞের চরু) তিনি গ্রহণ করেন। এইভাবে যজন করিয়া কেহ ত্রিভুবনে মুক্ত হয়,—এই যজ্ঞক্রিয়া বিবিধ হইলেও, তাহার প্রাপ্য (ফল) একই।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ ॥ ২৮

যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটিকে "দ্রব্যযজ্ঞ" বলে, একটি তপস্যারূপ সামগ্রীদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, একটিকে "যোগযজ্ঞ" বলে। একটিতে শব্দের দ্বারা শব্দের যজন করা হয়, তাহাকে "বাগ্‌যজ্ঞ" বলে, জ্ঞানদ্বারা যে "জ্ঞেয়" (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "জ্ঞানযজ্ঞ"। (১৪০) হে অর্জ্জুন, এ সকল যজ্ঞ অতি কঠিন, ইহাদের অনুষ্ঠান অত্যন্ত কষ্টকর, পরন্তু, যোগ্যতা থাকিলে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ ইহা অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় ; যোগসমৃদ্ধিসম্পন্ন ইহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রবীণ কারণ, ইহারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার নিকট আহুতি দেয়।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

কেহ অভ্যাসযোগদ্বারা অপানবায়ুরূপ অগ্নিতে প্রাণবায়ুরূপ দ্রব্য আহুতি দেয়। কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু অর্পণ করে, কেহ বা উভয় বায়ুকেই নিরোধ করে,—হে পাণ্ডুকুমার, তাহাদের 'প্রাণায়ামী' বলে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

কেহ কেহ "বজ্রযোগ" (হঠযোগ) প্রণালীতে সর্ব্বপ্রকার আহার সংযম করিয়া আগ্রহ সহকারে প্রাণবায়ুরূপ অগ্নিতে প্রাণবায়ুকে আহুতি দেয়। এইভাবে সমস্ত মোক্ষকামী পুরুষগণ নানা প্রকারের যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞদ্বারা মনের মল ক্ষালন করিয়া থাকেন।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

যাহার সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট[১] হইয়া কেবল সহজ আত্মস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, যে অবস্থায় অগ্নি ও হোতার মধ্যে ভেদ থাকে না ; যে অবস্থায় যজ্ঞের কামনা পূর্ণ হয়, যজ্ঞক্রিয়াও সমাপ্ত হয়, এবং সমস্ত কর্ম্মেরও শেষ হয় ;

---

[১] জ্বলিয়া গিয়া ;

যেখানে বিচারবুদ্ধি বা ভাবনা (কামনা) প্রবেশ করে না, এবং দ্বৈতভাবের দোষ স্পর্শ করিতে পারে না; এই যে অনাদি সিদ্ধ নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞাবিশিষ্ট, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ "ব্রহ্মাহং" এই মন্ত্রদ্বারা সেবন করিয়া থাকেন। (১৫০) এইভাবে যাঁহারা যজ্ঞশেষরূপ অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন, তাঁহারা অনায়াসে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। অপর যাহারা সংযমাগ্নির সেবা করে নাই, জন্মগ্রহণ করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা বৈরাগ্যের মালা ধারণ করে না (প্রাপ্ত হয় না)। হে পাণ্ডুকুমার, তাহাদের ঐহিক কল্যাণ হয় না, পরলোকের কথা বলিয়া কি হইবে ? সুতরাং তাহাদের কথা বলিয়া কাজ নাই।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

এইভাবে, আমি যে তোমাকে অনেক প্রকারের যজ্ঞের কথা বলিলাম, বেদে সুন্দর ভাবে তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পরন্তু, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া কি হইবে ? এই সব যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ হয় জানিবে, ইহাদ্বারা স্বভাবতঃ কর্ম্মবন্ধন হয় না।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

হে অর্জ্জুন, বেদ যাহার মূল, যাহা বাহ্যক্রিয়াপ্রধান স্থূলযজ্ঞ, স্বর্গসুখ যাহার অপূর্ব্ব ফল ; তাহাই বাস্তবিক দ্রব্যযজ্ঞ, পরন্তু ইহা জ্ঞানযজ্ঞের সমানত্ব প্রাপ্ত হয় না—যেমন রবির প্রকাশে নক্ষত্রের তেজপুঞ্জ খর্ব্ব হয়। দেখ, পরমাত্মসুখরূপ ধনপ্রাপ্তির জন্য যোগিজন যে জ্ঞানাঞ্জন, উন্মেষ (জ্ঞান) নেত্রে লাগাইতে ভুলে না ; যে জ্ঞান প্রচলিত (চালু) কর্ম্মের শেষ ফল, নৈষ্কর্ম্যবোধের খনি, বুভুক্ষুর (আত্মপ্রাপ্তির জন্য উৎসুক) সাধনার তৃপ্তি ; যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে প্রবৃত্তি পঙ্গু হয়, তর্কের দৃষ্টি অন্ধ হয়, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সঙ্গ ভুলিয়া যায় ; (১৬০) মনের মনত্ব নষ্ট হয়, বাক্য বাক্‌শক্তি হারায়, যাহার মধ্যে 'জ্ঞেয়' (ব্রহ্ম) বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যেখানে বৈরাগ্যের দৈন্য চলিয়া যায়, বিবেকের উৎকণ্ঠা টুটিয়া যায়, না খুঁজিতেই যাহা

দ্বারা[1] আত্মতত্ত্ব সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই উত্তম জ্ঞান যদি মনের মধ্যে জানিতে চাও (লাভ করিতে ইচ্ছা কর), তবে সর্ব্বস্ব দিয়া উপরোক্ত সাধু সন্তগণের সেবা কর।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

সাধুসেবাই জ্ঞানমন্দিরের প্রবেশদ্বার, হে বীরশ্রেষ্ঠ, সেবাদ্বারা এই জ্ঞানকে আয়ত্ত (অধীন) কর। কায়মনোপ্রাণে বিচার[2] করিবে এবং নিরভিমান হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সেবা করিবে। তখন, আপনার অপেক্ষিত (ঈপ্সিত) বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উপদেশ করিবেন, এবং সেই উপদেশ দ্বারা অন্তঃকরণ জ্ঞানদীপ্ত হইলে আর সংকল্প উৎপন্ন হইবে না।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

যাহার প্রকাশে চিত্ত নির্ভয় হইয়া পরব্রহ্মের ন্যায় নিঃশঙ্ক (বাধাহীন) হইবে; তখন, তুমি আপনার সহিত এই সমস্ত বিশ্বজগৎকে (ভূতমাত্রকে) আমার স্বরূপের মধ্যে নিরন্তর দেখিতে পাইবে। এইভাবে, হে পার্থ, শ্রীগুরুর কৃপা হইলে, তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকাশ (জ্ঞানপ্রকাশের প্রভাত) হইবে, এবং মোহান্ধকার দূর হইবে।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭

যদি তুমি পাপের আগার, ভ্রান্তির (অজ্ঞানের) সাগর, অথবা ব্যামোহের (বিকারের) পর্ব্বতও হও; (১৭০) তথাপি, জ্ঞানের শক্তির সহিত তুলনা করিলে, এই সমস্তই তুচ্ছ—এই জ্ঞানের সামর্থ্য এতই উত্তম ও নির্দ্দোষ। দেখ,

১ যেখানে; ২ তাঁহাদের চরণে লাগিয়া থাকিবে, চরণ আশ্রয় করিবে,

এই বিশ্ববৈভব (বিশ্বাভাস)—যাহা নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিফলিত ছায়া মাত্র —যে জ্ঞানের প্রকাশে টিকিতে পারে না ; সেই জ্ঞানের সম্মুখে মনের অন্ধকার কি থাকিতে পারে ? একথা বলাই অন্যায় ; এ জগতে জ্ঞানের তুল্য অন্য কোনও দ্বিতীয় বৃহৎ বা সমর্থ পদার্থ নাই। বল দেখি, যখন ভূতত্রয় (ক্ষিতি, অপ্, তেজ) জ্বলিয়া ধূমের আকারে আকাশে উড়িয়া যায়, সেই প্রলয়কালের ঘূর্ণিবাত্যার সম্মুখে কি মেঘ টিকিতে পারে ? কিম্বা, যে প্রলয়ানল বায়ুর প্রচণ্ড সামর্থ্যে (সহায়তায়) জলকেও জ্বালাইয়া দেয়, তাহাকে কি তৃণ দাবাইতে পারে ?

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অতএব 'ইহা হইতে পারে না' (জ্ঞানের দ্বারা মনোমল দূর হয় না) —এই প্রকার বাক্য, বিচার করিলে, অসঙ্গতই মনে হয় ; জ্ঞানের সদৃশ অন্য কোনও পবিত্র বস্তু দেখা যায় না। এক জ্ঞানই উত্তম ; যদি বলা যায়[১] এই জগতে জ্ঞানের সদৃশ অন্য কিছু[২] আছে, তবে, বল দেখি, চৈতন্যের ন্যায় কি অন্য দ্বিতীয় বস্তু আছে ? অথবা, যদি সূর্য্যের মহাতেজের কষ্টিপাথরে তাহার প্রতিবিম্ব (সূর্য্যের ন্যায়) উজ্জ্বল দেখায়, কিম্বা যদি আকাশকে আচ্ছাদন করা সম্ভব হয় ; অথবা, পৃথিবীর ওজন যদি তোলদণ্ডে মাপ করা যায়, তবেই হে পাণ্ডুকুমার, জ্ঞানের উপমা মিলিতে পারে। সুতরাং সব দিক দিয়া দেখিলে, এবং বারম্বার বিচার করিলে (ইহাই নিশ্চিত জানা যায় যে) জ্ঞানের পবিত্রতার তুলনা জ্ঞানেই আছে। (১৮০) অমৃতের স্বাদ যেমন অমৃতেরই ন্যায়, বলিতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সহিতই জ্ঞানের উপমা দেওয়া যায়। এখন ইহার পর আর কিছু বলিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে"—(শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া) অর্জ্জুন বলিলেন—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য।" পরন্তু "এই জ্ঞান কিরূপে জানা যায় ?" এই প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে উঠিতেই, ভগবান তাঁহার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিলেন ; এবং বলিলেন—"হে কিরীটি, এখন এই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে বলিব, তুমি এদিকে মনঃসংযোগ কর।"

১-২ জ্ঞানের সদৃশ অন্য কি আছে ?

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

আত্মসুখের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছে, যাহার কাছে ইন্দ্রিয়ের কোনও 'মান' (প্রতিষ্ঠা) নাই; যে কামনার কথা মনকে জানায় না (কোনও কামনা যাহার মনকে দোলায় না), প্রকৃতির ক্রিয়াকে যে স্বীকার করে না, যে শ্রদ্ধার সম্ভোগে সুখী হইয়া থাকে; অখণ্ড শান্তিতে পরিপূর্ণ এই জ্ঞান তাহাকে নিশ্চিতভাবে খুঁজিয়া বাহির করে। সেই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার[১] বিস্তার বহুভাবে প্রকট হয়। তখন যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেইদিকেই শান্তিময় হইয়া যায়,—তাহার অন্ত দেখা যায় না। এইভাবে উত্তরোত্তর জ্ঞানবীজের বিস্তার হয়,—যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না,—পরন্তু ইহা এখন থাকুক। (১৯০)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

শুন, যে প্রাণীর মধ্যে এই জ্ঞানের প্রকাশ নাই, তাহার জীবনে কি লাভ? বরং মৃত্যুই ভাল। শূন্যগৃহ যেমন, প্রাণহীন দেহ যেমন, জ্ঞানহীন জীবনও তেমনি মোহসংযুক্ত। অথবা, জ্ঞানপ্রাপ্তি না হইলেও যদি কাহারও জ্ঞান-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, সে অবস্থায়ও কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গের কি মূল্য? পরন্তু যাহার জ্ঞানের প্রতি মনে আস্থাই নাই, সে সংশয়রূপ অগ্নিতে পড়িয়াছে, জানিবে। কারণ, যখন এমন স্বাভাবিক অরুচি হয় যে অমৃতও ভাল লাগে না, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে। তেমনি বিষয়সুখে যে রমণ করে, জ্ঞানের অহঙ্কারে যে মত্ত, সে সংশয়কে অঙ্গীকার করিয়াছে (সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে), ইহাতে কোনও ভুল নাই। আর, যে সংশয়ে পড়িয়া যায়, তাহার সর্ব্বনাশ হয়, নিশ্চয় জানিবে, সে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ হারায়। যাহার অঙ্গে কালজ্বর আছে, তাহার

১ আত্মবোধের বিস্তার

যেমন শীতোষ্ণের বোধ থাকে না, অগ্নি ও চাঁদনী সমান মনে হয় ; তেমনি সংশয়গ্রস্ত লোক সত্য এবং মিথ্যা, বিরুদ্ধ (প্রতিকূল) অথবা অনুকূল, হিত বা অহিত, কিছুই বুঝিতে পারে না। জন্মান্ধের যেমন রাত্রিদিনের জ্ঞান নাই, তেমনি সংশয়গ্রস্ত লোক সত্য কিছুই বুঝিতে পারে না। (২০০) এইজন্য, সংশয় হইতে বড় অন্য কোনও ঘোর পাপ নাই,—ইহা প্রাণিগণের বিনাশের একটী ফাঁদ (পাশ)। অতএব, জ্ঞানের অভাব হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে ত্যাগ করিতে হইবে,—এক ইহাকেই জয় করিতে হইবে। যখন অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসে, তখনই ইহা মনের মধ্যে বহুগুণ (অত্যধিক) বাড়িয়া যায়—এইজন্য ইহা বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার) পথ সর্ব্বথা রুদ্ধ করে। হৃদয় ভরিয়া ইহার স্থান হয় না, ইহা বুদ্ধিকে গ্রাস করে, তখন লোকত্রয়ই সংশয়াত্মক হইয়া উঠে।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

এমনভাবে বাড়িয়া গেলেও এক উপায়ে ইহাকে দমন করা যায় ;—যদি হাতে সুন্দর (শাণিত) জ্ঞান-খড়্গ থাকে ; তবে সেই তীক্ষ্ণধার জ্ঞানশস্ত্রদ্বারা ইহাকে সমূলে বিনাশ করা যায়, এবং মনের মলিনতা নিঃশেষে দূর হয়। অতএব, হে পার্থ, হৃদয়ের সংশয় নাশ করিয়া শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও।” (সঞ্জয় বলিলেন) “হে রাজন্, শুনুন—এইভাবে সর্ব্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন। তখন, পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা বিচার করিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন কেমন সময়োচিত প্রশ্ন করিবেন ;+ যাহার উৎকর্ষ (মাধুর্য্য) অন্য আটটী রসের দ্রবীভূত[১] সংমিশ্রণ, যাহা জগতে সজ্জনগণের বিশ্রান্তি আনয়ন করে (বিশ্রামস্থল)। (২১০) সেই ‘শান্ত’রস নবীনভাবে প্রকট হইবে,—যাহা সমুদ্র হইতেও গভীর অর্থপূর্ণ,—তাহাই মারাঠী ভাষায় শ্রবণ

+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে :—

সেই কথার সঙ্গতি, ভাবের সম্পত্তি (অর্থপ্রাচুর্য্য), রসের উন্নতি (গভীরতা) পরে বলা হইবে।

১ রসকে হার মানায় ;

করুন। সূর্য্যের বিম্ব করতলের ন্যায় ছোট দেখাইলেও, তাহার প্রকাশের কাছে ত্রৈলোক্যও অতিক্ষুদ্র,—ইহার (ভাষার) শব্দার্থের ব্যাপ্তিও তেমনিভাবে অনুভব করিবেন। অথবা, কল্পতরু যেমন প্রার্থীর ইচ্ছানুরূপ ফল দেয়, এই ভাষাও তেমনি ব্যাপক, এইজন্য আপনারা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আর বলিবার কি প্রয়োজন? আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, স্বভাবতঃই সব জানেন; এখন আমার প্রার্থনা, আপনারা উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করুন। লাবণ্য ও গুণসংযুক্তা যুবতী পতিব্রতা হইলে যেমন হয়, সাহিত্য (ললিত কলা, অলঙ্কার) ও শান্তরসে পূর্ণ এই কাব্যও তেমনি দেখাইতেছে। শর্করা মূলতঃই মিষ্ট, তাহা যদি ঔষধরূপে দেওয়া হয়, তবে (রোগী) আনন্দের সহিত বারম্বার সেবন করিবে না কেন? মলয়ানিল স্বভাবতঃই মন্দ (মৃদু)[১], তাহাতে যদি অমৃতের স্বাদ হয়, এবং দৈবযোগে মধুরধ্বনিযুক্ত হয়, তবে, তাহার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে জীবন সঞ্চার করিবে, স্বাদ জিহ্বাকে নাচাইবে, (তাহার মধুর স্বর) শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি প্রদান করিবে ("বাহবা" বলাইবে)। তেমনি, এই কথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের (ব্রতের) পারণ হইবে (ইচ্ছা পূর্ণ হইবে) এবং বিকৃতি বিনাই (বিকার উৎপন্ন না করিয়া) সংসারদুঃখ সমূলে নষ্ট হইবে। মৈত্রীদ্বারাই বৈরভাব[২] দূর হয়, তবে বৃথা কেন তরবারি বাঁধিবে? রোগ যদি দুধ ও অন্নে[৩] যায়, তবে নিমের রস কেন পান করিতে হইবে? (২২০) তেমনি মনকে দমন না করিয়াই, ইন্দ্রিয়গুলিকে দুঃখ না দিয়াই এই কথা শ্রবণেই[৪] মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

এইজন্য, নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে—"শান্তচিত্তে এই উত্তম গীতার্থ শ্রবণ করুন।"

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত।

১ সুগন্ধযুক্ত; ২ মন্ত্রদ্বারা শত্রুর বিনাশ হয়; ৩ শর্করায়, ৪ শ্রবণ দ্বারা সহজেই।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

তখন পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনি এ সব কি বলিতেছেন? একটি কথা হয়, তবে তাহা অন্তঃকরণে বিচার করা যায়। পূর্ব্বে সকল কর্ম্মের সংন্যাসের কথাই আপনি বহুভাবে বলিয়াছেন, তবে এখন অতি আগ্রহের সহিত কর্ম্মযোগের (পোষণ) প্রশংসা করিতেছেন কেন? হে অনন্ত, আপনি এমন দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিতেছেন, যে আমার ন্যায় অজ্ঞানীর চিত্ত আপনার ইচ্ছামত বুঝিতে পারিতেছে না। শুনুন, একভাবে[১] বুঝাইতে হইলে, একনিষ্ঠ হইয়া (একভাবেই) বলিতে হয়, অপরকে কেন তাহা আপনাকে বলিতে হইবে? এই জন্যই, প্রেমাস্পদ[২] আপনাকে বিনতি করিয়া বলিয়াছিলাম যে পরমার্থের কথা ইঙ্গিতে (সংক্ষেপে) উপদেশ করিবেন না। পরন্তু, হে দেব, পূর্ব্বের কথা থাকুক,—এখন স্পষ্টভাবে বিচার করিয়া বলুন, এই দুটির মধ্যে কোন মার্গটি শ্রেষ্ঠ (ভাল); যাহা পরিণামে শুদ্ধ, নিশ্চিতভাবে ফলপ্রদ, এবং যাহার অনুষ্ঠান প্রাঞ্জল ও সহজ; যাহাতে নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত হয় না, এবং বহু পথও অতিক্রম করা যায়—এমনি সুখপ্রদ বাহনের ন্যায় সহজ মার্গের কথা বলুন।" অর্জ্জুনের এই কথায় ভগবানের মনে আনন্দ হইল এবং তিনি সন্তোষের সহিত বলিলেন—"তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাই হইবে, শুন।" (জ্ঞানদেব বলিতেছেন) দেখুন, যে ভাগ্যবান সন্তানের মাতা কামধেনুর ন্যায়, সে খেলার জন্য চন্দ্রকেও পাইতে পারে। (১০) আরও দেখুন, শ্রীশম্ভু, উপমন্যুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সে দুধভাত খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কি তাহাকে ক্ষীরসমুদ্র প্রদান করেন নাই? তেমনি, ঔদার্য্যের ভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সুভটা (বীরশ্রেষ্ঠ) অর্জ্জুন কেন সর্ব্বসুখের বসতিস্থান হইবেন না? ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

১ এক তত্ত্বের কথা; ২ পূজ্য

শ্রীলক্ষ্মীপতির ন্যায় স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া এখন নিজের ইচ্ছামত সব-কিছুই চাহিয়া লওয়া উচিত। এইজন্য, অর্জ্জুন যাহা প্রার্থনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তাহা পূর্ণ করিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি।

শ্রীভগবানুবাচ—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

শ্রীভগবান বলিলেন—"হে কুন্তীসুত, বিচার করিয়া দেখিলে, সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই তত্ত্বতঃ মোক্ষদায়ক। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই কর্ম্মযোগ বাস্তবিক প্রাঞ্জল (সরল ও সুগম)—যেমন স্ত্রীলোক ও বালকদের নদীপার করিতে নৌকাই প্রশস্ত; তেমনি, সারাসার বিচার করিলে, ইহাকেই সহজ বা সুলভ মনে হয়, ইহার (কর্ম্মযোগের) আচরণ করিলেই সংন্যাসের ফল অনায়াসে লাভ করা যায়।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

এখন, এইজন্যই তোমাকে সংন্যাসীর লক্ষণ বলিতেছি—যাহাতে তুমি সহজেই বুঝিতে পার যে ইহারা (সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ) অভিন্ন। যে হারাণ বস্তু স্মরণ করে না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না, যে অন্তরে মেরুপর্ব্বতের ন্যায় সুনিশ্চল; আর যাহার অন্তঃকরণ "আমি" ও "আমার" এই প্রকার ভাবনাও ভুলিয়া যায়, হে পার্থ, তাহাকে নিরন্তর (নিত্য) সংন্যাসী বলিয়া জানিবে। (২০) যাহার মন এই প্রকার হয়, বিষয়সঙ্গের আসক্তি তাহাকে ছাড়িয়া যায়, এইজন্য সে সুখে অখণ্ড সুখভোগ করে। এই অবস্থায়, তাহাকে গৃহাদি কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, কারণ সে সঙ্গহীন হইয়া স্বভাবে (প্রকৃতি গুণধর্ম্মানুসারে) (বিষয়) গ্রহণ করিতে থাকে। দেখ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যে কেবল ভস্ম থাকিয়া যায়, তাহা দ্বারা যেমন (সুতা তৈয়ারীর জন্য) কাপাসের তুলা ধরা যায়; তেমনি, যাহার বুদ্ধিতে সংকল্প নাই, (সংসারের) উপাধি থাকিলেও তাহাকে কর্ম্মবন্ধন জড়াইতে পারে

না। এইজন্য, সংকল্প বিকল্প চলিয়া গেলেই সংন্যাস হয়,—এই কারণেই কর্ম্ম-সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এ দুই-ই সমান।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥ ৪

হে পার্থ, যাহারা সর্ব্বতোভাবে মূর্খ, তাহারা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা কি করিয়া বুঝিবে? স্বভাবতঃই তাহারা অজ্ঞান, এইজন্যই ইহাদের ভিন্ন বলে, নতুবা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপ হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হয়? যাহারা স্বানুভবদ্বারা এই সমস্ত (আত্ম) তত্ত্ব সম্যক্‌ ভাবে বুঝিয়াছে, তাহারা এই দুটিকে এক বলিয়া মানিয়া লয়।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫

আর, সাংখ্যে (জ্ঞানমার্গে) যাহা পাওয়া যায়, কর্ম্মযোগেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এইভাবে দুটির মধ্যে সহজ ঐক্য আছে। দেখ, আকাশ এবং অবকাশে (শূন্যে) যেমন ভেদ নাই, তেমনি, যে কর্ম্মযোগ ও সংন্যাসের ঐক্য বুঝিতে পারে; (৩০) যে জানে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, জগতে তাহার জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে, সে আত্মস্বরূপের দর্শন লাভ করিয়াছে।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

হে পার্থ, যে যুক্তি পথে (কর্ম্মমার্গে) মোক্ষরূপ পর্ব্বতে আরোহণ করে, সে শীঘ্রই (আত্মানন্দরূপ) মহাসুখের শিখরে উপস্থিত হয়। পরন্তু, যে এই যোগস্থিতি (কর্ম্মযোগ) পরিত্যাগ করে, সে বৃথাই (জ্ঞানপ্রাপ্তি বিষয়ে) আকাঙ্ক্ষা করে (সচেষ্ট হয়),—তাহার সংন্যাসপ্রাপ্তি কখনই হয় না।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

যে আপনার মন ভ্রান্তি হইতে সরাইয়া, গুরুবাক্য (উপদেশ) দ্বারা শোধন করিয়াছে এবং তাহাকে শান্ত করিয়া আত্মস্বরূপে লাগাইয়া রাখিয়াছে; লবণ যতক্ষণ না সমুদ্রে পড়ে ততক্ষণ তাহাকে (সমুদ্র হইতে) পৃথক ও ছোট দেখায়, পরন্তু সমুদ্রে মিলিয়া গেলে যেমন সমুদ্রের মতই হইয়া যায়; তেমনি, যাহার মন সংকল্প-বিচ্যুত হইয়া চৈতন্ত-রূপ হইয়া যায়, সে একদেশীয় হইলেও (অর্থাৎ স্থানকালবিচারে একস্থানে থাকিলেও) লোকত্রয় ব্যাপিয়া থাকে। তখন তাহার কাছে "কর্ত্তা," "কর্ম্ম," "ক্রিয়া" স্বভাবতঃই লোপ পায়, আর সমস্ত কর্ম্ম করিলেও সে অকর্ত্তা থাকিয়া যায়।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

কারণ, হে পার্থ, তাহার দেহভাব সম্বন্ধে কোনও স্মরণ থাকে না, তাহার কর্তৃত্ব থাকবে কি করিয়া, বল। এইভাবে, যোগযুক্ত পুরুষের মধ্যে, তনুত্যাগ বিনাই অমূর্ত্তের (পরব্রহ্মের) গুণ সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে, সে অন্য লোকের ন্যায় দেহ ধারণ করে এবং সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম করিতে থাকে। (৪০) সে চক্ষু দ্বারা দেখে, কর্ণে শ্রবণ করে, পরন্তু আশ্চর্য্য দেখ, সে সেখানে মোটেই নাই (এ সব ব্যাপারে লিপ্ত হয় না)। তাহার স্পর্শজ্ঞান হয়, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, সময়োচিত কথাও বলে; আহার্য্যও গ্রহণ করে, যাহা ত্যাজ্য তাহা ত্যাগ করে, নিদ্রার সময় সুখে নিদ্রাও যায়; আপনার ইচ্ছামত তাহাকে চলিতে দেখা যায়, সকল কর্ম্মই সে বাস্তবিক এই ভাবে করিতে থাকে। এক এক করিয়া আর কত বলিব? দেখ, শ্বাসপ্রশ্বাস, (চক্ষুর) উন্মীলন, নিমীলন, ইত্যাদি; সমস্ত কর্ম্মই, হে পার্থ, সে করিতে থাকে, পরন্তু আত্মানুভূতির বলে সে কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহে। যখন ভ্রান্তিরূপ শয্যায় নিদ্রিত ছিল, তখন স্বপ্নসুখে ভুলিয়াছিল, এখন জ্ঞানোদয় হওয়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

এরূপ অবস্থায়, দেহের সহিত সঙ্গের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি আপন আপন বিষয়ে ব্যাপার করিতে থাকে। দীপের প্রকাশে যেমন গৃহের ব্যাপার চলিতে থাকে, এই যোগযুক্ত পুরুষের দেহে সমস্ত কর্ম্মের ব্যাপারও তেমনি চলে। সে সকল কর্ম্মই করিয়া যায়, পরন্তু কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না,—যেমন জলে থাকিয়াও পদ্মপত্র জলে ভিজিয়া যায় না। (৫০)

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

দেখ, যে কর্ম্মে বুদ্ধির নামগন্ধও নাই, যাহাতে মনের অঙ্কুর ফুটে না, তাহাকেই "শারীর" কর্ম্ম বলা হয়। (মারাঠী) সহজ ভাষায় বলিতেছি, শুন—বালকের চেষ্টার ন্যায় যোগী কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া যায়। এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত শরীর যখন নিদ্রিত থাকে, তখন মন যেমন স্বপ্ন রাজ্যে একাই কাজ করিতে থাকে। হে ধনুর্দ্ধর, আশ্চর্য্যের কথা শুন, বাসনার এমন বিস্তার হয় যে দেহকে জাগিতে (বুঝিতে) না দিয়া তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করায়। দশ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে যে সব ব্যাপার ঘটে, তাহাকে কেবল মানস কর্ম্ম বলে। যোগিগণ এই সব কর্ম্ম করে, পরন্তু, অহংভাবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অকর্ত্তা[১] মনে হয়। আর, পিশাচের চিত্তের ন্যায় মন ভ্রমসংযুক্ত (মোহাবিষ্ট) হইলে, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগুলি ('বিকল') অব্যবস্থিত দেখায়। 'স্বরূপ' (আকার ও রূপ) দেখিতে পায়, ডাকিলেও শুনিতে পায়, মুখেও কথা বলে, পরন্তু জ্ঞান থাকে না। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই,—কারণ বিনা যে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, জানিবে।" শ্রীহরি অর্জ্জুনকে বলিলেন—"আর সব জানিয়া বুঝিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা নিশ্চিত বুদ্ধির কর্ম্ম, জানিবে। (৬০) তাহারা বুদ্ধিকে সম্মুখে রাখিয়া (বুদ্ধি সহকারে) মন দিয়া কর্ম্ম করে, পরন্তু, নৈষ্কর্ম্ম্যবৃত্তির জন্য তাহাদের মুক্ত দেখায়।

---

[১] তাহাদের কর্ম্ম বন্ধন হয় না

কারণ, বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকার জন্য তাহাদের দেহে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না, সেইজন্য কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারা শুদ্ধ হইয়া যায়। কর্ত্তৃত্ব বিনা (কর্ত্তৃত্বের অভিমানশূন্য হইয়া) যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই 'নৈষ্কর্ম্ম'—এই গুরুগম্য (গুরু হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়) তত্ত্ব তাহারা জানে। এখন, শান্তিরসে পাত্র ভরিয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে,—আমি বাক্যের দ্বারা যাহা বলা যায় না, সেই তত্ত্বই বলিলাম। যাহাদের ইন্দ্রিয়ের আসক্তি পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে, তাহারাই এই কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী। (শ্রোতাগণ কহিলেন) "এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এখন থাকুক ; কথার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না, ইহাতে শ্লোকের সঙ্গতি ভঙ্গ হইবে। যাহা মন-দ্বারা গ্রহণ করা কঠিন, যাহা অনুসন্ধানী বুদ্ধির অগম্য, তাহাই সৌভাগ্যক্রমে আপনি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা (যে তত্ত্ব) স্বভাবতঃই শব্দাতীত, তাহা যদি বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে আর কি করিবার থাকে? এখন (মূল) কথা বলুন।" শ্রোতাগণের এই বিশেষ আর্ত্তি (ইচ্ছা) জানিয়া নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—"এখন কৃষ্ণার্জ্জুনের সংবাদ শুনুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—এখন প্রাপ্ত (যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে) যোগীর পূর্ণ লক্ষণের কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। (৭০)

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

যে আত্মযোগে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মফলের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, জগতে শান্তি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বরণ করে। হে কিরীটি, অপরে (যাহারা আত্মযোগী নয়) কর্ম্মবন্ধনের জন্য ফলভোগরূপ খুঁটীর সহিত বাসনার গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ হয়। সমস্ত বিষয়ে ফলকামী[1] ব্যক্তির ন্যায় যে সর্ব্ব কর্ম্মের আচরণ করে, কিন্তু "আমি ত কর্ম্মের কর্ত্তা নই" এই ভাবে যে

১ ফলের আশায়

তাহার ফল উপেক্ষা করে ; সেই পুরুষ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেদিকেই সুখের সৃষ্টি হয়, সে যেখানে থাকে সেখানেই মহাবোধের (আত্মজ্ঞানের) অধিষ্ঠান। এই ফলত্যাগী পুরুষ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে থাকিয়াও থাকে না, কর্ম্ম করিয়াও কিছু করে না।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

যেমন বিচার করিয়া দেখিলে, সর্ব্বেশ্বর (পরমেশ্বর) নির্ব্ব্যাপার, পরন্তু তিনি এই ত্রিভুবনের বিস্তার রচনা করিয়াছেন ; আর, তাঁহাকে যদি কর্ত্তা বলা হয়, তবে কোনও কর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পর্ক হয় না, কারণ তাঁহার উদাস (তটস্থ) বৃত্তির হস্তপদ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। তাঁহার যোগনিদ্রাভঙ্গ হয় না, তাঁহার অকর্তৃত্বে দাগ (চিহ্ন, আওয়াজ) পড়ে না, পরন্তু, মহাভূত-সমূহের এই সাকার রচনা তিনি ভাল ভাবেই করিয়াছেন। তিনিই এই জগতের জীবন, অথচ কাহারও কিছুই নন, জগৎ উৎপন্ন হয় ও লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি জানিতেও পারেন না।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

পাপপুণ্যের রাশি তাঁহার কাছে থাকিলেও তিনি দেখেন না, আর তাহাদের উভয়ের (তটস্থ) সাক্ষী হইয়াও থাকেন না, অন্য কথা আর কি বলিব ? (৮০) মূর্ত্তিধারণ করিয়া দেহী হইয়া ক্রীড়া করেন, পরন্তু এই প্রভুর নিরাকারত্ব কখনও মলিন হয় না। হে পাণ্ডুকুমার, চরাচর লোকে যে তাঁহাকে সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা বলে, তাহা অজ্ঞানপ্রসূত, জানিবে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

যখন এই অজ্ঞানের সমূল নাশ হয়, তখন ভ্রান্তির কজ্জল (অন্ধকার) দূর হয়, এবং ঈশ্বরের অকর্তৃত্ব প্রকট হয়। যখন চিত্তে এই জ্ঞান হয় যে "ঈশ্বর

অকর্ত্তা, এবং আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন, সুতরাং স্বভাবতঃ আদি হইতেই অকর্ত্তা আছি"; যাহার চিত্তে এইরূপ বিবেকের (জ্ঞানের) উদয় হয়, ত্রিভুবনে তাহার ভেদদৃষ্টি কোথায়? আপনার অনুভূতি অনুসারে সে জগৎকে মুক্ত দেখে। যেমন পূর্ব্বদিকের ঘরে সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশের দিবালী হয়, তখন কি অন্যদিকের কালিমা (অন্ধকার) থাকিয়া যায়? এইপ্রকার উত্তম ব্যাপক (সর্ব্বব্যাপী) জ্ঞান যাহার হৃদয়ে ভরিয়া থাকে, তাহার সমতাদৃষ্টি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে,—বিশেষ আর কি বলিব?৮০

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

সে আপনাকে যেমন দেখে সারা বিশ্বকেও তেমনি দেখে,—ইহা বলিলে আশ্চর্য্যের কি আছে? পরন্তু, (দৈব) সৌভাগ্য যেমন কৌতুকে ভুলিয়াও[১] কোথায়ও দৈন্য দারিদ্র্য দেখিতে পায় না; কিম্বা বিবেক যেমন ভ্রান্তিকে[২] চিনিতে পারে না; অথবা, সূর্য্য যেমন স্বপ্নেও অন্ধকারের স্বরূপ জানে না, অমৃত যেমন মৃত্যুর কথা কানেও শুনে না; (৯০) আর অধিক কি বলিব? সন্তাপ (উষ্ণতা) কি তাহা যেমন চন্দ্রমা কখনও স্মরণ করে না, জ্ঞানিগণও তেমনি ভূতমাত্রের মধ্যে ভেদ দেখিতে পান না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

তখন, এটি মশক, ঐটি হস্তী, এ চণ্ডাল, ও দ্বিজ, এ আপন, ও পর,— এসব ভেদভাব কি থাকে? অথবা, এটি গরু ঐটি কুকুর, এ বড় ও ছোট,— অধিক কি বলিব? জাগ্রত মনুষ্য কি স্বপ্ন দেখে? এসব ভেদ দেখা যায়, যদি অহংভাব অবশিষ্ট থাকে; এই অহংভাবই যদি প্রথমেই চলিয়া যায়, তবে বৈষম্য (ভেদভাব) কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং, "সর্ব্বত্র, সদা যে অদ্বয় ব্রহ্ম সমভাবে আছেন, আমিই সেই ব্রহ্ম"—এই তত্ত্বই সমদৃষ্টির সম্পূর্ণ মর্ম্ম—জানিবে।

১ মরিয়াও; ২ এ জগতে যেমন ভ্রান্তিকে…;

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

যিনি বিষয়সঙ্গ না ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না করিয়া, কামনারহিত হইয়া নিঃসঙ্গ স্থিতি ভোগ করেন ; যিনি লোকের (সংসারের) মধ্যে থাকিয়া, লৌকিক ব্যাপার করিতে থাকিয়াও লৌকিক অজ্ঞান ত্যাগ করিয়াছেন ; খেচর (পিশাচ) যেমন লোকের মধ্যে থাকিলেও কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, তেমনি তিনি শরীরধারী হইলেও সংসার তাঁহাকে চিনিতে পারে না। আর কি বলিব ? বায়ুর সংযোগে জল যেমন জলের উপরে লোটায়, এবং অন্য লোকে তাহাকে "তরঙ্গ" এই পৃথক আখ্যা দেয় ; তাঁহার নামরূপও তেমনি, নতুবা তিনি ব্রহ্মেই ব্রহ্ম স্বরূপ[১] ; যাঁহার মন সর্ব্বত্র সাম্য (সমদৃষ্টি) লাভ করিয়াছে ; (১০০)

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

এইভাবে যিনি সমদৃষ্টি হইয়াছেন, সেই পুরুষের এক বিশেষ লক্ষণ আছে",—অচ্যুত বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। মৃগজলের বন্যায় যেমন পর্ব্বত ধ্বসিয়া যায় না, তেমনি শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি বিকারগ্রস্ত হন না ; তিনি নিশ্চিতভাবে তত্ত্বতঃ সমদৃষ্টি হইয়াছেন"—শ্রীহরি বলিলেন—"হে পাণ্ডুসুত, তিনিই ব্রহ্ম।"

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ২১

যিনি আত্মস্বরূপ ত্যাগ করিয়া কখনও ইন্দ্রিয়গ্রামের বশীভূত হন না, তিনি বিষয় ভোগ করেন না,—ইহাতে আশ্চর্য্যের[২] কি আছে ? স্বাভাবিক আত্মসুখের আনন্দে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা অপার সুখে পূর্ণ থাকায়, তিনি সুখের সন্ধানে বাহিরে পদক্ষেপ করেন না। বল দেখি, যে চকোর কুমুদদলের

১ সত্তাই ব্রহ্মস্বরূপ ; ২ বিচিত্র

থালায় উত্তম চন্দ্রকিরণের সুধা আস্বাদন করিয়াছে, সে কি বালুকাতট চুম্বন করিতে যায়? তেমনি যিনি আত্মসুখ লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যে সহজেই বিষয় ত্যাগ করিবেন—ইহাতে বলিবার কি আছে?

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

অপর পক্ষে,—ইহাও কৌতুকে উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ—এইরূপ বিষয়সুখে কে ফাঁসিয়া যাইতে চায়? যাহার আত্মদর্শন হয় নাই, এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় তাহাকে আনন্দিত করে,—যেমন কোনও ব্যক্তি[1] ক্ষুধার তাড়নায় তুষ ভোজন করে; অথবা, তৃষ্ণার্ত মৃগ যেমন ভ্রমবশতঃ মৃগজলের আভাসকে জল মনে করিয়া শুষ্ক (ঊষর) জমিতে আসিয়া পড়ে; (১১০) তেমনি, যাহার আত্মদর্শন হয় নাই, যে সদা আত্মসুখে বঞ্চিত, বিষয়সুখ তাহার কাছে সুন্দর (প্রিয়) মনে হয়। নতুবা বিষয়ে সুখ আছে একথা বলিবার যোগ্য নহে—(যদি বিষয়ে সুখ থাকে) তবে বিদ্যুতের স্ফুরণে (চমকানিতে) জগতের সমস্ত কাজ চলিবে না কেন? বল, যদি মেঘের ছায়ায় বায়ুর তাপ[2] নিবারণ হয়, তবে ত্রিতল সৌধ নির্মাণের কি প্রয়োজন? অতএব, "বিষয়সুখ"—এই কথা অর্থহীন—বৃথাই অজ্ঞানবশতঃ বলা হয়—যেমন বিষকন্দকে "মহুর" অর্থাৎ মধুর বলা হয়; অথবা, ভৌমগ্রহকে 'মঙ্গল' নাম দেওয়া হয়, মৃগজলকে জল বলা হয়,—তেমনি বিষয়ে সুখ আছে একথা বলাই বৃথা। এসব কথা থাকুক,—এখন বল দেখি, সর্পের ফণার ছায়া মূষিকের পক্ষে কতখানিশীতল হয়? হে পাণ্ডব, যতক্ষণ না মৎস্য (বড়শীতে গাঁথা) আমিষের টোপ গলাধঃকরণ করে ততক্ষণই উহা সুন্দর (লোভনীয়) মনে হয়,—সমস্ত বিষয়সঙ্গও তেমনি, ইহা নিশ্চিত জানিবে। হে কিরীটি, বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহাকে (বিষয়কে) পাণ্ডু রোগের পুষ্টির ন্যায় দেখায়। অতএব বিষয়ভোগে যে সুখ, তাহাকে আদ্যন্ত দুঃখ বলিয়াই জানিবে, পরন্তু মূর্খ লোক কি করিবে? তাহারা এই বিষয় ভোগ না করিয়া পারে না। ইহার অন্তরের মর্ম না

১ কোনও দরিদ্র ব্যক্তি; ২ বায়ু, বর্ষা ও তাপের নিবারণ

বুঝিয়া বেচারী নিরুপায় হইয়া বিষয় সেবন করে,—বল দেখি, পুঁজপঙ্কের কীট কি তাহা ঘৃণা করে ? (১২০) এই দুঃখিগণের দুঃখই জীবন, তাহারা বিষয়রূপ কর্দ্দমের দর্দ্দুর, জলে[১] জলচর—ইহা ত্যাগ করিবে কিরূপে ? আর জীবের যদি বিষয়ের উপর বিরক্তি হয়, তবে (সংসারে) যত দুঃখযোনি আছে তাহা কি নিরর্থক হইবে না ? অথবা, গর্ভবাসাদি সঙ্কট, কিম্বা জন্মমরণের কষ্ট—এই বিশ্রামবিহীন মার্গে কে চলিবে ? বিষয়ী যদি বিষয় ত্যাগ করে, তবে মহাপাপ কোথায় থাকিবে ? আর "সংসার" এই শব্দই (নাম) কি জগতে মিথ্যা হইয়া যাইবে না ? সেইজন্য, যাহারা বিষয়দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করে তাহারাই অবিদ্যাজাত মিথ্যাকে সত্য বানাইয়াছে। অতএব, হে বীরশ্রেষ্ঠ; বিচার করিয়া দেখিলে বিষয় অতি নিকৃষ্ট বস্তু, তুমি ভুলিয়াও ঐ পথে যাইও না। 'বিরক্ত' পুরুষ বিষয়কে বিষের ন্যায় ত্যাগ করেন, নিরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ (সুখের বেশে) আসিলেও প্রলোভিত করিতে পারে না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

যাহারা দেহী হইয়াও দেহভাব (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি) স্ববশে রাখিয়াছে, সেই জ্ঞানিগণের কাছে ইহার (বিষয়ের) অস্তিত্বই নাই। তাহারা বাহ্য বিষয়ের ভাষা একেবারে জানে না, তাহাদের অন্তরে এক সুখ (আত্মসুখ) বিরাজ করে। পরন্তু, এই সুখ ভোগ করিবার রীতি স্বতন্ত্র ; পক্ষী যেমন ফল চুম্বন (আস্বাদন) করে ইহা সেরূপ নহে,—(ভোগ করিবার সময়) ভোক্তৃত্বই বিস্মৃত হয় ; (১৩০) সেই (আত্মসুখ) ভোগের সময় এমন এক অবস্থা হয় যে অহঙ্কারের পর্ব্বত দূরে সরাইয়া সুখকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। সেই আলিঙ্গনের ফলে ঐক্য আসিয়া যায় (জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একরূপ হইয়া যায়)—জল যেমন জলে মিশিয়া পৃথক দেখায় না ; কিম্বা, বায়ু যেমন আকাশে মিলাইলে, তাহাদের দ্বৈতসত্তার লোপ হয়, তেমনি এই আলিঙ্গনে সুখ আত্মস্বরূপেই লীন হয়। এইভাবে দ্বৈতভাব মিটিয়া যায় ; যদি বলা যায়, একতা হইয়া যায় তবে তাহা জানিবার সাক্ষী কে থাকে ? অতএব

১ ভোগরূপ জলের জলচর

এ সমস্ত থাকুক ; যাহা বলিয়া বুঝান যায় না, তাহা কি করিয়া বলা যায় ? যিনি আত্মারাম হইয়াছেন, তিনি স্বভাবতঃই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ আত্মসুখে মত্ত হইয়াছেন এবং আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া আছেন, আমি জানি তাঁহারাই শুদ্ধ সমরসের (ব্রহ্মৈকরসের) পুতলী। তাঁহারা আনন্দের মূর্ত্তি (প্রতিবিম্ব), সুখের অঙ্কুর, কিম্বা যেন মহাবোধের বিকার[1]। তাঁহারা বিবেকের গ্রাম (জন্মভূমি), কিম্বা পরব্রহ্মের স্বভাব (কেবল স্বরূপ), অথবা ব্রহ্মবিদ্যার সুশোভিত অবয়ব। তাঁহারা সত্বগুণের সাত্বিকভাব, কিম্বা চৈতন্যের উপাদান। (শ্রোতাগণ বলিলেন) "অনেক বলা হইল, এক এক করিয়া আর কত বর্ণনা করিবে ? তুমি সাধুগণের স্তুতি[2] করিতে আরম্ভ করিয়াছ, মূল কথাও স্মরণ করিতেছ না, আর সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়া নিরাকার, নির্গুণ বিষয়ের প্রতিপাদন করিতেছ। (১৪০) পরন্তু, এখন এই রসাতিশয়ের আবেগ বন্ধ কর, এই (গীতা) গ্রন্থার্থদীপকে উজ্জ্বল করিয়া সাধুহৃদয়মন্দিরে মঙ্গল-উষা আনয়ন কর।" শ্রীগুরুদেবের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কি বলিলেন, তাহাই শুনুন।"

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

হে অর্জ্জুন, আত্মানন্দের গভীর হ্রদে ডুব দিয়া যে একেবারে তলায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং স্থির হইয়া তদ্রূপ হইয়া গিয়াছে ; অথবা যে নির্ম্মল আত্মজ্ঞানের প্রকাশে সমস্ত বিশ্বকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া দেখে, তাহাকে দেহধারী পরব্রহ্ম বলিয়া সুখে মানিয়া লওয়া যায়। যাহা সত্যই পরম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) নিত্যবস্তু, অনন্ত[3], নিঃসীম, যাহা (ব্রহ্মরূপ) গ্রামের নিষ্কাম অধিকারী—যাহা মহর্ষিগণের প্রাপ্য, বিরক্ত জনের লভ্য, যাহা নিঃসংশয়ে নিরন্তর সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে।

---

১ বিদ্যার বিহারভূমি ২ স্তুতিতে রত হইয়াছে

৩ অক্ষর ;

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

যে বিষয় হইতে আপনার চিত্তকে সরাইয়া আনিয়া তাহাকে জয় করিয়াছে (সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছে), সে চিন্তারহিত হইয়া যেখানে নিদ্রা যায় এবং পুনরায় জাগিয়া উঠে না; তাহাই (সেই স্থিতিই) "পরব্রহ্মনির্ব্বাণ" (কৈবল্য), —যাহা আত্মজ্ঞানিগণের 'কারণ' (ধ্যেয়);—হে পাণ্ডুকুমার, সেই পুরুষ তাহাই (সেই পরব্রহ্মস্বরূপ), জানিবে। যদি প্রশ্ন কর, ইহা কি করিয়া হয়, দেহধারণ করিয়া কিরূপে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, তবে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ২৯

বৈরাগ্যের আশ্রয়ে (সামর্থ্যে) তিনি বিষয়কে বাহিরে তাড়াইয়া শরীরকে শুধু মনোময় করিয়া ফেলেন। (১৫০) যে সন্ধিস্থলে ভ্রুপল্লবযুগল সহজে মিলিত হয় সেখানে তিনি আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লাগাইয়া দেন। দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া, প্রাণাপানবায়ুকে সম (একত্র) করিয়া চিত্তকে ব্যোমগামী করেন (চিদাকাশে লইয়া যান)। রাস্তার (ভালমন্দ) সমস্ত জল লইয়া গঙ্গা সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন সেই জল এক এক করিয়া পৃথক্ করা যায় না; তেমনি, হে অর্জ্জুন, যখন প্রাণবায়ুর সহিত মনকে চিদাকাশে লয়প্রাপ্ত করান হয়, তখন পৃথক্ পৃথক্ বাসনাসমূহের চিন্তা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। যে মনোরূপ পটের উপর সংসারের চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা তখন ছিঁড়িয়া যায়,—যেমন সরোবর শুকাইয়া গেলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না; তেমনি, যেখানে মনোরূপ মূলধনই চলিয়া যায়, সেখানে অহং-ভাবাদি কোথায় থাকিবে? সুতরাং যাঁহার (ব্রহ্মস্বরূপের) অনুভূতি হইয়াছে,

তিনি শরীরী হইলেও আকাশ (ব্রহ্মরূপ) হইয়া[১] যান। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ দেহধারণ করিয়াও ব্রহ্মত্ব লাভ করে; তাহারা এই মার্গ অবলম্বন করিয়াই ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হয়। যম নিয়মের পর্ব্বত পার হইয়া, যোগাভ্যাসরূপ সাগর অতিক্রম করিয়া তাহারা ওপারে চলিয়া যায় (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়)। তাহারা আপনাদের নির্লেপ করিয়া (নির্লিপ্ত হইয়া) প্রপঞ্চের মাপ করে (জাগতিক ব্যাপার করিতে থাকে), এবং সত্যই স্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে।" এই ভাবে, হৃষীকেশ যোগমার্গের উদ্দেশ্যের কথা বলিলেন; তাহাতে মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন চমৎকৃত হইলেন। (১৬০) তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিয়া পার্থকে কহিলেন—"এই কথায় কি তোমার চিত্ত প্রসন্ন হইল?" তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব আপনি (পরচিত্তলক্ষণ বুঝিবার রাজা) অপরের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে নিপুণ, আপনি আমার মনের ভাবও জানিয়াছেন। আমি যাহা বিস্তৃতভাবে প্রশ্ন করিতে চাহি, তাহা হে দেব, আপনি আগেই জানিয়াছেন, তবে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলুন। শুনুন, আপনি যে সাধনমার্গের কথা উপদেশ করিলেন, তাহা তেমনি সুগম—যেমন সন্তরণ অপেক্ষা পায়ে হাঁটিয়া জল পার হওয়া সহজ। তেমনি, আমার ন্যায় নির্ব্বোধের পক্ষে সাংখ্যযোগ হইতে এই পথটি অধিকতর প্রাঞ্জল, ইহাতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাহাও বরং সহ্য করা যায়। অতএব, হে দেব, আর একবার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য, ইহা আদ্যন্ত বিস্তারিত করিয়া বলুন।" তখন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"অহো, এই মার্গই তোমার ভাল মনে হইতেছে? তবে আর কি? আমি পুনরায় আনন্দের সহিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন, তুমি শুনিতে চাও, শুনিয়া যদি সেই অনুসারে আচরণ কর, তবে আমার বলিবার ন্যূনতা হইবে কেন? (আমি উপদেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?)" একে তো (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ের চিত্ত, তাহাতে আবার সন্তানের প্রতি প্রেম আসিয়া মিশিয়াছে,—এখন এই অদ্ভুত স্নেহের কথা কে জানে? ইহাকে কারুণ্যরসের বৃষ্টি বলিব, কি অদ্ভুত স্নেহরসের সৃষ্টি বলিব? কি আর বলিব? শ্রীহরির এই (কৃপা) দৃষ্টির বর্ণনা করা যায় না। (১৭০) সেই দৃষ্টি কি অমৃতের (ছাঁচে ঢালা) পুতলী? কিম্বা, প্রেমরস পান করিয়া

---

১ ব্রহ্ম হইয়া যান;

এমন মত্ত হইয়াছে যে অর্জ্জুনের প্রতি মোহে (প্রেমে) বদ্ধ হইয়া আর বাহির হইতে পারিতেছে না ? এ সম্বন্ধে যত অধিক বর্ণনা করি না কেন, তাহা মূল কথা হইতে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, পরন্তু কথা দ্বারা এই স্নেহের স্বরূপ বর্ণনা করা যাইবে না। ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? যে ঈশ্বর নিজেই নিজের স্বরূপ বর্ণনা (মাপ) করিতে পারেন না, তাঁহাকে অপর কে জানিতে পারে ? তথাপি, শ্রীকৃষ্ণ যে আগ্রহের সহিত বারম্বার "শুন" "শুন" বলিতেছিলেন, তাহাতে আমার মনে হয় পূর্ব্ববর্ণিত কথার গূঢ়ার্থ ইহাই যে তিনি (অর্জ্জুনের প্রেমে) সহজেই মোহিত হইয়াছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) "হে অর্জুন, যে যে ভাবে বলিলে তোমার চিত্তে বোধের উদয় হইবে, আমি আনন্দের সহিত তেমনি ভাবে বর্ণনা করিব। যোগ কাহাকে বলে, তাহার প্রয়োজন কি, অথবা কাহারাই বা তাহাতে অধিকারী ; এই প্রকার যাহা কিছু এখানে বলিবার আছে, সে সমস্তই আমি এখন বর্ণনা করিব। তুমি মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর"—এইরূপ প্রস্তাব করিয়া শ্রীহরি যাহা বলিবেন, তাহা পরের অধ্যায়ে বলা হইবে। (১৭৮)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

সংন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়

সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ এখন যে যোগমার্গের কথা বলিতেছেন তাহার অভিপ্রায় (ভাবার্থ) শ্রবণ করুন। শ্রীনারায়ণ যখন অর্জ্জুনকে সহজে ব্রহ্মরসের পক্কান্ন পরিবেশন করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে আমরাও অতিথি হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহা আমাদের কত বড় সৌভাগ্য জানি না; তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জলপান করিবার সময় 'তাহাকে'[1] অমৃত মনে করে; আমার ও আপনার অবস্থাও তেমনি হইয়াছে—কারণ ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের করতলগত হইল (মুষ্টির মধ্যে আসিল)"; তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"আমি তোমাকে এ প্রশ্ন করি নাই।" এই কথায় সঞ্জয় রাজার মনের ভাব বুঝিলেন, যে তাঁহার হৃদয় পুত্রগণের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—"বৃদ্ধরাজা পুত্রস্নেহে বিভ্রান্ত হইয়াছে—নতুবা, বাস্তবিক পক্ষে, এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ অতি উত্তম হইয়াছে। পরন্তু, উহাতে এই মোহান্ধ রাজার কি হইবে? জন্মান্ধ কি দেখিতে পায়?" তথাপি, রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন ভাবিয়া সঞ্জয় ভয়ে কিছু বলিলেন না। পরন্তু, কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ শুনিতে পাইলেন বলিয়া আপন চিত্তে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই আনন্দের আতিশয্যে, সাভিপ্রায় (ভাবপূর্ণ) অন্তঃকরণে এখন অতিশ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিবেন, তাহাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ[2] প্রসঙ্গ,—ক্ষীরসমুদ্রে যেমন অমৃত লাভ হইয়াছিল; (১০) তেমনি, যাহা গীতার্থের সার, যাহা বিবেক-সাগরের অপর পার, অথবা যোগৈশ্বর্য্যের উন্মুক্ত ভাণ্ডার; যাহা আদি-প্রকৃতির বিশ্রান্তিস্থল, যেখানে শব্দব্রহ্ম (বেদ) স্তব্ধ (মূক) হইয়া থাকে; যাহা হইতে গীতারূপ লতার স্বরূপের প্রসার হয়; তাহাই এই ষষ্ঠ অধ্যায়,—আমি ইহা উত্তম সাহিত্যের (আলঙ্কারিক) ভাষায় বর্ণনা করিব, আপনারা চিত্ত লাগাইয়া শ্রবণ করুন। আমি সরল মারাঠী ভাষায় বলিতেছি, পরন্তু এমন রসপূর্ণ শব্দ যোজনা করিব যে (ইহার মাধুর্য্য) অমৃতকেও নিশ্চিত (বাজি রাখিয়া) হার মানাইবে। ইহার কোমলতার তুলনায়

[1] তাহা আস্বাদন করিয়া দেখে উহা অমৃত; [2] চাতুর্য্যপূর্ণ

সপ্তস্বরের[১] লহরী[২]ও হীন মনে হইবে, ইহার ছন্দ (আকর্ষণী শক্তি) সুগন্ধের মোহিনীশক্তিকেও পরাভূত করিবে। শুনুন, ইহার রসালত্বের লোভে কর্ণের জিহ্বা বাহির হইবে, এবং (ইহা আস্বাদনের জন্য) সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পর কলহে মত্ত থাকিবে। শব্দ স্বভাবতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়, পরন্তু, রসনা বলিবে "এই রস আমার বিষয়"; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, আমার ভাষা (রসালতার জন্য) তাহাই (সুগন্ধ) হইয়া যাইবে। আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই কবিতার রচনাশৈলী দেখিয়া* চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং তাহারা বলিয়া উঠিবে "রূপলাবণ্যের খনি উন্মুক্ত হইল"। সম্পূর্ণ পদ রচনা করিলেই, (শ্রোতাদের) মন ঐ বাক্যকে বাহুদ্বারা‡ আলিঙ্গন করিবার আশায় বাহিরে দৌড়াইবে। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন ভাব (বৃত্তি) অনুসারে উহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে, পরন্তু এই ভাষা সমানভাবে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিবে (বুঝাইবে)—যেমন সূর্য্য একাই সর্ব্ব জগতের চেতনা সম্পাদন করে। (২০) তেমনি এই ভাষার ব্যাপকতাও অসাধারণ—পঠনশীল[৩] ভাবজ্ঞের (মর্ম্মজ্ঞের) কাছে ইহা চিন্তামণির গুণ প্রকাশ করিবে। আর কি বলিব? এই ভাষারূপ থালায় কৈবল্যরস পরিবেশন করিয়া, আমি এই (গ্রন্থরূপ) অন্নদ্বারা নিষ্কাম পুরুষের আতিথ্যসৎকার করিতেছি। এখন, নিত্যনবীন আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ দীপাধারে রাখিয়া তাহার আলোকে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে না জাগাইয়া ইহা উপভোগ করিবে, তাহারই ইহা লাভ হইবে; এখানে শ্রোতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া মন দ্বারাই ইহা উপভোগ করিবেন। এই ভাষার উপরের খোলস তুলিয়া ফেলিলে ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন হইবে, এবং তখন তাহার মধ্যে সুখে অখণ্ড সুখপ্রাপ্তি হইবে। (শ্রোতাগণের মধ্যে) যদি এই সূক্ষ্মদর্শিতা আসিয়া যায়, তবেই ইহা (আমার বাণী) উপযোগী হইবে; অন্যথায়, এ সমস্তই বক্তার[৪] মৌনাবলম্বনের[৫] ন্যায় হইবে। পরন্তু, এ সমস্ত এখন থাকুক; শ্রোতাগণকে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃই অধিকারী এবং পূর্ণকাম[৬]; যাহারা আত্মজ্ঞানের

১-২ নাদের রঙ্গ (মাধুর্য্য); নদীর তরঙ্গ; † দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—চক্ষুর পূর্ণ তৃপ্তি হইবে; ‡ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—বাক্যবাহু প্রসারিত করিবে; ৩ বিচারশীল

৪-৫ মূকবধিরের সংবাদের ন্যায় হইবে; ৬ নিষ্কাম

প্রেমে স্বর্গসংসারের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই ইহার মাধুর্য্য জানিতে পারে না। কাকের যেমন চন্দ্রের সহিত পরিচয় নাই, সাধারণ লোকও তেমনি এই গ্রন্থ বুঝিতে পারিবে না, আর হিমাংশু যেমন চকোরের খাদ্য ; তেমনি ইহা (এই গ্রন্থ) জ্ঞানীজনের আশ্রয়, আর, অজ্ঞানীর জন্য অন্য গ্রাম ; সুতরাং বলিবার বিষয় আর বিশেষ কিছুই নাই। (৩০) পরন্তু প্রসঙ্গক্রমে যাহা কিছু বলিয়াছি, সেজন্য সজ্জন আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, এখন শ্রীরঙ্গ কি প্রতিপাদন করিলেন তাহাই বলিতেছি। বুদ্ধি দ্বারা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন, সেইজন্য শব্দ দ্বারাও ইহা কদাচিৎ বুঝান যায়, পরন্তু, শ্রীনিবৃত্তিনাথের কৃপাপ্রকাশে আমি তাহা দেখিতে পাইব। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞানের) বলপ্রাপ্ত হইলে, যাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাও দৃষ্টি বিনাই দেখা যায়। অথবা দৈবযোগে যদি পরশ পাথর হস্তগত হয়, তবে ধাতুবাদিগণ (অপ-রসায়ন-বিদ্‌গণ) ও যে স্বর্ণের খোঁজ পান না, লোহা হইতে সেই প্রকার বিশুদ্ধ (পনের কসের) স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনি সদ্‌গুরুকৃপা হইলে এমন কি আছে যাহা চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় না? সেইজন্য আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি সেই সদ্‌গুরুকৃপা আমি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছি। সেই গুরু-কৃপায় আমি এই তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি—আমার ভাষণ অরূপকে রূপদান করিবে, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করাইবে। শুনুন, যশ, শ্রী, ঔদার্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছয়টী শ্রেষ্ঠ গুণ যাঁহার মধ্যে বাস করে ; এবং সেজন্য যাঁহাকে ভগবান বলা হয়, যিনি নিঃসঙ্গের (বাসনাসঙ্গরহিতের) সঙ্গী (মিত্র) তিনি বলিতেছেন—"হে পার্থ, এখন দত্তচিত্ত (একাগ্রমন) হইয়া শ্রবণ কর।

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

শুন, এজগতে যোগী ও সংন্যাসী একই, কদাচিৎ যদি ইহাদের ভিন্ন মনে হয় তবে বিচার করিয়া দেখিলে উহারা দুটি একই। নামভেদের দ্বৈতাভাস ছাড়িয়া দিলে যাহা (কর্ম্ম) যোগ তাহাই সংন্যাস, ব্রহ্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে

এ দুটির মধ্যে কোনও ভেদ নাই। (৪০) ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন একই পুরুষকে ডাকা হয়, কিম্বা এক জায়গায় যাইবার দুটি ভিন্ন পথ থাকে; অথবা, জল যেমন স্বভাবতঃ একই, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ভরিলে (ভিন্ন দেখায়), যোগ ও সংন্যাসের মধ্যে ভিন্নত্বও তেমনি জানিবে। শুন, যে কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে অনুরক্ত হয় না, তাহাকেই এই জগতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যোগী বলে। পৃথিবী যেমন অহংবুদ্ধিরহিত হইয়া স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন করে, এবং তাহার বীজের (ফলের) অপেক্ষা করে না; তেমনি, যিনি[১] নিজবংশের বর্ণানুসারে কুলধর্ম্মের অনুরূপ যখন যে কর্ম্মপ্রাপ্ত হন; তাহাই যথাবিধি আচরণ করেন, পরন্তু, শরীরে দেহাভিমান পোষণ করেন না, এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্ম করিয়াও কখনও ফলাশার দিকে যায় না ('ফল পর্য্যন্ত যায় না'); তিনিই সংন্যাসী,—হে পার্থ, শুন, তিনিই নিঃসংশয়ে যোগীশ্বর। অন্যথায়, যে প্রাসঙ্গিক (নিত্যনৈমিত্তিক) বিহিত কর্ম্মকে বন্ধনকারক বলিয়া ত্যাগ করে, অথচ, সঙ্গে সঙ্গেই, অন্য এক কর্ম্ম ফাঁদিয়া বসে; সে, এক লেপ (রং) ধুইয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য রং লাগাইবার ন্যায়, আগ্রহের বশীভূত হইয়া বৃথাই বিড়ম্বনা ভোগ করে। গৃহস্থাশ্রমের বোঝা (ভার) তো স্বভাবতঃ প্রথম হইতেই মাথায় চাপিয়া আছে, তাহার উপর কি পুনরায় সংন্যাসের অভ্যাস (বোঝা) চাপাইতে হইবে? (৫০) সুতরাং, অগ্নিসেবা (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) না ছাড়িয়া, কর্ম্মের (আচার) মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন না করিয়াও, কর্ম্মযোগের মধ্যেই স্বভাবতঃ আত্মসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

শুন, 'যে সংন্যাসী সেই যোগী' এই একবাক্যতার (অভেদের) ধ্বজা জগতে অনেক শাস্ত্রের মধ্যেই উড়িতেছে। 'যেখানে সংন্যাসদ্বারা সংকল্প পর্য্যন্ত টুটিয়া যায়, সেখানেই যোগের সার প্রাপ্ত হওয়া যায়', এই সত্যই তাহারা (এই সকল শাস্ত্র) অনুভবের দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

১ বেদনির্দ্দিষ্ট বর্ণানুসারে

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

এখন, হে পার্থ, যদি যোগাচলের শিখরে উঠিতে চাও, তবে কর্ম্মমার্গের এই সোপান কখনই ত্যাগ করিও না। যমনিয়মের তলদেশ দিয়া (যমনিয়মকে ভিত্তি করিয়া) যোগাসনের পাদ-পথে প্রবেশ করিয়া, প্রাণায়ামরূপ বিষম-পর্ব্বতের উপর উঠিতে হইবে। তাহার পর; প্রত্যাহাররূপ পিচ্ছিল, অর্দ্ধভগ্ন পর্ব্বত পড়িবে—যেখানে বুদ্ধিরও পদস্খলন হয় এবং হঠযোগীও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিম্নে পতিত হন। তবে, অভ্যাসের সামর্থ্যে, প্রত্যাহাররূপ (নিরালম্ব) আকাশের পথে, বৈরাগ্যের আশ্রয়ে;[১] নখর বিদ্ধ করিয়া উঠিতে হইবে। এইভাবে, প্রাণবায়ুর আনুকূল্যে, ধারণার[২] সোপানের[৩] সাহায্যে, ক্রমে ক্রমে ধ্যানের শিখরে উঠিতে পারা যায়। তখন পথের চলা শেষ হয়, প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, সাধ্যসাধনা একত্রে আলিঙ্গন করিয়া সমরস হইয়া যায়। যেখানে সামনে চলা বন্ধ হয়, পশ্চাতের স্মৃতিও নষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ (যোগসমাধির) সমতার ভূমিতে সমাধিলাভ হয়। (৬০) এই উপায়ে, যোগারূঢ় হইয়া যিনি নিঃসীম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণের নির্ণয় করিব, শ্রবণ কর।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

যাঁহার ইন্দ্রিয়ের ঘরে বিষয়ের যাতায়াত নাই, যিনি আত্মবোধের কুঠরীতে শয়ন করিয়া আছেন; শরীরে সুখদুঃখের স্পর্শেও যাঁহার মন জাগ্রত হয় না, বিষয় কাছে আসিলেও ইহা কী তাহা জানিবার ইচ্ছাও[৪] যাঁহার হয় না; ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহার অন্তঃকরণে ফলাশা সম্বন্ধে কোনওরূপ আসক্তি থাকে না; এইভাবে, দেহধারণ করিয়াও যিনি জাগ্রত অবস্থায় (আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া) নিদ্রিতের মত থাকেন তাঁহাকে

১ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, বৈরাগ্যের,
২-৩ ধারণার প্রশস্ত ভূমি লাভ করিয়া।
৪ ইহা কি তাহা যাঁহার স্মরণ হয় না;

উত্তম যোগারূঢ় পুরুষ বলিয়া জানিবে।" তখন অর্জুন বলিলেন—"হে অনন্ত, ইহা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে,—ইহাকে এমন যোগ্যতা কে দেয়, তাহাই বলুন।"

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার এই কথাই অদ্ভুত মনে হইতেছে, এই অদ্বৈত অবস্থায়, কে, কাহাকে, কি দেয়? পরন্তু, ব্যামোহের (ভ্রান্তির) শয্যায় যখন প্রবল অজ্ঞানের নিদ্রায় মনুষ্য নিদ্রিত থাকে ('প্রবল অবিদ্যারূপ নিদ্রায় প্রবেশ করে'), তখনই জন্মমৃত্যুর দুঃস্বপ্ন ভোগ করে। পরে যখন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে, তখন সেই সমস্ত (স্বপ্নবিষয়) মিথ্যা হইয়া যায়;—এইভাবে যে সদ্ভাব উৎপন্ন হয় (আত্মবোধের উদয় হয়) তাহাও তাহার নিজের (আত্মার) মধ্যে হয়। সুতরাং, হে ধনঞ্জয়, মিথ্যা দেহাভিমানে চিত্ত লাগাইয়া এইভাবে নিজেই নিজের বধ (ঘাত) করে। ৭০

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

ইহা (এই দেহাভিমান) বিচারপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে[১] স্বয়ং নিত্যবস্তু (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়—তবে নিজেই নিজেকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। নতুবা, যে আপনার সুন্দর দেহকেই আত্মা মনে করে, সে রেশমের কীটের ন্যায় আপনিই আপনার বৈরী হয়। কি দুর্দৈব! সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মুখে এই হতভাগ্য মনুষ্য নিজের অন্ধত্ব কামনা করে এবং আপনার উন্মীলিত চক্ষুকেও বন্ধ করে। কিম্বা, কেহ ভ্রমবশতঃ বলে 'আমি তো নাই' 'আমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে'—এমনি অন্তঃকরণে মিথ্যাভাব ধরিয়া বসিয়া থাকে। যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, জীব তো ব্রহ্মবস্তুই বটে; পরন্তু, কি করা যায়! তাহার বুদ্ধি ঐ দিকেই যায় না; দেখ, স্বপ্নে আঘাত পাইলে কি সত্যই মরিতে হয়? যেমন শুকপক্ষীর দেহের ভারে নলিকা যখন উল্টা

১ বিচারপূর্ব্বক এই অহঙ্কার ত্যাগ করিলে;

দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তখন সে উড়িয়া যাইতে পারে না,* তাহার মনের আশঙ্কা দূর হয় না। সে বৃথা ঘাড় বাঁকাইয়া, শরীর ও বুক দ্বারা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া, চঞ্চুদ্বারা নল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। মনে করে 'আমি সত্যই বাঁধা পড়িলাম'—এই মিথ্যা ভাবনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং তাহার মুক্ত পদ আরও অধিক ভাবে বাঁধা পড়ে। এইভাবে, যে অকারণে বন্ধনদশায় পড়ে, তাহার সম্বন্ধে কি বলা যায় যে অন্য কেহ তাহাকে বন্ধন করিয়াছে? তাহাকে যদি অর্দ্ধেক কাটিয়াও ফেলা যায়, তথাপি সে ঐ নল ত্যাগ করিবে না। অতএব যে সঙ্কল্প-বিকল্প বাড়াইয়া যায়, সে নিজেই নিজের শত্রু; অপর যে পুরুষ এই মিথ্যা ভাব পোষণ করে না—তাহাকে আমি স্বয়ং আমার প্রিয়জন মনে করি†। (৮০)

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

যিনি নিজের অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছেন, এবং যাঁহার সকল কামনা উপশমিত হইয়াছে, পরমাত্মা তাঁহার পরও নহেন (তাঁহা হইতে পৃথক নহেন) দূরস্থও নহেন। খাদ নষ্ট হইলে সোনা যেমন শুদ্ধ (পনের কসের) হয়, তেমনি সঙ্কল্প লোপ হইলে জীব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। ঘটাকার নষ্ট হইলে যেমন ঘটাকাশকে আকাশের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্য কোথায়ও যাইতে হয় না; তেমনি, যাঁহার মিথ্যা দেহাহঙ্কার সমূলে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি প্রথম হইতেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইয়া আছেন। তখন শীতোষ্ণের প্রবাহ, সুখদুঃখের বিচার বা মান অপমানের কথা—ইহার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যে পথে সূর্য্য যায়, তাহার তেজে (আলোকে) বিশ্বের সেই প্রদেশ প্রকাশিত হয়, তেমনি, তিনি যে যে বস্তু প্রাপ্ত হন তাহা তদ্রূপ হইয়া যায়। দেখ, মেঘ হইতে পতিত বর্ষাধারা যেমন সমুদ্রকে[১] বিদ্ধ করে না,

* তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—তখন সে উড়িয়া যাইতে পারে, পরন্তু তাহার···

† "তাহাকে আমি আত্মজ্ঞানী বলি"

১ আকাশকে;

তেমনি শুভাশুভ কর্ম যোগীশ্বরের কাছে পৃথক মনে হয় না। (ক্লেশকারক হয় না)।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

বিজ্ঞানাত্মক ভাব (সংসার বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান) বিচার করিয়া দেখিলে মিথ্যা (মায়াপ্রসূত) বলিয়াই জানা যায়—পরন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ জ্ঞান (তাহাই) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। আর তখন দ্বৈতভাব না থাকায়, উহা ব্যাপক কি একদেশী (দেশকালাত্মক) তাহার আলোচনা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে শরীরী হইয়াও যিনি ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অনায়াসে পরব্রহ্মের তুল্য জ্ঞান করা যায়। (৯০) তিনি যথার্থই জিতেন্দ্রিয়, এবং তাঁহাকেই 'যোগযুক্ত' বলা যায়,—তিনি কখনও 'ছোট' 'বড়' এই ভেদ করিতে জানেন না। দেখ, তিনি মেরুপর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড ও মাটির ঢেলাকে সমান মনে করেন। তিনি এমনি নিরাকাঙ্ক্ষ (ও সমবুদ্ধি) যে যাহার তুলনায় পৃথিবীই অল্পমূল্য মনে হয়, তেমনি অনর্ঘ্য ও উত্তম রত্নকেও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় দেখেন।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

তাঁহাতে, সুহৃৎ ও শত্রু, উদাসীন (তটস্থ, পর) ও মিত্র, এরূপ ভেদভাবের বিচিত্র কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইবে? যাঁহার 'আমিই বিশ্ব' এই প্রকার বোধ (সমদৃষ্টি) হইয়াছে, তাঁহার কাছে কে কাহার বন্ধু, কেই বা শত্রু? হে কিরীটি, তাঁহার দৃষ্টিতে কি অধমোত্তম আছে? পরশ পাথরের কষ্টিপাথরে কি সোনার কসের ভেদ পাওয়া যায়? সেই কষ্টিপাথর যেমন সমস্তই শুদ্ধ সোনায় পরিণত করে, ('স্বর্ণের বর্ণভেদ দূর করে') তেমনি, তাঁহার বুদ্ধি চরাচর বিশ্বে নিরন্তর সাম্যভাবের ঔজ্জ্বল্য দেখে। এই বিশ্বরূপ অলঙ্কারের সম্ভার যদিও বিভিন্ন আকারে দৃশ্যমান, তথাপি তাহারা এক পরব্রহ্মরূপ সুবর্ণে তৈয়ারী—সমস্ত বিষয়ে তাঁহার এইরূপ উত্তম জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে এই বিচিত্র বিশ্বরচনার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ভুলাইতে পারে না।

বস্ত্রমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যায় উহা সমস্তই তন্তুর সৃষ্টি,—তেমনি, (এই বিশ্বে) এক তিনি (পরব্রহ্ম) ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই; (১০০) যাঁহার এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়াছে, যিনি ইহা অনুভব করিয়াছেন, তিনিই 'সমবুদ্ধি'—সমবুদ্ধি অন্য কিছুই নহে, জানিবে। যাঁহার নাম তীর্থরাজ, যাঁহার দর্শনে সিদ্ধি[১] প্রাপ্তি হয়, যাঁহার সংসর্গে আসিলে মোহগ্রস্ত পুরুষেরও ব্রহ্মভাব (আত্মবোধ) হয়; যাঁহার বাক্য ধর্ম্মের জীবন, যাঁহার দৃষ্টিতে মহাসিদ্ধির জন্ম হয়, স্বর্গসুখাদি যাঁহার কাছে খেলনার ন্যায়; দৈবযোগে যদি চিত্তে তাঁহার স্মরণ হয়, তবে তাহাকে (স্মরণকারীকে) আপন যোগ্যতা প্রদান করেন,—আর অধিক কি বলিব? তাঁহার প্রশংসা (স্তুতি) করাও লাভ (কল্যাণকারক)।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

যাঁহার অদ্বৈতরূপ জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইয়াছে—যাহা কখনও অস্ত যায় না, —যিনি নিরন্তর আত্মস্বরূপে স্থির ও অটল হইয়া আছেন; হে পার্থ, যাঁহার দৃষ্টি এই প্রকার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনিই অদ্বিতীয়, তাঁহাকে সহজেই ত্রিলোকে অপরিগ্রহী (সঙ্গরহিত) বলিয়া জানিবে।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ, নিজের ষড়গুণৈশ্বর্য্য হইতেও অধিক বাড়াইয়া সিদ্ধপুরুষের অসাধারণ লক্ষণগুলি বলিলেন। "যিনি জ্ঞানিজনের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রষ্টার দৃষ্টির প্রদীপ (প্রকাশ), যে সর্ব্বশক্তিমান স্বামীর সঙ্কল্পেই বিশ্বরচনা হয়; প্রণবের হাটে যে শব্দব্রহ্মরূপ গেরুয়াবস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাও যাঁহার কীর্ত্তিকে আবৃত করিতে অপ্রচুর হয় (অর্থাৎ তাঁহার মহিমা প্রকাশে অসমর্থ); যাঁহার আঙ্গিক তেজেই রবিশশীর (প্রকাশ করিবার) ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা—§সুতরাং যাঁহার তেজের প্রকাশেই জগতের পোষণ হয়; (১১০) শুধু ইহাই নহে—যাঁহার নামের মহত্ত্বের তুলনায়, সারা গগনই তুচ্ছ দেখায়—তাঁহার এক একটি গুণের মহিমা তুমি কি বুঝিবে? সুতরাং এ প্রশংসা (বর্ণনা) থাকুক,—

১ "প্রশস্তি"—পূজাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—সুতরাং এ জগৎ কি তাঁহার তেজ বিনা চলিতে পারে?

কাহার লক্ষণ বর্ণনা করিবার জন্য আমি এই সব বলিয়াছি তাহা নিজেই জানি না। শুন, যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বৈতভাব নষ্ট করে, তাহার স্বরূপ যদি উদ্‌ঘাটন করিয়া তোমাকে দেখাই, তবে 'অর্জ্জুন যে আমার অতি প্রিয়'— এই প্রীতির সম্বন্ধ (মাধুর্য্য) নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য, আমি তেমনি ভাবে বর্ণনা করি নাই, এই মিলনের[১] মাধুর্য্য স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য একটী পাতলা[২] পরদা রচনা করিয়া রাখিয়াছি। সোহংভাবে যে ভরপুর, মোক্ষসুখের যে ভিখারী, তাহার দৃষ্টির কলঙ্ক যেন তোমার প্রেমে না লাগে। কদাচিৎ ইহার অহংভাব চলিয়া গেলে সে যদি মদ্রূপ হইয়া যায়, তবে আমি একাকী কি করিব? তখন এমন কে থাকিবে যাহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে (মন শান্ত হইবে), কিম্বা যাহাকে মনের কথা মুখ ভরিয়া বলা যাইবে, অথবা যাহাকে আনন্দে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন দেওয়া যাইবে? যদি আমার সহিত ঐক্য হইয়া যায়, তবে আপনার অন্তরের যেসব উত্তম কথা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখা যাইবে না, তাহা কাহাকে শুনাইব?" এইভাবে অন্তরে ব্যাকুল হইয়া শ্রীজনার্দ্দন অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতের উপদেশ দিবার ছলে কথা দ্বারা অর্জ্জুনের মনকে নিজের মনের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন। এই কথাগুলি শুনিতে দুর্বোধ্য (কানাড়ী ভাষার ন্যায় কঠিন) হইলেও, আপনারা জানিবেন যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসুখেরই[৩] ঢালাইকরা সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি। (১২০) আর অধিক কি বলিব? একটি বন্ধ্যা স্ত্রীলোক শেষ বয়সে একটি সন্তান প্রসব করিয়া যেমন মোহের (পুত্রস্নেহের) পুতলী[৪] সাজিয়া নাচিতে আরম্ভ করে; শ্রীঅনন্তের অবস্থাও তেমনি হইল; যদি (অর্জ্জুনের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আধিক্য না দেখিতাম, তবে আমি একথা বলিতাম না। দেখ, কি আশ্চর্য্য অবস্থা, কোথায় যুদ্ধ, আর কোথায় এই উপদেশ? আর সম্মুখে এই প্রেমের প্রতিমা নাচিতেছে! প্রেমে লজ্জা§ থাকিবে না? ব্যসনে (আসক্তি) অবসাদ আসিবে না? ভ্রম হইলেও ভুলাইবে না? ইহা কি করিয়া হয়? সুতরাং, ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্জ্জুন (শ্রীকৃষ্ণের) মৈত্রীর আশ্রয়, অথবা

১-২ ইহা উপভোগ করিবার জন্য একটা পাতলা পরদা রচনা করিয়া মনকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছি ;......সপ্তভূমি বাধা রচনা করিয়াছি

৩ শ্রীকৃষ্ণরূপেরই ; ৪ ত্রিপুটী ; § প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—প্রেম ও লজ্জা, ব্যসন ও অবসাদ

সুখ-শৃঙ্গারের মানস দর্পণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্য এতই গভীর ও পবিত্র, জগতে ভক্তিবীজ বপনের তিনি এমনই সুক্ষেত্র, যে এইজন্যেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন। অহো, (ভক্তির শেষ পর্য্যায়ে) আত্ম-নিবেদনের নীচে যে 'সখ্য'রূপ 'ভূমিকা' আছে, অর্জ্জুন তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (অধিদেবতা) হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সহজেই শ্রীহরির এমন প্রিয়, যে পার্শ্বস্থিত প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) স্তুতি না করিয়া বরং তাঁহার সেবকের (অর্জ্জুনের) গুণ বর্ণনা করিলেই হয়। দেখুন, যে স্ত্রী অনুরাগভরে পতির সেবা করে, এবং যাহাকে তাহার প্রিয়োত্তম (পতি) ও সম্মান করে, পতি অপেক্ষা সেই পতিব্রতা পত্নীর প্রশংসা কেন করা হইবে না? তেমনি, আমার অন্তঃকরণ অর্জ্জুনকেই বিশেষ স্তুতি করিতে চাহিতেছে, কারণ তিনি ত্রিভুবনে সৌভাগ্যের একায়তন[১] হইয়াছেন ; (১৩০) যাহার প্রেমের বশীভূত হইয়া অমূর্ত্ত ভগবান সাকার মূর্ত্তি ধারণ[২] করিয়াছেন, পূর্ণকাম হইয়াও তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। তখন শ্রোতাগণ বলিলেন—"(আমাদের) কি সৌভাগ্য! এই ভাষণের কি অপূর্ব্ব শোভা (সৌন্দর্য্য)! ইহার মাধুর্য্য (শ্রেষ্ঠত্ব)[৩] নাদের (সপ্তস্বরের) মাধুর্য্যকেও হার মানায়। অহো, আশ্চর্য্য! ইহা সাধারণ দেশী ভাষা নহে,—এই মারাঠী ভাষার অলঙ্কারের বাঁধুনী হৃদয়াকাশে নবরসের রঙ্গীন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। জ্ঞানরূপ স্বচ্ছ জ্যোৎস্না কেমন উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, আর ভাবার্থের শান্তিরস কেমন প্রকট হইয়াছে, যাহার প্রকাশে (গীতার) শ্লোকার্থরূপ কুমুদগুলি বিকসিত হইয়া অত্যন্ত সহজবোধ্য হইয়াছে।" (এই সুন্দর ব্যাখ্যা) নিষ্কাম শ্রোতাদের সকাম করিল, তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অন্তর ভরিয়া দিল এবং তাঁহারা (আনন্দে) দুলিতে লাগিলেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব (শ্রোতাগণের) এইভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন—"আপনারা অবধান করুন, কি আশ্চর্য্য-ভাবে পাণ্ডবকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকরের উদয় হইল! দেবকী তাঁহাকে গর্ভে ধরিলেন, যশোদা তাঁহাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ[৪] করিলেন, অবশেষে তিনি সহজে পাণ্ডবগণের উপযোগী হইলেন। এইজন্য,—দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবা করা, কিম্বা অবসর প্রতীক্ষা করিয়া কিছু প্রার্থনা করা—এই প্রকার কোনও

১ আয়তন—স্থান ; ২ অঙ্গীকার ; ৩ সৌন্দর্য্য ; ৪ পালন করিলেন

ক্লেশই ভাগ্যবান অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে হয় নাই। একথা থাকুক;— এখন ত্বরা করিয়া মূল সংবাদ বলিতেছি।" তখন অর্জ্জুন অনুরাগভরে (অন্তরঙ্গভাবে) বলিলেন—"হে দেব, আপনি যে সাধুর লক্ষণের কথা বলিলেন তাহা আমার অঙ্গে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, এই লক্ষণসমূহের সারাংশের তুলনায় আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অপূর্ণ—পরন্তু আপনার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারি। (১৪০) আপনি মনে করিলে আমি ব্রহ্মও হইতে পারি, আপনি আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই অভ্যাস করিব। অহো, ইহা কাহার কাহিনী জানি না, তথাপি ইহা শুনিয়া অন্তঃকরণে তাহার প্রশংসা করিতেছি—এইরূপ যোগ্যতা অর্জন করিলে না জানি কত আনন্দ হইবে! আমার কি এইরূপ যোগ্যতা হইবে? আপনি কি প্রভু আপনার সামর্থ্যে তাহা করিবেন?" শ্রীকৃষ্ণ তখন হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাহাই করিব।" দেখুন, যতক্ষণ না (মনে) সন্তোষ লাভ হয়, ততক্ষণ সুখপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা (সঙ্কট) থাকে, পরন্তু সন্তোষ প্রাপ্তি হইলে কি কোথায়ও অপূর্ণতা থাকে? তেমনি যে সর্ব্বেশ্বরের প্রতি পূর্ণভাবে আসক্ত[১] হইয়া যায়, সে সহজেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়,—পরন্তু (অর্জ্জুনের ভাগ্যে) কি সৌভাগ্যের পক্ব ফলভার জুটিল, দেখুন! সহস্র জন্মেও যাঁহার দর্শন ইন্দ্রাদির পক্ষে দুর্লভ, তিনি অর্জ্জুনের কিরূপ অধীন হইয়াছেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। শুনুন, অর্জ্জুন 'আমি ব্রহ্ম হইব' এই কথা বলিতেই ভগবান তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি বিচার করিলেন যে ইহার বুদ্ধির উদরে বৈরাগ্যের গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ইহার উৎকট ইচ্ছা (দোহদ) হইয়াছে। এখনও বৈরাগ্যগর্ভের (মাস) সময় পূর্ণ হয় নাই, তথাপি বৈরাগ্য রূপ বসন্তের আগমনে, এই অর্জ্জুনরূপ বৃক্ষ 'সোহং'ভাবরূপ মুকুলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এইজন্য, শ্রীঅনন্তের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে অর্জ্জুনের এমন বৈরাগ্য হইয়াছে যে এখন আর মোক্ষফল-প্রাপ্তির অধিক বিলম্ব হইবে না। (১৫০) তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অর্জ্জুন এখন যে যে কর্ম্ম করিতে সংকল্প করিবে তাহা প্রথম হইতেই ফল প্রসব করিবে। সুতরাং ইহাকে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিলে তাহা ব্যর্থ

---

১ পূর্ণ সেবক

হইবে না। এইভাবে মনে বিচার করিয়া শ্রীহরি তখন বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তোমাকে এখন রাজমার্গের কথা বলিতেছি, শুন। এই পথে, প্রবৃত্তিতরুর তলায় নিবৃত্তিফলের রাশি পড়িয়া আছে দেখা যায়,—এই পথে শ্রীশঙ্কর এখনও তীর্থযাত্রীস্বরূপ চলিতেছেন। যোগিগণ প্রথম প্রথম চিদাকাশে অনেক তির্য্যগ্ মার্গে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে অনুভবের পদচিহ্ন দ্বারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন। অন্য সমস্ত অজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া তাহারা বরাবর আত্মবোধের এই সরল মার্গেই ধাবিত হন। পরে, এই পথেই মহর্ষিগণ আসিয়াছেন, সাধকেরা সিদ্ধ হইয়াছেন, আত্মজ্ঞানী এই পথেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই (রাজ) মার্গ দৃষ্টিগোচর হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইতে হয়, এই পথে রাত্রিদিবসের জ্ঞান থাকে না। চলিতে চলিতে যেখানে পদচিহ্ন পড়ে, সেখানেই অপবর্গের (মোক্ষের) খনি উন্মুক্ত হয়, মধ্যে কোন বাঁকা পথ পড়িলেও সেখানে স্বর্গসুখ লাভ হয়। পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়াই বাহির হও, কি পশ্চিমদিকেই যাও, হে ধনুর্দ্ধর, এই পথে 'নিশ্চল' (প্রশান্ত) হইয়া চলিতে হয়। এই মার্গে যেখানে যাওয়া যায়, সেই গ্রামই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়,—ইহা কি তোমাকে বলিতে হইবে? তুমি নিজেই ইহা সহজে জানিতে পারিবে।" (১৬০) তখন পার্থ বলিলেন—"হে দেব, কখন জানিতে পারিব? উৎকণ্ঠারূপ সমুদ্রে আমি ডুবিতেছি, আপনি কি আমাকে তুলিবেন না"? তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"এমন উৎকণ্ঠিত (অধৈর্য্য) হইয়া কেন কথা বলিতেছ? আমি তো নিজেই বলিতেছিলাম, এ সময় তুমি প্রশ্ন করিলে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১

এখন আমি (এ সম্বন্ধে) বিশেষভাবে তোমাকে উপদেশ করিতেছি, পরন্তু, ইহা অনুভবের দ্বারাই উপযোগী হইবে; এইজন্য তেমনি একটি স্থান দেখিয়া লইতে হইবে; যেখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় একবার বসিলে আর উঠিতে ভাল লাগিবে না, যে স্থান দেখিলেই বৈরাগ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে; যেখানে[১] বসিলে সন্তোষের পুষ্টিবিধান হয়, এবং যেখানে মন[২] ধৈর্য্যের আধার হয়;

---

১ যেখানে সাধুসন্তগণ বাস করেন, এবং··· ২ মনে ধৈর্য্যের উৎসাহ হয়

যোগাভ্যাস আপনা আপনিই হইতে থাকে, স্থানের এমনি অখণ্ড রম্য পরিবেশ যে হৃদয়ে আত্মানন্দের অনুভব বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। হে পার্থ, ইহার কাছে আসিলেই পাষণ্ডের (নাস্তিকের) হৃদয়েও শ্রদ্ধা (আস্থা) উৎপন্ন হয়, এবং তাহার তপশ্চর্য্যা করিবার ইচ্ছা হয়। একটি সকাম মনুষ্য সহজে (নিজকার্য্যে) পথ চলিতে চলিতে যদি অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়, তবে ফিরিয়া যাইতেও ভুলিয়া যায়। সেখানে যে থাকিতে চায় না তাহাকেও থাকিতে হয়, যে চলিয়া যাইতে চায় তাহাকে বসিতে হয় (দোলায়মান মনকে স্থির করে),—সে স্থান চাপড় মারিয়া বৈরাগ্যকে জাগ্রত করে। সে স্থান দেখিবামাত্র শৃঙ্গারপ্রিয় (বিলাসী) পুরুষেরও উত্তম রাজ্য ছাড়িয়া সেখানেই শান্তভাবে বাস করিবার ইচ্ছা হয় (১৭০)। সে স্থান এমন রমণীয় (উত্তম) ও বিশুদ্ধ হইবে যে চক্ষুর সম্মুখে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকট হইবে। আর একটি বিষয় দেখিতে হইবে—সে স্থানে শুধু সাধকই বাস করিয়াছেন, অন্য লোকের (পদধ্বনিতে) পদধূলিতে ঐস্থান মলিন হয় নাই। সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের ঝাড় থাকিবে, যাহার মূল পর্য্যন্ত অমৃতের ন্যায় মিষ্ট, এবং যাহা সদা ফলপ্রসবকারী। প্রতি পদক্ষেপে জলাশয় থাকিবে; পরন্তু, বর্ষাকালেও যাহার জল নির্ম্মল থাকে এমনি প্রচুর জলের ঝরনা থাকিবে। সামান্য রৌদ্র-তাপ থাকিবে, শান্ত শীতল পবন মৃদুমন্দ বহিবে। চতুর্দ্দিকে অতিশয় নিঃশব্দ বন এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে সেখানে শ্বাপদ প্রবেশ করিতে পারে না, শুক এবং ভ্রমর সেখানে যায় না। জলের ধারে কখনও কোনও সময়ে হংস, দুচারিটী সারস পক্ষী, কিম্বা কদাচিৎ কখনও কোকিলও আসিয়া বসে। সর্ব্বদা নয়, তবে মাঝে মাঝে ময়ূর আসা যাওয়া করিলে আমি আপত্তি করিব[1] না। পরন্তু, হে পাণ্ডব, এমন স্থানই জোটান আবশ্যক—যেখানে প্রস্তরশূন্য[2] পরিষ্কৃত স্থানে মঠ বা শিবালয় থাকিবে। এ দুটির মধ্যে যেখানে ভাল লাগে, বা চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া একান্তে বসিতে হইবে (১৮০); মোটের উপর, তেমন একটী স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যেখানে দেখিবে মন স্থির হয়; সেখানে মনস্থির হইলে, এমন আসন রচনা করিতে হইবে; যাহার উপরে সুন্দর মৃগচর্ম্ম (কৃষ্ণাজিন), মধ্যে ভাঁজকরা বস্ত্রখণ্ড,

১ 'না' বলিব না; ২ গুপ্ত

এবং সর্ব্বনিম্নে অখণ্ড দর্ভাসন (কুশাঙ্কুর)। এই কুশাঙ্কুর অতিশয় কোমল হইবে, এবং এমন যত্নসহকারে বুনান হইবে যে তাহারা সমানভাবে সুবিন্যস্ত থাকে ; পরন্তু উঁচু হইলে অঙ্গ হেলিবে, নীচু হইলে ভূমি দোষ ঘটিবে (ভূমি স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে) ; সুতরাং, এইরূপ করিবে না—আসনটীকে সমান রাখিতে হইবে ; অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—আসনটী এইরূপ হওয়া চাই।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

তখন, ঐ আসনে আপন অন্তঃকরণ একাগ্র করিয়া, অনুভব দ্বারা গুরুস্মরণ করিবে। আদরে (শ্রদ্ধাসহকারে) গুরুদেবকে স্মরণ করিবে যতক্ষণ না সবাহ্য সাত্বিক ভাবে ভরিয়া যায়, এবং অহংভাবের কাঠিন্য দূর হয়। বিষয়ের বিস্মৃতি হইবে, ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন (চঞ্চলতা) বন্ধ হইবে, এবং হৃদয়ের মধ্যে মন শান্ত হইয়া বসিবে। এমনিভাবে, যতক্ষণ না ঐক্য সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রহিবে—এইরূপ আত্মবোধের অবস্থায় আসনের উপর বসিয়া থাকিবে। তখন এমনি অনুভবের উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইবে—যে মনে হইবে অঙ্গের সাম্যাবস্থা হইয়াছে ('অঙ্গই অঙ্গকে সামলাইতেছে'), প্রাণবায়ুই প্রাণবায়ুকে ধরিয়া আছে। (১৯০) প্রবৃত্তি পশ্চাতে ফিরিবে (পরাঙ্‌মুখ হইবে), সমাধি সহজলভ্য হইবে (কাছে আসিবে), অভ্যাসদ্বারাই আসনে বসিবামাত্র এ সমস্ত সহজসাধ্য হইবে।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

মুদ্রার এমনি মহত্ত্ব, তাহাই এখন বলিতেছি, শুন ;—জঙ্ঘাদ্বয় উরুর সহিত লাগাইয়া (আসনে বসিবে)। পদতল দুটি বাঁকাইয়া আধারক্রমের (আধারচক্রের) মূলে স্থিরভাবে লাগাইয়া জোরে চাপ দিতে হইবে। দক্ষিণ চরণ নীচে নামাইয়া (শিশ্ন হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত যে রেখা আছে, সেই) রেখার মধ্যস্থলে চাপ দিতে হইবে, বামচরণ সহজেই উপরে থাকিবে ; গুহ্যদ্বার হইতে শিশ্নের মধ্যে যে চার অঙ্গুলী স্থান আছে, তাহার প্রান্ত হইতে

দেড় দেড় অঙ্গুলী ছাড়িয়া মধ্যস্থলে যে এক অঙ্গুলী স্থান থাকে সেখানে (দক্ষিণ পদতলের) গোড়ালীর পিছন ভাগ দিয়া চাপিতে হইবে এবং অঙ্গ উপরের দিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। পৃষ্ঠান্ত (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) এমনভাবে সামান্য উঠাইবে যে উপরের অঙ্গ উঠিল কি না উঠিল বুঝা যাইবে না, গুল্‌ফদ্বয়ও সেই পরিমাণে তুলিয়া ধরিবে। হে পার্থ, তখন সমস্ত শরীরের ভার গোড়ালীর মাথার উপর 'স্বয়ম্ভু' (স্বতঃসিদ্ধ) হইয়া থাকিবে। হে অর্জ্জুন, ইহাকেই মূলবন্ধের লক্ষণ বলিয়া জানিবে, ইহারই (গৌণ) অপর নাম বজ্রাসন। এইভাবে, মূলাধারে ('আধারচক্রে') যখন ('মূলবন্ধ') আসন সিদ্ধ হয় এবং (অপানবায়ুর) অধোগতি বন্ধ হয়, তখন অপানবায়ু ভিতরের দিকে সঞ্চারিত হয়। (২০০) তখন, উভয় হস্ত দ্রোণাকারে বাম চরণের উপর বসিবে, এবং 'বাহুমূল' (স্কন্ধদেশ) উঁচু হইয়াছে, দেখাইবে। মধ্যস্থলে শরীরদণ্ড সোজা উন্নত অবস্থায় থাকায় মনে হইবে উহার মধ্যে মস্তক ঢুকিয়া গিয়াছে, এবং চক্ষের পাতা বন্ধ হইবার মত দেখাইবে। উপরের পাতা নড়িবে না, নীচের পাতা খোলা থাকিবে, তাহাতে চক্ষুর অর্দ্ধোন্মীলিত অবস্থা হইবে। দৃষ্টি ভিতরের দিকেই রহিয়া যায়, কৌতুকে বাহিরে আসিলেও নাসিকাগ্রেই থামিয়া যায়। এইভাবে দৃষ্টি বেশীর ভাগ অন্তরেই থাকে, বাহিরে আসিতে পারে না, সেইজন্য ঐ অর্দ্ধদৃষ্টি নাসিকাগ্রেই স্থির হইয়া থাকে। তখন কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করা, কিম্বা, কোনও বস্তুর আকার বা রূপ দেখার ইচ্ছা—এ সমস্তই আপনা আপনি চলিয়া যায়। কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত হয়, চিবুক কণ্ঠাস্থির মধ্যস্থলে লাগিয়া বক্ষঃস্থলে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়; মধ্যে কণ্ঠমণি (কণ্ঠনাল) ও অদৃশ্য হয়, হে পাণ্ডুকুমার, এই প্রকার যে বন্ধ হয়, তাহাকে 'জালন্ধর' বন্ধ বলে। নাভি উপরে উঠিয়া আসে, উদর ভিতরে ঢুকিয়া সমতল হয় এবং অন্তরে 'হৃদয়কমল বিকশিত হয়। হে কিরীটি, নাভির নীচে, স্বাধিষ্ঠানচক্রের উপরে (লিঙ্গমূলের উপরে) যে 'বন্ধ' হয় তাহাকে 'উড্ডীয়ান' ('ওড়িয়ান') বন্ধ কহে। (২১০)

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

এইভাবে, শরীরের বাহিরে যখন নিরবচ্ছিন্ন যোগাভ্যাসের আবরণ পড়ে, তখন অন্তরে মনোধর্ম্মের আধার নষ্ট হইয়া যায়। কল্পনা স্থগিত হয়, প্রবৃত্তি

শান্ত হইয়া যায়, শরীর ও মন স্বতঃই বিশ্রাম লাভ করে। ক্ষুধার কি হইল? নিদ্রা কোথায় গেল? ইহাদের স্মৃতিও চলিয়া যাওয়ায়, তাহাদের আর শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলবন্ধে আবদ্ধ অপানবায়ু শরীরের মধ্যে ফিরিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরে বিস্তৃত হইতে গিয়া বিপদে পড়ে। ক্ষোভে মত্ত হইয়া ঐ বদ্ধ জায়গায় গর্জ্জন করিতে থাকে, এবং থাকিয়া থাকিয়া (নাভিদেশের) মণিপুরচক্রে ধাক্কা মারে।

তাহার পর এই ঝঞ্ঝা (ঝড়) শান্ত হইলে উহা (উদররূপী) ঘরের গহ্বরে ঢুকিয়া তোলপাড় করে এবং বাল্যকাল হইতে সঞ্চিত মল বাহির করিয়া দেয়। উদরের মধ্যে স্থান হয় না বলিয়া শরীরের অন্যান্য প্রকোষ্ঠেও ঢুকিয়া পড়ে, ও কফপিত্তাদির আধার নষ্ট করে। সপ্তধাতুর সমুদ্র উল্‌টাইয়া দেয়, মেদের পর্ব্বত চূর্ণ করে, অস্থির ভিতর হইতে মজ্জা বাহির করিয়া দেয়। নাড়ীগুলি খুলিয়া দেয়, অবয়বগুলি শিথিল করে, এই ভাবে সাধককে ভয় দেখায়, পরন্তু, যোগসাধকের ইহাতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। ব্যাধি উৎপন্ন করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দূর করে—শরীরের (কফপিত্তাদি) জলীয় অংশ ও (মেদমজ্জাদি) পার্থিব অংশ মিশাইয়া একত্র করে। (২২০) হে ধনুর্দ্ধর, তখন অন্যদিকে, আসনের উত্তাপে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। নাগিনীর শিশুকে কুঙ্কুমে স্নান করাইয়া দিলে সে যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যায়; তেমনি, এই ক্ষুদ্র কুণ্ডলিনী সাড়ে তিনটী কুণ্ডলী পাকাইয়া অধোমুখে সর্পিণীর ন্যায় নিদ্রিত থাকে। বিদ্যুল্লতার কঙ্কণ, কিম্বা বহ্নিশিখার বেষ্টনী, অথবা উত্তম খাঁটি স্বর্ণখণ্ডের ন্যায়; (এই কুণ্ডলিনী) নাভিস্থানের স্বল্পপরিসর স্থানে সুবদ্ধ অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া আছে, উহা বজ্রাসনের চিম্‌টীতে (প্রভাবে) জাগিয়া উঠে। তখন যেন নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইল, কিম্বা সূর্য্যের আসন টলিল, অথবা তেজের বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম হইল; তেমনি ভাবে এই কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলী ত্যাগ করিয়া, কুতূহলে অঙ্গ মোড়া দিয়া, নাভিকন্দের উপর উঠিয়া বসে, দেখা যায়। স্বভাবতঃ অনেক দিনের ক্ষুধা, তাহার উপর জাগাইয়া দেওয়ার জন্য, আবেশভরে মুখ বিস্তার করিয়া উপর দিকে তুলিয়া ধরে। তখন, হে কিরীটি, হৃদয়াকাশের নীচে যে বায়ু ভরিয়া থাকে, তাহার সবটুকুই গ্রাস করে। মুখনিঃসৃত জ্বালা (অগ্নি) দ্বারা উপরে ও নীচে মাংসের গ্রাস তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করে। (২৩০) যেখানে

যেখানে মাংস থাকে সেখান হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া খায়, পরে হৃদয়স্থল হইতেও দুএক গ্রাস তুলিয়া লয়। তারপর হস্তপদতল পরিষ্কার করে (মাংস তুলিয়া লয়), উপরের অংশও ভেদ করে, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সন্ধি খুঁজিয়া বাহির করে। অধোভাগকেও ছাড়িয়া দেয় না, নখের সত্ত্ব (সার) বাহির করিয়া লয়, এবং ত্বককে ধুইয়া (রস বাহির করিয়া) পঞ্জরাস্থির সঙ্গে লাগাইয়া দেয়। অস্থির নলের রস শুষিয়া শিরার অভ্যন্তরের শাঁস কুরিয়া বাহির করে, তখন রোমবীজের (কেশমূলের) বাহিরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। সপ্তধাতুর* সাগরে এক চুমুকে নিজের তৃষ্ণা মিটায়, ফলে সর্ব্ব শরীর শুকাইয়া খট্‌খট্‌ করে। নাসাপুটের মধ্য হইতে যে বায়ু বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহির হয়, তাহাকে ধরিয়া পশ্চাতে নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। তখন নীচের বায়ু উপরে গিয়া সঙ্কুচিত হয়, উপরের বায়ু নীচে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করে,—ইহাদের মিলনের মধ্যে চক্রের পরদা থাকিয়া যায়। নতুবা, এ দুটি (প্রাণ ও অপানবায়ু) একসঙ্গে মিলিতে পারিত ; পরন্তু, কুণ্ডলিনী ক্ষণেকের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া বলে—'দূরে হটিয়া যাও, তোমরা এখানে কি করিতেছ ?' শুন, পার্থিব ধাতু সমস্তই খাইয়া ফেলে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—এবং জলীয় অংশও সব চাটিয়া সাফ করে। এইভাবে, শরীরের দুই মহাভূতকে খাইয়া সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইলে, শান্ত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর পাশে গিয়া বসে। (২৪০) তখন তৃপ্তির সন্তোষে মুখ হইতে যে গরল উদ্‌গার করে, উহারি বিষ অমৃত হইয়া[১] প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত রাখে। সেই প্রাণবায়ু গরলরূপ অগ্নি হইতে বাহির হয়, পরন্তু, শরীরের অন্তর বাহির শীতল করে,—তখন যে সামর্থ্য পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা অঙ্গে পুনরায় আসিতে আরম্ভ করে। নাড়ীর পথ বন্ধ হয়, নববিধ† বায়ুর প্রবাহও বন্ধ, এইজন্য শরীরের ধর্ম্মও লোপ পায়। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী একত্র হয়, তিনটি গ্রন্থিও খুলিয়া যায়, এবং ছয়টি চক্রের পরদা (আবরণ) ছিন্ন হয়। তখন, নাসিকারন্ধ্রের দুটি বায়ু—যাহাদের শশী

* রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র

১ তাহারি অমৃত ;

† অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ;

ও সূর্য্য নামে কল্পনা করা হয়—এমন স্থির হইয়া যায়, যে তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেমন প্রদীপের প্রকাশে মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[১] বুদ্ধির স্ফুরণ বন্ধ হয়, ঘ্রাণে যে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহাও কুণ্ডলিনীর সহিত মধ্যমা (সুষুম্না) নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উপরিস্থিত চন্দ্রামৃতসরোবর ধীরে ধীরে উল্‌টাইয়া কুণ্ডলিনীর মুখের সহিত মিলিত হয় (সেই অমৃত কুণ্ডলিনীর মুখের মধ্যে পড়িতে থাকে)। এই সংযোগে কুণ্ডলিনী সেই অমৃতরসে ভরিয়া যায়, এবং তাহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়; প্রাণবায়ুর সহিত যেখানে যায় সেখানেই শোষিত হয়। (ধাতু গলাইবার) মাটির মুচি (ছাঁচ) গরম করিলে যেমন মোম বাহির হইয়া যায়, এবং মুচি ঢালা ধাতুর রসে ভরিয়া থাকে; তেমনি, মনে হয় যেন শরীরের আকারে (চন্দ্রের সপ্তদশ) কলাই (কান্তি) অবতীর্ণ হইয়াছে, উপরে মাত্র ত্বকের পরদা আচ্ছাদন করিয়া আছে। (২৫০) সূর্য্য যেমন মেঘের বোরখা (আবরণ) পরিয়া থাকে, পরন্তু ঐ আবরণ সরিয়া গেলে আপন দীপ্তিতে প্রকট হয়; তেমনি, শরীরের উপরে যে শুষ্ক ত্বকের পরদা থাকে, তাহা তুষের ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তখন অবয়বকান্তির ঔজ্জ্বল্য এমন দেখায় যে মনে হয় যেন শুদ্ধ স্ফটিকের মূলস্বরূপ, কিম্বা রত্নবীজের অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; অথবা, যেন সন্ধ্যারাগের রং লইয়া তাহার শরীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; কিংবা, যেন অন্তঃচৈতন্যের জ্যোতির্লিঙ্গ তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই শরীর যেন কুঙ্কুমে ভরা, সিদ্ধরসে (অমৃতে) ঢালা মূর্ত্তি, আমার মনে হয় যেন উহা শান্তিরই প্রতিমূর্ত্তি; উহা যেন আনন্দচিত্রের লেপ (রঙীন চিত্র), অথবা মহাসুখের (আত্মসুখের) স্বরূপ, কিম্বা যেন সন্তোষরূপ বৃক্ষের চারা দৃঢ়ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে; উহা যেন স্বর্ণ চম্পকের কলি, কিম্বা অমৃতের পুতলী, অথবা কোমলতায় তৈয়ারী বাগান; অহো, আমার মনে হয় যেন শরৎ ঋতুর আর্দ্রতার মধ্যে চন্দ্রবিম্ব (পল্লবিত) উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, কিম্বা যেন মূর্ত্তিমান তেজই আসনের উপর বসিয়া আছে। কুণ্ডলিনী যখন চন্দ্রামৃত পান করে, তখন শরীর এমনিই হয়, দেহাকৃতি দেখিয়া কৃতান্তই ভয় পায়। বার্দ্ধক্য পিছু হটিয়া যায়, তারুণ্যের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, লুপ্ত বাল্যদশা পুনরায়

১ একটা দীপ লইয়া খুঁজিলেও তাহাদের পাওয়া যায় না।

ফিরিয়া আসে। (২৬০) বয়সের বিচার করিলে এইরূপই দেখায়, পরন্তু (তাহার সামর্থ্য এত অধিক যে) 'বাল' শব্দের অর্থ 'বলই' ধরিতে হইবে; তাহার ধৈর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বও অতুলনীয়। কনকদ্রুমের পল্লবে নিত্যনব রত্নকলিকার উদগমের ন্যায় তাহার সুন্দর নখ নূতন করিয়া বাহির হয়। নূতন (অল্প) দাঁতও গজায়, পরন্তু তাহা অত্যন্ত ছোট ছোট হয়, মনে হয় যেন দুধারে হীরার পংক্তি বসান হইয়াছে। অণুপ্রমাণ মাণিকের ছোট ছোট কণার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে রোমাগ্র সহজে বাহির হয়। করচরণতল রক্তকমলের মত দেখিতে হয়, চক্ষু ধৌত হইয়া নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয়,—তাহার কি বর্ণনা করিব? পরিপূর্ণ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে মুক্তা যেমন শুক্তির আবরণের মধ্যে কুলায় না, এবং শুক্তিপল্লবের জোড় খুলিয়া যায়; তেমনি চক্ষুর দৃষ্টি পাতার আবরণের মধ্যে সমাবিষ্ট থাকে না, বাহিরে আসিতে চায়, এবং অর্দ্ধনিমীলিত হইলেও যেন আকাশের বিস্তারের ন্যায় দেখায়।[১] শুন, দেহ দেখিতে স্বর্ণকান্তি হইলেও বায়ুর ন্যায় হাল্‌কা হয়, কারণ তাহাতে পার্থিব ও জলীয় অংশ নাই। তখন (ঐ যোগী) সমুদ্রের ওপারের দৃশ্যও দেখিতে পায়, স্বর্গের নাদও শুনে, পিপীলিকারও মনের ভাব বুঝিতে পারে। পবনের ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করে, (জলের উপর চলিলেও) পায়ে জলস্পর্শ করে না,—এইরূপ বহুপ্রকারের সিদ্ধিলাভ হয়। (২৭০) আরও শুন, প্রাণবায়ুর হাত ধরিয়া, হৃদয়াকাশকে সিঁড়ি করিয়া, মধ্যমার (সুষুম্নার) মধ্যস্থিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি হৃদয়কমলে পৌঁছিয়া যান; তিনিই জগদম্বা কুণ্ডলিনী, যিনি চৈতন্যচক্রবর্ত্তীর (জীবাত্মার) শোভা, যিনি বিশ্ববীজের অঙ্কুরের (জীবের) উপর ছায়া বিস্তার করিয়া আছেন; তিনিই নিরাকারের চিহ্নস্বরূপ শিবলিঙ্গ, তিনিই পরমাত্মশিবের পূজার পেটিকা, তিনিই প্রাণের প্রকৃত জন্মভূমি। আর অধিক কি বলিব? সেই কুণ্ডলিনী যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে, তখন অনাহত ধ্বনি উত্থিত হয়। এই কুণ্ডলিনীশক্তির অঙ্গস্পর্শে বুদ্ধিরও চৈতন্য হয়, এবং উহা ঐ ধ্বনি অল্প অল্প শুনিতে পায়। এই ঘোষের কুণ্ডে, মনে হয়, যেন প্রণবের আকারে নাদচিত্রের সুন্দর রূপ অঙ্কিত আছে। ইহা কল্পনা করিয়াই জানিতে হয়,

১ সারা গগনকে ব্যাপ্ত করিতে চায়;

পরন্তু কল্পনাকারীই বা কি করিয়া জানিবে? এইজন্য, ঐস্থানে কেমন করিয়া গর্জ্জন হয় তাহা কেহই জানে না। হে অর্জ্জুন, আমি একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি; যতক্ষণ না বায়ুর নাশ হয়, ততক্ষণ হৃদয়াকাশে ঐ ধ্বনি থাকে, এইজন্য উহা গর্জ্জন করে।[১] যখন এই অনাহত মেঘের ধ্বনি আকাশে (হৃদয়াকাশে) গর্জ্জন করে, তখনি ব্রহ্মরন্ধ্রের জানালা সহজে খুলিয়া যায়। আর শুন, কমলগর্ভাকারে যে দ্বিতীয় মহদাকাশ আছে,—যেখানে চৈতন্য অবস্থান করে[২] এইরূপ আভাস হয়; (২৮০) হৃদয়ের উপরে সেই মহদাকাশে কুণ্ডলিনী পরমেশ্বরী প্রবেশ করিয়া (চৈতন্যকে) তেজরূপ খাদ্য অর্পণ করে। বুদ্ধিরূপ শাক দ্বারা এমন উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে যে সেখানে দ্বৈতভাব অদৃশ্য হয়। এমনিভাবে, কুণ্ডলিনী নিজ কান্তি ত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণবায়ু হইয়া যায়,—তখন তাহাকে কেমন দেখায় বলিতেছি শুন। অহো, উহা যেন কোনও বায়ুর পুত্তলী, স্বর্ণসূতী শাড়ী পরিয়াছিল, তাহা খুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অথবা, যেন কোনও দীপশিখা বায়ুর ঝাপটায় নিবিয়া গেল, কিম্বা, আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া অদৃশ্য হইল। তেমনি, হৃদয়কমল পর্য্যন্ত যেন সোনার হারের ন্যায় দেখায়, অথবা, যেন প্রকাশরূপ জলের ঝরনা প্রবাহিত হইয়া আসে; এবং হৃদয়ভূমির গহ্বরের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যায়,—এইভাবে শক্তির রূপ (কুণ্ডলিনী) শক্তির মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হয়। তথাপি, তখন তাহাকে শক্তিই বলিতে হয়, নতুবা, তাহাকে শুধু প্রাণ বলিয়াই জানিবে,—তখন নাদবিন্দু, কলা, জ্যোতিঃ—এসব কিছুই থাকে না। মনকে জয় করা, কিম্বা বায়ুকে রোধ করা, অথবা ধ্যানের আদর করা —এসব নানাপ্রকারের অভ্যাস (আবশ্যক হয় না); সঙ্কল্প বিকল্প—এই প্রকার কিছুই হয় না; তখন যেন এই স্থিতি নিশ্চিতভাবে পঞ্চমহাভূতকে গলাইবার মুচিস্বরূপ হয়।” (২৯০) পিণ্ডের* মধ্যে পিণ্ডকে গ্রাস করান (পঞ্চমহাভূতের মধ্যে পঞ্চমহাভূতের লয়)—ইহাই নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার রহস্য—পরন্তু, ইহারই অভিপ্রায় শ্রীমহাবিষ্ণু (সঙ্কেতে) বর্ণনা করিলেন।

---

১ প্রতিধ্বনি হয়;

২ নিরাধার স্থিতিতে বাস করে;

* পিণ্ড=লিঙ্গদেহ, শরীর;

সেই ধ্বনিতার্থের গাঁঠরী খুলিয়া আমি শ্রোতারূপ গ্রাহকের সম্মুখে যথার্থ ভাবার্থরূপ বস্ত্রের ভাঁজ খুলিয়া স্পষ্টভাবে দেখাইতেছি।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিযতমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

শুন, শক্তির তেজ লুপ্ত হইলে দেহও তাহার রূপ (আকার) হারায়, এবং তাহা জগতের চক্ষুর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় (জগতের চক্ষু ঐরূপ দেখিতে পায় না)। সাধারণতঃ, ঐ দেহকে পূর্ব্বের ন্যায় সাবয়বই দেখায়, পরন্তু, মনে হয় যেন উহা বায়ুদ্বারা গঠিত। অথবা, যেন একটি কদলীবৃক্ষ উপরের খোলস ছাড়িয়া শুধু শাঁস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিম্বা যেন আকাশে অবয়ব বাহির হইল। শরীর এইরূপ হইলে তাহাকে খেচর বলা হয়, এই পদপ্রাপ্তি হইলে (আকাশবিহারী হইলে) এই যোগীর দেহ লোকের চক্ষে চমৎকার দেখায়। দেখ, সাধক চলিয়া গেলে, পশ্চাতে যে তাহার পদচিহ্নের রেখা পড়িয়া থাকে, সেখানে অণিমাদি সিদ্ধিসকল দাঁড়াইয়া থাকে। পরন্তু, সে (সিদ্ধির) কথায় আমাদের কি কাজ? হে ধনঞ্জয়, ইহাই জানিয়া রাখ যে ঐ দেহীর দেহেই ভূতত্রয় (পৃথ্বী, অপ্ ও তেজ এই তিনটী মহাভূত) লোপ পায়। পৃথ্বীর অংশ জলে গলিয়া যায়, জলকে তেজ শুকাইয়া লয়, তেজ হৃদয়ের মধ্যে বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। পরে, একমাত্র বায়ুই শরীরের আকারে থাকিয়া যায়, তাহাও আকাশের মধ্যে সমরস হইয়া মিলাইয়া যায়। (৩০০) ঐ সময়ে, তাহার 'কুণ্ডলিনী' এই নামের পরিবর্ত্তে 'মারুতী' (বায়ু) এই নাম হয়, পরন্তু যতক্ষণ না শিবে (ব্রহ্মস্বরূপে) মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'শক্তি'রূপেই থাকে। তখন, 'জলন্ধর' বন্ধ ত্যাগ করিয়া, (কণ্ঠস্থানে সুষুম্নার) 'কাকীমুখ' চক্রভেদ করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রের 'গগন' রূপ পর্ব্বতে আরোহণ করে। সেখানে, ওঁকারের পিঠে পাদস্থাপন করিয়া সত্বর 'পশ্যন্তী' বাণীর সিঁড়ি (পশ্চাতে ফেলিয়া) পার হইয়া যায়। এবং সম্মুখে, নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনিভাবে, (ওঁকারের) অর্দ্ধমাত্রা পর্য্যন্ত ব্রহ্মরন্ধ্রের আকাশের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর, ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থির হইয়া, 'সোঽহম্' ভাবের বাহু বিস্তার করিয়া, দৌড়াইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হয় (পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করে)। তখন পঞ্চমহাভূতের যবনিকা ছিন্ন হইয়া

দুটির (শিব ও শক্তির) মধ্যে ঐক্য হয়, এবং গগন সহিত সমস্ত ব্রহ্মানন্দে সমরস হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের জল যেমন (বৃষ্টিরূপে) মেঘ হইতে বাহির হইয়া (নদীর) প্রবাহে পড়িয়া, পুনরায় আপনার স্বরূপেই ফিরিয়া আসে ; তেমনি, হে পাণ্ডুকুমার, শরীরকে নিমিত্ত করিয়া জীবাত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিয়া এইভাবে তাঁহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। তখন দ্বৈতাদ্বৈত (জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন, কিম্বা দুই এক বস্তু, এ) সম্বন্ধে পূর্ণ বিবেচনা করিবার অবকাশ থাকে না। গগন গগনে লয়প্রাপ্ত হয়, এই যে তত্ত্ব (এই যে কিরূপ স্থিতি) ইহা অনুভবের দ্বারা জানিলেই প্রকৃতভাবে জানা যায়। (৩১০) এইজন্য, এরূপ কোন ভাষাই নাই যাহাদ্বারা এই সংবাদ (আলোচনা) প্রকাশ করা যায় ("'ইহা বাণীর হাত ধরিয়া আসে না, যাহাতে ইহাকে সংবাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করান যায়')। হে অর্জ্জুন, সাধারণতঃ যে 'বৈখরী' বাণী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে,[১] তাহাকেও দূরে ঠেলিয়া রাখে। ভ্রূলতার পশ্চাতে ভিতরের দিকে (ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা) 'ম'কারও প্রবেশ করিতে বাধা পায়, একা প্রাণবায়ুর গগনের দিকে যাইতে সংকট উপস্থিত হয়। অনন্তর, ঐ প্রাণবায়ু (ব্রহ্মরন্ধ্রের) আকাশে মিলাইয়া যায়, তখন 'শব্দরূপ' দিবসেরও অস্ত হয় (শব্দ লয়প্রাপ্ত হয়), তাহার পর আকাশতত্ত্বেরও লয় হয়। তখন মহাশূন্যের গহ্বরে গগনের কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না—সেখানে শব্দকে কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? সুতরাং তাহাকে অক্ষরে ধরা যায় না, কানেও শুনিতে পাওয়া যায় না—এভাবে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বা প্রকট হয় না—ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলা যায়। যদি কখনও দৈবযোগে, ইহা অনুভব দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে নিজেই ঐ বস্তু (আত্মস্বরূপ) হইয়া যাইবে। ইহার পর আর জানিবার কিছুই থাকে না,—সুতরাং, হে ধনুর্দ্ধর, এখন বৃথা আর কত বলিব ? এইভাবে, যেখান হইতে সর্ব্বপ্রকার শব্দ ফিরিয়া আসে, যেখানে সঙ্কল্পের আয়ুর অবসান হয়, বিচারের বায়ুও[২] যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না[৩] ; যাহা 'উন্মনী' অবস্থার লাবণ্য, 'তুরীয়' অবস্থার তারুণ্য, যাহা অনাদি,

১ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার গর্ব ধারণ করে ;

২-৩ যেখানে প্রবেশ করে ;

অগণ্য (অপরিমেয়) পরমতত্ত্ব ; (৩২০) যাহা আকারের সীমা, মোক্ষের শান্ত স্থিতি, যেখানে আদিও অন্ত লয়প্রাপ্ত হয়, যাহা বিশ্বের মূল কারণ (আদিবীজ) ; যোগসাধনারূপ বৃক্ষের ফল, এবং আনন্দময় শুদ্ধ চৈতন্য ; যাহা পঞ্চমহাভূতের বীজ, মহাতেজের তেজ,—হে পার্থ, যাহা আমার নিজের স্বরূপ ; নাস্তিকগণ দ্বারা ভক্তবৃন্দের উৎপীড়ন দেখিয়া তাহাই এই চতুর্ভুজ আকারে রূপ গ্রহণ করিয়া শোভা পায়। এই মহাসুখাত্মক পরমাত্মতত্ত্ব অবর্ণনীয়, পরন্তু, যে পুরুষ অন্তিম উৎকর্ষ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অক্লান্ত প্রযত্ন করিয়া যায়, সেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আমি যে সাধনের কথা বলিয়াছি, তাহা যে শরীর দ্বারা আচরণ করে, সে শুদ্ধ হইয়া আমার সমান যোগ্যতা লাভ করে। তাহার শরীরকান্তি এমনি দেখায় যে মনে হয় যেন পরব্রহ্মের রস দেহাকৃতিরূপ ছাঁচে ঢালিয়া, পরব্রহ্মেরই এক ঢালাই মূর্ত্তি তৈয়ারী করা হইয়াছে। অন্তরে এই অনুভূতি প্রসার লাভ করিলে সারা বিশ্বই অন্তর্হিত হয় (সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়)”— তখন অর্জ্জুন বলিলেন—“হে প্রভু, ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য। হে দেব, আপনি এখন যে উপায়ের কথা বলিলেন, তাহাই ব্রহ্মপাপ্তির পথ—তাহা দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এই যোগাভ্যাস যে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে সে নিঃসংশয়ে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়,—আপনার বলিবার পদ্ধতি হইতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। (৩৩০) হে দেব, আপনার এই সব কথা শুনিলেই চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়, অনুভবের দ্বারা তল্লীনতা আসিবে না কেন? সুতরাং, ইহাতে কোনও অন্যথা নাই—পরন্তু, কিছুক্ষণের জন্য আমার একটী কথায় মনোযোগ দিন। হে কৃষ্ণ, আপনি এখন যে যোগের কথা বলিলেন, তাহা আমি মনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছি, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে (যোগ্যতা পঙ্গু হওয়ার জন্য) তাহা অভ্যাস করিতে পারি না। আমার আঙ্গিক যে স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে তাহাতেই যদি সিদ্ধি হয়, তবে আমি সুখে এই যোগমার্গই অভ্যাস করিব। অথবা, হে দেব, আপনি যে যোগের কথা বলিলেন তাহা যদি নিজের সামর্থ্যে অভ্যাস করিতে না পারি, তবে এই যোগ্যতা বিনাই কি করিব তাহাই প্রশ্ন করিতেছি। মনে এই ধারণার জন্যই আমি প্রশ্ন করিতেছি”— তখন অর্জ্জুন পুনরায় বলিলেন—“হে দেব, আপনি এদিকে লক্ষ্য দিন। আপনি যে সাধন নিরূপণ করিলেন তাহা আমি মন দিয়া শুনিয়াছি—যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কি ইহা অভ্যাস করিতে পারে? কিম্বা, এমন কিছু আছে

যাহা যোগ্যতা বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না?" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে ধনুর্দ্ধর, তুমি কি বলিতেছ? এ তো মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়—পরন্তু, অন্য কোনও সাধারণ কার্য্যেও কি কর্ত্তার যোগ্যতা বিনা সিদ্ধিলাভ হয়? পরন্তু, যোগ্যতা যাহাকে বলা হয়, তাহা 'প্রাপ্তি' (সিদ্ধি)র অধীন বলিয়া জানিবে (কার্য্যসিদ্ধির পরেই তাহা বুঝা যায়), কারণ যোগ্য হইয়া কাজ আরম্ভ করিলেই, তাহা ফল প্রদান করে। (৩৪০) তবে, এই পথে কোনও কিছু সহজলভ্য নহে;—আর যোগ্যতার কি কোনও খনি আছে? যে ক্ষণকালের জন্যও বিরক্ত (বৈরাগ্যশীল) হইয়া দেহধর্ম্মের বিহিত কর্ম্মগুলি নিয়মপূর্ব্বক আচরণ করে, সেই কি যোগ্য অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হয় না? এটুকু—এবং তাহা হইতে বেশী,[১]—যোগ্যতা তোমার হইয়াছে"—এইভাবে বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার (অর্জ্জুনের) সঙ্কটমোচন করিলেন। এবং বলিলেন—"হে পার্থ, ইহা এমনি ব্যবস্থা যে অনিয়ন্ত্রিত পুরুষের কখনও যোগ্যতা হয় না। যে রসনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত (জিহ্বার দাস), কিম্বা সর্ব্বথা নিদ্রার অধীন ('নিদ্রার কাছে যার প্রাণমন বিক্রীত'), তাহাকে (যোগমার্গের) অধিকারী বলা যায় না। অথবা, যে দুরাগ্রহের বন্দীশালায় ক্ষুধাতৃষ্ণা বন্ধ করিয়া আহারের মুখ মারিয়া দেয়; নিদ্রার পথেও যায় না,—এইভাবে, যে 'দণ্ডী'র (নিয়ন্ত্রণকারীর)[২] অবতার হইয়া নৃত্য করে, তাহার শরীরই থাকে না, যোগ কি করিয়া হইবে? এইজন্য, যেমন অতিরিক্ত বিষয়ভোগ করিবে না, তেমনি বিষয়ভোগ সর্ব্বথা বন্ধ করিয়া দিবে ইহাও চলিবে না।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

আহার তো করিতেই হইবে, পরন্তু, যুক্তিযুক্ত পরিমিত আহার করিবে, অন্য সব ক্রিয়ার আচরণ ও সেইভাবে করিবে। বাক্যসংযম করিবে, পরিমিত

---

১ এই যুক্তিতে; ২ দৃঢ়তার;

পদচালনা করিবে, এবং সময়মত নিদ্রাকেও মান দিবে (ভজনা করিবে)। (৩৫০) যদি জাগিতেই হয়, তবে তাহাও নিয়মিত হওয়া উচিত,—এইভাবে চলিলে ধাতুসাম্য সহজে রক্ষা করা যাইবে। এই যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে আহার্য্য দিলে, মনেরও সন্তোষ বাড়িবে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

বাহিরে (ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপর) যুক্তির (নিয়মের) ছাপ পড়িলে, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইলে) অন্তরে সুখের বৃদ্ধি হইবে,—তাহাতে অভ্যাস না করিয়াও যোগ সহজসাধ্য হইবে। উদ্যমকে নিমিত্ত করিয়া ভাগ্যের প্রভাবে যেমন সর্ব্বসমৃদ্ধি (ঐশ্বর্য্য, বৈভব) ঘরে প্রবেশ করে; তেমনি, 'যুক্তিমান' (আত্মনিয়ন্ত্রিত) পুরুষ সহজেই যোগাভ্যাসের সম্মুখে দাঁড়ায় (অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়), এবং তাহার পূর্ণ আত্মসিদ্ধির অনুভূতি হয়। অতএব হে পাণ্ডব, যে দৈবযোগে এই 'যুক্তি' লাভ করে (নিয়মের সহিত কর্ম্মযোগের আচরণ করে), সে মোক্ষের সিংহাসন (রাজ্যপদ) অলঙ্কৃত করে। যোগ ও 'যুক্তি'র মিলনে যে সুন্দর প্রয়াগক্ষেত্র হয়, সেখানে (এই আত্মস্থিতিতে) যাহার মন ক্ষেত্রসংন্যাস* করিবার জন্য স্থির হয়;

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

তাহাকেই 'যোগযুক্ত' বলা হয়,—প্রসঙ্গক্রমে তাহাকে নির্বাতস্থানে স্থাপিত (নিষ্কম্প) দীপের সহিত উপমা দেওয়া যায়—জানিবে। এখন, তোমার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আমি একটি কথা বলিব, তুমি ভালভাবে মন দিয়া শুন। তোমার প্রাপ্তির (সিদ্ধির) ইচ্ছা আছে, পরন্তু, অভ্যাসে তুমি দক্ষ নও,—তবে বল, তুমি কি উহার কঠিনতার জন্য ভয় পাও ? (৩৬০) হে পার্থ, তোমার মনে কদাচিৎ এই ভয়ের স্থান দিও না,—এই দুর্জ্জন ইন্দ্রিয়গুলি বৃথা ভূত বানাইয়া ভয় দেখায়। দেখ, যে ঔষধ[১] পরিণাম পর্য্যন্ত আয়ুকে মৃত্যু হইতে ঠেকাইয়া রাখে[২], সেই ঔষধকে কি জিহ্বা শত্রু বলে না ?

* যাবজ্জীবন একই তীর্থক্ষেত্রে বাস করা; ১—২ মৃত্যুমুখ হইতে জীবনকে ফিরাইয়া আনে;

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

এই ভাবে যে যে বস্তু প্রকৃত কল্যাণকারক, তাহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গুলিকে দুঃখ দেয়, নতুবা যোগের সমান সহজসাধ্য আর কি আছে? এইজন্য, গাঢ় ধৈর্য্যের সহিত,[১] আমি যে উত্তম যোগাভ্যাসের কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারাই এই ইন্দ্রিয়গুলির নিরোধ (নিয়ন্ত্রণ) হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, যখন এই যোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়, তখনই চিত্ত আত্মস্বরূপদর্শনে অগ্রসর হয়। পরে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজেই আত্মস্বরূপকে দেখে, এবং দেখামাত্রই চিনিতে পারে এবং বলে 'এই তত্ত্বই আমি'। এই তত্ত্ব জানিবার পর, সে সুখের সাম্রাজ্য ভোগ করে, এবং এখানে তাহার চিত্তবৃত্তি আত্ম-স্বরূপে লীন হইয়া সমরস হইয়া যায়।+

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

তখন মেরু হইতেও বৃহৎ দেহদুঃখের পর্ব্বত যদি তাহাকে আক্রমণও করে, তথাপি তাহার পীড়নে তাহার চিত্ত বিচলিত হয় না। কিম্বা যদি তাহার দেহকে শস্ত্রদ্বারাও খণ্ডিত করা হয় বা অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তথাপি মহাসুখে নিদ্রিত তাহার চিত্ত জাগ্রত হয় না। এই ভাবে আত্মস্বরূপে বিলীন হইয়া থাকে, তখন দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না ('দেহের খোঁজই পায় না'), দেহাতিরিক্ত সুখে নিমগ্ন থাকায় দেহের কথাই ভুলিয়া যায়। (৩৭০)

+ ইহার পর অন্য একটি ওবী পাঠান্তরে পাওয়া যায়:—
"যাহার পর আর কিছুই নাই, যাহাকে ইন্দ্রিয়গুলি কখনও জানিতে পারে না, তখন নিজেই আত্মস্বরূপে মগ্ন হইয়া থাকে।"

১ দৃঢ় আসনে বসিয়া;

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩

যে সুখের প্রাপ্তিতে[১] মন সারাসারের[২] বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অন্তরের বাসনার স্মরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে; যে সুখ যোগের শোভা, সন্তোষের সাম্রাজ্য, যে সুখ হইতে জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়; ঐ সুখ যোগাভ্যাসদ্বারা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়, এবং যে ইহা দেখে সেও তদ্রূপ হইয়া যায়।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

পরন্তু, হে বৎস, এক উপায়ে এই যোগ সহজসাধ্য হয়—যদি সঙ্কল্পের পুত্রশোক উৎপাদন করা যায় (তাহার পুত্র কামক্রোধাদির বিনাশ করিয়া); সঙ্কল্প যখন শুনিতে পায় যে বিষয়গুলি মরিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রিত অবস্থা দেখে তখন (দুঃখে) তাহার বুক ফাটিয়া যায় এবং সে প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে বৈরাগ্য আসিলে, সঙ্কল্পের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়, এবং বুদ্ধি তখন ধৃতির সৌধে সুখে বাস করিতে থাকে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

বুদ্ধি ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মনকে অনুভবের পথে চালাইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে (পরমাত্মার মন্দিরে) প্রতিষ্ঠা করে। এই এক উপায়ে (ব্রহ্ম) প্রাপ্তি হইতে পারে, বিচার করিয়া যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে অন্য একটি সুলভ উপায়ের কথা শুন। এখন, নিজের মনে এমন একটি নিয়ম করিয়া লইবে যে যে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তাহার অন্যথা হইবে না। যদি এই নিয়মে চিত্ত স্থির হইয়া যায়, তবে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, যদি না হয়, তবে (মনকে)

১ মাধুর্য্যে; ২ সংসারের;

খুলিয়া ছাড়িয়া দিবে। (৩৮০) মুক্ত হইয়া মন যেখানেই যাউক না কেন, নিয়মই তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিবে,—এইভাবে, মনে স্থৈর্য্যের অভ্যাস আসিবে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তিরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

পরে এই ধৈর্য্যের সহায়তায় কোনও এক সময়ে মন সহজে আত্মস্বরূপের পাশে গিয়া পৌঁছাইবে। তাহাকে দেখিয়া তদ্রূপ হইয়া যাইবে, তখন দ্বৈত অদ্বৈতের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে, এবং ত্রৈলোক্য ঐক্যের তেজে (আলোকে) প্রকাশিত হইবে। আকাশে মেঘ ভিন্ন দেখায় কিন্তু যখন ঐ মেঘ লুপ্ত হয়, তখন যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশই থাকিয়া যায়; তেমনি, চিত্তের লয় হইলে সমস্তই চৈতন্য (ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়া যায়,—এইরূপ (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির ইহাই সহজ উপায়। এই সহজ যোগস্থিতিতে অনেকে সঙ্কল্পরূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া (তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া) মোক্ষদর্শন লাভ করিয়াছেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

তাঁহারা সুখের সহিত পরব্রহ্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন,—সেখানে, লবণ যেমন (জলে প্রবেশ করিলে) জলকে ছাড়িতে পারে না; তাঁহাদের মিলনও তেমনি হয়,—তখন সমরসের (ব্রহ্মানন্দের) মন্দিরে মহাসুখের দীপালি হয়,—সর্ব্ব জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ দেখায়।' এইভাবে আপনার পায়ে চলিয়াই আপনার পিঠের উপর (অর্থাৎ মূলস্বরূপের দিকে) উঠিতে হয়; হে পার্থ, ইহাও যদি তোমার অসাধ্য হয়, তবে অন্য এক উপায় শুন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

আমি যে সর্ব্ব দেহেই আছি ইহাতে কোনও সংশয় নাই, তেমনি সর্ব্বভূতই আমাতে অবস্থিত। (৩৯০) এইভাবে, পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছি—বুদ্ধি যাহাতে এই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহাই করিবে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

বাস্তবিক পক্ষে, হে অর্জ্জুন, যে একনিষ্ঠ ভাবনা দ্বারা আমাকে সর্ব্বভূতে অভিন্ন জানিয়া ভজনা করে; ভূতের অনেকত্ব যাহার অন্তঃকরণে অনেকত্বের ভাব উৎপন্ন করে না—যে সর্ব্বত্র শুধু আমারই একত্ব দেখে; সে মায়ার[১] (প্রকৃতির) সহিত এক হইয়া গিয়াছে, ইহা বলাই বৃথা, নতুবা না বলিলেও, হে ধনঞ্জয়, সেই পুরুষ মদ্রূপ হইয়াছে। দীপ ও প্রকাশের মধ্যে যে একত্বের সাম্য, সেও তেমনি আমার মধ্যে আছে, আমিও তাহার মধ্যে আছি। যেমন জলের অস্তিত্বে রস, যেমন গগনের পরিমাপে অবকাশ, তেমনি আমারি রূপে এই পুরুষ রূপপ্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১

হে কিরীটি, যে ঐক্যের দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র আমাকেই দেখে,—বস্ত্র ও তন্তুর মধ্যে যে একতা; কিম্বা, স্বর্ণ হইতে তৈয়ারী অলঙ্কারের বহু রূপ হইলেও মূল স্বর্ণ যেমন একরূপই (বহু নয়), এইরূপ, যে ঐক্যরূপ পর্ব্বতের দ্বারা আবৃত; অথবা, বৃক্ষের যতগুলি পত্র ততগুলি মূল (চারা) রোপণ করিতে হয় না (অর্থাৎ বহু পত্র হইলেও বৃক্ষ একটিই)—এইভাবে অদ্বৈত রূপ সূর্য্যোদয়ে যাহার অজ্ঞান-রাত্রির প্রভাত হইয়াছে; সে পঞ্চভূতাত্মক শরীরে আবদ্ধ থাকিলেও, বল, কিভাবে তাহার ঐক্যপ্রাপ্তির বাধা হইবে? সে অনুভবের সামর্থ্যেই আমার সহিত সমতা লাভ করে। (৪০০) আমার সর্ব্বব্যাপকতা সে অনুভবের দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম করে, এবং না বলিলেও, সে স্বভাবতঃই সর্ব্বব্যাপক হইয়া যায়। এখন, সে শরীর ধারণ করিলেও, শরীরের নয় (দেহাভিমানী নয়),—ইহা বাক্যের দ্বারা কিরূপে বুঝাইব?

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

---

১ সে ও আমি যে এক;

অতএব ইহা বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই,—অথবা, যে অখণ্ডিতঃ ভাবে চরাচর বিশ্বকে আপনার ন্যায় দেখে; যাহার মনে সুখদুঃখাদির (রহস্য) ভাবনা কিম্বা শুভাশুভকর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও ভেদভাব হয় না; সমবিষম ভাব, বা অন্য সর্ব্ব বৈচিত্র্যকে যে নিজের অবয়বের ন্যায় মনে করে; এক একটি করিয়া কত বলিব? যাহার এমন সহজ জ্ঞান হইয়াছে যে সারা ত্রিলোকই আমি; তাহার একটি দেহ থাকিতে পারে, এবং অন্য লোকে তাহাকে 'লৌকিক' বলিতে পারে, পরন্তু আমার প্রতীতি এই যে সে পরব্রহ্মই হইয়াছে।§ এইজন্য, হে পাণ্ডব, এমন ভাবে সাম্যের উপাসনা করিবে যে আপনার মধ্যেই বিশ্ব দেখিবে, এবং আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবে। বহু প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এই কারণেই বলিতেছি যে সাম্য বা সমদৃষ্টি অপেক্ষা জগতে অন্য কোনও (বৃহত্তর) প্রাপ্তিই নাই।"

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি আমার প্রতি করুণা করিয়া এই সব উপদেশ দিতেছেন, পরন্তু, মনের (চঞ্চল) স্বভাবের জন্য ইহা কাজে লাগিতেছে না। (৪১০) এই মন কিরূপ, কত বড়, তাহা বিচার করিলেও ধরা যায় না, সাধারণতঃ ইহার বিচরণের পক্ষে ত্রৈলোক্যও অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং এরূপ কি কখনও হয়, যে মর্কট সমাধি লাভ করে (শান্ত হইয়া থাকে), কিম্বা ঝঞ্ঝাবাতকে থামিতে বলিলে থামিয়া যায়? অহো, যে মন বুদ্ধিকে যন্ত্রণা দেয়, নিশ্চয়কে টলায়, স্থৈর্য্যের হাতে তালি দিয়া ফাঁকি দিয়া পালায়; যে বিবেককে ভুলায়, সন্তোষের মধ্যেও বাসনা উৎপন্ন করে, শান্ত হইয়া বসিতে চাহিলেও দশ দিকে দৌড় করায়; যাহাকে নিরোধ করিলে চঞ্চল হইয়া উঠে,

---

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:—
"এবং লোকে বলিতে পারে সেই দেহে সে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে,

সংযম করিতে চেষ্টা করিলে আরও বাড়িয়া উঠে (তাহাকে সাহায্য করা হয়) সেই মন কি তাহার স্বভাব ত্যাগ করিবে? এই কারণে, মন নিশ্চল হইয়া থাকিবে আর আমি সাম্য (সমদৃষ্টি) লাভ করিব ইহা (সর্ব্বতোপরি) কখনও[১] হইতেই পারে না।"

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই; মন সত্যই স্বভাবতঃ চঞ্চল। পরন্তু, বৈরাগ্যের আধারে যদি ইহাকে অভ্যাসের পথে লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে কোনও এক সময়ে ইহা স্থির হইতে পারে। মনের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে যাহা দেখে তাহাতেই আসক্ত হয়,[২] সুতরাং কৌতুক করিয়াও ইহাকে আত্মানুভব-সুখের আস্বাদন করাইতে থাকিবে।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

সাধারণতঃ যাহার বৈরাগ্য নাই, যে কখনও অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় নাই, সে মনকে বশে আনিতে পারে না,—তাহা কি আমিও মানি না? (৪২০) পরন্তু, যে যমনিয়মের পথেই চলে না, স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের কথাই স্মরণ করে না, এবং কেবল বিষয়রূপ জলে ডুবিয়া থাকে; এইরূপ হইয়া, যাহার মন যুক্তিদ্বারা (ধনুকের ন্যায়) ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, সেই মন কেমন করিয়া নিশ্চল হইবে, বল? সেইজন্য, মনের নিগ্রহ হয় এইরূপ যে উপায় (সাধন) আছে, তাহা আরম্ভ কর, তখন দেখিবে কেমন করিয়া (স্থির) না হয়। যোগের যত প্রকার সাধন আছে সবই কি মিথ্যা? পরন্তু, ইহা বলিতে পার যে আমার অভ্যাস সাধ্য হয় না। অঙ্গে যদি যোগের সামর্থ্য আসিয়া যায়, তবে মন আর কত চপল থাকিতে পারে? মহত্তত্ত্বাদি সকল কি এই যোগবলের অধীন নহে?"

১ বিশেষ করিয়া; ২ মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইলে সেখানেই আসক্ত হয়;

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিকই, মিথ্যা নয়, সত্যই যোগবলের কাছে মনোবল দাঁড়াইতে পারে না (যোগবলের সহিত ইহার তুলনা হয় না)। পরন্তু, সেই যোগ কিরূপ ও কেমন করিয়া অভ্যাস করা যায়, তাহা এতদিন পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল না, এইজন্যই আমি মনকে অদম্য (অজেয়) বলিয়াছি। হে পুরুষোত্তম, এখন এই সারা জন্মে আপনার প্রসাদে আমার আজ যোগপরিচয় (যোগের জ্ঞানলাভ) হইল। পরন্তু, হে স্বামিন্, আমার অন্য একটি সহজ সংশয় আছে, তাহার সমাধান করিতে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ নয়। অতএব, হে গোবিন্দ, ধরুন, কোনও এক মনুষ্য (যোগাভ্যাসের) উপায় না জানিয়া, শুধু শ্রদ্ধা-দ্বারাই মোক্ষপদ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে; (৪৩০) ইন্দ্রিয়রূপ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখে আত্মসিদ্ধির নগরে যাইবার জন্য, আস্থার পথে চলিয়াছে; তাহার আত্মসিদ্ধি লাভও হইল না, আর ফিরিয়াও আসিতে পারিল না; এইভাবে মধ্যপথেই তাহার আয়ু-সূর্য্য অস্ত গেল। অকালের হাল্কা এবং পাতলা মেঘ যেমন কদাচিৎ আসিয়া টিকিয়াও থাকে না কিম্বা বর্ষণও করে না; তেমনি, ঐ পুরুষের পক্ষে দুইটিই দূরে চলিয়া যায়—মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার দূরেই রহিল, আর শ্রদ্ধার জন্য যে ইন্দ্রিয়সুখ সে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। এইভাবে, দেরীর জন্য যে প্রাপ্তির সুযোগ হারাইল,[১] যে শ্রদ্ধার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিল, তাহার কি গতি?"

১ বাক্য হারাইল; দুইটিই হারাইল; সময় চলিয়া গেল;

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ৪০

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে পার্থ, যাহার নৈষ্কর্ম্ম্য (কর্ম্মরহিত স্থিতির) সুখেই[১] আস্থা, তাহার কি মোক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও গতি হইতে পারে? পরন্তু এমন এক স্থিতি হয়, যে মধ্যপথে তাহাকে বিশ্রাম করিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও এমনি সুখ হয় যে, দেবতারাও সে সুখ ভোগ করিতে পান না। নতুবা যোগাভ্যাসের পথে যদি দ্রুতপদক্ষেপে চলিত, তবে হয়তো আয়ু ফুরাইবার পূর্ব্বেই 'সোঽহম্' সিদ্ধিলাভ করিত। পরন্তু, তাহার সেইরূপ বেগ না থাকায় (পথে) বিশ্রাম করাই তাহার পক্ষে উপযোগী (ভাল) হইল —পরে তাহার জন্য মোক্ষপ্রাপ্তি সংরক্ষিতই আছে।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

এক আশ্চর্য্যের কথা শুন :—যে লোকপ্রাপ্তির জন্য শতমুখ ইন্দ্রকে বহু কষ্ট করিতে হয়, তাহা এই কৈবল্যকামী পুরুষ অনায়াসে লাভ করে। (৪৪০) সেখানে যে অমোঘ ও অলৌকিক ভোগসামগ্রী আছে, তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন কামনা উত্তমরূপে পূর্ণ হয়§ (কামনার পরিতৃপ্তি হয়);+ তখন সে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, পরন্তু, এমন কুলে জন্মগ্রহণ করে যাহা সকল ধর্ম্মের বিশ্রামস্থান, এবং যেখানে, উত্তম ক্ষেত্রে শস্যের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়, ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যে কুলে লোক নীতিপথে চলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ বাক্য বলে, শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই সমস্ত বিচার করে; বেদ যাহার জাগ্রত দেবতা, স্বধর্ম্মাচরণ যাহার ব্যবসায়, সারাসার বিচারই যাহার মন্ত্র; যে

১ মোক্ষসুখেই;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—"সেই সব ভোগ করিতে করিতে মনে বিতৃষ্ণা হয়";

+এখানে পাঠান্তরে নূতন একটী ওবী আছে :—"এই দিব্য ভোগ ভোগ করিবার সময়, নিত্য অনুতাপী হইয়া সে বলে —'হায় ভগবান, অকস্মাৎ এই অন্তরায় কেন হইল?'"

কুলের চিন্তা পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় ঈশ্বরকে বরণ করিয়াছে, যাহার গৃহদেবতাই মূল ঋদ্ধি; এইভাবে, নিজ পুণ্যের জোরে, সর্ব্ব সুখের সমৃদ্ধি বাড়াইয়া (ভোগ করিয়া) এই যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে সুখী হয়।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

অথবা, যে (যোগী) জ্ঞানাগ্নিহোত্রী (জ্ঞানরূপ অগ্নির সেবা করে), পরব্রহ্মণ্যশ্রোত্রী (পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে), মহাসুখ (আত্মানন্দ) রূপ ক্ষেত্রের আদিবাসিন্দা; যে ত্রিভুবনে সিদ্ধান্তের[১] সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করে, যে সন্তোষের বনে কোকিলরূপে কূজন করে; যে বিবেক-রূপ গ্রামের মূল অধিবাসী, যে পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে,[২] এইরূপ যোগীর কুলে সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র দেহাকৃতি প্রকট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের প্রভাত হয়; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন তাহার প্রকাশ (প্রভা) প্রকট হয়; (৪৫০) তেমনি প্রৌঢ়দশা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বয়সের গ্রামে না পৌঁছিয়াই (বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়াই) বাল্যাবস্থাতেই সে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ('সর্ব্বজ্ঞতা তাহাকে বরণ করে')। সেই সিদ্ধ-প্রজ্ঞা (পূর্ব্বজন্মানুরূপ বুদ্ধি) লাভ করিয়া তাহার মনে সারস্বত বিদ্যার (নিখিল বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা) উদয় হয়, তখন তাহার বাক্যে সকল শাস্ত্র আপনা আপনিই নির্গত হয়। এরূপ যে জন্ম—যাহার জন্য দেবগণও সকাম হইয়া, স্বর্গে জপ-হোমাদি সদা আচরণ করিয়া থাকে; অমরগণও ভাট হইয়া মৃত্যু (মর্ত্ত্য) লোকের স্তুতি করে,—হে পার্থ, (এই যোগভ্রষ্ট পুরুষ) সেই জন্ম লাভ করে।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪

পূর্ব্বজন্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনে সে যে পরিমাণে সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল,

---

১ সিদ্ধের; ২ যে নিত্য ফলদায়ী বিবেকরূপ বৃক্ষের মূলে বসিয়া আছে;

তাহার অধিক নিঃসীম সুবুদ্ধি নূতন করিয়া লাভ করিয়া থাকে। তাহার পর, ভাগ্যবান্, পায়ালু* মনুষ্য যেমন চক্ষুতে দিব্যাঞ্জন লাগাইবার ফলে ভূমিতে প্রোথিত ধন অনায়াসে দেখিতে পায়; তেমনি, তাহার বুদ্ধি সেইসব দুর্ভেদ্য (কঠিন) তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি বিনা আয়াসেই বুঝিতে পারে—যাহা গুরুর উপদেশ বিনা অগম্য। তাহার প্রবল ইন্দ্রিয়গুলি মনের বশীভূত হয়, মন পবনের (প্রাণবায়ুর) সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, পবন সহজেই গগনে (চিদাকাশে) মিলায়।• এই ভাবে কি করিয়া জানি না, অভ্যাস আপনা হইতেই তাহাকে এই অবস্থায় লইয়া আসে, এবং সমাধি তাহার মনের ঘর খুঁজিয়া বাহির করে। এই প্রকার পুরুষকে যোগপীঠের ভৈরব (অধিদেবতা), যোগারম্ভের আরম্ভ অর্থাৎ (প্রবৃত্তি[১]রূপ রম্ভার) গৌরব, বৈরাগ্যসিদ্ধির অনুভূতির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে; (৪৬০) অথবা সংসার মাপ করিবার মাপকাঠি, কিম্বা, অষ্টাঙ্গযোগসামগ্রী (উপকরণ) দেখাইবার দীপ; সুগন্ধ যেমন চন্দনের রূপ ধারণ করে; তেমনি, সাধক-দশাতেই তাহাকে এমন পরিপূর্ণ দেখায়, যে মনে হয় যেন সন্তোষ দ্বারাই নির্ম্মিত, অথবা সিদ্ধির ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

যেহেতু শতকোটী বৎসরের ও সহস্র জন্মের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া সে আত্মসিদ্ধির তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে; সেইজন্য (মোক্ষ-সিদ্ধির) সমস্ত সাধনগুলি তাহাকে সহজে অনুসরণ করে, এবং সে সহজেই বিবেকের রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করে। পরে, বিবেকেরই বিচার করিবার বেগ কুণ্ঠিত হয়, তখন বিচারের অগম্য যে পরব্রহ্ম, সে এই দেহেই তাহার সহিত একরূপ হইয়া যায়। ঐ সময় মনের মেঘ সরিয়া যায়, পবনের পবনত্ব যায়, এবং আকাশ (চিদাকাশ) আপনার মধ্যে বিলীন হয়। তখন তাহার এমন অনির্বচনীয় সুখপ্রাপ্তি হয় যে প্রণবেরও মস্তক (অর্দ্ধমাত্রা) ডুবিয়া যায়,

* পদদ্বয় অগ্রে করিয়া যে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়;

১ বিপুলস্তার; আরম্ভরূপ স্তম্ভের;

সেইজন্য উহাকে বর্ণনা করিবার আদি ভাষাও পিছু হটিয়া আসে। এই পরব্রহ্মের (ব্রাহ্মী) স্থিতিই সকল গতির গতি (পরমগতি), সেই নিরাকারের মূর্ত্তিই সে হইয়া যায়। সে পূর্ব্বের অনেক জন্মের বিক্ষেপরূপ জলের ময়লা পরিষ্কার করিয়াছে, এইজন্য তাহার 'লগ্ন-ঘটিকা'* জন্মমাত্রই ডুবিয়া যায়, (অর্থাৎ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না) ; আর তদ্রূপতার (ব্রহ্মস্থিতির) সহিত মিলিত হওয়ায় সে তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে—যেমন মেঘ লুপ্ত হইলে আকাশ হইয়া থাকে ; (৪৭০) তেমনি, যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং পরে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়—দেহ বিদ্যমান থাকিতেই যোগী তাহাই (ব্রহ্ম) হইয়া যায়।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬

যাহা লাভ করিবার আশায়, কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ ধৈর্য্যরূপ বাহুবলের ভরসায়, ষট্‌কর্ম্মের[১] প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; কিম্বা, যে এক বস্তুর জন্য জ্ঞানী লোক জ্ঞানের অভেদ্য কবচ ধারণ করিয়া সমরাঙ্গণে প্রপঞ্চের সহিত যুদ্ধ করিতে নামে ; অথবা, যাহা প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপস্বী নিঃসঙ্গ ও পিচ্ছিল তপোদুর্গের ভগ্ন ও দুর্গম পাহাড়ের উপর আরোহণ করে ; যাহা ভজনকারিগণের ভজনীয়, যাজ্ঞিকের যজনীয়, এবং যাহা সকলের সদা পূজ্য ; যে সিদ্ধতত্ত্ব সাধকের সাধ্য—যোগী নিজেই সেই নির্ব্বাণরূপী পরব্রহ্ম হইয়া যায় ; সুতরাং সে কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের বন্দনীয়, জ্ঞানীরও বেদ্য, তাপসগণের আদ্য তপোনাথ (তপের অধিদেবতা)। যাহার মনোধর্ম্মের বিকাশে[২] (যাতায়াতে) এই-ভাবে জীবাত্মাও পরমাত্মার মিলন হইয়াছে, সে শরীরধারী হইলেও এমনি মহিমাপ্রাপ্ত হয়। অতএব, হে পাণ্ডুকুমার, এইজন্যই আমি তোমাকে সদা অন্তঃকরণে যোগী হইতে উপদেশ করি।

* লগ্নঘটিকা—বিবাহের লগ্ন নিরূপণের জন্য জল-ঘড়ি (জলে রাখা পাত্র যখনই ডুবিয়া যায়, তখনই লগ্ন)

১ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ ;

২ যাহার মনোধর্ম্মে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এইভাবে মিলন হয় ;

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

যাঁহাকে যোগী বলে, তিনি দেবতারও দেবতা, জানিবে,—তিনি আমার সুখ-সর্ব্বস্ব, তিনি আমার চৈতন্য (জীবন)। (৪৮০) ভজনকারী (ভক্ত), ভজন, ও ভজনীয়, এই যে ভক্তিসাধনের ত্রিপুটী—তাহা আমিই—ইহাই তিনি নিরন্তর অনুভব করেন। সেই একনিষ্ঠ প্রেমের তুলনা চাহিলে বলিতে হয় যে আমি দেহ, তিনিই আত্মা"। সঞ্জয় বলিলেন—ভক্তচকোরচন্দ্র, গুণ-সমুদ্র (সর্ব্বগুণাধার) ত্রিভুবনে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন। তখন, পার্থের যে পূর্ব্ব হইতেই যোগের উপদেশ শুনিবার আস্থা (ইচ্ছা) ছিল, তাহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল—যদুনাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন। এবং তাঁহার মনে সহজেই এই সন্তোষ হইল যে অর্জ্জুন এই সংবাদের দর্পণস্বরূপ হইলেন—এখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি ইহা সবিস্তারে নিরূপণ করিবেন। এই প্রসঙ্গ পরের অধ্যায়ে আসিবে—ইহাতে শান্তরস প্রকট হইবে এবং প্রমেয় (সিদ্ধান্ত) রূপ বীজের পাত্রে অঙ্কুরোদ্‌গম হইবে (সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে)। সাত্ত্বিকভাবের বৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রুক্ষতা চলিয়া যাওয়ায় চতুর (শ্রোতাগণের) চিত্ত তৈয়ারী হইয়া বীজবপনের উপযোগী হইয়াছে। তাহার উপর (এই ক্ষেত্র হইতে) সোনার ন্যায় অবধানের বাষ্প উঠায় শ্রীনিবৃত্তিনাথের এখন বীজবপন করিবার ইচ্ছা (উৎকণ্ঠা) হইয়াছে। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—সদ্‌গুরু (নিবৃত্তিনাথ) কৌতুক করিয়া আমাকেই (ঐ বীজবপন করিবার) চোঙা করিয়াছেন, এবং আমার মস্তকে হাত রাখিয়া নিশ্চিতভাবে বীজবপন করিয়াছেন। সেইজন্য, আমার মুখ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা সন্তগণের হৃদয় স্পর্শ করে; আর বলিবার প্রযোজন নাই—এখন শ্রীরঙ্গ যাহা বলিলেন তাহাই বর্ণনা করিতেছি। (৪৯০) পরন্তু, ইহা মনের কান দিয়া শুনিবেন, বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়া দেখিবেন (আমার কথার বিচার করিবেন), এবং আমাকে চিত্ত দিয়া, তাহার বিনিময়ে, আমার কথা গ্রহণ করিবেন। অবধানরূপ হস্তদ্বারা উহা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লইয়া যাইবেন—তখন ইহা জ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে। ইহা (এই বাণী) আত্মকল্যাণ সাধন করিয়া শান্ত করিবে, পরিণামে সজীবতা আনয়ন করিবে,

এবং জীবের লক্ষসুখের কারণ হইবে। এখন শ্রীমুকুন্দ অর্জ্জুনকে যে সুন্দর, চাতুর্য্যপূর্ণ ও মনোহর কথা বলিয়াছেন, তাহাই আমি ওবীচ্ছন্দে বলিব। (৪৯৪)

ওঁ তৎসৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

শুনুন, তখন শ্রীঅনন্ত পার্থকে বলিলেন—"তুমি যথার্থই যোগযুক্ত হইয়াছ।[১] আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের উপদেশ এমনভাবে করিব যে তুমি আপন করতলস্থিত রত্নের ন্যায় আমাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারিবে। বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কি প্রয়োজন, ইহাই যদি তোমার মনে হয়, তবে শুন, প্রথমে তাহাই জানিতে হয়। জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় (সাধারণ) জ্ঞাতৃত্বের নয়ন মুদ্রিত হইয়া যায়—যেমন তীরে নৌকা লাগিলে আর দোলে না; তেমনি, জ্ঞাতৃত্ব যেখানে প্রবেশ করে না, বিচার যেখানে পশ্চাৎপদ হয়, যাহা তর্কের অগম্য (যাহার অঙ্গে তর্কবুদ্ধি বা তর্কের অগ্রভাগ প্রবেশ করিতে পারে না); হে অর্জুন, তাহারি নাম 'জ্ঞান'—ইহা ভিন্ন অন্য সবই প্রপঞ্চ, তাহাকেই 'বিজ্ঞান' কহে; 'প্রপঞ্চই সত্য' এইরূপ যে বিচার তাহাই 'অজ্ঞান' —এ তিনটিই জানিয়া রাখ। এখন, যাহাতে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, বিজ্ঞান নিঃশেষে জ্বলিয়া যায় এবং জ্ঞানের স্বরূপ প্রকট হয়; এই যে গূঢ় রহস্য, যাহার স্বল্প পরিমাণও মনের অনেক (ইচ্ছা) আশা পূর্ণ করে, তাহাই বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতেছি। যাহা দ্বারা বক্তার ভাষণ বন্ধ হয়, শ্রোতার শ্রবণ করিবার ইচ্ছা টুটিয়া যায়, ছোট বড় এই ভেদজ্ঞান আর থাকে না,[২] তাহাই শুন:—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ একজনের এ বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবান্ বহুলোকের মধ্যে জ্ঞানীর সংখ্যা বিরল। (১০)

১ তুমি এখন যোগযুক্ত হইয়াছ; ২ আর অবশিষ্ট থাকে না;

হে অর্জ্জুন, যেমন ত্রিভুবনের মধ্যে এক একটি করিয়া উত্তম বীরপুরুষ বাছিয়া লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয়; কিম্বা, তাহাদের মধ্যে লৌহ (শস্ত্র) দ্বারা বহু শরীর বিনাশের পর যেমন কোনও একটি মাত্র বীর বিজয়শ্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়; তেমনি, আস্থা (শ্রদ্ধা) রূপ মহাবন্যায় কোটী কোটী লোক প্রবেশ করে, পরন্তু কদাচিৎ কেহ প্রাপ্তির (আত্মজ্ঞানের) অপর পারে গিয়া পৌঁছাইতে পারে (এমন লোক বিরল)। সুতরাং, ইহা সামান্য নহে, বলিতে গেলে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ স্থিতি, পরন্তু, ইহাঁর সম্বন্ধে পরে বলিব—এখন প্রাসঙ্গিক কথা শ্রবণ কর।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

হে ধনঞ্জয়, অবধান কর,—যেমন নিজেরই অঙ্গের ছায়া পড়ে, তেমনি এই মহত্তত্ত্বাদি আমারই মায়া। আর ইহাকেই প্রকৃতি বলে, ইহার অষ্টধা ভিন্ন প্রকার আছে জানিবে, ইহা হইতেই লোকত্রয় উৎপন্ন হয়। ইহার অষ্টধা ভিন্ন প্রকার কেমন, এ সম্বন্ধে যদি তোমার মনে সন্দেহ হয়, তবে এখন তাহার বিচার শ্রবণ কর। জল, তেজ, আকাশ, পৃথ্বী, মরুৎ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—ইহারাই প্রকৃতির আটটি পৃথক ভাগ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

হে পার্থ, এই আটটীর যে সাম্যাবস্থা তাহাই আমার পরমা প্রকৃতি, ইহারই নাম 'জীব'। ইহা জড়কে জীবন দান করে, চেতনকে চেতনা প্রদান করে, মনকে শোকমোহাদি অনুভব করায়। (২০) ইহার সান্নিধ্যের কারণেই বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান (জানিবার শক্তি) উৎপন্ন হয়, ইহা হইতে উদ্ভূত অহঙ্কারের নৈপুণ্যই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

এই সূক্ষ্ম প্রকৃতি যখন কৌতুকে স্থূল প্রকৃতির (মহাভূতাদির) অঙ্গে

যুক্ত হয়, তখন ভূতসৃষ্টির টাঁকশালের কার্য্য আরম্ভ হয়। চারি* প্রকারের মুদ্রা আপনা হইতেই বাহির হয়, সমান মূল্যের হইলেও তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির। চৌরাশী লক্ষ জাতি—ইহা ভিন্ন যে আরও কত (উপ) জাতি আছে তাহা গণনা করা যায় না,—এইরূপ অসংখ্য মুদ্রায় আদি শূন্যের (অব্যক্ত প্রকৃতির) ভাণ্ডার ভরিয়া যায়। এইভাবে পঞ্চমহাভূতের তৈয়ারী এক ওজনের এত অধিক মুদ্রা বাহির হয় যে প্রকৃতিই তাহার সমৃদ্ধির পরিমাপ (হিসাব) করিতে পারে। কারণ, এই মুদ্রার উপর ছাপ মারিয়া প্রকৃতিই তাহাদের বিস্তার করে, এবং পরে সেই তাহাদের গলাইয়া ফেলে—মাঝে, তাহাদের কর্ম্মাকর্ম্মের ব্যবহারে প্রবৃত্ত করায়। পরন্তু, এ রূপক থাকুক, সোজা ভাষায় বলিতেছি, যাহাতে তুমি বুঝিতে পার—এই প্রকৃতিই নাম ও রূপের (নামরূপাত্মক বিশ্বের) বিস্তার করিয়া থাকে। আর, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে প্রকৃতি আমারি সত্তায় ভাসমান—সুতরাং আমিই জগতের আদি ও অন্ত।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

মৃগজলের (মরীচিকার) মূল কারণ দেখিতে গেলে কেবল সূর্য্যের রশ্মিই নয়, সূর্য্য নিজেই ; তেমনি, হে কিরীটি, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই সৃষ্টির যখন উপসংহার হইবে,[১] তখন ইহা আমাতেই লীন (মদ্রূপ) হইবে। (৩০) এই-ভাবে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমারি মধ্যে হয়,—সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত হইয়া থাকে তেমনি আমিই এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি।+

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

* জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ;

১ উপসংহার হইয়া পূর্ব্বস্থিতিতে ফিরিয়া যাইবে ;

\+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটী ওবী আছে :—

"সুবর্ণের মণি তৈয়ারী করিয়া তাহাকে সোনার সূত্রে গাঁথিলে যেমন হয়, তেমনি এই বিশ্বকে অন্তর্বাহ্য আমিই ধারণ করিয়া আছি" ;

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

সুতরাং, জলে যে রস, পবনে যে স্পর্শ, শশিসূর্য্যে যে প্রকাশ, তাহা আমিই, জানিবে। তেমনি, আমি পৃথ্বীর মধ্যে নৈসর্গিক শুদ্ধ গন্ধ, গগনে শব্দ, বেদে প্রণব। মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যত্ব, অহংভাবের সত্ত্ব, যাহাকে পৌরুষ বলে, তাহা আমিই—এই (পরম) তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। তেজের উপর অগ্নি নামে যে আবরণ আছে, তাহা সরাইয়া লইলে যে তেজের স্বরূপ থাকে, তাহা আমিই। ত্রিভুবনে নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূতসকল যে আপন আপন জীবনধারণের কর্ম্মে রত থাকে; কেহ বায়ু পান করে, কেহ তৃণ খাইয়া জীবিত থাকে, কেহ অন্নের আধারে, কেহ বা জলের মধ্যে থাকে; পরন্তু এই অপ্রাসঙ্গিক কথা এখন থাকুক—আমি বিশেষভাবে[১] বলিতেছি[২] না[৩]—তপস্বীর যে তপ তাহা আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। এই ভাবে, প্রত্যেক প্রাণীর যে প্রকৃতিবশে ভিন্ন ভিন্ন জীবন স্বভাবতঃ দেখা যায়, এই সমস্তের মধ্যে অভিন্নভাবে এক আমিই আছি।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১

যাহা (বিশ্বের) উৎপত্তির সময় আকাশের অঙ্কুরের সহিত বিস্তৃতি লাভ করে, যাহা অন্তে (প্রলয়ের সময়) প্রণবাক্ষরের (ওঁকারের) অক্ষরগুলিও গিলিয়া খায়; (৪০) যতদিন বিশ্বাকার থাকে, ততদিন যাহা বিশ্বের ন্যায় দেখায়, আর, মহাপ্রলয়ে কেমন ভাবে লুপ্ত হয় (অদৃশ্য হইলেও যাহা মূলতঃ নষ্ট হয় না); এই যে স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি বিশ্ববীজ, তাহা আমিই—এই রহস্যই তোমার করতলে তুলিয়া দিলাম। হে পাণ্ডব, তুমি যখন ইহা সম্যক্‌ভাবে খুলিয়া সাংখ্যের (বিচারের) গ্রামে লইয়া যাইবে (অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে বিচার করিবে) তখনই উহার উপযোগিতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। বলবানের যে বল, বুদ্ধিমানের যে বুদ্ধি, ইহা আমিই—নিশ্চিতভাবে জানিবে। প্রাণীর

১-৩ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি।

মধ্যে যে (শুদ্ধ) কাম—যাহাদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সহিত বিপুল ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ সাধ্য হয়, তাহাও আত্মারাম আমিই। যে কাম সাধারণতঃ বিকারের প্রবাহানুরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কর্ম্ম করে, পরন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাইতে দেয় না; যাহা নিষিদ্ধ মার্গ ত্যাগ করিয়া, বিধির পথে নিয়মের মশাল জ্বালাইয়া চলে; কাম যখন এই রীতিতে চলে, তখন ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং সংসারভোগীও মোক্ষতীর্থের মুক্তিলাভ করে। বেদগৌরবের মণ্ডপের উপর (অর্থাৎ বেদের নির্দ্দেশ অনুসারে) যে কাম সৃষ্টির লতাকে বাড়াইয়া বিস্তৃত করিতে থাকে,—যতক্ষণ না কর্ম্মফলের পল্লবগুলি মোক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়; এইরূপ নিয়ন্ত্রিত যে কাম, যাহা সকল ভূতের বীজরূপ, তাহা আমিই”—যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। (৫০)+ “এক এক করিয়া আর কত বলিব? সমস্ত বস্তুমাত্রই আমা হইতে বিস্তার লাভ করে জানিবে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব—এ সমস্তই আমারি স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, জানিবে; উহারা আমা হইতে উৎপন্ন, পরন্তু আমি উহাদের মধ্যে নাই—যেমন স্বপ্নের গভীর জলে জাগৃতি ডুবে না; অথবা, যেমন বীজকণিকা সুন্দর ঘনরসে[১] পূর্ণ থাকে, পরন্তু অঙ্কুরোদ্‌গম হইলে তাহা হইতে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়; বল দেখি, ঐ কাষ্ঠের মধ্যে কি বীজত্ব থাকে? তেমনি, প্রপঞ্চ আমারি বিকার হইলেও আমি তাহাতে নাই।§ দেখ, গগনে মেঘ উৎপন্ন হয়, পরন্তু মেঘে গগন থাকে না,—অথবা মেঘ হইতে জল হয়, কিন্তু জলে মেঘ থাকে না। মেঘের মধ্যে জলের ক্ষোভ হইলে যে তেজ প্রকাশ পায় এবং ঝক্‌মক্ করিতে দেখা যায়, সেই বিদ্যুতের মধ্যে কি

+ এখানে অন্য একটী ওবী পাওয়া যায়:—“আর তেজবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে যে তেজ সহজভাবে অবস্থান করে, তাহা আমিই—ইহা নিশ্চিত ভাবে জানিবে”।

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর:—“আমার মধ্যে বিকার দেখা গেলেও”।

জল থাকে? অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হয়, সেই ধূমে কি অগ্নি থাকে? বল? তেমনি, আমাতে বিকার দেখা গেলেও আমি ঐ বিকার নই।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

পরন্তু, জলে উৎপন্ন শৈবাল যেমন জলকে আচ্ছাদন করিয়া ঢাকিয়া ফেলে, কিম্বা, মেঘের অন্তরালে বৃথাই যেমন আকাশ লোপ পায়; স্বপ্ন তো মিথ্যা নহে, পরন্তু নিদ্রাবশে যখন স্বপ্ন সত্য মনে হয়, তখন কি নিজের স্বরূপের কথা স্মরণ থাকে? (৬০) আর অধিক কি বলা যায়? না জানি কিরূপে, চক্ষুর মধ্যে যে পরদা (ছানি) উৎপন্ন হয়, তাহা কি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি (গিলিয়া খায় না) নষ্ট করে না? তেমনি, আমাতে প্রতিবিম্বিত ত্রিগুণাত্মক ছায়া যবনিকার ন্যায় আমাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য, প্রাণিগণ আমাকে চিনিতে পারে না, এবং আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াও মদ্রূপ হয় না— যেমন জলে উৎপন্ন মুক্তা জলে গলিয়া যায় না। দেখ না—মাটী হইতে ঘট তৈয়ারী করিয়া তখনই তাহাকে মাটীর সহিত মিলাইলে মিলিয়া যায়, পরন্তু অগ্নিদগ্ধ করিলে পবিত্র হইয়া যায়[১]। তেমনি, ভূতজাত সমস্ত আমারি অবয়ব, পরন্তু মায়ার সংযোগে জীবদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।+

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

এখন, হে ধনঞ্জয়, এই মায়ারূপ[২] মহানদী[৩] পার হইয়া কিরূপে মদ্রূপ হওয়া যায়? যে মায়ানদী ব্রহ্মাচলের শিখর হইতে উদ্ভূত মূল সঙ্কল্পরূপ জলস্রোতের উপর মহাভূতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উৎপন্ন করিল; যে ন

১ ভিন্ন বস্তু হইয়া যায়;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটী ওবী আছে :—

"এইজন্য আমার হইয়াও মদ্রূপ হয় না, আমার মধ্যে থাকিয়াও আমাকে চিনিতে পারে না। অহঙ্কার ও মমতার ভ্রান্তিতে বিষয়াসক্ত হইয়া আছে।"

২-৩ এই মহদাদি যে আমার মায়া, তাহা;

সৃষ্টিসঞ্চারের[১] প্রবাহে[২], কালের ক্রমবর্দ্ধমান কলার[৩] (অংশের) বেগে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উচ্চ তট প্লাবিত করে; যে নদী ত্রিগুণের ঘনবৃষ্টিতে মোহের মহাবন্যায় ভরিয়া উঠিয়া যম-নিয়মের নগর ভাসাইয়া দিয়া যায়;

যাহার দ্বেষরূপী আবর্ত্তের মধ্যে মৎসরের সংঘাত উৎপন্ন হয়,[৪] এবং যাহার মধ্যে প্রমাদাদি মহামীন (বৃহৎ মৎস্য) খেলিয়া বেড়ায়; (৭০) যেখানে প্রপঞ্চের তৈয়ারী কর্ম্মাকর্ম্মের বন্যায় সুখদুঃখের নানা আবর্জ্জনা তরঙ্গের উপর ভাসিয়া আসে; যাহার মধ্যে রতি (বিষয়সুখ) রূপ দ্বীপের উপর কামনার তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়ে, এবং জীবরূপ ফেনপুঞ্জ বহু পরিমাণে দেখা যায়; অহঙ্কারের প্রবাহের উপর (বিদ্যা, ধন্ ও বলরূপ) মদত্রয়ের তুফান উঠে, যাহাতে বিষয়োর্ম্মির তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হয়। উদয় ও অস্তের বন্যায় জন্ম-মৃত্যুর গভীর দহ পড়িতে থাকে, এবং তাহাতে পাঞ্চভৌতিক (সৃষ্টির) বুদ্বুদ উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়; সম্মোহ ও বিভ্রম রূপ মৎস্য ধৈর্য্যের মাংস ছিঁড়িয়া খায়, এবং অজ্ঞানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্ত চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে; ভ্রান্তিরূপ ময়লা জলে আস্থা (আসক্তি) রূপ কর্দ্দম জমিতে থাকে এবং রজোগুণের প্রবাহের ঘর্ঘর শব্দ স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছায়। ইহাতে তমোগুণের প্রবাহ বেগে বহিতে থাকে,[৫] ও সত্ত্বগুণের সুদৃঢ় (গভীর) নিশ্চলতা থাকে —কিং বহুনা, এই মায়ানদী অত্যন্ত দুরন্ত ও দুরতিক্রম্য। জন্মমৃত্যুর স্রোতে সত্যলোকের দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তরখণ্ডগুলিও গড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই বন্যার প্রচণ্ড প্রবাহ আজ পর্য্যন্ত থামে নাই—এই মায়ানদীর বন্যা কে পার হইবে?+কেহ নিজবুদ্ধিবলে (পার হইবার জন্য) এই নদীতে প্রবেশ করে, তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না, অপর কাহাকেও জ্ঞানের গভীর দহের মধ্যে (গর্ব্ব) আত্মাভিমান গিলিয়া খায়। (৮০) কেহ কেহ বিদ্যার[৬] ভেলায় অহংভাবের প্রস্তরখণ্ড বাঁধিয়া (নদী পার হইবার চেষ্টা করে), তাহারা মদরূপ মীনের মুখে সর্ব্বতোভাবে

১-২ সৃষ্টি বিস্তারের প্রবাহে; ৩ কালক্রমের;

৪ যাহাতে দ্বেষরূপী আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, মৎসরের বাঁক পড়ে; ৫ প্রচণ্ড প্রবাহ থাকে;

+ পাঠান্তরে এখানে এই অর্থের আর একটী ওবী পাওয়া যায়:—"আর একটী আশ্চর্য্যের কথা এই যে—এই নদী পার হইবার যে যে উপায় করা যায়, তাহা বিঘ্ন (অনুপায়) হইয়া দাঁড়ায়।"

৬ বেদত্রয়রূপ ভেলায়;

প্রবেশ করে। কেহ বা বয়সের (যৌবনের) বল বাঁধিয়া মন্মথের কোমর ধরিয়া চলে (মদনের সেবা করে), তাহাকে বিষয়রূপ মকর চিবাইয়া ফেলিয়া দেয় ; তারপর, বার্দ্ধক্যের তরঙ্গের মধ্যে মতিভ্রংশরূপ জালে চতুর্দ্দিক হইতে জড়াইয়া যায় ; শোকের পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া পড়ে; রোগের আবর্ত্তে ডুবিয়া যায়, এবং মাথা তুলিতে গেলেই আপদ-রূপ গৃধ্র তাহাকে চুম্বন করে (ঠোকরায়) ; দুঃখের পঙ্ক গায়ে মাখিয়া, পরে মরণের বালুসৈকতে প্রোথিত হয়,—এইভাবে যাহারা কামের অঙ্গে লাগিয়া থাকে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয়। কেহ কেহ যজ্ঞক্রিয়ার ভেলা (সাধন) পেটের নীচে বাঁধিয়া চলে, তাহারা স্বর্গসুখের গুহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। কেহ মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় কর্ম্মরূপ বাহুবলের উপর ভরসা করে, পরন্তু বিধিনিষেধের[১] আবর্ত্তে পড়িয়া যায় ; সেখানে বৈরাগ্যের নৌকা প্রবেশ করে না, বিবেকের সংস্পর্শ (সম্বন্ধ) হয় না, যোগদ্বারা হয়তো কেহ কেহ পার হইতে পারে, তবে তাহা কচিৎ হয়। এইভাবে, জীবের নিজ সামর্থ্যে মায়ানদী পার হওয়া যায়—এ কথা বলিলে কাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় ? যদি পথ্য না করিয়া রোগ সারে, সাধু দুর্জ্জনের বুদ্ধি বুঝিতে পারে, কিম্বা বিষয়াসক্ত লোক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে ; (৯০) যদি চোর সভায় প্রবেশ করিতে পারে, অথবা বঁড়শী যদি মাছকে গিলিতে পারে, অথবা যদি ভীরু ব্যক্তি যক্ষিণীকে তাড়াইতে পারে ; হরিণশাবক যদি জাল ছিঁড়িতে পারে, কিম্বা পিপীলিকা মেরু উল্লঙ্ঘন করিতে পারে—(ইহা যদি সম্ভব হয়) তবেই জীব মোহের[২] ওপারে যাইতে পারে। সেইজন্য, হে পাণ্ডুসুত, সকাম (ইন্দ্রিয়পরায়ণ) মনুষ্য যেমন স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে না, তেমনি জীবও মায়ানদী পার হইতে পারে না। যে আমাকে ভজনা করিয়া একান্তভাবে আমার শরণ লয় (বরণ করে) একমাত্র সেই সহজে (এই নদী) পার হইতে সমর্থ হয়,—তাহার পক্ষে এপারেই মায়ানদীর জল শুকাইয়া যায়। যে অহংভাবের বোঝা নামাইয়া, সঙ্কল্পবিকল্পের ঝড় হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অনুরাগের জলস্রোতকে[৩] তাপ[৪] দিয়া (পরীক্ষা করিয়া) ; যে ঐক্যের খেয়াঘাটে আত্মবোধরূপ ভেলার সহায়তায় নিবৃত্তির পরপারে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে ;

১ বিধিবিধানের ;

২ মায়ানদীর ; ৩-৪ অনুরাগের (আসক্তির) জলস্রোত হইতে নিশ্চিতভাবে বাহির হয় ;

যে সদ্‌গুরুরূপ তারক (ত্রাণকর্ত্তা) পাইয়াছে, দৃঢ়ভাবে অনুভবের কোমর ধরিয়াছে (আত্মানুভবকেই দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছে) এবং আত্মনিবেদন-রূপ ভেলা সংগ্রহ করিয়াছে ; সে বৈরাগ্যরূপ বাহু চালাইয়া, সোহংভাবের সামর্থ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া, নির্ব্বিঘ্নে নিবৃত্তির তীরে পৌছায়। এই উপায়ে যে আমাকে ভজনা করে, সেই আমার মায়া পার হইতে সক্ষম হয়, পরন্তু এইরূপ ভক্ত বিরল, তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

এই প্রকার ভক্ত ছাড়া আরও অন্য বহু আছে, তাহাদের মধ্যে অহঙ্কারের ভূত সঞ্চার হওয়ায়, আত্মস্বরূপের[১] বিস্মৃতি হয়। (১০০) এই অবস্থায়, তাহাদের নিয়মের বস্ত্র খসিয়া পড়ে (স্মরণে থাকে না), ভাবী অধোগতির লজ্জা নষ্ট হয়, এবং তাহারা বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। হে পাণ্ডব, দেখ, যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ত্তব্য (কার্য্যার্থ) ত্যাগ করিয়া ; তাহারা ইন্দ্রিয়ের রাজমার্গের উপর অহংবুদ্ধির[২] জল্পনা করিতে করিতে, নানা প্রকার বিকারসমূহ সংগ্রহ করে। আর দুঃখশোকের আঘাত তাহাদের উপর পড়িলেও তাহা স্মরণে থাকে না— ইহার কারণ এই যে—তাহাদের মায়া গ্রাস করিয়াছে ; সেইজন্য, উহারা আমাকে ভুলিয়া থাকে ; যাহারা আত্মকল্যাণের জন্য সাধনা করে, এইরূপ[৩] চতুর্বিধ ভক্ত আমাকে ভজনা করে ; প্রথম 'আর্ত্ত', দ্বিতীয় 'জিজ্ঞাসু', তৃতীয় 'অর্থার্থী', এবং চতুর্থ 'জ্ঞানী', জানিবে ; ইহার মধ্যে, 'আর্ত্ত' দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত, 'জিজ্ঞাসু' জ্ঞানলাভের জন্য, আমাকে ভজনা করে, তৃতীয় ('অর্থার্থী') অর্থপ্রাপ্তি ইচ্ছা করে ; পরন্তু চতুর্থের (জ্ঞানীর) পক্ষে কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না,—এইজন্য 'জ্ঞানী'ই আমার একমাত্র (যথার্থ) ভক্ত, জানিবে।

১ আত্মজ্ঞানের ;
২ অহংতা ও মমতার ; ৩ শুন ; কারণ— ;

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

কারণ জ্ঞানের প্রকাশে তাহার ভেদাভেদের অন্ধকার টুটিয়া যায়, এবং আমার সহিত সমরসে মদ্রূপ হইয়া যাওয়ায় সে আমারি ভক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু, সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টিতে যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকমণি ক্ষণকালের জন্য জলের ন্যায় দেখায়, তেমনি জ্ঞানী পুরুষের বেলায়ও তাহাই হয়—ইহা কোনও আশ্চর্য্য বর্ণনাপ্রকার নহে। (১১০) যেমন বায়ু (শান্ত হইয়া) আকাশে বিলীন হইয়া গেলে তাহার বায়ুত্ব পৃথক ভাবে অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি জ্ঞানী আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইলেও তাহার ভক্তের সংজ্ঞা নষ্ট হয় না; বায়ু চলাচল করিলে আকাশ হইতে পৃথক দেখায়, নতুবা, স্বভাবতঃ উহা আকাশ-রূপেই থাকে; তেমনি সে শরীর ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, সেইজন্য লোকে তাহাকে ভক্ত বলিয়া দেখে, পরন্তু সে আত্মানুভবের গুণে মদ্রূপ হইয়া গিয়াছে। আর জ্ঞানের প্রকাশে আমাকে (নিজ) আত্মা বলিয়া জানিতে পারে—এইজন্য, আমিও প্রেমের আতিশয্যে তাহাই (তাহাকে আত্মা) বলিয়া থাকি। যে জীবত্বের অপর পারের (আত্মস্বরূপের) জ্ঞানলাভ করিয়া আচরণ করিতে জানে, সে কি দেহের ভিন্নতার জন্য (ভিন্নদেহধারী বলিয়া) আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে?

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

নিজের কল্যাণের লোভে (আশায়) আমার ভক্ত সাজিয়া অনেকে আমার ভজনা করে, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই আমাকে প্রেম করে (আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানে না)।" দেখুন, দুগ্ধের আশায় লোকে গাভীকে বাঁধিয়া রাখে, পরন্তু রজ্জু বিনাই গাভীর বৎস কি করিয়া দুগ্ধ পায়? ইহার কারণ এই যে, সে কায়মনোপ্রাণে আর কাহাকেও জানে না, তাহাকে (গাভীকে) দেখিলেই বলে 'এই আমার মাতা'; এইভাবে, ঐ বৎস অনন্যগতি হওয়ায়, তাহার মাতা ধেনুরও তাহার প্রতি ঐরূপ প্রীতি—লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—"যে

ভক্তদের কথা বলিলাম তাহারা সবাই আমার পরম প্রিয়। (১২০) পরন্তু, আমাকে জানিয়া যে (সংসারে) ফিরিয়া যাইবার কথা ভুলিয়া যায়,—সমুদ্রে পড়িয়া নদীর যেমন ফিরিয়া আসা বন্ধ হয় ; তেমনি, যাহার অন্তঃকরণ-কুহরে উৎপন্ন অনুভব-গঙ্গা আমার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, সে মদ্রূপই হইয়া যায়, —ইহা কথা দ্বারা আর কত বর্ণনা করিব ? বস্তুতঃ যাহাকে জ্ঞানী বলা হয়, সে কেবল আমারি চৈতন্ত (জীবন)—এ কথা বলিবার নয়, পরন্তু কি করা যায় ? না বলিয়া পারা যায় না।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

সে (ঐ ভক্ত) বিষয়ের নিবিড় বনের মধ্যে, কামক্রোধের ঘন জঙ্গল[১] এড়াইয়া সদ্‌বাসনারূপ পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়াছে। হে সুভটা অর্জ্জুন, সে সাধুসঙ্গে, অপ্রবৃত্তির (কর্ম্মসংন্যাসের) বাঁকা পথ ত্যাগ করিয়া, সৎকর্ম্মের সরল পথে চলে ; আর শত জন্ম ধরিয়া ঐ পথে চলিতে থাকে, তথাপি আশার ছলমাত্র পোষণ করে না—সেখানে ফলাশার কি হিসাব করিবে ? এই-ভাবে, শরীরসংযোগের রাত্রিতে (শরীরধারণরূপ অজ্ঞানের রাত্রিতে) একাকী (বাসনাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া) চলিতে চলিতে তাহার কর্ম্মক্ষয় হইয়া জ্ঞানোদয়ের প্রভাতকাল উপস্থিত হয় ; তখন গুরুকৃপারূপ উষার উদয় হয়, এবং জ্ঞান-সূর্য্যের কোমল কিরণপাতে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সাম্যের ঋদ্ধি প্রকট হয়। সেই সময়, সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করে সেখানে একমাত্র আমাকেই দেখে, অথবা যদি নিশ্চল (শান্ত) হইয়া বসিয়াও থাকে, তবে (তাহার অন্তরে) শুধু আমিই থাকি। আর (অন্য) কি বলিব ? সর্ব্বত্র আমাভিন্ন তাহার কিছুই থাকে না,—যেমন গভীর জলে ঘট ডুবাইলে তাহার অন্তর্ব্বাহ্য জলময় হইয়া যায় ; (১৩০) তেমনি, সে আমার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তাহার অন্তরে বাহিরে শুধু আমিই থাকি,—এ অবস্থা ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। অতএব ইহা থাকুক—এইভাবে তাহার কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়, এবং তাহারি আশ্রয়ে[২] সে সারা বিশ্বকে আপন করিয়া লয়। তখন 'এ

১ সঙ্কট ; ২ তাহাই ব্যবহার করিয়া ;

সমস্তই শ্রীবাসুদেবের রূপ',—এইরূপ অনুভূতিরসের ভাব (তাহার অন্তরে) উথলিয়া উঠে, এইজন্যই সেই জ্ঞানীই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার আত্মানুভবের ভাণ্ডার এত অধিক বিস্তৃত যে তাহার মধ্যে সমগ্র চরাচর বিশ্বের স্থান হয়,—পরন্তু, হে ধনুর্দ্ধর, সেইরূপ মহাত্মা (জগতে) অতি দুর্লভ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

হে কিরীটি, অন্য অনেক (ভক্ত) দেখা যায় যাহারা ভোগের জন্য (বিষয়-সুখের আশায়) ভজনা করে, এবং যাহাদের দৃষ্টি আশা-তিমিরে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; আর ফলের আশায় তাহাদের হৃদয়ে কাম প্রবেশ করে, এবং তাহার সংসর্গে জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয়া যায়। এইভাবে তাহাদের অন্তর-বাহির অন্ধকারে ডুবিয়া যায়,—এইজন্য, পার্শ্বস্থিত আমাকে ছাড়িয়া তাহারা সর্ব্বভাবে অন্য দেবতাকে ভজনা করে। প্রথম হইতেই তাহারা প্রকৃতির দাস, তাহার উপর ভোগাকাঙ্ক্ষায় অধিকতর দীন হইয়া যায়, এবং লোলুপতাবশতঃ কৌতুকে কত প্রকারে অন্য দেবতার ভজনা করে। নিজের বুদ্ধি অনুসারে কত নিয়মেই না চলে, (পূজার) উপচারসমৃদ্ধিই বা কত, আর যথাবিধি কত বিহিত (শাস্ত্রোক্ত) দ্রব্যই না অর্পণ করে!

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

পরন্তু, যে যে দেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা আমি পূর্ণভাবে পূরণ করি। (১৪০) সে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আপনার আরাধ্য দেবতার যথাবিধি পূজা করে, এবং কার্য্যের সিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকে।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

এইভাবে, যে যেমন ফলের আশা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, এ সমস্ত আমা হইতেই ঘটিয়া থাকে।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

পরন্তু, ঐ ভক্ত আমাকে জানিতে পারে না, কারণ সে (নিজের) কল্পনার বাহিরে যায় না,—এবং এইজন্য সে তাহার কল্পিত বিনাশশীল ফলই প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলা যায়? এই প্রকার ভজন শুধু সংসারেরই সাধন, আর তাহার ফলভোগ ক্ষণকালস্থায়ী, স্বপ্নের মত দৃষ্ট হয়। একথা দূরে থাকুক—তাহার প্রিয় দেবতাকে পূজা করিয়া সে ঐ দেবত্বই প্রাপ্ত হয়। অন্তে যাহারা কায়মনপ্রাণে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করে, তাহারা দেহান্তে মদ্রূপ হইয়া যায়।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

পরন্তু, প্রাণিগণ (সাধারণতঃ) এরূপ করে না, বৃথাই নিজসুখের হানি করে—হাতের তালুতে রক্ষিত (স্বল্প) জলে সন্তরণ করিবার চেষ্টা করে। অথবা, অমৃতের সমুদ্রে ডুব দিবার সময় কি মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে? এবং মনে ডোবার ময়লা জলের কথা স্মরণ করিবে? অমৃতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি মরিবে? এরূপ কেন করিবে? অমৃতের মধ্যে সুখে অমৃত হইয়া কেন থাকিবে না? তেমনি, হে ধনুর্দ্ধর, ফলহেতুরূপ কামনার পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া, স্বানুভবের পক্ষ বিস্তার করিয়া কেন আকাশে[১] (জ্ঞানাকাশে) তাহার স্বামী হইয়া উড়িবে না? (১৫০) যেখানে ঊর্দ্ধে উড়িবার সামর্থ্যে সুখের অত্যধিক প্রসার হয়, এবং আপনার সুখের বৃদ্ধি হয়; সেই অপরিমেয় বস্তুর (আত্মসুখের) কি পরিমাপ করা যায়? আমার নিরাকার অব্যক্ত স্বরূপকে সাকার বলিয়া কেন মানিবে? যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার জন্য কি সাধনদ্বারা জীবনপাত করিতে হইবে? পরন্তু, হে পাণ্ডব, বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কথা জীবের কাছে বিশেষ ভাল লাগে না।

---

১ চিদাকাশে

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

যোগমায়ার (রচিত) পরদায় তাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য প্রকাশের দিবালোকেও তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। নতুবা আমি যাহাতে নাই এরূপ কোনও বস্তু আছে? রসবিরহিত কোনও জল আছে? বায়ু কাহাকে না স্পর্শ করে? আকাশ কোথায় না সমাবিষ্ট হয়? আর কি বলিব? এই বিশ্বে শুধু আমিই আছি।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

এখানে যত প্রাণী (জন্মগ্রহণ করিয়া) নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে,[১] তাহারা মদ্রূপ হইয়া আছে, আর যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহারাও আমিই। ভবিষ্যতে যাহারা হইবে তাহারাও আমা হইতে পৃথক নহে,—ইহা শুধু কথার কথা, নতুবা কিছুই হয় না, বা কিছুই যায় না। হে পাণ্ডুসুত, এইভাবে আমি সর্ব্বত্র সদা অনুস্যূত হইয়া আছি—প্রাণিমাত্রই যে সংসারে আবর্ত্তিত হইতেছে—এই সংসারের কথা ভিন্ন।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭

এখন আমি তাহারই কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন; যখন অহঙ্কার ও শরীরের মধ্যে প্রীতি হয় (১৬০)—তখন ইচ্ছা বা কামনা নামক এক কন্যা উৎপন্ন হয়,—যখন এই কন্যা তারুণ্য (যৌবনাবস্থা) প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ[২] (ব্যাপার) হয়। এই দুটীর মিলনে দ্বন্দ্বমোহের জন্ম হয়, এবং তাহাকে তাহার মাতামহ 'অহঙ্কার' লালন পালন করিয়া বড় করে! ইহা (দ্বন্দ্বমোহ) সদা 'ধৃতি'র প্রতিকূলতা করে, এই শিশু[৩] নিয়মের বশীভূত হয় না, এবং 'আশা' রূপ দুগ্ধপান করিয়া স্ফীতোদর হয়। হে ধনুর্দ্ধর, সে

১ অতীতে যত প্রাণী চলিয়া গিয়াছে। ২ বিবাহসম্বন্ধ। ৩ স্থূলরূপ শিশু। স্থূলদেহ শিশু

অসন্তোষের মদিরায় মত্ত হইয়া বিষয়ের কুঠুরীতে, বিকৃতির সহিত সহবাস করে। শুদ্ধ ভাবের পথে বিকল্পের কণ্টক বিছাইয়া দেয়, এবং অপ্রবৃত্তির (কুকর্ম্মের) কুটিল পথ কাটিয়া বাহির করে। ইহারই জন্য জীব ভ্রমে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হয়, সেইজন্য সংসারারণ্যের মধ্যে পড়িয়া মহাদুঃখের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

এইরূপ মিথ্যা বিকল্পের তীক্ষ্ণ কণ্টক দেখিয়া যাহারা মতিভ্রমকে কাছেও ঘেঁসিতে দেয় না ; সরল একনিষ্ঠ পদক্ষেপে বিকল্পের কণ্টক (ভল্ল) পদদলিত করিয়া (মহা) পাতকের অরণ্য পার হইয়া যায় ; তাহারা পুণ্যের পথে দ্রুত ধাবমান হইয়া আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়,—কিং বহুনা, তাহারা পথের (কাম-ক্রোধাদি) দস্যুর হাত হইতে নিস্তার পায়।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

হে পার্থ, যে সাধনদ্বারা জন্মমরণের কথা সমাপ্ত হয় (জন্মমরণ হইতে মুক্তিলাভ হয়), এইরূপ (প্রযত্নের) সাধনের উপর যাহার আস্থা জন্মায় ; ১৭০) কোনও সময়ে এই প্রযত্নের ফলস্বরূপ তাহার সমগ্র পরব্রহ্মরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়,—সেই সুপক্ক ফল হইতে পূর্ণতার রস ক্ষরিত হয়। তখন জগৎ কৃতকৃত্যতার আনন্দে ভরিয়া যায়, অধ্যাত্মজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) চমৎকারিত্ব পূর্ণতা লাভ করে, কর্ম্মের কার্য্য শেষ হয়, এবং মন (বিলীন) শান্ত হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়, যাহার ব্যবসায়ের মূলধন আমিই, তাহার এই প্রকার আত্মজ্ঞান হয়। তাহার সাম্য (সমদৃষ্টি) রূপ ব্যাজও লাভ হয়, ব্রহ্মৈক্যরূপ সম্পত্তির সমৃদ্ধি হয়, এবং ভেদরূপ সঙ্কট ঘুচিয়া যায়।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

যাহারা এই আধিভৌতিক সৃষ্টির মধ্যে আমাকে দেখিয়া, সেই অনুভবের হাত ধরিয়া আমার আধিদৈবিক স্বরূপকে স্পর্শ করিয়াছে ; যাহারা

জ্ঞানশক্তির আবেগে[১] (বলে) আমার 'অধিযজ্ঞ' অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা শরীরপাত হইলেও বিয়োগদুঃখ ভোগ করে না। সাধারণতঃ আয়ুর সূত্র ছিন্ন হইবার সময় প্রাণিগণের যে ব্যাকুলতা (বিক্ষেপ) উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিয়া কি যাহারা মরিতেছে না, তাহাদের চিত্তেও প্রলয় উপস্থিত হয় না? পরন্তু, যে আমার অঙ্গে (স্বরূপে) মিলিত হইয়াছে, সে মরণের ধড়ফড়ানির (ব্যাকুলতার) মধ্যেও আমাকে ত্যাগ করে না,—ইহা কেমন করিয়া হয় জানা যায় না। মোটের উপর ইহাই বুঝিয়া রাখ, যে আমার এরূপ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে[২] সেই যুক্তচিত্ত যোগী।" শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাক্যের জলধারার নীচে (বাক্যরূপ শিশিরজলধারার নীচে) অর্জ্জুনের অবধানরূপী অঞ্জলি নিবদ্ধ ছিল না, কারণ ক্ষণকালের জন্য অর্জ্জুন তখন পূর্ব্বের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। (১৮০) সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যরূপ ফল নানা অর্থরূপ রসে পরিপূর্ণ (রসাল) হইয়া তাহার ভাবের সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছিল। সেই সময়, সহজ কৃপারূপ মন্দানিলের হিল্লোলে শ্রীকৃষ্ণরূপ বৃক্ষ দুলিতে থাকিলে, (সেই বচনফল) যখন অকস্মাৎ অর্জ্জুনের কর্ণবিবরে পড়িল, তখন মনে হইল যেন উহা মহাসিদ্ধান্তে প্রস্তুত, কিম্বা (ব্রহ্ম)রসের সাগরে উহাকে চুবাইয়া উঠান হইয়াছে, এবং পরমানন্দ-রসে উহা লিপ্ত। ইহার নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র বিস্ময়ামৃতের রস পান করিতে লাগিল; এই সুখসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান (উপহাস) করিতে লাগিল এবং হৃদয়ে আনন্দের সুড়সুড়ি (অনুভূতি) হইতে লাগিল। এইভাবে, ঐ ফলের বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যখন অর্জ্জুনের সুখ বাড়িতে লাগিল, তখন রসাস্বাদের প্রবল ইচ্ছা হইল। তখন শীঘ্র অনুমানের (তর্কবুদ্ধির) হস্ত হইতে ঐ বাক্যফল গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুন অনুভবের মুখের মধ্যে তাহা একেবারে ফেলিয়া দিলেন। পরন্তু, বিচারের রসনাদ্বারা উহা আস্বাদন করা যায় না, হেতুর দন্তদ্বারা ইহা ভাঙ্গা যায় না,—ইহা জানিয়া সুভদ্রাপতি তাহা মুখে স্পর্শ করিলেন না। তখন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জলের মধ্যে

১ বলে;

২ এরূপ নিপুণ হইয়াছে (পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে);

নক্ষত্রদর্শনের ন্যায়, এই অক্ষরের সৌন্দর্য্যে (বাহ্যিক আড়ম্বরে) কি আমি বিমোহিত হইয়াছি?" ইহা তো সত্যই পদ (শব্দ) নহে, ইহা আকাশের ভাঁজ মনে হইতেছে, আমার বুদ্ধি ডুব মারিয়াও ইহার তলস্পর্শ করিতে পারিতেছে না (ধরিতে পারিতেছে না)। (১৯০) পরন্তু, ইহা না ধরিতে পারিলেই বা কি করিয়া ইহার অর্থ জানা যায়? (না বুঝিতে পারিলেই বা কি করা যায়?) মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কিরীটী পুনরায় যাদবেন্দ্রের (শ্রীকৃষ্ণের) দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং বিনতি করিয়া কহিলেন—"হে দেব, একত্রকরা এই যে সাতটী পদ* (কথা)—ইহারা অনাস্বাদিত ও অপূর্ব্ব। নতুবা অবধানের তীব্রতা থাকিলে (চিত্ত একাগ্র করিলে) কি শ্রবণের বলেই নানা সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারা যায় না? পরন্তু, হে দেব, এ ক্ষেত্রে তেমন হয় নাই,—এই অক্ষরের সমন্বয় দেখিয়া বিস্ময়েরও বিস্ময় বোধ হইতেছে। কর্ণের গবাক্ষদ্বার দিয়া আপনার কথার রশ্মি পূর্ণভাবে হৃদয়ে[১] প্রবেশ না করায় আমার অবধান চমৎকৃত হইয়া বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কথার অর্থ বুঝিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, —এ কথা বলিতেও যে সময় লাগিতেছে তাহাও আমার সহ্য হয় না—সুতরাং, হে দেব, আপনি শীঘ্র ইহার নিরূপণ করুন।" এইভাবে পশ্চাতের (পূর্ব্বে বর্ণিত) কথা বিচার করিয়া, সম্মুখের অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মধ্যস্থলে আপনার আর্ত্তি (শ্রবণের ইচ্ছা) উপস্থাপিত করিয়া; প্রশ্ন করিবার কেমন কৌশল দেখুন—শিষ্টাচারের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন না করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। অহো, শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করিতে হইলে এইভাবেই সাবধান হইতে হয়,—ইহা একমাত্র সব্যসাচী অর্জ্জুনই জানেন। এখন, অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন করা, এবং সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরির উত্তর দেওয়া—ইহা সঞ্জয় কি প্রেমের সহিত বর্ণনা করিবেন; (২০০) তাহা আপনারা অবধান করিয়া শ্রবণ করুন—ইহা শুদ্ধ মারাঠী ভাষায় বলা হইবে—যাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে দৃষ্টিই উপযোগী হইবে। বুদ্ধির জিহ্বা কথার অর্থ চাখিবার পূর্ব্বেই অক্ষরের শোভা ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে। দেখুন, মালতীপুষ্পকলির সুগন্ধ সত্যই ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, পরন্তু, উহার বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া

* গীতার ২৯।৩০ শ্লোকে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম', 'কর্ম্ম', 'অধ্যাত্ম' ইত্যাদি সাতটী শব্দ;

১ হৃদয়ের অভ্যন্তরে……

কি চক্ষু সন্তৃপ্ত[১] হয় না ? তেমনি, এই দেশী ভাষার সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়গুলিকে (সুখের) রাজত্ব (সামর্থ্য) প্রদান করিবে, পরে সহজে সিদ্ধান্তের নগরেও প্রবেশ করিবে। এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাষাসৌন্দর্য্য, যাহা বলিতে ভাষা স্তব্ধ হয়,—তাহা আপনারা শুনুন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে। (২০৫)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

পরমহংসযোগ নামক সপ্তম অধ্যায়

সমাপ্ত।

১ সুখী ;

অর্জ্জুন উবাচ—

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি শ্রবণ করুন, আমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছি তাহা নিরূপণ করুন। বলুন 'ব্রহ্ম' কে? 'কর্ম্ম কাহার নাম, অথবা 'অধ্যাত্ম' কাহাকে বলে? 'অধিভূত' কিরূপ আর 'অধিদৈবত'ই বা কি? যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি এমন ভাবে বলুন।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

হে দেব, 'অধিযজ্ঞ' কি, এবং এই দেহের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ—ইহা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। আর হে শার্ঙ্গপাণি, যিনি অন্তঃকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তিনি দেহপ্রয়াণের সময় আপনাকে কিভাবে জানিতে পারেন তাহাও আমাকে বলুন।" দেখুন, যদি কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি চিন্তামণিনির্ম্মিত সৌধে শয়ন করিয়া ঘুমের ঘোরেও কোনও কথা বলে, তাহা যেমন ব্যর্থ হয় না; তেমনি, অর্জ্জুনের মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্রই ভগবান বলিলেন—"তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা বলিতেছি। তুমি ভাল করিয়া শুন।" অর্জ্জুন কামধেনুর বৎস, তখন কল্পতরুর মণ্ডপে আছেন, সুতরাং মনোরথপূর্ণ[১] করিবার চিন্তামণি, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? কৃষ্ণ যখন আপনার হইয়া যান, তখন আপন অন্তঃকরণই কৃষ্ণময় হইয়া যায়, তখন সঙ্কল্পের অঙ্গনে সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরন্তু এই প্রকার নিঃসীম প্রেম অর্জ্জুনের মধ্যেই ছিল, সেইজন্য তাঁহার মনোরথ সর্ব্বদা সফল হইত। (১০) এইজন্য শ্রীঅনন্ত তাঁহার মনোগত প্রশ্ন পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া, উত্তররূপ ভোজনের থালা পরিবেশন

---

১ তাঁহার মনোরথসিদ্ধির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্তন্যপায়ী শিশুর ক্ষুধা তাহার মাতাই জানিতে পারে, নতুবা সে কি মুখের ভাষায় বলিতে পারে? আর তাহাই শুনিয়া মাতা স্তন্যদান করে? সুতরাং কৃপালু গুরুর যদি (শিষ্যের প্রতি) এরূপ প্রেম দেখা যায়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই,—পরন্তু, ইহা থাকুক; ভগবান কি বলিলেন তাহাই শুনুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্‌ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

তখন সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যে বস্তু এই ছিদ্রবহুল আকারে (শরীরে) ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া আছে, এবং কোনও কালে গলিয়া বাহির হয় না (বিনাশপ্রাপ্ত হয় না); যাহা দেখিতে অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্বভাবতঃ শূন্য নহে, যাহাকে আকাশের অঞ্চলে ('পরদায়') ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে; পরন্তু এত সূক্ষ্ম ও পাতলা হইলেও বিজ্ঞানরূপ থলিতে নাড়াইলেও গলিয়া পড়ে না, তাহাই 'পরব্রহ্ম'। আকার উৎপন্ন হইলেও যাহাকে জন্মের বিকার[1] স্পর্শ করে না, আকারের লোপ হইলেও যাহার কখনও বিনাশ হয় না; এই যে আপন সহজস্থিতি যাহাতে ব্রহ্ম নিত্য আসীন, হে সুভদ্রাপতি, তাহাকেই 'অধ্যাত্ম' বলে। নির্ম্মল গগনে যেমন অজ্ঞাতসারে, কোন এক সময়ে, বিচিত্র বর্ণের ঘন (অভ্র) পটল উঠিয়া ছাইয়া ফেলে; তেমনি, সেই বিশুদ্ধ নিরাকার বস্তু হইতে মহদাদি ভিন্ন ভিন্ন ভূতাদি উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আরম্ভ হয়। (২০) নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের উষর ভূমিতে আদিসঙ্কল্পের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকের আকৃতিগুলি উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখিলে, তাহারা (মূল) বীজ দ্বারা ভরিয়া আছে দেখা যায়, তাহার মধ্যে কত জীব উৎপন্ন হইতেছে ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। এই ব্রহ্ম-গোলকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে অসংখ্য আদিসঙ্কল্প উৎপন্ন হয়; বেশী কি বলিব? এইভাবে সৃষ্টি অনেক প্রকারে বাড়িতে থাকে। পরন্তু একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মই ওতপ্রোতভাবে (সর্ব্বত্র)

১ জন্মকর্ম্মের বিকার;

সমাবিষ্ট হইয়া আছেন,—অনেকত্বের (ভেদ-ভাবের) বন্যা আসিলে যেমন হয়; তেমনি এই সমবিষমত্ব কি করিয়া উৎপন্ন হয় জানা যায় না,—বৃথাই এই চরাচর বিশ্বের রচনা হয়,—উৎপন্ন ভূতাদির মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোনি দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন, জীবভাবের বিস্তারেরও কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না,—কোথা হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে বিচার করিলে দেখা যায় শূন্যই (অব্যক্ত) ইহাদের মূল। এই সৃষ্টির মূল কর্ত্তাকে দেখা যায় না, শেষ কারণও কিছু নাই —মধ্যস্থলে এই সৃষ্টিকার্য্য আপনা হইতেই বাড়িতে থাকে। এইভাবে, কর্ত্তা বিনাই অগোচরে[1] যে ব্যাপার অব্যক্তের মধ্যে আকার উৎপন্ন করে তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

এখন 'অধিভূত' কাহাকে বলে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি—মেঘ যেমন উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়া যায়; তেমনি, যাহার অস্তিত্ব মিথ্যা, ও না হওয়াই সত্য (যাহা সত্যই বিনাশশীল), যাহা পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে রূপ প্রাপ্ত হয়; (৩০) যাহা ভূতমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে, আর ভূতসংযোগেই দৃষ্ট হয় এবং ভূতের সহিত বিয়োগ হইলে যাহার নামরূপাদি ভিন্ন সংজ্ঞা[2] নষ্ট হয়; তাহাকেই 'অধিভূত' বলে;—এখন 'অধিদৈবত' পুরুষকে জান;—যে প্রকৃতির উপার্জ্জিত বস্তু ভোগ করে; যে চেতনার চক্ষু, ইন্দ্রিয়গ্রামের অধ্যক্ষ, যে সেই বৃক্ষ যাহার উপরে দেহান্তকালে সঙ্কল্পরূপ বিহঙ্গম আসিয়া আশ্রয় লয়; যে দ্বিতীয় পরমাত্মাস্বরূপ হইয়াও তাঁহা হইতে ভিন্ন, যে অহঙ্কার-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নের ব্যাপারে[3] সুখী ও দুঃখী হয়। যাহাকে 'জীব' এই নামে স্বভাবতঃ ডাকা হয়, তাহাকেই এই পঞ্চায়তনের (পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীরের) 'অধিদৈবত' বলিয়া জানিবে। হে পাণ্ডুকুমার এখন এই শরীরগ্রামে যে শরীরভাবকে (দেহাত্মবুদ্ধিকে) লোপ করিয়া দেয়, আমিই সেই 'অধিযজ্ঞ'।

১ কর্ত্তার গোচর বিনাই (অগোচরে);
২ বিয়োগ হইবার সময় যাহার নামরূপাদি নষ্ট হয়;
৩ অন্তরে (স্বপ্নের মধ্যে);

আর ইহাভিন্ন 'অধিদৈব' ও 'অধিভূত'—এ সমস্তই বস্তুতঃ আমিই। পরন্তু বিশুদ্ধ (পনের আনা কসের) সোনা খাদ মিশ্রিত হইলে কি হীনকস হইয়া যায় না? তথাপি স্বর্ণের বিশুদ্ধতা মলিনতাপ্রাপ্ত হয় না অথবা খাদের সঙ্গেও মিলিয়া যায় না, পরন্তু যখন এইভাবে তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তখন তাহাকে হীনকস সোনাই বলে। তেমনি, অধিভূতাদি সমস্ত যতক্ষণ অবিদ্যার অঞ্চলের দ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের (মূলব্রহ্ম হইতে) ভিন্ন বলিয়াই মানিতে হইবে। অবিদ্যার আবরণ সরিয়া গেলে, আর ভেদভাবের পার্থক্য দূর হইলে, যদি তাহারা মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন দ্বিত্ব (ভিন্নতা) কোথায় থাকে? (৪০) কেশের গুচ্ছের উপর একটি (স্বচ্ছ) স্ফটিকশিলা রাখিলে, উপর হইতে দেখিলে তাহাকে ভগ্ন মনে হয়। পরে কেশগুচ্ছ সরাইয়া লইলে, তাহার (ঐ শিলার) ভগ্নদশা কোথায় যায় কে বলিবে? তাহাকে কি কোনও সংযোজক পদার্থ দ্বারা জোড়া দেওয়া হয়? বস্তুতঃ তাহা নয়, উহা অখণ্ডই ছিল, পরন্তু সঙ্গদোষে (কেশের জন্য) ভিন্ন (ভগ্ন) বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা (কেশগুচ্ছ) সরাইয়া লইলে, যেমন কি তেমনই (অখণ্ড) থাকে। তেমনি অহংভাব চলিয়া গেলে, (পরব্রহ্মের সহিত) মূল ঐক্য থাকিয়া যায়,—এই ঐক্য যেখানে হয়, সেই 'অধিযজ্ঞ' আমিই। দেখ, এই (অধিযজ্ঞের) কথাই মনে রাখিয়া আমি পূর্ব্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে) তোমাকে বলিয়াছি যে সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়)। উহা সকল কর্ম্মের বিশ্রামস্থল, নৈষ্কর্ম্ম্যসুখের ভাণ্ডার; হে পাণ্ডব, আজ আমি তোমাকে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলাম। প্রথমে বৈরাগ্যরূপ ইন্ধনের পরিপূর্ত্তি-দ্বারা ইন্দ্রিয়ানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে বিষয়রূপ দ্রব্য আহুতি দিতে হইবে। বজ্রাসনে ভূমিশোধন করিয়া উত্তম আধারমুদ্রার (মূলবন্ধমুদ্রার) বেদী নির্ম্মাণ করিবে ও তাহার উপরে শরীরের মণ্ডপ স্থাপন করিবে। তাহার পর সংযমাগ্নির যজ্ঞকুণ্ডে, যোগমন্ত্রের উচ্চারণের সহিত, যথেষ্ট পরিমাণে ইন্দ্রিয়দ্রব্য যজন করিতে হইবে। তারপর মনপ্রাণসংযমরূপ হোমদ্রব্যের সমারম্ভদ্বারা নির্ধূম (প্রজ্বলিত) জ্ঞানাগ্নির সন্তোষ বিধান করিতে হইবে। (৫০) এইভাবে, সকল দ্রব্য জ্ঞানাগ্নিকে অর্পণ করিলে জ্ঞান 'জ্ঞেয়' বস্তুর মধ্যে লীন হইয়া যায়,—পরে 'জ্ঞেয়' বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। তাহারই নাম 'অধিযজ্ঞ'।"—এইভাবে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বলিতেই মহাবুদ্ধিমান অর্জ্জুন তাহা

তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন ; ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান বলিলেন, "তুমি ভালই শুনিতেছ" ;[১] শ্রীকৃষ্ণের এই সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুনও সুখী হইলেন। দেখুন বাক্যের[২] তৃপ্তিতে (মাধুর্য্যে) তৃপ্ত হওয়া এ শুধু মাতাই জানে, শিষ্যের সাফল্যে শুধু সদ্‌গুরুই কৃতার্থ হইয়া যান। এইজন্য, অর্জ্জুনের আগেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে (অষ্ট) সাত্ত্বিকভাবের এমন প্রসার হইল যে, তাহা সম্বরণ করা যায় না, পরন্তু ভগবান বুদ্ধিদ্বারা তাহা সম্বরণ করিয়া ; পরিপূর্ণ সুখের সুবাসের ন্যায়, অথবা শীতল অমৃতের কল্লোলের ন্যায়, কোমল ও রসাল বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্‌ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

বলিলেন—"হে শ্রোতৃশ্রেষ্ঠ, বৎস ধনঞ্জয়, শুন,—এইভাবে মায়া চলিয়া গেলে, যে জ্ঞান মায়াকে দহন করে সে জ্ঞানও জ্বলিয়া যায়। এখনই যাহার কথা বলিলাম, যাহাকে 'অধিযজ্ঞ' বলে,—যে আমাকে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সেই 'অধিযজ্ঞ' বলিয়া জানে ; সে দেহকে একটা বাহিরের আবরণ (খোলা) মনে করিয়া আত্মস্বরূপেই নিশ্চল হইয়া থাকে—যেমন মঠ আকাশে ভরিয়া আকাশই হইয়া থাকে। যখন সে ব্রহ্মানুভবের ভিতরের ঘরে নিশ্চয়রূপ কুঠুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়[৩], তখন বাহিরের আর কিছুই স্মরণ থাকে না। (৬০) এইভাবে, যে অন্তর্বাহ্য ঐক্যভাবে পূর্ণ হইয়া মদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহার বাহিরের পাঞ্চভৌতিক পাঁচটী আঁশ অজানিতভাবে পড়িয়া যায়। শরীর থাকিতেও যাহার সে সম্বন্ধে অস্তিত্বজ্ঞান নাই, আবরণ খসিয়া গেলে তাহার দুঃখ হইবে কেন? এইজন্য, তাহার ব্রহ্মানুভবের কোনও ব্যাঘাত হয় না। তাহার অনুভূতি যেন নিত্যতার ছাঁচে ঢালা ঐক্যের মূর্ত্তি—সমরসের (আত্মানন্দের) সমুদ্রে ধৌত হওয়ায় তাহাতে কোনও মলিনতা স্পর্শ করে না। গভীর জলে ঘট ডুবাইলে তাহার অন্তর-বাহির জলে ভরিয়া যায়—পরে দৈবাৎ যদি ভাঙিয়া যায়, তবে কি জলও ভাঙে?

১ পার্থ. তুমি ভালই শুনিতেছ ;
২ বালকের ;
৩ আসিয়া নিদ্রিত হয় ;

অথবা সর্প যদি খোলস ছাড়ে, অথবা গরমের জন্য যদি কেহ বস্ত্রত্যাগ করে, তবে কি অবয়বের (অঙ্গের) কোনও হানি হয়? তেমনি, আকারের বিনাশ হইলেও (ব্রহ্ম) বস্তু অখণ্ডই থাকে, বুদ্ধির এই ধারণা হইলে ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং যে অন্তকালে আমাকে এইভাবে জানিয়া দেহত্যাগ করে, সে মদ্রূপ হইয়া যায়।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম যে, মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে যে যাহার কথা অন্তঃকরণে স্মরণ করে, সে তাহাই হইয়া যায়। অতিশয় ভীত কোনও মনুষ্য যেমন পবন গতিতে দৌড়াইয়া রাস্তায় অকস্মাৎ এক কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়; পড়িবার পূর্ব্বে তাহার পতন নিবারণের জন্য কিছু থাকে না বলিয়াই সে পড়িয়া যায়। (৭০) তেমনি, মৃত্যুর সময়ে যাহাই জীবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, জীব তাহাই হইয়া যায়—ইহা কোনও উপায়েই ঠেকান যায় না। জাগ্রত অবস্থায় যাহারই ধ্যান করা যায়, (নিদ্রায়) চক্ষু বুজিলে যেমন তাহাই (স্বপ্নে) দেখা যায়; তেমনি, জীবিত থাকা কালে অন্তঃকরণের যে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, মরণের তীরে (সময়) তাহা আরও বাড়িয়া যায়।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

আর মরণের সময় যে যাহার কথা স্মরণ করে, সে সেই গতিই প্রাপ্ত হয়; অতএব, তুমি সদা আমাকেই স্মরণ করিবে। চক্ষুদ্বারা যাহা দেখিবে, কর্ণদ্বারা যাহা শ্রবণ করিবে, মনে যাহা চিন্তা করিবে, বাক্যদ্বারা যাহা বলিবে, এ সমস্তই অন্তরে বাহিরে মদ্রূপ করিয়া ফেলিবে, তখন স্বভাবতঃ সর্ব্বদা (সর্ব্বত্র) আমিই আছি। এইরূপ হইয়া গেলে দেহপাত হইলেও মৃত্যু হয় না; অতএব উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ কর।§ তুমি যদি নিশ্চিতভাবে তোমার

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের স্থলে পাঠান্তর এইরূপ আছে :—"তখন যুদ্ধ করিতে তোমার কিসের ভয়?"; "তখন সমরে সংগ্রাম করিতে ভয় কিসের?"

মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপে অর্পণ করিয়া দাও, তবে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

ইহা কেমন করিয়া হয়, এরূপ সন্দেহ যদি তোমার মনে থাকে, তবে প্রথমে অভ্যাস করিয়া দেখ—যদি না হয় তবে ক্রোধ করিও। এইভাবে, অভ্যাসের সহিত কর্ম্মযোগ চিত্তকে নির্ম্মল করে—উপায়ের সামর্থ্যে পঙ্গু যেমন পর্ব্বত লঙ্ঘন করে; (৮০) তেমনি, নিরন্তর অভ্যাসের[১] দ্বারা চিত্তকে পরমপুরুষের অভিমুখে লাগাইবে—তাহাতে শরীর থাকুক বা যাউক। যে চিত্ত নানাদিকে ধাবিত হয়, তাহা যদি আত্মাকে বরণ করিয়া লয়, তবে দেহ গেল কি থাকিল তাহা কে স্মরণ রাখে? দেখ, নদীর প্রবাহ যখন গর্জ্জন করিয়া বেগে সিন্ধুজলের সহিত মিলিত হইতে যায়, তখন পশ্চাতে কি হইতেছে তাহা কি ফিরিয়া দেখে? কখনই দেখে না,—উহা সমুদ্রের সহিত একরূপ হইয়া থাকে, তেমনি চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ হইয়া গেলে (জন্ম-মৃত্যুর) যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়, তাহাই পরমানন্দ (ঘনানন্দ)।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

যাহা গগন হইতেও পুরাতন, পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, যাহার সান্নিধ্যে (সহবাসে) বিশ্বের ব্যাপার চলে (বিশ্ব চেতনাপ্রাপ্ত হয়); যাহা নিরাকার, যাহার জন্ম বা মরণ নাই, যাহা সর্ব্বব্যাপক হইয়া সর্ব্বদ্রষ্টা; যাহা এই সমস্ত (জগৎ) প্রসব করিয়াছে, যাহা সমগ্র বিশ্বের জীবন, হেতু (কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ) যাহাকে ভয় পায়, যাহা অচিন্ত্য; দেখ, উই অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারে না, আলোকের মধ্যে যেমন অন্ধকার প্রবেশ করে না, তেমনি চর্ম্ম-চক্ষুর কাছে যাহা দিনের বেলায়ও অন্ধকার (অদৃশ্য); যাহা নির্ম্মল সূর্য্য-কণার (কিরণের) রাশি, জ্ঞানীর নিকটে যাহা নিত্য উদয় হয় এবং কখনও

১ শাস্ত্রাভ্যাস, সদভ্যাস।

অস্ত যায় না ; সেই নির্দ্দোষ (অব্যঙ্গ) পূর্ণব্রহ্মকে জানিয়া যে মরণকাল সমাগত হইলে স্থিরচিত্তে স্মরণ করে।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০

বাহিরে পদ্মাসন রচনা করিয়া উত্তরাভিমুখে বসিয়া, অন্তঃকরণে কর্ম্ম-যোগের সুখে অনুপ্রাণিত হইয়া ; অন্তরে মনোবৃত্তি একাগ্র করিয়া, (স্বীয়) স্বরূপপ্রাপ্তির প্রেমে আপনা আপনি ব্রহ্মস্বরূপে সাদরে মিলিত হইবার জন্য ; যে অধিগত যোগাভ্যাসদ্বারা, অগ্নিচক্র হইতে মধ্যমা (সুষুম্না) রূপ মধ্য-পথে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে ধাবিত হয় ; সেখানে অচেতনচিত্তের (মনের) সঙ্গী (অর্থাৎ প্রাণ) উপরে ভাসমান দৃষ্ট হয়,—যেখান হইতে প্রাণ গগনের মধ্যে সঞ্চার[১] করে[২]।+সে চেতনার মধ্যে অচেতনকে লয় করিয়া, ভ্রূর মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন ঘণ্টার ধ্বনি ঘণ্টার মধ্যে লীন হয়। যেমন ঘটদ্বারা আবৃত দীপ কেমন করিরা কখন নিবিয়া যায় জানা যায় না,—তেমনি ভাবে, হে পাণ্ডব, যে দেহত্যাগ করে ; সে কেবল পরব্রহ্ম,—যাহাকে পরমপুরুষ বলা হয়—সে আমার সেই নিজধাম হইয়া থাকে।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

সকল জ্ঞানের যে সীমা, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের যাহা খনি (আকর), জ্ঞানীর মহত্ব[৩] যাহাকে 'অক্ষর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে ; যাহা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে উড়িয়া যায় না, তাহাই যথার্থ আকাশ,—নতুবা যদি শুধু মেঘ হয়, তবে তাহা (বায়ুর আঘাতে) টিকিবে কি করিয়া ? তেমনি, জ্ঞানিগণ যাহা জানিতে পারেন, তাহা জ্ঞানের দ্বারা মাপ করা যায়। পরন্তু যাহা জ্ঞানের

১-২ সজ্জিত (প্রস্তুত) হইয়া ;

+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটী ওবী দৃষ্ট হয় :—

পরন্তু মনের স্থিরতায় ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া, ক্রমযোগবলে আপনাকে আবৃত করিয়া প্রস্তুত হয় ;

৩ বুদ্ধি ;

অগম্য, তাহাকেই স্বভাবতঃ অক্ষর বলে। (১০০) এইজন্য বেদজ্ঞ যাহাকে অক্ষর বলে, যাহা প্রকৃতির অপর পারে পরমাত্মস্বরূপ; আর বিষয়ের বিষ বাহির করিয়া, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া (সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে নির্ম্মল করিয়া) যে দেহরূপ বৃক্ষের নীচে বসিয়া থাকে; এইরূপ বৈরাগ্যশীল পুরুষ নিরন্তর যাহার দিকে চাহিয়া থাকে—নিষ্কাম পুরুষেরও যাহা সর্ব্বদা অভিপ্রেত (ইষ্ট); যাহার প্রতি অনুরাগে (যোগিগণ) ব্রহ্মচর্য্যাদির সঙ্কট গ্রাহ্য না করিয়া, নিষ্ঠুর হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে (দীন) দুর্ব্বল করে; এই যে দুর্লভ, ও অগাধ (অনন্ত) পদ—যাহার তীরে বেদও ডুবিতে থাকে (বেদ যাহার অন্ত পায় না); যে পুরুষ পূর্ব্বোক্তভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, সে তাহাই হইয়া যায়; হে পার্থ, আমি আর একবার এই স্থিতির কথা বলিতেছি।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে স্বামিন্, আমিও ইহাই বলিব ভাবিতেছিলাম, আপনি সহজে কৃপা করিয়াছেন, এখন বলুন। পরন্তু যাহা বলিবেন তাহা যেন অতি সহজবোধ্য হয়";—তখন ত্রিভুবনদীপ (শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন—"তোমাকে তেমনি সংক্ষেপে বলিব।[১] শুন।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২

তবে যাহাতে মন তাহার বাহিরে যাইবার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গভীরে ডুবিয়া থাকে, তাহাই কর। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বারে সংযমরূপ কপাট নিরন্তর লাগাইয়া রাখিলেই ইহা সম্ভব হয়। (১১০) মন হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ হইলেই সহজে স্থির হয়,—যেমন হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেলে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। তেমনি, হে পাণ্ডব, চিত্ত স্থির হইলে, প্রাণকে (প্রাণবায়ুকে) প্রণবের ধ্যান করাইবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে (প্রাণবায়ুকে) অনুবৃত্তিপথে (ক্রমে ক্রমে) ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। সেখানে সাধনার সামর্থ্যে[২] উহাকে এমনভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে আকাশে মিলিল কি মিলিল না (বুঝা যায় না),—যতক্ষণ না 'মৈত্রীর' অর্ধবিম্ব (ওঁকারের অর্দ্ধমাত্রা) লয়প্রাপ্ত হয়[৩]:

---

১ আমি জানি না? আমি সংক্ষেপেই বলিতেছি; ২ ধারণাবলে; ৩ যতক্ষণ না মাত্রাত্রয়ের অর্দ্ধমাত্রা লয়প্রাপ্ত হয়;—মাত্রাত্রয় অর্দ্ধমাত্রায় লীন হয়

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্‌।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

ততক্ষণ প্রাণবায়ুকে আকাশে স্থির রাখিতে হইবে—ঐক্যপ্রাপ্ত হইলেই ওঁকার বিম্বে (মূল স্বরূপে) বিরাজ করিবে। এইরূপ হইলে, তখন ওঁকারের স্মরণ বন্ধ হইয়া প্রাণবায়ুরও অস্ত হয়, এবং প্রণবাতীত পূর্ণঘন ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। অতএব, প্রণবৈকনাম (ওঁকার যাহার নাম) সেই একাক্ষর ব্রহ্ম—যাহা আমার পরম স্বরূপ, তাহা স্মরণ করিতে করিতে—যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হয়,—যে প্রাপ্তির পরে আর অন্য কিছুই পাইবার নাই।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

হে অর্জুন, কদাচিৎ যদি তোমার মনে এই ভাবনা হয় যে অন্তকালে কি করিয়া (আমার) স্মরণ হইবে ; ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে জীবনের সুখ যখন ডুবিতেছে, আর অন্তরে বাহিরে মৃত্যুচিহ্ন প্রকট হইয়াছে ; কে তখন আসন করিয়া বসিতে পারে, কেই বা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে পারে, আর কাহার অন্তঃকরণই বা প্রণব স্মরণ করিতে পারে ; (১২০) এইরূপ ভাবনা কখনই তোমার মনে স্থান দিও না—কারণ যে আমার সেবা করে,[১] তাহার অন্তিম সময়ে আমিই তাহার সেবক হইয়া যাই। যে ব্যক্তি বিষয়কে তিলাঞ্জলি দিয়া, প্রবৃত্তির পদে শৃঙ্খল পরাইয়া, আমাকেই হৃদয়ে রাখিয়া ভোগ করে (আমাকেই চিন্তা করে) ; আর এই সুখ ভোগ করিবার সময়, যাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাদির সহিত দেখাও হয় না,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দৈন্যের কথা কি বলিব ? এইভাবে যে নিরন্তর একাগ্রচিত্তে আমার সহিত যুক্ত হইয়া আমার স্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করে ;—তাহার দেহাবসানের সময়, যদি (চেষ্টা করিয়া) আমাকে স্মরণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে হয়, তবে তাহার (সমগ্রজীবনব্যাপী) উপাসনার কি প্রয়োজন ? যদি কোনও

১ নিত্য সেবা করে ;

দীন অসহায় ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া আমাকে ডাকে—'হে প্রভু, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর', তবে তাহার দুঃখ দূর করিতে কি আমি ছুটিয়া যাই না? আর, ভক্তেরই যদি এই দশা হয়, তবে ভক্তি করিবার ইচ্ছা কাহার হইবে? সুতরাং, এইরূপ সংশয়ের কথা বলিও না[১]। হে পাণ্ডব, তাহারা যখনই আমাকে স্মরণ করে, তখনই আমি তাহাদের স্মরণ করি,[২] জীবের উপকারের (উপাসনার) ঋণ আমি সহ্য করিতে পারি না। এই-ভাবে—ঋণের বোঝা অঙ্গে লইয়া, আপনাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য আমি ভক্তের দেহাবসানের সময় তাহার সেবা করি। দেহবৈকল্যের বায়ু যাহাতে তাহার সুকুমার অঙ্গে না লাগে, সেইজন্য আমি তাহাকে আত্মবোধের পিঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া দিই। (১৩০) আর তাহার উপর আত্মস্মরণের শীতল ছায়া বিছাইয়া দিই, এইভাবে তাহার মধ্যে নিত্য বুদ্ধিসঞ্চার করি (তাহার বুদ্ধি আমাতে স্থির করিয়া দিই)। সেইজন্য, আমার একটি ভক্তও কখনও দেহান্তের সঙ্কটে পড়ে না, আমি সহজেই আমার আপনার ভক্তকে নিজের কাছে লইয়া আসি। তাহার বাহিরের দেহাবরণ দূর করিয়া, মিথ্যা অন্ধকারের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহার শুদ্ধ বাসনার (ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনার) সহিত (তাহার শুদ্ধ বাসনাকে পৃথক করিয়া) তাহাকে আমার স্বরূপে মিলাইয়া লই। আর ভক্তের ও দেহের প্রতি বিশেষ একত্ব (মমত্ব) বোধ না থাকায়, দেহত্যাগের সময় সে কোনও বিয়োগদুঃখ অনুভব করে না। আর, দেহান্তের সময় আমি তাহার কাছে গিয়া তাহাকে আপন স্বরূপে লইয়া আসিব,—এ প্রকার ভাবনাও তাহার হয় না—কারণ পূর্ব্বেই সে মদ্রূপ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাহার অস্তিত্ব শরীররূপ জলে ছায়ার (আত্মার প্রতিবিম্বের) ন্যায় ভাসমান হয়—যেমন চাঁদনী (বাহিরে প্রসারিত দেখাইলেও) বাস্তবিক চন্দ্রের মধ্যেই থাকে। এইভাবে, যে নিত্যযুক্ত, আমি সতত তাহার পক্ষে সুলভ,—সেইজন্য বিদেহ হইয়া সে নিশ্চিতভাবে মদ্রূপ হয়।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

১ এইজন্য এইরূপ সন্দেহের কথা বলা হয়। ২ আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই আমাকে পায়।

যাহা (যে শরীর) ক্লেশরূপ তরুর উদ্যান, যাহা তাপত্রয়রূপ অগ্নির কুণ্ড, যাহা মৃত্যুরূপ কাককে প্রদত্ত বলিস্বরূপ; যাহা দৈন্য উৎপন্ন করে, মহাভয় বৃদ্ধি করে, যাহা সকল দুঃখের পূর্ণ ভাণ্ডার (পুঁজি); যাহা দুর্মতির মূল, কুকর্ম্মের ফল, যাহা ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কেবল স্বরূপ (প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি); (১৪০) যাহা সংসারের আসন, বিকারের পূর্ণমাত্রা, যাহা সকল রোগের খাদ্যপূর্ণ থালা (আকর); যাহা কালের উচ্ছিষ্ট খিচুড়ি, আশার আশ্রয়স্থল, জন্ম-মরণের স্বাভাবিক রাজপথ; যাহা ভুলে পরিপূর্ণ, যাহা বিকল্পের ঢালাই করা মূর্ত্তি—আর অধিক কি বলিব? যাহা বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার; যাহা ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থল, পণ্যাঙ্গনার মৈত্র, যাহা বিষয় জানিবার (ভোগ করিবার) উত্তম যন্ত্র; ডাকিনীর প্রেম, বা বিষরূপী শীতল জলের পান, অথবা ভদ্রবেশী ঠগের বিশ্বসনীয় ব্যবহার; যাহা কুষ্ঠরোগীর আলিঙ্গন, কালসর্পের কোমলতা, শিকারী ব্যাধের স্বাভাবিক সঙ্গীত; যাহা শত্রুর অতিথিসৎকার, দুর্জ্জনের আদর—আর অধিক কি বলিব?—যাহা অনর্থের সাগর; যাহা স্বপ্নে দেখা স্বপ্ন, মরীচিকার তৈয়ারী বন, ধূম্রের কণায় ভরা গগন; যে আমার অসীম স্বরূপের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তাহাকে আর এইরূপ শরীর ধারণ করিতে হয় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের গৌরব করে সাধারণতঃ তাহারাও পুনরাবৃত্তির চক্র হইতে অব্যাহতি পায় না; পরন্তু মৃতব্যক্তির উদরে যেমন ব্যথা হয় না; (১৫০) অথবা জাগ্রত হইবার পর যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বন্যায় ডুবিতে হয় না, তেমনি, যে আমাকে প্রাপ্ত হয়, সে আর সংসারের দোষে[১] দূষিত হয় না[২]।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রাং তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

সাধারণতঃ যে ব্রহ্মভুবনকে অবিনশ্বর (অক্ষর) জগতের[৩] চূড়া বলে, যাহা চিরস্থায়ীদের মধ্যে মুখ্য, ত্রৈলোক্যরূপ পর্ব্বতের শিখর; যে ব্রহ্মলোকের

১-২ লিপ্ত হয় না, ৩ জগদাকারের;

দিবসের এক প্রহর পর্য্যন্তও এক ইন্দ্রের আয়ু টিকে না, একটী দিন শেষ হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পংক্তি উঠিয়া যায়; সহস্র চারিযুগের কালচক্র অতীত হইলে যেখানে পুরাপুরি ব্রহ্মার একটী দিন হয়, আর তেমনি সহস্র কালচক্রে একটী রাত্রি হয়; যেখানকার দিনরাত্রির মান এইপ্রকার যে ভাগ্যবান পুরুষ সেখানে গিয়া মৃত্যুমুখে না পড়িয়া সেই অহোরাত্র দেখিতে পায়, সে স্বর্গেই চিরজীবী হইয়া থাকে। সেখানে অন্য সুরগণের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা আর কি বলা যায়? (অন্য দেবগণের অবস্থা বহু নিম্নে); দেবগণের মুখ্য ইন্দ্রেরই অবস্থা দেখ,—সেখানে দিবসে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্র হয়।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

পরন্তু ব্রহ্মার অষ্ট প্রহরকে যে আপন চক্ষে দেখিতে পায় তাহাকেই অহোরাত্রবিদ্ বলে। সেই ব্রহ্মলোকে প্রভাত হইলে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এত অধিক পরিমাণে ব্যক্ত (সাকার) বিশ্ব উদ্ভূত হইতে থাকে যে তাহার গণনা করা যায় না। ঐ দিবসের চার প্রহর পূর্ণ হইলে এই আকারসমুদ্র শুকাইয়া যায় (সাকার বিশ্বের নাশ হয়), পরে পুনরায় প্রভাত হইলে পূর্ব্ববৎ ভরিতে আরম্ভ করে।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে মেঘ আকাশে বিলীন হয়, গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তে পুনরায় যেমন মেঘ বাহির হয়; (১৬০) তেমনি ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে ভূতসৃষ্টির উদয় হয় এবং যুগচতুষ্টয়ের সহস্র কালচক্র পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকে। পরে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে বিশ্ব অব্যক্তে লয়প্রাপ্ত হয়, এবং একটী ক্ষুদ্র যুগসহস্র অতীত হইলে পূর্ব্ববৎ বিশ্বরচনা হয়।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মভুবনের অহোরাত্রির মধ্যে জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। এই ব্রহ্মলোকের মহত্ত্বের পরিমাণ এত অধিক যে ইহাকে

সৃষ্টিবীজের ভাণ্ডার বলা যায়, পরন্তু, ইহাদ্বারা পুনরাবৃত্তিরও মাপ করা যায় ('ইহা পুনরাবৃত্তির মাপের পূর্ণমূর্ত্তি')। বাস্তবিক পক্ষে, হে ধনুর্দ্ধর, এই ত্রৈলোক্য ব্রহ্মলোকের প্রসার, ইহা ব্রহ্মদিবসের উদয়ে সৃষ্ট হয়। পরে, রাত্রি হইলে আপনা আপনি অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ যেখানকার সেখানে (মূলবীজে) স্বভাবতঃ বিলীন হয়। বৃক্ষত্ব যেমন বীজে সমাহিত হয়, কিম্বা মেঘ গগনে মিলাইয়া যায়—তেমনি অনেকত্ব যেখানে একত্বে মিলায় তাহাকেই 'সাম্য' বলে। সেখানে সমবিষম কিছুই দৃষ্ট হয় না, এইজন্য, ভূতের কোনও নামই থাকে না,—যেমন দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধের নামরূপ চলিয়া যায়। তেমনি, আকারলোপের সঙ্গেই জগতের জগত্ব নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই 'সাম্য' স্থিতিতে উহা যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। তখন তাহার স্বাভাবিক নামই 'অব্যক্ত', আর আকারপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'ব্যক্ত' কহে—একটি হইতে অন্যটি সূচিত হয় মাত্র, নতুবা বাস্তবিক পক্ষে এ দু'টির একটিও নাই। (১৭০) [১]আসল সোনা গলাইলে তাহাকে স্বর্ণ 'বাট' বা 'পিণ্ড' বলে, আবার অলঙ্কার তৈয়ারী করিলে তাহার ঘনাকার (পিণ্ডাকৃতি) নষ্ট হইয়া যায়। এ দু'টি রূপান্তরই যেমন একই সাক্ষীভূত সুবর্ণের অবস্থান্তর, তেমনি, 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্তে'র বিচার ব্রহ্মবস্তুতেই হয়, সেই ব্রহ্মবস্তু 'ব্যক্ত'ও নয় 'অব্যক্ত'ও নয়, 'নিত্য'ও নহে, 'অনিত্য' (বিনাশশীল) ও নহে—এই দুই ভাবের অতীত, অনাদিসিদ্ধ। এই ব্রহ্ম বিশ্বাকার হইয়া আছেন, বিশ্বত্ব নষ্ট হইলেও ইঁহার নাশ[২] হয় না—অক্ষর মুছিয়া ফেলিলেও যেমন অর্থ মুছিয়া যায় না। দেখ, (জলের উপর) তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়া যায়, পরন্তু, জল অখণ্ডই থাকে, তেমনি, ভূতের নাশ হইলেও যে অবিনাশী ব্রহ্মের নাশ হয় না; অথবা, অলঙ্কার গলাইলেও যেমন (যাহা হইতে ঐ অলঙ্কার হয় সেই) সুবর্ণ গলিয়া নষ্ট হয় না, তেমনি জীবাকারের মৃত্যু হইলেও যিনি অমর হইয়া থাকেন।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

১ রৌপ্য;

২ নাশ হয় (অক্ষর মুছিয়া ফেলিলে যেমন অর্থ মুছিয়া যায় না, তেমনি ভাবে ইঁহার নাশ হয়);

যাঁহাকে কৌতুক করিয়া 'অব্যক্ত' বলা হইলেও তাঁহাকে বর্ণনা করা হইল বলিয়া মনে হয় না (যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় না), কারণ তিনি মন ও বুদ্ধির অগম্য ; আর, আকার ধারণ করিলেও যাঁহার নিরাকারত্বের লোপ হয় না, আকার লোপ হইলেও যাঁহার নিত্যতার হানি হয় না ; এইজন্য, যাঁহাকে 'অক্ষর' বলে, এবং এই নামেই যাঁহার (অবিনাশিত্ব) সম্বন্ধে বোধের উদয় হয়—যাঁহার পর আর কোনও বিস্তার না থাকায় যাঁহাকে 'পরমগতি' কহে।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২

পরন্তু, এই দেহরূপ নগরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করেন—কারণ ইনি নিজে কোনও ব্যাপার করেন না বা করান না। (১৮০) তথাপি, হে বীর অর্জ্জুন, শরীরের সর্ব্ব ব্যাপারের মধ্যে একটিও বন্ধ হয় না, দশটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতে থাকে ('মার্গ খোলা থাকে')। মনের চৌরাস্তার উপর বিষয়ের বাজার বসিয়া যায়, এবং অন্তর্য্যামী জীবাত্মা সুখদুঃখের 'রাজবাটা' (মুখ্যভাগ) প্রাপ্ত হয়। পরন্তু, রাজা সুখে নিদ্রিত থাকিলেও যেমন দেশের ব্যাপার বন্ধ হয় না, এবং প্রজাগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে থাকে ; তেমনি বুদ্ধির জানার কার্য্য (জ্ঞাতৃত্ব), মনের লেন-দেন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, প্রাণবায়ুর স্ফুরণ ; এই সমস্ত দেহক্রিয়া (জীবাত্মা) না করিলেও উত্তমরূপে চলিতে থাকে—যেমন সূর্য্য না চালাইলেও সমস্ত লোক নিজ নিজ কর্ম্মে চলিতে থাকে ; হে অর্জ্জুন, শুন, তেমনি এই শরীরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া যাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয় ; আর প্রকৃতিরূপা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি একপত্নীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও যাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয় ; বেদের ব্যাপক জ্ঞানদৃষ্টি যাঁহার অঙ্গন পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, যিনি গগনকেও আবৃত করিয়া রাখেন ; এইভাবে, জানিয়া শ্রেষ্ঠ যোগিগণ যাঁহাকে 'পরাৎপর' বলিয়া থাকেন, যিনি অনন্যগতি (একনিষ্ঠ) ভক্তের ঘর খুঁজিয়া বাহির করেন ; যে ভক্ত কায়মনোবাক্যে অন্য কাহাকেও জানে না, তাহার একনিষ্ঠা ভক্তি সুপক (দৃঢ়) করিবার জন্য যিনি সুক্ষেত্র স্বরূপ ; (১৯০) হে পাণ্ডব, এই ত্রৈলোক্যই 'পুরুষোত্তম' (ব্রহ্মস্বরূপ) এইপ্রকার যাহার

প্রকৃত মনোধর্ম্ম, তাহার আস্তিক্যবুদ্ধির যিনি আশ্রয়; যিনি নিরভিমানীর গৌরব, নিগুর্ণের জ্ঞান, নিস্পৃহের সুখের সাম্রাজ্য; যিনি সন্তুষ্টচিত্তের পরিবেশিত অন্নের থালা, চিন্তারহিত অনাথের অন্তঃকরণ,[১] যাঁহার স্থানে যাইবার জন্য ভক্তিই সরল পথ; হে ধনঞ্জয়, এক এক করিয়া আর কত বৃথা বলিব? যেখানে গেলে জীব তদ্রূপ হইয়া যায়; ঠাণ্ডা বায়ুর ঝাপটায় যেমন উষ্ণ জল শীতল হয়, কিম্বা, সূর্য্য কাছে আসিলে যেমন অন্ধকারও প্রকাশে পরিণত হয়; তেমনি, হে পাণ্ডব, যেখানে পৌঁছাইলেই সংসার সম্পূর্ণ ভাবে মোক্ষ হইয়া যায়; অগ্নির মধ্যে আসিয়া ইন্ধন যেমন অগ্নি হইয়া যায়, পরে যাহাই করা হউক না কেন, তাহার কাষ্ঠত্ব আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথবা, হে পাণ্ডুসুত, যেমন বুদ্ধি খরচ করিয়াও শর্করাকে পুনরায় ইক্ষুতে পরিণত করা যায় না; পরশ পাথর একটী লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করিলে, এমন কোন বস্তু আছে যাহা[২] তাহার লৌহত্ব পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে? এইজন্য—যেমন ঘৃতকে পুনরায় দুগ্ধ করা যায় না, তেমনি যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না; (২০০) তাহাই আমার পরম সত্য নিজধাম —এই অন্তরের গুপ্ত রহস্য তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

তেমনি, দেহ ছাড়িবার সময় যোগী যেখানে আমার স্বরূপে গিয়া মিলিত হয়, তাহা অন্য এক প্রকারে সহজে জানা যায়; অথবা, অকস্মাৎ যদি অকালে দেহত্যাগ হয়, তবে তাহাকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়। শুদ্ধকালে যদি দেহত্যাগ হয়, তবে দেহত্যাগের সঙ্গেই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, নতুবা অকালে মরণ হইলে সংসারে পুনরায় আসিতে হয়। তেমনি, সাযুজ্য ও পুনরাবৃত্তি এ দু'টিই সময়ের অধীন, সেই সময়ের কথাই তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪

১ জননী;

২ এমন কি উপায় আছে যাহার দ্বারা;

হে সুভটা (বীর) অর্জ্জুন, শুন—মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ('মৃত্যুর মধ্যস্থলে পড়িলে') অন্তে পঞ্চমহাভূত নিজ নিজ পথে বাহির হইয়া যায়। প্রয়াণকাল (প্রাপ্ত হইলে) আসিলে, যাহাতে ভ্রম বুদ্ধিকে না গ্রাস করে, স্মৃতি অন্ধ না হইয়া যায়, মনোবৃত্তি নষ্ট না হইয়া যায়, সমস্ত চেতনাবর্গ যাহাতে অনুভূত ব্রহ্মভাবকে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুসময়েও প্রাণবন্ত থাকে ; ইন্দ্রিয়সমূহের এইরূপ সাবধানতা মৃত্যু পর্য্যন্ত বজায় রাখা যায়—যদি অগ্নির সহায়তা পাওয়া যায়। দেখ, যদি বাতাসে বা জলে প্রদীপের শিখা নিবিয়া যায়, তবে আপন দৃষ্টি থাকিলেও কি দেখা যায় ? (২১০) তেমনি, দেহান্তকালের বিষম বায়ুর প্রকোপে দেহের অন্তরবাহির শ্লেষ্মায় ভরিয়া গেলে, যখন অগ্নির তেজ নিবিয়া যায়, তখন প্রাণের প্রাণ না থাকিলে, বুদ্ধি থাকিয়া কি করিবে ? অগ্নি বিনা দেহে চেতনা থাকিতে পারে না। অহো, দেহের অগ্নিই যদি চলিয়া যায়, তবে দেহ তো দেহ থাকে না—একটী সিক্ত কর্দ্দমের পিণ্ড হইয়া যায়, এবং সে বৃথাই অন্ধকারে আপনার মৃত্যুকাল খুঁজিতে থাকে। আর, সেই অবসরে পূর্ব্বের সমস্ত স্মৃতি সমানভাবে রক্ষা করিবে, এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বরূপে মিলিবে কি করিয়া ? তখন তাহার সমস্ত চেতনা সেই শ্লেষ্মারূপ কর্দ্দমে ডুবিয়া যায় এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি সহজে লুপ্ত হয়। এইজন্য, পূর্ব্বে প্রাপ্ত অভ্যাস মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় (এবং কোনও কাজে আসে না), রক্ষিত কোনও বস্তু দেখিবার পূর্ব্বেই হস্তে ধৃত দীপ নিবিয়া গেলে যেমন হয়। এখন এ সমস্ত থাকুক—অগ্নিই জ্ঞানের মূল কারণ জানি এবং মৃত্যুসময়ে অগ্নির বলই সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হয়। অন্তরে অগ্নির জ্যোতির প্রকাশ থাকিবে, বাহিরে শুক্লপক্ষের কোনও দিন, এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসের কোনও মাস হইবে ; এইরূপ নিশ্চিত অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া যে ব্রহ্মবিদ্ দেহ ত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া যান। হে ধনুর্দ্ধর, অবধান কর, এই সময়ের যোগের এতখানি সামর্থ্য,—ইহাই মোক্ষধামে যাইবার সরল পথ। (২২০) এই পথের অগ্নিই প্রথম সোপান, (ঐ অগ্নির) জ্যোতিঃই দ্বিতীয় সোপান, দিবস তৃতীয়, এবং শুক্লপক্ষ চতুর্থ, জানিবে। আর উত্তরায়ণের ছয় মাস সকলের উপরের সোপান—ইহা দ্বারাই যোগী সাযুজ্যসিদ্ধিধাম প্রাপ্ত হন। ইহাই উত্তম কাল জানিবে, ইহাকেই অর্চিরাদি মার্গ বলে ; এখন অকাল কাহাকে বলে তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শুন।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

প্রয়াণকালে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে অন্তঃকরণ অন্ধকারে ভরিয়া যায়। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় কাষ্ঠের ন্যায় (জড়তাপ্রাপ্ত) হয়, স্মৃতি ভ্রমের মধ্যে ডুবিয়া যায়, মন বিকল হয়, প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া যায়, চতুর্দ্দিক ধূমে ভরিয়া যায়, ইহাতে শরীরের চেতনা আচ্ছন্ন হয়। সজল ঘন মেঘ চন্দ্রকে ঢাকিলে যেমন অন্ধকারও হয় না, উজ্জ্বল আলোকও চলিয়া যায়,—এমনি গোধূলির মত হয়। তেমনি, মৃত্যু না হইলেও চেতনা থাকে না, জীবন থাকিতেও এমনি স্তব্ধ হইয়া যায়,—আয়ু মরণের সীমায় পৌছিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করে।[১] এইভাবে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দিকে ধূমের কুণ্ডলী পাকাইলে, জন্মার্জ্জিত লাভ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ('প্রলয় হয়')। হস্তগত বস্তুই যদি চলিয়া গেল, তখন অন্য লাভের কথা কি হইতে পারে ?— মৃত্যুর সময় এই দশাই হয়। (২৩০) এই তো দেহের ভিতরের অবস্থা,— বাহিরে যদি কৃষ্ণপক্ষ হয়, ও তাহার উপর রাত্রি, এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাসের কোনও মাস হয় : এই যে পুনরাবৃত্তির যোগ—এই সমস্ত যাহার প্রয়াণকালে আসিয়া একত্র হয়, সে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির কথা কেমন করিয়া শুনিবে? এইভাবে যাহার দেহপাত হয়, সে যোগী হইলে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু তথা হইতে পুনরায় তাহাকে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। হে পাণ্ডব, আমি যে অকালের কথা বলিয়াছি তাহা ইহাই জানিবে, আর ইহাই পুনরাবৃত্তির গ্রামে যাইবার ধূম্র মার্গ। অন্য যে অচিরাদি মার্গ, তাহা স্থায়ী, সরল, সহজ (স্বতঃসিদ্ধ) ও শান্তিপ্রদায়ক, ও উত্তম মার্গ—যাহা নিবৃত্তি (মোক্ষ) পর্য্যন্ত গিয়াছে।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

এই প্রকার দুইটী মার্গ অনাদিকাল হইতে আছে, একটী সরল, একটী বক্র, হে বীর অর্জুন, ইহাদের আমি তোমাকে বুদ্ধিদ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা

১ মৃত্যুসময়ের অপেক্ষা করে ;

করিয়াছি; যাহাতে তুমি মার্গামার্গ দেখিয়া, সত্যমিথ্যা চিনিয়া, হিতাহিত বিচার করিয়া আপন কল্যাণের পথ বাছিয়া লইতে পার। দেখ, উত্তম নৌকা দেখিয়া কি কেহ অথৈ (গভীর) জলে ঝাঁপ দেয়? কিম্বা, উত্তম পথ ছাড়িয়া কি কেহ অরণ্যে প্রবেশ করে? যে অমৃত ও বিষ চিনে, সে কি অমৃত ত্যাগ করিতে পারে? তেমনি, যে সরল পথ দেখিতে পায়, সে কুটিল মার্গে যায় না। এইজন্য, প্রথমেই সত্যমিথ্যা, ভালভাবে পরীক্ষা করিবে; —এইরূপ পরীক্ষা করিলে কখনও ভ্রমে পড়িতে হয় না।[১] (২৪০) নতুবা, মরণকালে মহা অনর্থ হয় এবং এই পথ সম্বন্ধে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, জন্মাবধি যে যোগ অভ্যাস করা হয় তাহাও ব্যর্থ হয়। যদি (মৃত্যুকালে) অর্চিরাদি মার্গ ভুলিয়া অকস্মাৎ ধূম্রমার্গে পড়া যায়, তবে সংসারের বন্ধনে পড়িয়া জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরিতে হয়। এই অবস্থার মহাকষ্ট দেখিয়া, এবং তাহা কি করিয়া দূর করা যায় ইহা চিন্তা করিয়াই আমি দুইটি যোগমার্গের কথা উত্তমরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। একটির দ্বারা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, আর একটির দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়, পরন্তু দেহান্তকালে মনুষ্য দৈবযোগে যে মার্গ প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার প্রাপ্য।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭

সেই (মৃত্যুর) সময় অকস্মাৎ কোন্ পথ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা বলা যায় না,—দেহত্যাগ করিবার সময় যে মার্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? দেহ থাকুক বা যাউক, আমি তো কেবল ব্রহ্মস্বরূপ—রজ্জুতে যে মিথ্যা সর্পাভাস, তাহার কারণ তো রজ্জুই। জল কি বুঝিতে পারে তাহাতে তরঙ্গ আছে কি নাই? যে অবস্থাই দেখা যাউক না কেন, জল যেমন তেমনই থাকে। তরঙ্গের উৎপত্তির সহিত তাহার জন্ম হয় না, তরঙ্গের লোপ হইলেও তাহার বিনাশ হয় না,—তেমনি যে ব্যক্তি দেহ থাকিতেই ব্রহ্ম হইয়া যায়; এখন এই বিদেহী পুরুষের মধ্যে যদি দেহের নামগন্ধও অবশিষ্ট না থাকে, তবে তাহার কখন, কি করিয়া,

১ অকালে নাশ হয় না;

মৃত্যু হইতে পারে? তখন তাহার মার্গ খুঁজিবার কি প্রয়োজন? দেশ-কালাদি সমস্তই যদি তাহার আত্মস্বরূপই হইয়া যায়, তবে কি কোথা হইতে কোথায় যাইবে? (২৫০) আরও দেখ, ঘট যখন ভাঙিয়া যায় তখন তাহার অভ্যন্তরের আকাশ কোনওএক পথে[1] আকাশের (মহাকাশের) সহিত মিলিত হয়,—সেই পথে না গেলে কি আকাশের সহিত মিলিত হয় না? দেখ, বাস্তবিক পক্ষে ঘটের আকারই নষ্ট হয়—নতুবা 'ঘটত্বে'র (ঘট তৈয়ারী হইবার) পূর্ব্ব হইতেই ঘটাকাশ মূল আকাশেই আছে। এইভাবে, যে যোগী জ্ঞানের সহায়তায় সোঽহম্‌সিদ্ধ (ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়াছে, তাহাকে মার্গামার্গের সঙ্কটে পড়িতে হয় না। হে পাণ্ডুসুত, এইজন্যই তোমাকে 'যোগযুক্ত' হইতে হইবে—তাহাতেই সর্ব্বকালেই আপনা আপনি সাম্য বা সমতা আসিবে। যেখানেই হউক, বা যে সময়েই হউক না কেন, দেহবন্ধন থাকুক বা যাউক, এইরূপ যোগীর বন্ধন-রহিত, নিত্য, ব্রহ্মভাবের কোনও হানি হয় না। তাহাকে কল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কল্পান্তে তাহার মরণ হয় না ('মরণে ডুবিতে হয় না'), মধ্যেও স্বর্গ বা সংসারের মোহ তাহাকে ভুলাইতে পারে না। যে যোগী এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানমার্গের উৎকর্ষ লাভ করে, কারণ সে বিষয়ভোগকে পদদলিত করিয়া স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পাণ্ডব, দেখ, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে যে সর্ব্বপ্রকার সুখের সাম্রাজ্য ভোগ করে, সে তাহাও ত্যজ্য মনে করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপসসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

বেদাধ্যয়ন করিলে, অথবা যজ্ঞরূপ ক্ষেত্রের পরিপক্ক ফললাভ হইলে, কিম্বা তপ দানের সর্ব্বপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় করিলে; এই প্রকার সমস্ত পুণ্যের সঞ্চয়[2] যদি ফলভারে পূর্ণ হইয়াও যায়, তথাপি তাহা নির্ম্মল পরব্রহ্মের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। (২৬০) যাহা নিষ্প্রভ হয় না বা যাহার অন্ত হয় না, যাহা ভোগীর ইচ্ছা পূরণ করে, যাহা মহাসুখের (ব্রহ্মসুখের) আত্মীয় বা সম্বন্ধী স্বরূপ; যে সুখ উপমার তৌলদণ্ডে নিত্যানন্দের তুলনায় কম

১ সরল মার্গে; ২ পুণ্যের উদ্যান;

দেখায় না, বেদযজ্ঞাদি যে সুখের সাধন ; যাহা 'দৃষ্ট' ইন্দ্রিয়াদির সুখবর্দ্ধক বলিয়া, 'অদৃষ্টের' (ব্রহ্মসুখের) পার্শ্বে বসিবার যোগ্য, যাহা কেহ শতযজ্ঞ করিয়াও লাভ করিতে পারে না ; তাহাকে যোগীশ্বর দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া এবং কৌতুকে হস্তদ্বারা ওজন করিয়া অনুমানে হাল্কা মনে করে। হে কিরীটি, সেই সুখকে পায়ের সিঁড়ি করিয়া যোগী পরব্রহ্মের পদে আরোহণ করে।" এইভাবে যিনি চরাচরের একমাত্র 'ভাগ্য' (বৈভব), ব্রহ্মা ও শঙ্করের উপাস্য, যোগিগণের উপভোগ্য ভোগধন ; যিনি সকল কলার কলা (পরাকাষ্ঠা), পরমানন্দের পুতলী, যিনি বিশ্বের জীবের জীবন ; যিনি সর্ব্বজ্ঞানের আকর (সর্ব্বজ্ঞতার মূল), যাদবকুলের কুলপ্রদীপ,—সেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকে উপদেশ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই বৃত্তান্ত সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিলেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব (শ্রোতাদের) বলিতেছেন—"সেই কথা আপনারা এখন শ্রবণ করুন।" (২৬৯)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

পরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়

সমাপ্ত।

আপনারা শুধু একাগ্রচিত্তে শুনুন—আপনারা এই কথা শ্রবণ করিলে সর্ব্বসুখের [1]সনদ প্রাপ্ত হইবেন[2], আমি ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। পরন্তু, ইহা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ কথা নয়, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ শ্রোতা, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাই আমার আত্মীয়তাপূর্ণ নিবেদন। ইহার কারণ এই যে, আপনাদের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন মাতৃগৃহ (প্রেমের আধার) থাকিলে, প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, মনোরথের সকল ইচ্ছা সফল হয়। আপনাদের কৃপাদৃষ্টির আশ্রয়ে[3] প্রসন্নতার উপবন (ফলফুলে) সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রান্ত হইয়া আমি তাহারি ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি। আপনারা সুধামৃতের গভীর জলাশয়, সুতরাং আমি আপন ইচ্ছামত (সুধামৃত পান করিয়া) শীতল হইতে চাহি—তাহাতে যদি আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে ভয় পাই তবে আমি তৃপ্ত হইব কিরূপে? আর শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বাণী শুনিয়া, বা তাহার কৌতুকপূর্ণ আঁকাবাঁকা, টলমল পদক্ষেপ দেখিয়া মাতা যেমন আনন্দিত হন; তেমনি, আপনাদের ন্যায় সন্তজনের প্রেম প্রাপ্ত হইবার জন্য, অত্যধিক আগ্রহের সহিত আমি আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাপূর্ণ অন্তরঙ্গতা করিতেছি। নতুবা, আপনাদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ শ্রোতাগণের সম্মুখে কি আমার বলিবার যোগ্যতা আছে? সরস্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়? দেখুন, জোনাকী যত বড়ই হউক না কেন, সূর্য্যের মহাতেজের সম্মুখে কি তাহার দ্যুতি নিষ্প্রভ হইয়া যায় না? এরূপ কি রসপূর্ণ সুখাদ্য আছে যাহা অমৃতের থালায় পরিবেশন করা যায়? অহো, চন্দ্রকিরণকে পাখার ব্যজন করা, নাদকে গান শুনান, কি অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা—ইহা কি সম্ভব? (১০) বলুন তো, পরিমল (সুগন্ধ) স্বয়ং কেমন করিয়া আঘ্রাণ করিবে? সমুদ্র কোথায় স্নান করিবে? এমন কোন বৃহৎ বস্তু আছে যাহা সারা গগনকে আচ্ছাদন করিবে? তেমনি, বিচার করুন, এমন বক্তৃতাশক্তি কাহার আছে যে, আপনাদের শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিবে, এবং আপনারা বলিবেন "হাঁ ঠিক হইয়াছে?"

১-২ পাত্র হইবেন;　　　৩ আর্দ্রতায়;

তথাপি, বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যের কি হাতের প্রদীপ দ্বারা আরতি করা যায়?[১] কিম্বা, অঞ্জলিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া যায় না? হে প্রভুগণ, আপনারা মহেশের মূর্ত্তি, আর আমি দুর্ব্বল, আপনাদের ভক্তিদ্বারা পূজা করিতেছি, অতএব, আমার বাণী নিগুণ্ডীপত্রের* ন্যায় নির্গুণ হইলেও আপনারা তাহা স্বীকার করিয়া লউন। বালক পিতার থালায় বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে পিতা সন্তোষে পূর্ণ হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেয়; তেমনি, আমিও বালকবুদ্ধিতে আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছি, আপনারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন—ইহাই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আর, আপনারা সন্ত শ্রোতাগণ বহুপ্রকারে আমার প্রতি আপনাদের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং আমার আত্মীয়তাসুলভ ব্যবহার আপনাদের বিব্রত করিবে না। অহো, মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাগিলে স্তনে আরও অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হয়—অত্যন্ত প্রিয়জনের রোষে প্রেম দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। অতএব, আমার বালকসুলভ কথায় আপনাদের সুপ্ত কৃপালুতা জাগ্রত হইয়াছে—ইহা জানিয়াই আমি এইভাবে বলিতেছি। নতুবা, চন্দ্রকিরণকে কি জাঁক দিয়া পাকাইতে হয়? বায়ুকে কি গতি প্রদান করিতে হয়? গগনকে কি কোনও আচ্ছাদন দিয়া ঢাকা যায়? (২০) শুনুন, জলকে আর তরল করিতে হয় না, মাখনের মধ্যে মন্থনদণ্ড ঢোকান নিষ্প্রয়োজন, তেমনি যাহাকে দেখিলে ব্যাখ্যান লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে—; শুধু তাহাই নহে—শব্দব্রহ্ম (বেদ) স্তব্ধ হইয়া যে পালঙ্কের উপর শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই গীতার্থ মারাঠী ভাষায় বলিবার যোগ্যতা (আমার) কই? পরন্তু, ইহাই আমার ইচ্ছা—আমার একমাত্র আশা এই যে আমার ধৃষ্টতা দ্বারা ভবাদৃশ জনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিব। এখন, চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট, আপনাদের অবধান (মনোযোগ) দান করিয়া আমার মনোরথের পোষণ করুন। আপনাদের কৃপাদৃষ্টির বর্ষণ হইলে আমার বুদ্ধি সকলার্থসিদ্ধির পরিপক্বতা লাভ করিবে, অন্যথায় যদি আপনারা উদাসীন থাকেন তবে আমার জ্ঞানের (প্রতিভার) অঙ্কুর শুকাইয়া যাইবে।

১ আরতি করা যায় না?

* গঙ্গাবতী, নিগুণ্ডীর পত্র—বিল্বপত্রের অভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয়;

আপনারা স্মরণ রাখিবেন—বক্তৃতাকে যদি অবধানরূপ খাদ্য দেওয়া হয়, তবে অক্ষরের সিদ্ধান্ত (অর্থ) রূপী উদর পূর্ণ হয় (শব্দের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য হয়)। অর্থ শব্দের পথ দেখিতে পায় না, এক অভিপ্রায় (অভিপ্রেত অর্থ) হইতে অন্য অভিপ্রায় বাহির হয়, বুদ্ধির মস্তকে ভাবের কুসুমবৃষ্টি হয়। এই-ভাবে, (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে) সংবাদের অনুকূল পবন বহিতে থাকিলে, হৃদয়াকাশ বক্তৃতার সারস্বত (জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য) রসে[১] ভরিয়া যায়। শ্রোতা অমনোযোগী হইলে বক্তৃতার রস তৈয়ারী হইলেও ক্ষীণ হইয়া যায়। অহো, চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবীভূত হয় বটে, পরন্তু তাহাকে দ্রব করিবার শক্তি চন্দ্রমাতেই আছে ; তেমনি শ্রোতা বিনা (শ্রোতার অবধান বিনা) বক্তা বক্তাই নয়। পরন্তু, তণ্ডুলকে কি বিনতি করিতে হয় যে 'আমাকে মিষ্ট মনে করিয়া গ্রহণ করুন ?' কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে নাচাইবার জন্য কি সূত্রধারকে প্রার্থনা করিতে হয় ? (৩০) সূত্রধার কি কাষ্ঠপুত্তলীর কাজের (উপকারের) জন্য তাহাকে নাচায় ? কি, আপনার কলানৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নাচায় ? সুতরাং আমার বৃথা কষ্ট করার কি প্রয়োজন ? তখন শ্রীগুরু বলিলেন—"কি হইল ? (তোমার) এ সমস্তই আমি বুঝিলাম, এখন নারায়ণ যাহা বলিলেন তাহাই বর্ণনা কর।" ইহাতে নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব সন্তুষ্ট হইয়া উল্লাসভরে বলিলেন, "যথা আজ্ঞা—এখন শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন।"

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

"হে অর্জুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের গুহ্য রহস্য—জ্ঞানের মূল বীজের কথা পুনরায় বলিতেছি। 'এইভাবে অন্তঃকরণের গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাকে কি গুহ্য রহস্যের কথা বলিবেন'—এইরূপ কোনও ভাবনা যদি তোমার মনে উঠিয়া থাকে ; তবে, হে প্রাজ্ঞ, শুন,—তুমি আস্থার (শ্রদ্ধার) প্রতিমূর্তি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না। এইজন্য, আমার অন্তরের গূঢ় তত্ত্ব বাহির হইয়াই আসুক না কেন, বা যাহা বলিবার

১ ভাবার ;

নয় তাহাও বলিয়া ফেলি না কেন, পরন্তু আমি চাহি যে আমার হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করুক। স্তনে দুগ্ধ ভরা থাকে কিন্তু স্তন সে দুগ্ধের মিষ্টত্ব আস্বাদন করিতে পারে না, যদি দুগ্ধ পান করিবার কোনও একনিষ্ঠ বৎস মিলে, তবে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি বীজের পাত্র হইতে বীজ লইয়া তৈয়ারী জমিতে ফেলা (বপন করা) হয়, তবে কি বলা যায় যে বীজ ছড়াইয়া নষ্ট করা হইল ? এইজন্য সুমনা, শুদ্ধমতি, অনিন্দুক ও অনন্যগতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও সুখে বলা যায়। (৪০) এখন, এই প্রসঙ্গে, তুমি ভিন্ন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কেহই নাই, সুতরাং গুহ্য হইলেও এই রহস্য তোমাকে গোপন করা উচিত নহে। এখন, বারম্বার 'গুহ্য' 'গুহ্য' এই কথা শুনিয়া তোমার হয়তো ইহা দুর্বোধ্য মনে হইতেছে, এইজন্য আমি 'বিজ্ঞানের' সহিত 'জ্ঞান' স্পষ্টভাবে উপদেশ করিতেছি। পরন্তু, আসল ও জাল মুদ্রা একত্র মিশিয়া গেলে যেমন তাহা পরীক্ষা করিয়া আলাদা করিতে হয়, তেমনি, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক করিয়া দেখাইব। রাজহংস চঞ্চুর সাহায্যে জল হইতে দুগ্ধ পৃথক করে, তেমনি, আমি তোমাকে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' পৃথক করিয়া বুঝাইব। বায়ুর প্রবাহে তুষ উড়িয়া যায়, এবং শস্যের দানা স্বতঃ রাশীকৃত পড়িয়া থাকে ; তেমনি, যে বিচার 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের' পার্থক্য জানিবার পর§ সংসারকে সংসারের বন্ধনের মধ্যে রাখিয়া, মোক্ষশ্রীর সিংহাসনে বসাইয়া দিবে ;

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

যে জ্ঞান সুবিদ্যার নগরে মুখ্য আচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা সকল গুহ্য বিষয়ের স্বামী, পবিত্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আর ধর্ম্মের নিজধাম, উত্তমের মধ্যে উত্তম, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য জন্মের আবশ্যকতা হয় না ; যাহা সামান্য পরিমাণে গুরুর মুখে উদয় হইতে দেখা যায়, পরন্তু যাহা হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ (স্বয়ম্ভূ) এবং স্বতঃই যাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে থাকে ; আত্মসুখের সিঁড়ি বাহিয়া চড়িতে চড়িতে যাহার দর্শন পাওয়া যায়—যাহা

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—'এই জ্ঞানলাভের পর' ;

প্রাপ্ত হইলে (ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই ত্রিপুটীর নাশ হওয়ায়) ভোক্তার ভোক্তৃত্বই লয়প্রাপ্ত হয় ; (৫০) পরন্তু ভোগের (এই প্রাপ্তিসুখের) এপারের সীমানায়ই (লয় হইবার পূর্ব্বেই) চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়া স্থির হইয়া থাকে,—এই জ্ঞান সুলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরব্রহ্ম। অধিকন্তু, এই জ্ঞানের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে উহা একবার হস্তগত হইলে আর নষ্ট হয় না, আর অনুভব করিলে কমিয়াও যায় না, নিষ্প্রভও হয় না। যদি তার্কিকের ন্যায় তোমার মনে এই সংশয় হয় যে, এইপ্রকার বস্তু লোকের গ্রাস হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইল ?+ ইহা পবিত্র ও রমণীয়, সুখলভ্য, স্বয়ংসুখ (সুখকারক) ও পরম ধর্ম্ম্য (ধর্ম্মানুকূল), ইহা স্বস্বরূপ প্রাপ্ত করায় ; এইভাবে, সর্ব্বপ্রকারে সুখপ্রদ[১] হইয়াও, ইহা লোকের হস্তগত হয় নাই কেন ? এই শঙ্কার সত্যই কারণ আছে, পরন্তু তুমি এ আশঙ্কা করিও না—শুন।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩

দেখ, দুগ্ধ অতি পবিত্র ও সুমিষ্ট, (গাভীর স্তনে) ত্বকের একটা পরদার নীচেই সঞ্চিত থাকে, পরন্তু মূর্খ[২] (রক্তপায়ী কীট) তাহা উপেক্ষা করিয়া রক্তপান করে না কি ? কিম্বা, কমলকন্দ ও ভেক একই স্থানে বাস করে ; পরন্তু, ভ্রমর কমলের পরাগ আস্বাদন করে, ভেকের ভাগ্যে কর্দ্দমই সার। অথবা, দুর্ভাগার ঘরে দ্রব্যপূর্ণ সহস্র কড়াই (ভাণ্ড) থাকিতে পারে, পরন্তু সে ঐ ঘরে বসিয়া উপবাস করে, অথবা দারিদ্র্যে দিনপাত করে। তেমনি, সর্ব্বসুখের 'আরাম' (বিশ্রামস্থল), ধর্ম্মস্বরূপ[৩] আমি হৃদয়-মধ্যে থাকিলেও লোকে ভ্রান্ত হইয়া বিষয় কামনা করে। অপার মৃগজল চোখে দেখিয়া, মুখভরা অমৃত ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, অথবা শুক্তি পাইয়া গলায় বাঁধা পরশমণি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যেমন হয় ; (৬০) তেমনি, বেচারা

+ এই স্থানে পাঠান্তরে অন্য একটী ওবী দেখা যায়—"যে শতকরা একমুদ্রা সুদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে অনায়াসে লভ্য এই স্ব-(আত্মসুখের) মাধুর্য্য কি করিয়া ত্যাগ করে ?"

১ অনুকূল ; ২ রক্তপায়ী কীট ; ৩ আত্মারাম ;

জীব অহংতা ও মমতার পাশে বদ্ধ হইয়া[১] (বিশৃঙ্খলার মধ্যে) আমাকে পায় না এবং সেইজন্য জন্ম-মরণের দুই তীরের মধ্যে চুবানি খাইয়া টলমল করিতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, আমি মুখের সম্মুখে সূর্য্যের স্বরূপ,—পরন্তু সূর্য্যকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না,—আমার সে ন্যূনতাও নাই।

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

যদি আমার বিস্তারের কথা বল, এ সমস্ত জগৎই কি আমার স্বরূপের বিস্তার নহে? দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ জমিয়া দধি হয়; কিম্বা, বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা স্বর্ণ হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, তেমনি এই জগৎ একমাত্র আমারই বিস্তার। আর কি বলিব? আমার অব্যক্ত স্বরূপ ঘনীভূত, এই বিশ্বাকার তাহারি তরল অবস্থা, তেমনি এই ত্রৈলোক্য আমার নিরাকার স্বরূপের সাকার বিস্তার, জানিবে। মহত্তত্ত্ব হইতে দেহ পর্য্যন্ত এই অশেষ ভূতগ্রাম আমাতেই প্রতিবিম্বিত (ভাসমান) আছে—জলে যেমন ফেনা থাকে। পরন্তু, হে পাণ্ডুসুত, ফেনার মধ্যে দেখিলে যেমন জল দেখা যায় না, অথবা স্বপ্নের অনেকতা (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের রূপ) যেমন জাগ্রত হইলে অদৃশ্য হয়; তেমনি এই সমস্ত ভূতগ্রাম আমার মধ্যেই ভাসমান হয়, আমি তাহাদের মধ্যে নাই—এই উপপত্তি (যুক্তি) আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। অতএব, যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিব না,—এইজন্য, ইহা থাকুক, পরন্তু তোমার দৃষ্টি আমার স্বরূপে প্রবেশ করুক।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

প্রকৃতির অতীত আমার যে স্বরূপ তাহা যদি কল্পনা (সংকল্প-বিকল্প) রহিত হইয়া বিচার কর তবে সমস্ত ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে ইহাও মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে—কারণ আমিই সর্ব্ব-স্বরূপ। (১০) নতুবা, সঙ্কল্পের সন্ধ্যাবেলায় যখন বুদ্ধির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন

১ পাশে পড়িয়া; বা "গোলমালের মধ্যে"।

বুদ্ধির গোধূলিলগ্নে ভূতগ্রামকে অখণ্ডিত পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখে। সঙ্কল্পের সন্ধ্যার যখন অবসান হয়, তখন—শঙ্কা দূর হইলেই যেমন মালার সর্পাভাস যায়,—তেমনি (ভূতাভাস লুপ্ত হইলে) পরব্রহ্মও আপন অখণ্ড, অবিকৃত, শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করেন। বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে, মৃত্তিকা হইতে কি স্বতঃই কলসী ঘটাদি অঙ্কুর বাহির হয়? না, উহারা কুম্ভকারের বুদ্ধির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা, সমুদ্রের জলে কি তরঙ্গের খনি আছে? উহা (তরঙ্গ উৎপন্ন করা) কি বায়ুরই অপর একটী কর্ম্ম নহে? দেখ, কার্পাসের উদরে কি বস্ত্রের পেটিকা থাকে? যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহাদের দৃষ্টিতেই কি বস্ত্র তৈয়ারী হয় না? স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার তৈয়ারী হয়, কিন্তু তাহার স্বর্ণত্ব নষ্ট হয় না—আর বাহ্যতঃ যে অলঙ্কার দেখা যায় তাহা যে অলঙ্কার ব্যবহার করে তাহার কল্পনা অনুসারেই তৈয়ারী হয়। বল দেখি, প্রতিধ্বনির প্রত্যুত্তর, বা দর্পণে যাহা দেখা যায়,—তাহার কি নিজের কোনও অস্তিত্ব আছে? বা উহা প্রতিধ্বনি কিম্বা দর্পণে দেখার ফল? তেমনি, আমার এই নির্ম্মল স্বরূপে যে ভূতের কল্পনার আরোপ করা হয়—সেই সঙ্কল্পের জন্যই এই ভূতাভাস হয়। কল্পনাকারী প্রকৃতির[১] শেষ হইলে ভূতাভাসেরও অন্ত হয়, এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ, অবিকৃত স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। একথা যাউক; নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুর্দ্দিকের পাহাড়-পর্ব্বত (গিরিসঙ্কট) ঘুরিতেছে দেখা যায়, তেমনি নিজের মনে কল্পনা উৎপন্ন হইলে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে ভূতাভাস হয়। (৮০) সেই কল্পনা ছাড়িয়া দিলে, আমি ভূতমধ্যে আছি বা ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনার অযোগ্য। এখন, 'আমিই একা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি,' অথবা 'আমি ভূতগণের মধ্যে আছি,' এই সব কথা সঙ্কল্পরূপ সন্নিপাত জ্বরের প্রলাপবাক্য। অতএব হে প্রিয়োত্তম, শুন—'আমি বিশ্বের বিশ্বাত্মা হইয়া এই মিথ্যা ভূতগ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া আছি'—ইহা শুধু মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সূর্য্যকিরণের আধারেই যেমন মিথ্যা মৃগজলের আভাস দেখা যায়, তেমনি ভূতজাত সর্ব্ব পদার্থই আমারি সত্তার মধ্যে, এবং আমিই তাহাদের ভাসমান করি—ইহাই কল্পনা করা হয়। এইভাবে আমি 'ভূতভাবন' অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আশ্রয় বা আধার, পরন্তু

১ প্রবৃত্তি;

সূর্য্য এবং সূর্য্যের প্রভা যেমন অভিন্ন, তেমনি আমিও সর্ব্বভূত হইতে অভিন্ন। ইহাই আমার ঐশ্বর্য্যযোগ—ইহা কি তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছ? এখন বল, ইহতে কি ভূতভেদের তিলমাত্র স্থান আছে? এই কারণে, ভূতমাত্রই আমা হইতে ভিন্ন নয়,—ইহাই সত্য—আর, আমাকে কখনও ভূতগণ হইতে ভিন্ন মনে করিও না।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

আকাশের যতখানি বিস্তার, (আকাশের মধ্যে) পবনও ততখানি বিস্তৃত, সহজ সঞ্চালনেই তাহাকে পৃথক বলিয়া দেখা যায়, নতুবা উহা তো আকাশই। তেমনি, আমার মধ্যে ভূতজাত আছে, ইহা কল্পনা করিলেই তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে ('নির্ব্বিকল্পে') ঐ আভাস চলিয়া যায়, তখন সমস্তই 'আমি' হইয়া যাই। সেইজন্য, ভূতগণের 'থাকা' 'না থাকা' —কল্পনার সংযোগেই হয়—কল্পনার লোপ হইলে তাহাদেরও অস্তিত্ব যায়, কল্পনার সহিত তাহাদের আভাস হয়। (৯০) কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই যখন থাকে না, তখন (ভূতগণের) 'থাকা' 'না থাকা' কোথা হইতে আসিবে? সেইজন্য, তুমি পুনরায় আমার ঐশ্বর্য্যযোগ দেখ। অনুভবরূপ বোধসমুদ্রে তুমি আপনাকে একটী তরঙ্গের মত দেখ—পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এই চরাচর বিশ্বে তুমি সর্ব্বত্র আপনাকেই দেখিবে।" ভগবান বলিলেন—"তোমার মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ (জাগৃতি) হইয়াছে? এখন তোমার দ্বৈতস্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে কি না? আবার§ পুনরায় কদাচিৎ যদি বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা আসিয়া যায়, তবে স্বপ্নের ঘোরে এই অভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে। এইজন্য এখন আমি সেই গূঢ়তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিব যাহা দ্বারা এই (কল্পনারূপ) নিদ্রার অবসান হইবে এবং তুমি শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোকে জাগ্রত থাকিবে। হে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া উত্তমরূপে অবধান কর—মায়াই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা আসিলে";

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

যাহাকে 'প্রকৃতি' কহে তাহা দ্বিবিধ,—তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—একটি (অপরা প্রকৃতি) অষ্টপ্রকার ভেদবিশিষ্ট, অপরটি[১] (পরা প্রকৃতি) জীবরূপে ব্যক্ত হয়। হে পাণ্ডব, এই প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্ব্বে শুনাইয়াছি, সুতরাং আর বলিবার প্রয়োজন নাই—ইহাই প্রকৃতি। মহাকল্পের অন্তে সর্ব্ব ভূতসৃষ্টি আমারই প্রকৃতিরূপ অব্যক্তে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া[২] লীন হয়। গ্রীষ্মের আধিক্যে তৃণ যেমন বীজ সহ পুনরায় ভূমিমধ্যে বিলীন হয়; (১০০) কিম্বা, বর্ষার আড়ম্বর শেষ হইলে যখন শরৎ ঋতুর শোভা ফুটিয়া উঠে, তখন আকাশের মেঘসমূহ যেমন আকাশেই বিলীন হয়; অথবা, শূন্যগর্ভ আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু শান্ত হইয়া লুপ্ত হয়, কিম্বা তরঙ্গ যেমন জলে বিলীন হইয়া যায় অথবা, জাগ্রত হইবার সময় মনের স্বপ্ন যেমন মনেই মিলাইয়া যায়, তেমনি প্রাকৃত (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। কল্পের প্রারম্ভে পুনরায় আমিই জগৎ সৃষ্টি করি—ইহাই লোকে বলে—এই বিষয়ে যথার্থ যুক্তি শ্রবণ কর।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮

হে কিরীটি, আমি সহজলীলায় স্বকীয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান হইয়া আছি—বয়নের কৌশলে যেমন তন্তুর সমষ্টি বস্ত্রের আকার ধারণ করে। সেই বয়নকৌশলের আধারে, ছোট ছোট চতুষ্কোণ হইতে যেমন বস্ত্র তৈয়ারী হয়, তেমনি পঞ্চভূতাত্মক আকারে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। দম্বল (অম্ল) সংযোগে দুগ্ধ যেমন জমিয়া যায়, তেমনি প্রকৃতিও সৃষ্টির আকার ধারণ করে। জলের সহিত সংযোগ হইলে বীজ যেমন শাখাপ্রশাখার রূপ ধারণ করে, তেমনি ভূতসৃষ্টির প্রসার আমা হইতেই হয়। 'রাজা নগর বসাইয়াছেন' বলিলে ঠিকই বলা হইবে, পরন্তু যথার্থ দেখিতে গেলে, রাজার হাত কি এই

১ দ্বিতীয়টি, ২ সর্ব্বভূতগণ অব্যক্তে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া লীন হয়;

জন্য কষ্ট করে? আর, আমি কিভাবে প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছি? —যেমন কেহ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত অবস্থায় প্রবেশ করে। (১১৯) হে পাণ্ডুসুত, স্বপ্ন হইতে জাগৃতিতে আসিতে কি পায়ে ব্যথা হয়? কিম্বা, স্বপ্নের মধ্যে কি প্রবাসযাত্রা হয়? এই সমস্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই ভূতসৃষ্টির জন্য আমাকে কিছুই করিতে হয় না—ইহাই তাহার অর্থ। রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া প্রজাকে যেমন আপন কার্য্যের জন্য সমস্ত ব্যাপার আপনাকেই করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) আমার তেমনিই,—তাহাকেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। দেখ, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সমুদ্রে অপার (বিশাল) জোয়ার আসে, হে কিরীটি, তাহাতে কি চন্দ্রের কোনও পরিশ্রম হয়? লৌহ জড়, পরন্তু চুম্বকের কাছে আসিলে চলিতে থাকে,—সান্নিধ্যের জন্য কি চুম্বককে কষ্ট করিতে হয়? কিং বহুনা, এইভাবে আমি নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করি, এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ভূতসৃষ্টির প্রসার হইতে থাকে। হে পাণ্ডব, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন,—বীজ হইতে লতাপল্লব বাহির করিতে ভূমিই যেমন সমর্থ; অথবা, দেহসংযোগই যেমন বাল্যাদি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা, মেঘপুঞ্জই যেমন আকাশ হইতে বর্ষণের কারণ; কিম্বা, নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, তেমনি, হে নরেন্দ্র, প্রকৃতিই এই অশেষ ভূতসমুদ্রের কর্ত্রী। স্থাবর, জঙ্গম, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম,—অধিক কি বলিব? সমস্ত ভূতগ্রামের মূল কারণই প্রকৃতি। (১২০) অতএব, ভূতগ্রামের সৃষ্টি, কিম্বা সৃষ্ট প্রাণীর প্রতিপালন,—এই সমস্ত কর্ম্মের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রসার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র যেমন তাহা (সেই প্রসার) করে না, তেমনি, এই সমস্ত কর্ম্ম আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমা হইতে দূরে থাকে।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠিলে যেমন লবণের বাঁধ তাহাকে রোধ করিতে পারে না, তেমনি সকল কর্ম্মের আমাতেই অন্ত হইলেও সেই কর্ম্ম কি আমাকে বাঁধিতে পারে? ধূমকণার পিঞ্জরে কি আজ্ঞা করিয়া প্রবহমান বায়ুকে আটকান যায়? সূর্য্যবিম্বের মধ্যে কি অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে?

আর অধিক কি বলিব? বর্ষার ধারা যেমন পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না ('হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে পারে না') তেমনি প্রকৃতির যাবতীয় কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃতির এই নামরূপাত্মক বিকারের আমিই একমাত্র আধার, জানিবে,—পরন্তু উদাসীনের মত আমি কিছু করিও না, করাইও না। যেমন ঘরের মধ্যে রক্ষিত দীপ কাহাকে কিছু করায়ও না, কিছু করিতে বাধাও দেয় না, আর কে কি প্রকারে[১] নিযুক্ত থাকে, তাহা জানেও না; সেই দীপ যেমন সাক্ষীভূত (তটস্থ) হইয়া গৃহব্যাপারাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তিরহিত হয়, তেমনি আমিও ভূত-কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিয়া ভূতের মধ্যে থাকি। একই অভিপ্রায়, এইসব যুক্তি দ্বারা আর বারম্বার কত বলিব? হে সুভদ্রাপতি, একবার ইহাই জানিয়া রাখ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০

সমস্ত লোকচেষ্টায় (ব্যাপারে) সূর্য্য যেমন শুধু নিমিত্তমাত্র, তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, আমিও জগতের উৎপত্তির হেতুমাত্র। (১৩০) আমাতে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং আমিই এই উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ—ইহাই এসম্বন্ধে উপপত্তি বা যুক্তি। এখন এই জ্ঞানের সত্য-প্রকাশে আমার (ঐশ্বর্য্য) যোগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে আছে, পরন্তু আমি ভূতের মধ্যে নাই। অথবা, ভূতগণ আমার মধ্যে আছে, আর আমি ভূতগণের মধ্যে নাই—এই গূঢ় রহস্য কখনও ভুলিও না। আমার সমস্ত গূঢ় রহস্য তোমাকে খুলিয়া প্রকাশ করিলাম, এখন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইহা উপভোগ কর। এই মর্ম্ম হস্তগত না হইলে (বুঝিতে না পারিলে) আমার সত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয় না—যেমন তুষির মধ্যে শস্যকণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ অনুমানের সাহায্যে আমার স্বরূপ জানা যায় এইরূপ মনে হয়, কিন্তু মৃগজলের 'আনন্দাভিশয্যে' (আর্দ্র-তায়) কি ভূমি সিক্ত হয়? জলে জাল ফেলিলে মনে হয় প্রতিবিম্বকে ধরা

১ কোন ব্যাপারে;

গেল, পরন্তু জাল তীরে আনিয়া ঝাড়িলে তাহাতে বিম্ব কোথায় থাকে, বল। তেমনি বাক্যের বাচালতায় বৃথাই প্রতীতির (অনুভবের) সৃষ্টি বজলাল হয়, পরন্তু যথার্থ বোধের সময় দেখা যায় সত্যই কোনও অনুভূতি হয় নাই।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

অধিক আর কি বলিব ?* যদি সংসারের ভয় থাকে, এবং যথার্থই আমাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই উপপত্তি (তত্ত্ববিচার) সম্বন্ধে যত্নবান হইবে। নতুবা চক্ষু পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে যেমন চাঁদনীকেও পীতবর্ণ দেখায়, তেমনি আমার নির্মল স্বরূপেও দোষ দেখা যায়। (১৪০) অথবা, জ্বরে মুখ বিস্বাদ হইলে যেমন দুধও বিষের ন্যায় কটু লাগে, তেমনি অমানুষ (লোকাতীত) আমাকে মানুষ মনে করে। সেইজন্য, হে ধনঞ্জয়, আমি বারম্বার বলিতেছি এই অভিপ্রায় (গূঢ়তত্ত্ব) যেন ভুলিও না,—কারণ উহা স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে বৃথাই যাইবে। যদি আমাকে স্থূলদৃষ্টিতে দেখ, তবে তাহা দেখাই হইবে না—ইহা নিশ্চয় জানিবে,—যেমন স্বপ্নে লব্ধ অমৃতদ্বারা অমর হওয়া যায় না। সাধারণতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিয়া সঠিক জানিয়াছে মনে করে, পরন্তু এই জানা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; যেমন (জলে) নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে রত্ন মনে করিয়া, তাহা পাইবার আশায় হংস জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়। বল দেখি, মৃগজল (মরীচিকা)-কে গঙ্গা মনে করিয়া তাহার কাছে আসিলে কি কোনও ফল হয়? বাবুল বৃক্ষকে কল্পতরু মনে করিয়া হাতে ধরিলে কি লাভ হয়? নীলমণির দোলুভী হার মনে করিয়া বিষাক্ত সর্পকে হাতে ধরিলে, কিম্বা রত্ন মনে করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সংগ্রহ করিলে যেমন হয়; অথবা, গুপ্তধনের ভাণ্ডার পাওয়া গেল বলিয়া খদির বৃক্ষের অঙ্গার ঝোলায় ভরিলে, কিম্বা সিংহ যদি (নিজের প্রতিবিম্বকে) ছায়া না বুঝিয়া কূয়ার মধ্যে লাফাইয়া পড়ে; তেমনি, যাহারা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া এই প্রপঞ্চেই নিমগ্ন হয়—তাহারা চন্দ্র মনে করিয়া জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে ধরিতে যায়; তেমনি তাহাদের কৃতনিশ্চয়তা নিষ্ফল হয়—যেমন কেহ কাঁজী (ফেন) পান করিয়া অমৃত পান করিবার ফললাভ করিলাম মনে

করে। (১৫০) তেমনি, বিনাশশীল, স্থূলাকারে আস্থা স্থাপন করিয়া অবিনাশী আমাকে দেখিতে গেলে কেমন করিয়া দেখিবে? পূর্ব্বদিকের পথে গেলে কি পশ্চিম সমুদ্রের তটে পৌছান যায়? কিম্বা, হে বীর অর্জ্জুন, তুষ কুটিলে কি শস্যকণা পাওয়া যায়? তেমনি, এই বিকারী, স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া কি আমার নির্দ্দোষ শুদ্ধ স্বরূপ জানা যায়? ফেন খাইলে কি জল পান করা হয়? এইভাবে, মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে লোকে ভ্রমে পড়িয়া মনে করে এই বিশ্বই আমি, এবং এই সংসারের জন্মকর্ম্ম আমাতেই আরোপ করে। এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম্ম ও বিদেহী আমাতে দেহধর্ম্ম আরোপ করে। নিরাকার আমাকে আকার প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে উপচারবিধিদ্বারা পূজা করে, বিধি-বর্জ্জিত আমাতে আচারাদি ব্যবহার করে। বর্ণহীনের বর্ণ, গুণাতীতের গুণ, চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পাণি; অপরিমেয়ের পরিমাণ, সর্ব্বব্যাপকের স্থান কল্পনা করে,—যেমন শয্যায় নিদ্রিত হইয়া (স্বপ্নে) বন দেখা যায়; তেমনি ভাবে, কর্ণহীনের কর্ণ, অচক্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অরূপের রূপ; অব্যক্তের ব্যক্তি, অনার্ত্তের (ইচ্ছাবিহীনের) আর্ত্তি, স্বয়ংতৃপ্তের তৃপ্তি কল্পনা করে। (১৬০) নিরাবরণকে আবরণ (বস্ত্র) দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সজ্জিত করে, সকল বিশ্বের কারণ আমারও কারণ নির্দ্দেশ করে। স্বয়ংসিদ্ধ আমার মূর্ত্তি তৈয়ারী করে, স্বয়ম্ভু আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী আমাকে আবাহন করে ও বিসর্জ্জন দেয়। আমি সর্ব্বদা স্বতঃসিদ্ধ, একরূপ আমাতে বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধত্ব এইসব অবস্থার সম্বন্ধ স্থাপন করে। অদ্বৈত আমাকে দ্বৈত, ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্ত্তা, অভোক্তা আমাকে ভোক্তা মনে করে। কুলগোত্রহীন আমার কুলের বর্ণনা করে, নিত্যস্বরূপ আমার মরণে শোক করে, সর্ব্বত্রস্থিত (সর্ব্বব্যাপক)[১] আমাকে অরি মিত্র রূপে কল্পনা করে। স্বানন্দাভিরাম আমাতে সুখের কামনা কল্পনা করে, সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত আমাকে একদেশী বলে। যদিও আমি চরাচরের আত্মা, তথাপি আমি একের[২] প্রতিবন্ধকতা করি[৩] এবং ক্রোধে[৪] অপরকে বধ করি—ইহাই প্রচার করে। কিং বহুনা, এই যে সমস্ত প্রাকৃত মনুষ্যধর্ম্ম, ইহা আমাতেই আরোপ

১ সর্ব্বান্তর্য্যামী, ২-৩ একের পক্ষ লইয়া; ৪ টুকরা করিয়া কাটিয়া;

করে—এমনিই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। কোনও মূর্ত্তি দেখিলে তাহাকে দেবতা বলে, পরন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার দেবত্ব নাই বলিয়া ফেলিয়া দেয়। এইভাবে, নানাপ্রকারে আমাকে মনুষ্যের আকারে কল্পনা করে—সেইজন্য এই জ্ঞান সত্যজ্ঞানকে অন্ধকারের ন্যায় আবৃত করে। (১৭০)

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

এইজন্য তাহাদের জন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুর মেঘ, কিম্বা মৃগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য। অথবা কোল্‌হেরী গ্রামের (মাটির) ঘোড়সওয়ার, কিম্বা যাদুকরের (প্রদর্শিত) অলঙ্কার, কিম্বা (মেঘনির্ম্মিত) গন্ধর্ব্বনগরের প্রাকারবেষ্টিত অঙ্গন যেমন দেখা যায়। 'সাবেরী' (শাল্মলী) বৃক্ষ যেমন সোজা বাড়িয়া যায়, পরন্তু তাহার ফলও হয় না, এবং তাহা অন্তঃসারশূন্য, কিম্বা ছাগলীর গলায় স্তন যেমন; তেমনি, সেই মূর্খ ব্যক্তিগণের জীবন (নিষ্ফল) এবং তাহাদের কৃত কর্ম্মে ধিক্—যেমন সাবেরীর ফল হইলে তাহা গ্রহণ ও দানের অযোগ্য। তাহারা যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা মর্কটের উৎপাটিত নারিকেল ফলের ন্যায়, অথবা অন্ধের হাতে মুক্তা পড়িলে যেমন হয় (তেমনি নিষ্ফল হয়)। কিং বহুনা, তাহাদের (অধীত) শাস্ত্র, শিশুর হাতে অস্ত্র দিলে যেমন হয়, কিম্বা অশুচি ব্যক্তিকে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়। তেমনি, হে ধনঞ্জয়, তাহাদের সমস্ত জ্ঞান, এবং তাহারা যাহা কিছু আচরণ করে, সে সমস্তই ব্যর্থ হয়—কারণ তাহারা চিত্তহীন (তাহাদের চিত্তে যথার্থ জ্ঞানের অভাব); যে তমোগুণরূপী রাক্ষসী সুবুদ্ধিকে গ্রাস করে, যে নিশাচরী বিবেকের ভিত্তি পর্য্যন্ত পুঁছিয়া ফেলে, সেই প্রকৃতির অধীন হইয়া তাহারা চিন্তাগ্রস্ত হয়,[১-২] এবং পরে এই তামসী রাক্ষসীর মুখগহ্বরে পড়ে; যে রাক্ষসীর মুখবিবরে আশার লালার মধ্যে হিংসারূপ জিহ্বা লকলক্ করে, যে রাক্ষসী প্রকৃতি নিরন্তর অসন্তোষরূপ মাংসখণ্ড চর্ব্বণ করিতেছে; (১৮০) যে জিহ্বা ওষ্ঠ চাটিতে অনর্থরূপ[৩] কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে (রাক্ষসী) প্রমাদপর্ব্বতের

১-২ তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; ৩ অনার্থের;

গুহায় সর্ব্বদা মত্ত হইয়া আছে; যাহার বেষরূপ দংষ্ট্রা জ্ঞানকে চিবাইয়া চূর্ণ করে, এবং যাহা মৃৎপিণ্ডসর্বস্ব[1] মূর্খের স্থূলবুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে; এইরূপ আসুরী প্রকৃতির মুখে যাহারা ভূতবলির ন্যায় পতিত হয়, তাহারা ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কুণ্ডে ডুবিয়া যায়। এইভাবে যাহারা তমোগুণের (অজ্ঞানের) গর্ত্তে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয়া তুলিতে পারে না; শুধু ইহাই নহে,—তাহারা কোথায় যায় কেহই জানে না। সুতরাং এই নিষ্ফল কথা থাকুক,—মূর্খের এই বৃথা বর্ণনা শুধু বাণীর কষ্ট বাড়াইবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"আপনার কথাই ঠিক", (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) "এখন বাণী যাহাতে বিশ্রামসুখ লাভ করিবে সেই সাধুকথা শুন।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

আমি ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া যাহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে বাস করি,—নিদ্রিত অবস্থাতেও যাহাকে বৈরাগ্য সেবা করে; যাহার শ্রদ্ধাযুক্ত সদ্ভাবনার মধ্যে ধর্ম্ম রাজত্ব করে, যাহার মন বিবেকের আর্দ্রতায় পূর্ণ; যে জ্ঞান-গঙ্গায় স্নান করিয়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে, যে শান্তিরূপ লতার নবপল্লবসদৃশ; যে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত পরিণত অঙ্কুর, যে ধৈর্য্য-মণ্ডপের স্তম্ভ, যে আনন্দসাগরে চুবাইয়া তোলা পূর্ণকুম্ভসদৃশ; (১৯০) যাহার ভক্তির প্রীতি (প্রেম) এত বেশী যে, মোক্ষকে দূরে সরিয়া যাইতে বলে, যাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত) থাকে দেখা যায়; যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের অলঙ্কারে ভূষিত, যাহার চিত্ত সর্ব্বব্যাপক আমাকেও আবৃত করিয়া আছে; এমন যে মহানুভব, যে দৈবী প্রকৃতির সৌভাগ্যস্বরূপ, যে মহাত্মা আমার সত্যস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে জানিয়া ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পরন্তু যাহার মনোধর্ম্মে দ্বৈতভাব স্পর্শও করে না; হে পাণ্ডব, এইভাবে মৎস্বরূপ হইয়া সে আমার সেবা করে,—পরন্তু সেই সেবারও এক আশ্চর্য কথা কথা আছে, শুন—

১ অঙ্গের আবরণস্বরূপ, ত্বক্, অস্থি প্রভৃতির আবরণস্বরূপ।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

(এইপ্রকার ভক্ত) কীর্ত্তনের নৃত্যানন্দে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয়া দেয়, কারণ (ঐ কীর্ত্তনে) তাহার পাপের নাম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। যমদমকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, তীর্থে বাস উঠিয়া যায়, যমলোকের সর্ব্ব ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়। যম বলে "কি নিয়ন্ত্রণ করিব?' দম বলে 'কাহাকে শুকাইব?'[১] তীর্থ বলে 'কোন্ দোষ ক্ষালন করিব? পাপের লেশমাত্র নাই।' এইভাবে আমার নামকীর্ত্তনের শব্দ বিশ্বের দুঃখ নাশ করিয়া, সমস্ত জগৎ মহাসুখে (আত্মসুখে) পূর্ণভাবে ভরিয়া, তুমুতুম করিতে থাকে। (এইপ্রকার ভক্ত) প্রভাত বিনাই জ্ঞানালোক প্রকাশ করে; অমৃত বিনাই লোকের জীবন দান করে (অমর করে), যোগসাধনা বিনাই নেত্রকে কৈবল্য দর্শন করায়। (২০০) পরন্তু, রাজা ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, ছোট বড় বিচার করে না, (এইভাবে) জগতের সকলের পক্ষে একেবারে[২] আনন্দের মন্দির হইয়া যায়। কচিৎ কখনও কেহ বৈকুণ্ঠে যায়, পরন্তু ইহারা সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে—নামসঙ্কীর্ত্তনের গৌরবে এমনিভাবে বিশ্বকে শুভ্র আলোকে প্রকাশিত করে (উজ্জ্বল করে)। তেজে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল—পরন্তু সূর্য্যেরও অস্ত যাইবার দোষ আছে,—চন্দ্র কেবল এক সময়ে (পূর্ণিমাতে) সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়,—এই ভক্ত সর্ব্বদা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘ উদার বটে, পরন্তু বর্ষণে নিঃশেষিত হয়, এইজন্য উপমার যোগ্য নহে,—এই ভক্ত নিঃসন্দেহে পক্ষ (দয়া) যুক্ত সিংহের ন্যায়। যে নাম একবার উচ্চারণ করিতে শতজন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাম উহার মুখাগ্রে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, ভানুমণ্ডলেও আমাকে একবারও দেখা যায় না, আমি যোগিগণেরও মন পরিত্যাগ করিয়া[৩] যাই। পরন্তু, হে পাণ্ডব, আমাকে অন্যত্র কোথায়ও না পাওয়া গেলে, যেখানে প্রেমসহকারে আমার নামসংকীর্ত্তন করা হয়, সেখানেই আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। (এই ভক্ত) আমার গুণে এমনিই পরিপূর্ণ হয়[৪] যে

১ দমন করিব? ২ সমরসে; ৩ উল্লঙ্ঘন করিয়া; এড়াইয়া; ৪ তৃপ্ত হয়;

দেশকাল বিস্মৃত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে আত্মসুখ প্রাপ্ত হয় (কীর্ত্তনসুখে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়)। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গোবিন্দ এই নামের অখণ্ড গাথার মধ্যে বিশদভাবে অধ্যাত্মচর্চ্চা করিয়া উদ্দণ্ডভাবে আমার নামগান করে। যথেষ্ট বলা হইল; হে পাণ্ডুকুমার, শুন, এইভাবে এই ভক্তগণ আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া চরাচরে বিচরণ করে। (২১০) হে, অর্জ্জুন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্নপূর্বক মন ও পঞ্চপ্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাহিরে যমনিয়মের কাঁটার বেড়া দিয়া, অন্তরে বজ্রাসনের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর প্রাণায়ামের কামান প্রভৃতি মারণাস্ত্র সাজাইয়া দেয়।

সেই অবস্থায় উর্দ্ধমুখী কুণ্ডলিনীর প্রকাশে, ও মন ও প্রাণবায়ুর সহায়তায়, সপ্তদশকলার, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞানামৃতের সরোবর প্রাপ্ত হইয়া বল লাভ করে। তখন প্রত্যাহারের চরম বিকাশে সর্ব্বপ্রকার বিকার সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলে। তখন, ধারণারূপ অশ্বদল ধাবমান হয়, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়,[১] এবং সঙ্কল্পবিকল্পরূপ চতুরঙ্গ সৈন্যদল বিনষ্ট হয়। তাহার পর 'জয়' 'জয়' শব্দে ধ্যানের ডঙ্কা বাজিতে থাকে, এবং তন্ময়ের (ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের) একচ্ছত্র পতাকা ঝক্‌মক্ করিয়া উড়িতে থাকে। তদনন্তর সমাধিলক্ষ্মীর অখণ্ড আত্মানুভবরূপ রাজ্যসুখের ব্রহ্মৈক্যরসে পট্টাভিষেক হয়। হে অর্জ্জুন, আমার ভজন এমনি গহন (গূঢ়রহস্যপূর্ণ, কঠিন); এখন, অন্য এক ভক্ত কি করে তাহাই বলিতেছি, শুন। বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন একতন্তুই থাকে, তেমনি (সে) চরাচরে আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না। আদি ব্রহ্মা হইতে অন্তে মশক পর্য্যন্ত মধ্যস্থলে সমস্ত ভূতসৃষ্টিকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানে। (২২০) ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নির্জীব বিচার করে না, যে বস্তু দৃষ্টিতে পড়ে আমারই স্বরূপ মনে করিয়া তাহাকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে। আপনার উত্তমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) ভুলিয়া যায়, সম্মুখস্থ বস্তুর যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না, ব্যক্তি (বস্তু) মাত্রকেই একেবারে নমস্কার করিতে ভালবাসে। জল যেমন উঁচু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যায়, তেমনি, ভূতমাত্রকে দেখিলেই প্রণাম করে—ইহাই তাহার স্বভাব। কিম্বা, দেখ,

১ ঐক্য প্রাপ্ত হয়,

তরুর শাখা ফলভারে স্বভাবতঃই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি, ইহারাও প্রাণিমাত্রকেই নত হইয়া প্রণাম করে। ইহারা নিরন্তর গর্ব্বরহিত, বিনয় ইহাদের সম্পত্তি, ইহারা 'জয়' জপমন্ত্রে[1] আমাকে এই সম্পত্তি অর্পণ করে; প্রণাম করিতে করিতে ইহাদের মানাপমানজ্ঞান দূর হয়, এইজন্য অপ্রত্যাশিত-ভাবে মৎস্বরূপ হইয়া যায়; এইভাবে নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া আমাকে উপাসনা করে। হে অর্জ্জুন, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তির কথা বলিলাম, এখন জ্ঞানযজ্ঞে যে আমাকে ভজনা করে সেই ভক্তের কথা শুন। পরন্তু, হে কিরীটি, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত আছ, কারণ ইহার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হাঁ, প্রভু, এই দৈব প্রসাদ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, পরন্তু অমৃত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে 'যথেষ্ট হইয়াছে'?" অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত তাঁহার ঔৎসুক্য বুঝিতে পারিয়া চিত্তের আনন্দের জন্য দুলিতে লাগিলেন; (২৩০) এবং বলিলেন—"হে পার্থ, তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিকপক্ষে ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার প্রতি আস্থাই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন— "এ কেমন কথা? চকোর বিনা কি চাঁদনী থাকিতে পারে না? জগৎকে শীতল করাই তো ইহার (চাঁদনীর) স্বভাব; চকোর শুধু আপন গরজেই চক্ষু খুলিয়া চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি, হে দেব কৃপাসিন্ধু, আমি আপনার কাছে সামান্য প্রার্থনা করিতেছি। মেঘ আপনার সামর্থ্যেই জগতের আর্ত্তি দূর করে, নতুবা, মেঘের বর্ষণের কাছে চাতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? পরন্তু, এক অঞ্জলি জলের জন্য যেমন গঙ্গায় যাইতে হয়, তেমনি, শ্রবণের ইচ্ছা অল্পই হউক বা বেশীই হউক, আপনাকেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।" তখন ভগবান বলিলেন—"শান্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে, ইহার পর আর স্তুতি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যে আমার কথা উত্তমরূপে (মনোযোগপূর্ব্বক) শুনিতেছ ইহাই আমার বক্তৃতাকে উৎসাহিত করিতেছে"; এইভাবে তাহাকে বুঝাইয়া[2] শ্রীহরি বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

১ "জয়" "জয়" মন্ত্রে, ২ প্রস্তাবনা করিয়া,

জ্ঞানযজ্ঞ এইরূপ ; ইহাতে আদি সঙ্কল্প যজ্ঞস্তম্ভ (যূপ), মহাভূত যজ্ঞ-মণ্ডপ, এবং ভেদ (দ্বৈতভাব) যজ্ঞের পশু। পঞ্চমহাভূতের যে বিশেষ গুণ অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার সামগ্রী (যজ্ঞোপকরণ), এবং অজ্ঞানই ঘৃত। মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানই যথার্থ অগ্নি, সাম্য ঐ যজ্ঞের সুন্দর বেদী জানিবে।(২৪০) বিচারযুক্ত বুদ্ধির কৌশল তাহার বিদ্যাগৌরব[১] ইন্দ্রিয়নিগ্রহ[২-৩] স্রুক্ ও স্রুব (যজ্ঞপাত্র), এবং জীব এই যজ্ঞের হোতা (যজ্ঞকর্ত্তা) ; (এই জীব) অনুভবরূপ পাত্রে, বিবেকরূপ মহামন্ত্র দ্বারা জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দ্বৈতভাব নাশ করে ; যখন অজ্ঞানের নাশ হয়, যজ্ঞকর্ত্তা ও যজনকর্ম্ম এক হইয়া যায়, এবং জীব আত্মানন্দরসে অবভৃত স্নান করে ; তখন, ভূত, বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক্ মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি (পূর্ণ আত্মজ্ঞান) তখন সমস্তই একরূপ (ব্রহ্মরূপ) বলিয়া জানিতে পারে। হে অর্জ্জুন, জাগ্রত হইলে মনুষ্য যেমন বলে—'নিদ্রাবশে আমিই স্বপ্নের সৈন্য হইয়াছিলাম'—'ঐ সৈন্য তো সৈন্যই নহে, আমি একাই এই সমস্ত হইয়াছিলাম', তেমনি, জ্ঞানযজ্ঞকারী সারা বিশ্বে একত্বই দেখে। তখন জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়, আব্রহ্ম পরমাত্মবোধে ভরিয়া যায়—এইভাবে, ইহারা একত্ববোধে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার ভজনা করে। অথবা, জগৎ অনাদি, পরন্তু অনেক (ভিন্ন ভিন্ন রূপের), একটি অন্য একটির সমান নহে এবং তাহাদের নামরূপাদিও ভিন্ন ; এইজন্য, বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ থাকিলেও, জ্ঞানযজ্ঞকারী তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ দেখে না,—যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইলেও তাহারা একই দেহে থাকে। কিম্বা, যেমন একই বৃক্ষে ছোট বড় শাখা থাকে, অথবা রশ্মি বহু হইলেও একই সূর্য্যের রশ্মি, তেমনি নানাবিধ 'ব্যক্তি'র বিভিন্ন নাম ও পৃথক বৃত্তি হইলেও এই ভেদপূর্ণ ভূতের মধ্যে অভিন্ন আমাকেই দেখিতে পায়। হে পাণ্ডব, এইভাবে বিভিন্ন প্রকারে তাহারা উত্তম জ্ঞানযজ্ঞ করে, কারণ তাহারা জানে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদভাব হয় না। অথবা, তাহাদের এমনই জ্ঞান হয় যে, যখন যেখানে, যাহা কিছুই দেখুক না কেন, তাহা আমা ভিন্ন কিছুই নহে ইহাই বুঝিতে পারে। দেখ, বুদ্‌বুদ যেখানেই যাউক না কেন, সেখানেই উহা জলের সহিত একরূপ,—

১ মন্ত্রবিদ্যার শক্তি ; ২-৩ শান্তি ; শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ; বৈভব ও শান্তি।

উহা গলিয়াই যাউক কি থাকুক, জলের মধ্যেই থাকে। কিম্বা, পবন যে ধূলিকণা উড়ায়, তাহার মাটীত্ব নষ্ট হয় না, আর উহা যখন পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন পৃথ্বীর উপরেই পড়ে। তেমনি, যেখানে, যেভাবে, যাহাই উৎপন্ন হউক বা নষ্ট হউক না কেন, পরন্তু সে সমস্তই মদ্রূপ হইয়া থাকে। আমার যতখানি ব্যাপ্তি ততখানিই তাহাদের ব্রহ্মানুভূতি (আমি যেমন সর্ব্বব্যাপক তাহাদের ব্রহ্মানুভবও তেমনি সর্ব্বব্যাপক)—এইভাবে বহুবিধ আকারের মধ্যে তাহারা বহু হইয়া থাকে (অর্থাৎ বহুবিধ আকারে সারা বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা জানিয়া তেমনি ব্যবহার করে); হে ধনঞ্জয়, সূর্য্যবিম্ব যেমন দ্রষ্টার সম্মুখেই আছে মনে হয়, তেমনি তাহারা (ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত থাকায়) সারা বিশ্বকে সর্ব্বদা তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়। হে অর্জ্জুন, তাহাদের জ্ঞানে বিপরীত বা বিরুদ্ধভাব (অজ্ঞান) নাই[১]—অর্থাৎ তাহারা পূর্ণজ্ঞানী, বায়ু যেমন গগনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; তেমনি, আমার পূর্ণস্বরূপের ব্যাপ্তির ন্যায় তাহাদের সদ্‌ভাবের (ব্রহ্মবোধের) ব্যাপ্তি—এইজন্য, হে পাণ্ডব, তাহারা ভজন না করিলেও যাহাই করে তাহাতেই আমার উপাসনা হয়। (২৬০) সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে যখন আমিই আছি, তখন কে কোথায় আমার উপাসনা করে না? শুধু অজ্ঞানী যাহার এসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হয় নাই,—সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, যথেষ্ট হইয়াছে—এইভাবে 'উচিত' (যোগ্য) জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে তাহাদের কথা বলা হইল। নিরন্তর যে সকল কর্ম্ম সর্ব্বদিকে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সহজে এক আমাকেই অর্পণ করা হয়—মূর্খ ব্যক্তিগণ ইহা না জানিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

এই জ্ঞানের উদয় হইলে, (বুঝিতে পারা যায় যে) মূল বেদ এবং বেদোক্ত অনুষ্ঠানবিধিতে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা আমিই। হে পাণ্ডব, ঐ বেদোক্ত যথাবিধি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত যে সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ যজ্ঞ প্রকট হয়, তাহাও আমি। আমিই স্বাহা, আমিই স্বধা, সোমলতাদি বিবিধ ঔষধ,

১ ভেদভাবের লেশমাত্র নাই;

আজ্য (ঘৃত), সমিধ, মন্ত্র ও হবি (হোমদ্রব্য) আমিই। হোতাও আমি, যে হোমাগ্নিতে হবন করা হয় তাহাও আমার স্বরূপ, যে যে বস্তু দ্বারা হবন করা হয় তাহাও আমি।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭

যাহার অঙ্গসঙ্গে (সহবাসে) অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে সেই পিতা আমিই। অর্দ্ধনারীনটেশ্বররূপে যিনি পুরুষ তিনিই নারী,—তেমনি আমি এই চরাচর বিশ্বের মাতা। জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহার আধারে অবস্থান করে, এবং যাহার দ্বারা জীবিত[১] থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চিত আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। (২৭০) এই দুই বস্তু—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে নিগুণ স্বরূপের সঙ্কল্প (আদি সঙ্কল্প) হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের সেই পিতামহ আমিই। আর, হে বীর অর্জ্জুন, সকল জ্ঞানের পথ যে বেদের (বেদোক্ত) চৌরাস্তায় গিয়া মিলিয়াছে, যাহাকে 'বেদ্য' বলা হয়; যেখানে নানা মতের সামঞ্জস্য হয়, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ বা ভেদভাব নষ্ট হয়, ভ্রান্ত (পরস্পর বিরোধী) জ্ঞান যেখানে আসিয়া মিলিত হয়, যাহাকে 'পবিত্র' বলা হয়; (আদি সঙ্কল্পরূপ) ব্রহ্মবীজ হইতে উৎপন্ন, নাদাকার ঘোষধ্বনি রূপ অঙ্কুরের যে মূলস্থান 'ওঁকার' তাহাও আমি; যে ওঁকারের কুক্ষি হইতে 'অ'কার ইত্যাদি[২-৩] অক্ষর বেদত্রয়ের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে।" আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিনটি বেদ আমিই, এইভাবে এই শব্দব্রহ্মের কুলক্রম (বংশপরম্পরা)-ও আমি।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই প্রকৃতি শ্রান্ত হইয়া যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি। প্রকৃতি যাহার আধারে জীবনধারণ করে, এবং যাহাকে স্বীকার করিয়া বিশ্ব প্রসব

১ জীব, জীবন; ২-৩ 'অ' 'উ' 'ম';

করে, আর প্রকৃতির সহবাসে যে গুণ ভোগ করে ; হে পাণ্ডুসুত, সেই বিশ্ব-লক্ষ্মীর ভর্ত্তাও আমি, আমিই সমস্ত ত্রৈলোক্যের স্বামী। আকাশ যে সর্ব্বব্যাপী, বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে না, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে ; (২৮০) পর্ব্বত স্থানচ্যুত হয় না, সমুদ্র নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, পৃথিবী ভূতভার বহন করে,—এ সমস্তই আমার আজ্ঞায় হইয়া থাকে। আমি বলাইলেই বেদ বলে, আমি চালাইলেই সূর্য্য চলে, জগতের চালক যে প্রাণ, আমি স্পন্দন করিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয়। আমারি নিয়ন্ত্রণে কাল ভূতগণকে গ্রাস করে। হে পাণ্ডুসুত, সারা বিশ্ব যাহার আজ্ঞাধীন ; জগতের এইরূপ সমর্থ নাথ আমিই, আর আমি গগনের ন্যায় সাক্ষীভূত, তটস্থ। হে পাণ্ডব, যে এই নামরূপাত্মক সমস্ত পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমস্ত নামরূপের মূলাধার ; যেমন জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যে জলই থাকে, তেমনি, যে এই সমস্ত ভৌতিক সৃষ্টির আশ্রয়স্থল হইয়া আছে, সে আধারও আমি।+ আমি এক হইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্নগুণবিশিষ্ট জীবজগতের প্রাণ হইয়া অবস্থান করি। সূর্য্য যেমন সমুদ্র, ডোবা বিচার না করিয়া সমস্ত জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আমি ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতেরই সুহৃদ্। হে পাণ্ডব, আমি এই ত্রিভুবনের জীবন (আধার)—সৃষ্টি, লয় ও পুনরুৎপত্তির মূল কারণ আমিই। বীজ (বৃক্ষের) শাখাদি উৎপন্ন করে, পরে বৃক্ষত্ব বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি, (আদি) সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পরে জগৎ ঐ সঙ্কল্পেই বিলীন হয়। (২৯০) এইরূপ[১] জগতের বীজ যে অব্যক্ত বাসনারূপ সঙ্কল্প, তাহা কল্পান্তে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থানও আমি। যখন নামরূপ লয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণব্যক্তি (ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য) নষ্ট হয়, জাতির ভেদ লুপ্ত হয় এবং আকাশ[২] থাকে না ; তখন, সঙ্কল্পবাসনার[৩] সংস্কার পুনরায় চরাচর রচনা করিবার জন্য যেখানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই নিধান (আশ্রয়)-ও আমি।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯

+ "যে অনন্যভাবে আমার শরণ লয়, আমি তাহার জন্মমৃত্যু নিবারণ করি, এইজন্য শরণাগতের আমি একমাত্র শরণ্য"—পাঠান্তরে এই স্থলে এই প্রকার অন্য একটী ওবী দেখিতে পাওয়া যায়।

১ এইভাবে ; ২ আকার ; ৩ সঙ্কল্প, বাসনা, সংস্কার ;

আমি সূর্য্যের রূপে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোষিত হয়, পরে ইন্দ্র হইয়া বর্ষণ করি তাহাতে পুনরায় (জলে) ভরিয়া যায়।+যাহারা মৃত্যুর কবলে পড়ে তাহারা আমারি রূপ, আর যাহারা অমর, তাহারা স্বভাবতঃ অবিনাশী আমারই স্বরূপ। এখন বহু কথায় যাহা বলা যায়, সে সমস্ত এক কথায় তোমাকে বলিতেছি : সৎ ও অসৎ (অর্থাৎ অবিনাশী ও বিনাশশীল) সমস্তই আমি জানিবে। সুতরাং, হে অর্জ্জুন, এরূপ কোন্ স্থান আছে যেখানে আমি নাই ? পরন্তু, প্রাণিগণের কেমন দুর্ভাগ্য, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। এই বিশ্বের অন্তরবাহিরে আমিই ভরিয়া আছি, এই নিখিল জগৎ আমারই ঢালাই করা মূর্ত্তি, অথচ, উহাদের কর্ম্মের ফলে উহারা মনে করে যে আমি নাই। তরঙ্গ কি জল বিনা শুকাইয়া যায় ? দীপ বিনা কি সূর্য্যের রশ্মি দেখা যায় না ? তেমনি, ইহারা মদ্রূপ হইয়াও বলে 'আমি নাই'—কি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখ। পরন্তু, যে অমৃতের মধ্যে থাকিয়া স্বতঃ জলের কুয়া খুঁজিতে বাহির হয়, এমন অজ্ঞানীর জন্য কি করা যায় ?§ (৩০০) হে কিরীটি, এক গ্রাস অন্নের জন্য অন্ধ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলে, অন্ধত্বের জন্য তাহা দূরে ফেলিয়া দেয় ; তেমনি, জ্ঞান চলিয়া গেলে এই দশাই হয়, সুতরাং জ্ঞান বিনা কোনও কর্ম্ম করিলে তাহা সফল হয় না। অন্ধ গরুড়ের পাখা থাকিলে তাহার কোন উপকার হয় ? তেমনি, অজ্ঞানীর সৎকর্ম্মও ব্যর্থ হয়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

হে কিরীটি, দেখ, যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধি-মার্গের (সদাচারের) কষ্টিপাথর হইয়া যায় ; যাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া বেদত্রয় মাথা নাড়াইয়া সমর্থন করে, এবং যাহাদের সম্মুখে যজ্ঞক্রিয়া ফলের সহিত দণ্ডায়মান থাকে ; এইভাবে দীক্ষিত হইয়া যাহারা সোমপান করে,

+ "অগ্নি কাষ্ঠকে গ্রাস করিলে কাষ্ঠ অগ্নি হইয়া যায়, তেমনি যাহা মরণশীল এবং যাহা মৃত্যু ঘটায় উভয়ই আমারি স্বরূপ"—পাঠান্তরে এই স্থলে এইরূপ অন্য একটী ওবী আছে ;

§ পাঠান্তর—"পরন্তু যে অমৃতের কূপে পড়িয়া আপনাকে বাহিরে আনিতে চায়, সেই অজ্ঞানীর জন্য কি করা যায় ?"

যাহারা নিজেরাই যজ্ঞের স্বরূপ, তাহারা পুণ্যের নামে পাপই সংগ্রহ করে জানিবে। তাহারা বেদত্রয় জানিয়া, শত যজ্ঞ করিয়া আমাকে যজন করিয়াও আমাকে ভুলিয়া স্বর্গে প্রবেশ করে।[১] হে কিরীটি, দুর্ভাগা লোক যেমন কল্পতরুর তলায় বসিয়া (ভিক্ষার) ঝুলিতে গাঁট দেয়, এবং ভিক্ষা করিতে বাহির হয়; তেমনি শত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া যদি স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির[২] কামনা করে, সেই পুণ্য কি যথার্থ পাপ নহে? সুতরাং, আত্মাকে ছাড়িয়া স্বর্গপ্রাপ্তি, ইহা অজ্ঞানীরই পুণ্যমার্গ, জ্ঞানী তাহাকে উপসর্গ বা কল্যাণের হানি মনে করে। (৩১০) বস্তুতঃ নারকীয় দুঃখের তুলনায় স্বর্গকে সুখ বলা হয়, নতুবা, নির্দ্দোষ, নিত্যানন্দ শুধু আমারই স্বরূপ। হে বীর অর্জ্জুন, আমার দিকে আসিবার পথে দুটি কুটিল (আঁকাবাঁকা) মার্গ আছে,—স্বর্গ ও নরকে যাইবার এই দুইটি চোরা (অপকারী) পথ। পুণ্যাত্মক কর্ম্মে স্বর্গে যায়,[৩] পাপাত্মক পাপে নরকে যায়, পরন্তু আমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহা শুদ্ধ পুণ্য। আর, হে পাণ্ডুসুত, আমার মধ্যে থাকিয়া যাহার জন্য আমা হইতে দূরে চলিয়া যায়, তাহাকে পুণ্য বলিলে কি জিহ্বা খসিয়া পড়িবে না? পরন্তু, ইহা থাকুক, এখন প্রসঙ্গের বিষয় শুন: এইভাবে তাহারা দীক্ষিত হইয়া, আমাকে যজন করিয়া স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে; এবং যাহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই পাপরূপ পুণ্য অর্জ্জন করিয়া তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গে যায়; যেখানে অমরত্বই সিংহাসন, ঐরাবতসদৃশ বাহন, ও অমরাবতী রাজধানী-নগর; যেখানে মহাসিদ্ধির ভাণ্ডার, অমৃতের কুঠুরী,—যে গ্রামে কামধেনুর পাল আছে; যেখানে দেবগণ ভৃত্যরূপে সেবা করে, যেখানে ভূমিতে যত্রতত্র চিন্তামণি বিছান, ক্রীড়ার জন্য (চতুর্দ্দিকে) কল্পতরুর উপবন; যেখানে গন্ধর্ব্বগণ গীত গায়, রম্ভার ন্যায় অপ্সরাগণ নৃত্য করে, উর্ব্বশীপ্রমুখ বিলাসিনী রমণীগণ (বিরাজ করে); (৩২০) শয়নাগারে মদন সেবা করে, চন্দ্র অঙ্গনে (চাঁদনী) সিঞ্চন করে, বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী (আজ্ঞাবাহকগণ) ভৃত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করে; যেখানে বৃহস্পতিপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করে, বহুসংখ্যক দেবগণ ভাটরূপেই যেখানে সেখানে স্তুতিগান করে;[৪] যেখানে লোকপালগণের ন্যায় উত্তম

১ স্বর্গ কামনা করে; ২ স্বর্গসুখের, ৩ পুণ্যাত্মকপাপে স্বর্গে যায়;

৪ সুরগণ যেখানে ভাটরূপ কিঙ্কর, সুরগণ পংক্তিতে বসিয়া ভাটের কার্য্য করে;

অশ্বারোহীদল উচ্চৈঃশ্রবাকে অগ্রে রাখিয়া চলিতে থাকে; আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—যে পর্য্যন্ত পুণ্যের লেশমাত্র থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ইন্দ্রসুখের ন্যায় সুখভোগ করে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

পুণ্যের পুঁজি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রত্বের প্রতিষ্ঠা চলিয়া যায়, এবং তাহাদের মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। যদি কেহ ভেড়ুয়ার (কোটনার) পাল্লায় পড়িয়া (বেশ্যাসংসর্গে) কপর্দ্দকহীন হয়, তবে তাহাকে আর (বেশ্যার) দ্বার স্পর্শ করিতে দেয় না,[1] তেমনি এই (কাম্য যজ্ঞে) দীক্ষিত ব্যক্তির লজ্জাকর অবস্থার কথা আর কি বলিব? এইরূপ অবস্থায়, আমার শাশ্বত স্বরূপ ভুলিয়া যাহারা পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের অমরত্ব বৃথা হয়, পরে তাহাদের মৃত্যুলোকে আসিতে হয়। স্বপ্নে ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু জাগ্রত হইলে কি তাহা থাকে? বেদজ্ঞের (যজ্ঞকর্ত্তার) স্বর্গসুখও তেমনি, জানিবে। হে অর্জ্জুন, বেদজ্ঞ হইলেও আমাকে না জানিলে সবই ব্যর্থ হয়,—শস্য ঝাড়িয়া যে ভুষি থাকে তাহার ন্যায়; এইজন্য, এক আমাকে ছাড়িয়া (আমার স্বরূপের জ্ঞান না হইলে) বেদোক্ত ত্রয়ীধর্ম্মই নিষ্ফল হয়; আমাকে জানিয়া, অন্য কিছু না জানিলেও, তুমি সুখী হইবে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

যাহারা সর্ব্বভাবের সহিত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে—যেমন গর্ভস্থ পিণ্ড কোনও (উদ্যমের) ব্যাপারের কিছুই জানে না; তেমনি, যাহাদের আমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল বস্তু নাই, আমার নামেই যাহারা জীবিত থাকে; এইভাবে, যাহারা অনন্যগতি চিত্তে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহাদের আমিও সেবা করি। একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তাহারা আমার উপাসনার মার্গ অবলম্বন করে, তখন তাহাদের সমস্ত চিন্তা আপনা হইতেই

১ বেশ্যার ভোগে (সংসর্গে) কপর্দ্দকহীন হইলে যেমন তাহাকে আর (বেশ্যার) দ্বার স্পর্শ করিতে দেয় না;

্রে হয়।[১] তাহাদের যাহা কিছু করিতে হয় তাহা সমস্তই আমার উপরই আসিয়া পড়ে—যেমন অজাতপক্ষ শাবকের প্রাণরক্ষার জন্য পক্ষিণী মাতাকেই জীবন ধারণ করিতে হয়। আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া মাতাকেই[২] শাবকের কল্যাণের জন্য সব কিছু করিতে হয়, তেমনি যাহারা প্রাণ দিয়া আমাকেই অনুসরণ (ভজনা) করে, তাহাদের জন্য আমি কিছুতেই (কোন প্রকার কিছু করিতেই) লজ্জা করি না;§ তাহারা যদি আমার সহিত সাযুজ্য-লাভের ইচ্ছা করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করি—কিম্বা, যদি সেবা করিতে চায়, তবে তাহাদের (হৃদয়ে) প্রেম দান করি। এইভাবে, তাহারা মনে যে যে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারম্বার তাহাই পূরণ করিতে হয়, আর তাহাদের যাহা কিছু দেওয়া হয়, আমিই তাহা রক্ষা করি। হে পাণ্ডব, যাহারা সর্ব্বভাবে আমারই আশ্রয় লয়, তাহাদের সমস্ত যোগক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

এখন, আরও অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আমার সমষ্টিরূপ (সর্ব্ব-ব্যাপক স্বরূপ) না জানিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, অর্য্যমা (পিতৃগণের মধ্যে মুখ্য) ও চন্দ্রকে যজন[৩] করে। (৩৪০) বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের ঐ যজ্ঞ আমার উদ্দেশ্যেই হয়, কারণ এই সমস্ত বিশ্ব আমিই, পরন্তু, তাহাদের উপাসনা-প্রণালী সরল (বিধিসিদ্ধ) নহে, উহা বিষম (ভুল) পথ। দেখ, বৃক্ষের শাখাপল্লব কি একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না? পরন্তু (বৃক্ষের) মূলই জল গ্রহণ করে, আর মূলেই জল ঢালিতে হয়। একই দেহে দশটী ইন্দ্রিয় আছে, আর উহারা যে বিষয় ভোগ করে তাহা একই স্থানে যায়। তথাপি, উত্তম আহার্য্য রন্ধন করিয়া কি কানে ঢালিতে হয়? ফুল আনিয়া চক্ষুতে বাঁধিলে কি হয়? মুখেই রসাস্বাদন করিতে হয়, সুগন্ধ নাসিকা দ্বারাই

১ সমস্ত চিন্তার ভার আমার উপরই আসিয়া পড়ে.

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তাহাদের সব কিছুই আমি করি"।

২ তাহাকেই; ৩ ভজনা;

আঘ্রাণ করিতে হয়, তেমনি আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকেই যজন করিতে হয়। নতুবা, আমাকে না জানিয়া অন্য যে কোনও ভাবে আমার উপাসনা করা ব্যর্থ হয়, এইজন্য কর্ম্মের জন্য জ্ঞানদৃষ্টি নির্দ্দোষ হওয়া প্রয়োজন।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

হে পাণ্ডুসুত, দেখ, এই সমস্ত যজ্ঞোপচারের ভোক্তা আমি ভিন্ন আর কে আছে? আমিই সকল যজ্ঞের আদি ও অন্ত, পরন্তু, আমাকে ভুলিয়া দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য দেবতাগণকে ভজনা করে। গঙ্গার জল যেমন দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গঙ্গায়ই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহারা আমারই বস্তু আমাকেই দেয়,—পরন্তু, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এইজন্য, হে পার্থ, তাহারা আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না, যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা, উহারা সেখানেই যায়। (৩৫০)

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেবতার উদ্দেশ্যে ভজনা করে—দেহত্যাগের সময় সেই দেবরূপই প্রাপ্ত হয়। অথবা, যাহার মন পিতৃব্রতে নিযুক্ত (পিতৃলোকের উপাসনা করে) দেহত্যাগের পর সে পিতৃত্ব বরণ করে (পিতৃলোকে যায়)। কিম্বা, ক্ষুদ্র দেবতাদি (অথবা) ভূতগণ যাহাদের পরমদেবতা; যাহারা অভিচারমার্গে তাহাদের উপাসনা করে; দেহের যবনিকাপাত হইলে, তাহারা ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়; এইভাবে সঙ্কল্পবশে ইহারা স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করে। পরন্তু, যাহারা নয়নে আমাকে দেখে, কর্ণে আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধ্যান করে, এবং বাক্যদ্বারা আমারই স্তুতিগান করে; সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বস্থানে আমাকেই নমস্কার করে, আমারই উদ্দেশ্যে দানপুণ্যাদি কর্ম্ম করে; যাহারা আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অন্তরে বাহিরে মদ্রূপ হইয়াই তৃপ্ত হয়, আমারই জন্য জীবন ধারণ করে; শ্রীহরিকে ভূষিত করিবার জন্যই (তাঁহার গুণকীর্ত্তনের জন্যই) যাহারা অহংভাব পোষণ করে, আমাকে লাভ করাই যাহাদের জগতে একমাত্র লোভ; যাহারা আমাকে

পাইবার ইচ্ছায়ই সকাম, আমার প্রেমেই প্রেমিক, আমারি ভুলে সভ্রম হইয়া (আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া) জগৎ ভুলিয়া যায়; আমাকে জানাই যাহাদের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই যাহাদের মন্ত্র,—এইভাবে যাহারা সর্ব্ব ব্যাপারে আমাকেই ভজনা করে; (৩৬০) তাহারা মরণের এপারেই যথার্থই আমার সহিত মিলিয়া যায়, মরণের পর অন্যদিকে কেমন করিয়া যাইবে? এইজন্য, যাহারা আমার যজন করে, সেবাপূজার (উপচারের) অছিলায় আপনাকে আমাতেই অর্পণ করে, তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ করে। হে অর্জ্জুন, আমাতে আত্মসমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না, কোনও উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় না। এ বিষয়ে, যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে সে কিছুই জানে না, যে আপন শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে সে সত্যই হীন, যে বলে 'আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে,' তাহার কিছুই হয় নাই। অথবা, হে কিরীটি, যজ্ঞ, দান তপাদি ক্রিয়ার বাহ্যাড়ম্বর ইহার কাছে একটী তৃণের সমানও নহে। দেখ, জ্ঞানের সামর্থ্য দেখিতে গেলে, বেদ হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ আছে? (সহস্রবদন) শেষ নাগ হইতে কেহ বড় বক্তা আছে? সেও আমার শয্যার নীচে চাপা পড়িয়া আছে, অপর বেদও 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া পিছু হটে, সনকাদি ঋষিগণও এ বিষয়ে (নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া) পাগল হইয়া যান। তাপসদের কথা বিচার করিলে, শূলপাণি মহাদেবের সমকক্ষ কে? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া (আমার) চরণতীর্থ (গঙ্গা) মস্তকে বহন করেন। অথবা, সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর ন্যায় কে আছে? যাঁহার ঘরে শ্রীর ন্যায় দাসী; তিনি যে (ভাতকুলী* খেলিতে) খেলার ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাকে লোকে 'অমরপুরী' বলে, তাহাতে ইন্দ্র কি তাঁহার খেলার পুতুল নন? (৩৭০) খেলার সাধ মিটিলে, যখন এই খেলার ঘর ভাঙ্গা হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখারী হইতে হয়; তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই বৃক্ষই কল্পতরু হয়। বিচার করিয়া দেখিলে, যাঁহার সন্নিধানে এই প্রকার গৃহপরিচারিকা, সেই মুখ্য নায়িকা লক্ষ্মীদেবীরও এখানে কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাণ্ডব, তিনি সর্ব্বভাবে সেবা করিয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, চরণ ধৌত

* 'ভাতকুলী' একপ্রকার ছেলেদের খেলা;

করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপন মহত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠা দূরে রাখিয়া, সর্ব্ব পাণ্ডিত্যের অভিমান ভুলিতে হইবে, এবং জগতে সকলের কাছে ছোট হইবে, তখনই আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে। হে কিরীটি, সহস্রকর সূর্য্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রই লোপ পায়, সেখানে খদ্যোত আপনার তেজের কি বড়াই করিবে? তেমনি, যেখানে লক্ষীর ঐশ্বর্য্য শোভা পায় না,[১] শম্ভুর তপস্যা বিফল হয়, সেখানে প্রাকৃত মন্দবুদ্ধি অজ্ঞানী লোক আমাকে কি করিয়া জানিবে? এইজন্য, দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সকল গুণের প্রতিষ্ঠা 'নিমলোন'* করিয়া ছাড়িতে হইবে, সম্পত্তিমদ (মোহ) আরতি করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে (অর্থাৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে)।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

অসীম প্রেমের আতিশয্যে, আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত, যে কোনও একটি ফল; যত ছোট হউক না কেন, যদি আমার ভক্ত আমার কাছে লইয়া আসে, আমি দু' হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং তাহার বোঁটা না ফেলিয়াই সাদরে তাহা ভক্ষণ করি। আর ভক্তিসহকারে যদি আমাকে একটি ফুল দেয়, তাহা আমার আঘ্রাণ করাই উচিত, পরন্তু তাহাও আমি মুখে ফেলিয়া দিই। (৩৮০) ফুলের কথা থাকুক, যে কোনও একটি পত্রও যদি প্রেমের সহিত অর্পণ করে, তাহা তাজাই হউক বা শুষ্কই হউক; পরন্তু, যদি দেখি তাহা সর্ব্বভাবে ভক্তির রসে ভরা, তাহা হইলে, ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি ঐ পত্রটি সুখে ভোজন করিতে আরম্ভ করি। অথবা, এমন যদি হয় যে একটি পত্রও জোটে না, তবে জলের তো কোনও অভাব হয় না? জল, যেখানে সেখানে, বিনামূল্যে বিনাপরিশ্রমে পাওয়া যায়—ঐ জলই যদি সর্ব্বস্ব মনে

১ মূল্যহীন;

* ভূতাপসরণের জন্য নিমপাতা ও নুন একত্র করিয়া সন্তানের মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিতে হয়;

করিয়া (প্রেমসহকারে) আমাকে অর্পণ করে; তবে আমি মনে করি সেই ভক্ত আমার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতেও বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিল, কৌস্তুভ-মণি হইতেও উজ্জ্বল (নির্ম্মল) অলঙ্কারে আমাকে সজ্জিত করিল; যেন আমার জন্য, ক্ষীরাব্ধির ন্যায় মনোহর, অপার দুগ্ধের শয্যা রচনা করিল; কর্পূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি মনোহর সুগন্ধে ভূষিত করিল[১], যেন দিন-করের ন্যায় উজ্জ্বল দীপমালা আমার জন্য সাজাইল; যেন গরুড়ের ন্যায় বাহন, কল্পতরুর উদ্যান, কামধেনুর গোধন আমাকে অর্পণ করিল; যেন অমৃত হইতেও সুরস (রসাল) বহুপ্রকারের পকান্ন আমাকে পরিবেশন করিল,—ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্ঘ্যে আমার এমনি পরিতোষ হয়। হে কিরীটি, আরও কি বলিতে হইবে? তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ (এক মুষ্টি) চিপিটকের জন্য আমি সুদামার বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়াছি। (৩৯০) আমি শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার করি না, যে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি (আমি তাহার ভাবের অতিথি); পত্র, পুষ্প, ফল এ সব উপাসনার উপকরণ (নিমিত্ত) মাত্র, শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়। অতএব হে অর্জ্জুন, শুন, তুমি আপন হৃদয়ে একটী সহজ অথচ অবসরোচিত বুদ্ধি (সাধনের উপায়) ধরিয়া রাখিবে।[২-৩]

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

যে কোনও ব্যাপার (কর্ম্ম) করিবে, যে কোনও ভোগ (বিষয়) উপভোগ করিবে, নানাবিধ যজ্ঞে যাহা যজন করিবে; অথবা, পাত্রবিশেষে যাহা দান করিবে, কিম্বা সেবকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহা দান করিবে, তপাদি সাধন বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে; এ সমস্ত ক্রিয়া যাহা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িবে, সে সমস্তই ভক্তিভাবে আমারই উদ্দেশ্যে করিবে; পরন্তু, এই সব কর্ম্ম করিবার সময় আপনার অন্তরে তাহার স্মৃতিও যেন কখনও

১ সুগন্ধের মহামেরু রচনা করিয়া; ২-৩ তোমাকে একটী সহজ উপায় বলিতেছি। তুমি কখনও আপন মনোমন্দিরে আমাকে বিস্মৃত হইও না;

না থাকে (কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার থাকিবে না),—এইভাবে, অহঙ্কার দোষ ধুইয়া সেই সব কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিবে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি আমাকে অর্পণ করিলে এই শুভাশুভ কর্ম্ম ফলপ্রদ হইবে না। যখন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে তখন উহা সুখদুঃখরূপ ফল প্রসব করে, এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য একটি দেহ ধারণ করিতে হয়। ঐ সমস্ত কর্ম্ম আমাকে নিঃশেষে অর্পণ করিলে জন্মমরণ একেবারে পুছিয়া যাইবে (শেষ হইবে), এবং জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহারও অন্ত হইবে। (৪০০) সেইজন্য, হে অর্জ্জুন, তোমাকে এই সহজ সংন্যাস-যুক্তি (ফলসংন্যাসযুক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশ) প্রদান করিলাম—যাহাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির বিলম্ব না হয়। ইহাতে দেহবন্ধনে পড়িবে না, সুখদুঃখের সাগরে ডুবিবে না, আমারই আনন্দস্বরূপে অনায়াসে মিলিত হইবে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

যদি প্রশ্ন কর আমি কেমন, তবে (তাহার উত্তর এই যে) আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার আপন পর এরূপ ভেদভাব নাই। যাহারা এই ভাবে আমাকে (আমার শাশ্বত স্বরূপকে) জানিয়া অহঙ্কারের আধার ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বকর্ম্মে আমাকে ভজনা করে; তাহারা দেহ ধারণ করিয়া দেহের ব্যাপার করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু তাহারা দেহে থাকে না, আমাতেই অবস্থান করে, এবং আমিও সমগ্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে ভরিয়া থাকি। সবিস্তার বটবৃক্ষ যেমন বীজকণিকার মধ্যে থাকে, আর বীজকণাও যেমন বটবৃক্ষের মধ্যে থাকে; তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা, অন্তরের বস্তুবিচারে আমার ও তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই (তাহারা ও আমি একই)। ধার করা অলঙ্কার যেমন শরীরের উপরেই শোভা পায় (উহাতে কোনও মমত্ববুদ্ধি থাকে না), তেমনি

তাহারাও উদাসীন হইয়া দেহ ধারণ করে। ফুলের সৌরভ বায়ুর সঙ্গে চলিয়া গেলে যেমন গন্ধহীন ফুলটি বোঁটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ শুধু আয়ু শেষ হইবার অপেক্ষায় থাকে (আয়ুর মুঠার মধ্যে থাকে)। হে পাণ্ডব, তাহাদের সমস্ত অভিমান মদ্ভাবে আরূঢ় হইয়া (মদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া) আমাতেই স্থির (লীন) হয়। (৪১০)

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

এমনিভাবে প্রেমসহকারে যে আমার ভজনা করে, সে যে কোনও জাতির হউক না কেন, তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না। আর, হে মহাবীর অর্জ্জুন, আচরণ দেখিতে গেলে সে নিকৃষ্টতম দুরাচার হইলেও, যদি ভক্তির পথে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে; অন্তঃকালের বুদ্ধিই সত্যই পরজন্মের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে—সেইজন্য, যে শেষকালে আপন জীবন ভক্তিকেই সমর্পণ করিয়া দেয়; সে পূর্ব্বে অনাচারী হইলেও, তাহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে,—যেমন কেহ বন্যার জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে না পড়িয়া, বাহির হয়; জীবিত অবস্থায় তীরে উঠিয়া আসিলে যেমন তাহার ডুবিয়া যাওয়া নিরর্থক বা নিষ্ফল হয়, তেমনি অন্তে যদি ভক্তিকে আশ্রয় করা যায় তবে পূর্ব্বকৃত পাপ ধৌত হইয়া যায়। এইজন্য কেহ দুরাচারী হইলেও, অনুতাপতীর্থে স্নান করিয়া (শুদ্ধ হৃদয়ে) সর্ব্বভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে; তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্ম্মল হয়, এবং তাহার জন্ম সার্থক হয়। সে যেন তখন সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তপশ্চরণ শেষ করিয়াছে, অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করিয়াছে। অনেক বলা হইল; হে পার্থ, আমার উপর যাহার অখণ্ড আস্থা, সে সর্ব্বথা কর্ম্মের সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে; হে কিরীটি, সে সমস্ত মনোবুদ্ধির ব্যাপার একনিষ্ঠারূপ পেটিকায় ভরিয়া, আমারি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে (রাখিয়া দিয়াছে— অর্থাৎ আমাকে অর্পণ করিয়া কর্ম্মাতীত হইয়াছে)। (৪২০)

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

তুমি কি মনে কর সে অবসরমত (অর্থাৎ মরণের পর) আমার সমান হইবে ? যে অমৃতের মধ্যে বাস করে তাহার মরণ কিরূপে হইবে ? যে সময় সূর্য্যের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে, তেমনি, আমাতে ভক্তি বিনা যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা কি মহাপাপ নহে ? এইজন্য, হে পাণ্ডুসুত, তাহার (আমার ভক্তের) চিত্তবৃত্তি যখন আমার সমীপস্থ হয় তখন সে তত্ত্বতঃ আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। একটি দীপ হইতে অন্য একটি দীপ জ্বালাইলে যেমন কোন্‌টি প্রথম তাহা জানা যায় না, তেমনি, যে সর্ব্বভাবে আমার ভজনা করে সে মৎস্বরূপ হইয়া যায়। তখন, আমারই স্থিতি, আমারই কান্তি, আমাতেই নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিং বহুনা, সে আমার জীবনেই জীবিত থাকে। হে পার্থ, এবিষয়ে বারম্বার তোমাকে আর কত বলিব ? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে ভক্তি ভুলিও না। কুলের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন নাই, আভিজাত্যের শ্লাঘা করিও না, বিদ্যার মিথ্যা অভিমান কেন (বহন) পোষণ করিবে ? রূপ যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধনসম্পদের গর্ব্ব করিও না,—এক আমাতে ভক্তি না থাকিলে এ সমস্তই নিষ্ফল হয়। শস্যকণাবিহীন শস্যের ঘন মঞ্জরী, বা জনশূন্য সুন্দর নগর,—ইহাতে কি কাজ হয় ? অথবা, শুষ্ক সরোবর, জঙ্গলে দুঃখীর সহিত দুঃখীর মিলন, কিম্বা বন্ধ্যা ফুলে শোভিত বৃক্ষ যেমন হয় ; (৪৩০) সকল বৈভব, কুল, জ্ঞানগৌরবও তেমনি নিষ্ফল হয়—অবয়বযুক্ত শরীরে মস্তক[১] না থাকিলে যেমন হয় ; আমাতে ভক্তিবিহীন জীবনও তদ্রূপ,—তাহাতে ধিক ; ইহা পৃথ্বীর উপর পাষাণের তুল্য নয় কি ? কণ্টকময় 'হিবরা' বৃক্ষের ঘন ছায়া যেমন সজ্জন লোক সযত্নে পরিহার করে, তেমনি অভক্তকেও পুণ্য এড়াইয়া যায়। নিম্বফলের ভারে নিম্ববৃক্ষ যদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই সুসময় উপস্থিত হয়, তেমনি ভক্তিহীন ব্যক্তিও পাপকর্ম্ম করিবার জন্য বাড়িতে থাকে। মাটির খাপড়ায় ষড়রস পরিবেশন করিয়া রাত্রে চৌরাস্তার উপর রাখিলে যেমন কুকুরদের সুবিধা হয় ; তেমনি ভক্তিহীনের জীবন, কিম্বা যে সুকৃতি জানে না এমন ব্যক্তির সম্পত্তি,§—ইহা শুধু সংসার-দুঃখকেই আমন্ত্রণ করিয়া পরিবেশন করা

---

১ জীবন, প্রাণ ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"কিম্বা যে স্বপ্নেও সুকৃতি জানে না", "যাহা স্বপ্নেও সুকৃতি জানে না" ;

মাত্র। সুতরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, জাতিতে অন্ত্যজই হউক, বা পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক—(তাহাতে ক্ষতি নাই) ; দেখ, গজেন্দ্রকে (হিংস্র পশুতে) কুম্ভীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া যায় নাই ?

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

হে কিরীটি, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধম পাপযোনিতে যাহার জন্ম ; সেই পাপযোনি মূঢ়, প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মূর্খ হইলেও যদি সর্ব্বভাবে আমাতে দৃঢ়চিত্ত হয় ; (৪৪০) যাহার বাক্যই আমার নামোচ্চারণ, যাহার দৃষ্টি আমারই রূপ ভোগ করে, যাহার মন আমারি সংকল্প (চিন্তা) নিরন্তর বহন করে ; যাহার শ্রবণ (কর্ণ) আমার কীর্ত্তি শ্রবণ ভিন্ন কখনও শূন্য থাকে না (সর্ব্বদাই আমার কীর্ত্তি শ্রবণ করে), আমার সেবাই যাহার সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ ; যাহার জ্ঞান (অন্য) বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একান্তভাবে আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে লাভ করিয়াই যে জীবিত থাকে, অন্যথায় যাহার মরণ ; হে পাণ্ডব, যে এইভাবে, সমস্ত বিষয়ে, সর্ব্ব ভাবে, আমাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছে ; সে পাপযোনিই হউক, বা বেদাধ্যায়ী (শাস্ত্রজ্ঞ) নাই হউক, পরন্তু, আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম নহে। দেখ, ভক্তির মাহাত্ম্যে দৈত্য দেবগণকে হীন করিয়াছে,—যাহার মহিমায় আমাকে নৃসিংহের রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে ; সেই প্রহ্লাদ আমার জন্য সর্ব্বদা বহু কষ্ট পাইয়াছে, সেইজন্য, হে কিরীটি, আমি যাহা কিছু দিতে পারি সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা, সত্যই সে দৈত্যকুলজাত, পরন্তু শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্রও তাহার সহিত তুলনার যোগ্য নহে,—সুতরাং এখানে ভক্তিই উপযোগী হয়, জাতি অপ্রমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর (চিহ্ন) একটি চর্ম্মখণ্ডের উপর পড়িলে, সেই চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজমুদ্রাঙ্কিত না হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যও প্রমাণ নহে, রাজাজ্ঞাই এখানে বলবতী,—ঐ (রাজমুদ্রাঙ্কিত) চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পারা যায়। (৪৫০) তেমনি, যখন আমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা আসিয়া যায়। অতএব, কুল, জাতি, বর্ণ,—এ সমস্তই অকারণ (বৃথা),—হে অর্জ্জুন;

এ সংসারে একমাত্র আমাতে ভক্তিই সার্থক। যে কোন ভাবেই হউক না কেন, আমাতে মন প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই (আমার চিন্তায় মন ভরিয়া গেলেই) পূর্ব্বের সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে। ছোট ছোট নদী নালা গঙ্গায় গিয়া না পড়া পর্য্যন্তই নদী নালা থাকে, গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়া যায়। কিম্বা, কাষ্ঠখণ্ডগুলি একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ না করা পর্য্যন্তই তাহাদের খদির, চন্দন আদি কাষ্ঠ বলা হয়। তেমনি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে ভজনা না করে। লবণকণা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহাতেই মিশিয়া যায়, তেমনি সর্ব্বভাবে আমার স্বরূপে মিলিয়া গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায়। নদনদীর অস্তিত্ব (নাম) ততদিনই থাকে এবং তাহাদের পূর্ব্বপশ্চিমগামী বলা হয়, যতদিন না তাহারা সব সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। তেমনি, কোন এক ছলে চিত্ত আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই স্বতঃই মদ্রূপ হইয়া যায়। পরশপাথরকে ভাঙ্গিবার জন্যও যদি লোহা তাহার অঙ্গস্পর্শ করে, তাহাকে স্পর্শ করা মাত্রই উহা সোনা হইয়া যায়। (৪৬০) দেখ, প্রেমভাবে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াই কি ব্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই? অথবা, ভয়ের নিমিত্ত কংস, কিম্বা নিরন্তর বৈরিতা করিয়াও কি শিশুপালাদি আমাকে প্রাপ্ত হয় নাই? হে পাণ্ডব, আত্মীয়তার জন্য যাদবগণ, মমত্বের জন্য বসুদেবাদি সকলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ধনুর্দ্ধর, নারদ, ধ্রুব, অক্রূর, শুক ও সনৎকুমার যেমন ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তেমনি গোপিকাদের প্রেম, কংসের ভয় ভ্রান্তি, শিশুপালদের ঘাতক মনোবৃত্তি আমাকে প্রাপ্ত করাইয়াছে। আমিই জীবের একমাত্র শেষ আশ্রয়,—ভক্তি, বিষয়বৈরাগ্য বা বৈরভাব—যে কোনও মার্গেই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে পার্থ, দেখ, আমার মধ্যে প্রবেশ করিবার (আমাকে প্রাপ্ত হইবার) উপায়ের অভাব নাই। আর যে কোনও জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন,—আমাকে ভজনা করুক বা আমার বৈরিতা করুক,—পরন্তু, তাহাকে আমারি ভক্ত বা আমারই বৈরী হইতে হইবে। কোনও এক প্রকারে আমাতে স্থিরচিত্ত হইলেই আমার স্বরূপ-প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবে তাহার করতলগত হইবে। এইজন্য, হে অর্জ্জুন, পাপযোনিই হউক, কিম্বা বৈশ্য, শূদ্র বা অঙ্গনাই

হউক, আমাকে ভজনা করিলেই আমার গৃহে পৌছিবে (আমাকে প্রাপ্ত হইবে)। (৪৭০)

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩

যে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে (ছত্রচামর) শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ যাহার জায়গীর, যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রবিদ্যার মাতৃগৃহস্বরূপ; যে পৃথিবীর দেবতা, তপের মূর্ত্তিমান অবতার, যাহার জন্য সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয়; যাহার মধ্যে যাগযজ্ঞ[১] নিরন্তর বাস করে, যে বেদের বজ্রকবচ, যাহার দৃষ্টির উৎসঙ্গে (সংস্পর্শে) কল্যাণের বৃদ্ধি হয়; যাহার আস্থার দৃঢ়তায় সৎকর্ম্মের প্রসার হয়, যাহার সঙ্কল্পে সত্য জীবনপ্রাপ্ত হয় (প্রতিষ্ঠিত হয়); যাহার অভয়বাণী অগ্নিকে আয়ু প্রদান করিয়াছে, এবং সেইজন্য সমুদ্র তাহাকে (বাড়বাগ্নিকে) আপন জল প্রদান করিয়া পোষণ করিয়াছে। যাহার চরণরজঃ বক্ষঃস্থলে পাইবার জন্য আমি লক্ষ্মীকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি, এবং কৌস্তভমণি নামাইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছি; হে সুভদ্র, আপন সৌভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ অদ্যাবধি আমি যাহার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; হে বীর অর্জ্জুন, যাহার কোপ কালাগ্নি-রুদ্রের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনামূল্যে (অনায়াসে) সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়; এইরূপ পুণ্যশীল (পুণ্যের রাশি), আমার অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত[২] ব্রাহ্মণ যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বলিতে হইবে কেন? দেখ, চন্দনের অঙ্গানিল (চন্দনের গন্ধবহনকারী বায়ু) নিকটস্থ নিম্ববৃক্ষ স্পর্শ করিলে, তাহা (ঐ সুগন্ধিত নিম্ববৃক্ষ) নির্জীব (জড়, অযোগ্য) হইয়াও দেবতার মস্তকে (তিলকরূপে) শোভা পায়। (৪৮০) তবে স্বয়ং চন্দন যে সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মনে করিবে? অথবা, সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে ইহার সত্যতা কি কোনও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে হইবে? (হলাহলের জ্বালা) শান্ত করিবার আশায় শঙ্কর নিরন্তর অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। তবে, শীতল (জ্বালাপ্রশমনকারী), এবং পূর্ণতায় ও সুগন্ধে চন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চন্দন, তাহা কেন সহজে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবে না?

১ যোগী; ২ অতি নিপুণ;

কিম্বা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেই গঙ্গার কি অন্য কোনও গতি হইতে পারে ? সুতরাং, রাজর্ষি বা ব্রাহ্মণ—আমিই যাহার গতি, মতি ও শরণ, সে নিশ্চিত আমাতেই নির্ব্বাণ লাভ করে, আমাতেই তাহার স্থিতি। এইজন্য শতজর্জ্জর (শতচ্ছিদ্রযুক্ত) নৌকায় বাহির হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে ? শস্ত্রবর্ষণের মধ্যে অঙ্গাবরণ খুলিয়া নগ্নগাত্রে কিরূপে থাকিবে ? শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে থাকিলে কি কোনও আচ্ছাদন (ঢাল) তুলিয়া ধরিবে না ? রোগ আক্রমণ করিলে কি ঔষধ সম্বন্ধে উদাসীন হইবে ? হে পাণ্ডব, যেখানে চতুর্দ্দিকে দাবানল জ্বলিতেছে সেখান হইতে কি বাহির হওয়া উচিত নহে ? তেমনি, উপদ্রবপূর্ণ মর্ত্ত্যলোকে আমাকে ভজনা না করিয়া থাকিবে কিরূপে ? নিজের সঙ্গে এমন কি বল আছে যাহার ভরসায় আমাকে ভজনা না করিয়া গৃহের ভোগ্য সামগ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিবে ? অথবা, আমাকে ভজনা না করিয়া বিদ্যা বা যৌবন হইতে সুখপ্রাপ্তি হইবে, জীবের এমন কি ভরসা আছে ? (৪৯০) যত কিছু ভোগ্যবস্তু এক দেহের সুখের জন্যই উপযোগী হয়, আর সেই দেহ তো কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে। হে বৎস, এই মর্ত্ত্যলোকের হাটে দুঃখের পসরা ছড়ান রহিয়াছে, আর মরণরূপ পণ্যদ্রব্য মাপা হইতেছে,—এই মৃত্যুলোকে এখন হাটের সময় উপস্থিত ; এখন, হে পাণ্ডব, এই হাটে জীবনের সুখপ্রদ কোন্ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে ? ভস্মে ফুঁ দিয়া কি দীপ জ্বালান যায় ? বিষের কন্দ বাটিয়া যে রস[১] বাহির করা হয়, তাহাই অমৃত বলিয়া সেবন করিলে যেমন অমর হওয়া যায় ; নিজের মস্তক ছেদন করিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিলে যেমন হয়, মর্ত্ত্যলোকের সমস্ত সুখও তেমনি কল্যাণদায়ক। সেইজন্য, এই মৃত্যুলোকে সুখের কথা কে কানে শুনিতে পায় ? জ্বলন্ত অঙ্গারের শয্যায় কি সুখনিদ্রা হয় ? যে (মৃত্যু) লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যেখানে অস্ত হইবার জন্যই (সূর্য্যের) উদয় হয়, যে জগতে সুখের রূপে দুঃখই যাতনা দেয় ; যেখানে কল্যাণের অঙ্কুর ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের কীট পতিত হয়, মৃত্যু জন্মস্থানে[২] গিয়া গর্ভস্থ সন্তানকেও খুঁজিয়া বাহির করে ; যাহা জীবন্ত নহে তাহার চিন্তা

১ গোরস (দুগ্ধ) ; ২ উদরের মধ্যে ;

করায়, এবং তখন দেবদূত আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়,—কোথায় যায় তাহাও জানিতে পারা যায় না। হে কিরীটি, সকল পথ খুঁজিয়া দেখিলেও সেস্থান হইতে ফিরিবার পদচিহ্ন দেখা যায় না,—অসংখ্য মৃতগণের কথা যেখানকার পুরাণ-কথা; (৫০০) যেখানকার অনিত্যতার কথা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না; এইরূপ (অশাশ্বত) যে লোকের স্থিতি, সেই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এক কৌতুককর ব্যাপার বলিয়া দেখায়। যে ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য গাঁঠের একটী কড়িও খরচ করে না, সে যাহাতে সর্ব্বস্বহানি হইতে পারে তাহার জন্য কোটি মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বহু প্রকারের বিষয়-বিলাসের পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে বলে 'এ এখন সুখেই আছে', কামনার ভারে যে পিষ্ট হয়, তাহাকেও জ্ঞানী বলে। যাহার আয়ুশেষ হইয়া আসিয়াছে, বল ও বুদ্ধিও লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়া তাহার পায়ে নমস্কার করে। কুক্কুর শাবক (বালক সন্তান) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে ও প্রেমে নাচিতে থাকে, ভিতরে যে তাহার আয়ু কমিতেছে, তাহাতে কোনও দুঃখ (গ্লানি) হয় না; প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীন হয়, তথাপি পতাকা উড়াইয়া উল্লাসে বার্ষিক জন্মদিবসের উৎসব পালন করে; 'মর' এই কথা বলিলে সহ্য করিতে পারে না, মরিয়া গেলে ক্রন্দন করে, পরন্তু বর্ত্তমান আয়ু যে চলিয়া যাইতেছে, মূর্খতার জন্য তাহা ভাবিয়াও দেখে না। সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে, তখনও ভেক জিহ্বা বাহির করিয়া মক্ষিকাকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা বাড়ায় কে জানে? অহো কি ঘোর দুর্দ্দৈব, এই মর্ত্ত্যলোকে সবই বিপরীত,—হে অর্জ্জুন, এখানে যখন দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ;—(৫১০) তখন, চটু পটু এখান হইতে বাহির হইয়া পড়, এবং ভক্তির পথে লাগিয়া যাও—যাহাতে আমার অব্যঙ্গ (নির্দ্দোষ) নিজধাম প্রাপ্ত হইবে।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

তুমি তোমার মন মদ্রূপ করিয়া প্রেমের সহিত আমার ভজনা কর। সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) আমাকেই একান্তভাবে নমস্কার কর। যে আমাকেই ধ্যান করিয়া

নিঃশেষে সমস্ত সঙ্কল্প জ্বালাইয়া ফেলে, তাহাকেই আমার নির্ম্মল যজনকারী (মদ্‌যাজী) কহে। এইভাবে যখন আমার ধ্যানে সমৃদ্ধ হইবে, তখনই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে,—আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিতেছি। সকলের কাছে যাহা গোপন করিয়াছি, আমার সেই সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম—ইহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি সুখ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে।" সঞ্জয় বলিলেন—"এইভাবে ভক্তকামকল্পদ্রুম, আত্মারাম, শ্যামলপরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন।" অহো, শুনুন, বৃদ্ধ (ধৃতরাষ্ট্র) এই সব কথা শুনিয়া, মহিষ যেমন বন্যার জলে বসিয়া থাকে, তেমনি নিঃশব্দে, শান্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন—"অহো, অমৃতের বর্ষণ হইয়া গেল, অথচ (ইঁহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও নাই—যেন অন্য কোথায়ও গিয়াছেন! তথাপি, ইনি আমাদের প্রভু, সুতরাং উঁহাকে কিছু বলিলে বাণী কলঙ্কিত হইবে,—ইঁহার কি হইয়াছে? ইঁহার স্বভাবই এইরূপ। পরন্তু, আমার পরম সৌভাগ্য—এই কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ বলিবার জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।" (৫২০) বহু আয়াসে মন স্থির করিয়া এইভাবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাত্ত্বিকভাবে এমন আবিষ্ট হইলেন যে আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; চিত্ত গভীরে গিয়া সঙ্কুচিত (স্থির) হইল, বাক্য স্বস্থানে স্তব্ধ হইল, আপাদমস্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগিল। অর্দ্ধোন্মীলিত[১] চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ হইল, অন্তরে সুখোর্ম্মির আবেগে বাহিরে কম্প হইতে লাগিল; সমস্ত রোমকূপে নির্ম্মল স্বেদকণিকা উৎপন্ন হইল,—মনে হইল যেন মুক্তার মালায় শরীর অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার মহাসুখের নিবিড় রসে তাঁহার জীবদশা ডুবিয়া গেলে, ব্যাসনিয়োজিত কর্মে ব্যাঘাত হইল; আর, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তখন নেত্রের অশ্রু ও সর্ব্বাঙ্গের স্বেদ মুছিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"হে প্রভু, এখন অবধান করুন।" এখন, শ্রীকৃষ্ণবাক্যরূপ উত্তম বীজ এবং সঞ্জয়ের সাত্ত্বিকভাবরূপ কর্ষিত তৈয়ারী ক্ষেত্র—সুতরাং (এ দুটির সংযোগে) শ্রোতাগণের সিদ্ধান্তরূপ ফসল প্রাপ্তির সুকাল হইল। অহো, কিঞ্চিৎ অবধান করুন, আনন্দের আর অবধি থাকিবে না ('আনন্দের

১ অধোন্মীলিত;

রাশির উপর বসিবেন'), কারণ দৈবযোগে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে ('মালা লাভ হইয়াছে')। এখন সিদ্ধরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিভূতির ঐশ্বর্য্য (স্থান) দেখাইবেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—"আপনারা শুনুন।" (৫৩০)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যাবর্ণন[১] নামক নবম অধ্যায়
সমাপ্ত।

১ রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

দশম অধ্যায়

হে গুরুরাজ, আপনি নির্ম্মলজ্ঞানদানে চতুর, বিদ্যারূপ কমলপ্রকাশক, পরাবাণীতত্ত্বরূপ প্রমদার[১] সহিত বিলাসকারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসাররূপতমোনাশকারী সূর্য্য, অপরিমেয়, পরমবীর্য্যবান, অত্যন্ত পরিণত[২] তুরীয়াবস্থার (সমাধিস্থিতির) পোষণ করাই (আপনার) লীলা, আপনাকে নমস্কার; হে অখিলজগৎপালন, কল্যাণরূপ মণির (রত্নের) খনি, সজ্জনরূপ বনের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ, হে আরাধ্য দেবতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি চতুর চকোরের আনন্দদানকারী চন্দ্র,[৩] আত্মানুভবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞানসাগর,[৪] মদনগর্ব্বহারী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সদ্‌ভক্তের ভজনীয়,[৫] ভবরূপ হস্তীর গণ্ডস্থলবিদারণকারী, বিশ্বোৎপত্তির আদিস্থান[৬]—হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনার কৃপারূপ গণেশের প্রসাদে বালকেও সারস্বতবিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; যে গুরুদেবের উদার বাক্য অভয়বাণীরূপ রাজাদেশ প্রদান করিলে[৭] নবরসের প্রকাশরূপ[৮] পুরস্কার[৯] পাওয়া যায়। আপনার প্রেমরূপ সরস্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে মূকও গ্রন্থরচনায় বৃহস্পতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অধিক কি বলিব? আপনার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিম্বা আপনার পদ্মহস্ত যাহার মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও মহেশের সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। এমনি যাঁহার মহিমার ঐশ্বর্য্য, বাক্যদ্বারা কিরূপে তাঁহার স্তুতি করিব? সূর্য্যের অঙ্গ কি গন্ধদ্রব্য দ্বারা মার্জ্জন করা যায়? (১০) কল্পতরুকে কেমন করিয়া ফুলে সজ্জিত করা যায়? ক্ষীরসাগরকে কিরূপে আতিথ্য গ্রহণ করান যায়? কর্পূরকে কি করিয়া সুবাসিত করিতে ইচ্ছা করিবে?§ চন্দনের উপর কিসের প্রলেপ দিবে? অমৃতকে কিরূপে রন্ধন করিবে? গগনের উপর কি কোনও মণ্ডপ উঠান যায়? তেমনি, শ্রীগুরুর মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিবার সাধন কি আছে? ইহা জানিয়াই আমি নিঃশব্দে নমস্কার

---

১ পরাপ্রেমপ্রমদা, পরাপ্রমেয়প্রমদা; ২ তরুণতর; ৩ চতুর চিত্তরূপ চকোরের চন্দ্র, ৪ শ্রুতিগুণসাগর; ৫ ভবভয়ভঞ্জন, ৬ দুঃখরূপসংসারভয়ভঞ্জন; ৭ উদার বাক্যে অভয় প্রদান করিলে; ৮ নবরস সুধাসিন্ধুর; ৯ তলদেশ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"কর্পূরকে কি অন্য গন্ধ দ্বারা সুবাসিত করা যায়?"

করিতেছি। যদি বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুর সামর্থ্য বর্ণনা করিতে যাই, তবে তাহা মুক্তার উপর প্রলেপ (পুট) দিবার ন্যায় হইবে। এখন একথা থাকুক†—সাড়েপনের কসের (উত্তম) স্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে হয় না,—তাই কিছু না বলিয়া তাঁহার চরণে মস্তক রাখাই ভাল। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—"হে স্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদরূপী প্রয়াগসঙ্গমে অক্ষয়বটস্বরূপ হইয়াছি। উপমন্যু শঙ্করের কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহার সম্মুখে ক্ষীর-সাগরের বাটি (ভাণ্ডার) রাখিয়া দিয়াছিলেন। অথবা, বৈকুণ্ঠপতি (শ্রীবিষ্ণু) কৌতুকে (প্রেমসহকারে) রুষ্ট ধ্রুবকে ধ্রুবপদরূপ মিষ্টান্ন দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তেমনি, যে ভগবদ্গীতা ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল, সেই ভগবদ্গীতা আমি ওবীছন্দে গাহিতেছি—আপনি এমনই (কৃপা) করিয়াছেন। যে বাণীরূপ বনে ঘুরিয়া একটী অক্ষরেরও সফলতার বার্ত্তা শুনা যায় না, আপনি সেই বাণীকে বিবেকের উপর কল্পলতা করিরাছেন। (২০) যাহা শুধু দেহবুদ্ধি ছিল তাহাকে আপনি আনন্দভাণ্ডারের কুঠরী করিয়া দিয়াছেন, মনকে গীতার্থসাগরের জলশয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। এখন আপনার কৃপাপ্রসাদে আমি ভগবদ্গীতার পূর্ব্বকাণ্ড কৌতুকে ওবীছন্দে বর্ণনা করিয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিষাদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যমতের (জ্ঞানযোগের) সহিত ভেদ দেখাইয়া, (কর্ম্ম) যোগের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, পঞ্চম অধ্যায়ে যোগতত্ত্বের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ যোগতত্ত্বই আসনবিধি হইতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যভাব পর্য্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে প্রকট করা হইয়াছে। তেমনি, যোগস্থিতি ও যোগভ্রষ্টের গতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, সপ্তম অধ্যায়ে, প্রকৃতির উপক্রম (আরম্ভ) ও পরিহার (নিরসন), ও পুরুষোত্তমকে যে চারিপ্রকার ভক্ত ভজনা করে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। তদনন্তর,

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"কিম্বা, তাঁহার স্তুতি করিতে গেলে উত্তম স্বর্ণকে রজতমণ্ডিত করিবার ন্যায় হইবে"।

অষ্টম অধ্যায়ে সাত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেহান্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয় এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে। যাহা কিছু অভিপ্রায় (তত্ত্বজ্ঞান) অপার বেদে প্রকট হইয়াছে, তাহা মহাভারতের একলক্ষ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই[1] প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যে অভিপ্রায় গীতার সাতশত শ্লোকে আছে, তাহা এক নবম অধ্যায়েই প্রকট করা হইয়াছে। (৩০) অতএব নবম অধ্যায়ের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে (আমারই) ভয় হয়; বৃথাই শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা। অহো, গুড় ও শর্করার ঢেলা একই রস হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিচার করিয়া দেখিলে মিষ্টত্বেও কোন ভেদ নাই।§ কেহ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উহা প্রতিপাদন করে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, কেহ বা, জানিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ, পরন্তু নবম অধ্যায় অনির্ব্বচনীয় (অবর্ণনীয়)—তাহাও, হে প্রভু, আপনার সামর্থ্যেই আমি বর্ণনা করিয়াছি। অহো, কাহারও (বশিষ্ঠের) গৈরিক উত্তরীয় (সূর্য্যের ন্যায়) প্রকাশ দিয়াছে, কেহ (বিশ্বামিত্র) সৃষ্টির উপরেও সৃষ্টি রচনা করিয়াছে, কেহ (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রে পাষাণ বাঁধিয়া সৈন্য পার করিয়াছে। কেহ (মারুতি) আকাশে উঠিয়া সূর্য্যকে ধরিল, কেহ (অগস্ত্য ঋষি) গণ্ডূষে সমুদ্র শোষণ করিল, তেমনি আপনি আমার দ্বারা এই ব্যাখ্যা করাইয়াছেন[2]—হে প্রভু অবধান করুন। পরন্তু, এসব কথা এখন থাকুক; রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ? না, রাম ও রাবণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের তুলনা নাই)। তেমনি, নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ নবম অধ্যায়ে যেমন আছে তেমনি (তাহার তুলনা নাই), আমি কিছু বলিতেছি না; যে গীতার্থ অবগত আছে[3] সেই তত্ত্বজ্ঞই ইহা নির্ণয় করিতে পারে। এইভাবে, আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছি—এখন গ্রন্থের উত্তরখণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই খণ্ডে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মুখ্য ও গৌণ বিভূতির কথা বলিতেছেন, সেই সুন্দর

১ কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"পরন্তু তাহাদের মিষ্টত্বের স্বাদ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়" ;

২ আমার ন্যায় মূকের দ্বারা অনির্বাচ্য ব্রহ্মের নিরূপণ করাইয়াছেন ;

৩ করতলগত করিয়াছে ;

সরস কথা আমি বর্ণনা করিব। (৪০) এই দেশী (মারাঠী) ভাষার উৎকর্ষে শান্তিরস শৃঙ্গাররসকেও হার মানাইবে, এবং ওবীছন্দ সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত এই মারাঠী (ভাষ্য) পাঠ করিলে যখন সঠিক অর্থের (অভিপ্রায়ের) মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইবে, তখন কোন্‌টি মূল গ্রন্থ তাহা বুঝা যাইবে না। অঙ্গের সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের ভূষণ হইয়া গেলে যেমন কে কাহাকে সুশোভিত করিতেছে তাহা বলা যায় না; তেমনি, সংস্কৃত ও দেশী ভাষা একই ভাবের সুখাসনে[১] কেমন শোভা পাইবে—তাহা উত্তমরূপে শ্রবণ করুন।[২] ভাব রূপ গ্রহণ করিলেই রসবৃত্তির (রসালতার) বর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং চাতুর্য্য বলে 'আমার প্রতিষ্ঠা হইল'। তেমনি, দেশী ভাষার লাবণ্য লুণ্ঠন করিয়া রসের তারুণ্য ফুটাইয়া তোলা হইবে এবং গহন গীতাতত্ত্ব বলা হইবে। এখন চরাচরপরমগুরু, চতুর চিত্তে আনন্দবর্দ্ধনকারী, যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই শ্রবণ করুন।" নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—শ্রীহরি বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর।§

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

আমি ইতিপূর্ব্বে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহা দ্বারা তোমার অবধানের পরীক্ষা করিলাম,—উহাতে কোনও ন্যূনতা নাই, বরঞ্চ উহা পূর্ণই। ঘটে অল্প জল ঢালিয়া যদি দেখা যায় উহা চুয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ করিতে হয়,—তেমনি (তোমার শুনিবার আগ্রহ) দেখিয়া আরও শুনাইব এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে। (৫০) নবাগত লোককে সর্ব্বস্ব দিয়া যদি দেখা যায় সে বিশ্বাসযোগ্য, তবেই তাহাকে ভাণ্ডারী করা যায়—তেমনি হে কিরীটি,

---

১ ভাবার্থের সুখাসনে;

২ সেই নির্ম্মল যুক্তি শ্রবণ করুন;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"হে অর্জ্জুন, সর্ব্বপ্রকারে তোমার অন্তঃকরণ এখন সুস্থ ও আত্মতত্ত্ব শুনিবার যোগ্য হইয়াছে।"

তুমি এখন আমার নিজধাম হইয়াছ।"† এইভাবে অর্জ্জুনকে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর অত্যন্ত প্রেমসহকারে কহিলেন—মেঘ যেমন পর্ব্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ হইয়া আসে,[১] তেমনি কৃপালুগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে মহাবাহো, শুন, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই অভিপ্রায় পুনরায় বলিতেছি। প্রতি বৎসর ক্ষেত্রবপন করিয়া যদি দেখা যায় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে—সেজন্য[২] যেমন কৃষিকর্ম্মে বিমুখ হওয়া উচিত নহে; বারম্বার পুট দিলে সোনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িতে থাকে, সুতরাং তাহার খাদ নষ্ট করা উচিত নয় কি? তেমনি, হে পার্থ, তোমার কোনও উপকার করিবার জন্য নহে, আমার নিজের স্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি। বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইলে সে ঐ শৃঙ্গারের কি বুঝে? সেই সুখের আনন্দ আপনার দৃষ্টি উপভোগ করে।§ তেমনি, তোমাকে যাহা বলা হয় তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার‡ তখনই আমার প্রেম দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এখন, হে অর্জ্জুন, এই আলঙ্কারিক পরিভাষা থাকুক, তোমার প্রতি আমার প্রেম (গভীর), সেইজন্যই তোমাকে বলিতে আমার তৃপ্তির অন্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা বলিতেছি,—যথেষ্ট হইয়াছে, এখন মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। (৬০) হে মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন, আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর—যে অক্ষরের রূপ ধরিয়া যেন স্বয়ং পরব্রহ্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন।

> ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
> অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ॥ ২

পরন্তু, হে কিরীটি, তুমি আমাকে সত্যই জান না,—আমি যেখানে প্রকট হই, বিশ্ব সেখানে স্বপ্নসদৃশ।† যেখানে (আমার স্বরূপ নিরূপণে) বেদও

---

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তেমনি হে কিরীটি, এখন তুমি আমার সর্ব্বস্ব হইয়াছ"।

১ জলপূর্ণ হইয়া বর্ষণ করে;

২ তখন যেমন;

§ পাঠান্তর—বালক অলঙ্কার পরিলে সে শৃঙ্গারের কি বুঝে? পরন্তু তাহার জননীর দৃষ্টিই ঐ সুখানন্দ উপভোগ করে"।

‡ পাঠান্তর—"তেমনি যখন তোমার আত্মহিত (কল্যাণ) তোমার কাছে পরিস্ফুট হয়"।

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"এই সে আমাকে দেখিতেছ, আমিই এই বিশ্ব"।

মূক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু পঙ্গু হইয়াছে, রাত্রি বিনাই রবিশশী অস্ত গিয়াছে; উদরের মধ্যে গর্ভের সন্তান যেমন আপন মাতার বয়স জানে না, তেমনি সমস্ত দেবতাগণ আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। জলচরগণ যেমন সমুদ্রকে মাপ করিতে পারে না, মশক যেমন আকাশকে উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি মহর্ষিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ দেখিতে পায় না। আমি কে, কত বড়, এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এই সব কথা নিরূপণ করিতে কত কল্প চলিয়া গেল! হে পাণ্ডব, ঋষিগণ, দেবগণ ও অন্য সমস্ত ভূতজাত—আমি ইহাদের আদিকারণ—এইজন্য আমাকে জানা কঠিন। পর্ব্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্ব্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি মূলে আসিয়া লাগে, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে পারে। যদি সূক্ষ্ম অঙ্কুরের মধ্যে সম্পূর্ণ বটবৃক্ষটি আবদ্ধ করা যায়, যদি তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রকে ভরা যায়, কিম্বা যদি পরমাণুর মধ্যে এই ভূগোলক (পৃথিবী) স্থান পায়; তবেই আমা হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণ, ঋষি ও দেবগণের আমাকে জানিবার অবকাশ (অবসর) হয়।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

এই অবস্থায় (আমাকে জানা কঠিন হইলেও) যদি কদাচিৎ কেহ বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তির মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতি বিমুখ হয়; ইন্দ্রিয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং দেহভাব বিস্মৃত হইয়া মহাভূতের মস্তকের উপর চড়িয়া বসে; যেখানে স্থির হইয়া থাকিয়া, বিবেকবলে ও নির্ম্মল আত্মপ্রকাশে স্বচক্ষেই আমার অজত্ব দেখিতে পায়;+ সে, প্রস্তরের মধ্যে যেমন পরশ পাথর, রসের মধ্যে যেমন অমৃত, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে আমারি অংশ জানিবে। সে চলন্ত জ্ঞানের বীজ,§ তাহার অবয়ব সুখের অঙ্কুর, পরন্তু তাহার মনুষ্যত্বের শোভা তাহার লৌকিক পরিচয়

+ "আমি আদিরও আদি (আদির ওপারের বস্তু), সর্ব্বলোকমহেশ্বর—এই ভাবে যে মনুষ্য আমাকে জানে"—এরূপ অন্য একটি ওবী পাঠান্তরে এখানে দেখা যায়।

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"সে চলন্ত জ্ঞানসূর্য্যের বিম্ব"।

মাত্র। অকস্মাৎ বন্যার জলে[1] যদি একটি হীরকখণ্ড পড়িয়া থাকে, তবে জলে পড়িলেও তাহা কি জলে গলিয়া যায়? তেমনি, মনুষ্যলোকের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ব্যবহার করিলেও সে প্রকৃতির দোষের কথা পর্য্যন্ত জানে না। নিজের ভয়ে পাপ তাহাকে ছাড়িয়া যায়, জলন্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প যেমন পলায়ন করে—তেমনি যে আমাকে জানিতে পারে, তাহাকে সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যায়। আমাকে কি করিয়া জানা যায় এই কল্পনা (প্রশ্ন) যদি তোমার চিত্তে জাগিয়া থাকে, তবে আমি এইরূপ,—আমার ভাবের (ধর্ম্ম) কথা শুন; যাহা (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ভূতে, (তাহাদের) প্রকৃতির সমান হইয়া, ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। (৮০)

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃশমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫

উহাদের মধ্যে প্রথম জানিবে বুদ্ধি, তৎপরে নিঃসীম জ্ঞান, অসংমোহ (মোহের অভাব), সহনশীলতা, ক্ষমা, সত্য; শম ও দম (মনোনিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) এই দুটি, সংসারের সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু—ইহাদের আমার ভাবের মধ্যে ধরিবে। ভয় ও নির্ভয়তা, অহিংসা ও সমতা, তুষ্টি ও তপ, এবং হে পাণ্ডুসুত, দান; আর, যশ ও অপকীর্ত্তি, এই যে সব ভাব দেখা যায়, তাহা আমা হইতেই ভূতের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ভূতগণ যেমন বিভিন্ন, ইহারাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, জানিবে,—কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, আর কতগুলি আমাকে জানে না (অজ্ঞানপ্রসূত)। সূর্য্য হইতেই যেমন প্রকাশ ও অন্ধকার,—সূর্য্য উদয় হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, আর অস্ত গেলেই অন্ধকার; আর আমাকে জানা বা না জানা,—ইহা ভূতগণের দৈব অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অনুসারেই হয়,—এইজন্য ভূতের মধ্যে ভাবের প্রকাশ বিষম (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের) হয়। হে পাণ্ডুকুমার, এইভাবে সমস্ত জীবসৃষ্টি আমারি ভাবের মধ্যে জড়িত হইয়া আছে, জানিবে।

১ কর্পূরের মধ্যে;

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

আর এই সৃষ্টির পালকবৃন্দ, যাঁহাদের অধীনে এই লোকব্যবহার চলিতেছে, সেই অপর একাদশ ভাবের কথা বলিতেছি, শুন। সমস্ত মহর্ষিগণের মধ্যে জ্ঞানে ও গুণে বৃদ্ধ (শ্রেষ্ঠ), কশ্যপাদি প্রসিদ্ধ সপ্ত ঋষি ;* আর প্রথম ও প্রধান চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বয়ম্ভু প্রমুখ চারিটি মুখ্য ও গরিষ্ঠ মনু ; হে ধনুর্দ্ধর, এই যে একাদশটি (ভাব), ইহারা সৃষ্টির ব্যাপারের জন্য আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকসৃষ্টি বা লোকস্থিতি) হয় নাই,§ অহংভাবের সমষ্টির (সত্ত্ব রজঃ ও তম এই প্রকার) বিভাগ হয় নাই, যখন মহাভূতের সমষ্টি নিষ্ক্রিয় ও স্তব্ধ হইয়াছিল ; তখনই ইহারা (একাদশ ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক রচনা করিয়াছে, এবং সেখানে নিজজনকে (লোকপাল নিযুক্ত করিয়া) অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।† অতএব, এই একাদশটি রাজা এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা,—এইভাবে এই সারা বিশ্ব আমারই বিস্তার, জানিবে। দেখ, আরম্ভে (প্রথমে) একটি বীজই থাকে, তাহাই বাড়িয়া বৃক্ষের গুঁড়ি হয়, গুঁড়ি হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়া বৃক্ষের ডাল হয় ; ডাল হইতে শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের উদ্‌গম হয়। পল্লব হইতে ফুল, ফল হয়—এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই। তেমনি, আদিতে এক আমিই ছিলাম, তাহার পর আমার মন বহু হইতে ইচ্ছা করিল,[১] আমার মন হইতে সপ্ত ঋষি ও চার মনুর জন্ম হইল। ইহারাই বিবিধ লোক সৃজন করিল, লোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকপাল হইল, এবং লোকপাল হইতেই প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। (১০০) এইভাবে, বাস্তবিক আমিই এই বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া

* কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"যখন ত্রিভুবনের কোনও রচনা হয় নাই" ;

† এই ওবীর পাঠান্তর—"যখন ইহারা উৎপন্ন হইল, তখন ইহারাই লোকপাল রচনা করিল এবং (অষ্ট) লোকপালকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিল" ;

১ আমা হইতে মন উৎপন্ন হইল ;

আছি,—এই ভাব সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান হইয়াছে[১] তাহারাই বুঝিতে পারে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

এইজন্য, হে সুভদ্রাপতি, এই ভাব আমারই বিভূতি, এবং ইহারই ব্যাপ্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া আছে। অতএব, আমা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই 'আমি' ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নহে। এইভাবে যাহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে জ্ঞানের জাগৃতি হইয়াছে; সুতরাং সে উত্তমাধম ভেদের স্বপ্ন দেখে না। আমি, আমার বিভূতি, ও তাহাতে অধিষ্ঠিত 'ব্যক্তি'—এ সমস্তই সে যোগানুভব দ্বারা ইহাই বলিয়া মানে।[২] সুতরাং শঙ্কাহীন যোগের প্রভাবে মনোবল দ্বারা সে আমার সহিত সমরস হইয়া যায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও।+

১ এই যুক্তি যাহারা মানিয়া লয়;

২ এক বলিয়া মানে;

+ পাঠান্তরে এখানে নিম্নলিখিত অন্য কয়েকটি ওবী পাওয়া যায়:—

কারণ, হে কিরীটি, এই প্রকার অভেদ দৃষ্টিতে যে আমাকে ভজনা করে তাহার ভজনের মধ্যেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয় (তাহার ভজনের অঙ্গনেই আমার বাস); অতএব, অভেদভাবে যে ভক্তিযোগ তাহাতে নিঃসন্দেহে কোনও ন্যূনতা নাই; অভ্যাস করিতে করিতে যদি বন্ধও হইয়া যায় তাহাও উত্তম (তাহাতে কোনও হানি হয় না), একথা আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি; এই অভেদ ভক্তি কিরূপ তাহা জানিবার জন্য যদি মনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলিতেছি, শুন; হে পাণ্ডব, এ সমস্ত জগতের মূল আমিই, এবং আমা হইতেই ইহার নির্ব্বাহ হয়; অসংখ্য তরঙ্গমালার জন্ম জল হইতেই হয়; আর ঐ তরঙ্গের আশ্রয় ও জীবন জলই; এই সমস্ত তরঙ্গমালার মধ্যে যেমন শুধু জলই আছে, তেমনি এই বিশ্বে আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই; এইভাবে আমাকে সর্ব্বব্যাপক মনে করিয়া যে, যেখানেই হউক না কেন, আমাকে যথার্থভাবে জাগ্রত প্রেম সহকারে ভজনা করে; দেশ, কাল, বর্ত্তমান—এ সমস্ত আমা হইতে অভিন্ন করিয়া (আমাকে ভজনা করে),—যেমন বায়ু আকাশরূপ হইয়া আকাশেই বিচরণ করে; এইরূপ যে আত্মজ্ঞানী, জগদ্রূপ আমাকে মনের মধ্যে রাখিয়া ত্রিভুবনে সুখে খেলিয়া বেড়ায়, আর, যে যে প্রাণী দৃষ্টিতে পড়ে তাহাকেই ভগবান মনে করে,—ইহাই আমার

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

যেমন সূর্য্যই সূর্য্যের আরতি করে, কিম্বা চন্দ্র চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অথবা সমান দুই প্রবাহ একত্রে মিলিয়া যায়; তেমনি উহারা (ঐ ভক্তগণ) সমরসের প্রয়াগ-তীর্থ হইয়া যায়; ঐ তীর্থজলের উপর সাত্ত্বিক ভাবের বন্যা বহিয়া যায় এবং তাহারা সংবাদ (অধ্যাত্মচর্চ্চা) রূপ চৌরাস্তায় স্থাপিত গণেশের মূর্ত্তি হইয়া যায় (গণেশের ন্যায় উপদেষ্টা হয়)। তখন, তাহারা মহাসুখে (ব্রহ্মানন্দে) ভরিয়া, আত্মজ্ঞানে (দেহের)[১] বাহিরে চলিয়া আসে, এবং আমাকে প্রাপ্তির সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া উদ্গার তুলিয়া গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, তাহা তাহারা ত্রিজগতে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিতে থাকে। কমলকলিকা প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সবারই আনন্দের জন্য তাহা বিলাইয়া দেয়; তেমনি ইহারা বিশ্বে আমারই কথা বর্ণনা করে, কথার আনন্দে কথাই ভুলিয়া যায় (স্তব্ধ হইয়া থাকে) এবং সেই বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের শরীর মন লীন হইয়া যায়। এইভাবে, প্রেমের আতিশয্যে যাহাদের দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না, যাহারা আপনার মধ্যে আমাকে প্রাপ্তির সুখ অনুভব করিয়াছে;[২]

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

ভক্তিযোগ—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। (ঐরূপ ভক্ত) চিত্তে মদ্রূপ হইয়া যায়, আমাতেই তাহার প্রাণ সন্তুষ্ট হয়, আর আত্মজ্ঞানের আবেশে সে জন্মমরণ ভুলিয়া যায়; আর ঐ আত্মজ্ঞানের নেশায় সংবাদসুখের (ভগবৎকথার) আনন্দে নাচিতে থাকে, এবং পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান করে; পাশাপাশি সরোবরে যেমন জল উছলিয়া উঠিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং তরঙ্গের মধ্যেই তরঙ্গ আশ্রয় পায় (তরঙ্গই তরঙ্গের আশ্রয়ভূত মন্দির হয়); তেমনি ইহারা (এই ভক্তগণ) পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে, আনন্দকল্লোলের ত্রিবেণী রচিত হয়, তখন আত্মবোধই আত্মবোধের অলঙ্কার হইয়া যায়, এবং বোধের শোভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১ দেহরূপ গ্রামের; ২ পূর্ণভাবে আমার নির্দ্দোষ স্বরূপ প্রাপ্তির সুখলাভ করিয়াছে;

হে অর্জ্জুন, তাহাদের আমি যাহা কিছু দান করিতে যাই, তাহার সর্ব্বোত্তম অংশ নিজস্থানেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। হে বীর অর্জ্জুন, তাহারা যে পথে বাহির হয় তাহার তুলনায় ('তাহা দেখিলে') স্বর্গ ও মোক্ষ কুটিল পথ বলিয়া মনে হয়। এইজন্য তাহারা আমার প্রতি যে প্রেম ধরে, আমাকেই তাহার প্রতিদান দিতে হয়, পরন্তু আমি যাহা দিতে চাই তাহা তাহাদেরই অধীন।§ এখন এমন হয় যে তাহাদের প্রেম যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং কালের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়।[১] হে কিরীটি, প্রেমাস্পদ, ক্রীড়ারত বালককে আপন স্নেহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন করিয়া, মাতা যেমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে[২] ; বালক যে যে খেলার সামগ্রী চায়, মাতা তাহা স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তেমনি আমাকে উপাসনার অধিকারকে (মার্গকে) পোষণ করিতে হয় ; যে মার্গের পোষণে আমার ভক্ত আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়, বিশেষ প্রেম সহকারে আমাকে তাহার পালন করিতে হয়। (১২০) ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং প্রেম করে,[৩] আমিও তাহার অনন্যগতিই ইচ্ছা করি,—কারণ প্রেমিকের সঙ্কট আমারি ঘরের সঙ্কট। দেখ, আমি স্বর্গ ও মোক্ষ রচনা করিয়া এ দুটি মার্গই আমি তাহার (ভক্তের) অধীন করিয়া দিয়াছি, আর অবশেষে লক্ষ্মীর সহিত আমার শরীরও তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। পরন্তু, সহজ, সুন্দর, নির্ম্মল (নিত্য নবীন) যে আত্মসুখ তাহা প্রেমিক ভক্তের জন্য যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। হে কিরীটি, এই সুখের শেষ সীমা পর্যন্ত, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে প্রেম সহকারে আমার কাছে টানিয়া লই—একথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

আমার আত্মার প্রতি 'ভাব' (প্রেম ও ভক্তি) যে জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, এক আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে, হে সুভটা (বীর), তাহার নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞান কর্পূরের মশালের ন্যায় হয়, এবং আমি মশালচী হইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার

§ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই।

১ ইহা আমাকেই দেখিতে হয় ; ২ দৌড়ায় ; ৩ আমার ভক্ত আমাকে প্রেম করে ;

নাশ করিয়া দূরে সরাইয়া তাহার জন্য এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দিই।" প্রেমী ভক্তের প্রিয়োত্তম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে বলিলেন, তখন অর্জ্জুন কহিলেন—"আমার মনোবৃত্তি শান্ত হইল। হে প্রভু, শ্রবণ করুন আপনি সংসারের আবর্জ্জনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি জননীজঠর (পুনর্জ্জন্ম) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদোষ আজ আমার নিজের চক্ষেই দেখিলাম,—এখন, হে প্রভু, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে। (১৩০) হে দেব, আপনার মুখনিঃসৃত কৃপামৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আজ, সুবিদ্যার জন্ম[১-২] হইল, আমার সৌভাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনরূপ সূর্য্যের প্রকাশে অন্তর্বাহ্য অন্ধকার দূর হইল,—এইজন্য আপনার যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি।

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

হে জগন্নাথ, আপনিই পরব্রহ্ম, যাহা এই মহাভূতের বিশ্রান্তিস্থান তাহাই আপনার পবিত্র, পরম নিজধাম। আপনি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এই) তিন দেবতার পরম দেবতা, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব যে পুরুষ, আপনি তাহাই, মায়াবিকারের অতীত দিব্য স্বরূপ। হে স্বামিন্, আপনি অনাদিসিদ্ধ, আপনি জন্মকর্ম্মের[৩] বশীভূত নহেন, আমি আপনাকে এখন জানিতে পারিয়াছি। আপনিই কালযন্ত্রের সূত্রধার (চালক), আপনি জীবকলার (জীবাত্মার) অধিপতি, আপনি ব্রহ্মকটাহধাত্রী (ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়)—ইহা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

অন্য এক উপায়ে এই মহান অনুভবের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়—পূর্ব্ব-কালে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও এইভাবে আপনার বর্ণনা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি তাঁহাদের বাক্যের সত্যতা অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি।

১-২ আয়ু সার্থক; ৩ জন্মধর্ম্মের;

দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা আমাদের কাছে আসিয়া এইরূপ বাক্য দ্বারা আপনার স্তুতি গান করিতেন, পরন্তু, তাহার অর্থ না বুঝিয়া আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ করিতাম। হে প্রভু, অন্ধের গ্রামে যদি রবি স্বতঃই প্রকট হয় তবে তাহারা সূর্য্যের তাপই অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ দেখিতে পায় না। (১৪০) তেমনি, দেবর্ষি যখন অধ্যাত্মগান করিতেন তখন তাহার রাগের খেলাই আমরা শুনিতাম,[১] অন্য কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অসিত ও দেবলঋষির মুখেও আমি আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু তখন আমার বুদ্ধি বিষয়-বিষে মলিন ছিল। আর অপরের কথা কি বলিব? ব্যাসদেব স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র আপনার সর্ব্ব স্বরূপ বর্ণনা করিতেন। হে দেব, যেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়া ইহা চিন্তামণি নয় এই বুদ্ধিতে তাহাকে উপেক্ষা করে, পরে সামান্য সূর্য্যোদয় হইলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলে 'ইহা চিন্তামণিই'; তেমনি ব্যাসাদি মহর্ষিগণের বাক্য আমার পক্ষে (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) রত্নের খনিসদৃশ, পরন্তু, হে দেব, আপনার অভাবে আমি তাহা বৃথাই উপেক্ষা করিয়াছিলাম।§

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

এখন, আপনার বাক্যরূপ সূর্য্যকিরণের বিকাশে, ঋষিগণ যে মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সমস্ত কথা সম্বন্ধে অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। ইঁহাদের বাক্যরূপ জীবনের বীজ[২] আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উপর আপনার কৃপাবর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফললাভ হইল। এই কৃষ্ণ সংবাদরূপ ফুলে সুবাস আসিল, এবং ঐ ফুল কৌতুকে আমাকে প্রদান করিলেন। অহো, নারদাদি সাধুগণের বচনোক্তি[৩] নদীস্বরূপ, আমি তাহা দ্বারা সংবাদসুখের অপার মহোদধি হইয়াছি। হে প্রভু, আমি জন্ম-জন্মান্তরে যে সমস্ত উত্তম পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু যাহা দান

১ মধুরতা অনুভব করিতাম;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর :—সেই তরণী উপেক্ষা করিয়া যাইতেছিলাম;

২ জ্ঞানের বীজ; ৩ যুক্তি, উক্তি;

করিলেন তাহার তুল্য উপযোগী হয় নাই (ফল প্রদান করে নাই)। (১৫০) নতুবা, আমি বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শুনিয়াছি, পরন্তু আপনি কৃপা না করা পর্যন্ত, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং, ভাগ্য যখন অনুকূল হয়, তখনই যেমন উদ্যম সফল হয়, তেমনি, শাস্ত্রাদি[১] সকল গুরুকৃপা পাইলেই সফল হয়। মালী সারাজন্ম বৃক্ষের জন্য পরিশ্রম করে, পরন্তু, বসন্ত আসিলেই ফললাভ হয়। অহো, বিষয়াসক্তির[২-৩] নিবৃত্তি হইলে মাধুর্য্যের আস্বাদন্ পাওয়া যায়,[৪-৫] রোগের প্রশমন হইলেই ঔষধের মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্ ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, যখন চৈতন্য আসিয়া তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করে। তেমনি, শাস্ত্রের আলোচনা, অথবা যোগাদির অভ্যাস তখনই নিজের উপযোগী হয়, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞা, পাওয়া যায়।"[৬-৭] এইভাবে আত্মানুভবে মত্ত হইয়া, অর্জ্জুন নিঃশঙ্ক হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—"হে দেব, আপনার বাক্য আমি মানিয়া লইলাম। হে কৈবল্যপতি, সত্যই আমার প্রতীতি হইয়াছে যে আপনি দেব ও দানবের বুদ্ধির অগম্য। হে দেব, আপনার উপদেশবাক্য শ্রবণ না করিয়া যে আপন বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে সে কখনই আপনাকে জানিতে পারে না—এই সদ্ভাব (সদ্‌বিশ্বাস) আমার নিশ্চিতভাবে হইয়াছে।§

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পৃথ্বীর ঘনত্ব কতখানি তাহা যেমন পৃথিবীই জানে; (১৬০) তেমনি, হে লক্ষ্মীপতি, আপনার সর্ব্বশক্তি কেবল আপনিই জানেন—এ সম্বন্ধে বেদাদির বুদ্ধি বৃথাই প্রজ্ঞার[৮] বড়াই করে। মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে? পবনকে কে

---

১ শ্রুত ও অধীত; ২-৩ বিষমজ্বরের, ৪-৫ মধুর বস্তুকে মিষ্ট লাগে, ৬-৭ শ্রীগুরু অনুকূল হন;

§ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—"আপনার উপদেশবাক্য স্পষ্টরূপে না বুঝিয়া যে আপন বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে......"।

৮ বৃথাই;

ধরিয়া রাখিবে (হস্ত দ্বারা মাপ করিবে)? আদিশূন্য (মায়াসমুদ্র) পার হইয়া যাইবে এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও ঐরূপ কঠিন—এই-জন্য কেহই আপনাকে জানিতে পারে না,—আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই যোগ্য (অর্থাৎ শুধু আপনার দ্বারাই সাধ্য)। আপনাকে আপনিই জানেন, এবং অপরকে (এসম্বন্ধে) উপদেশ করিতে আপনিই সমর্থ—এখন একবার আমার আর্ত্তির কপালের ঘাম মুছাইয়া দিন (আমার শ্রবণের ইচ্ছা পূর্ণ করুন)। হে ভূতভাবন, হে ত্রিভুবনগজপঞ্চানন (ত্রিভুবনরূপী হস্তীর দলনকারী সিংহ), হে সকলদেবদেবতার পূজ্য, হে জগন্নাথ, শুনুন। যদি আপনার মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহি, পরন্তু, ইহা মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি করিতে ভয় পাই, তবে আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাতকের পক্ষে উহারা শুষ্ক, কারণ মেঘ হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে। তেমনি, শ্রীগুরু সর্ব্বত্রই আছেন, পরন্তু, হে কৃষ্ণ আপনিই আমার গতি—এখন ইহা থাকুক; আপনি আমাকে আপনার বিভূতির কথা বলুন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

হে প্রভু, আপনার দিব্য বিভূতি, যাহা নানা আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। হে অনন্ত, যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মনামাঙ্কিত[১] বিভুতিগুলি প্রকট করুন। (১৭০)

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

হে প্রভু, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব? কি বলিয়া আপনাকে ধ্যান করিব? যদি আপনার সমস্ত রূপই চিন্তা করিতে হয়,[২] তবে ধ্যান

১ প্রধান বিভূতিগুলির নাম; ২ যদি বলা হয় এ সমস্তই আপনি;

করা হয় না। তবে আপনি পূর্ব্বে যেমন আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিয়া বলুন্। যে যে ভাবে আপনার চিন্তা করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

আর আপনার যে বিভূতি, তাহা, হে ভূতপতি, আপনি (সবিস্তারে) বর্ণনা করুন; যদি বলেন 'আমি বার বার কি বলিব?' তবে, হে জনার্দ্দন, এভাব মনে আসিতে দিবেন না—যেমন, অমৃত সেবন করিতে কেহ বলে না 'যথেষ্ট হইয়াছে'। যাহা কালকূটের সহোদর, যাহা (দেবতাগণ) মৃত্যুভয়ে অমর হইবার জন্য পান করিয়াছিলেন,—তথাপি যাহা পান করা সত্ত্বেও (ব্রহ্মার) এক দিনে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়; তেমনি ক্ষীরসমুদ্রের একটী রস, যাহার অমৃতত্বের আভাসের উপর এতখানি বিশ্বাস, যে 'যথেষ্ট হইয়াছে' একথা বলিতে দেয় না;+ ইহার জন্য (আপনার বচনামৃত লাভের জন্য) মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড করিয়া ('নাড়াইয়া') ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে হয় নাই—ইহা অনাদি, স্বভাবতঃই স্বয়ংসিদ্ধ; ইহা দ্রব হয় না, ঘনীভূতও নহে, ইহাতে রসভেদ নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে; যাহার মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই[১] সমস্ত সংসার মিথ্যা হইয়া যায়, এবং নিজের নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; (১৮০) জন্মমৃত্যুর বার্ত্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অন্তরে ও বাহিরে মহাসুখ বাড়িতে থাকে; দৈবযোগে যদি কেহ ইহা সেবন করে তবে তদ্রূপ হইয়া যায়,—সেই পরমামৃত আপনি আমাকে দিতেছেন—আমার চিত্ত কখনও 'যথেষ্ট হইল' বলিতে পারে না। আপনার নামই তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আপনার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, সর্ব্বশেষে আপনি আনন্দের সহিত সুখসংবাদ বলিতেছেন। এখন, এই সুখ কিসের সমান? এই সন্তোষের কথা বলা যায় না,—পরন্তু ইহাই জানি যে এ সুখের পুনরাবৃত্তি

+ "এইতুচ্ছ অমৃতের মধুরতার এমনি মহিমা,—আর দেখুন, ইহা (আপনার বচনামৃত) তো সত্যই পরমামৃত"—এই স্থলে, পাঠান্তরে এমনি একটি ওবী আছে।

১ যাহার বর্ণনা শুনিলেই; যাহা স্মরণে আসিলেই;

নাই। সূর্য্য কি কখনও পুরাণো হয়? (চন্দ্রের কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্র কি একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়?§ নিত্যপ্রবহমান গঙ্গার জল কি অপরিচ্ছন্ন বা বাসি হয়? আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে যেন আমি নাদের (শব্দব্রহ্মের) প্রত্যক্ষ রূপ দেখিলাম; আজ চন্দনবৃক্ষের ফুলের সুগন্ধ আমি আঘ্রাণ করিলাম।" পার্থের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল, এবং তিনি বলিলেন—"পার্থ ভক্তি ও জ্ঞানের আধার হইয়াছে।" এইভাবে, প্রেমাস্পদের সন্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া উঠিল,—তাহা সযত্নে সংবরণ করিয়া শ্রীঅনন্ত কি বলিলেন (শুনুন)।

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

"আমি পিতামহের (ব্রহ্মার)ও পিতা",—এই কথা স্মরণ করিতেও ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে পাণ্ডুসুত, তুমি ভালই করিয়াছ।" অর্জ্জুনকে এইরূপ বলাতে আমাদের কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই—কারণ তিনি কি নন্দের পুত্র ছিলেন না? (১৯০) পরন্তু, এই প্রসঙ্গে প্রেমের আতিশয্যেই এইরূপ করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে ধনুর্দ্ধর, আমি বলিতেছি শুন। হে সুভদ্রাপতি, তুমি (আমার) যে বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা এত অসংখ্য (অপার) যে আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য, আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়,—এইজন্য, আমার প্রধান বিভূতিগুলি যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই শ্রবণ কর। হে কিরীটি, যাহা জানিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হইবে—যেমন বীজ হাতে আসিলেই বৃক্ষও করতলগত হইল বলা যায়; কিম্বা তৈয়ারী উদ্যান হস্তগত হইলে, ফুল আপনা আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তেমনি, যে বিভূতিগুলি দেখিলে সকল বিশ্বই দেখা হইয়া যায়; হে ধনুর্দ্ধর, যথার্থই আমার বিস্তারের অন্ত নাই,—দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাও আমারি মধ্যে অবস্থিত।

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"অগ্নি কি কখনও অপবিত্র হয়?"

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

হে কুটিলকেশমস্তক (গুড়াকেশ), ধনুর্ব্বেদত্র্যম্বক (ধনুর্ব্বিদ্যায় শঙ্করের ন্যায় পারদর্শী) অর্জ্জুন, শুন : আমি প্রাণীমাত্রের মধ্যে আত্মা হইয়া আছি। ভিতরেও আমি ইহাদের অন্তঃকরণে আছি, বাহিরেও আমি ইহাদের আচ্ছাদন করিয়া আছি, আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত ; যেমন মেঘের নীচে ও উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই আছে ; আর উহা আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে ; § পরে, যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশ হইয়াই থাকে,—তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, স্থিতি ও অন্তগতি। (২০০) এইভাবে, আমার বিভূতিযোগের দ্বারা আমার বিস্তার ও ব্যাপকতা বুঝিয়া লও, হৃদয়কে শ্রবণ (কর্ণ) করিয়া সমস্তই শ্রবণ কর।"

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ইহা বলিয়া কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রভাববিশিষ্ট (পদার্থের মধ্যে) আমি কিরণসংযুক্ত রবি।" শ্রীশার্ঙ্গধর কহিলেন—"মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি, আকাশের অঙ্গনে তারাগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২২

সকল রুদ্রগণের মধ্যে আমিই মদনারি শঙ্কর,—ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না।" শ্রীঅনন্ত বলিতে লাগিলেন—"যক্ষরক্ষগণের মধ্যে শম্ভুর[১] (সখা) ধনবান কুবের ও আমি। অষ্টবসুর মধ্যে পাবক (অগ্নি) আমিই জানিবে, সমস্ত শিখরবান্ পর্ব্বতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মেরু আমিই।"

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই।

১ শম্ভুর সখা ;

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২৩

শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—"বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একাদশ যে মন তাহাও আমি জানিবে, ভূতগণের মধ্যে স্বাভাবিক চেতনাও আমি।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহায়, সর্ব্বজ্ঞতার আদিপীঠ, পুরোহিতশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিও আমি। হে মহামতি, ত্রিভুবনের সেনাপতির মধ্যে যে স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) সে আমিই—হরবীর্য্য ও অগ্নির সংযোগে কৃত্তিকার গর্ভে যাহার জন্ম।
(২১০) সকল জলাশয়ের মধ্যে জলরাশি সমুদ্রও আমি, জানিবে, মহর্ষিগণের মধ্যে তপোরাশি ভৃগুও আমি।" বৈকুণ্ঠবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"সমস্ত বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীড়াস্থল যে একাক্ষর (ওঁ)—তাহাও আমি। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ—যাহা ইহলোকে কর্ম্মাদির[1] মধ্যে কর্ম্মত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।" লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন—"স্থাবর গিরির মধ্যে পুণ্যরাশি যে হিমালয়, তাহাও আমি।"

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্॥ ২৭

কল্পবৃক্ষ পারিজাত, এবং গুণে বিখ্যাত চন্দন—এ সমস্ত বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। হে পাণ্ডব, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, জানিবে—সমস্ত

১ প্রণবের মধ্যে;

গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ। হে প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী অর্জ্জুন), সমস্ত সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলাচার্য্য, প্রসিদ্ধ তুরঙ্গমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা। হে অর্জ্জুন, রাজ্যের ভূষণস্বরূপ গজগণের মধ্যে আমি ঐরাবত,—(দেবগণ) ক্ষীরসাগর মন্থন করিলে যাহা উঠিয়াছিল। সর্ব্বলোক প্রজা হইয়া যাহাকে সেবা করে, নরগণের মধ্যে যে রাজা—সেও আমারি বিশেষ বিভূতি।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

হে ধনুর্দ্ধর, সমস্ত শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের হস্তে শোভা পায়[১]।" (২২০) বিশ্বেশ্বর[২] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ধেনুর মধ্যে আমি কামধেনু, জন্মদাতার মধ্যে আমিই মদন, জানিবে। হে কুন্তীসুত, সর্পকুলের মধ্যে অধিষ্ঠাতা (নায়ক) বাসুকি আমিই, সমস্ত নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত।" শ্রীঅনন্ত বলিলেন—"জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমদিক্‌পতি বরুণও আমি। আর হে পাণ্ডুকুমার, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে পিতৃদেবতা যে অর্যমা—সেও তত্ত্বতঃ আমিই। যাঁহারা জগতের শুভাশুভের (নিয়ন্তা)§ (প্রাণিগণের) মনের অনুসন্ধানকারী—যাঁহারা কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন[৩]; সেই নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে যম, যিনি কর্ম্মসাক্ষী ধর্ম্ম—সে আমিই"—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

"দৈত্যকুলের মধ্যে প্রহ্লাদও আমি জানিবে,—সেইজন্যই সে দ্বেষভাবাদিদোষে[৪] লিপ্ত হয় নাই।" শ্রীগোপাল বলিলেন—"গ্রাসকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল, শ্বাপদের মধ্যে শার্দ্দূল—আমারি রূপ। যাবতীয় পক্ষিগণের

২ বিষ্বক্‌সেন;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—যাহার অর্থ প্রায় একই।

৩ কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করাইবার নিয়ন্তা; ৪ দৈত্যভাবাদিদোষে; দৈত্যভাবসমূহ দ্বারা;

মধ্যে আমাকে গরুড় বলিয়া জানিবে—এইজন্যই সে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।§

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

হে ধনুর্দ্ধর, পৃথিবীর বিস্তারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া যে স্বর্গ ডিঙাইতে পারে† ; (২৩০) সেই প্রবহমান, গতিশীল পদার্থের মধ্যে যে পবন সেও আমি,—হে পাণ্ডুসুত, সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমিই শ্রীরাম ; যিনি ত্রেতাযুগে, সঙ্কটে পতিত ধর্ম্মের পক্ষ লইয়া, কেবল আপনার শরাসনের সাহায্যে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বাভিমুখিনী করিয়াছিলেন ; অনন্তর, সুবেল পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রতাপে, আকাশে 'জয়' ঘোষণাকারী ভূতগণকে লঙ্কেশ্বরের[১-২] মস্তকপংক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়াছিলেন ; যিনি, দেবগণের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সূর্য্যবংশে সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন ; সেই শস্ত্রধারিগণের মধ্যে জানকী-বল্লভ শ্রীরামচন্দ্র আমিই ; আর, জলচরগণের মধ্যে আমিই মূর্ত্তিমান মকর। সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা, যাহাকে জহ্নুমুনি পান করিয়া পরে আপন জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন ; হে পাণ্ডুসুত, সেই সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিভুবনে প্রবহমান নদী যে জাহ্নবী, সে আমিই জানিবে।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

এইভাবে, ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিভূতির বর্ণনা

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"এইজন্য আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে সমর্থ হয়",

† এই ওবীর পাঠান্তর—"এই বিস্তৃত পৃথিবীর মধ্যে একবার উড়িয়া সপ্ত সাগর প্রদক্ষিণ করিতে যাহার এক মুহূর্ত্তও লাগে না ;

১-২ প্রতাপশালী লঙ্কেশ্বরের ;

করিতে গেলে, সহস্র জন্মেও অর্ধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত নক্ষত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্তঃকরণে এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হইলে[১] যেমন আকাশের মোট বাঁধিতে হয়; কিংবা, পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে যেমন ভূগোলককেই (ভূমণ্ডলকে) কাঁখে করিতে হয়, তেমনি, হে পাণ্ডব, আমার বিস্তার জানিতে হইলে আমাকেই জানিতে হয়। (২৪০) শাখা, ফুল, ফল—এ সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া হাতে লইতে হয়; তেমনি আমার বিশেষ বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানিতে চাহিলে, আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নতুবা, পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? সুতরাং, হে মহামতি, একেবারেই জানিয়া লও যে সবই আমি। হে কিরীটি, আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত, তন্তু যেমন বস্ত্রে ওতপ্রোতভাবে আছে। আমাকে এইরূপ ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেদ কেন করিবে? (এক একটী বিভূতি জানিবার কি প্রয়োজন?), পরন্তু, ইহাতে (ব্যাপকভাবে জানিবার) তোমার যোগ্যতা নাই, সুতরাং একথা থাকুক। হে সুভদ্রাপতি, তুমি আমার বিভূতির কথা জানিতে চাও, সুতরাং তাহাই শুন;—প্রাসঙ্গিক বিদ্যার মধ্যে যে অধ্যাত্মবিদ্যা তাহা আমিই। আমিই বক্তার মধ্যে বাদ (বিতর্ক),— যাহা কখনও সকল শাস্ত্রের সম্মতি দ্বারা বন্ধ হয় না; যাহা নির্ণয় করিতে (মিটাইতে) গেলে আরও বাড়িয়া যায়, যাহার জন্য শ্রবণকারীর তর্কের বলবৃদ্ধি হয়, এবং বক্তারও বাক্যের মাধুর্য্য হয়।" শ্রীমুকুন্দ বলিলেন— "এইভাবে, প্রতিপাদনের মধ্যে যে 'বাদ' তাহা আমিই, অক্ষরের মধ্যে বিশুদ্ধ 'অ'কারও আমি।

সমাসের মধ্যে আমি 'দ্বন্দ্ব' জানিবে, যে কাল মশক হইতে ব্রহ্মাপর্য্যন্ত সকলকে গ্রাস করে, সে কালও আমি (২৫০)+ হে কিরীটি, যাহা প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সারা পবনকে গিলিয়া খায়, আকাশ যাহার উদরের মধ্যে স্থান পায়; এমনি যে অনন্ত 'কাল' তাহা আমিই"—লক্ষ্মীর সহিত লীলাবিলাসকারী ভগবান কহিলেন, "সৃষ্টিসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তাও আমি।"

---

১ 'তেমনি, আমার বিস্তার দেখিতে হইলে;

+ "যাহা মেরুমন্দরাদি সমস্ত পদার্থ সহিত পৃথ্বীকে ধ্বংস করে, (প্রলয়কালের) একার্ণবকেও যেখানকার সেখানে শুকাইয়া ফেলে।"—এখানে পাঠান্তরে এইপ্রকার অন্য একটি ওবী আছে।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

"আর, সৃষ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন) করি, আমিই সকলের জীবন, আর অন্তে যখন সর্ব্বভূতগণকে সংহার করি, তখনও মৃত্যুরূপে আমিই, জানিবে। স্ত্রীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি আছে—কৌতুকে তাহাদের বর্ণনা করিতেছি, শুন। হে অর্জ্জুন, নিত্য নূতন যে কীর্ত্তি তাহা আমারই মূর্ত্তি, ঔদার্য্যযুক্ত যে সম্পত্তি তাহাও আমি—জানিবে + লোকের মধ্যে দৈনন্দিন[১] (অখণ্ড) স্থৈর্য[২] ও মেধা, তাহাও আমি, ত্রিভুবনে ধৃতি ও ক্ষমাও আমি"—সংসারগজকেশরী (সংসাররূপ হস্তীর বিনাশকারী সিংহ) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"নারীগণের মধ্যে এই সাতটী শক্তি ও আমি, জানিবে।"

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥৩৫

রমাপতি বলিলেন—"হে প্রিয়োত্তম, বেদত্রয়ের সামবেদের মধ্যে যে 'বৃহৎসাম' তাহা আমিই। সকল ছন্দের মধ্যে যাহাকে গায়ত্রীছন্দ বলে তাহা আমারি স্বরূপ—ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে।" শার্ঙ্গধর বলিলেন—"মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষও আমি, ঋতুর মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত ঋতুও আমি (২৬০)

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥৩৭

হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, খেলার[৩] কৌশলের মধ্যে যে দ্যূতক্রীড়া তাহাও আমি, এইজন্য প্রকাশ্য চৌরাস্তার উপর খেলিলেও ইহা নিবারণ করা যায় না।

+ পাঠান্তরে এখানে এইরূপ দুটি ওবী আছে:—"আর যে বাক্ ন্যায়ের সুখাসনে আরূঢ় হইয়া বিবেকের মার্গে চলে সে বাক্‌ও আমি; পদার্থ দেখিতেই যে আমার স্মরণ করাইয়া দেয়, সে স্মৃতিও আমি—ইহা নিশ্চয় জানিও।"

১—২ স্থৈর্য্যের অনুগামিনী মেধা; ৩ ছলনার;

সমস্ত তেজস্বী পদার্থের মধ্যে যে তেজ, তাহা আমিই—নিশ্চয় জানিও, সকল কার্য্যের যে উদ্দেশ্য তাহাও আমি।"§

সুরবরের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ব্যবসায়ের মধ্যে আমি সেই ব্যবসায় জানিবে, যাহা দ্বারা ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল দেখায়, (নীতিপূর্ণ উদ্যমই আমার স্বরূপ)।"

শ্রীঅনন্ত কহিলেন—"সাত্ত্বিক পুরুষগণের মধ্যে আমি সত্ত্ব, যাদবকুলের মধ্যে যে শ্রীমন্ত (ঐশ্বর্য্যশালী) সেও আমি, জানিবে। দেবকীবসুদেব হইতে উৎপন্ন আমি (যশোদার) কন্যার বদলে গোকুলে গিয়াছিলাম, ও (স্তনপান করিয়া) পূতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই সৃষ্টিকে দানবশূন্য করিয়াছিলাম, হস্তে গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের মহিমার মাপ করিয়াছিলাম (গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলাম)। কালিন্দীর হৃদয়শল্য (কালিয়নাগকে দমন করিয়া) দূর করিয়াছিলাম, জ্বলন্ত গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং গোবৎসের বিষয়ে (বিরিঞ্চি) ব্রহ্মাকেও পাগল করিয়াছিলাম। প্রথম দশার অপরিণতকালেই[১] (বাল্যাবস্থার প্রথমেই), কংসের ন্যায় ঘোরবিক্রমী দৈত্যকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক একটি করিয়া আর কত বলিব? তুমিও এ সমস্ত দেখিয়াছ, অথবা শুনিয়াছ,—যাদবগণের মধ্যে ইহাই আমার স্বরূপ জানিবে। আর, চন্দ্রবংশের পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন আমারি স্বরূপ জানিবে—এইজন্যই আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমভাবের বৃদ্ধি হয়।" (২৭০)' যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্য্যের আধার উশনা কবিও আমি।"

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

"নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে,—যাহা পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহা সারাসার নির্ণয় করে, ধর্ম্মজ্ঞের পক্ষ

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য যে বিজয়";

১ উষাকালেই;

অবলম্বন করে,—সকল শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে নীতিশাস্ত্র তাহা আমিই। হে সখা অর্জ্জুন, সমস্ত গূঢ় (গুপ্ত) বিষয়ের মধ্যে আমি 'মৌন',—এইজন্য বক্তার সম্মুখে স্বয়ং ব্রহ্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান। জ্ঞানিগণের মধ্যে আমিই জ্ঞান জানিবে; এখন এই বিভূতি বর্ণনা আর কত করা যায়?—ইহার কোনও পার দেখা যায় না।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

হে ধনুর্দ্ধর, দেখ, বর্ষার ধারার গণনা করা, কিম্বা পৃথিবীর উপরিস্থিত তৃণাঙ্কুরের সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যেমন মহাসমুদ্রের তরঙ্গের ব্যবস্থা (সংখ্যা গণনা) করা যায় না, তেমনি আমার স্বরূপের (বিভূতির) কোনও হিসাব নাই। হে অর্জ্জুন, এইরূপ পাঁচ সাতটি প্রধান বিভূতির কথা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, তাহাও, মনে হইতেছে, উদ্দেশে ভাসা ভাসা বর্ণনা করা হইয়াছে।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

নতুবা, বিভূতি বিস্তারের কোনও হিসাব করা যায় না; এইজন্য, তুমিই বা কি শুনিবে, আমিই বা কত বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে একেবারে আমার মর্ম্ম (রহস্য) বুঝাইয়া বলিতেছি,—সমস্ত ভূতাঙ্কুরে যে বীজ বিস্তারলাভ করে—উহাই আমি। (২৮০) অতএব, ছোটবড় ভেদ করিবে না, উচ্চনীচ ভাব[১] পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তুজাত আমারি স্বরূপ ইহাই জানিবে। এখন, হে অর্জ্জুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি সাধারণ চিহ্নের কথা বলিতেছি, শুন—উহা দ্বারা তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে।

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাগবচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়, যে যে স্থানে সম্পত্তি (ঐশ্বর্য্য) ও দয়া, এ দুটি গুণই আসিয়া

১ ভাবের বোঝা;

একত্র বসতি করে, সেই সেই স্থানই আমার অংশ জানিবে। অথবা, গগনে সূর্য্যবিম্ব একটিই, পরন্তু তাহার প্রভা যেমন ত্রিভুবনে প্রসারিত হয়, তেমনই সকল লোক একা[১] আমারই আজ্ঞা পালন করে। তাহাকে 'একলা' বলিও না, সে নির্ধনও নয়,—কামধেনু কি (লাভক্ষতির[২]) হিসাব করিয়া চলে? তাহার নিকট যে, যখন, যেসব বস্তু প্রার্থনা করে, সে ঐসব বস্তু একসঙ্গেই প্রসব (উৎপন্ন) করিতে থাকে,—তেমনি সমস্ত বৈভব তাহার (বিশ্ববীজের) অঙ্গে ভরিয়া আছে। হে প্রাজ্ঞ, তাহাকে চিনিবার চিহ্ন এই যে—তাহার আজ্ঞা সবাই নমস্কার (শিরোধার্য্য) করে,—সে আমারি অবতার।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

আর, ইনি সামান্য, উনি অসাধারণ—এই প্রকার ভেদ করাও দোষের, কারণ এক আমিই সমগ্র বিশ্বরূপে আছি। ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা করা যায়? বৃথাই আপনার দৃষ্টিতে ভেদের কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে? সাধারণতঃ, ঘৃতকে কেন মন্থন করিবে? অমৃতকে কি ছাঁকিয়া অর্দ্ধেক করিবে? বৃষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে? (২৯০) সূর্য্যবিম্বের পেট ও পিঠ (সম্মুখ ও পশ্চাৎ) দেখিতে গেলে আপনারই চক্ষুর দৃষ্টি নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে 'সামান্য' 'বিশেষ'ও তেমনি। আর, বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে আমার অপার স্বরূপের আর কত মাপ করিবে? সুতরাং, হে সুভদ্রাপতি, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন, দেখ, আমার এক অংশই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এইজন্য, ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে আমার ভজনা কর।" জ্ঞানীপুরুষ-রূপ উপবনের বসন্ত, বৈরাগ্যশীল পুরুষের কান্ত (স্বামী, ধ্যেয়), শ্রীমন্ত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন; তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে স্বামিন্, আপনি তো এইরূপ এক রহস্যের কথা বলিলেন—যে ভেদ একবস্তু, আর আমি তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া ভেদভাব পরিত্যাগ করিব। অহো, সূর্য্য কি জগৎকে বলে—'এই অন্ধকারকে দূরে তাড়াইয়া দাও?' তেমনি, আপনি অনুচিত কথা বলিতেছেন

১ একার (আমার); ২ সর্ব্ব সামগ্রী সঙ্গে লইয়া.

—ইহা বলাও আমার পক্ষে অধিক বলা হইবে। আপনার নাম যদি কোনও এক সময়ে কেহ মুখে উচ্চারণ করে কিম্বা কর্ণে শ্রবণ করে তবে ভেদভাব তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করে[১]।+ চন্দ্রবিম্বের গম্ভীরায় (গর্ভগৃহে) প্রবেশ করিবার পরও কি উষ্ণতা থাকিবে? হে শার্ঙ্গধর, আপনি অবিবেচকের ন্যায়[২] এই কথা বলিতেছেন।" তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"তুমি আমার কথায় ক্রোধ করিও না। ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির কাহিনী বর্ণনা করিলাম, তাহা অভেদবুদ্ধিতে নিজের অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কিনা? (৩০০) ইহাই দেখিবার জন্য আমি বাহ্যভঙ্গীতে (বহিরঙ্গভাবে) কিছু বলিতেছিলাম, (এখন দেখিতেছি) বিভূতি সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হইয়াছে।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, পরন্তু আমি দেখিতেছি সমস্তই (সারা বিশ্বই) আপনি আরম্ভ করিয়াছেন।"[৩] "হে রাজন, পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন এইরূপ অনুভবের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"—সঞ্জয়ের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিলেন—"ইনি যে (নিজের) সৌভাগ্য ফেলিয়া দিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, আমি ভাবিয়াছিলাম ইঁহার অন্তঃকরণ সুস্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অন্ধ।" পরন্তু একথা থাকুক, অর্জ্জুন এইভাবে অদ্বৈতভাবের মান[৪] বাড়াইতেছিলেন, কারণ ইহার পর অন্য এক বিষয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। বলিলেন—"হৃদয়ের অন্তরে যে (আত্মানুভবের) প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হউক—চিত্তের[৫] এই মার্গে (আমার) বুদ্ধি চালিত হইতেছে। আমার এই দুটি চক্ষুদ্বারাই সমগ্র বিশ্বরূপ আলিঙ্গন করিব (দেখিব)"—এতবড় ইচ্ছা তিনি ভাগ্যবান বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তিনি কল্পতরুর শাখাই

---

১ দূর হয়;

+ "আপনি তো স্বয়ং পূর্ণপরব্রহ্ম, আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনি আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এখন ভেদ কোথা হইতে আসিবে, এবং কেই বা কোথায় দেখিবে?"—এইরূপ একটী ওবী পাঠান্তরে এই স্থলে আছে।

২ আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য; ৩ সমস্ত বিশ্বই আপনি ভরিয়া আছেন; বশীভূত করিয়াছেন; ৪ আপনার কল্যাণের মাত্রা; ৫ আর্ত্তির ইচ্ছার;

হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাতে বন্ধ্যাত্ব-দোষ দেখা যায় না, তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সত্য করিয়া দিতেছেন। যিনি প্রহ্লাদের কথায় স্বয়ং সকল বস্তু হইয়াছিলেন[১], তাঁহাকেই আজ অর্জ্জুন সদ্‌গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য পার্থ কি ভাবে উদ্যোগ করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে। (৩১০)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়
সমাপ্ত।

১ বিশ্বের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

এখন ইহার পর, এই একাদশ অধ্যায়ে, দুইটি রসের কথা বলা হইয়াছে—যাহাতে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে; এখানে 'শান্ত' রসের ঘরে 'অদ্ভুত'-রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর রসগুলিও আসিয়া পংক্তিতে বসিবার সম্মান লাভ করিয়াছে। বধূবরের মিলনে (বিবাহসময়ে) যেমন বরযাত্রিগণও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়, তেমনি দেশী (মারাঠী) ভাষার সুখাসনে সমস্ত রস আসিয়া সুশোভিত হইয়াছে। পরন্তু, (তাহাদের মধ্যে) শান্ত ও অদ্ভুতরস এমন ভাবে শোভা পাইতেছে যে চক্ষু যেন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে—যেন হরিহর প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। অথবা, অমাবস্যার দিনে যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রের বিম্ব একত্রে মিলিয়া যায়, তেমনি, এই অধ্যায়ে (শান্ত ও অদ্ভুত) রসের ঐক্য হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনার প্রবাহ যেন একত্রে মিশিয়াছে, তেমনি এখানে রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এবং তাহাতে সারা জগৎ সুস্নাত (পবিত্র) হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে গীতারূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত হইয়া আছে, আর এই দুটি রসের প্রবাহ প্রকট হইয়া আছে—এইজন্য, হে শ্রোতৃবৃন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী-সঙ্গমই বলা উচিত। জ্ঞানদেব বলিতেছে—আমার উদার দাতা শ্রীগুরুদেবই কেবল শ্রবণ দ্বারাই এই তীর্থে প্রবেশ করা সহজ করিয়াছেন। শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহার (গীতার) সংস্কৃত ভাষারূপ গহনতীর ভাঙ্গিয়া মারাঠী শব্দের সোপান প্রস্তুত করিয়া, একটি ধর্ম্মের নিধান (ভাণ্ডার) রচনা করিয়াছেন। এইজন্য এখানে যে কেহ স্নান করিয়া প্রয়াগে বিরাটস্বরূপ মাধবের দর্শনের ন্যায় বিশ্বরূপ[১] দর্শন করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা (জন্মমরণের) সংসারের তিলাঞ্জলি দিতে পারে। (১০) আর অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকট হইয়াছে যে জগতে শ্রবণ সুখের যেন সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইল। এখানে 'শান্ত' ও 'অদ্ভুত'-রস প্রকট হইয়াছে, আর অন্য রসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—ইহা অল্পই বলা হইল—পরন্তু এখানে কৈবল্য (মোক্ষ) প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাস স্থান[২], পরন্তু

১ প্রয়াগ মাধবরূপ বিশ্বরূপ; ২ বিশ্রামস্থল;

ভাগ্যবানের রাজা (শ্রেষ্ঠ) অর্জ্জুন এখানেও আসিয়া পৌছিয়াছেন। আর[১] শুধু অর্জ্জুন আসিয়া পৌছিয়াছেন, ইহাই বা কেন বলি? আজ যে আসিতে চায় তাহারই সুকাল হইল, কারণ গীতার্থ মারাঠী ভাষায় প্রকট হইল। এইজন্য, এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সজ্জন আপনারা এখন এদিকে মনোযোগ দিন। অহো, যদিও আপনাদের ন্যায় সন্তজনের সভায় আমি ধৃষ্টতা প্রকাশের যোগ্য নই, তথাপি আপনারা আমাকে প্রেমে সন্তানের মত মানিয়া লউন। অহো, তোতাকে আপনারা বুলি শিখান, তাহার মুখে (ঐ শিখান) বুলি শুনিয়া আপনারা মাথা দোলাইতে থাকেন, কিম্বা বালকের কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া দেখিয়া কি মাতা আনন্দিত হন না? তেমনি, আমি যাহা বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন,—অতএব, হে দেব, আপনারা আপনাদের নিজের কথাই শুনুন্। সারস্বতের (ব্রহ্মবিদ্যার) যে মধুর বৃক্ষ (চারা) আপনারা রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইয়া তুলুন। এই বৃক্ষ রসভাবরূপ ফুলে ও নানা ফলভারে ভরিয়া উঠিয়া§ আপনাদের প্রসাদে জগতের উপযোগী হইবে।" (২০) এই কথায় সন্তগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তুমি ভালই করিয়াছ। আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জ্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল।" তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ আমি সাধারণ মনুষ্য কি বলিতে জানি? পরন্তু, আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহো, বনের পত্রভোজী বানরগণ লঙ্কেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল, একা অর্জ্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করেন নাই? অতএব সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচরে কি না হয়?† আপনারা সন্তজন তেমনি আমা-দ্বারা এই গীতার্থ বলাইতেছেন। এখন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মুখনিঃসৃত গীতার উত্তম ভাবার্থ আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই গীতা গ্রন্থের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের বক্তা; যাহা শ্রীশম্ভুর বুদ্ধির অগম্য, তাহার গৌরব কিরূপে বর্ণনা করিব? এখন মনে

১ আদিতে ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"নানার্থরূপ ফলে [বা ফলভারে] সুশোভিত হইয়া" ;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"চরাচরে হয় না, এরূপ হইতে পারে না" ;

মনে তাহার বন্দনা করাই ভাল। এখন বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কিরীটী প্রথমে কি করিবার উপক্রম করিলেন তাহাই শুনুন। সারা বিশ্বই সর্ব্বেশ্বর—অর্জ্জুনের মনে এইরূপ যে প্রতীতি (অনুভব)-গত দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা বাহিরে নয়নগোচর হউক; ইহাই তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, পরন্তু, ভগবানকে ও সম্বন্ধে কিছু বলাও (অর্জ্জুনের পক্ষে) সঙ্কটজনক,—বিশ্বরূপ অতিগূঢ় রহস্য, তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করা যায়? (৩০) তিনি (মনে মনে) বলিলেন—"যাহা পূর্ব্বে কখনও কোনও প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, সহসা কেমন করিয়া বলি তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন। যদিও আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার (লক্ষ্মীদেবী বা রুক্মিণীদেবী) অধিক অন্তরঙ্গ? পরন্তু তিনিও এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয় পান।+আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন পরন্তু তাহা কি গরুড়ের প্রতি স্নেহের ন্যায়? গরুড়ও একথা বলিতে সমর্থ হয় নাই। আমি কি সনকাদি হইতেও তাঁহার নিকটতর? পরন্তু তাঁহারাও এইপ্রকার (বিশ্বরূপদর্শনের) বাসনা পোষণ করেন নাই; আর, আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তর? তাহাদেরও তিনি বালভাব-দ্বারা মোহিত করিয়াছেন, কোনও এক ভক্তের জন্য গর্ভবাসও সহ্য করিয়াছেন, পরন্তু বিশ্বরূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই। যে গূঢ় রহস্য ইনি আজ পর্য্যন্ত আপনার অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি সোজাসুজি কি করিয়া প্রশ্ন করি? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অন্তঃকরণে সুখ হইবে না,§ তখন আমি জীবিত থাকিয়া কি করিব? অতএব, এখন অল্পস্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই থাকুক"[১],—এইভাবে পার্থ ভীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন; পরন্তু এমন

+ "আমি অত্যন্ত অসাধারণ, পরন্তু, যে শেষনাগ অনন্ত পর্য্যঙ্ক হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়াছে, আমি কি তাহা হইতেও অধিক অনন্য? পরন্তু, সহসা বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেই ভরসা হয় না, সেখানে আমাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, ইহা কি করিয়া বলি?" (পাঠান্তরে এইস্থলে এই প্রকার দুটি ওবী আছে।)

§ "আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে বিশ্বরূপ দর্শন বিনা সুখ হইবে না, এবং জীবিত থাকিব কিনা তাহাই সন্দেহ"—পাঠান্তরে এই প্রকার একটি ওবী আছে।

১ ভগবানের যাহা ইচ্ছা করুন;

প্রেমের সহিত বলিলেন, যে দু-একটি প্রশ্নোত্তরের পরেই (ভগবান) আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন। যেমন বৎসকে চোখে দেখিয়াই গাভী প্রেমবশতঃ চট্‌পট্ উঠিয়া দাঁড়ায়, স্তনে মুখ দিলে কি দুধ ধরিয়া রাখিবে ? (৪০) তেমনি পাণ্ডবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে (তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য) দৌড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে কি তিনি সহ্য করিবেন (চুপ করিয়া থাকিবেন) ? তিনি স্বভাবতই স্নেহের অবতার, আর অর্জ্জুন স্নেহপূর্ণ খাদ্য—এদুটির মিলনে যে ভিন্নতা থাকিবে ইহাই আশ্চর্য্য। অতএব, অর্জ্জুন বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবেন,—ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনারা শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১

তখন পার্থ ভগবানকে বলিলেন—"হে কৃপানিধি, আপনি আমার জন্যই যাহা অবর্ণনীয় তাহাও প্রকট করিয়া বলিয়াছেন। যখন (পঞ্চ) মহাভূত ব্রহ্মে লীন হয়, আর জীব ও মহাদাদিও লয়প্রাপ্ত হয়, তখন দেব (পরব্রহ্ম) যে স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার অন্তিম বিশ্রামস্থল। যে স্বরূপ আপনি কৃপণের ন্যায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও গোপন করিয়াছেন—হে প্রভু, তাহা আপনি আমার সম্মুখে হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—যে অধ্যাত্ম বস্তুর জন্য শঙ্কর সমস্ত ঐশ্বর্য্য (আরতি করিয়া) পরিত্যাগ করিয়াছেন ; সেই বস্তু (জ্ঞান), হে স্বামিন্, আপনি আমাকে একেবারে দান করিয়াছেন—এ কথা বলিলে আমি আপনার স্বরূপ দেখিব কিরূপে ?[১] পরন্তু, সত্যই মোহের মহাবন্যায় আমাকে মস্তক পর্যন্ত ডুবিতে দেখিয়া, হে শ্রীহরি, আপনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নাই—পরন্তু, আমার কর্ম্ম দেখুন,—যে 'আমি আছি' এই প্রকার কথা বলিতেছি। (৫০) আমি জগতে এক 'অর্জ্জুন' এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌরব-

১ "আমি আপনাকে কি করিয়া পাইব ? আমি আপনা হইতে ভিন্ন কিরূপে ?"

গণকে আমার স্বজন মনে করিতেছিলাম। শুধু ইহাই নহে,—ইহাদের বধ করিয়া আমি কি পাপে লিপ্ত হইব, এই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—আপনি আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষ্মীপতি, নিজের বসতিত্যাগ করিয়া আমি গন্ধর্ব্বনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি মৃগজল পান করিতেছিলাম। বস্ত্রনির্ম্মিত সর্পের দংশনে সত্যই বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম—এই বৃথা মরণ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আপনি শ্রেয় প্রাপ্তি করাইয়াছেন। আপন প্রতিবিম্ব না বুঝিয়া সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে গেলে যেমন কেহ তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তেমনি, হে অনন্ত, আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নতুবা, শুনুন, আমার এতটা নিশ্চয়তা হইয়াছিল যে সপ্তসমুদ্রও যদি একত্রে মিলিয়া যায়; যুগক্ষয়ে প্রলয় হইয়া সমস্ত জগতের অন্ত হয়, অথবা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজ-গণের সহিত যুদ্ধ করিব না; এইরূপ অহঙ্কারের আধিক্যে আমি আগ্রহরূপ জলে ডুবিতেছিলাম,—ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কে আমাকে উঠাইত? আমি মিথ্যাই নিজের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলাম, আর যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার নামগোত্র আখ্যা দিয়াছিলাম—এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম—পরন্তু আপনিই রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানির্ম্মিত জতুগৃহ) হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহাতে শুধু দেহেরই ভয় ছিল,—এখন এই ভ্রমরূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে চৈতন্যের সঙ্কট হইয়াছিল। (৬০) দুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিকে[১] কুক্ষিতলে লইয়া মোহরূপ সমুদ্রের (গবাক্ষে) তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল; সেখানে আপনারই সামর্থ্যে পুনরায় আমার বুদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল,—আপনাকে দ্বিতীয় বরাহ (অবতার) হইতে হইল। আপনার কৃতিত্ব এমনই অপার যে একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা করিব? পরন্তু, আপনি আমার জন্য আপনার পঞ্চপ্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না, হে দেবরাজ, আপনি আমার মায়ার আদ্যন্ত (সমূল) নিরসন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার উত্তম যশঃপ্রাপ্তি হইল। হে প্রভু, আনন্দসরোবরে কমলের ন্যায় আপনার নেত্র যাহার জন্য আপনার প্রসাদের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় (যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে); তাহার কি আর মোহের সহিত সাক্ষাৎ হয়?

---

১ বুদ্ধিরূপ বসুন্ধরাকে;

ইহা কত তুচ্ছ (হীন) কল্পনা। মৃগজলের বৃষ্টি[১] বড়বানলের কি করিবে? আর আমার কথা ধরিলে, হে কৃপানিধি, আমি আপনার কৃপার গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরসের আস্বাদন করিতেছি; তাহাদ্বারা যে আমার মোহ চলিয়া যাইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আপনার চরণস্পর্শে আমার উদ্ধার হইয়া গেল।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

হে কমলনেত্র, হে কোটিসূর্য্যপ্রভ মহেশ, আজ আপনার নিকট হইতে (ইহাই) শুনিলাম; এই ভূতগ্রাম যেখান হইতে উৎপন্ন হয়, এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া যেখানে যায়, হে দেব, সেই প্রকৃতির বর্ণনা আমার কাছে করিয়াছেন; আর, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া সেই পরমপুরুষের মূলস্থান দেখাইয়াছেন,—যাঁহার মহিমারূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে; শব্দরাশি (বেদ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত আছে, অথবা ধর্ম্মরূপ রত্ন প্রসব করিতেছে—ইহা তাঁহারই প্রভার চরণ সেবা করিতেছে বলিয়া (তেজের প্রভাবে) সম্ভব হইতেছে। এইভাবে, যিনি সকল সাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, যাঁহার স্বরূপ শুধু আত্মানুভব দ্বারাই আস্বাদন করা যায়, সেই পরব্রহ্মের অগাধ মাহাত্ম্য আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিম্বা হস্তদ্বারা শৈবাল সরাইয়া ফেলিলে যেমন জল দেখা যায়; অথবা সর্পের বেষ্টনী ছাড়াইলে যেমন চন্দনবৃক্ষকে আলিঙ্গন দেওয়া যায়, অথবা (রাক্ষসী) পিশাচ পলায়ন করিলে যেমন ধনভাণ্ডার হস্তগত হয়; তেমনি প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা দূরে সরাইয়া, হে দেব, আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্ত্বের শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন (ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন)। এইজন্ত, হে দেব, আমার অন্তঃকরণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় (দৃঢ় বিশ্বাস) হইয়াছে, পরন্তু, হে দেব, আর একটি (ইচ্ছা) উৎপন্ন হইয়াছে। সঙ্কোচ করিয়া যদি বলি 'থাক' (জিজ্ঞাসা না করি), তবে আর কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? আপনি ভিন্ন কি আর অন্য কোনও আশ্রয় আছে? জলচর যদি জলে আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ করে, বালক

১ তুষ্টি;

যদি স্তনপান করিতে না চায়, তবে, হে শ্রীহরি, তাহার বাঁচিবার আর কি উপায় আছে? সুতরাং সঙ্কোচ করিব না, যাহা ইচ্ছা হয় আপনাকে প্রশ্ন করিব।" তখন ভগবান বলিলেন—"থাক, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল।" (৮০)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

তখন কিরীটী বলিলেন—"আপনি যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে আমার অনুভবের দৃষ্টি শান্ত হইয়াছে। এখন, যাহার সঙ্কল্পে এই লোকপরম্পরার আরোপ হয়[১]—যে স্থানকে (যাহাকে) আপনি স্বয়ং 'আমি' বলিয়াছেন; আপনার সেই মূল স্বরূপ—যাহা হইতে আপনি সুরগণের কার্য্যের নিমিত্ত দ্বিভুজ, চতুর্ভুজরূপে বারম্বার অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; শেষশয়ন শ্রীবিষ্ণুর রূপ ঢাকিয়া, মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে[২] লীলা সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এইসব সগুণরূপ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন; উপনিষদ যাহার মহিমা কীর্ত্তন করে, যোগিগণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া (অন্তর্মুখী হইয়া) যাহার দর্শন পায়, যাহাকে সনকাদি ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন; এইরূপ অগাধ যে আপনার বিশ্বরূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, হে দেব, তাহা দেখিবার জন্য আমার চিত্ত উতলা হইয়াছে। আমার সঙ্কট দূর করিয়া প্রেমবশতঃ দেবতা যখন আমার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন,—তখন ইহাই আমার একটি বৃহৎ কামনা। আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইবে, মনে এইরূপ এক বৃহৎ আশাই বাঁধিয়াছি।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

পরন্তু, হে শার্ঙ্গী, আর একটি কথা আছে,—আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য আমার অঙ্গে যোগ্যতা আছে কি নাই; আমি আমার নিজের যোগ্যতা জানি না, আপনি যদি প্রশ্ন করেন কেন জানি না—তবে রোগী কি রোগের

১ লোকপরম্পরা উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়, ২ জলশয়ন শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গীকৃত মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে;

নিদান জানে ? (৯০) আর আর্ত্তির উৎকণ্ঠা প্রবল হইলে আর্ত্ত আপনার যোগ্যতা ভুলিয়া যায়,—যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি বলে সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণা মেটে না। তেমনি প্রবল আকাঙ্ক্ষার মোহে, আমি স্বতঃ আপনাকে সামলাইতে পারিতেছি না—এইজন্য, মাতা যেমন (আপন) বালকের যোগ্যতা জানে ; তেমনি, হে জনার্দ্দন, আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার করুন,—আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন। তবে এমনি ভাবে কৃপা করুন (কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করান), নতুবা বলুন তাহা হইবে না,—দেখুন, বধিরের সম্মুখে বৃথা পঞ্চমস্বরের আলাপ তাহাকে কি করিয়া সুখ দিতে পারে ? এক চাতকের তৃষ্ণা উপলক্ষ করিয়া মেঘ কি সারা জগতের জন্য বর্ষণ করে না ? পরন্তু, বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহা ব্যর্থ হয়। চকোর চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয়,—অপরকে কি শপথ দিয়া বারণ করা হয় ? পরন্তু চক্ষু বিনা (চন্দ্রের) প্রকাশ বৃথাই যায়। অতএব, আপনি অবিলম্বে বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—কারণ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নূতন (আপনার স্বরূপ অদ্ভুত—অলৌকিক)। আমি জানি আপনার ঔদার্য্য স্বতন্ত্র, দিবার সময় আপনি পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কৈবল্যের ন্যায় পবিত্র বস্তুও কি আপনি শত্রুকে দেন নাই ? মোক্ষ সত্যই দুরারাধ্য (দুষ্প্রাপ্য), পরন্তু তাহাও আপনার চরণ সেবা করে,—সেইজন্য আপনি যেখানে প্রেরণ করেন, ভৃত্যের ন্যায় সেখানেই যায়। পূতনা—যে বিষাক্ত স্তনপান করাইয়া আপনাকে রাগাইয়াছিল,[১] তাহাকেও আপনি সনকাদির সমান সাযুজ্য মুক্তিরূপ প্রসাদ দান করিয়াছেন। (১০০) রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ত্রিভুবনের সভাসদগণের সম্মুখে শত দুর্ব্বাক্য দ্বারা যে আপনার অপমান করিয়াছিল ; সেই শিশুপালকে কি, হে গোপাল, আপনি আপনার পদ(স্বরূপ) প্রদান করেন নাই ? আর উত্তানপাদের পুত্রের কি ধ্রুবপদে আকাঙ্ক্ষা ছিল ? সে পিতার অঙ্কে বসিবে বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরন্তু সূর্য্যাদির ন্যায় পূজ্য হইয়াছে। এইভাবে, হে প্রিয়, আপনি কত আশ্চর্য্য দান করিয়া বনবাসী (আর্ত্ত) জনের বশ্য হইয়াছেন ; —পুত্রকে দেখিতে দেখিতে অজামিল পরত্ব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। যে (ভৃগুঋষি) আপনার বক্ষে পদাঘাত

১ মারিতে আসিয়াছিল ;

করিয়াছিল, হে দাতা প্রভু, আপনি তাহার (চরণ) চিহ্ন[1] ধারণ করিতেছেন, —এখন পর্য্যন্ত আপনি আপনার বৈরীর (শঙ্খাসুরের) কলেবর (শঙ্খ) ভুলিতে পারেন নাই।* এইভাবে অপকারীর আপনি উপকার করেন, অপাত্রের প্রতিও আপনি উদার,—আপনাকে দান করিয়াছে বলিয়া আপনি বলিরাজার দ্বারপাল হইয়াছেন। যে গণিকা কখনও আপনার আরাধনার কথা শ্রবণ করে নাই,[2] সে কৌতুকে শুকপক্ষীকে (রামনাম) উচ্চারণ করাইত বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের সুখভোগের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার বৃথা নানা অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন,—আমার জন্য কি আপনি ভিন্ন কিছু করিবেন? আপন দুগ্ধের আধিক্যে যে জগতের সঙ্কট দূর করে, সেই কামধেনুর বৎসই কি ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে? অতএব, হে দেব, আমি যাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা যে আপনি দেখাইবেন না, ইহা হইতেই পারে না,—পরন্তু, আমার দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন। (১১০) হে গোপাল, আপনার বিশ্বরূপ দেখিতে পাই এইরূপ করুন—হে দেব, আমার আর্ত্তির দোহদ (কামনা) পূরণ করুন।" সুভদ্রাপতি যখন এই প্রকার বারম্বার বিনতি করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যের চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতপূর্ণ সজল মেঘ, আর অর্জ্জুন সমাগত বর্ষাকাল, —অথবা, শ্রীকৃষ্ণ কোকিল, অর্জ্জুন বসন্ত; এইজন্য, গোলাকৃতি (পূর্ণ) চন্দ্র-বিম্ব দেখিয়া যেমন ক্ষীরসমুদ্র উছলিয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে দ্বিগুণ উল্লসিত হইলেন। তখন সেই প্রসন্নতার আবেশে কৃপাপরবশ হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"হে পার্থ, দেখ, আমার অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ।" অর্জ্জুনের একটি বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিশ্বরূপময় করিলেন। ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্ব্বদা যাচকের ইচ্ছা পূর্ণ করেন,—তাহার সহস্রগুণ আপনার সর্ব্বস্বই দান করিয়া থাকেন। অহো, শেষনাগের (সহস্র) চক্ষুও যাহা দেখিতে পায় না, বেদও যাহা হইতে বঞ্চিত, যে গুহ্য রহস্য ভগবান শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও গোপন রাখিয়াছেন; পার্থের অশেষ সৌভাগ্য যে সেই রহস্য অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন

১ চরণ; * শঙ্খাসুরের দেহ পাঞ্চজন্য শঙ্খ শ্রীহস্তে ধারণ করিতেছেন;

২ আরাধনা করে নাই বা গুণগান শ্রবণ করে নাই;

বিশ্বরূপ প্রদর্শনের বিরাট উদ্যোগ করিলেন।[১] জাগ্রত মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় গিয়া যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তুই হইয়া যায়, তেমনি, তিনি নিজেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গেলেন। (১২০) সহসা মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অর্জ্জুনের স্থূলদৃষ্টির যবনিকা সরাইয়া দিলেন—কিং বহুনা, আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়া দেখাইলেন। পরন্তু, অর্জ্জুন ইহা দেখিতে সমর্থ হইবেন কিনা তাহা তাঁহার স্মরণেও ছিল না,—একেবারে স্নেহাতুর হইয়া কহিতে লাগিলেন—"দেখ, দেখ!"

শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

"হে অর্জ্জুন, তুমি একটি বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহাই দেখাইলে আর কি দেখান হইত? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমার রূপে ভরিয়া আছে। একটি কৃশ, একটি স্থূল, একটি হ্রস্ব, একটি বিশাল, কোনটি ছোট, কোনটি বা সরল, কোনটি বা অসীম। কোনটি অনাবর (অনিয়ন্ত্রিত), কোনটি প্রাঞ্জল, কেহ ব্যাপারযুক্ত, কেহ নিশ্চল, কেহ উদাসীন, কেহ প্রেমময়, কেহ বা তীব্র; কেহ বিচলিত (মূর্চ্ছিত), কেহ সাবধান (শান্ত), কেহ সুলভ, কেহ অগাধ (গম্ভীর), কেহ উদার, কেহ কৃপণ, কেহ ক্রোধী; কেহ শান্ত, কেহ সদামদোন্মত্ত, কেহ স্তব্ধ, কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জ্জনশীল, কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য; কেহ সকামী, কেহ বিরক্ত, কেহ জাগ্রত, কেহ বা নিদ্রিত, কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত্ত, কেহ বা প্রসন্ন; কেহ সুপূজিত, শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ সসঙ্গ, কেহ স্বতন্ত্র (নিঃসঙ্গ), কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র, কেহ সমাধিস্থ।§ কেহ জননলীলাবিলাসী, কেহ বা স্নেহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহারকর্ত্তা, কেহ বা সাক্ষীভূত। (১৩০) এইভাবে, নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজপ্রকাশযুক্ত রূপ আছে,—ইহাদের মধ্যে

১ একটা প্রকাণ্ড পরিকল্পনা করিলেন;

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"কেহ অশস্ত্র, কেহ সশস্ত্র, কেহ উগ্র, কেহ অতিমিত্র, কেহ ভয়ানক, কেহ পবিত্র, কেহ বা সমাধিস্থ"।

একটি অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নহে। কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোরকপিলবর্ণ, কেহ যেন সিন্দুরচর্চ্চিত আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ; কেহ স্বভাবতঃ সুন্দর*—যেন রত্নমাণিক্যখচিত ব্রহ্মাণ্ড, কেহ বা অরুণোদয়ের ন্যায় কুঙ্কুমবর্ণ; কেহ নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জ্বল,[১] কেহ ইন্দ্রনীলের ন্যায় সুনীলবর্ণ, কেহ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; কেহ উজ্জ্বল (তপ্ত) কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্যামল, কেহ সুবর্ণ চম্পকের ন্যায় নির্ম্মল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিৎবর্ণ; কেহ তপ্ত তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র (নির্ম্মল)—এইরূপ আমার নানা বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তেমনি প্রকৃতিও[২] বিভিন্ন প্রকারের,—কাহারও এমন সুন্দর রূপ, যে কন্দর্পও লজ্জিত হইয়া শরণ লয়; কেহ আকারে লাবণ্যভূষিত, কেহ দেখিতে অতি মনোহর,—যেন শৃঙ্গারশ্রীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কেহ মাংসল ও পুষ্ট অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর,[৩] অতি করাল,[৪] কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকান্তি, কেহ বা বিকট (কুরূপ)। হে সুভদ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই,—ইহাদের এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে। (১৪০)

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

(আমার) দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির সৃষ্টি হয়, পুনরায় নিমীলন হইলেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হয়। (আমার) মুখের বাষ্প (উষ্ণশ্বাস) বাহির হইলেই সমস্ত জ্বালাময় হইয়া যায়—যাহা হইতে পাবকাদি বসুসমূহ[৫] উৎপন্ন হয়; আর ক্রোধে ভ্রুকুটি করিলেই (ভ্রূর প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই) রুদ্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের) অবতার হয়। সৌম্যভাব হইতে অসংখ্য অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাণ্ডব, কর্ণ হইতে অনেক বায়ুর উৎপত্তি হয়। এইভাবে, এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের কুলের জন্ম হয়,—এইরূপ অপার (অসংখ্য) ও বিশাল রূপ দেখ; যাহার বর্ণনা করিতে বেদের বাণী কুণ্ঠিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, যাহার

* (অথবা "ছোট") ১ সোজ্জ্বল; ২ আকৃতিও; ৩-৪ শুষ্ক, অতি ভয়ঙ্কর, ৫ (অষ্ট) বসুগণ;

অন্ত স্বয়ং ব্রহ্মাও পান না ; দেবত্রয়ও[১] যাহার নাম শুনেন নাই, সেই সব অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, আশ্চর্যময় ও কৌতুককর মহাসিদ্ধি উপভোগ কর।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

হে কিরীটি, দেখ এই মূর্ত্তির রোমকূপে সৃষ্টি ভরা রহিয়াছে, পর্ব্বতে বৃক্ষের তলায় তৃণাঙ্কুর যেমন থাকে। আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু উড়িতে দেখা যায়, তেমনি এই মূর্ত্তির (প্রত্যেক) অবয়বসন্ধিতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। ইহার একটির অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের অপর পারে কোনও বস্তু দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়, তবে সে বিষয়েও কোনও সঙ্কট (বাধা) নাই—তোমার যাহা ইচ্ছা তাঁহাই আমার দেহে সুখে দেখিতে পাইবে।" এইভাবে, বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ করুণাভরে কহিলেন, তখন অর্জ্জুন দেখিতেছেন কিনা তাহা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন অর্জ্জুন স্তব্ধ হইয়া কেন আছেন জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকাইয়া দেখিলেন অর্জ্জুন পূর্ব্বের ন্যায় আর্ত্তির (উৎকণ্ঠার) অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আছেন (উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন)।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

তখন শ্রীকৃষ্ণ (মনে মনে) বলিলেন—"ইহার উৎকণ্ঠা কমে নাই, এখন পর্য্যন্ত (আত্ম) সুখের স্বরূপ প্রাপ্তি হয় নাই—আমি যে (বিশ্বরূপ) দেখাইলাম তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই।" এইভাবে বলিয়া ভগবান সহাস্যে সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"আমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম তুমি তাহা দেখিলে না।" ইহা শুনিয়া বিচক্ষণ অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভু, ইহা কাহার দোষ? আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অহো, আপনি দর্পণ মার্জ্জন করিয়া অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে

১ বেদত্রয়;

হৃষীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন। হে শার্ঙ্গধর, আপনি ভেকের সম্মুখে মকরন্দরেণুর খাদ্য পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, যাহা কেবল জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারাই অনুভব করা যায়, তাহা আপনি চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমি কি করিয়া দেখি? পরন্তু, আপনার ত্রুটি না ধরিয়া চুপচাপ সহ্য করাই ভাল"—ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—"বৎস, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। (১৬০) ইহা ঠিকই যে বিশ্বরূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবার সামর্থ্য দিতে হইবে,—পরন্তু তোমাকে বলিতে গিয়া প্রেমভাবে ইহা ভুলিয়া গিয়াছি। ভূমি চাষ না করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন সময় নষ্ট হয়—(তেমনি হইয়াছে) —এখন তোমাকে এমন দৃষ্টিদান করিব যাহা দ্বারা তুমি আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে; হে পাণ্ডব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যযোগ দেখিয়া আত্মানুভবের মধ্যে প্রবেশ করিবে।" এইভাবে, বেদান্তবেদ্য, সকল লোকের আদিকারণ, জগতের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

সঞ্জয় কহিলেন—"হে কৌরবকুলচক্রবর্ত্তি, আমার বারম্বার ইহাই বিস্ময়বোধ হইয়াছে যে ত্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে কি অন্য কেহ অধিকতর ভাগ্যবান আছে? অথবা, জগতে সঙ্কেতে (তত্ত্বরূপ) বর্ণনায় শ্রুতি (বেদ) হইতে কেহ বেশী দেখাইয়াছে? কিম্বা, সেবার কথা ধরিলে, তাহা এক শেষনাগের অঙ্গেই আছে। অহো, ভগবৎসেবার উৎকট ইচ্ছায়, যোগীর ন্যায় অষ্ট প্রহর কষ্ট করিয়া সেবা করিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে? পরন্তু, ইহাদের সকলকেই একধারে সরাইয়া (পঞ্চ) পাণ্ডব যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই সম্প্রতি কৃষ্ণসুখ একস্থানেই আছে। বিশেষতঃ এই পাঁচটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ অর্জ্জুনের অধীন হইয়াছেন,—যেমন কোন স্ত্রীলোক কামুক পুরুষকে নিজের অধীন করিয়া লয়। পড়ান পাখীও এরূপ বলে না, ক্রীড়ামৃগও এরূপ ছন্দে চলে না (আজ্ঞামত ক্রীড়া করে না),—জানি না কি করিয়া

অর্জ্জুনের ভাগ্য এমন অনুকূল হইল। (১৭০) এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল পরব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) দর্শনসুখ ভোগ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কেমন ইঁহার প্রত্যেক বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন। ইনি কোপ করিলে চুপ করিয়া সহ্য করেন; রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুঝাইতে যান—কি আশ্চর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি পার্থের জন্য পাগল হইয়াছেন। বিষয়বাসনা (মাতৃগর্ভে) জয় করিয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের ন্যায় সমর্থ মহাত্মাগণ যাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া ভাটের ন্যায় স্তুতি করিয়াছেন (ভাট হইয়াছেন); সেই যোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের অধীন হইয়াছেন,—হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে।" ইহা বলিয়া সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন—"হে কৌরবপতি, ইহাতে বিস্ময়েরই বা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়া লন তাহার আপনা হইতেই এরূপ ভাগ্যোদয় হয়।" তখন সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন—"তোমাকে এখন দিব্যদৃষ্টি দিতেছি, যাহা দ্বারা তুমি সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে পারিবে।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই বাক্য (অক্ষর) সম্পূর্ণভাবে বাহির হইতে না হইতেই (অর্জ্জুনের) অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল।+ তখন, দিব্যচক্ষু প্রকট হইল, তাহাদ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। অবতারসমূহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্বরূপ মৃগজল যাঁহার কিরণে ভাসমান হয়; যাঁহার (সঙ্কল্পরূপ) অনাদিভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন (১৮০)। পূর্ব্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাতা যশোদা ক্রোধে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন; ভীত হইয়া মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের ভিতরে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখাইয়াছিলেন। অথবা, মধুবনে ধ্রুবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া এমন করিলেন যে সে যে-সব (তত্ত্ব) কথা বলিতে লাগিল সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ করে না। হে রাজন্, ধনঞ্জয়ের প্রতি শ্রীহরি তেমনি অনুগ্রহ করিলেন,—যাহাতে মায়া কোথায় গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না।

+ "উহা তো অক্ষর নহে, ব্রহ্মসাম্রাজ্যদীপ (ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দেখাইবার জ্ঞানরূপ দীপ), শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া দিলেন"—এইস্থলে পাঠান্তরে এরূপ একটি ওবী আছে।

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্যতেজ দেখিতে পাইলেন—তাহাতে চমৎকৃতির একার্ণব হইল (সমস্তই চমৎকার দেখাইতে লাগিল), চিত্ত বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। মহাপ্রলয়ের জলে আব্রহ্ম (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) ডুবিয়া গেলেও যেমন মার্কণ্ড একাকী ভাসিয়াছিলেন, পার্থও তেমনি বিশ্বরূপের কৌতুকে (মহোৎসবে) নিমগ্ন হইয়া গড়াইতে লাগিলেন ; বলিতে লাগিলেন—"এখানে যে এতবড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়া গেল ? চরাচর মহাভূতের কি হইল ? দিক্‌সমূহের চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে, (অধোর্দ্ধ) আকাশ পাতালের কি হইল কে জানে ? জাগৃতির পর স্বপ্নের ন্যায় লোকাকৃতি (সৃষ্টি) বিলুপ্ত হইয়াছে ; অথবা, সূর্য্যের তেজের প্রতাপে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়, তেমনি বিশ্বরূপ সারা প্রপঞ্চকে[১] গ্রাস করিয়াছে।" তখন (অর্জ্জুনের) মনের মনত্বের স্ফুরণ বন্ধ হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, ইন্দ্রিয়ের রশ্মি (বৃত্তি) গুলি ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়ে ভরিল। (১৯০) তখন তাটস্থ্য (তটস্থলক্ষণ) স্তব্ধ হইল, একাগ্রতাও একাগ্র হইল,—যেন সকল বিচারবুদ্ধির উপর কেহ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তেমনি বিস্মিত আগ্রহে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ছিল তাহা নানা রূপ গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিল। বর্ষাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিম্বা মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি ঐ মূর্ত্তি ভিন্ন কোথায়ও কিছু অবশিষ্ট থাকিল না।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০

তখন সেখানে অর্জ্জুন অনেক (সুন্দর) মুখ দেখিলেন,—যাহা রমণীয় রাজভুবনের ন্যায় (উজ্জ্বল), অথবা যেন লাবণ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে ; কিম্বা, যেন আনন্দের বন শোভা পাইতেছে,—যেন সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে—এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন দেখিলেন। তাহারি মধ্যে কোনও কোনও মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর—মনে হয় যেন কালরাত্রির সৈন্য চড়াও করিয়াছে ; কিম্বা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে,

১ প্রপঞ্চ রচনা ;

অথবা ভয়ের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সেখানে বীর অর্জ্জুন তেমনি অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন,—অন্য সাধারণ আকারের মুখও ছিল, অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অন্ত পাওয়া গেল না,—তখন কৌতুকে (কৌতূহলে) নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নানা বর্ণের কমলবন যেন বিকশিত হইয়া আছে,—অর্জ্জুন এইরূপ সূর্য্যের পংক্তির ন্যায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন। (২০০) কল্পান্তের সময় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি ভ্রুর নীচে অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের আশ্চর্য্য (বস্তু) দেখিয়া দর্শনের অনেকতা সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল। তখন তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন—"ইহার চরণ কোথায়, মুকুট কোন্ দিকে, বাহুই বা কোথায়?" এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীর ভাবে বাড়িতে লাগিল। ভাগ্যনিধি পার্থ, তাঁহার মনোরথ কি বিফল হইবে? পিনাকপাণি শঙ্করের তূণে কি নিষ্ফল বাণ থাকিতে পারে? অথবা, চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষরের ছাপ থাকে? সুতরাং এই অপার স্বরূপের আদ্যন্ত অর্জ্জুন দেখিলেন। বেদ যাহার অন্ত পায় না, তাহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব) অর্জ্জুনের দুটি নয়ন একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল। চরণ হইতে মুকুট পর্য্যন্ত, তিনি নানা রত্ন অলঙ্কারে সুশোভিত এই বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য পরব্রহ্ম স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হইয়া আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়া বর্ণনা করিব? যাহার প্রভার ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রাদিত্যমণ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, যে মহাতেজ বিশ্ব প্রকট করে সেই মহাতেজের যাহা জীবন; সেই দিব্যতেজ-রূপ শৃঙ্গার (শোভা) কাহার বুদ্ধিগোচর হয়? দেব নিজেই আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া আছেন—বীর অর্জ্জুন তাহাই দেখিলেন; (২১০) পুনরায়, যখন জ্ঞান দৃষ্টি[১] দ্বারা সরল করপল্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাহাদের এমন শস্ত্রে সজ্জিত দেখিলেন যাহা কল্পান্তের জ্বালা (অগ্নি) নিবাইতে পারে; যাহার কিরণের তীব্রতায় নক্ষত্রগুলি ভাজা ছোলার

১ দিব্যজ্ঞানের দৃষ্টি;

ন্যায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়া অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করে; যেন কালকূটের তরঙ্গে লিপ্ত,—[১]অথবা যাহাতে মহা অবিদ্যার[২] অরণ্যের উদ্ভব হইয়াছে,—এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

যেন ভীত হইয়া সেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কিরীটী কণ্ঠমুকুট দেখিতে লাগিলেন—যেখান হইতে (মনে হয়) কল্পতরুর সৃষ্টি হইয়াছে; যে মহাসিদ্ধির মূলপীঠে কমলা শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে যান,—তেমনি অত্যন্ত নির্ম্মল ও সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ (কণ্ঠ ও মস্তকে) ধারণ করিয়া আছেন, দেখিলেন; মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পূজোপচার বাঁধা, কণ্ঠে সুন্দর, দিব্য পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে; যেন সূর্য্যতেজ স্বর্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে, যেন মেরুপর্ব্বতকে স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে,—উপরে আঁটিয়া পরা পীতাম্বর তেমনি ঝলকাইতেছে; যেন কর্পূর দ্বারা শ্রীমহাদেবের (গৌরবর্ণ) গাত্র মার্জ্জনা করা হইয়াছে; কিম্বা, কৈলাসকে (ধবলগিরিকে) পারদ দ্বারা লেপন করা হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে (ক্ষীরোদক) দুগ্ধশুভ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করা হইয়াছে; কিম্বা, যেন চন্দ্রমার[৩] ভাঁজ খুলিয়া গগনের উপর ওড়না পরান হইয়াছে—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তেমনিভাবে চন্দনচর্চ্চিত দেখিলেন; যাহা (যাহার সুগন্ধ) প্রকাশের কান্তি বৃদ্ধি করে, ব্রহ্মানন্দের দাহ (তেজ) শান্ত করে, যে ব্রহ্মের সুরভিতে পৃথ্বী জীবন প্রাপ্ত হয়; (২২০) যাহার লেপনে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম যাহা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করেন, তাহার (সেই চন্দনের) সুগন্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে? এইভাবে এক একটি শৃঙ্গার শোভা দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন এমন হতবুদ্ধি হইলেন, যে ভগবান বসিয়া আছেন কি দাঁড়াইয়া আছেন, কি শয়ন করিয়া আছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই মূর্ত্তিময় দেখিতে পান,

১—২ অথবা, বিস্তার; মহাবিদ্যুতের; অথবা মহাবিদ্যুতের; ৩ চন্দ্রমেঘের;

আর না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও অন্তরে তাহাই দেখেন। সম্মুখে বিশাল রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও শ্রীমুখ, কর, চরণ, তেমনি ভাবে দেখিতে পান। অহো, (চক্ষু মেলিয়া) দেখিলে সবকিছুই দেখা যায়, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? পরন্তু না দেখিলেও দেখা যায়, ইহা শুনিতেও আশ্চর্য্য। ভগবান কেমন অনুগ্রহ করিলেন—পার্থের দেখা না দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন (অর্জ্জুন সর্ব্ব সময়েই নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন)। সুতরাং এক আশ্চর্য্যের বন্যায় পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আসিতেই অন্য এক চমৎকারের মহার্ণবে গিয়া পড়িলেন। এইভাবে, অনন্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অসাধারণ প্রদর্শন-কৌশলে অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তো স্বভাবতঃই বিশ্বতোমুখ, আর ইহা দেখাইবার জন্যই অর্জ্জুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—এখন সেই সমস্তই (বিশ্বময়) হইয়া গেলেন। আর, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি অর্জ্জুনকে যে (দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন তাহা এমন নহে যে দীপ বা সূর্য্যের প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, অথবা না থাকিলে দেখা বন্ধ হইবে। (২৩০) অতএব, কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়া বা মুদ্রিত করিয়া) দেখিতে পাইয়াছিলেন—জানিবেন,"—ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। আরও বলিলেন, "অধিক কি বলিব? শুনুন, পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।"

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

ঐ অঙ্গপ্রভার অসাধারণ তেজ[১] কাহার সমান বলিয়া বর্ণনা করা যায়? কল্পান্তে দ্বাদশ সূর্য্য যেমন একত্র মিলিয়া যায়; সেইরূপ সহস্র সূর্য্য যদি একসময়ে আকাশে উদিত হয়, তাহার তেজ এই (অঙ্গপ্রভার) তেজের মহিমার সহিত উপমার যোগ্য; সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র করা যায়, আর প্রলয়াগ্নির সমস্ত[২] উপকরণ (উপাদান, সামগ্রী) যদি একত্র মিলিত করা হয়,[৩] এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ মিশ্রিত করা হয়; তথাপি, ঐ অঙ্গপ্রভার

১ হে দেব; ২-৩ সমস্ত সামগ্রী যদি আনা হয়;

সহিত তুলনায়, এই তেজও স্বল্পই হইবে,—আর অন্য কোন তেজই উহার ন্যায় নির্ম্মল হইবে না। এমনিই শ্রীহরির স্বাভাবিক মাহাত্ম্য—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের তেজ—যাহা সর্ব্বত্র বিকসিত হইতেছিল—তাহা (ব্যাস) মুনির কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যৎ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

আর এই বিশ্বরূপের একদিকে সারা জগতের বিস্তার সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদের ন্যায়[১] ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল; কিম্বা আকাশে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, অথবা ভূতলে পিপীলিকার তৈরী ঘরের ন্যায়, অথবা মেরুপর্ব্বতের উপর পতিত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায়; সেইরূপ, দেবচক্রবর্ত্তীর শরীরে অর্জ্জুন সেই সময় সারা জগৎ দেখিতে লাগিলেন। (২৪০)

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

তখন, বিশ্ব এক আর আমি এক,—এই যে সামান্য দ্বৈতভাব ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সহসা দ্রবীভূত হইল; অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। বর্ষাকালের প্রারম্ভে জলধারায় পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গে যেমন কোমল অঙ্কুর বাহির হয়, তেমনি তাঁহার (সর্ব্বাঙ্গে) রোমাঞ্চ হইল। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে যেনন সোমকান্তমণি দ্রবীভূত হয়, তেমনি তাঁহার শরীরে স্বেদবিন্দু নির্গত হইল। কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহা জলের উপর আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি শ্বাসোর্ম্মির বেগে[২] কাঁপিতে লাগিলেন। কর্পূরকদলীর বহিরাবরণ ফাটিয়া গেলে যেমন ভিতরে ভরা কর্পূরের কণা বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রু-বিন্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অষ্ট সাত্ত্বিকভাব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলে—তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের রাজ্যলাভ হইল। চন্দ্রের

১ পৃথক্ পৃথক্ বুদ্‌বুদের ন্যায়; ২ অন্তরের সুখোর্ম্মির বেগে;

উদয়ে ভরা সমুদ্রও যেমন ভরিয়া উঠে, তেমনি তিনি (আনন্দের) তরঙ্গে বারম্বার উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন। ঐরূপ সুখানুভবের পরেও অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব থাকিল, এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; তদনন্তর, যেদিকে ভগবান বসিয়াছিলেন সেইদিকে মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন। (২৫০)

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অর্জ্জুন তখন বলিলেন—"হে স্বামিন, আপনার জয়জয়কার করিতেছি, আপনি আশ্চর্য্য কৃপা করিয়াছেন—যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্য) মনুষ্য বিশ্বরূপ দেখিলাম। পরন্তু, হে প্রভু, আপনি সত্যই ভাল করিয়াছেন,—আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে যে আপনিই যে এই সৃষ্টির আশ্রয় তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। হে দেব, মন্দর পর্ব্বতের সঙ্গে স্থানে স্থানে যেমন শ্বাপদসমূহ থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভুবন* দেখিতেছি। অহো, আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখা যায়, অথবা, মহাবৃক্ষের উপরে যেমন অগণিত পক্ষীর বাসা থাকে; তেমনি, হে শ্রীহরি, আপনার এই বিশ্বাত্মক শরীরে সুরগণের সহিত স্বর্গলোক দেখা যাইতেছে। [1]হে প্রভু, এখানে আমি অনেক মহাভূতের[2] পঞ্চক, এবং ভূতসৃষ্টির ভূতগ্রামসমূহ দেখিতেছি।§ হে প্রভো, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,—দেখিলে কি চতুরানন সেখানে নাই? আর একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাসও এখানে আছে। আপনার এক অংশে ভবানী সহ শ্রীমহাদেবকে দেখা যাইতেছে, আর, হে হৃষীকেশ, আপনার (বিশ্বরূপের) মধ্যে আপনাকেই দেখিতেছি। কশ্যপাদি সমস্ত ঋষিকুল ও নাগকুল সহ পাতালও আপনার স্বরূপে দেখা যাইতেছে। অধিক আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি, আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুর্দ্দশ ভুবন সমাবিষ্ট হইয়া আছে

---

* ইন্দ্র, চন্দ্র ব্রহ্মাদিলোক; ১-২ প্রভূতের (মহাভূতের);

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের স্থলে "এবং ভূতসৃষ্টির প্রত্যেক ভূতগ্রাম"—পাঠান্তরে এইরূপ দেখা যায়।

দেখিতেছি। (২৬০) আর ঐ ভুবনের যে যে লোক আছে, তাহাদেরও অনেক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—এইভাবে আপনার অলৌকিক গাম্ভীর্য্য (মহত্ত্ব) দেখা যাইতেছে।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥ ১৬

এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি আকাশে যেন অনেক বাহুদণ্ড অঙ্কুরের ন্যায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটী বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত ব্যাপার করিয়া যাইতেছে। মহাসুখের[১] বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার রচনা করা হইয়াছে,[২] আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে। সহস্রশীর্ষের ফণা যেন একই সময়ে কোটীসংখ্যক দেখাইতেছে, কিম্বা যেন পরব্রহ্মরূপ বৃক্ষ বদন-রূপ অসংখ্য ফলভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তেমনি, হে বিশ্বমূর্ত্তি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি,—আর তদনুযায়ী অনেক নেত্রপংক্তিও দেখা যাইতেছে। আর অধিক কি বলা যায়? স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দিক্‌সকল, আকাশ প্রভৃতি বর্ণনা (ভেদ) ঘুচিয়া গিয়া সকলই মূর্ত্তিময় দেখাইতেছে। কোনও দিকে, কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম অবকাশও দেখা যাইতেছে না—আপনি এমনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন। নানাবিধ ও অগণিত যত মহাভূতের সমষ্টি আছে—হে অনন্ত, সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,—দেখিতেছি। এইভাবে, আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান আছেন, আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড়; (২৭০) আপনার রূপ, অবয়ব[৩] কি প্রকার, আপনার ওপারে আর কি আছে, আপনি কিসের উপর অবস্থিত (আপনার আধার কি)—এইসব কথা বিচার করিয়া দেখিলাম যে, হে দেব, আপনিই এই সারা বিশ্বময় হইয়া আছেন, আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিদ্ধ; আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হ্রস্বও নহেন; হে বৈকুণ্ঠ, উপরে, নীচে শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই ন্যায়,

১ মহাশূন্যের, ২ উন্মুক্ত করা হইয়াছে; ৩ বয়স;

আপনিই আপনার বয়স, হে পরেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই। কিং বহুনা, হে অনন্ত, আপনিই আপনার সবকিছু—ইহা আমি বারম্বার দেখিয়াছি। পরন্তু, হে প্রভু, আপনার রূপের মধ্যে যে একটি ন্যূনতা দেখিলাম—তাহা এই যে ইহাতে আদি মধ্য ও অন্ত এ তিনটিই নাই। নতুবা সর্ব্বত্র খুঁজিয়া কোথায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না—সুতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই। এইভাবে, হে আদিমধ্যান্তরহিত, হে অনন্ত (অপরিমিত) বিশ্বেশ্বর, আমি তত্ত্বতঃ আপনার বিশ্বরূপ দেখিলাম। আপনার মহামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে,—মনে হইতেছে যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন। হে দেব, মনে হয় যেন আপনি একটী মহাসমুদ্র, যাহার উপর মূর্ত্তিরূপ তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, কিম্বা, আপনি একটী সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে মূর্ত্তিরূপ ফল ফলিয়াছে। (২৮০) হে প্রভো, পৃথ্বীতল যেমন ভূতগণে ভরিয়া আছে, গগন যেমন নক্ষত্রে ছাইয়া আছে, তেমনি আপনার রূপ মূর্ত্তিময় দেখাইতেছে। অহো, এক একটি মূর্ত্তির অঙ্গপ্রান্তে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে—এইরূপ বৃহৎ মূর্ত্তিসকল আপনার অঙ্গের রোমকূপে প্রকট হইতেছে। এইরূপ বিশ্বের বিস্তাররচনাকারী আপনি কে এবং কোথাকার—ইহা জানিতে চাহিলে দেখিতেছি আপনি আমারই সারথি। হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি আপনি সর্ব্বব্যাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মূর্ত্তি ধারণ করেন; এই চতুর্ভুজ শ্যামল মূর্ত্তি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্দ্র হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে দুই বাহুর মধ্যেই ধরা যায়; হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও এমন সুন্দর মূর্ত্তিধারণ করেন,—কি, আমাদের স্বল্পদৃষ্টিই আপনাকে ছোট করিয়া দেখে? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়া গিয়াছে, আপনি সহজে দিব্যজ্ঞানের প্রসাদ দান করিয়াছেন,—এইজন্য আপনার রূপের মহিমা দেখিতে পাইলাম। পরন্তু, আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে (রথের) মকরাকার মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আপনিই এইপ্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

অহো, এই অসাধারণ ব্যাপ্তির কোনও সীমা নাই, এই তেজের উগ্রতা সহ্য করা যায় না,—সুখ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণধারণ করিবে কিরূপে? (কদাচিৎ প্রাণ ধারণ করিতে পারে।)

অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

হে দেব, জানি না কেমনভাবে, আপনার এই রূপ দেখিয়া ভয়ের বন্যা আসিয়াছে—এখন ত্রিভুবন দুঃখের তরঙ্গে দুলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনে ভয় ও দুঃখের সংযোগ হইবে—ইহা হইতেই পারে না[১],—যেজন্য হয় না তাহা আমার জানা আছে; যতক্ষণ আপনার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক সুখদুঃখ, ভালমন্দ,—এখন আপনার বিশ্বরূপদর্শনে বিষয়বাসনা মিটিয়া গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার এই রূপ দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন করা যায়? আর, যদি আলিঙ্গন নাই দেওয়া যায়, তবে এই সঙ্কটে থাকিব কিরূপে? অতএব, পশ্চাতে সরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার (দুঃসহ) স্বরূপ—যাহা সহ্য করা যায় না; এইভাবে দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ত্রৈলোক্য অগ্নিদগ্ধ হইতেছে,—এই অগ্নির জ্বালা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি।[২] যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বালা মিটাইবার জন্য কেহ সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়া অধিকতর ভীত হয়; (৩২০) এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার রূপ দেখিয়া টল্‌মল্ করিতেছে;—ইহার মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগণের সম্মেলন দেখিতেছি। আপনার অঙ্গের তেজে ইহারা সর্ব্ব কর্ম্মের বীজ জ্বালাইয়া, স্বতঃ সদ্‌ভাব-প্রণোদিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হইতেছেন; আর কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভয়ভীত হইয়া সর্ব্বভাবে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন; 'হে দেব, আমরা প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়ের জালে আবদ্ধ হইয়াছি, স্বর্গ ও সংসার এই দুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি; এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের

১ সংযোগ কেন হইবে? পরন্তু, এ সুখ হইতে পারে না; ২ ইহাই আমার স্পষ্ট ধারণা।



উদ্ধার (মুক্ত) করিবে ? হে দেব আমরা সর্ব্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম,"
—এইভাবে তাঁহারা বলিতেছেন ; আর মহর্ষি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিদ্যাধর-সমূহ আপনার স্বস্তিবাদ করিয়া স্তুতি করিতেছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্রাদিত্যসমূহ, (অষ্ট) বসু, সাধ্যদেব (ধর্ম্ম ও সাধ্যার পুত্রগণ), বিশ্বদেব (ধর্ম্মঋষি ও বিশ্বার দশ পুত্র), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ আদি সমস্ত দেবগণ ; আর, অগ্নি[1] ও গন্ধর্ব্বগণ, ওদিকে সর্ব্ব রাক্ষসগণ, মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাসমূহ ও সিদ্ধাদি ; ইঁহারা সকলেই আপন আপন লোক হইতে আপনার সৌম্যাদ[2] (প্রশান্ত) দৈব মহামূর্ত্তি (বিশ্বরূপ) দেখিতেছেন। এইভাবে, আপনাকে দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অন্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটসহ মস্তক নত করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন। (৩৩০) তাঁহারা কলরব করিয়া আপনার জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত হইতেছে,—তাঁহারা করজোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইতেছেন। তাঁহাদের বিনয়রূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্ত্বিকভাবের বসন্ত ঋতু সুশোভিত হইতেছে,—এইজন্য ইঁহাদের করসম্পুটরূপ পল্লবে আপনিই ফল হইয়া আছেন। হে প্রভু, আমার নয়নের ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের সুদিনের প্রভাত হইল, কারণ আপনার এই অগাধ বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল। এই লোকব্যাপক রূপ দেখিয়া দেবগণও ভীত হইয়াছেন,—যেদিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, এই রূপের সম্মুখভাগই দেখা যাইতেছে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

মূর্ত্তি একটিই, পরন্তু ইহার বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ,[3] বহু লোচন ও সশস্ত্র অনন্ত বাহু—অসংখ্য চরণ, বহু উদর ও নানা বর্ণ ;—প্রত্যেক মুখে কেমন আবেশের মত্ততা দেখা যায় ; অহো, যেন মহাকল্পের অন্তে যেখানে সেখানে

---

১ পিতৃগণও ; ২ উৎকণ্ঠার সহিত আপনার ; ৩ ভয়ানক এইরূপ বদনসমূহ ;

মুখব্যাদান করিয়া আছে,—যেন অগ্নিকুণ্ডের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে ; অথবা যেন ত্রিপুরারি শঙ্করের সংহার করিবার শস্ত্রাস্ত্র, কিম্বা প্রলয়-ভৈরবের ক্ষেত্র (স্থান), অথবা যুগান্তচক্রের পাত্র, যাহাতে ভূতরূপ খিচুড়ি পরিবেশন করা হয় ; এইভাবে, যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে—গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ ক্রোধে বাহির হইলে যেমন দেখায়, তেমনি আপনার উগ্র দশনরাজি (মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া) ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে ; কালরাত্রির আঁধারে যেমন সংহার-খেচরগুলি (সংহারে উদ্যত পিশাচগণ) অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি আপনার মুখাভ্যন্তরে চোয়ালের দংষ্ট্রাগুলি প্রলয়রুধিরে রঞ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে (৩৪০)। আর অধিক কি বলা যায় ? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিম্বা, মরণ যেন সমস্ত সংহার করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে,—তেমনি আপনার বদনের অতিভয়ঙ্কর ভাব। এই বেচারী ভূতসৃষ্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাকে দুঃখকালিন্দীর তটে (বিষদগ্ধ) বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে ; আপনার এই মহামৃত্যুর সাগরে, এখন এই ত্রৈলোক্য শোকদুঃখের লহরীতে§ আন্দোলিত হইতেছে। হে বৈকুণ্ঠ, ইহাতে যদি আপনি ক্রোধ করিয়া কদাচিৎ বলেন—'অন্য লোকের চিন্তায় তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি ধ্যান কর ও (বিশ্বরূপদর্শনসুখ) ভোগ কর ;'[১] তবে, বৃথাই সাধারণ লোকের কথা-রূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি, সত্য কথা বলিতে কি, আমারই প্রাণ কাঁপিতেছে ; আমাকে রুদ্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায়,—সেই আমি থর থর করিয়া কাঁপিতেছি—এরূপ কখনও[২] হয় নাই ; পরন্তু,[৩] হে হরি, ইহা এক আশ্চর্য্য মহামারীস্বরূপ, এই বিশ্বরূপের নামে ইহা ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে।[৪]

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

---

§ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরণের স্থলে পাঠান্তর—"ত্রৈলোক্যজীবনের তরী শোক ঝঞ্ঝার লহরীতে···"

১ "তুমি বিশ্বরূপদর্শন সুখভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছ" ; তুমি ধ্যান সুখ ভোগ কর" ;

২ আপনিই আমার এই অবস্থা করিয়াছেন ; ৩-৪ ইহার ভয়ঙ্করত্ব ভয়কেও হার মানায়.

মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এমনি আপনার কোনও ক্রুদ্ধমুখ এত বিস্তৃত যে স্বর্গকেও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে পারে না, ত্রিভুবনের বায়ুও ইহাকে বেষ্টন করিতে পারে না,—এই (মুখনিঃসৃত) বাষ্পের অগ্নি (জ্বালা) চরাচরকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একটি অন্য একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও প্রভেদ আছে,—অহো, প্রলয়কালের বহ্নি ইহাদেরই সাহায্য লয়। ইহার অঙ্গের[১] তেজ অত অধিক যে ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিতে পারে ;—এই স্বরূপের এইরূপ বিশাল মুখ, এবং মুখের মধ্যে দন্ত ও দংষ্ট্রা ; (মনে হইতেছে) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে,[২] সমুদ্রে মহাবন্যা আসিয়াছে, অথবা, যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদ্গার করিতে উদ্যত হইয়াছে ; হলাহল বিষ যেন অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছে, কিম্বা, মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে—তেমনি এই বদনে সংহারতেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। পরন্তু, ইহা কত বিশাল ? যেন অন্তরাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে ; কিম্বা বসুন্ধরাকে কুক্ষিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শঙ্কর (পাতালের মহাদেব) যেমন পাতালের গুহা খুলিয়া প্রকট করিয়াছিলেন ; তেমনি, আপনার বক্তের বিকাশ ;—মধ্যস্থলে জিহ্বার স্বতন্ত্র আবেশ (ক্ষোভ), পরন্তু সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না বলিয়া ঐ মুখে কোনও গ্রাস ভরিতেছেন না ; আর, যেমন পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জ্বালা উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তেমনি, এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া আছে—দেখা যাইতেছে ; প্রলয়কালের বিদ্যুৎসমূহ যেমন বাহির হইয়া গগনের (মেঘনির্ম্মিত) দুর্গপ্রাকার রঞ্জিত করে, তেমনি ওষ্ঠের বাহিরে বক্র দংষ্ট্রাগুলি (ভীষণ) দেখাইতেছে ; ললাটপটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় দেখাইতেছে, অথবা, মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া আছে। এইরূপ, মহাভীতিপ্রদ আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য্য করিতেছেন জানি না, পরন্তু আমার প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল। (৩৬০) হে দেব, আমি যে বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে, হে প্রভু, আমার নয়ন সেরূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত[৩] তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে।

১ অগ্নির ; ২ ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে ; ৩ যোগ দ্বারা ;

অহো, এই পার্থিব দেহ যদি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের দুঃখ? পরন্তু, এখন আমার চৈতন্য (টিকিবে কিনা সন্দেহ) যাইতে বসিয়াছে। সাধারণতঃ ভয়ে শরীর কাঁপিতে পারে, কিছুকালের জন্য মনও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে পারে, অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে; পরন্তু, ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যাহা কেবল আনন্দস্বরূপ,—সেই নিশ্চল অন্তরাত্মাও শিহরিয়া উঠিয়াছে। হে তাত, সাক্ষাৎদর্শনের কি প্রভাব! জ্ঞান দেশছাড়া হইয়াছে, গুরুশিষ্যসম্বন্ধও টিকিবে কিনা সন্দেহ। হে দেব, আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে[1] বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে সম্বরণ করিবার জন্য আমি ধৈর্য্যের আচ্ছাদন চড়াইতেছি; তাহাতে আমার ধৈর্য্যই লয়প্রাপ্ত হইতেছে,—যেন তাহারও বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছে; আর অধিক কি বলিব? পরন্তু, আমার খুব ভাল শিক্ষা হইল। বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে; পরন্তু, কোনও দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না; তেমনি বিশ্বরূপের এই মহামারী চরাচর জগতের ত্রাস উৎপন্ন করিল[2]—হে মহাবিষ্ণু, ইহা না বলিয়াই বা কি করি?

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

মহাভয়ের ভাণ্ড ফুটিয়া যেন নিরন্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে,—তেমনি আপনার প্রচণ্ড বদনসমূহ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। (৩৭০) শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দন্ত ও দংষ্ট্রারাজি ওষ্ঠাধর ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছে ('দুই ওষ্ঠ আচ্ছাদন করিতে পারিতেছি না')—চতুর্দ্দিকে যেন প্রলয়ের অস্ত্রসমূহের বেষ্টনী লাগান হইয়াছে; যেন তক্ষক (নূতন) বিষে ভরিয়াছে, কিম্বা কালরাত্রি মুখব্যাদান করিয়াছে, কিম্বা, বজ্রাগ্নি (প্রলয়াগ্নি) যেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করিতেছে; তেমনি, আপনার প্রচণ্ড বক্ত্র হইতে আবেশ (ক্ষোভ) উছলিয়া বাহির হইতেছে,—যেন আমাদের উপর মরণরূপী জলের বন্যা আসিয়াছে। প্রলয়কালের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত আর মহাকল্লান্তের

১ যখন; ২ জীবন নাশ করিল;

প্রলয়ানল, যদি এদুটি একসঙ্গে মিলিত হয় তবে কি না জ্বালাইতে পারে? তেমনি আপনার সংহারের মুখ দেখিয়া কি আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইবে না? এখন ভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি, আর নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি না। স্বল্প পরিমাণে বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল, আর সুখেরও অস্ত হইল; এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সম্বরণ করুন। এই অবস্থায়, আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে, কি এইসব করিতাম? এখন, এমন হইয়াছে যে একবার প্রাণ বাঁচিলে হয়! হে অনন্ত, যদি আপনি সত্যই আমার স্বামী হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সঙ্কোচ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। শুনুন, আপনি সকল দেবগণের পরম দেবতা, আপনার চৈতন্যেই এই বিশ্বের জীবন—ইহা ভুলিয়া আপনি উল্টা করিতেছেন; অতএব, হে প্রভু, আপনি শীঘ্র প্রসন্ন হউন, আপনার মায়া সম্বরণ বরিয়া আমাকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। (৩৮০) এপর্য্যন্ত বারম্বার যে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনাকে মিনতি করিতেছি, হে প্রভু, তাহার কারণ এই যে আপনার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। অমরাবতীর উপর যখন শত্রুর আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহাদের পরাভূত করিয়াছি,—কালের সম্মুখেও আমি দাঁড়াইতে ভয় পাই না; পরন্তু, হে দেব, ইহা তেমন নহে—এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি এখন সমস্ত[১] গ্রাস করিবেন[২] ইহারই সূচনা দেখা যাইতেছে[৩]। প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার পূর্ব্বেই আপনি কাল হইয়া আসিয়াছেন; বেচারী ত্রিভুবনের গোলক অল্পায়ু হইল। অহো, বিপরীত ভাগ্য, শান্তি কামনা করিতে বিঘ্ন উঠিল,—হায় হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, আপনি এখন ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আমি কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না যে আপনি চতুর্দ্দিকে মুখ ব্যাদান করিয়া এই সমস্ত সৈন্যদলকে গ্রাস করিতেছেন?

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬

ইহারা কি কৌরবকুলের অঙ্কুর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে? এই বদন ইহাদের সপরিবারে গ্রাস করিল; আর যে নানা দেশের নৃপতিগণ

১ আমাদের; ২-৩ সারা বিশ্বসহ;

ইহাদের সাহায্যের জন্ম আসিয়াছে, তাহাদের কথা বলা যায় না—এমনি ভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন। মদমত্ত হস্তীর দল আপনি ঘট্‌ঘট্ করিয়া (জলের স্থায়) পান করিতেছেন, রণক্ষেত্রে যাহা কিছু সজ্জিত হইয়া আছে সমস্তই আপনি গ্রাস করিতেছেন। যন্ত্রাদি মারণাস্ত্র, মুদ্গর সহ পদাতিক সৈন্যদল, এ সমুদায় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে। (৩৯০) কৃতান্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটি কোটি শস্ত্র যাহাদের এক একটি বিশ্বকে গিলিয়া খাইতে পারে,—তাহাদের সকলকে আপনি গ্রাস করিতেছেন। চতুরঙ্গ সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথসমূহ, আপনার দন্ত স্পর্শ না করিয়াই (মুখবিবরে যাইতেছে); হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সন্তোষ হইতেছে? ভীষ্মের স্থায় ব্রাহ্মণ[১], সত্যে ও শৌর্য্যে যিনি নিপুণ, তাঁহাকেও দ্রোণের সহিত একসঙ্গে[২] গ্রাস করিলেন। অহো, সহস্রকিরণ সূর্য্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন, আর আমাদের (পক্ষের) সকলকেও জঞ্জালের স্থায় উড়াইয়া দিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল? ইহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বেচারী জগতের (ভাগ্য) কর্ম্মফল[৩] ডাকিয়া আনিলাম। পূর্ব্বে, অল্পবিস্তর যুক্তির সহিত, উত্তমভাবে ইহার বিভূতির কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে হইল না—আমি বারম্বার (প্রশ্ন করিয়া) মরিতে বসিলাম।[৪] অতএব ইহাই ঠিক যে (কপালের) ভোগ কিছুতেই খণ্ডান যায় না, আর, যাহা হইবেই, সেই অনুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়—লোকে আমাকেই দোষী করিবে ('আমার মাথা ভাঙ্গিবে')—ইহা কিরূপে বন্ধ করা যাইবে? পূর্ব্বে (সমুদ্রমন্থনে) অমৃত হস্তগত হইলেও দেবগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, ফলে যেমন কালকূট বিষ উঠিল; পরন্তু, তাহাও এক হিসাবে তত ভয়ানক হয় নাই ('কমই ছিল'), কারণ তাহার প্রতিকারের সম্ভব ছিল—আর ঐ সময় শম্ভু ঐ সঙ্কটে (দেবগণকে) উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন এই জলন্ত বায়ু ঘিরিয়াছে! কে এই বিষে ভরা গগনকে গ্রাস করিবে? মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি করা যায়?"§ (৪০০) এইভাবে অর্জ্জুন দুঃখে ব্যাকুল

১ একজন; ২ হায় হায়; ৩ মরণ, ৪ প্রশ্ন করিয়া বসিলাম;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"মহাকালের খলিয়ানে (প্রতিরোধ করিবার) কাহার সামর্থ্য আছে?"; "মহাকালের হাতের সহিত হাত মিলাইতে কে সমর্থ?", "মহাকালের সহিত খেলিতে কার সামর্থ্য আছে?"

হইয়া অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরন্তু, এই প্রসঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। "আমি বধকর্ত্তা ও কৌরব বধ্য" এইরূপ যে ভ্রান্তি (মোহ) অর্জ্জুনকে গ্রাস করিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য শ্রীঅনন্ত নিজস্বরূপ (বিশ্বরূপ) দেখাইয়াছেন। "অরে, কেহই কাহাকে বধ করে না, আমিই সকলের সংহারকর্ত্তা"—বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার ছলে শ্রীহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইরূপ মনোভাব পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার কম্প নিরর্থক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

তাহার পর বলিলেন—"দুই পক্ষের সৈন্যদল, গগনে মেঘপুঞ্জের ন্যায়, একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিম্বা, মহাকল্পান্তে কৃতান্ত যখন সৃষ্টির উপর রুষ্ট হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি স্বর্গই একসঙ্গে জড়াইয়া নাশ করে; অথবা, দৈব প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত বৈভব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা আপনিই ব্যর্থ হইয়া যায়; তেমনি (অস্ত্রশস্ত্রে) সজ্জিত সৈন্যদল সব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরন্তু, কেহই মুখ হইতে বাহির হইতেছে না—কর্ম্মের দুর্বার গতি দেখুন! অশোকের নবপল্লব যেমন উষ্ট্রের মুখে চর্ব্বিত হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার মুখের মধ্যে বৃথাই নাশপ্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু, মুকুটসহ মস্তকগুলি কেমন আপনার দংষ্ট্রার সাঁড়াশীর মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইতেছে—দেখা যাইতেছে। (৪১০) ঐ (মুকুটের) রত্ন কতক আপনার দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন রহিয়াছে, কতক চূর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়া আছে, কতক (চূর্ণ হইয়া) দংষ্ট্রার অগ্রভাগে মাখান রহিয়াছে। অহো, এই বিশ্বরূপ 'কাল' লোকের রক্তমাংসের শরীর[1] গ্রাস করিয়াছে, পরন্তু, দেহের মস্তকটি আলাদা একধারে রাখিয়া দিয়াছে; তেমনি, মস্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমাঙ্গ, এইজন্য ইহাই শেষ পর্য্যন্ত মহাকালের মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।" অর্জ্জুন পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হে প্রভু, জন্মগ্রহণ করিলে

১ শরীর, কল;

কি আর অন্য কোনও গতি নাই? সমস্ত জগৎ স্বতঃই এই মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে; এ সমস্ত সৃষ্টি এই মুখের দিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহাদের কবলিত করিতেছেন; ব্রহ্মাদি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য সাধারণ লোকসমূহ এধারের মুখের মধ্যে যাইতেছে; অন্য সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে কেহই এই মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি সারা জগৎ চতুর্দ্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে; প্রাণিগণ আয়ু-পথে রাত্রিদিবসের সিঁড়ি নির্ম্মাণ[১] করিয়া বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা করিতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন জলন্ত পর্ব্বতের গাত্রমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি, দেখুন, সমগ্র লোকসমূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে; (৪২০) পরন্তু, (উত্তপ্ত) লৌহের উপর জল পড়িলে যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি যত কিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে (তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে),—জানিবেন; আর তাহাদের নাম (রূপ) ব্যবহার-ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যাইতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আর এত অধিক আহার করিয়াও ইহার ক্ষুধা কমে নাই—ইহার কি অসাধারণ জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে। রোগী জ্বর হইতে উঠিলে যেমন হয়, কিম্বা, ভিখারী অকাল পড়িলে (দুর্ভিক্ষ হইলে) যেমন করে, তেমনি জিহ্বাও

১ গণনা;

আশ্চর্য্যভাবে ওষ্ঠ চাটিতেছে—দেখিতেছি ; আহারের নামে আর কিছুই এই মুখ হইতে বাঁচিল না,—এই আশ্চর্য্য ক্ষুধা কেমন অপূর্ব্ব দেখাইতেছে ! সমুদ্রই কি গণ্ডূষ করিবে, না পর্ব্বত গ্রাস করিবে, কিম্বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কি মুখের (দংষ্ট্রার) মধ্যে ফেলিয়া দিবে! সমগ্র দিক্‌সমূহ কি গিলিয়া খাইবে ? কিম্বা, নক্ষত্রগুলি কি চাটিয়া ফেলিবে ?—হে প্রভু, এমনি আপনার স্বাভাবিক লোলুপতা দেখা যাইতেছে ; ভোগে যেমন কামের বৃদ্ধি হয়, কিম্বা ইন্ধন দ্বারা অগ্নির যেমন বলবৃদ্ধি হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার মুখ আরও 'খাঁ' 'খাঁ' করিতেছে (খাইবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে) ; একটি মুখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে ইহার জিহ্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে—যেন বড়বানলের মধ্যে একটী কপিথ ফেলা হইয়াছে। এইরূপ বদনের সংখ্যা অপার, কিন্তু এত ত্রিভুবন কোথায় ? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহার্য্য না জুটে তবে এত অধিক পরিমাণে (মুখের সংখ্যা) বাড়াইলেন কেন ? দাবাগ্নি যেমন বনের মৃগগুলি ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি বেচারী লোকসমূহ আপনার বদনের জ্বালা (অগ্নি)র মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০) অহো, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে—ইহা তো দেবতা নহে, ইহা জগতের কর্ম্মফল,—(জগতের কর্ম্মফলের ন্যায় এই দেবতার আবির্ভাব),—কিম্বা যেন মহাকাল জগদ্রূপী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছে ; এখন এই অঙ্গপ্রভার ফাঁদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্ পথে বাহির হইবে ? ইহা তো আপনার বক্ত্র নয়,—ইহা জগতের পক্ষে একটি জ্বলন্ত চিতা (জতুগৃহ) সদৃশ হইয়াছে ; অগ্নি নিজের দাহিকা শক্তি দ্বারা পোড়াইবে তাহা জানে না, পরন্তু, যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে সে প্রাণে বাঁচে না ; শস্ত্র কি জানে তাহার তীক্ষ্ণতায় মৃত্যু কি করিয়া হয় ? কিম্বা বিষ যেমন নিজের মারক শক্তি জানে না ; তেমনি আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে আপনার কোনও অনুমানই নাই, পরন্তু এদিকে সারা জগৎ নষ্ট হইতে চলিল। যে প্রভু, আপনি তো সকল বিশ্বব্যাপক এক আত্মা, তবে আমাদের কালসদৃশ হইয়াছেন কেন ? তবে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ না করিয়া আপনার মনে যাহা আছে তাহা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন ; এই উগ্ররূপ আর কত বাড়াইবেন ? হে তাত, আপনার ভগবৎস্বরূপ স্মরণ করুন, নতুবা, অন্ততঃ আমার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

"হে বেদবেদ্য, হে ত্রিভুবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্দ্য, আপনি একবার আমার বিনতি শ্রবণ করুন;" এই কথা বলিয়া বীর অর্জুন তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন—"হে সর্ব্বেশ্বর, শুনুন! (৪৪০) আমি শান্তির জন্য বিশ্বরূপ ধ্যানের (স্বরূপের) কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর আপনি একেবারে ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উঠিয়াছেন; আপনি কে? এত ভীতিপ্রদ জিনিসগুলি[1] কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই বা শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনি ক্রোধে ক্রমশঃ বাড়িয়া গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষু ত্রাসদায়ক করিয়া আমাদের ভয় দেখাইতেছেন; হে দেব, আপনি কৃতান্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন? আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত বলিলেন—"আমি কে এবং কেন এইরূপ বাড়িতেছি, (আমার) হালচালই[2] বা কিরূপ, এই প্রশ্ন করিতেছ?"

শ্রীভগবানুবাচ—
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥৩২

"আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্যই বাড়িতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মুখ বিস্তার করিয়াছি।" ইহাতে অর্জুন বলিলেন—"হায় হায়, পূর্ব্বের সঙ্কটে ত্রাসিত হইয়া (ইঁহার কাছে) প্রার্থনা করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত (প্রকট) হইল।" এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া অর্জুন নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ হইবে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—"হে কিরীটি, পরন্তু, আর একটি কথা আছে; তাহা এই যে তুমি পাণ্ডব এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে"—ইহা শুনিয়া ধনুর্দ্ধর

[1] ভয়ানক মুখ সমূহ;
[2] উগ্রতার সহিত কেন এরূপ বাড়িতেছি;

অর্জ্জুন মরিতে মরিতে প্রাণে বাঁচিলেন ; তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়াছিলেন, এখন পুনরায় সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। (৪৫০) তখন, ভগবান বলিতে লাগিলেন—"হে অর্জ্জুন, তুমি আমারি জানিবে—অন্ত সমস্ত বিশ্ব আমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তেমনি আমার মুখের মধ্যে সারা জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ, পরন্তু, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে এই যে সৈন্যদল উপরে উপরে, আস্ফালন করিতেছে[১] ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ; ইহারা সব একত্রে জমায়েত হইয়া আপনাদের শৌর্য্য ও পরাক্রমের অহঙ্কারে ফুলিতেছে এবং নিজেদের সৈন্যদলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিতেছে।[২] বলিতেছে—'সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া মৃত্যুকে বধ করিব,[৩] আর এখন এই জগতকে এক গণ্ডূষে পান করিব ; সমগ্র পৃথিবীকে গিলিয়া খাইব, আকাশকে উপরেই জ্বালাইয়া দিব, বায়ুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব।' এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ। ইহাদের বচন অস্ত্র হইতেও তীক্ষ্ণ, ইহারা অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিকা শক্তিবিশিষ্ট দেখাইতেছে, মারকত্ব হিসাবে ইহারা কালকূট বিষকেও মধুর বলাইয়াছে ; এই বীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, শূন্যগর্ভ বন্যার ন্যায়, কিম্বা চন্দ্রের প্রতিবিম্বসদৃশ ;§ যেন মৃগজলের বন্যা আসিয়াছে,—ইহারা তো সৈন্যদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয়ারী সাপ, যেন প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী সুসজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী দাঁড়াইয়া আছে। (৪৬০)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

বাস্তবিকপক্ষে, যে শক্তিধারায় উঁহারা চালিত হইতেছে, সে সমস্ত আমি পূর্ব্বেই হরণ (গ্রাস) করিয়াছি, এখন কুম্ভকার-নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায়

১ স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহাদের গজসমূহেরও প্রশংসা করিতেছে ,

৩ ধরিব ,

§ প্রথম তিন চরণের পাঠান্তর—"ইহারা যেন গন্ধর্ব্বনগরের সৃষ্টি, শূন্যগর্ভ পিণ্ড, অথবা চিত্রে অঙ্কিত ফল", "ফল"-এর স্থলে "পুত্তলিকা" এই পাঠও আছে ;

ইহারা নির্জ্জীব হইয়া আছে। যে সূত্র চালনা করে তাহা ছিঁড়িয়া গেলে যেমন ঐ (রজ্জুচালিত) মঞ্চের উপরিস্থিত কাষ্ঠপুত্তলিকা যে কেহ ঠেলা মারিলেই উল্‌টাইয়া পড়ে ; তেমনি, এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে না, অতএব, এখন শীঘ্র সচেতন হইয়া উঠ। তুমি গোহরণের সময় একবার (কৌরব সৈন্যদের উপর) মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে এবং ('বীরেরবাপ') মহাভীরু (বিরাটপুত্র) উত্তরের দ্বারা শত্রুর বস্ত্র হরণ করাইয়াছিলে ; এখন সেই সৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পূর্ব্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছে[১]—(ইহাদের সংহার কর) এবং 'একাই শত্রু জয় করিয়াছ' এই যশের অধিকারী হও ; আর শুধু শুষ্ক যশঃই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইবে, হে সব্যসাচি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

দ্রোণকে গ্রাহ্য করিও না, ভীষ্মকে ভয় করিও না, 'কর্ণের উপর কি করিয়া শস্ত্র চালনা করিব' তাহাও ভাবিও না ; 'জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব' তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিও না,—অন্যান্য যে সব সুপ্রসিদ্ধ বীর আছে ; তাহাদের সব এক একটিকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের ন্যায় মনে করিবে—যাহাদের ভিজা হাতেই পুছিয়া ফেলা যায়। হে পাণ্ডব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত সৈন্যদল কিরূপ ? ইহারা সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্ব্বেই (মুখের মধ্যে) আকর্ষণ[২] করিয়াছি। (৪৭০) যখনই তুমি ইহাদের আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে ; এখন ইহারা শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িয়া আছে। অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের মারিয়াছি, তাহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোকসংকটে পড়িও না। স্বয়ং লক্ষ্য (নিশানা) খাড়া করিয়া যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছলে (বাণ দ্বারা) বিদ্ধ করা হয়, তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্রই। যে সব অমঙ্গল প্রকট হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া গিয়াছে (শেষ হইয়াছে), এখন সংগৃহীত (অর্জ্জিত) রাজ্যের সহিত যশ উপভোগ কর। 'আত্মীয়গণ যখন[৩] অহঙ্কারে

১ পূর্ব্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, ২ গ্রাস,
৩ স্বভাবতঃ ;

স্ফীত (উন্মত্ত) হইয়া জগতে পরাক্রমে দুর্ম্মদ হইয়া উঠিয়াছিল—তখন সেই শৌর্য্যশালী রিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি', হে কিরীটি, এই কথা বিশ্বের বাণীরূপ পটের উপর লিখিয়া রাখিয়া বিজয়ী হও।"

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

জ্ঞানদেব বলিতেছেন—এইভাবে পূর্ণমনোরথ[১] সঞ্জয় কৌরবনাথ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিলেন; স্বর্গলোক হইতে গঙ্গার প্রবাহ বাহির হইয়া যেমন প্রচণ্ড খল্‌খল্‌ শব্দ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরু গম্ভীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন; অথবা, মহামেঘসমূহ যেমন একসঙ্গে গর্জ্জন করিতে থাকে, কিম্বা, ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মন্থনে গুম্‌গুম্‌ শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল; ঐ প্রকার গম্ভীর মহানাদের সহিত যখন বিশ্বের মূল (আদি-কারণ), অনন্তরূপ, অগাধ শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিলেন; (৪৮০) অর্জ্জুন তাহার সামান্যই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার সুখ কি ভয় দ্বিগুণ হইল তাহা বলিতে পারি না—পরন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সঙ্কুচিতভাবে[২] কিঞ্চিৎ নত হইয়া, করজোড় করিয়া বারম্বার তাঁহার ললাট শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন; তখন, কিছু বলিতে গেলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল—ইহা সুখ কি ভয় তাহা আপনারাই বিচার করুন; পরন্তু, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল,—ইহা আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই বুঝিয়াছি; তখন এইভাবে ভীত হইয়া পুনরায় চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, আপনি এই কথা বলিলেন—

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

১ অপূর্ণমনোরথ ধৃতরাষ্ট্রকে ;

২ আন্তরিক নম্রতায় , সকরুণভাবে ,

যে, 'হে অর্জ্জুন, আমিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রাস করা আমার খেলা'—আপনার এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়া মানিয়াছি ; পরন্তু, হে প্রভু, আপনি কাল হইয়া আজ স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার) করিতেছেন- ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছেনা (বিচারযোগ্য নহে)। অঙ্গের তারুণ্য সরাইয়া কি করিয়া বৃদ্ধাবস্থা আনা যায় ? এইজন্য, আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন তাহা প্রায় অসম্ভব ('কিছুতেই করা যায় না')। হে অনন্ত, দিবসের চারিপ্রহর পূর্ণ না হইতেই সূর্য্য মধ্যাহ্নের সময় অস্ত যায় না।[১] দেখুন, আপনি যে অখণ্ডিত কাল, তাহার তিন স্থিতি আছে, আর সে তিনটিই নিজ নিজ সময়ে 'সবল' (প্রবল, সমর্থ)। (৪৯০) যখন 'উৎপত্তি' হয়, তখন 'স্থিতি' ও 'প্রলয়' লুপ্ত হইয়া থাকে, আর 'স্থিতি'র সময় 'উৎপত্তি' ও 'প্রলয়'কে দেখা যায় না ; আর পরে প্রলয়ের সময় 'উৎপত্তি' ও 'স্থিতি' লুপ্ত হয়,—এই অনাদি রীতির কোনও কারণেই ব্যতিক্রম হয় না। অতএব, সম্প্রতি জগতে পূর্ণ ভোগের স্থিতি চলিতেছে,—এখন যে আপনি ইহাকে গ্রাস করিতেছেন—ইহা আমার মনে লাগিতেছে না"। তখন ভগবান সঙ্কেতে বলিলেন—"এদুটি[২] সৈন্যদলেরই পোষণকার্য্য শেষ হইয়াছে (আয়ু ফুরাইয়াছে),—তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম—অন্য লোকের মরণ যথাকালেই হইবে—জানিবে।" শ্রীঅনন্ত সঙ্কেতে এই কথা বলিতেই অর্জ্জুন (পুনরায়) সমস্ত বিশ্বের পূর্ব্ববৎ স্থিতি দেখিলেন ; তখন অর্জ্জুন বলিলেন— "হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার সূত্রধার,—এই জগৎ পুনরায় পূর্ব্ব-স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; পরন্তু, হে শ্রীহরি, আপনি দুঃখসাগরে পড়িলে যেমন ভাবে উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীর্ত্তি আমি স্মরণ করিতেছি, আপনার এই কীর্ত্তি বারম্বার স্মরণ করিয়া আমি মহাসুখের উৎসব (আনন্দ) উপভোগ করিতেছি, এবং হর্ষামৃততরঙ্গের উপর গড়াইতেছি। হে দেব, জীবিত থাকিবার জন্য এই জগৎ আপনার প্রতি অনুরাগ পোষণ করে, আর দুষ্ট লোকগণ অধিকাধিক নাশ প্রাপ্ত হয় ; হে হৃষীকেশ, ত্রিভুবনের রাক্ষসগণের আপনি মহাভয়স্বরূপ, এইজন্য তাহারা দিগন্তেরও ওধারে পলায়ন করিতেছে ; (৫০০) এতদ্ভিন্ন অন্য সুর সিদ্ধ কিন্নরগণ, এমন কি সারা চরাচর আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে।

১ কি সূর্য্য অস্ত যায় ? ২ এই ;

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥ ৩৭

হে নারায়ণ, রাক্ষসগণ আপনার চরণে প্রণত না হইয়া পলায়ন করিল —ইহার কারণ কি ? আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন করিতেছি,—ইহা তো আমাদের জানাই আছে, সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে ? আপনি স্বপ্রকাশের আগার (উৎপত্তিস্থান), আজ আপনাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য, অন্য সব জঞ্জাল[১] সহজে দূর হইয়াছে। হে শ্রীরাম, এতদিন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গম্ভীর (গভীর, অগাধ) মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি। যাহা হইতে নানা সৃষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রসার হয়, সেই (বিশ্ববীজ) মহদ্ব্রহ্ম[২] আপনার ইচ্ছা (মহাসঙ্কল্প) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব, আপনি অপার ও অনন্তগুণসম্পন্ন, আপনি নিঃসীম, ও সদা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, আপনি নিঃসীম সাম্যের অখণ্ডিত অবস্থা, আপনি[৩] দেবাদিদেব ; প্রভু, আপনি ত্রিভুবনের জীবন (স্নেহাংশ), অক্ষর (অব্যয়), সদাশিব, (নিত্যমঙ্গলস্বরূপ)—হে দেব, আপনিই সৎ ও অসৎ, তাহার অতীত যে বস্তু তাহাও আপনি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ, মহত্তত্ত্বের সীমা, স্বয়ংসিদ্ধ, পুরাতন, অনাদি ; আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎকালের জ্ঞান কেবল আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১০) হে ভেদরহিত প্রভু, শ্রুতির নেত্রে যে স্বরূপসুখ অনুভূত হয় তাহা আপনিই, ত্রিভুবনের আধারের আপনিই আধার ; এইজন্যই, আপনাকে পরম মহাধাম বলে, কল্পান্তে মহদ্ব্রহ্ম আপনার মধ্যেই প্রবেশ করে। অধিক আর কি বলিব ? হে দেব, আপনিই সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া আছেন, অনন্তরূপ আপনার বর্ণনা কে করিতে পারে ?

---

১ এইসব ; নিশাচররূপ জঞ্জাল, ২ ব্রহ্মা ; ৩ আপনিই চারিপ্রকার বাণী ;

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

প্রভু, আপনি কোন এক বস্তু নন, এবং কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে অনন্ত, আপনিই বায়ু, আপনিই নিয়ন্তা যম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিও আপনি। আপনি বরুণ, সোম, স্রষ্টা ব্রহ্মাও আপনি, পিতামহেরও পরম আদিজনকও আপনি। আর অন্য যে সব আকার বা নিরাকার রূপ আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব রূপকেও প্রণাম করিতেছি।" এইভাবে পাণ্ডুসুত অর্জ্জুন সানুরাগচিত্তে স্তুতি করিয়া পুনরায় কহিলেন—"প্রভো, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার।" তাহার পর ঐ শ্রীমূর্ত্তির আদ্যন্ত (মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত) দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—"প্রভো, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার।" এই চরাচর বিশ্বের সমস্ত প্রাণিগণকে অখণ্ডিতভাবে ঐ মূর্ত্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—"প্রভো, নমো, নমস্তে।" (৫২০) এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চর্য্য হইতেছি। অর্জ্জুন দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, নমো, নমস্তে।" অন্য কোনও স্তুতিও স্মরণে আসিল না, নিশ্চুপ হইয়াও থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—তাহাও জানিতে পারিলেন না। কিং বহুনা, এইভাবে সহস্রবার প্রণাম করিলেন, এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি; দেবতার সম্মুখ পশ্চাদ্‌ভাগ[১] আছে কি নাই তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? তথাপি, হে স্বামিন্, আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি। হে দেব, আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্য আপনার সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাত্মক রূপকে নমস্কার করিতেছি। হে অনন্তবলপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রম, আপনি সর্ব্বকালে সমান, আপনি সর্ব্বদেশব্যাপক—আপনাকে নমস্কার।

১ পশ্চাৎভাগ;

সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্ব্ব-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। কিং বহুনা, এই সারা বিশ্বই কেবল আপনার শুদ্ধস্বরূপ—ক্ষীরসমুদ্রে যেমন শুধু দুগ্ধের তরঙ্গ। অতএব, হে দেব, আপনি সর্ব্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন,—ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস, আপনিই সর্ব্বস্বরূপ।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

পরন্তু, হে স্বামিন, আপনাকে এইভাবে আমি কখনও জানিতাম না, তাই আপনার সহিত আত্মীয়সম্বন্ধীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। অহো, ঘোর অন্যায় হইয়াছে, অমৃত দ্বারা আমি (আঙ্গিনা) সম্মার্জ্জন করিয়াছি, কামধেনুর বদলে বৃষভ (ষাঁড়) লইয়াছি; পরশমণি পাইয়াছিলাম, তাহা না চিনিতে পারিয়া তাহা দ্বারা গৃহের ভিত্তি তৈয়ারী করিয়াছি, কল্পতরু দ্বারা ক্ষেতের বেড়া দিয়াছি; চিন্তামণির খনি দেখিয়া তাহা চিনিতে না পারিয়া অনাদর করিলে যেমন হয় তেমনি আপনার সান্নিধ্যের সুযোগ আত্মীয়তার জন্য হেলায় হারাইয়াছি। আজিকার (সাম্প্রতিক) প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি? এবং ইহার (মূল্য) গুরুত্ব কতটুকু? হে পরব্রহ্ম, ইহাতে আমি আপনাকে সারথি করিয়াছি; হে কৃপাসাগর, কৌরবের ঘরে মধ্যস্থতা করিতে আপনাকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম; হে জাগ্রত ঈশ্বর, এইভাবে আমাদের সুবিধার জন্য আপনাকে হেয় (বিক্রয়) করিয়াছি; আপনি যোগিগণের সমাধিসুখস্বরূপ, আমি মূর্খ, তাই তাহা জানিতে পারি নাই, হে দেব, আপনার সম্মুখে বিরোধ করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

আপনি এই বিশ্বের আদিকারণ, আপনি সভামধ্যে বসিলেই§ সেখানে আপনাকে পূর্ব্বে আত্মীয়তাসুলভ কত পরিহাসবাক্য বলিয়াছি; কদাচিৎ

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"আপনি ইহার পূর্ব্বে যখন হাত-পা মুড়িয়া বসিতেন।"; "আপনি এই বিশ্বের অনাদি আদিকারণ, আপনি সভামধ্যে বসিলে";

আপনার প্রাসাদে গেলে আপনার নিকট যথাযোগ্য সম্মানলাভ করিয়াছি, আর সম্মানিত না হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শার্ঙ্গপাণি, আমি অন্য অনেক কার্য্য করিয়াছি যাহার জন্য চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আত্মীয়সুলভ স্নেহবশে আমি উল্‌টা বুঝিয়াছি, এইভাবে, হে বৈকুণ্ঠ, আমি কি ভুলই করিয়াছি! (৫৪০) হে দেব, আমি আপনার সহিত দাণ্ডাগুলি খেলিয়াছি, নিরন্তর মল্লক্রীড়া করিয়াছি, এইভাবে পাশা খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি, উত্তম বস্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া বসিয়াছি, আর আপনাকে উপদেশ দিয়াছি ('বুদ্ধির কথা বলিয়াছি'),—তেমনিই কখনও বলিয়াছি 'আমি তোমার কে?' এমন অপরাধ করিয়াছি যে ত্রিভুবনেও তাহার স্থান হইবে না, পরন্তু, হে প্রভু, আমি না জানিয়া করিয়াছি, ইহা আপনার পায়ে স্বীকার করিতেছি; হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্নেহের সহিত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, পরন্তু, দেখুন, আমি নির্লজ্জভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি; হে দেব, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে (বিলাসগৃহে) খেলা করিয়াছি, এবং শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে একশয্যায় শয়ন করিয়াছি; আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিয়াছি, আপনাকে (সাধারণ) যাদব বলিয়া মানিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার সময় আপনার শপথ দিয়াছি; আপনার সঙ্গে একাসনে বসা, কিম্বা আপনার কথা না মানা,—ইহা প্রীতির আধিক্যে বহুবার ঘটিয়াছে। অতএব, হে অনন্ত, এখন আর কত কী নিবেদন করিব,—আমি সমস্ত অপরাধের রাশিস্বরূপ হইয়াছি। এইজন্য, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহা কিছু ভদ্রাভদ্র আচরণ করিয়াছি[১] তাহা, হে প্রভু, আপনি মাতার ন্যায় উদরে ধারণ করিয়া ক্ষমা করুন। হে প্রভু, নদী কোনও সময়ে কর্দ্দমময় জল লইয়া আসিলে সমুদ্র তাহা গ্রহণ করিবে কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০) তেমনি, আমি প্রণয়ে বা প্রমাদবশতঃ যাহা কিছু আপনার বিরুদ্ধে বলিয়াছি, হে মুকুন্দ, আপনি তাহা সহ্য (ক্ষমা) করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্যই ক্ষমা (পৃথ্বী) এই ভূতগ্রামের আধার হইয়া আছে, সুতরাং হে পুরুষোত্তম, আমি আর কি

১ যে বহু অপরাধ করিয়াছি;

বলিব? তথাপি, হে অপ্রমেয়, আমি এখন আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা যথার্থ ভাবে জানিয়াছি, হে দেব, আপনিই চরাচরের জন্মস্থান; হে দেব, আপনি হরিহরাদি দেবতার পরমদেবতা, বেদকেও শিক্ষা দিবার আপনি আদিগুরু; হে শ্রীরাম, আপনি গম্ভীর (সুগভীর), আপনি সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণ-সমৃদ্ধ, অপ্রতিম,[১] অদ্বিতীয়। আপনার সমান কিছুই নাই—ইহা কি করিয়া প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া আছেন, [২]যাহা জগৎকে ধরিয়া আছে[৩]। আপনার সমান দ্বিতীয় কোনও বস্তু আছে ইহা বলিতেও লজ্জা হয়—আপনা হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়া হয়? অতএব, ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয় (এক), আপনার সমান কিম্বা আপনার বড় কেহই নাই, আপনার মহিমা সুন্দর (অলৌকিক),—ইহা বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ।"

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪

এইভাবে বলিয়া অর্জ্জুন পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেন; (৫৬০) সগদ্‌গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধসমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের সুহৃৎ—ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই,—আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, আপনার কাছে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছি। আপনি স্তুতির যোগ্য (স্তবনীয়) পরন্তু সভায় স্নেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা আমি ক্ষুব্ধ হইয়া নিঃশব্দে শুনিয়াছি। এইভাবে, হে মুকুন্দ, আমার অপরাধের সীমা নাই;—অতএব এখন কৃপা করিয়া এই অপরাধ (প্রমাদ) হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রভু, এইভাবে বিনতি করিবার

১ সকলগুণের; ২-৩ শপথপূর্ব্বক বলিতেছি;

(ক্ষমা প্রার্থনা করিবার)ও যোগ্যতা আমার অঙ্গে নাই, পরন্তু, পুত্র যেমন প্রেমসহকারে পিতার সহিত কথা বলে ; + অথবা, প্রাণের প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে, অন্তরের অনুভূত (অভিজ্ঞতালব্ধ) সঙ্কটের কথা নিবেদন করিতে যেমন কোনও সঙ্কোচ হয় না ; কিম্বা, যে দেহ, প্রাণের সহিত আপনার সর্বস্ব নিজপতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, আপনার পতির সহিত মিলন হইলে যেমন সে হৃদয় উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না ; তেমনি ভাবে, হে স্বামিন্, আমি আপনাকে বিনতি করিয়াছি,—পরন্তু, এই কথা বলিবার ইহা ভিন্ন অন্য একটি কারণও আছে।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে আমি বিশ্বরূপদর্শনের যে আবদার করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাপিতার ন্যায় স্নেহভরে পূর্ণ করিয়াছেন। গৃহের অঙ্গনে কল্পতরুর ঝাড় লাগাইয়া দিন, খেলিবার জন্য কামধেনুর বৎস আনিয়া দিন ; (৫৭০) আমার পাশা খেলার জন্য নক্ষত্রগুলি পাড়িয়া দিন, বল খেলিবার জন্য আমার চাঁদকে চাই,—এইরূপ সমস্ত আবদার আপনি মাতার ন্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। যে অমৃতের কণার জন্য এত কষ্ট করিতে হয়, চারি মাস ধরিয়া তাহা বর্ষণ করিয়াছেন,— পৃথিবী চাষ করিয়া তৈয়ারী ভূমিতে§ চিন্তামণিরূপ বীজ বপন করিয়াছেন। হে স্বামিন্, এইভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আমার বহু বালসুলভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আপনার যে স্বরূপের কথা শঙ্কর বা ব্রহ্মা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে দেখাইয়াছেন। আমাকে দেখাইবার কথা দূরে থাকুক[১]—উপনিষদও যাহার সাক্ষাৎ পায় নাই—সেই গূঢ় মর্ম্মগ্রন্থিও আপনি আমার জন্য খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হে প্রভু,

---

+ এই স্থানে পাঠান্তরে অন্য দুটি ওবী আছে—"পুত্রের অপরাধ অগাধ হইলেও যেমন পিতা তাহা নির্ব্বিচারে সহ্য করে, তেমনি আপনিও সহ্য করুন ;" "সখার ঔদ্ধত্য সখা যেমন শান্তভাবে সহ্য করে, তেমনি, হে প্রভু, আপনি সমস্ত সহ্য করুন ;"

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"পৃথিবীকে চাষ করিয়া সেই কর্ষিত জমিতে ;"

১ দেখাইবার কথা থাকুক ;

কল্পারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে ; সেই সমস্ত জন্মের অভ্যন্তরে যদি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখা যায়, তবে এইরূপ দেখিবার বা শুনিবার কথা পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কখনই ইহার (এই স্বরূপের) অঙ্গনে পৌঁছাইতে পারে না, অন্তঃকরণ ইহার কল্পনাও করিতে পারে না ('ইহার শব্দও শুনিতে পায় না'); তাহা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহা অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুত। হে প্রভু, সেই বিশ্বরূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন,—হে দেব, তাহাতে আমার মন হৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু, এখন এই ইচ্ছা অন্তঃকরণে হইয়াছে যে আপনার সহিত আলাপ করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ করিব। (৫৮০) তবে এই বিশ্বরূপের[১] সহিত কি করা যায়? কোন্ মুখের সহিতই বা কথা বলিব? আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার রূপের অন্ত নাই (অসংখ্য রূপ)। অতএব, বায়ুর সঙ্গে দৌড়ান বা গগনকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব,—সমুদ্রের সহিত কি করিয়া জলকেলি করা যায়? এইজন্য, হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয় হইতেছে, এখন ইহা সম্বরণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। সমস্ত চরাচর কৌতুকে দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা যায়, তেমনি আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক। আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস করিয়া এই রূপেরই অনুভূতি প্রাপ্ত হই, সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই স্বরূপেরই সিদ্ধান্ত হয়। আমি সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই জন্য সকল তীর্থে ভ্রমণ। অন্য যাহা কিছু দানপুণ্যকর্ম্ম করা যায়, তাহার ফলও আপনার এই চতুর্ভুজরূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভু, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম—এইজন্য ইহাই দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছি,[২] এখন শীঘ্র এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। হে জীবের মর্ম্মজ্ঞ, সকল বিশ্বের আশ্রয় (জগন্নিবাস), পূজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

১ এই রূপের ; ২ ইহা দেখা কঠিন মনে হইতেছে,

(আপনার অঙ্গকান্তি) কেমন নীলোৎপলকেও রাঙ্গায়, আকাশে রং ঢালিয়া দেয়, ইন্দ্রনীলমণির তেজের দীপ্তি প্রকাশ করে। (৫৯০) (মনে হয়) যেন পঞ্চরত্ন সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে; কিম্বা আনন্দের দুটি হস্ত বাহির হইয়াছে—এমনি ভাবে যেন (মকরধ্বজ) মদনের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে; যাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভা শৃঙ্গারকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে। আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনুর সীমার মধ্যে যেমন মেঘ (রঞ্জিত) দেখা যায়, তেমনি, হে শার্ঙ্গপাণি, বৈজয়ন্তীমালা আপনার অঙ্গ আবরণ করিয়া আছে। আপনার উদার গদা কেমন অসুরগণকেও কৈবল্যের প্রাচুর্য্য প্রদান করে, হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কেমন সৌম্য। অধিক কি বলিব? হে স্বামিন্, আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব, আপনি শীঘ্র সেই রূপ গ্রহণ করুন। বিশ্বরূপদর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে, এখন কৃষ্ণমূর্ত্তির জন্য তৃষিত হইয়াছে। আমার চক্ষু সাকার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে চায় না, আর তাহা না দেখিলে, এই বিশ্বরূপকে কম (তুচ্ছ) মনে করে। আমাদের ভোগ মোক্ষ দিবার জন্য আপনার শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই (রুদ্র) মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া তেমনি সাকার মূর্ত্তি ধারণ করুন।"

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অর্জ্জুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় হইল এবং তিনি বলিলেন—"এরূপ অবিবেচক কাহাকেও তো দেখি নাই। তুমি কি (অলৌকিক) বস্তু লাভ করিয়াছ,—তাহাতে তোমার সন্তোষ হইল না, তুমি ভীত হইয়া অনমনীয়, একগুঁয়ে ব্যক্তির ন্যায় কেন কথা বলিতেছ? (৬০০) আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে (ভক্তকে) নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত সবকিছু প্রদান করি,—নতুবা অন্তরের গূঢ় রহস্য কাহাকে বলা যায় (মন কাহাকে দেওয়া যায়)? আজ আমি তোমারি ইচ্ছায় অন্তঃকরণের সমস্ত গূঢ় রহস্য একত্র করিয়া[1] এইরূপ ধ্যান

১ সাজাইয়া, তৈয়ারী করিয়া;

রচনা করিয়াছি (বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছি); তোমার এমনি প্রেম আমার এতখানি প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছে যে[১] আমার পরম গুহ্য রহস্যের বিজয়-নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছি); দেখ, ইহাই আমার অপার, পরাৎপর স্বরূপ, যাহা হইতে কৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই জ্ঞানতেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্মক, অনন্ত, অটল, আদিকারণ। হে অর্জ্জুন, ইহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই,[২] কারণ ইহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

এই স্বরূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ মৌনাবলম্বন করিয়াছে, যজ্ঞ (যজ্ঞকর্ত্তা) যথার্থই স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; সাধকগণ আয়াসসাধ্য দেখিয়া যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) করিয়াছে, আর, (শাস্ত্র) অধ্যয়নেও ইহা সুলভ নহে, (অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই)।+ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৎকর্ম্ম স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে; এবং স্বর্গ দেখিতে পারে;§ আর যাহা দেখিলে তপ-সাধনা স্তব্ধ হইয়া উগ্রতা ত্যাগ করে—এইরূপ সাধনা দ্বারা যাহা সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ;[৩] (৬১০) সেই বিশ্বরূপ তুমি অনায়াসে দেখিযাছ,—ইহা মনুষ্যলোকে কেহই দেখিতে পারে না (প্রাপ্ত হয় না); জগতে আজ তুমিই একা এই ধ্যানসম্পত্তিসমৃদ্ধ,—এই পরম ভাগ্য, দেখ, বিরিঞ্চিরও হয় নাই।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

১ প্রসন্নতাকে পাগল করিয়াছে, যাহাতে; ২ নিশ্চিতভাবে পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই;

+ এ স্থলে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়:—"আর দান, সে তো দীন,—স্বপ্নেও ইহা প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যক্ষ এই রূপ কিরূপে দেখিবে?"

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর:—"তপস্যা এই রূপের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া;"

৩ অনেক দূরে।

এইজন্য, বিশ্বরূপ (দর্শনের) জন্য আপনাকে ধন্য মনে কর, ইহা দেখিয়া কদাচ ভয় পাইও না, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উত্তম বস্তু আছে ইহা মনেও স্থান দিও না। অমৃতে পূর্ণ সমুদ্র অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয়া যাইবার ভয়ে তাহা ত্যাগ করে? অথবা, সোনার পর্ব্বত এত বড় যে (ইহার দ্বারা) কি করা যায় বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) করে? দৈবযোগে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গে ধারণ করিলে তাহা বোঝা হইবে বলিয়া কি কেহ ত্যাগ করে? কামধেনুকে পালন করা যাইবে না বলিয়া কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়? ঘরের মধ্যে চন্দ্রমা আসিলে কি কেহ বলে 'বাহির হইয়া যাও, তুমি উষ্ণতা আনিতেছ'? কিম্বা সূর্যকে বলে 'ওধারে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া পড়িতেছে'? তেমনি, এই মহাতেজরূপ ঐশ্বর্য্য তুমি দেখিয়াছ, পরন্তু তুমি বৃথাই বিচলিত হইতেছ কেন? হে ধনঞ্জয়, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্ব্বোধ (গ্রাম্য) তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়া তুমি ছায়াকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন? যাহা আমার সত্য স্বরূপ তাহা দেখিয়া মনে ভীত হইয়া ভাবিতেছ ইহা আমার যথার্থ রূপ নহে; কৃত্রিম মূর্ত্তিকে প্রেম করিয়া দেখিতে চাহিতেছ। (৬২০) হে পার্থ, এখন হইতে এই স্থিতি (চতুর্ভুজের প্রতি প্রীতি) পরিত্যাগ কর,† এবং এই বিষয়ে (বিশ্বরূপের প্রতি) আস্থা হারাইও না[১]: ঘোর (ভয়ঙ্কর) বিশাল ও বিকৃত রূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর ('ইহাকেই কৃতনিশ্চয়ের গৃহ কর')। কৃপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া, শুধু জৈবিক দেহের ব্যাপারগুলি করিয়া যায়; কিম্বা, নিজ কোটরের মধ্যে, অজাতপক্ষ শাবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়া পক্ষিণী যেমন আকাশে উড়িয়া যায়; অথবা, গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়া বেড়ায়, পরন্তু তাহার চিত্ত ঘরে বৎসের উপর লাগিয়া থাকে, তেমনি, হে পার্থ, তুমি এই বিশ্বরূপের উপর আপন প্রেম নিবদ্ধ কর। আর বাহ্য সখ্যসুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য আনন্দিত-চিত্তে এই চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান কর। পরন্তু, হে পাণ্ডব, বারম্বার বলিতেছি, আমার একটি কথা বিস্মৃত হইও না;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তরে—"এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া", "এই আস্থা ত্যাগ করিয়া"

১ এই বিষয়ে (চতুর্ভুজ রূপের প্রতি) আস্থা করিও না;

এই বিশ্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনই হারাইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই বলিয়া তোমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ কর এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র করিয়া ইহাকেই (বিশ্বরূপকে) দাও। অনন্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—এখন তোমার ইচ্ছানুসারেই করিতেছি, পূর্ব্বের রূপই তোমাকে দেখাইতেছি[১]—সুখে দর্শন কর।"

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

এই কথা বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্ব্বের মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন—কি আশ্চর্য্য তাঁহার প্রেম দেখুন। (৬৩০) শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্যস্বরূপ—বিশ্বরূপের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্জ্জুনের হস্তে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের তাহা ভাল লাগিল না। ক্ষুদ্র ঘোড়া হস্তীকে বাধা দিলে যেমন হয়, § অথবা ভাল রত্নের দোষ ধরিলে, বা কন্যা দেখিতে গিয়া 'মনে ধরিল না' (পছন্দ হইল না) বলিলে যেমন হয় (অর্জ্জুনেরও তেমনি হইল); বিশ্বরূপের এই প্রকার দশা করিলেও (অর্জ্জুনের উপর) তাঁহার প্রেম কেমন বাড়িয়া গেল,—ভগবান কিরীটীকে সর্ব্বোত্তম উপদেশ দিলেন। স্বর্ণখণ্ড ভাঙ্গিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার গড়াইয়া যদি তাহা মনে ভাল না লাগে তবে যেমন পুনরায় গলাইয়া ফেলা যায়; তেমনি, শিষ্যের প্রত্যয়ের জন্য[২] কৃষ্ণত্ব ঘুচাইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন—তাহা যখন মনোমত হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণরূপ হইলেন। এইপ্রকার শিষ্যের বিরক্তিকর আবদার সহনশীল গুরু আর কোন্ দেশে আছে? পরন্তু, সঞ্জয় কহিলেন—"এ কেমন প্রেম, জানি না।" বিশ্ব ব্যাপিয়া চতুর্দ্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান যে কৃষ্ণরূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সম্বরণ করিলেন। 'ত্বম্'পদ (সমগ্র জীবদশা) যেমন 'তৎ' পদে (ব্রহ্মস্বরূপে) লীন হয়, অথবা, বৃক্ষের

১ পূর্ব্বের রূপ সুখে দর্শন কর,

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"বায়ু কি হস্তীকে বাধা দিতে পারে?" "বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাহা ফেলিয়া দিলে যেমন হয়",

২ প্রীতির জন্য;

রূপ যেমন বীজকণিকায় সমাহিত হয়; অথবা, জাগ্রত জীবদশা যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থা গিলিয়া খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যোগ সম্বরণ করিলেন। (সূর্য্যের) প্রভা যেমন বিম্বে লীন হয়, কিম্বা, মেঘপুঞ্জ যেমন আকাশে মিলাইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হয়; (৬৪০) অহো, কৃষ্ণাকৃতি হইতে যে বিশ্বরূপের ভাঁজ করা বস্ত্র[১] তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা অর্জ্জুনের প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। (বস্ত্রের) পরিমাণ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি উত্তম দেখিয়া গ্রাহকের (অর্জ্জুনের) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্য অধিকাধিক দেখাইলেন।§ এই-ভাবে যে বিশ্বরূপ বিস্তৃত হইয়া বহুরূপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল (ব্যাপিয়াছিল), তাহা মনোহর, সৌম্য আকার ধারণ করিল। অধিক কি বলা যায়? শ্রীঅনন্ত পুনরায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত-হইলে যেমন (স্বপ্নের অবসান) হয়, তেমনি কিরীটীর বিস্ময় হইল। অথবা, গুরুর কৃপা হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চজাত বস্তুর অস্ত হয়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হয়, শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া পাণ্ডবেরও তেমনি হইল। অর্জ্জুনের চিত্তে তখন এই ভাব হইল যে বিশ্বরূপের যবনিকা, যাহা শ্রীমূর্ত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছে—ইহা ভালই হইল। কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিম্বা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া আসিলাম, অথবা যেন আপন বাহুর সামর্থ্যেই সপ্তসিন্ধু পার হইলাম; বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখিয়া পাণ্ডুসুত অর্জ্জুনের চিত্তে এমনি অপার সন্তোষ হইল। সূর্য্য অস্ত যাইবার পর যেমন গগনে তারার উদয় হয়, তেমনি নয়নে[২] উভয় পক্ষের দুইটি সৈন্যদলকে দেখিতে লাগিলেন। (৬৫০) তখন কুরুক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হইল, এবং দেখিলেন দুই পক্ষে সমবেত স্বগোত্র যোদ্ধাগণ সৈন্যনিচয়ের উপর অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতেছে। সেই বাণের মণ্ডপের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, —লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ তেমনি রথাগ্রে উপবিষ্ট, এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান।

---

১ বিশ্বরূপের বস্ত্রের ভাঁজ,

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"…(উত্তম হইলেও) গ্রাহকের পছন্দ হইল না, সুতরাং পুনরায় ভাঁজ করিয়া রাখিলেন।"

২ পৃথিবীর উপর;

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

তখন, বীরবিলাস[1] অর্জ্জুন যাহা চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন,—"প্রভু, এখন মন শুদ্ধ হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত মন দেশ ছাড়া হইয়াছিল; ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের স্বাভাবিক গুণধর্ম্ম[2] ভুলিয়াছিল, বাক্ প্রাণহীন (হইয়া মৌন) হইয়াছিল,—এইভাবে এই শরীরগ্রাম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; ইহারা সব পুনরায় জীবিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম।" এইভাবে তাঁহার অন্তঃকরণে সুখানুভব হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আমি আপনার মনুষ্যরূপ দেখিলাম। হে ভগবান্, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন—ইহা যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্য মাতৃস্তন্য পান করাইলেন। হে প্রভু, আমি বিশ্বরূপের সমুদ্রে হস্তদ্বারা তরঙ্গ মাপিতেছিলাম, এখন আপনার এই শ্রীমূর্ত্তির তীরে আসিয়া উঠিয়াছি। হে দ্বারকানাথ, (দ্বারকাপুরসুহৃদ্) শুনুন, ইহা তো শুধু আপনার মূর্ত্তিদর্শন নহে—ইহা যেন আমার ন্যায় শুষ্ক তরুর উপর মেঘের বর্ষণ হইল ('মেঘের প্রাকার আসিল')। (৬৬০) আমি স্বাভাবিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আমি যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম, এখন আমার প্রাণে বাঁচিবার ভরসা হইল।§ আমার হৃদয় অঙ্গনে হর্ষ-লতার উদ্গম হইল,—আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম।"

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবান কহিলেন—"তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বরূপের প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ করা উচিত; আর এই

[1] বীর অর্জ্জুন বিলাসে (ক্রীড়ায়, কৌতুকে), [2] প্রবৃত্তি;
§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"এখন জীবনের ভয় দূর হইল";

সাকার সগুণ মূর্ত্তিকে নিঃসঙ্গভাবে সেবা করিবে,—হে সুভদ্রাপতি, আমার উপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছ? হে অর্জ্জুন,[১] মেরুপর্ব্বত হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ,—এমনই মনের দুঃস্বপ্নভাব[২] (ভ্রম)। তোমার সম্মুখে আমি যে বিশ্বাত্মক রূপ প্রকাশ করিলাম, তাহা তপস্যা করিয়াও শঙ্করের ভাগ্যে জোটে না। হে কিরীটি, যোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সঙ্কটের (সাধনের) ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই বিশ্বরূপের সামান্য পরিমাণও কি করিয়া কোনও সময়ে দেখা যায়, —এই চিন্তা করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন হৃদয়রূপ কপালে আশার অঞ্জলি ঠেকাইয়া (অর্থাৎ অত্যন্ত আশা করিয়া) আকাশের দিকে (মেঘের প্রতীক্ষায়) তাকাইয়া থাকে; তেমনি, উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ যাহার দর্শন পাইবার জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত (বারম্বার প্রার্থনা করিতে থাকে); (৬৭০) পরন্তু, সেই বিশ্বরূপের সমান বস্তু কেহ স্বপ্নেও দেখিতে পায় না,—সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছ।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

হে বীর অর্জ্জুন, ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্য কোনও উপায় (সাধন) রূপ পন্থা নাই, সাহায্য করিতে গিয়া[৩] বেদও এখানে পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছে। হে ধনুর্দ্ধর, যত তপস্যাই করা হউক না কেন, তাহাদ্বারা আমার বিশ্বরূপের নাগাল পাওয়া যায় না (বিশ্বরূপের সম্মুখে আসিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না); আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া সত্যই কঠিন,—তুমি যাহা সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি যেমন ভাবে আমাকে দেখিয়াছ, তেমনি ভাবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় আছে—শুন,—যদি ভক্তি আসিয়া চিত্তকে বরণ করে তবেই আমাকে লাভ করা যায়।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

---

১ হে অঙ্গ অর্জ্জুন; ২ দুঃস্বভাব; দূষিত ভাব; ৩ ষড়ঙ্গ সহিত;

সে ভক্তি এমনই হইবে, যেমন বর্ষার বৃষ্টি ধারাবর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না ; § কিম্বা, গঙ্গা যেমন সকল জলসম্পত্তি লইয়া সমুদ্রকে অন্বেষণ করে, এবং অনন্যগতি হইয়া উহাতেই মিলিত হয় ; তেমনি, (আমার ভক্ত) সর্ব্ব ভাবসম্পদ লইয়া, একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়া, মদ্রূপ হইয়া আমার মধ্যে মিলিত হয়। আর, ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, আমি (ঐ ভক্তের পক্ষে)ও সেইরূপ। তেমনি, আমা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত, কিং বহুনা, এই চরাচরে ভজনের জন্য কোনও দ্বিতীয় (ভ্রান্তি) বস্তু যাহার থাকে না (যে অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তু ভ্রমেও ভজনা করে না) ; যে মুহূর্ত্তে ভক্তের এইরূপ সমদৃষ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বরূপের জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞানলাভ হইলেই সহজে দর্শনও হয়। অগ্নিসংযোগেই ইন্ধন যেমন তাহার ইন্ধনত্ব (নাম) হারায়, এবং মূর্ত্তিমান অগ্নিই হইয়া যায় ; কিম্বা, তেজস্কর সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়া থাকে, আর উদয় হইলে একেবারে প্রকাশময় হয় ; তেমনি, আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কারের নাশ হয়, এবং অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈতভাব চলিয়া যায়, জানিবে। আমি, সে (ভক্ত) ও সমগ্র বিশ্ব স্বভাবতঃ এক 'আমি' (মদ্রূপ) হইয়া থাকে, কিং বহুনা, সেই ভক্ত আমার সহিত সমরস হইয়া যায়।

মৎকর্ম্মকৃন্ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ৫৫

যে শুধু আমারি জন্য (প্রীত্যর্থে) সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, আমা ভিন্ন জগতে যাহার অন্য কোনও উত্তম বস্তু নাই ; যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহলোক ও পরলোক) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই জীবনের ফলস্বরূপ মানিয়া লয় ; প্রাণিমাত্রের নাম (ভেদজ্ঞান) ভুলিয়া যাহার দৃষ্টি শুধু আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্য যে নির্ব্বৈর হইয়া সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে আমাকে দেখিয়া) ভজনা করে ; যে আমার এমনি ভক্ত, হে পাণ্ডব, তাহার এই ত্রিধাতু নির্ম্মিত (কফ, বায়ু, পিত্তাত্মক) শরীর[১] মদ্রূপ হইয়া থাকে।" সঞ্জয় বলিলেন—

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"ধরাপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোনও গতি নাই" ;

১ যখন চলিয়া যায়, তখন সে ,

"যাঁহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্রীকৃষ্ণদেব এইভাবে বলিলেন। (৬৯০) ইহার পর, পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন আনন্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইলেন (অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন); এবং তিনিই জগতে একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর (কৃষ্ণচরণে ভক্তি করিতে সুচতুর); তিনি চিত্তসংযোগ করিয়া ভগবানের উভয় মূর্ত্তিই উত্তমরূপে দেখিয়া বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তিই অধিক লাভজনক মনে করিয়াছিলেন। পরন্তু ভগবান তাঁহার এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিলেন না ('মান দিলেন না'); কারণ ব্যাপক-স্বরূপ অপেক্ষা একদেশী মূর্ত্তি (শ্রেষ্ঠ) নহে। আর, ইহা সমর্থন করিতে একটি উত্তম যুক্তিও শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিলেন।" তাহা শুনিয়া সুভদ্রাকান্ত মনে মনে বলিলেন— "এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা পরে প্রশ্ন করিব।" এইভাবে মনে আলোচনা করিয়া উত্তম রীতিতে (অর্জ্জুন) যে প্রশ্ন করিবেন, সে কথা পরের অধ্যায়ে শুনিবেন। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—"সেই সমস্ত কথা আমি নিবৃত্তি-পাদপ্রসাদে প্রেমসহকারে প্রাঞ্জল ওবীছন্দে বলিব। আমি সদ্ভাবের (প্রেমের) অঞ্জলি ভরিয়া, প্রস্ফুটিত 'ওবী' ফুলের অর্ঘ্য বিশ্বরূপের চরণযুগলে অর্পণ করিতেছি।" (৬৯৮)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

"হে সিদ্ধ[১] (পূর্ণতাপ্রাপ্ত), হে উদার, হে সুপ্রসিদ্ধ, নিরন্তর আনন্দে বর্ত্তমান[২] গুরুকৃপাদৃষ্টি আপনার জয় হউক। অহো বিষয়-সর্প দংশন (আলিঙ্গন)করিলে, আপনি (গুরুদৃষ্টি) মাতার ন্যায় রক্ষা করেন[৩] এবং জীব মূর্চ্ছা (মোহ) গ্রস্ত হয় না। আপনার কৃপামৃততরঙ্গের বন্যা আসিলে (সংসার) তাপে কেই বা দগ্ধ হয়, শুষ্কত্ব[৪] (রসহীনতা)ই বা কি করিয়া আসে ? আপনার স্নেহে (প্রেমে) আপনার সেবকগণ যোগসুখের আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আপনিই তাহাদের সোহংসিদ্ধির (ব্রহ্মপ্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষা (আবদার) পূরণ করেন। আধারশক্তির অঙ্কে (মূলাধারে) তাহাদের কৌতুকে (প্রেমসহকারে) লালন করেন এবং হৃদয়কোশরূপ পালঙ্কে[৫] (দোলায়) তাহাদের (আত্মজ্ঞানের) দোলা দেন।[৬] হে মাতঃ, আপনি আত্মজ্যোতিদ্বারা আরতি করিয়া তাহাদের মন ও প্রাণবায়ুকে খেলার বস্তু (খেলনা) করিয়া দেন, ঋদ্ধিসিদ্ধি-রূপ বালকের[৭] অলঙ্কার পরাইয়া দেন। সপ্তদশকলার অমৃতরূপ স্তন্য দান করেন, অনাহতধ্বনির গান শুনাইয়া সমাধিজ্ঞানরূপ নিদ্রায় শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেন। অতএব, আপনি সাধকের মাতা, আপনার চরণ হইতেই সারস্বত বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং পক্কতা লাভ করে—এইজন্য আমি আপনার ছায়া ত্যাগ করি না। হে সদগুরুকৃপাদৃষ্টি, আপনার করুণা যাহাকে আশ্রয় দেয়, সে ব্রহ্মার ন্যায় সকল বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা হয়। অতএব, হে ভক্তজনের (কামনা-পূর্ণকারী) কল্পলতাসদৃশ শ্রীমতী (শ্রীযুক্তা) মাতঃ, আমাকে গ্রন্থনিরূপণে আজ্ঞা করুন। (১০) হে মাতঃ, (আমার নিরূপণের দ্বারা) নবরসের সাগর ভরাইয়া দিন, উচিত (যোগ্য, উত্তম) রত্নের খনি তৈয়ারী করিয়া দিন, ভাবার্থের পর্ব্বত উঠাইয়া দিন। দেশী (মারাঠী) ভাষার অঙ্গনে (প্রদেশে) সাহিত্য (অলঙ্কার)-রূপ স্বর্ণখনি উদঘাটিত করুন, আর চতুর্দ্দিকে বিবেক-লতার আবাদ করা হউক। নিরন্তর সংবাদফলসমৃদ্ধ মহাসিদ্ধান্তরূপী গহন (ঘন) উদ্যান রচনা করাইয়া দিন। পাষণ্ডের (নাস্তিকের) মতবাদের গর্ত্ত,

---

১ শুদ্ধ, নির্ম্মল ; ২ আনন্দবর্ষণকারী ; ৩ নির্ব্বিষ করেন ; নির্ব্বিষয় হয় ; ৪ শোক ; ৫ হৃদয়পালঙ্কে ; হৃদয়াকাশরূপী পালঙ্কে , ৬ দোল দিয়া নিদ্রিত করেন ; ৭ আত্মসুখের ,

বাগ্‌বিতণ্ডার কুটিল মার্গ ভাঙ্গিয়া কুতর্করূপ দুষ্ট শ্বাপদকে তাড়াইয়া দিন। হে মাতঃ, আমাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে[১] সর্ব্বদা পূর্ণভাবে লাগাইয়া রাখুন[২],—শ্রোতাগণও শ্রবণসুখের সাম্রাজ্য লাভ করুন। এই মারাঠী ভাষারূপ নগরে ব্রহ্মবিদ্যার সুকাল করুন, আর জগতে শুধু এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ আনন্দের আদান-প্রদান হউক। আপনি যদি আপন স্নেহপল্লব (কৃপারূপ অঞ্চল) দ্বারা আমাকে আচ্ছাদন করিয়া ভাগ্যবান করেন, তবে আমি এখনি এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইব।"—এই প্রকার বিনতি শ্রবণ করিয়া গুরুদেব কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন গীতার্থ নিরূপণ করিতে আরম্ভ কর।" তখন জ্ঞানেশ্বর সহজে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"প্রভু, ইহা আপনার মহাপ্রসাদ, এখন গ্রন্থ নিরূপণ করিতেছি, অবধান করুন।"

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

সকলবীরশিরোমণি, সোমবংশের বিজয়ধ্বজ, পাণ্ডুরাজ-পুত্র অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন— ; (২০) শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনি কি (আমার কথা) শুনিয়াছেন ? আমাকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইলেন, ইহা অদ্ভুত বলিয়া আমার চিত্তে ভয় হইল ; আর, এই কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত পরিচয় থাকায় আমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল (ইহাকেই আশ্রয় করিল), পরন্তু, আপনি উহার দিকে মন দিতে আমাকে বারণ করিলেন। ব্যক্ত (সাকার, সগুণ) ও অব্যক্ত (নিরাকার, নির্গুণ) এই উভয়ই নিশ্চিত আপনারই স্বরূপ,—ভক্তিদ্বারা ব্যক্ত ও যোগদ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। হে বৈকুণ্ঠ-পতি, দুইটি মার্গেই আপনাকে পাওয়া যায়,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহাদের প্রবেশ-দ্বার। দেখুন, একশত ভরি স্বর্ণখণ্ডের যে বানি (কস), তাহা হইতে পৃথক করা এক রতি সোনারও সেই কস, সুতরাং, ব্যাপক ও একদেশী বস্তুরও সমান যোগ্যতা ('যোগ্যতার বিচার করা উচিত নহে')। অমৃতসাগরের

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ২ উদ্যুক্ত করুন ;

সামর্থ্যের যে মহিমা তাহা অমৃতলহরীর এক গণ্ডূষেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই নিশ্চিতভাবে আমার চিত্তের প্রতীতি, পরন্তু, হে যোগপতি, এ সম্বন্ধে আপনাকে এইজন্য প্রশ্ন করিতেছি; আমি জানিতে চাই, হে দেব, আপনি ক্ষণকালের জন্য যে ব্যাপক মূর্ত্তি অঙ্গীকার (ধারণ) করিলেন তাহাই আপনার সত্য স্বরূপ,—না কৌতুক করিয়া ইহা দেখাইলেন। আপনার (প্রীতির) জন্য যে সর্ব্বদা অন্তরে কামনা করে,[১] আপনি যাহার পরম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), যে ভক্তির কাছে আপন মনোধর্ম্ম বিকাইয়া দিয়াছে; এইভাবে, হে শ্রীহরি, যে ভক্ত সর্ব্বপ্রকারে আপনাতেই প্রাণমন বাঁধিয়া আপনার উপাসনা করে; (৩০) আর, আপনার যে স্বরূপ ওঁকারের ওপারে, বৈখরী বাণী-দ্বারাও যাহা বর্ণনা করা দুর্ঘট, যে বস্তুকে কোনও উপমা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; সেই অক্ষর, (অবিনাশী), অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, দেশরহিত (সর্ব্বব্যাপী) স্বরূপকে যে যোগী সোহংভাবে উপাসনা করে; এই যোগী ও ভক্ত—উভয়ের মধ্যে, হে অনন্ত, কে যথার্থভাবে যোগের রহস্য (তত্ত্ব) জানিতে পারে, তাহাই বলুন।” কিরীটীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং বলিলেন—“তুমি ভালই প্রশ্ন করিয়াছ।”

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

“হে কিরীটি, রবি অস্তাচলের উপকণ্ঠে গেলে তাহার বিম্বের পশ্চাতে যেমন তাহার রশ্মিও যায়; তেমনি, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত আমাতে চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া, রাত্রিদিন না মানিয়া, যে আমাকে উপাসনা করে; পরন্তু, সমুদ্রপ্রাপ্ত হইবার পরও যাহার পশ্চাতের প্রবাহ অনিবার্য্যভাবে আসিতে থাকে, সেই গঙ্গার ন্যায় যাহার প্রেমভাবের তীব্রতা; হে পাণ্ডুসুত, বর্ষাকালে যেমন নদী বাড়িতে থাকে, তেমনি যাহার ভজনের শ্রদ্ধা দ্বিগুণভাবে বাড়িতেছে দেখা যায়; এইভাবে যে ভক্ত আপনাকে আমাতেই সমর্পণ করে, তাহাকে আমি পরম যোগযুক্ত বলিয়া মানি।

১ যে সমস্ত কর্ম্ম আপনাকে অর্পণ করে;

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

আর, হে পাণ্ডব, অন্য যাহারা সোহংভাবে আরূঢ় হইয়া নিরাকার অক্ষর (ব্রহ্ম)কেই ধরিয়া থাকে ; (৪০) যাহাকে মনদ্বারা কল্পনা করা যায় না (যেখানে মন নখ লাগাইতে পারে না), যাহাতে বুদ্ধির দৃষ্টি প্রবেশ করে না, তাহা কি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ? শুধু ইহাই নহে, যাহা ধ্যানেরও অগম্য, এইজন্য যাহাকে কোনও একস্থানে পাওয়া যায় না, তাহা কি কোনও ব্যক্ত বস্তুর মধ্যে থাকে ? যাহা সর্ব্বত্র, সর্ব্ব স্বরূপে, সর্ব্বকালে বিদ্যমান,—যাহা কল্পনা করিতে চিন্তাশক্তিও খিন্ন হয় ; যাহার সম্বন্ধে বলা যায় না—ইহা হয় বা হয় না, অথবা ইহা আছে বা নাই,—সুতরাং যাহা প্রাপ্তির জন্য কোনও উপায়ই করা যায় না ; যাহা অচঞ্চল, অটল, যাহার অন্ত নাই, যাহা দূষিত হয় না,—এই রূপকে যিনি আপন সামর্থ্যে আয়ত্তে আনিয়াছেন ;

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

যিনি বৈরাগ্যের প্রখর অগ্নিতে বিষয় (সৈন্য) সমূহকে জ্বালাইয়া, ঝলসান ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৈর্য্যের সহিত বশীভূত করিয়াছেন ; ইন্দ্রিয়সংযমের পাশে বাঁধিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুরাইয়া[১] তাহাদের গতি ফিরাইয়া হৃদয়ের গুহায় আবদ্ধ করিয়াছেন ; হে মিত্র অর্জ্জুন, যিনি অপানবায়ুর দ্বারে আসনমুদ্রা রচনা করিয়া মূলবন্ধের দুর্গপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; আশপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অধৈর্য্যের পর্ব্বত উড়াইয়া (অজ্ঞান) নিদ্রার অন্ধকার নাশ করিয়াছেন ; বজ্রাগ্নির জ্বালায় শরীরস্থ ধাতুসমূহ একেবারে জ্বালাইয়া ('হোলী' করিয়া) (ষট্‌চক্ররূপ) যন্ত্রের দ্বারা ব্যাধির শিরশ্ছেদ করিয়া (যন্ত্রের) পূজা করিয়াছেন ; (৫০) কুণ্ডলিনীর মশাল জ্বালাইয়া আধারচক্রের উপর[২] খাড়া করিয়াছেন,—যাহার প্রভা মস্তক পর্য্যন্ত সারা শরীরকে প্রদীপ্ত করিয়াছে ; নবদ্বারের কপাটে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ অর্গল লাগাইয়া সুষুম্না নাড়ীর প্রান্তের

১ উল্টাদিকে ঘুরাইয়া। ২ অন্ধকারের মধ্যে ;

খিড়্কী খুলিয়া দিয়াছেন ; প্রাণশক্তিরূপা চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে সঙ্কল্পরূপ ছাগ বধ করিয়া, মনোরূপী মহিষাসুরের মস্তক বলি দিয়াছেন ; যিনি চন্দ্র সূর্য্য (ইড়া ও পিঙ্গলা) নাড়ীকে একত্র করিয়া, অনাহত ধ্বনিকে জাগাইয়া, অতি শীঘ্রই সপ্তদশকলার চন্দ্রামৃত (অমৃতসরোবরের জল) প্রাপ্ত হন ; তদনন্তর মধ্যমা (সুষুম্না) নাড়ীর মধ্যবিবরের ক্ষোদিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি ব্রহ্মরন্ধ্রের শিখরে গিয়া পৌছেন ; পরে 'ম'কারের শেষ গহন সোপান-শ্রেণী ভাঙ্গিয়া, মহদাকাশকে কুক্ষিগত করিয়া, ব্রহ্মে গিয়া মিলিত হন ; এইরূপ সমবুদ্ধিবিশিষ্ট যিনি সোহংসিদ্ধি লাভের জন্য নিরন্তর যোগদুর্গের আশ্রয় লইয়া থাকেন ; আপনাকে সমর্পণ করিয়া তাহার বিনিময়ে শীঘ্রই নিরাকার শূন্যে (নির্গুণ, অব্যক্ত ব্রহ্মে) মিলিত হন, হে কিরীটি, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। তবে, যোগবলের জন্য তাঁহার যে অধিক কিছু লাভ হয়, তাহা নহে, বরঞ্চ কষ্টই অধিক হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য ভক্তি বিনাই নিরালম্ব, অব্যক্ত ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করেন ; (৬০) তাঁহার পথে মহেন্দ্রাদিপদ মারক-স্বরূপ হয়, আর ঋদ্ধি-সিদ্ধির দ্বন্দ্বও পথে বিঘ্নসৃষ্টি করে। কামক্রোধরূপ অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয়, আর শরীরদ্বারা শূন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তৃষ্ণাদ্বারা তৃষ্ণা মিটাইতে হয়, ক্ষুধাই ক্ষুধাকে ভক্ষণ করে, অহোরাত্র হস্তদ্বারা বায়ু মাপিতে হয়। অনিদ্রায় শয়ন, নিরোধের (ইন্দ্রিয়সংযমের) সুখভোগ, আর বৃক্ষের সহিত মিত্রতা করিতে হয়। শীতকে পরিধানের বস্ত্র, উষ্ণতাকে উত্তরীয় করিতে হয়, বর্ষার ঘরে বাস করিতে হয়। কিংবহুনা, হে পাণ্ডব, পতি বিনাই সতীর নিত্য নব সহমরণে যাওয়ার ন্যায় এই যোগ (অত্যন্ত কঠিন)। ইহাতে কোনও স্বামীর কাজ করিতে হয় না, কোন কুলাচারধর্ম্ম পালনের নিমিত্তও ইহা করিতে হয় না, পরন্তু, নিত্য নূতন করিয়া মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ মৃত্যু হইতেও তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত বিষ কি গলাধঃকরণ করা যায়? পাহাড় গিলিতে কি মুখ ফাটিয়া যায় না? এইজন্য, হে বীর অর্জ্জুন, যে যোগের পথে চলিতে যায় তাহার ভাগ্যে

দুঃখেরই ভাগ থাকে। দেখ, দন্তহীন লোককে যদি লোহার চানা (খণ্ড) চিবাইয়া খাইতে হয়, তবে তাহাতে তাহার পেট ভরে, কি মৃত্যু হয়? বলো। (৭০) অতএব, বাহুদ্বারা সাঁতরাইয়া কি কেহ সমুদ্র পার হইতে পারে? আকাশে কি পায়ে হাঁটিয়া চলা যায়? (রণক্ষেত্রে) সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,[১] অঙ্গে কোনও আঘাত না লাগিলেও কি সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়? ('সূর্য্যলোকের সিঁড়ি প্রাপ্ত হওয়া যায়?') এইজন্য, হে পাণ্ডব, পঙ্গু যেমন বায়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না, তেমনি নিরাকার অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনাকারী দেহধারী জীবেরও গতি। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ ধৈর্য্য বাঁধিয়া আকাশের সহিত যুঝিতে চেষ্টা করে তবে সে ক্লেশেরই পাত্র হয়। [অতএব] হে পার্থ, অন্য যাহারা ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করে তাহাদের কথা শুন।§

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬

বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে যে কর্ম্ম তাহার ভাগ্যে পড়ে,[২] সেই সমস্ত কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সুখে সম্পাদন করে; বিধি পালন করে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করে, এবং আমাকে কর্ম্মার্পণ করিয়া কর্ম্মফল জ্বালাইয়া দেয়; এইভাবে, হে অর্জ্জুন, যে আমাকে অর্পণ করিয়াই কর্ম্মের নাশ করে ('কোনও কর্ম্ম করে না'); আর, যাহার অন্য সমস্ত বিষয়—কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব্বভাবের গতি আমা ভিন্ন অন্যদিকে যায় না; এইভাবে, যে মৎপরায়ণ হইয়া নিরন্তর আমাকে উপাসনা করে, এবং ধ্যানের নিমিত্ত (মধ্য দিয়া) যে আমারি মন্দিরস্বরূপ হইয়াছে; (৮০) যাহার প্রেম শুধু আমার সহিত ব্যাপার করে, এবং ভোগ-মোক্ষরূপ ফল দরিদ্র কোর্ফা প্রজাকে ছাড়িয়া দেয়; এইভাবে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে যাহার শরীর ও প্রাণ আমার

১ রণক্ষেত্রে গিয়া;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"অতএব, হে পার্থ, তাহাদের এই ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না"; "তাহাদের এই ব্যবস্থা হয় না";

২ ভোগে আসে;

কাছে বিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্য যে আমি কি করি তাহার কোন্‌টা বলিব ?[১]

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

আর অধিক কি বলিব ? হে ধনুর্দ্ধর, যে সন্তান মাতার গর্ভে আসে সে মাতার কতখানি আপনার (সংসার),[২] হে ধনঞ্জয়, আমার ভক্তও আমার তেমনি প্রিয়,—সে যতখানি আমাকে ভক্তি করে সেই পরিমাণে, পাট্টা অনুসারে, আমি তাহার কর্ম্মের ভার বহন করি।§ আর, আমার ভক্তের কি সংসারের কোনও চিন্তা আছে ? সম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী কি ক্ষুধায় কষ্ট পায় ?[৩] তেমনি, আমার ভক্ত আমারি কলত্র জানিবে, তাহার লজ্জা কি আমার নহে ? (সে সঙ্কটে পড়িলে কি আমার লজ্জা হইবে না ?) এ সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গের মধ্যে ডুবিতেছে,—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল—; যে এই ভবসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া কে-না ভীত হয় ? আমার ভক্তও হয়তো ইহাতে ভয় পাইতে পারে। এইজন্য, হে পাণ্ডব, আমি অবতারের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের গ্রামে ছুটিয়া আসি। যাহারা সঙ্গহীন (আসক্তি-শূন্য) তাহাদের ধ্যানের মার্গে লাগাইয়া দিই, যাহারা গৃহস্থ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত করাই।[৪] (৯০) শুন, এই সংসারে (রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি) সহস্র নামের নৌকা তৈয়ারী করিয়া আমি (তাহাদের) ত্রাণকর্ত্তা হইয়া যাই। কাহারও পেটের সহিত প্রেমের ভেলা বাঁধিয়া সাযুজ্যের তীরে আনিয়া ফেলি। শুধু ইহাই নহে, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা চতুষ্পদাদি জীবও হউক, তাহাদের সকলকে আমি বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস করিবার যোগ্য করিয়া লই। এইজন্য, আমার ভক্তের কোনও চিন্তা নাই, আমিই সর্ব্বদা তাহাদের সমুদ্ধর্ত্তা হইয়া আছি। আর, যখনই আমার ভক্ত আপনার চিত্তবৃত্তি

১ যে আমি কি না করি, তাহার কথা কি বলিব ? তাহার সমস্তই আমি করিয়া দিই ;

২ প্রিয় ;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, আমি কলিকালকে রোধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি ;

৩ আছাটা চাউল ভিক্ষা করিতে বাহির হয় ? ৪ এই নৌকার উপর বসাইয়া দিই ;

আমাকে অর্পণ করে, তখন হইতেই আমি তাহার কল্যাণসাধন করি। এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, তুমি এই মার্গ অবলম্বন করিয়াই আমার ভজনা করিবে, —ইহাই তোমার (উপাসনার) মন্ত্র করিয়া লও।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

এক, তোমার মনোবৃত্তি আমার স্বরূপে লাগাইয়া দাও ('তোমার মন আমার স্বরূপকে অনুসরণ করুক'), আর অন্য যে তোমার বুদ্ধি,—এই দুটি যদি একসঙ্গে প্রেমের সহিত আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি, মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপে স্থির হইয়া যায়, ('আমাকে গৃহস্বরূপ করে'), তবে, বল তো, 'তুমি' এইরূপ দ্বৈতভাব কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? সুতরাং প্রদীপ নিবিলে যেমন তাহার তেজও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যায়, কিম্বা, রবিবিম্বের সঙ্গে যেমন তাহার প্রকাশও চলিয়া যায়; (১০০) প্রাণ বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিও (শরীর হইতে) বাহির হইয়া যায়, তেমনি মন ও বুদ্ধি যেখানে যায়, অহঙ্কারও তাহাদের অনুগমন করে। অতএব, মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপেই সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখ,—ইহাতেই তুমি সর্ব্বব্যাপী মৎস্বরূপ হইয়া যাইবে। আমি আপনার শপথ করিয়া বলিতেছি এই বাক্যের কোনও অন্যথা হইবে না।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

অথবা, যদি মন ও বুদ্ধির সহিত তোমার চিত্ত সর্ব্বসময়ের জন্য আমার হস্তে অর্পণ করিতে অসমর্থ হও—; তবে, এমন কর, যে অষ্টপ্রহরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যও আমাকে চিত্ত সমর্পণ কর। ইহাতে যে যে সময়ে আমাতে সুখ অনুভব করিবে, সেই সময়েই বিষয়ে অরুচি আসিবে। শরৎকালের প্রারম্ভে যেমন নদীর জল কমিতে থাকে, তেমনি উহা (আমাতে অনুরক্তি) শীঘ্রই (চিত্তকে) প্রপঞ্চ হইতে বাহির করিয়া আনিবে (বিমুখ করিবে)।§

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই;

পূর্ণিমা হইতে চন্দ্রবিম্ব যেমন দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া অমাবস্যায় বিলীন হইয়া যায়; তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, বিষয়ভোগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চিত্ত আমাতে প্রবেশ করিলে, তুমি ধীরে ধীরে মদ্রূপ হইয়া যাইবে। যাহাকে অভ্যাসযোগ বলে তাহা ইহাই জানিবে, এমন কিছুই নাই যাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (১১০) এই অভ্যাসযোগের বলে কেহ আকাশে ভ্রমণ করে, কেহ ব্যাঘ্র-সর্পকে বশীভূত করে; বিষ হজম করে, সমুদ্রের মধ্যে পথ তৈয়ারী করে[১], অভ্যাসে শব্দব্রহ্মকে ছোট (জয়) করে (বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয়)। সুতরাং অভ্যাসের দ্বারা কোন বস্তুই দুষ্প্রাপ্য নহে, এইজন্য তুমি অভ্যাসযোগে আমার সহিত মিলিত হও।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

অভ্যাসের জন্য তোমার শরীরে যদি শক্তি না থাকে, তবে যেমন আছ তেমনি থাক। ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে হইবে না, বিষয়ভোগও ত্যাগ করিতে হইবে না; স্বজাতির অভিমানও ছাড়িতে হইবে না। বিধি-নিষেধ পালন করিয়া নিজের কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে, এইভাবে তোমাকে সুখে থাকিবার অনুমতি দিতেছি। পরন্তু, কায়মনোবাক্যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে (যে কর্ম্ম করিবে) তাহা 'আমি করিতেছি' এরূপ মনে করিও না। করা বা না করা, এ সমস্ত বিশ্বের চালক যিনি তিনিই জানেন—এইভাবে চিন্তা করিবে। (কর্ম্মের) ন্যূনতা বা পূর্ণতা সম্বন্ধে আপনার মনে কোনও চিন্তা আসিতে দিও না, আপনার জীবন স্বস্বভাবানুযায়ী যেমন চলে তেমনিই চলুক।[২] মালী জলকে যেদিকে লইয়া যায় সেইদিকেই জল নিঃশব্দে যায়,—তেমনি তুমিও অভিমান শূন্য হইয়া ঐ জলের ন্যায় হইবে (ব্যবহার করিবে)। (১২০) হে বীর অর্জ্জুন, বাস্তবিক দেখিতে গেলে, পথ সরল কি বাঁকা, সে সম্বন্ধে বৃথাই চিন্তা করা হয়।[৩] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বোঝা বুদ্ধির মাথায় চাপাইও না—চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আমাতেই

১ উপর পায়ে হাঁটিয়া চলে; ২ 'স্বজাতীয়' (স্বস্বরূপানুযায়ী) করিয়া রাখ;
৩ রথ কি কোনও ঝগড়া করে?

লাগাইয়া রাখ। যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা স্বল্প কি অধিক তাহার বিচার করিবে না, নীরবে তাহা আমাকে অর্পণ করিবে। হে অর্জ্জুন, এইভাবে আমার ভাবনা করিয়া কর্ম্ম করিলে, শরীর ত্যাগ করিয়া তুমি আমারি সাযুজ্যের সিদ্ধভবনে[১] নিশ্চিত আসিয়া পৌছিবে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১১

অথবা হে পাণ্ডুকুমার, আমাকে কর্ম্ম অর্পণ করা যদি সহজ না হয়, তবে আমার ভজনা কর।[২] হে কিরীটি, বুদ্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে, কর্ম্মের প্রারম্ভে ও অন্তে, যদি আমাকে 'বন্ধন' (স্মরণ) করা কঠিন মনে হয় ;— তবে ইহাও থাকুক ; আমার মহত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দাও,—পরন্তু বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কর্ম্মে লাগাইয়া দাও।+ বৃক্ষ বা লতা যেমন ফল পাকিলে তাহা ফেলিয়া দেয়, তেমনি, নিষ্পন্ন কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাও ; পরন্তু, আমাকে স্মরণ করা বা আমার উদ্দেশে (প্রীত্যর্থে) কর্ম্ম করা, ইহার কিছুই করিতে হইবে না—সমস্ত শূন্যেই যাইতে দাও। প্রস্তরে পতিত বর্ষা, বা অগ্নির মধ্যে বীজবপনের ন্যায়, কর্ম্মকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মানিয়া লও। (১৩০) আত্মজার বিষয়ে পিতা যেমন নিরভিলাষী (নিষ্কাম), সমস্ত কর্ম্মে তেমনি নিষ্কাম হইয়া থাক। অগ্নির জ্বালা (শিখা) যেমন আকাশে ব্যর্থই মিলাইয়া যায়, তেমনি কর্ম্মকেও শূন্যের মধ্যে বিলীন হইতে দাও। হে অর্জ্জুন, এই ফলত্যাগ সত্যই সহজ মনে হয়, পরন্তু যোগের মধ্যে এই যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে ফলত্যাগ করিলে, সেই কর্ম্ম আর বাড়িতে পারে না (সেই কর্ম্ম হইতে আর কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না)—বাঁশের ঝাড় যেমন একবার ফলিলেই বন্ধ্যা হয় ; তেমনি, (ফলত্যাগের ফলে) এই শরীরের পর আর শরীরধারণ করিতে হয় না,—অধিক কি বলিব? এই জন্মমৃত্যুর যাতায়াত বন্ধ হয় ('যাতায়াতের পথে প্রস্তর পড়ে')।

১ সাযুজ্যভবনে ; ২ জানিতে চেষ্টা কর ;

+ এই স্থলে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"আর যখন যেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে, সে সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ করিতে থাকিবে ;"

হে কিরীটি, অভ্যাসের সিঁড়িতে উঠিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, আর জ্ঞানের দ্বারা ধ্যানের সাক্ষাৎকার হয়। সমস্ত ভাব (মনোবৃত্তি) যখন ধ্যানকে আলিঙ্গন করে, তখন সর্ব্ব কর্ম্ম দূরে চলিয়া যায়। কর্ম্ম দূরে গেলেই ফলত্যাগ সম্ভব হয়, ফলত্যাগেই সম্পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং, ইহাই শান্তিপ্রাপ্তির 'ক্রম' (এই পথে চলিলেই ক্রমে ক্রমে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়), এইজন্য, হে সুভদ্রাপতি, অভ্যাসই এ বিষয়ে মূল সাধন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

হে পার্থ, অভ্যাস হইতে জ্ঞান অধিকতর কঠিন, জ্ঞান হইতে ধ্যানের বৈশিষ্ট্য অধিক; (১৪০) ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট, ত্যাগ হইতেই শান্তি-সুখোপভোগ হয়। হে বীর অর্জ্জুন, এই পথে চলিতে চলিতে যে মধ্য-পথে শান্তির বিশ্রামগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে;

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩

যে সর্ব্বভূতের মধ্যে কাহাকেও দ্বেষ করিতে জানে না, চৈতন্যের ন্যায় যাহার আপনপরজ্ঞান (ভেদভাব) নাই; উত্তমের সঙ্গ করিব, আর অধমকে অবজ্ঞা করিব,—এইরূপ মনোভাব বসুধার ন্যায় যাহার নাই; 'রাজার দেহ চালনা করিব, আর দরিদ্রকে দূরে রাখিব'—কৃপালু প্রাণবায়ু যেমন কখনও এরূপ বিচার করে না; গাভীর তৃষ্ণা মিটাইব, আর ব্যাঘ্রকে বিষ হইয়া মারিব,—জল যেমন এরূপ করিতে জানে না; হে পাণ্ডব, দীপ যেমন বলে না —"ঘরেই শুধু প্রকাশ দেখাইব, অন্যত্র অন্ধকার হইয়া থাকিব"; তেমনি সমস্ত ভূতমাত্রেই সমভাবে যাহার মৈত্রী, যে আপনিই কৃপার ধাত্রী-স্বরূপ; আর, যাহার অহংভাব নাই, এবং যে কোনও কিছুই 'আমার' বলে না, যাহার সুখদুঃখের জ্ঞান নাই; যে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ('ক্ষমা বিষয়ে যাহার পৃথ্বীর ন্যায় যোগ্যতা'), যে সন্তোষকে আপনার অঙ্কে আশ্রয় দিয়াছে; (১৫০)।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

বর্ষা বিনাই সমুদ্র যেমন নিরন্তর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি উপচার বিনাই যে সন্তুষ্ট (স্বতঃই যে নিরন্তর সন্তোষে পূর্ণ); আপন শপথ দিয়া যে অন্তঃকরণকে বশীভূত রাখে,—এবং এ বিষয়ে সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; যাহার হৃদয়-মন্দিরে জীব ও পরমাত্মা ঐক্যাসনে বসিয়া বিরাজ করে; এইভাবে যোগসমৃদ্ধ হইয়া যে নিরন্তর আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে; অন্তরে ও বাহিরে উত্তমরূপে যোগসিদ্ধ হইয়াও আমার প্রতি যাহার সপ্রেম অনুরাগ; হে অর্জ্জুন, সেই আমার ভক্ত, সে যোগী, সে মুক্ত, সে বল্লভা আমি কান্ত—সে আমার এমনি প্রিয়। শুধু ইহাই নহে,—উপমা দ্বারা, বলিতে গেলে, 'সে আমার প্রাণের সমান প্রিয়' একথা বলিলেও অল্পই বলা হয়। প্রেমিক ভক্তের কাহিনী শুধু ভুলাইবার যাদুমন্ত্র—ইহাই এত কথা বলাইতেছে।§ সেইজন্যই আমি হঠাৎ উপমার কথা বলিয়াছি, নতুবা এই প্রেমের কি কোনও তুলনা আছে? এখন ইহা থাকুক;—হে কিরীটি, প্রেমিক ভক্তের কথায় প্রেমের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হয় (১৬০); ইহার পর, কদাচিৎ যদি প্রেমিক শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে কি তাহার মাধুর্য্যের তুলনা হয়? সুতরাং, হে পার্থ, তুমিই প্রিয় (ভক্ত), তুমিই (প্রেমিক) শ্রোতা, তদুপরি প্রিয় (প্রেমিকের) কথার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে আমার হৃদয় সুখে পূর্ণ হইয়াছে"—এই কথা বলিতেই ভগবান (আনন্দে) দুলিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন—"যাহাকে আমার হৃদয়ে বসাই সেই ভক্তের লক্ষণ শুন।"

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

"সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইলে জলচর প্রাণিগণ ভীত হয় না, আর সমুদ্রও যেমন জলচরগণের প্রতি বিরক্ত হয় না; তেমনি, এই উন্মত্ত জগৎ যাহার মনে খেদ

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"ইহা বলিবার বিষয় নহে, পরন্তু শ্রদ্ধা (প্রেম)ই বলাইতেছে"; "ইহা বলিবার বিষয় নহে, পরন্তু বলাইতেছে";

উৎপন্ন করে না, এবং যাহার ব্যবহারে লোকে দুঃখিত হয় না; কিং বহুনা, হে পাণ্ডব, অবয়বের প্রতি শরীরের ন্যায় যে জীব হইয়া জীবের প্রতি বিরক্ত হয় না; জগতই নিজের দেহস্বরূপ মনে করিয়া যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের মধ্যে ভেদ ভুলিয়া যায়, হর্ষ ও ক্রোধকে দূরে ঠেলিয়া রাখে;[১] এই ভাবে যে (সুখ-দুঃখের) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, ও ভয়োদ্বেগরহিত, তদুপরি যে আমার ভক্ত; তাহার প্রেমে আমি মোহিত, সেই প্রেমের কথা কি বলিব? শুধু ইহাই নহে—সে আমার প্রাণের প্রাণ। (১৭০) যে আত্মানন্দে তৃপ্ত, যাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, যে পূর্ণতারূপ পত্নীর বল্লভ হইয়াছে (পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে);

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

হে পাণ্ডব, যাহার অন্তঃকরণে অপেক্ষা (বাসনা) প্রবেশ করে না (যে অনপেক্ষ, বাসনারহিত), যাহার অস্তিত্বেই সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে; গঙ্গায় (স্নান করিলে) শুচি হয়, পাপতাপও যায়, পরন্তু, সেখানে এক ডুবিবার ভয় আছে; মোক্ষদান করিতে কাশীধাম সত্যই উদার এবং শ্রেষ্ঠ, পরন্তু, ঐ স্থানে দেহত্যাগ করিতে হয়; হিমালয় পাপ ক্ষালন করে, পরন্তু, সেখানে যাইতেও জীবনের হানি হয়, সজ্জনের নির্ম্মল মন (শুচিত্ব) সেরূপ নহে (তাহাতে সেরূপ ন্যূনতা নাই)। গভীরতার পার নাই, তথাপি সন্ত ভক্তের ডুবিবার ভয় নাই,—পরিশ্রম বিনাই সে প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভ করে। সন্তগণের অঙ্গস্পর্শেই গঙ্গা পাপমুক্ত হয় ('পাপ জয় করে') —তাহাদের শুচিত্বের কথা আমি কি করিয়া বলিব? সুতরাং, এইপ্রকার শুচিতার (পবিত্রতার) জন্য যে তীর্থের আশ্রয় হয়, যে মনের পাপরাশি দিগন্তরে সরাইয়া দিয়াছে; অন্তর বাহিরে যে শুদ্ধ, সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল, এবং 'পায়ালুর'* ন্যায় তত্ত্বার্থ দেখিতে সক্ষম; যাহার মন সর্ব্বত্রগ, আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও উদাসীন (নির্লিপ্ত); (১৮০) পাশ হইতে মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় যে সংসারব্যথা হইতে মুক্ত, যে নিরাশার (আশাশূন্যতার) প্রতিমূর্ত্তি;

[১] দ্বৈতভাবশূন্য হইয়া যে প্রিয়াপ্রিয়, হর্ষামর্ষ, এই ভেদভাব ভুলিয়া যায়;

* জন্মাইবার সময় যাহার পদদ্বয় অগ্রে বাহির হয়,

গতায়ু মনুষ্যের যেমন লজ্জা থাকে না, তেমনি যে সতত আত্মসুখে পূর্ণ থাকিয়া কোনও দুঃখ দেখিতে পায় না ; আর, কর্ম্মারম্ভের জন্য যাহার অঙ্গে কোনও অহঙ্কার থাকে না—ইন্ধন বিনা অগ্নি যেমন নিবিয়া যায় ;§ তেমনি, মোক্ষের অঙ্গীভূত (মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সাধনের আবশ্যক অঙ্গ) বলিয়া লিখিত 'শান্তি' যাহার ভাগে আসিয়াছে (পড়িয়াছে) ; হে অর্জ্জুন, যে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, সোহংভাবে পূর্ণ হইয়া ('সোহংভাবের সরোবরে নিমজ্জিত হইয়া') দ্বৈত-ভাবের অপর তীরে গিয়া উঠিয়াছে ; কিম্বা, যে ভক্তিসুখের জন্য আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত করে ; অন্য অংশকে আমার নাম দিয়া (ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া), ভক্তিহীন লোককে আমাকে ভজনা করিবার উত্তম রীতি[১] দেখাইয়া দেয়,—এমন যে যোগী, তাহার প্রতি আমার অত্যধিক আসক্তি (ব্যসন), সে আমার 'নিধান' (আশ্রয়) ; কিং বহুনা, এইরূপ ভক্তলাভ হইলেই আমার সমাধান (শান্তি) হয়। তাহার জন্যই আমি (অবতার হইয়া) রূপ গ্রহণ করি, তাহার জন্যই আমাকে এখানে আসিতে হয়, সে আমার এমন প্রিয় যে আমি আমার প্রাণ তাহার জন্য আরতি করিয়া উৎসর্গ করি।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যে আত্মস্বরূপপ্রাপ্তির ন্যায় অন্য কোনও উত্তম বস্তু আছে বলিয়া জানে না,—এইজন্য কোনও বিশেষ বিষয় উপভোগে আনন্দ পায় না ; (১৯০) যে আপনিই বিশ্ব হইয়া যায়, এবং ভেদভাব চলিয়া যাওয়ায় যে পুরুষ দ্বেষকে দূরে সরাইয়াছে ; আপনার সত্য স্বরূপ কল্পান্তেও নষ্ট হয় না জানিয়া যে বিগত বস্তু বা বিষয়ের জন্য শোক করে না ; যাহার পর (অধিক) আর কিছুই নাই, সেই আত্মস্বরূপ আপনার মধ্যে লাভ করিয়া যে আর কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না ; সূর্য্যের যেমন দিন বা রাত্রি হয় না তেমনি যাহার ভাল বা মন্দ এরূপ কোনও ভেদবুদ্ধি নাই ; এইরূপ যে শুদ্ধ, নিশ্চল জ্ঞানস্বরূপ হইয়া

§ "নিরিন্ধন অগ্নি যেমন নিবিয়া যায়"—তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর (অর্থ একই),

১ ভক্তি মার্গের উত্তম আচরণ ;

সর্ব্বদা আমার ভজনা করে ; তাহার তুল্য আমার দ্বিতীয় কোনও প্রিয় বান্ধব (আত্মীয়) নাই—তোমার নামে শপথ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮

হে পার্থ, যাহার মধ্যে বৈষম্যের কোনও ভেদভাব নাই, যে শত্রু ও মিত্রকে সমান চক্ষে দেখে ; কাটিবার জন্য যে আঘাত করে, কিম্বা যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে—এ উভয়কেই যেমন বৃক্ষটি সমানভাবে ছায়া প্রদান করে ; অথবা, ইক্ষুদণ্ড যেমন যে পালন করে এবং যে (রস বাহির করিবার জন্য) পেষণ করে,—উভয়ের পক্ষে সমানভাবে মধুর ; তেমনি, হে অর্জ্জুন, শত্রুমিত্রের প্রতি যাহার এমন মনোভাব, মানাপমান যাহার পক্ষে সমান ; (২০০) গগন যেমন ছয় ঋতুতেই সমান, তেমনি যে শীতোষ্ণের মধ্যে সমান ভাবে থাকে ('শীতোষ্ণকে এক মনে করে') ; হে পাণ্ডুসুত, দক্ষিণ ও উত্তরবায়ুতে (অটল) মেরুর ন্যায় যে সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া 'মধ্যস্থ' (নির্বিকার) হইয়া থাকে ; মাধুর্য্যে চন্দ্রকিরণ যেমন রাজা ও ভিখারীর পক্ষে সমান, তেমনি যে সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন ; জল যেমন সকলের একমাত্র সেব্য, তেমনি যাহাকে সর্ব্বলোক প্রশংসা করে ; যে অন্তর্ব্বাহ্য বিষয়ের সঙ্গ (আসক্তি) ও সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তে বাস করে ;

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

যে নিন্দাকে গায়ে মাখে না, স্তুতিতে আনন্দিত হয় না—আকাশ যেমন নির্লিপ্ত থাকে—; তেমনি, নিন্দা ও স্তুতিকে এক পংক্তিতে সমান গণ্য করিয়া জনগণের মধ্যে মৌন থাকিয়া প্রাণপ্রবৃত্তির (সাংসারিক ব্যবহারের) বিচার করে ;§ যে সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া মৌনী হইয়া থাকে,—উন্মনা (মন লয় পাইবার) অবস্থার ভোগে তৃপ্ত হয় না ; বর্ষার অভাবে সমুদ্র যেমন শুষ্ক হয় না, তেমনি যে যথালাভে তুষ্ট হয়, অলাভে (অপ্রাপ্তিতে) ক্ষিপ্ন হয়

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"প্রাণবৃত্তির সহিত জনারণ্যে সমানভাবে বিচরণ করে।"

না ; আর বায়ু যেমন একস্থানে অবরুদ্ধ থাকে না, তেমনি যে কোনও এক স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে না ; (১১০) 'বিশ্বই আমার ঘর'—এ সম্বন্ধে যে স্থিরবুদ্ধি, কিং বহুনা, যে নিজেই চরাচর বিশ্ব হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি, হে পার্থ, আমার ভজনে যাহার পূর্ণ আস্থা, তাহাকে আমি মাথার মুকুট করি। উত্তম পুরুষের সম্মুখে যদি মস্তক অবনত করা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? পরন্তু, লোকে তাহার চরণামৃতকে (তীর্থের ন্যায়) সম্মান করে। শ্রদ্ধার বস্তুকে কি করিয়া আদর করিতে হয়, তাহা সদাশিব শ্রীশঙ্করকে গুরু করিলেই জানা যায়। তবে, ইহা এখন থাকুক, মহেশের মহিমা বর্ণনা করিতে গেলে আত্মস্তুতির সঞ্চার হইবে।" রমানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এইজন্য, হে অর্জ্জুন শুধু ইহাই বলি যে[1] এইরূপ ভক্তকে আমি মস্তকে ধারণ করি। যে চতুর্থ পুরুষার্থ সিদ্ধি (মোক্ষ) আপন হস্তে লইয়া ভক্তিপথে প্রবেশ করে—এবং তাহা জগতে বিতরণ করে ; কৈবল্যের অধিকারী সে মোক্ষরূপ দ্রব্যের ব্যাপার করে ('খোলে ও বাঁধে')—পরন্তু, জল যেমন নিম্নাভিমুখী তেমনি নম্র হইয়া থাকে ; এইজন্যই আমি তাহাকে নমস্কার করি, তাহাকে মাথার মুকুট করি, তাহার চরণ আমার হৃদয়ে ধারণ করি ; তাহার গুণের (গুণবর্ণনারূপ) অলঙ্কারে আমার বাণীকে অলঙ্কৃত করি, তাহার কীর্ত্তি আমি কর্ণে শ্রবণ করি ; (২২০) তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় অচক্ষু আমি চক্ষু স্বীকার করিয়াছি,—হাতের পুষ্পদ্বারা[2] তাহাকে পূজা করি ; তাহার অঙ্গ আলিঙ্গন করিবার জন্য দুহাতের উপর আরও দুটি হস্ত ধারণ করিয়াছি ; তাহার সঙ্গসুখের জন্য আমাকে দেহ-ধারণ করিতে হইয়াছে ; অধিক কি বলিব ? তাহার প্রতি আমার প্রেম অতুলনীয়। তাহার ও আমার মধ্যে যে এই মৈত্রী (প্রেম), ইহাতে বিচিত্র কি আছে ? পরন্তু, তাহার চরিত্র যে শ্রবণ করে ; যে ভক্তিচরিত্রের[3] (ভক্তির আচরণের) প্রশংসা করে তাহাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করি—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তোমাকে এখন যে ভক্তিযোগসম্মত যোগের কথা আদ্যন্ত বলিলাম—; এই যোগস্থিতির এমনি মহিমা যে (তাহাতে অবস্থিত) ভক্তকে আমি প্রীতি করি, কিম্বা তাহার ধ্যান করি, অথবা তাহাকে মস্তকে ধারণ করি।

---

১ আর অধিক বলিব না ; ২ লীলাকমল ; ৩ ভক্তচরিত্রের

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

যাহারা এই রম্যকথা, এই ধর্ম্মানুকূল অমৃতধারা শ্রবণ করিয়া প্রতীতিগম্য (অনুভবসিদ্ধ) করে (অন্তরে অনুভব করে); আমি যেমন নিরূপণ করিয়াছি, তেমনি মানসিক স্থিতিতে আনন্দে রমণ করে—উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন হয় ;+ যাহাদের অন্তরে ইহা শ্রদ্ধার সহিত সাদরে বিস্তার লাভ করে, যাহারা ইহা হৃদয়ে স্থিরভাবে ধারণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করে ; (২৩০) হে পার্থ, এই জগতে তাহারাই ভক্ত, তাহারাই যোগী, তাহাদের জন্য আমার সদাই উৎকণ্ঠা।§ যে মহাপুরুষগণের ভক্তিকথার সহিত (প্রেমের) মৈত্রী তাহারাই তীর্থস্বরূপ, তাহারাই পুণ্যক্ষেত্র ; † জগতে তাহারাই পবিত্র। আমি তাহাদের ধ্যান করি, তাহাই আমার দেবতার্চ্চনা,—এই ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উত্তম মনে করি না। তাহারাই আমার ব্যসন, তাহারাই আমার নিধান[১] (আশ্রয়)—অধিক কি বলিব ? তাহারা আমার সহিত মিলিত হইলেই আমার সমাধান (শান্তি) হয়। হে পাণ্ডুসুত, এই প্রেমিক ভক্তদের কথা যে শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করে,[২] সে আমার পরম দেবতার ন্যায়, জানিবে।" সঞ্জয় কহিলেন—"এইভাবে, নিজজনানন্দ (ভক্তজনের নয়নানন্দ) জগতের আদি মূল, মুকুন্দ বলিলেন ; হে রাজন্, যিনি স্বতঃই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, লোকের প্রতি কৃপালু, শরণাগতের প্রতি স্নেহশীল, শরণ্য ; যিনি সুরগণের সহায়শীল, লোক প্রতিপালন করাই যাঁহার লীলা, শরণাগতকে রক্ষা করাই যাঁহার খেলা ; যিনি ভক্তজনবৎসল, প্রেমিকের নিকট ('প্রাঞ্জল') অনায়াসলভ্য, সত্যসেতু (পরমাত্মাপ্রাপ্তির সত্যরূপ সেতু), নিখিল কলানিধি ; যাঁহার ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি শুভ্র ও নির্ম্মল, অগাধ দানশীলতায় যিনি সরল, অতুল পরাক্রমে প্রবল হইয়াও

+ এই স্থানে পাঠান্তরে এইপ্রকার অন্য একটি ওবী আছে—
"পরন্তু, আমাকে পরম শ্রেষ্ঠ মানিয়া, সেইভাবে (আমার প্রতি ভক্তিতে) প্রেম পোষণ করিয়া তাহাকেই সর্ব্বস্ব ধরিয়া সেই পথই অবলম্বন করে" ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই।

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই।

১ আমার নিধির ভাণ্ডার ; ২ বর্ণনা করে ;

যিনি বলিরাজার কাছে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন ; (২৪০) সেই ভক্তের সম্রাট, বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, এবং ভাগ্যবান অর্জ্জুন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।" সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"এখন ইহার পর আরও যাহা নিরূপণ করা হইবে, তাহাই শুনুন।" সেই রসাল কথা এখন বুঝিবার মত করিয়া সরল মারাঠী ভাষায় আমি বলিতেছি আপনারা অবধান করুন। জ্ঞানদেব বলিতেছে—"আমি সন্ত আপনাদের শরণাগত হইতেছি, আমার স্বামী শ্রীনিবৃত্তিনাথ ইহাই আমাকে শিখাইয়াছেন।" (২৪৪)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সকল বিদ্যার আশ্রয় শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি; যাঁহার স্মরণে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়, এবং জিহ্বাগ্রে সর্ব্ব বিদ্যার আবির্ভাব হয়; বক্তৃতার মাধুর্য্যের তুলনায় অমৃতও বিস্বাদ হয়, রস প্রত্যেক অক্ষরের সেবক হইয়া দাঁড়ায় (অক্ষর রসপূর্ণ হয়); ভাবপ্রকাশ সহজ হইয়া ভাবার্থের তত্ত্ব প্রকট করে, সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান (আত্মবোধ) হস্তগত হয়; শ্রীগুরুর চরণ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ স্থির হইলে জ্ঞানপ্রকাশের এমনি ভাগ্য হয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১§

তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রকৃতি ও পুরুষ কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে এবং ক্ষেত্রের প্রকারভেদ কি, এই সমস্ত আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি।" তিনি নমস্কার করিবার পর, ব্রহ্মার পিতা, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২

"হে পার্থ, শ্রবণ কর, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এবং যাহার এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইয়াছে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩

---

§ এই শ্লোকটি ও প্রথম ৬টি ওবী রাজবাড়ে ও মাডগাঁওকর পাণ্ডুলিপিতে আছে। অন্য হস্তলিখিত বা ছাপা পাণ্ডুলিপিতে নাই। এই শ্লোকটি ধরিলে গীতার সর্ব্বসমেত ৭০০ শ্লোকের স্থলে ৭০১টি শ্লোক হয়। সুতরাং এই শ্লোক ও ৬টি ওবী সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বক্ষেত্রের পোষণ করি বলিয়া আমাকেই নিশ্চিতভাবে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে জানিবে। আর, যে জ্ঞান দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে জানা যায়, আমি তাহাকেই প্রকৃত 'জ্ঞান' বলিয়া মানি। (১০)

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

এখন এই শরীরকে ক্ষেত্র বলার তাৎপর্য্য কি আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি। কেন ইহাকে ক্ষেত্র বলা হয়, কিরূপে এবং কোথায় ইহার উৎপত্তি হইল, এবং কোন্ কোন্ বিকার দ্বারা ইহা বিস্তার লাভ করে; এই সার্দ্ধ তিন হাত মাত্র ছোট ক্ষেত্রটী কত বড়? এবং ইহার আকার কি? ইহা উষর অথবা উর্ব্বর? ইহার অধিকারীই বা কে? ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের প্রভাব (সামর্থ্য, অর্থ) কি তাহা সবিশেষ ভাবে বলিতেছি, অবধান কর। ইহারই (এই ক্ষেত্রের) স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি (বেদ) নিরন্তর বাগ্ বিন্যাস করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্র ইহারই স্থিরীকরণে নিরবচ্ছিন্ন তর্কের অবতারণা করে। ইহারই আলোচনায় ষড়্‌দর্শন তাহাদের সমস্ত যুক্তি নিঃশেষ করিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বন্দ্ব মিটে নাই (তাহারা একমত হইতে পারে নাই)। বিভিন্ন শাস্ত্র ইহার বিচার করিয়াছে,[১] এ বিষয়ে ঐক্যস্থাপনের জন্য জগতে বাদানুবাদ চলিতেছে; তথাপি ইহারা কখনও একমত হয় নাই, মতের সহিত মতের মিল নাই, —শুধু নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। কেহই জানে না এই ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে, পরন্তু, ইহা লাভের ইচ্ছা এতই বলবান যে প্রতিগৃহে ইহা লইয়া ভীষণ কলহ চলিতেছে। নাস্তিককে জব্দ করিতে বেদ অশেষ আড়ম্বরের সহিত চেষ্টা করিয়াছে,—উত্তরে পাষণ্ডগণ (নাস্তিকের দল) অন্য কথা বলে। (২০) তাহারা বলে—'বেদোক্ত বাণীসকল ভিত্তিহীন, মিথ্যা বাক্‌জাল মাত্র—আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে সুপারী রাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান করিতেছি।' পাষণ্ডগণ কেহ দিগম্বর হইয়া থাকে, কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, তাহারা যে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে তাহা

১ বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে; ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে;

নিষ্ফল হয়। মৃত্যুর সামর্থ্যের প্রবল আক্রমণে এই দেহক্ষেত্রই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—এই ভয়ে যোগিগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়। মৃত্যুভয়ে তাহারা নির্জ্জনে বাস করে এবং যমনিয়মাদির সাধন পূর্ণভাবে অবলম্বন করে। মহাদেব এই ক্ষেত্রাভিমানের জন্য নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইহার জটিলতা বুঝিয়া[১] শ্মশানবাসী হইয়াছেন। স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠার্থে তিনি নিরাবরণ হইয়াছেন, এবং মদন তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট (প্রলুব্ধ) করিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। ব্রহ্মা নিজ সামর্থ্য বাড়াইবার জন্য চতুর্ম্মুখ হইয়াছেন, তথাপি তিনিও ইহা সম্যক্ জানিতে পারেন নাই।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫

কেহ বলে, 'এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে জীবের, এবং প্রাণবায়ু ইহার কোর্ফা প্রজা। প্রাণবায়ুর ঘরে তাহার চারি ভ্রাতা (অপান, ব্যান, সমান ও উদান বায়ু) কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে, এবং মন ক্ষেত্রপালরূপে সকল কার্য্যবিধি পরিচালনা করিয়া থাকে। সে ইন্দ্রিয়রূপ বলদ জুড়িয়া, দিবারাত্রি খাটিয়া, এই বিষয়রূপ ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে থাকে। (৩০) সে বিধিবিহিত কর্ম্মের সময় ও পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যায়ের বীজ বপন করে এবং তাহাতে কুকর্ম্মের সার প্রয়োগ করে। ইহা হইতে কল্পনাতীত পরিমাণে পাপ রূপ ফসল উৎপন্ন হয় এবং জীব কোটি জন্মাবধি দুঃখ ভোগ করে। ইহা না করিয়া, যদি বিধিনির্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতিতে সৎকর্ম্মের বীজ বপন করা যায়, তবে শতজন্ম পর্য্যন্ত জীব সুখ ভোগ করিতে পারে।' তখন অন্য এক পক্ষ বলে, 'ইহা ঠিক নয়—এই ক্ষেত্র জীবের নহে—এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন কর। জীব এখানে সম্পূর্ণ প্রবাসী, যাতায়াত করিবার সময় শুধু পথে কিছুক্ষণের জন্য বাস করে,—আর প্রাণ এই ক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সর্ব্বদা জাগিয়া পাহারা দেয়। অনাদি প্রকৃতি—সাংখ্য-দর্শন যাহার গুণগান করিয়া থাকে—এই ক্ষেত্র সেই প্রকৃতিরই "বৃত্তি" (ভু-সম্পত্তি) জানিবে। আর কৃষিকার্য্যের জন্য উহার

১ জয় করিয়া;

ঘরে কর্ম্মীর অভাব নাই, এবং তাহাদের দ্বারাই এই ক্ষেত্রের সব কাজ ঘরেই করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করিবার জন্য যে প্রধান তিনটী গুণ আছে তাহারা প্রকৃতির গর্ভেই উৎপন্ন হইয়াছে। রজোগুণ যাহা বপন করে, সত্ত্ব তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, এবং তমঃই সেই সব শস্য কাটিয়া সংগ্রহ করে। মহত্তত্ত্বের খলিয়ান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালরূপ বলদ দ্বারা শস্য মাড়াই করা হয়, তখন অব্যক্তের সায়ংকাল উপস্থিত হয়।' (৪০) বুদ্ধিমান একদল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং বলে' 'ইহা অর্ব্বাচীন কল্পনা মাত্র'। অহো, পরতত্ত্ব ব্রহ্মের নিকট প্রকৃতির স্থান কোথায়? এই ক্ষেত্রের বৃত্তান্ত আমরা বলিতেছি, নিঃশব্দে শ্রবণ কর। মহাশূন্যরূপ ব্রহ্মের শয্যাগৃহে, লয়াবস্থার পালঙ্কের উপর বলবান আদি সঙ্কল্প নিদ্রিত ছিল; অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে উদ্যমী হইল এবং আপন ইচ্ছানুসারে এই বিশ্বের সৌধ নির্ম্মাণ করিল; নির্গুণ পরব্রহ্মের উদ্যান ত্রিভুবনবিস্তৃত ছিল—এই আদি সঙ্কল্পের পরাক্রমে নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইল; মহাভূতের শিশুকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া চারটি বিভাগে ভাগ করা হইল এবং চারপ্রকার ভূতগ্রামের সৃষ্টি হইল (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ); তদনন্তর, আদি পঞ্চমহাভূতের পিণ্ড ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি রচনা করা হইল; উভয় পার্শ্বে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের প্রস্তরের বাঁধ দেওয়া হইল এবং মধ্যে উষর ভূমিতে জঙ্গল তৈরী করা হইল; অতঃপর এই আদি সঙ্কল্পই যাতায়াতের জন্য জন্মমৃত্যুর উত্তম সুড়ঙ্গ (পথ) তৈয়ারী করিল; তারপর অহঙ্কারের সহিত জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐক্যস্থাপনা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা চরাচর জগৎ পরিচালনা করিতে লাগিল; (৫০) এইভাবে নিরালম্ব ব্রহ্ম হইতে আদি সঙ্কল্পের শাখাসকল বাড়িয়াছে, এইজন্য, এই সঙ্কল্পই প্রপঞ্চের মূল।' (সঙ্কল্পবাদীর) এই মুক্তাফলরূপ মত বিবেচনা করিয়া অন্য এক পক্ষ বলে—'অহো, তোমরাই দেখিতেছি বুদ্ধিমান। পরতত্ত্বের (ব্রহ্মের) গ্রামে সঙ্কল্পের শয্যা যদি দেখিতে পাও, তবে প্রকৃতিকে মানিয়া লইবে না কেন? পরন্তু, ইহা থাকুক, এসব কথা নির্ভুল নহে—তোমাদের এ আলোচনা না করাই ভাল; আমরা সমস্ত বলিতেছি, শুন। আকাশে মেঘগুলিকে কে বারিপূর্ণ করে? অন্তরীক্ষে তারাগুলিকেই বা কে ধরিয়া আছে? আকাশের চন্দ্রাতপ কে টাঙ্গাইল বল। বায়ু অবিরত বহিবে—এ বিধানই বা দিয়াছে কে? বৃক্ষ কে পুঁতিয়াছে?

কে সমুদ্র জলপূর্ণ করিল? বারিবর্ষণ কে করায়? এ সমস্ত ব্যাপারের ন্যায় ক্ষেত্রও স্বভাবসিদ্ধ,—অবান্তর কিছু নহে; যে কেহ পরিশ্রম করিয়া ফললাভ করিতে পারে, অন্যের কিছুই লাভ হয় না।' তখন আর একপক্ষ ক্ষোভ-সহকারে[১] বলে—'তবে ইহার উপর এক কালের আধিপত্য কেন? এই ভীষণ (ক্রুদ্ধ) মৃত্যু সিংহের গুহা সদৃশ; তবে বৃথা কেন এই বাগাড়ম্বর? (বৃথা কেন উত্তেজিত হও?) (৬০) এই কালের আঘাত অনিবার্য্য জানিয়াও, স্বকীয় মতের অভিমান করিতেছ। এই কালসিংহ মহাকল্পের অপর পারে সত্যলোক (ব্রহ্মলোক)-রূপ হস্তীর উপর অকস্মাৎ পড়িয়া আক্রমণ করে। স্বর্গের বনে প্রবেশ করিয়া নব নব লোকপাল ও দিগ্‌হস্তীর দলকেও সংহার করে। আর জীবরূপী হরিণের দল এই কালসিংহের অঙ্গের হাওয়াতে (নিঃশ্বাসের স্পর্শে) নির্জ্জীব হইয়া জন্মমৃত্যুর গর্ত্তে ভ্রমণ করে। দেখ, এই কালসিংহের ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত,—ইহার করাল মুখগহ্বরের মধ্যে এই বিশ্বাকার হস্তী মিলাইয়া যায়। সুতরাং ইহাতে একমাত্র কালেরই অধিকার—ইহাই আমাদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত।' হে পাণ্ডুসুত, 'ক্ষেত্র' সম্বন্ধে এইরূপ নানামত প্রচলিত আছে। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ এবিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন,—পুরাণেও এই বিভিন্ন মতামত লিখিত আছে। অনুষ্টুপাদি ছন্দে এ বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহাতে বিজয়লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। বেদের 'ব্রহ্মসূত্র'[২]—যাহা জ্ঞান দৃষ্টিতে পবিত্র—তাহাও এ ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অন্যান্য অনেক দূরদর্শী বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আপন আপন বুদ্ধি নিঃশেষ করিয়াছেন; পরন্তু, ইহা এই প্রকার, কি এতবড়, কিম্বা অমুকের সম্পত্তি—নিশ্চিতভাবে কেহই ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন, ইহার পর, আমি তোমাকে আদ্যন্ত এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছি।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬

১ ক্ষুব্ধ হইয়া; ক্রুদ্ধ হইয়া; ২ বৃহৎসামসূত্র;

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, এবং দশ ইন্দ্রিয়—আর মন, দশ বিষয়,[১] সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, সংঘাত ও ইচ্ছা; আর, চেতনা ও ধৃতি—এই সকলের ব্যক্ত স্বরূপই 'ক্ষেত্র'—এ সমস্তই আমি তোমাকে বলিয়াছি। এখন এক এক করিয়া পৃথক্‌ভাবে বলিতেছি—মহাভূত কি, বিষয় কাহাকে বলে এবং ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ কি। পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম (আকাশ)—তোমাকে এই মহাতত্ত্বের[২] কথা বলিয়াছি। আর, স্বপ্ন যেমন জাগ্রত দশায় লীন হয়, অথবা, চন্দ্রমা যেমন অমাবস্যায় গুপ্ত হয়; অথবা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের মধ্যে যেমন তারুণ্য লুক্কায়িত থাকে, কিংবা, অপ্রস্ফুটিত ফুলের কুঁড়ির মধ্যে যেমন সৌরভ অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে; অধিক কি বলিব? কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তেমনি, হে কিরীটি, যাহা প্রকৃতির গর্ভে গুপ্ত হইয়া থাকে; (৮০) (ধাতুগত) জ্বর যেমন কুপথ্যের জন্য ফুটিয়া বাহির হয় এবং শরীরের অন্তর বাহির ব্যাপিয়া পড়ে; তেমনি, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া দেহাকার গঠন করিলে যাহা ইহাকে চতুর্দিকে নাচাইয়া বেড়ায়—তাহাই অহঙ্কার।+ এখন যাহাকে বুদ্ধি বলে, তাহা যে-সব লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর"—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। "কামবাসনা বলবতী হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যখন বিভক্ত হইয়া বিষয়সমূহের মধ্যে প্রবেশ করে; এবং সুখ-দুঃখের বন্যায় জীব যখন লুটোপটি খাইয়া ভালমন্দের বিবেচনা করে, তখন যাহা দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে; ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা পুণ্য, ইহা পাপ, ইহা অশুচি, ইহা শুদ্ধ—এইভাবে যাহা ইহাদের মধ্যে তারতম্য বুঝাইয়া দেয়; যাহার সাহায্যে উত্তম অধম, ছোট বড়, বুঝিতে পারা যায়, যাহার দৃষ্টিদ্বারা জীব বিষয়সমূহ পরখ করে; যাহা জ্ঞানতেজের (বৃদ্ধি)[৩] উৎকর্ষ, সত্ত্বগুণের ভাণ্ডার,[৪]—যাহা আত্মা ও

---

১ ইন্দ্রিয়ের; ২ পাঁচ মহাভূতের; মহাভূতের;

+ "এই অহঙ্কার এমনি বিচিত্র যে ইহা নির্বোধকে বিশেষ কষ্ট দেয় না কিন্তু বুদ্ধিমানকে গলা ধরিয়া নানা সঙ্কটে নাচায়"—পাঠান্তরে এস্থলে এরূপ অন্য একটি ওবী পাওয়া যায়।

৩ আদিকরণ; ৪ বৃদ্ধি; শুদ্ধি;

জীবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা করে; হে অর্জ্জুন, তাহাকেই পূর্ণভাবে 'বুদ্ধি' বলিয়া জানিবে: এখন অব্যক্ত প্রকৃতির লক্ষণ শুন। হে মহামতি, সাংখ্যদর্শনের মতে যাহা 'প্রকৃতি' তাহাই এখানে অব্যক্ত (মায়া)। (৯০) সাংখ্য-শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের মতানুসারে প্রকৃতির যে দুইটি প্রকারের কথা তোমাকে পূর্ব্বে শুনাইয়াছি (সপ্তম অধ্যায়ে); তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি পরাপ্রকৃতি বা 'জীবদশা', হে বীরেশ, তাহাকেই এই পর্য্যায়ে 'অব্যক্ত' বলা হইয়াছে। রাত্রি পোহাইলেই যেমন নক্ষত্রগুলি আকাশে লুপ্ত হয়, কিম্বা, দিনান্তে যেমন প্রাণিমাত্রেরই কর্ম্মতৎপরতা বন্ধ হয়; দেহান্তে যেমন দেহাদির সমস্ত উপাধি (বিকার) সমূহ কৃতকর্ম্মের মধ্যে বিলীন হয়; বৃক্ষের সমস্ত সত্তা যেমন বীজের আকারের মধ্যে নিহিত থাকে, কিম্বা, তন্তুদশা যেমন বস্ত্ররূপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে; তেমনি সমস্ত স্থূলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহাভূত ও যাবতীয় ভূতসৃষ্টি সূক্ষ্মরূপে যাহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়; হে অর্জ্জুন, তাহারি নাম 'অব্যক্ত', জানিবে;—এখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমস্ত ভেদের কথা শ্রবণ কর। শ্রবণ, নয়ন, ত্বক্, ঘ্রাণ ও রসনা—ইহারাই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, জানিবে; এই পাঁচটি তত্ত্ব একত্র হইলে, ইহাদের দ্বারাই বুদ্ধি সুখদুঃখের বিচার করে। ইহা ব্যতীত, বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন—এই অন্য পাঁচটি প্রকার আছে; (১০০) ইহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, জানিবে"—কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—"শুন; প্রাণের স্ত্রী—যাহা শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশক্তিরূপে অবস্থান করে,—তাহা এই পাঁচটি দ্বার দ্বারাই যাতায়াত করে। এই দশটি ইন্দ্রিয়ের কথা তোমাকে বলিলাম"—ভগবান বলিলেন—"এখন 'মন' কি তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যসন্ধিস্থলে থাকিয়া, এবং রজোগুণের স্কন্ধে চাপিয়া মন চঞ্চলভাবে খেলা করে (চমকায়)। আকাশের নীল রং বা মৃগতৃষ্ণিকার লহরী যেমন বৃথাই ভাসমান হয়, মনও তেমনি অসার। আর, শুক্র ও শোণিতের মিলনে যে পঞ্চভূতের রচনা আকার প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে দশবিধ বায়ুতত্ত্ব মিলিয়া এক হয়। এই দশবিধ বায়ু দেহধর্ম্মের বলানুসারে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। তাহাদের অঙ্গে একপ্রকার অবিমিশ্র চঞ্চলতা থাকায় তাহারা রজোগুণের বল প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চলতা বুদ্ধির বাহিরে, পরন্তু অহঙ্কারের সীমার উপর অর্থাৎ বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রবল হয়। ইহাকে বৃথাই এই নাম (মন) দেওয়া হয়; বাস্তবিক

পক্ষে, ইহা কেবল কল্পনারই মূর্ত্তি ; ইহার সংযোগে বস্তু (ব্রহ্মবস্তু) জীবদশা প্রাপ্ত হন। (১১০) ইহা প্রবৃত্তির মূল; ইহাদ্বারাই কামনা বাসনা প্রবল হয় ('কামনা বাসনাই ইহার বল'), ইহা নিরন্তর অহঙ্কারকে উত্তেজিত করে; ইচ্ছাসমূহকে বর্দ্ধিত করে, আশাকে প্রবল করে (চড়ায়) জগতের পশ্চাতে লাগিয়া থাকে।[১] ইহা দ্বৈতভাবের সৃষ্টি করে, অবিদ্যার (অজ্ঞানের) বল বাড়ায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে। সঙ্কল্পিত[২] সৃষ্টি রচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিকল্পে তাহা নষ্ট করে, ইহা মনোরথের সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ রচনা করিয়া পুনরায় তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহা ভ্রমের আগার এবং বায়ুতত্ত্বের সার,—ইহা বুদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। হে অর্জ্জুন, ইহাকেই 'মন' বলে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; এখন বিষয়ের নামভেদের কথা শ্রবণ কর। স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ের এই পঞ্চবিধ প্রকার। হরিৎ তৃণরাজি দেখিয়া পশু যেমন বিহ্বল হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ঐ পাঁচটি দ্বার দিয়া জ্ঞান বাহিরে ছুটাছুটি করে। স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিসর্গ (ইহার উচ্চারণ), কোনও বস্তুকে গ্রহণ কি বর্জ্জন করা, চলাচল করা ও মলমূত্র ত্যাগ করা ;—ইহারাই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়, ইহাদের মঞ্চ বাঁধিয়া তাহার মাধ্যমেই (আধারে) ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়। (১২০) জীবশরীরে ইহারাই দশবিধ বিষয় ; এখন তোমাকে ইচ্ছার কথা বলিতেছি। বিগত ঘটনা স্মরণে আসিলে, বা (উহার সম্বন্ধে) কোনও কথা কানে আসিলে যে (বৃত্তি) ভাবনা উত্থিত হয় ; ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইলেই যাহা কামের হাত ধরিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়ায়—যাহা উঠিলেই মন ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি নিষিদ্ধপথে মুখ ঢোকায় (প্রবেশ করে) ; যে বৃত্তির প্রভাবে বুদ্ধি পাগলের মত হইয়া যায়, এবং বিষয় যাহার অত্যন্ত প্রিয়,—তাহাই 'ইচ্ছা'। আর, ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিষয়ভোগ করিতে না পায়, তবে যে দাবার দান পড়ে (যে মনের বিকার উৎপন্ন হয়) তাহাকে 'দ্বেষ' বলে। এখন 'সুখ' কাহাকে বলে শুন ; যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব অন্য সব বিষয় ভুলিয়া যায়—যাহা কায়মনোবাক্যে আপন শপথ দিয়া দেহস্মৃতির আশ্রয় নাশ করে ; যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রাণ পঙ্গু হয়, কিন্তু সাত্ত্বিকভাবের

১ ভয়ের পুষ্টিসাধন করে ; ২ সংকল্পে ;

দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়; যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করিয়া হৃদয়ের কন্দরে শান্ত-ভাবে ঘুম পাড়াইয়া দেয়; (১৩০) অধিক কি বলিব? যে অবস্থায় জীবের আত্মস্বরূপ লাভ হয় তাহাকেই 'সুখ' বলে। আর, হে পার্থ, যে অবস্থায় এই স্থিতির অভাব ঘটে, তাহাকেই পূর্ণরূপে 'দুঃখ' বলিয়া জানিবে। মনোরথ§ ভঙ্গেই দুঃখ হয়, আর মনোরথসিদ্ধি হইলেই দুঃখ যায় (অর্থাৎ সুখ হয়)— সুখদুঃখের এই দুটি 'উপায়' (কারণ)। এখন, হে পাণ্ডুসুত, এই দেহে যে অসঙ্গ ও সাক্ষীভূত (উদাসীন) চৈতন্যের (ব্রহ্মের) সত্তা অবস্থান করে, তাহারই নাম চেতনা; ইহা জীবশরীরে নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমানভাবে সতত জাগ্রত আছে,[1] এবং জাগৃতি আদি তিন অবস্থাতেই অখণ্ডভাবে বর্ত্তমান। এই চেতনাই জীবদেহে 'মন' 'বুদ্ধি' আদিকে সদা সজীব রাখে,—এই চেতনাই প্রকৃতিরূপী বনের স্বয়ং বসন্তলক্ষ্মী। জড় ও চেতন পদার্থে অংশভেদে (অর্থাৎ কোথায়ও কম, কোথায়ও বেশী) সর্ব্বদা সঞ্চারিত,— ইহাই চেতনা—ইহাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নাই। রাজা সৈন্যদলের প্রত্যেককে না জানিলেও, তাঁহার আজ্ঞা যেমন শত্রুসৈন্যদলকে পরাজিত করে, কিম্বা, পূর্ণচন্দ্রদর্শনেই যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে; অথবা চুম্বক যেমন কাছে আসিলেই লৌহকে 'সচেতন' (পরিচালিত) করে; কিম্বা, সূর্য্যোদয় হইলেই যেমন জীবলোক স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; মুখে মুখ না লাগাইয়াই যেমন মাতাকচ্ছপ (কূর্ম্মী) শিশু কচ্ছপের দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই তাহাদের পোষণ করে; (১৪০) হে পার্থ, এইভাবে চেতনা আত্মার সংযোগে এই শরীরে থাকিয়া জড় পদার্থকে সজীব করে। হে অর্জ্জুন, চেতনার কথা বলা হইল, এখন ধৃতির (বিচার) বর্ণনা[2] শুন। এই পঞ্চমহাভূততত্ত্ব স্পষ্টই পরস্পর বৈরভাবাপন্ন; জল কি পৃথ্বী (মাটি)-কে নাশ করে না? তেজ (অগ্নি) জলকে শুকাইয়া দেয়, বায়ু অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে ('তেজ বায়ুর সহিত যুদ্ধ করে'), এবং আকাশ সহজে বায়ুকে ভক্ষণ করে; তেমনি, আকাশ কখনও অন্য তত্ত্বের সহিত মিলিত হয় না,—অথচ সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন

---

§ "মনোরথ থাকিলে সুখ হয় না, মনোরথের (সঙ্কল্পবিকল্পের) নাশ হইলেই সুখ স্বয়ংসিদ্ধ হয়"—"মনে সংকল্পবিকল্প থাকিলে সুখ হয় না, অন্যথায় সিদ্ধ হয়"—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের এইরূপ পাঠান্তর আছে।

১ আছে; ২ ভেদ;

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এইভাবে, পরস্পর বিরোধী হইয়াও এই পঞ্চমহাভূত জীবদেহে একত্রে অবস্থান করে; দ্বন্দ্বের বাদানুবাদ ত্যাগ করিয়া একত্রে বাস করে, এবং নিজ নিজ গুণের দ্বারা পরস্পরকে পোষণ করে। যে ধৈর্য্যের দ্বারা এই মৈত্রী[১] স্থাপিত ও রক্ষিত হয়, তাহাকেই 'ধৃতি' বলে। হে পাণ্ডব, জীবের সহিত যে ছত্রিশটি তত্ত্বের মিলন হয়, উহাকেই এই প্রসঙ্গে 'সংঘাত' বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে এইপ্রকার ছত্রিশটি তত্ত্বের ভেদ (লক্ষণ) বিশদভাবে বলিলাম, ইহাদের একত্রীভূত তত্ত্ব "ক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ। (১৫০) হে পাণ্ডব, রথের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একত্র করিলে তাহাকে 'রথ' বলে, ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগের অবয়বসমূহকে একত্র করিলে তাহাকেই 'দেহ' আখ্যা দেওয়া হয়। হস্তী[২] ইত্যাদি চতুরঙ্গ* মিলিয়া যেমন 'সেনা' তৈয়ারী হয়, অক্ষর-সমূহের সম্মেলনকে 'বাক্য' বলা হয়; মেঘপুঞ্জকে যেমন 'অভ্র' ('আভালা'), সমস্ত লোকসমূহকে যেমন 'জগৎ' আখ্যা দেওয়া হয়; কিম্বা, স্নেহ, সূত্র ও অগ্নি একস্থানে মিলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিলে যেমন জনগণের পক্ষে 'দীপ' হয়; তেমনি এই ছত্রিশটি তত্ত্ব যেখানে একত্রে মিলিত হয়, সামুদায়িক দৃষ্টিতে তাহাকেই 'ক্ষেত্র' বলা হয়। আর, এই প্রস্তুত-করা পাঞ্চভৌতিক শরীরেই পাপপুণ্যের ফসল উৎপন্ন হয়, এইজন্য কৌতুকে আমি ইহাকে 'ক্ষেত্র' বলিতেছি। কেহ কেহ ইহাকে 'দেহ' আখ্যা দেয়; পরন্তু, আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই, ইহার অনন্ত নাম। দেব, মনুষ্য, নাগ আদি ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে যে সৃষ্টি হয়, তাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ও কর্ম্মের সংযোগে উৎপন্ন হয়। পরতত্ত্বের (পরব্রহ্মের) এধারে, আর স্থাবর জড়পদার্থের সীমা পর্য্যন্ত, যে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় বা নাশপ্রাপ্ত হয় তাহাই 'ক্ষেত্র'। হে অর্জ্জুন, এই গুণের বিচারের কথা তোমাকে পরে বলিব, এখন জ্ঞানের স্বরূপের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। (১৬০) ক্ষেত্র ও তাহার বিকারের স্বরূপ তোমাকে সবিস্তারে বলিয়াছি,—অতএব এখন নির্ম্মল (উদার) জ্ঞান কি তাহাই শুন; যে জ্ঞানলাভের জন্য যোগিগণ স্বর্গের বন্ধুর পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া আকাশকে গিলিয়া ফেলেন; ঋদ্ধি-সিদ্ধির মোহে না পড়িয়া যোগের

১ পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মিলন; ২ কিম্বা, চতুরঙ্গ সেনার মিলন;

* (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক);

কঠিন ও দুর্গম সাধনপন্থা হেলায় আচরণ করেন ; তপোক্লেশের দুর্গ অতিক্রম করিয়া যান, কোটি যজ্ঞের ফল উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের উলটপালট করিয়া দেন ; নানা উপাসনামার্গ অবলম্বন করিয়া কেহ সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে অবস্থান করেন, কেহবা সূক্ষ্মতার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন। এইভাবে যে জ্ঞান-লাভের জন্য মুনীশ্বরগণের তীব্র ইচ্ছা বেদরূপী বৃক্ষের পত্রে পত্রে বিচরণ করে (বেদোক্ত সমস্ত পন্থাই অনুসরণ করে) ; হে পাণ্ডব, গুরুর সেবা করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে, এই বুদ্ধিতে সমস্ত জন্ম গুরুসেবায় অতিবাহিত করেন ; যে জ্ঞান-প্রাপ্তি হইলে অবিদ্যার (অজ্ঞানের) নাশ হয়, এবং জীবের আত্মার সহিত ঐক্য স্থাপিত হয় ; যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির উদ্দাম আক্রমণ নষ্ট করে ('পা ভাঙ্গিয়া দেয়'), এবং মনের দৈন্য দূর করে ; যে জ্ঞান-লাভ হইলে দ্বৈতবুদ্ধির অকাল হয় (নাশ হয়) এবং সাম্যভাবের সুকাল উপস্থিত হয় ; (১৭০) (মদের) অহঙ্কারের আধার নষ্ট হয়, মহামোহের আবরণ সরিয়া যায়, এবং আপন-পর বোধ নষ্ট হইয়া সর্ব্বভূতে সমত্বভাব আসে ; যাহা সংসারকে সমূলে উৎপাটন করে, এবং সঙ্কল্পের পঙ্ক (পাঁক) ধৌত করিয়া জ্ঞানতেজে অসাধ্য পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয় ; যে জ্ঞানের প্রকাশ হইলে বুদ্ধির চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং জীব আনন্দসাগরে ('আনন্দের রাশির উপরে') ভাসিতে থাকে ; পবিত্রতার আধার এই জ্ঞান বিষয়াচ্ছন্ন মনকে নির্ম্মল করে ; যাহার সান্নিধ্য আত্মার জীববুদ্ধিরূপ ক্ষয়রোগকে নিরাময় করে এবং আত্মাকে বলবান করে[১] ; যে জ্ঞান নিরূপণের যোগ্য নহে, আমি তাহাই নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা ইহার স্বরূপ জানিতে পারিবে, বুদ্ধি বিনা সাধারণ চক্ষুদ্বারা ইহা দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু, এই জ্ঞান একবার শরীরে আপন প্রভাব বিস্তার করিলে, ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়ারূপে চক্ষুদ্বারাই দৃষ্ট হয় ; যেমন বৃক্ষের সতেজ রূপ দেখিয়া বসন্তের আগমন জানা যায়, তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়াগুলিই জ্ঞানের বিকাশ সূচিত করে। বৃক্ষের মূলে মাটিতে জল সিঞ্চন করিলে যেমন (উপরে) তাহার ডালপালার বিস্তার লক্ষিত হয় ; কিম্বা, যেমন অঙ্কুরের সতেজ শোভা দেখিয়া ভূমির মার্দ্দব (মৃদুতা বা সিক্ততা) অনুভূত হয়, অথবা যেমন কুলীন পুরুষের মহত্ত্ব তাহার

১ নিরাময় করে ;

আচার-গৌরবেই (আচরণেই) প্রকাশ পায় ; (১৮০) অথবা, আদর সৎকারের আয়োজন দেখিয়া (নিমন্ত্রণকারীর) স্নেহের পরিমাণ বুঝা যায়, কিম্বা, শান্ত-ভব্য আকৃতিদ্বারা একটি মানুষকে পুণ্যশীল বলিয়া চেনা যায় ; অথবা, যেমন কর্পূরকদলীর সৌগন্ধ্যে কর্পূরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, কিম্বা কাচের আধারে রক্ষিত দীপ যেমন চতুর্দ্দিকে তাহার দীপশিখার জ্যোতিঃ প্রকাশ করে ; তেমনি হৃদয় জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইলে শরীরে যেসব লক্ষণ বাহিরে প্রকটিত হয়, তাহাই এখন বলিতেছি—উত্তমরূপে মনোযোগ দিয়া শুন।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

কোনও লৌকিক বিষয়ে আসক্তি যাঁহার রুচিকর মনে হয় না, প্রতিষ্ঠা যাঁহার কাছে পীড়াদায়ক (বোঝা হইয়া দাঁড়ায়) ; যাঁহার গুণ বর্ণনা করিলে, বা যাঁহাকে সম্মান করিলে বা যোগ্যতার প্রশংসা করিলে—ব্যাঘ্র-রুদ্ধ হরিণের ন্যায়, কিম্বা সাঁতার দিয়া পার হইতে গিয়া নদীর ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত মনুষ্যের ন্যায় যিনি বিচলিত হন ; হে পার্থ, সম্মানকে যিনি সঙ্কটের ন্যায় মনে করেন, লৌকিক মহত্ত্ব হইতে যিনি সর্ব্বদা আপনাকে বাঁচাইয়া চলেন ; আপনার সম্মান (পূজা) যিনি আপন চক্ষে দেখিতে পারেন না, আপন কীর্ত্তি কানে শুনিতে চান না, লোকে তাঁহাকে 'এ অমুক' বলিয়া স্মরণ করিতেছে—ইহাও সহ্য করিতে পারেন না ; তাঁহাকে আদর সৎকার করা তো দূরের কথা, তাঁহাকে কেহ নমস্কার করিলে তিনি যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হন ; বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, পাছে কেহ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে এই ভয়ে তিনি লোকের সহিত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করেন ; বিদ্যার চাতুর্য্য ও মহত্ত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া পাগল সাজিয়া বেড়ান ; লৌকিক যশ তাঁহাকে পীড়া দেয়, শাস্ত্রের বাদানুবাদ পরিহার করিয়া তিনি নির্জ্জনে শান্তভাবে থাকিতে চান ; সংসার তাঁহাকে অবজ্ঞা করুক, স্বজনগণ তাঁহাকে ত্যাগ করুক, ইহাই তাঁহার কাম্য (মনের ইচ্ছা) ; নম্রতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শোভা, হীনতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ—বহুপরিমাণে ইহাই তাঁহার ব্যবহার ; তিনি এই আশা করেন, লোকে যেন তাঁহার ব্যবহারে জানিতে না পারে তিনি জীবিত কি মৃত ;

তাঁহার গমনভঙ্গি দেখিয়া লোকের ভ্রম হয় তিনি নিজে চলিতেছেন, না বায়ু-দ্বারা চালিত হইতেছেন; 'আমার অস্তিত্ব লোপ হউক,' 'আমার নামরূপ নষ্ট হইয়া যাক,' 'প্রাণিমাত্রই আমাকে দেখিয়া যেন ভীত না হয়';—ইহাই যাঁহার দেবতার কাছে প্রার্থনা, যিনি সর্ব্বদা একান্তে বাস করিতে চাহেন—বনে বাস করিবার কল্পনাই যাঁহাকে জীবিত রাখে; বায়ু যাঁহার সঙ্গী, আকাশের সহিত বাক্যালাপ করিতে যিনি ভালবাসেন, বৃক্ষ যাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,; কিং বহুনা, যাঁহার মধ্যে এইসব লক্ষণ দেখা যায়, জ্ঞানের সহিত তাঁহার ঐক্য হইয়াছে,[১] জানিবে। (২০০) এইসব চিহ্নের দ্বারা পুরুষের মধ্যে 'অমানিত্ব' আছে জানা যায়; এখন 'অদম্ভিত্বের' লক্ষণ বলিতেছি। 'অদম্ভিত্ব' লোভীর মনের ন্যায়; লোভী যেমন প্রাণ গেলেও তাহার লুক্কায়িত ধনরাশির সন্ধান প্রকাশ করে না; তেমনি, হে কিরীটি, দম্ভ হইতে নির্ম্মুক্ত পুরুষ প্রাণসঙ্কটে পড়িলেও নিজ-মুখে নিজের সুকৃতির কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। হে অর্জ্জুন, দুষ্ট গাভী যেমন স্তনে সঞ্চিত দুগ্ধ ধরিয়া রাখে, কিম্বা পণ্যাঙ্গনা যেমন আপন বয়সের কথা গোপন করে; বনের মধ্যে পড়িয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন আপন সমৃদ্ধি লুকাইয়া রাখে, কুলবধূ যেমন আপন অঙ্গ (অবয়ব) সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখে; অথবা, কৃষক যেমন বীজবপন করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেয়, তেমনি দম্ভহীন পুরুষও আপনার দানাদি পুণ্যকৃত্য সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখেন। নিজের শরীরসজ্জায় বিমুখ এই ব্যক্তি কখনও লোকরঞ্জনে প্রয়াস করেন না, অথবা, স্বধর্ম্মের[২] প্রসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন না। পরোপকারের কথা নিজমুখে উচ্চারণ করেন না, স্বোপার্জ্জিত বিদ্যার বড়াই করেন না, বা লৌকিক কীর্ত্তির জন্য সেই বিদ্যা কখনও বিক্রয় করেন না; শারীরিক ভোগ বিষয়ে তিনি কৃপণের ন্যায় আচরণ করেন, অথচ, ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতে তিনি মুক্তহস্ত; তাঁহার গৃহে সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন, নিজের দেহের অবস্থাও কৃশ, পরন্তু দানকর্ম্মে কল্পতরুর সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। (২১০) অধিক কি বলিব? তিনি স্বধর্ম্মাচরণে শ্রেষ্ঠ, সময়মত (দানকর্ম্মে) উদার, অধ্যাত্মচর্চ্চায় সুচতুর, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে পাগলের

১ জ্ঞানের শয্যা হইয়াছেন; ২ কথা নিজমুখে প্রচার করেন না

ন্যায় ব্যবহার করেন। কদলীবৃক্ষের অভ্যন্তর হালকা ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়, পরন্তু ইহা গাঢ় রসাল ফল প্রসব করে। মেঘখণ্ডগুলি এত হালকা যে মনে হয় সহজেই বায়ু তাহাদের উড়াইয়া দিবে, পরন্তু, আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই মেঘই প্রচুর জল বর্ষণ করে; তেমনি, তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম দেখিতে গেলে তৃপ্তি হয়, অথচ লৌকিক বিষয়ে তাঁহাকে দীনহীন দেখায়। আর কি বলিব? এইসব লক্ষণ যাঁহার মধ্যে বিলসিত হয়, জ্ঞান তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, জানিবে। অদম্ভিত্বের কথা বলা হইল; এখন অহিংসার লক্ষণ শুন। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ আপন আপন মতানুসারে অহিংসার অনেক প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু, এইসব বর্ণনায় মনে হয় যেন একটি বৃক্ষের ডালগুলি কাটিয়া তাহাদ্বারা ঐ বৃক্ষের কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া হইয়াছে; যেন নিজের হাত কাটিয়া বিক্রয় করিয়া তাহাদ্বারা ক্ষুধা মিটান হইয়াছে, অথবা, দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহাদ্বারা দেউলের অঙ্গন তৈরী করা হইয়াছে। তেমনি, হিংসার দ্বারা অহিংসার সাধনা হয়—ইহাই কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসা নির্ণয় করিয়াছে। (২২০) যখন অনাবৃষ্টির[১] উপদ্রবে সারা বিশ্ব পীড়িত হয়, তখন বর্ষার জন্য নানা যাগযজ্ঞ করা হয়; এই যাগযজ্ঞের মূলে পশুহিংসাই স্পষ্ট দেখা যায়,—ইহাতে অহিংসার নামগন্ধ নাই ('ইহাতে অহিংসার পরিবেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়'[২]—অর্থাৎ দেখা যায় না)। শুধু হিংসার বীজ বপন করিলে কি তাহা হইতে অহিংসা আসিবে?[৩] পরন্তু, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য এই যাজ্ঞিকগণের! আর হে পাণ্ডব, সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও এই পথে চলে, এবং এই কথাই বলে—যে একটি জীবনরক্ষার জন্য অন্য একটি জীবকে হত্যা করা যায়। রোগগ্রস্ত প্রাণিগণকে ভুগিতে দেখিয়া তাহাদের রোগযাতনা নিবারণের জন্য চিকিৎসা হইতেছে, তাহা নয়! এই চিকিৎসার জন্য প্রথমে একটি বনস্পতির মূল খুঁড়িয়া আনা হয়, অন্য একটিকে সমূলে উৎপাটন করা হয়; একটিকে মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, অন্য একটি বৃক্ষের ছাল তুলিয়া লওয়া হয়,—গর্ভিণী (ফলফুলশোভিত) একটিকে ক্ষার দিয়া জাল দেওয়া হয়; হে বীর, অজাতশত্রু বনস্পতির সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতে চিরিয়া রস বাহির করিয়া তাহাকে শুকাইয়া ফেলা হয়। আর, জঙ্গম অর্থাৎ

১ অদৃষ্টের, ২ কোথা হইতে আসিবে? ৩ উৎপন্ন হইবে;

সজীব প্রাণীরও অঙ্গ চিরিয়া তাহার পিত্ত নিষ্কাশন করিয়া তাহাদ্বারা পীড়িত জীবের প্রাণরক্ষা করা হয়। অহো, বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া তাহাদ্বারা দেবমন্দির তৈয়ারী করা, গরীব ব্যবসায়ীকে ঠকাইয়া অন্নসত্র খোলা; (২৩০) মস্তকে আবরণ দিতে গিয়া শরীরের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ উলঙ্গ করা, পশ্চাতে ভাঙ্গিয়া সম্মুখে পরিষ্কার করা; § অথবা, পরিধানের বস্ত্র পুড়াইয়া সেই আগুনে সেঁক দেওয়া, অথবা হস্তীর অঙ্গ ধৌত করিয়া স্নান করান; চাষের বলদ বিক্রয় করিয়া গোশালা নির্ম্মাণ করা, বা, তোতাপাখীর বদলে একটি পিঞ্জর সংগ্রহ করা,—এইসব কার্য্য বা চেষ্টা হাস্যকর নয় কি? এক ধর্ম্মসম্প্রদায় জল ছাঁকিয়া পান করেন, কিন্তু জল ছাঁকিবার পীড়নে অনেক জীব মারা যায়। কেহ বা হিংসা করা হইবে এই ভয়ে অন্ন পাক করেন না,—তাহাতেও প্রাণে কষ্ট দেওয়া হয়—ইহাও হিংসা। হে সুমনা অর্জ্জুন, কর্ম্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই যে হিংসাই অহিংসা,—ইহা তুমি জানিয়া রাখ। আমি যখন প্রথম অহিংসার নাম করি, তখন এই মতের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিব, মনে এই ইচ্ছারই স্ফুরণ হইয়াছিল। তবে কি করিয়া স্পষ্টীকরণ করা যায়? ইহা ভাবিয়াই আমাকে এইসব কথা (হিংসা ও অহিংসার মধ্যে প্রভেদ) বলিতে হইল,—তাহাতেই তুমি বুঝিবে —ইহাই আমার অভিপ্রায়; হে কিরীটি, এইজন্যই এ বিষয়ে এত কথা বলিয়াছি—নতুবা এই বক্রপথে যাইবার কি প্রয়োজন? আর, হে ধনুর্দ্ধর, আপন মত নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাপ্ত মতান্তরের বিচার প্রয়োজন। (২৪০) ইহাই আমার মত নিরূপণ করিবার রীতি,—এখন আমার যাহা মুখ্য মত তাহাই শুন; যে অহিংসার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেই অহিংসার স্বরূপ বর্ণনা করিব। পরন্তু, কাহারও অঙ্গে অহিংসা পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে কি না তাহা তাহার আচরণের রীতি হইতেই বুঝা যায়—যেমন কষ্টিপাথরে ঘষিলেই সোনার কস বলা যায়; তেমনি, মনের সহিত জ্ঞানের সংযোগ হইলেই অহিংসার উদয় হয়—ইহা কিভাবে হয়, হে কিরীটি, এখন তাহাই শুন; তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন না করিয়া, লহরী পায়ে না ভাঙ্গিয়া, জলরাশি

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"গৃহ ভাঙ্গিয়া মণ্ডপ তৈয়ারী করা";

কোনওরূপে আন্দোলিত না করিয়া; শিকারের (মৎস্যের) উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বক যেমন বেগে অথচ সাবধানে জলের মধ্যে পদসঞ্চার করে; অথবা, কমলের অভ্যন্তরে কেশর নষ্ট হইবে এই ভয়ে ভ্রমর যেমন হাল্কাপায়ে কমলের উপর বসে; তেমনি, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভরিয়া আছে জানিয়া, করুণাপরবশ হইয়া তাঁহারা সাবধানে পদক্ষেপ করেন ('কারুণ্য দ্বারা পদদ্বয় মণ্ডিত করিয়া চলেন'); যে পথে চলেন তাহাই কৃপামণ্ডিত হয়, যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকই স্নেহে (প্রেমে) ভরিয়া যায়, আপনার জীবন অন্য জীবের পদতলে বিছাইয়া দেন (অন্য জীবের রক্ষার জন্য নিজের জীবন দান করিতে প্রস্তুত থাকেন); হে অর্জ্জুন, এইরূপ দয়াপরবশ হইয়া সাবধানে যিনি চলেন, তাঁহার অহিংসার ভাব ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, পরন্তু, মন কি ভরিয়া যায় না? (২৫০) বিড়ালী যেমন প্রেমভরে (সন্তর্পণে) শাবককে মুখে ধরে, যাহাতে শিশুর কোমল অঙ্গে তাহার দাঁত বসে না; স্নেহময়ী মাতা যেমন তাঁহার শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর কোমলতাপূর্ণ হয়; অথবা, দোলায়মান কমলদলের সংস্পর্শে আসিয়া[১] বায়ু যেমন অক্ষিগোলকের পক্ষে সুখকর হয়; তেমনি, (অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি) এই মহাপুরুষের কোমলতাপূর্ণ পদস্পর্শ যেখানে লাগে, সেখানে জীবমাত্রই সুখী হয়। হে পাণ্ডুসুত, মৃদুপদক্ষেপে তিনি যখন পথে চলিতে থাকেন, কৃমিকীটাদি জীব সম্মুখে পড়িলে তিনি ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া যান; বলেন—তাঁহার পদক্ষেপের শব্দে স্বামীজীর (ঐ জীবের) নিদ্রাভঙ্গ হইবে, এবং তাহার শান্তির ব্যাঘাত হইবে; এই চিন্তায়, দয়াপরবশ হইয়া তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন,—কোনও প্রাণীকেই তিনি মাড়াইতে চাহেন না। জীবের নামে (জীবের নাশ হইবে এই ভয়ে) তিনি তৃণ পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া যান না,—না বুঝিয়া তাহাকে মাড়াইয়া যাইবেন—ইহা কি সম্ভব? পিপীলিকা যেমন মেরুপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; মশক যেমন সিন্ধু পার হইতে পারে না, তেমনি তিনি পথে কোনও প্রাণীকে দেখিলে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। যাঁহার প্রতি পদক্ষেপ এমনি কৃপায় পরিপূর্ণ, ('যাঁহার চলনক্রিয়া এইরূপ ফল প্রসব করে'[২])

১ দোলায়মান কমলদল যদি চক্ষুকে ব্যজন করে; ২ কৃপারূপ ফল প্রসব করে।

তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী দয়ার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ—দেখিবে; (২৬০) তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস সুকুমার, (কোমলতাপূর্ণ) তাঁহার মুখশ্রী প্রেমের আধার; তাঁহার দন্তরাজি মাধুর্য্যের অঙ্কুর। স্নেহ আগে আগে ক্ষরিয়া পড়ে, অক্ষর তাহার পশ্চাতে চলে, তাহার পরে, 'কৃপাকে' সম্মুখে করিয়া শব্দ (বাক্য) বাহির হয়। তিনি সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন না, ভয়ে ভয়ে যদি কিছু বলেন, তবে চিন্তা করেন তাঁহার বাক্য কি অপরকে আঘাত করিবে? বলিলে অনেক কথাই বলেন, তবে তাঁহার বাক্য কাহারও মর্ম্মে আঘাত করে না, বা মনে শঙ্কা বা সংশয় উৎপাদন করে না; কাহারও গঠিত পরিকল্পনা খণ্ডিত করে না, কাহারও মনে ভীতি উৎপন্ন করে না, বা, অকস্মাৎ চমকায় না বা কাহাকেও উপেক্ষা করে না; কাহারও কোনও মনঃ-পীড়া না হয়, বা, কেহ (রাগিয়া) ভ্রূকুঞ্চিত না করে—মনে ইহাই চিন্তা করিয়া অনেক সময় কোনও কথাই বলেন না; যদি কদাচিৎ কেহ কিছু প্রার্থনা করে, এবং তিনি স্নেহবশতঃ কিছু বলিতে চান, তবে শ্রোতার মনে হয় যেন পিতামাতা কথা বলিতেছেন; কিম্বা, নাদ-ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান হইয়া সম্মুখে উপস্থিত, অথবা (স্বচ্ছ) গঙ্গাজল উচ্ছলিত হইতেছে, কিম্বা পতিব্রতা নারী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সত্য ও কোমল, শীতল এবং রসাল§ বাক্য অমৃত-তরঙ্গের ন্যায় মনে হয়। তর্ক যাহা বিরোধ সৃষ্টি করে, উপহাস, ছলপূর্ণ বা মর্ম্মস্পর্শী বাক্য যাহা অপরের প্রাণে পাপ সঞ্চার করে,† অথবা, মনে সন্তাপ বা ত্রাস উৎপন্ন করে; (২৭০) আত্মম্ভরী, শব্দাড়ম্বরপূর্ণ,[১] মর্ম্মভেদী বা কপটবাক্য যাহা আশা বা শঙ্কা উৎপন্ন করে অথবা প্রতারণা করে—এরূপ বাক্য ('বাক্যের অবগুণ') যিনি সযত্নে পরিহার করেন; আর, হে কিরীটি, তাঁহার দৃষ্টিও তেমনি স্থির[২] কোমল (সহজ) ও ভ্রূকুটীবর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার রূপ দর্শন করেন, এবং পাছে কদাচিৎ কাহারও মনে আঘাত দেওয়া হয়—এইজন্য প্রায়শঃ কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"পরিমিত অথচ সবল"; "পরিমিত এবং রসাল";

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"বিরোধ উত্তেজক বাদানুবাদ বা মর্ম্মভেদী বাক্য যাহা প্রাণে পাপ সঞ্চার করে"; "বাদানুবাদ যাহা বিরোধ সৃষ্টি করে, মর্ম্মস্পর্শী বাক্য যাহা অপরের প্রাণে সন্তাপ উৎপন্ন করে"; "উপরোধ, বাদানুবাদ, ও মর্ম্মস্পর্শী বাক্য যাহা প্রাণে পাপ সঞ্চার করে;"

১ উত্ত্যক্তকারী, বিরক্তিকর; ২ প্রাঞ্জল,

কোনও সময়ে কৃপাপরবশ হইয়া প্রসন্নমনে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন—তবে, চন্দ্রবিম্ব হইতে অমৃতধারা যেমন বাহির হইতে দেখা যায় না, পরন্তু, তাহা চকোরের উদর একেবারে পূর্ণ করে; তেমনি প্রাণিমাত্রেরই হয়—যদি তাহার উপর এই মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি পড়ে; মাতা-কচ্ছপও এইরূপ দৃষ্টি জানে না।[১] কিং বহুনা, সর্ব্বভূতে যাঁহার এই-প্রকার প্রেমময় দৃষ্টি, তাঁহার হস্তও ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষের মনোরথ যেমন কৃতার্থ (শান্ত) হইয়া যায়, তেমনি ইঁহার হস্তও নির্ব্যাপার (নিষ্ক্রিয়) হইয়া থাকে। অক্ষম ব্যক্তি যদি সংন্যাস নেয়, নিরিন্ধন অগ্নি যদি নির্ব্বাপিত হয়, মূক যদি মৌনব্রত অবলম্বন করে; ইঁহার হস্তদ্বয়ও তেমনি করণীয় কোনও কর্ম্মের অভাবে অকর্ত্তার (নিষ্ক্রিয় পুরুষের) অঙ্গে স্থির হইয়া থাকে। (২৮০) বায়ুকে ধাক্কা লাগিবে—আকাশে নখাঘাত লাগিবে এই ভয়ে তিনি হাত গুটাইয়া রাখেন (চলিতে দেন না); এই অবস্থায়, অঙ্গে উপবিষ্ট (মক্ষিকাকে) উড়াইবেন, কিম্বা চক্ষুতে প্রবিষ্ট কোনও প্রাণীকে বাহির করিয়া দিবেন, অথবা পশুপক্ষীকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইবেন;—এইরূপ কোনও কার্য্য তিনি করিবেন, ইহা কিরূপে হয়? তিনি নিজহস্তে কখনও যষ্টি বা দণ্ড গ্রহণ করেন না—হে কিরীটি, অস্ত্রের কথা কি বলিবার প্রযোজন আছে? তিনি কমল লইয়া ক্রীড়া করেন না, পুষ্প-মালা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া ধারণ করেন না—পাছে ইহা ফিঙ্গার* ন্যায় প্রাণি গণকে ভীত করে (ইহা কাহাকেও আঘাত করে); দেহের রোমাবলি নিষ্পিষ্ট হইবে এই ভয়ে নিজ গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন না, হাত পায়ের নখ না কাটিয়া তাহা বাড়িতে দেন। যদি (হস্তদ্বারা) কিছু করিবার প্রসঙ্গই উপস্থিত হয়, তবে স্বভাবতঃ[২] উভয় কর যুক্ত হয়; কিম্বা, ঊর্দ্ধে উঠাইয়া কাহাকেও অভয় দেন, অথবা কেহ পড়িয়া গেলে হস্তদ্বারা তাহাকে উঠান, কিম্বা আর্ত্ত (পীড়িত) ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা মৃদু স্পর্শ করেন। এইসব কার্য্য তিনি আগ্রহের সহিত করেন, পরন্তু, দুঃখার্ত্তের ভয় দূর করিতে তাঁহার যে কোমলতা দেখা যায়, তাহা চন্দ্রকিরণেও পাওয়া যায় না। কোনও পশুকে

১ এইরূপ হয় না;

* গোফণ Sling, ফিঙ্গা;

২ অভ্যাসবশতঃ;

যখন গভীর স্নেহে আদর করেন, তখন তাঁহার হস্তের স্পর্শ মলয়বায়ুর ন্যায় রুচিকর হয়। তাঁহার হস্তের মৃদু, লঘুস্পর্শ চন্দনবৃক্ষের অঙ্গের ন্যায় শীতল, (চন্দনবৃক্ষের ন্যায়) কোনও ফল প্রসব না করিলেও নিষ্ফল নহে। (২৯০) অনেক বাগ্‌জাল হইল; তুমি ইহাই জানিয়া রাখ যে এইসব মহাপুরুষের করতল সজ্জনের শীতল[১] স্বভাবের ন্যায়। এখন ইঁহাদের মনের প্রকৃত বর্ণনা শুন; এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা দ্বারা কি তাঁহাদের মনের বৃত্তির কথা বুঝা যায় না? শাখা কি তরু নহে? জল বিনা কি সাগরের অস্তিত্ব আছে? সূর্য্য কি তাহার তেজ হইতে পৃথক্? অবয়ব কি শরীর হইতে পৃথক? রস কি জল হইতে ভিন্ন? সুতরাং এই মহাপুরুষের বাহ্য আচার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহাই তাঁহার মনের স্বরূপ, জানিবে। জমিতে যে বীজ বপন করা হয়, তাহাই বৃক্ষের রূপে বাহিরে প্রকট হয়,—তেমনি অন্তরের ক্রিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারাই প্রকটিত হয়। মনের মধ্যে যদি অহিংসার উদয় না হয় ('অভাব হয়,') তবে (ইন্দ্রিয়দ্বারা) বাহিরে কিরূপে প্রকট হইবে? হে কিরীটি, বৃত্তি প্রথমে মনে উদয় হয়, পরে বাক্য, দৃষ্টি ও হস্তদ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয়। মনের অভ্যন্তরে যে ভাব নাই তাহা বাহিরে কিরূপে প্রকট হইবে? বীজ বিনা কি ভূমিতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়? জলের উৎস শুকাইয়া গেলে কি নদীতে প্রবাহ থাকে? জীবের প্রাণ চলিয়া গেলে কি দেহের কোনও ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে? (৩০০) মনের মনত্ব নষ্ট হইয়া গেলে ইন্দ্রিয়-সকল উৎপাটিত হয় (ক্রিয়াশক্তি হারায়)—যেমন সূত্রধার বিনা কাষ্ঠপুত্তলী ব্যর্থ হয়। অতএব, হে পাণ্ডব, মনই ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ব্যাপারের মূল কারণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন সব ব্যাপার সম্পন্ন করায়। অন্তঃস্থ মন যখন, যে স্থিতিতে, যে বাসনা লইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি তাহাই বাহিরে ব্যাপাররূপে প্রকট করে। ফুলের কলি যেমন কোশ হইতে আপনার সুগন্ধ ছড়াইয়া (সশব্দে) বাহির হয়, তেমনি মনের মধ্যে অহিংসা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় (এবং বাহিরে প্রকট হয়)।§ এইজন্য, তখন ইন্দ্রিয়গুলি অহিংসার (পিণ্ড) রাশিকেই মূলধন

১

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"যেমন সুপক্ক ফলের সৌরভ আপনা আপনি বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।"

(সম্পত্তি) করিয়া তাহাই পূর্ণভাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে।[১] সমুদ্র নিবিড়ভাবে ভরিয়া উঠিলে (সমুদ্রে জোয়ার আসিলে) যেমন তাহার খাঁড়িগুলি ও সংলগ্ন তটভূমিও ক্ষারযুক্ত (লবণাক্ত) হয়, তেমনি মন স্বসম্পত্তি (অহিংসা) দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ভরিয়া দেয়। অনেক বলা হইল। গুরু (পণ্ডিত) যেমন আবেশভরে বালক ছাত্রের হাত ধরিয়া অক্ষরের সারিগুলি নিজেই লিখিতে থাকেন; তেমনি, মন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দয়ালুতা অর্থাৎ কৃপার ভাব আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারা অহিংসার আচরণ করায়। এইজন্য, হে কিরীটি, ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার যে-সব কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা মনের আচরণেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এইভাবে, যাঁহার আচরণে দেখা যায় যে তিনি কায়মনোবাক্যে হিংসা ত্যাগ করিয়াছেন;—(৩১০) তাঁহাকেই জ্ঞানের প্রিয় লতাকুঞ্জ বা মন্দির বলিয়া জানিবে,—শুধু তাহাই নহে, তিনি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। যে অহিংসার কথা কানে শুনা যায় বা যাহা শাস্ত্রগ্রন্থে নিরূপিত (বর্ণিত) হইয়াছে,—তাহা যদি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়, তবে এইপ্রকার মহাপুরুষকে দর্শন করিলেই হয়।" (জ্ঞানদেব বলিতেছেন)—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অর্জ্জুনকে বলিলেন; ইহা এক (অল্প) কথাতেই বলা যাইত; পরন্তু, আমি বিস্তারিতভাবে তাহা বলিয়াছি, এইজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আপনারা বলিবেন—হরিৎবর্ণ চারা দেখিয়া গবাদি পশু যেমন পথ ভুলিয়া অগ্রসর হয়,—কিম্বা পক্ষী যেমন বায়ুর বেগের সহিত আকাশে উড়িয়া যায়; তেমনি প্রমেয় (সিদ্ধান্ত) রূপ বিষয়ের স্ফূর্ত্তিতে[২] আমার রসবৃত্তির (সরসভাবের) স্রোত আসিয়াছে, এবং তাহাতে আমার বুদ্ধি স্বল্পপরিমাণে ভাসিয়া গিয়াছে।[৩] তবে এরূপ বলা ঠিক হইবে না; আমার এই বিস্তারিত বর্ণনার অন্য কারণ আছে; বস্তুতঃ অহিংসা শব্দটি তিন অক্ষরে গঠিত। 'অহিংসা'র ব্যাখ্যা অল্প কথাতেই হইতে পারে, পরন্তু, অহিংসা সম্বন্ধে বহু (বিভিন্ন) মতের আলোচনা করিয়াই ইহার অর্থ স্পষ্ট করা যায়; নতুবা, এইসব প্রচলিত ভিন্ন মতের আলোচনা না করিয়া—(জোর করিয়া একপাশে সরাইয়া, অগ্রাহ্য করিয়া) যদি নিজের ব্যাখ্যাই শুনাই, তাহা আপনাদের ভাল লাগিবে না। জহরীদের গ্রামে গিয়া কষ্টিপাথর[৪] বাহির করা যাইতে

১ অহিংসাকেই মূলধন করিয়া তাহারই লেনদেন বা ব্যবসা করে;

২ প্রেমের স্ফুরণে; ৩ আমার বুদ্ধি স্ববশে নাই; ৪ গণ্ডকী; শালগ্রামশিলা;

পারে,—কেশরকে কি পুট (লেপ) দেওয়ার দরকার হয় ?[১] যেখানে আটার বিক্রয় কম হয় (অর্থাৎ দরিদ্র পল্লীতে) সেখানে কর্পূরের সুগন্ধের ইচ্ছা কেন ?[২] (৩২০) সুতরাং, হে প্রভুগণ, এই সভায় যদি আমি বাক্‌পটুতার অভিমানে বক্তৃতা করি, সে কথা যুক্তিসম্মত হইবে না ; যদি সাধারণ ও বিশেষ শ্রোতাদের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া সরাসরি একভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে আপনারা তাহা কানেই শুনিবেন না। কোনও শুদ্ধ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি সংশয়ের আবিলতা থাকিয়া যায়, তবে অবধান পশ্চাদ্‌পদ হয় (শ্রোতাদের ঐ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকে না)। শৈবালে আচ্ছাদিত জলের দিকে কি হংস তাকায় ? কিম্বা, মেঘের আড়ালে চাঁদনী (চন্দ্রকিরণ) ঢাকিলে চকোরপক্ষী তাহার দিকে চঞ্চুপুট প্রসারিত করিয়া দেয় না ;[৩] তেমনি, আমার নিরূপণ (ব্যাখ্যা) নির্ব্বিবাদ না হইলে, আপনারা এদিকে তাকাইবেন না, গ্রন্থের আদর করিবেন না, শুধু তাহাই নহে, ইহা আপনাদের ক্রোধ উৎপাদন করিবে। বিভিন্ন মতের নিরাকরণ না করিলে 'আক্ষেপের' (আপত্তির, সংশয়ের) নিরসন হইবে না, এবং আমার ব্যাখ্যা আপনাদের গ্রাহ্য হইবে না। আর, হে সন্ত শ্রোতৃবৃন্দ, আমার এই গ্রন্থ প্রতিপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে আপনারা সদা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন।§ যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় আপনারা গীতার্থের আন্তরিক ভক্ত,—ইহা জানিয়াই আমি একচিত্ত হইয়া গীতায় ধ্যান লাগাইয়াছি। আপনারা সর্ব্বস্ব দিয়াও গীতাকে ধরিয়া থাকিবেন (ছাড়িতে পারিবেন না), সুতরাং ইহা একটি গ্রন্থ নহে, ইহা আমার কাছে সত্যই (বন্ধকী জিনিসের ন্যায়) গচ্ছিত আছে। (৩৩০) তবে, যদি আপনারা সর্ব্বস্বের লোভে এই গচ্ছিত বস্তুর অনাদর করেন, তবে গীতা ও আমার একই দশা হইবে। আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, আপনাদের কৃপাপ্রসাদের প্রার্থী হইয়াই আমি এই গ্রন্থের ব্যখ্যা করিবার নিমিত্ত হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় রসিক শ্রোতাগণের যোগ্য (রুচিকর, মনঃপূত) হয়, এইভাবে আমাকে নির্দ্দোষ ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—এইজন্যই আমি বিভিন্ন প্রচলিত

১ সরস্বতীর ('কাশ্মিরী') স্তুতি করিবার কি দরকার ? ২ কি আদর ? ৩ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে না ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই।

য়তের আলোচনা করিয়াছি। এই বিস্তারিত কথনের জন্য আমি শ্লোকার্থ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সেজন্য আপনারা এই সন্তানতুল্য বালককে ক্ষমা করুন। আর, অন্নের গ্রাস হইতে কাঁকর বাছিয়া ফেলিতে কিছু সময় লাগে,—তবে তাহা দূষণীয় নহে, কারণ কাঁকররূপ প্রতিবন্ধক সরাইতে হয়। ঠগের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিতে যদি দেরীই হয় তবে কি বালকের মাতা তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবে? না, জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া 'নিমলোন'* করিবে? পরন্তু, আর কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; আপনারা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাই পরম লাভ; এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলিলেন তাহাই শুনুন। ভগবান বলিলেন—"হে জ্ঞানোত্তমনয়ন (দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন) অর্জ্জুন, এখন অবধান কর, তোমাকে জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বলিতেছি। যাঁহার হৃদয়ে আক্রোশশূন্য (দম্ভরহিত বা খেদবর্জ্জিত) ক্ষমা আছে, তাঁহাকেই নিশ্চিতভাবে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া বুঝিবে। গভীর সরোবরে যেমন কমলিনী, কিম্বা ভাগ্যবান পুরুষের গৃহে যেমন সম্পত্তি (ঐশ্বর্য্য); (৩৪০) তেমনি, হে পার্থ, যাঁহার হৃদয়ে ক্ষমা বাড়িতে থাকে, সেই ক্ষমার লক্ষণসমূহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয় অলঙ্কার যেভাবে (যেমন আনন্দের সহিত) অঙ্গে ধারণ করা হয়, তেমনি ভাবে যিনি ভালমন্দ সমস্ত সহ্য করেন; ত্রিবিধ মুখ্য সমস্ত উপদ্রব, অর্থাৎ ত্রিতাপের জ্বালাও যাঁহার চিত্তকে বিচলিত করে না; অপেক্ষিত বস্তুপ্রাপ্তি হইলে যে সন্তোষ হয়, অনপেক্ষিত বস্তু (অনিষ্ট) প্রাপ্তি হইলেও তেমনি সমানভাবে যিনি মানিয়া লন; মানাপমান, সুখ ও দুঃখ যিনি সমভাবে সহ্য করেন, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার চিত্তের সমতা ভঙ্গ করে না; গ্রীষ্মের তাপ যাঁহাকে উত্তপ্ত করে না, শীতে যিনি কাঁপেন না (কষ্ট পান না), কোন প্রসঙ্গই যাঁহাকে ভীত করে না; মেরু পর্ব্বত যেমন আপন শরীরের ভার বুঝিতে পারে না, যজ্ঞবরাহ যেমন পৃথিবীর ভারকে বোঝা (কষ্টদায়ক) মনে করেন নাই; অথবা, পৃথিবী যেমন চরাচর ভূতগ্রামের ভার অনায়াসে বহন করে, তেমনি নানাপ্রকার (সুখদুঃখ ইত্যাদির) দ্বন্দ্ব প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহার কষ্ট হয় না ('ঘাম হয় না');

* নিমপাতা ও নুন একত্র করিয়া বালকের মুখের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিলে অশুভ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করা যায়।

অসংখ্য নদীর প্রবাহের জলরাশি একত্রিত হইয়া আসিয়া পড়িলে সমুদ্র যেমন আপন বক্ষ (পেট) বিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করে ;[১] তেমনি, যাঁহার কাছে এমন কিছুই নাই যাহা সহ্য করা যায় না, এবং যাহা সহ্য করিতে হয় তাহা যাঁহার স্মরণেও থাকে না ; (৩৫০) অঙ্গে যাহা কিছুই আসুক না কেন, তাহা আত্মস্বরূপ মনে করিয়া যিনি সহ্য করেন এবং যাঁহার মনে এই সহনশীলতার কোনও অভিমান উৎপন্ন হয় না (সহন করা কিছুই আশ্চর্য্য মনে করেন না) ; হে প্রিয়োত্তম, এইপ্রকার অনাক্রোশ (আক্রোশশূন্য, অভিমানরহিত) ক্ষমা যাঁহার মধ্যে বিরাজমান, তিনিই জ্ঞানের মহিমা বৃদ্ধি করেন, জানিবে। হে পাণ্ডব, তিনিই জ্ঞানের আধার বা উৎস। 'এখন আর্জ্জবের' কথা বলিব, শ্রবণ কর। 'আর্জ্জব' প্রাণবায়ুর সৌজন্যের ন্যায়—অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের প্রতি প্রাণবায়ু যেমন সৌজন্য প্রকাশ করে, তেমনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করাই 'আর্জ্জব'। সূর্য্য যেমন লোকের মুখ দেখিয়া (অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয় ভেদজ্ঞানে) আলোক বিকিরণ করে না, আকাশ যেমন জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপিয়া আছে ; তেমনি যাঁহার মন সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন, এবং যাঁহার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞানরহিত ; জগৎ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান যাঁহার মনে সমগ্র জগতের সহিত একাত্মবোধ জাগায়, এবং যাঁহার মনে আপন-পর ভাব নাই ; সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি যিনি জলের ন্যায় নিম্নগামী (সকলের সহিত অনায়াসে মিশিয়া যান) এবং কাহারও সম্বন্ধে কি কোনও বিষয়ে চিত্তে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন না ; যাঁহার মনের ভাব বায়ুর গতির ন্যায় সরল, এবং (শঙ্কা) সংশয় বা আকাঙ্ক্ষাশূন্য ; মাতার সম্মুখে যাইতে শিশুর যেমন কোনও বিচার (শঙ্কা) নাই, তেমনি লোকের সমক্ষে যাঁহার (মন) মত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না ; (৩৬০) হে ধনুর্দ্ধর, কমল প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার সুগন্ধকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তেমনি যাঁহার মনে কোনও গুপ্ত স্থান থাকে না—(যাঁহার প্রিয় অপ্রিয় ভেদজ্ঞান নাই) ; একটি বিশুদ্ধ রত্নের স্বচ্ছতা যেমন রত্নের উপর দৃষ্টি পড়িলেই দেখা যায়, তেমনি যাঁহার মন ক্রিয়ার অগ্রে ধাবিত হয় (কোনও কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই যাঁহার সরল মনের ভাব প্রকাশিত হয়) ; যিনি

১ আপন বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করে ;

আলোচনা (বিচার) করিতে চান না, আতিথেয়তায় অনভিজ্ঞ, সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে যিনি জানেন না ; যাঁহার দৃষ্টিতে লজ্জিতভাব (কপটতা) নাই, বা কোনও পেঁচ নাই (সন্ধানযুক্ত নহে), কাহার সহিত কি ব্যবহার করিতে হয় তাহা যিনি জানেন না ; যাঁহার দশ ইন্দ্রিয়, প্রাঞ্জল, নিষ্কপট ও শুদ্ধ (নির্ম্মল) ; যাঁহার পঞ্চ প্রাণ অষ্ট প্রহর উন্মুক্ত থাকে ; যাঁহার অন্তঃকরণ অমৃতধারার ন্যায় সরল,—বেশী কি বলিব ? যাঁহার মধ্যে এইসব লক্ষণ বর্ত্তমান (যিনি এইসব লক্ষণের আশ্রয়) ; হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, তাঁহাকে আর্জ্জবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে, তিনিই জ্ঞানের আধার। এখন, হে চতুরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ইহার পর গুরুভক্তির প্রসঙ্গ (প্রকার) বলিব, অবধান কর। এই গুরুসেবা সমস্ত ভাগ্যের জন্মভূমি, শোকগ্রস্ত জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত করায় ; এই গুরুসেবার কথাই তোমাকে বলিব—তুমি তোমার অবধান একাগ্র কর (একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর) (৩৭০)। সমস্ত জলরূপ সমৃদ্ধি লইয়া গঙ্গা যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিম্বা শ্রুতি যেমন (সর্ব্ব সিদ্ধান্ত লইয়া) ব্রহ্মপদে (প্রবিষ্ট) স্থির হয় ; অথবা, সতীস্ত্রী যেমন আপন পঞ্চপ্রাণ একত্র করিয়া সর্ব্ব গুণাগুণসহ প্রিয় পতির পদে অর্পণ করে ; তেমনি, যিনি আপনার সর্ব্বস্ব (সবাহ্য অন্তঃকরণ) গুরুভক্তিকে অর্পণ করেন, এবং যিনি স্বতঃই গুরুভক্তির গৃহস্বরূপ হইয়া যান ; বিরহিণী পত্নী যেমন সর্ব্বদা পতির চিন্তা করে, তেমনি যিনি সর্ব্বদা গুরুগৃহ যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের কথাই চিন্তা করেন ; সেই দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে দ্রুতপদে সম্মুখে গিয়া সম্মানিত করেন ও 'আমার গৃহে আসুন' বলিয়া আমন্ত্রণ জানান ; প্রকৃত (শুদ্ধ) প্রেমে আপনভোলা হইয়া গুরুগৃহের উদ্দেশে কথা বলিতে ভালবাসেন এবং আপন জীবনকে গুরুগৃহের মিয়াসদার করিয়া রাখেন ; রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায় যাঁহার দেহ শুধু গুরুর আজ্ঞায় নিজের গ্রামে একলা বাস করে ; যিনি বলিতে থাকেন—'কখন এই বন্ধন টুটিবে ? কখন গুরুজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?' (বিরহের) প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহার কাছে একযুগের বেশী বলিয়া মনে হয় ; এই অবস্থায় যদি কেহ গুরুর গ্রাম হইতে উপস্থিত হয়, কিম্বা গুরু স্বয়ং কাহাকেও তাহার কাছে প্রেরণ করেন, তখন গতায়ু-লোক যেন আয়ু লাভ করিল—এইরূপ যাঁহার মনে হয় ; কিম্বা যেন শুষ্ক বীজের অঙ্কুরে অমৃতবর্ষণ হইল, কিম্বা জলশূন্য সরোবরের মৎস্য সমুদ্রে গিয়া

পড়িল; (৩৮০) অথবা, যেন দরিদ্রের গুপ্তধন লাভ হইল, কিম্বা অন্ধ চক্ষুষ্মান হইল, কিম্বা ভিক্ষুক ইন্দ্রপদ লাভ করিল; তেমনি, যিনি গুরুকুলের নাম শুনিলেই মহাসুখে এমন স্ফীত হইয়া উঠেন, যে কোটিগুণ বর্দ্ধিত আকাশের মধ্যেও তাঁহার স্থান হয় না; গুরুকুলে যাঁহার এমন ভক্তি দেখিবে, তাঁহাকে জ্ঞান স্বয়ং সেবা করিতেছে জানিবে। আর, অন্তঃকরণে প্রেমের আতিশয্যে যিনি শ্রীগুরুর মূর্ত্তি ধ্যানযোগে উপাসনা করেন; শুদ্ধ হৃদয়ের প্রাঙ্গনে আরাধ্য দেবতাকে অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া যিনি সর্ব্বভাবে তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া যান; (চৈতন্য) জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত আনন্দ-রূপ মন্দিরে শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ধ্যানরূপ অমৃতের ধারায় তাঁহাকে অভিষেক করেন; বোধরূপ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) সূর্য্যোদয় হইলে, বুদ্ধিরূপ ডালায় সাত্ত্বিক ভাবসমূহের দ্বারা পূর্ণ করিয়া শঙ্কররূপ গুরুদেবকে অর্ঘ্যদান করিয়া লক্ষপূজা করেন; দিবসে তিনবার (সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়) জীব-ভাবের ধূপ জ্বালাইয়া জ্ঞানের দীপ দ্বারা নিরন্তর গুরুদেবের আরতি করেন; সমরসের (গুরুর সহিত ঐক্যভাবের) নৈবেদ্য নিরন্তর গুরুকে অর্পণ করিতে থাকেন, এবং পূজারী হইয়া গুরুদেবের মূর্ত্তিকে পূজা করেন। অথবা, কখনও তাঁহার বুদ্ধি জীবের শয্যায় গুরুকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখানুভব করে, এবং প্রেমানন্দে মগ্ন হয়। (৩৯০) কোনও এক সময়ে তাঁহার অন্তর গুরুরপ্রতি অনুরাগে ভরিলে তাহাকে ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় অনুভব করেন; সেখানে (সেই অনুরাগসমুদ্রে) ধ্যানের বহুসুখরূপ নির্ম্মল শেষশয়নে যেন গুরুদেব শেষশায়ী ভগবান নারায়ণের মূর্ত্তিতে শয়ন করিয়া আছেন; নিজেই যেন লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত, নিজেই গরুড়রূপে (পদতলে) দণ্ডায়মান; কখনও আপনাকে নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাস্বরূপে কল্পনা করেন,—এইরূপে গুরুমূর্ত্তির প্রেমে অন্তরে ধ্যানসুখ অনুভব করেন। কোনও এক সময়ে গুরুকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া স্তন্যপান-রূপ কল্পিত সুখ উপভোগ করেন। অথবা, হে কিরীটি, চৈতন্য (জ্ঞান) রূপ বৃক্ষের তলায় (ছায়ায়) গুরুদেবকে গোমাতাস্বরূপ কল্পনা করিয়া নিজে তাহার বৎস হইয়া যান। কোনও এক সময়ে মনে হয় গুরুদেবের কৃপাস্নেহ-রূপ সলিলে তিনি মৎস্য হইয়াছেন। কিম্বা, গুরু অমৃতের[১] বর্ষণ, এবং তিনি

১ কৃপামৃতের;

নিজে (গুরুকৃপামৃতসিঞ্চিত) কোমল[১] চারা—এইরূপ নানা সঙ্কল্প তাঁহার মনে উৎপন্ন হয়। তাঁহার প্রেম এমনই 'অপার' (অন্তহীন) যে (কখনও কল্পনা করেন যে) তিনি একটি ক্ষুদ্র চক্ষুপক্ষহীন পক্ষিশাবক ; গুরুকে পক্ষিণীরূপে কল্পনা করিয়া, তিনি যেন তাহার চঞ্চু হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন ; কিম্বা, গুরুদেব জলের মধ্যে নৌকা এবং তিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। (৪০০) সমুদ্রে জোয়ার আসিলে যেমন একটির পর একটি তরঙ্গ আসিতে থাকে, তেমনি প্রেমের আধিক্যে ধ্যানোপাসনায় একটির পর একটি ধ্যান উৎপন্ন হয়। আর কত বলা যায়? এইভাবে গুরুর মূর্তি অন্তরে উপভোগ করেন; এখন বাহ্য সেবার কথা শুন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া বলেন—'আমি এমন উত্তম সেবা করিব, যে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিবেন—"বর প্রার্থনা কর"; আমার এইপ্রকার আন্তরিক সেবায় গুরুদেব প্রসন্ন হইলে আমি এইভাবে প্রার্থনা করিব ; বলিব—হে দেব, আপনার পরিবারের সেবকবৃন্দ যে যেখানে কাজ করে, একা আমাকেই তাহাদের সমস্ত কাজে লাগাইয়া দিন ; আর, হে প্রভু, আপনার মন্দিরে (গৃহে) যেসব উপকরণ (উপভোগের সামগ্রী) আছে আমাকে সেইসব উপকরণরূপে পরিণত করুন ; এইপ্রকার বর প্রার্থনা করিলে শ্রীগুরু প্রসন্ন হইয়া বলিবেন 'তথাস্তু,' তখন আমি তাঁহার সমগ্র সেবকমণ্ডলী হইয়া যাইব ; আমি একাই তাঁহার সেবার সমস্ত উপকরণ হইয়া যাইব,—তখন আমার গুরুসেবার চমৎকার রূপ দেখা যাইবে ; শ্রীগুরু সমস্ত শিষ্যেরই মাতাস্বরূপ, পরন্তু গুরুর কৃপায় আমি তাঁহাকে এমনভাবে ধরিব যে তিনি একা আমারি মাতা হইয়া যাইবেন। তাঁহার প্রেম এমনভাবে আকর্ষণ করিব যে তিনি একপত্নীব্রত গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষেত্রসংন্যাসব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করিবেন (অর্থাৎ তাঁহার প্রেম আমাতেই স্থির হইয়া থাকিবে) (৪১০)। বায়ু যেমন (চারিদিশা) চতুর্দ্দিকের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যায় না, তেমনি আমিও নিজে গুরুকৃপার পিঞ্জর হইব। গুরুসেবারূপী স্বামিনীকে আমি আপনার সমস্ত সদ্‌গুণ দ্বারা বিভূষিত করিব, শুধু ইহাই নহে,—আমি গুরুভক্তির একমাত্র আচ্ছাদন হইয়া থাকিব। গুরুপ্রসাদের করুণাধারা যখন বর্ষণ করিবে, তখন নীচে আমিই পৃথিবী হইয়া তাহা ধারণ করিব' ;—এইরূপে তিনি আপন হৃদয়ে

১ সেবাবৃত্তিরূপ ; সতেজ ;

অসংখ্য কল্পনার মনোরথ সৃষ্টি করিতে থাকেন; আরও বলেন,—'আমি শ্রীগুরুর গৃহ হইয়া যাইব, এবং তথায় দাস হইয়া তাঁহার সেবা করিব; যাইবার আসিবার সময় দয়ালু গুরুদেব যে গৃহদ্বার পার হইয়া যান আমি সেই দ্বারের পৈঠা হইব, এবং দ্বারে দ্বারপাল হইয়া থাকিব; আমি তাঁহার পাদুকা হইব এবং আমিই তাঁহাকে সেই পাদুকা পরাইব, আমি তাঁহার ছত্র হইব, এবং ছত্রধারীও হইব; চোপদার হইয়া পথের উচ্চনীচ ভূমি দেখাইব, তাঁহার হাত ধরিয়া চলিব,—স্বামীর অগ্রে বক্তা হইয়া থাকিব (যাহা কিছু বলিবার আমিই বলিব); আমি পানদান হইয়া সেবা করিব, পিকদানীও আমি হইব, তাঁহার স্নানের সমস্ত কার্য্য করিয়া সেবা করিব; গুরুদেবের আসন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও চন্দনাদি উপচার আমিই হইব; সূপকার হইয়া তাঁহাকে অন্ন পরিবেশন করিব, এবং আপন আত্মার দ্বারা শ্রীগুরুর আরতি করিব; (৪২০) গুরুদেব যখন ভোজন করিবেন আমি তখন এক পংক্তিতে বসিব, এবং পংক্তিও হইব, ভোজন শেষ হইলে সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে পান দিব; তাঁহার উচ্ছিষ্ট আমিই সরাইব, তাঁহার শয্যা আমিই পাড়িব এবং তাঁহার পদসেবা আমিই করিব; আমি সিংহাসন হইব, যাহার উপর শ্রীগুরু আরোহণ করিবেন,—এইভাবে গুরুসেবায় উৎকর্ষ লাভ করিব; যেসব বিষয় শ্রীগুরুদেবের মন আকর্ষণ করিবে, আমি সেইসব চমৎকার বিষয় হইয়া যাইব; তাঁহার শ্রবণের অঙ্গনে আমিই অসংখ্য (অক্ষৌহিণী) শব্দ হইয়া যাইব, এবং যে যে স্থানে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ (ঘর্ষণ) করিবে আমি সেই সেই স্থানে তাঁহার স্পর্শজ্ঞান হইয়া যাইব; যে যে বস্তুর প্রতি শ্রীগুরুদেব সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবেন, আমি সেই-সকল বস্তুতে পরিণত হইব; তাঁহার রসনায় যে যে পদার্থ ভাল লাগিবে, আমি নিজেই সেইসব রস (বস্তু) হইব সুগন্ধরূপে তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সেবা করিব; গুরুসেবার সর্ব্ব বস্তু নিজেই হইয়া সমস্ত গুরুসেবা আপনার মধ্যেই সংগ্রহ করিব'—এইভাবে বাহ্যসেবা সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। 'যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন এই-ভাবে গুরুর সেবা করিব'—দেহান্তে সেবা করিবার আশ্চর্য্য বুদ্ধি আসিতেছে, শুন।" (জ্ঞানদেব বলিতেছেন): "দেহপাতের পর আমি সেই ভূমির মৃত্তিকার সহিত আমার দেহভস্ম (ধূলি) মিশাইব, যেখানে গুরুদেবের শ্রীচরণ দাঁড়ায়; (৪৩০) আমার দেহের সমস্ত জলীয়ভাগ আমি সেই জলের সহিত

মিশাইব—যে জল আমার স্বামী কৌতুকে স্পর্শ করেন; যে দীপ দ্বারা শ্রীগুরু আরতি করেন, কিম্বা যে দীপ তাঁহার গৃহ আলোকিত করে, সেই দীপের তেজের সহিত আমার শরীরের তেজের অংশ মিশাইব; তাঁহার ব্যবহারের চামর ও পাখায় আমার প্রাণবায়ু লয় করিব—যাহাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যজন[১] করিতে পারি; যে যে স্থানে শ্রীগুরু পরিবারসহ বাস করেন তাহার আকাশ-তত্ত্বের সহিত আমি আমার আকাশের অংশ লীন করিব; জীবিত বা মৃতাবস্থায় কখনই এই গুরুসেবা ত্যাগ করিব না, এক নিমেষও বৃথা যাইতে দিব না—এইভাবে কোটি কল্প কাটাইয়া দিব।" যাঁহার মনে (গুরুসেবার) এইরূপ উৎকট ইচ্ছা থাকে, এবং যাঁহার সেবাকার্য্যও তেমনি অপার (অন্তহীন); যিনি রাত্রিদিবস, অল্পবহু কিছুই বিচার করেন না, গুরু আজ্ঞা দিলেই ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাপালনে যিনি তৎপর ও প্রফুল্ল; গুরুসেবার কার্য্য গগনাপেক্ষাও বৃহৎ হইলেও যিনি একাই, এক সময়েই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন; দেহের গতি যাঁহার মনের গতিকেও অতিক্রম করে, যাঁহার কার্য্য মনের সহিত প্রতিযোগিতা করে; কখনও শ্রীগুরুর খেলার জন্য (সামান্য পরিহাসপ্রসূত ইচ্ছা পূরণ করিতে) যিনি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেন (উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত); (৪৪০) গুরুসেবায় যাঁহার দেহ ক্ষীণ হয়, গুরুর স্নেহে যাঁহার অঙ্গ পুষ্ট হয়, এবং যিনি সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকেন (আপনাকে গুরু-আজ্ঞার গৃহ বানান); যিনি গুরুকুলেই সকুলীন, গুরুবন্ধু-সৌজন্যে সুজন, যিনি গুরুসেবারূপ ব্যসনে নিরন্তর নিযুক্ত; গুরুসম্প্রদায়-ধর্ম্মই যাঁহার বর্ণাশ্রম, গুরুচর্চ্চাই[২] যাঁহার নিত্যকর্ম্ম; গুরুই যাঁহার ক্ষেত্র, দেবতা, মাতা ও পিতা, গুরুসেবা ভিন্ন যাঁহার অন্য কোনও সাধনমার্গ নাই; শ্রীগুরুর দ্বার যাঁহার কাছে সর্ব্বস্ব,—সর্ব্বধর্ম্মের সার, যিনি গুরুসেবকগণের সহিত সহোদরের ন্যায় প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন; যাঁহার মুখে শুধু গুরুনামের মন্ত্র, গুরুবাক্য ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ যিনি হস্তে স্পর্শ করেন না; গুরুচরণস্পৃষ্ট শীতল পাদোদক যাঁহার কাছে ত্রৈলোক্যের সকল তীর্থযাত্রার ফল আনয়ন করে; অকস্মাৎ শ্রীগুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইলে যিনি সমাধিসুখকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন; হে কিরীটি, গুরু পথে চলিলে তাঁহার চরণ হইতে যে ধূলিকণা

১ সেবা; ২ গুরুপরিচর্য্যা;

উঠে, তাহার এককণা যিনি কৈবল্যসুখের বদলে (মস্তকে) গ্রহণ করিতে উৎসুক ; আর কত বলিব ? বস্তুতঃ গুরুভক্তির পার (সীমা) নাই, ক্রান্তদর্শী (দীর্ঘদর্শী—ত্রিকালজ্ঞ) জ্ঞানী হইবার ইহাই (গুরভক্তিই) কারণ। (৪৫০) যাঁহার মনে গুরুভক্তির প্রতি অনুরাগ হয়, এই বিষয়ে উৎকণ্ঠা হয়, গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই যাঁহার ভাল লাগে না ; সেই মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের আধার, তাঁহাতেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়,—তিনিই দেবতা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ভক্ত। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে—এই ভক্তের মধ্যে জ্ঞান মুক্তদ্বার হইয়া সুখে বাস করে, এবং তাহা এত অধিক যে সমস্ত জগৎ ভরিয়া যায়। এই গুরুসেবা বিষয়ে আমার অন্তরে অভিলাষ প্রবল—সেইজন্যই অযথা (যুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া) অনেক কথা বলিয়াছি। নতুবা, আমি হস্ত থাকিতেও হস্তহীন, ভজন বিষয়ে অন্ধ, এবং চলনে[১] পঙ্গু হইতেও অধিকতর 'পঙ্গু'। গুরুর (মহিমা) বর্ণনায় আমি মূক, বৃথা অন্নভোজী ও অলস, পরন্তু, গুরুর প্রতি নির্মল ও গভীর অনুরাগে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি এই কারণেই আমাকে এখানে এত বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইতেছে।[২] (হে শ্রোতাগণ) আপনারা আমার এই কথার বিস্তার সহ্য করিয়া আমাকে সেবা করিবার অবসর দিন ; এখন এই গ্রন্থার্থের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছি। শ্রোতাগণ, শুনুন, ভূতভারসহিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার[৩] শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ও পার্থ শুনিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যাঁহার শুচিতা এত অধিক দেখা যায় যে অঙ্গ এবং মন যেন কর্পূরের দ্বারা গঠিত ; কিংবা যাঁহার অন্তর ও বাহির রত্নগুচ্ছের ন্যায় স্বচ্ছ ; অন্তরে ও বাহিরে যিনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ; যিনি বাহ্য কর্মের আচরণে শুদ্ধ, অন্তরে জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এইভাবে যিনি অন্তর্বাহ্য শুচিতা লাভ করিয়াছেন ; বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং মৃত্তিকা ও জল একত্রে ব্যবহার করিয়া যাঁহার বাহ্যশুদ্ধি হয় ; বুদ্ধিবলে সবই করা যায়,—যেমন ধূলা দ্বারা দর্পণ স্বচ্ছ করা যায়, বা (মসলা মিশ্রিত জলে) ভাঁটিতে বস্ত্র ধৌত করিয়া দাগ উঠান যায় ; বেশী কি বলিব ? এইভাবে বাহিরে যিনি নির্মল, এবং অন্তরে জ্ঞানদীপ্ত ও শুদ্ধ ; নতুবা, হে পাণ্ডুসুত, অন্তর যার শুদ্ধ নহে, বাহ্যকর্মের আচরণ তাহার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা মাত্র। মৃতদেহে শৃঙ্গারসজ্জা

১ পরিচর্যায়, ২ আমাকে শরীর পোষণ করিতে হইতেছে ; ৩ নিরাসক্ত, বিতৃষ্ণ ;

করা, বা গর্দ্দভকে তীর্থজলে স্নান করান, বা একটি তিক্ত অলাবুর উপর গুড় মাখান যেমন হয়; একটি পরিত্যক্ত (নির্জ্জন) গৃহকে তোরণদ্বারা সজ্জিত করা, উপবাসীর অঙ্গে অন্ন লেপন করা, বিধবা স্ত্রীলোকের কপালে কুঙ্কুম সিন্দূর দেওয়া (একই প্রকার নিষ্ফল)। রং করা শূন্য কলসের বাহিরের চাকচিক্য যেমন বৃথা,—চিত্রিত ফল যাহা অভ্যন্তরে গোময়পূর্ণ তাহা কি কোনও কাজে লাগে? (অন্তর যাহার শুদ্ধ নহে তাহার) বাহ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানও তেমনি, মেকী পদার্থের কোনও মূল্য নাই, মদের কলসী গঙ্গাজলে ডুবাইলেও পবিত্র হয় না। (৪৭০) অতএব, অন্তরে জ্ঞান-লাভ হইলে, বাহ্যশুচিতা স্বভাবতঃই (আপনা হইতেই) হইবে, শুধু বাহ্যকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়—ইহা কি সম্ভব? এইজন্য, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা যাঁহার দেহের বাহ্য মলিনতা উত্তমরূপে ধৌত হইয়াছে, এবং জ্ঞানালোকে যাঁহার অন্তরের কালিমা দূর হইয়াছে;—তাঁহার অন্তর্বাহ্য এই ভেদজ্ঞান চলিয়া যায় এবং শুধু নির্ম্মলত্ব থাকে, কিং বহুনা, তাঁহার মধ্যে শুচিতা অধিষ্ঠান করে। তখন স্ফটিকনির্ম্মিত গৃহে দীপশিখা যেমন বাহিরে প্রকাশিত হয়, তেমনি অন্তরের সদ্ভাব (ইন্দ্রিয়দ্বারা) বাহিরে প্রকটিত হয়। যে বিষয়গুলি সংশয় বা মিথ্যা মনোবিকার উৎপন্ন করে কিম্বা কুকার্য্যে প্ররোচনা দেয় (দুষ্কৃতির বীজ অঙ্কুরিত করে); সেগুলি, শুনিলে বা তাহার সংস্পর্শে আসিলেও, তাঁহার মনে কোনও রেখাপাত করে না—মেঘের বর্ণে আকাশ যেমন বিকারপ্রাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার চিত্ত তজ্জনিত কোনও বিকারের স্পর্শে কলুষিত হয় না। পথে পবিত্রকুলজাতা অথবা নিম্নশ্রেণীর কোনও স্ত্রীলোক দেখিলে যেমন (জিতেন্দ্রিয় পুরুষের) কোনও চিত্তবিকার হয় না, তেমনি বিষয় সম্বন্ধেও ইঁহার নিস্পৃহ আচরণ। কিম্বা, একই তরুণাঙ্গী (যুবতী) স্ত্রীলোক পতিপুত্রকে আলিঙ্গন করে, পরন্তু, পুত্রপ্রেমে যেমন কোনও কামভাবের উদয় হয় না; তেমনি, হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে মনে সংকল্প-বিকল্পের ক্ষোভ হয় না, পরন্তু, কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে যিনি সম্যক অবহিত; (৪৮০) হীরক যেমন জলে ভিজে না, প্রস্তরখণ্ড যেমন জলে সিদ্ধ হয় না, তেমনি তাঁহার মনোবৃত্তি বিকল্পদ্বারা দূষিত হয় না। হে পার্থ, এইপ্রকার আচরণকেই 'শুচিতা' বলে,—এবং যেখানেই ইহা পূর্ণভাবে দেখা যায়, সেখানেই জ্ঞান আছে, জানিবে। আর যে পুরুষের মধ্যে

'স্থিরতা' (স্থৈর্য্য) গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আছে, তিনিই জ্ঞানের জীবনস্বরূপ ; দেহ আপন খুশিমত বাহ্যকর্ম্ম যাহাই করিয়া বেড়াক না কেন, তাঁহার মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় না। গাভী বনে চরিতে গেলে বৎসের প্রতি স্নেহ যেমন তাহার সঙ্গে যায় না,—অথবা (পতির সহিত সহমরণে যাইবার সময়) সতীর বিলাস-লজ্জা যেমন প্রেম (কাম) ভোগ নহে ; কিম্বা, লোভী (কৃপণ) দূরদেশে গেলেও যেমন তাহার মন সঞ্চিত ধনরাশির উপর পড়িয়া থাকে, তেমনি ইহার দেহ চালিত হইলেও চিত্ত বিচলিত হয় না ; ধাবমান মেঘের সহিত যেমন আকাশ দৌড়ায় না, তারাগণ বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিলেও ধ্রুবনক্ষত্র যেমন তাহাদের সহিত ঘুরে না ; হে ধনুর্দ্ধর, গমনশীল পথিকের সহিত যেমন পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি[১] চলিতে থাকে না ; তেমনি, পঞ্চভূতাত্মক শরীরে (ইন্দ্রিয়ের সহযোগে) যেসব ব্যাপার হয় তাহাদের বিকারলহরী তাঁহার মনকে বিচলিত করে না ; ঘূর্ণিবাত্যা যেমন পৃথিবীকে নড়াইতে পারে না, তেমনি (বিষয়েন্দ্রিয়সঞ্জাত) উপদ্রবের ধাক্কা তাঁহাকে টলাইতে পারে না ; (৪৯০) দৈন্যদুঃখ তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না, ভয় বা শোক তাঁহাকে কম্পিত করে না, দেহের মৃত্যু আসিলেও ভীত হন না ; বাসনা বা আশার তীব্রতায় কিম্বা বিবিধ রোগের আক্রমণে (গর্জ্জনে) তাঁহার সরল চিত্ত মুখ ফিরায় না (বিক্ষুব্ধ হয় না) ; নিন্দা, অপমান বা দণ্ডের ভীতি, কাম বা লোভের উপদ্রব তাঁহার মনের একটি কেশকেও কুঞ্চিত করে না (মনকে বিচলিত করে না) ; আকাশ যদি ভাঙ্গিয়াও পড়ে, পৃথিবী যদি চূর্ণও হয় তথাপি তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিশ্চল থাকে ; ফুলের আঘাতে যেমন হস্তীকে পাশে ফিরান যায় না, তেমনি দুর্ব্বাক্যবাণ তাঁহাকে পথচ্যুত করে না, (দুঃখকষ্ট দেয় না) ; ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ-লহরী যেমন মন্দার পর্ব্বতকে টলাইতে পারে না, দাবানল যেমন আকাশকে জ্বালাইতে অসমর্থ ; তেমনি (সুখদুঃখের) ঊর্ম্মিমালা যতই উঠুক না কেন (আনাগোনা করুক না কেন), তাঁহার মনোধর্ম্মে অশান্তি হয় না, (চিত্তসাম্য নষ্ট হয় না), কল্পান্তেও তাঁহার ধৈর্য্য পৃথিবীর ন্যায় অটল থাকে (আপন সামর্থ্যে অবিচলিত থাকে)। হে চক্ষুষ্মান্ অর্জ্জুন, 'স্থৈর্য্য' নামে যে বিশেষ গুণের কথা বলিলাম, তাহা এইপ্রকার মানসিক অবস্থা—বুঝিয়া

[১] পথ এবং তাহার পার্শ্বের বৃক্ষাদি ;

রাখ। এইরূপ আত্মস্থ দৃঢ় 'স্থৈর্য্য' যে পুরুষের দেহ ও মন জুড়িয়া থাকে, তাঁহাকে জ্ঞানের উন্মুক্ত ভাণ্ডার বলিয়া জানিবে। আর, লোভী মনুষ্য যেমন তাহার ঘর, কিম্বা দ্বন্দ্বযোদ্ধা আপন হাতিয়ার, বা কৃপণ যেমন তাহার ধন-ভাণ্ডারের কথা বিস্মৃত হয় না; (৫০০) মাতা যেমন একমাত্র বালককে সর্ব্বদা রক্ষা করে, কিম্বা মধুমক্ষিকার যেমন মধুর প্রতি অত্যধিক লোভ থাকে; তেমনি, হে অর্জ্জুন, যিনি মনকে সংযত করেন এবং তাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারের কাছেও দাঁড়াইতে দেন না; বলেন—'কাম (বাসনা) শুনিবে, আশারূপ ডাকিনী দেখিবে, তখন মনের মধ্যে ভেদভাব ঢুকিবে।' বলিষ্ঠ পতি যেমন বহির্মুখী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, তেমনি তিনি (উদ্দাম) প্রবৃত্তিকে পাহারা দেন (সংযত করেন); জীবনীশক্তি[১] কমিয়া গেলে এবং দেহ ক্ষীণ হইলেও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া তাহাদের দ্বার রুদ্ধ করেন; মনের মুখ্য দ্বারে, প্রত্যাহারের পাহারার স্থানে, শরীররূপী দুর্গে যম-দমকে দ্বারী নিযুক্ত করিয়া সদা জাগ্রত রাখেন; মূলাধার, নাভী (মণিপুর) ও কণ্ঠ (বিশুদ্ধ) এই তিন চক্রে (বজ্র, ওড়িয়ান ও জালন্ধর এই) তিনটি 'বন্ধন' বসাইয়া যিনি আপনার চিত্তকে ইড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে প্রবেশ করাইয়া দেন; এবং অন্তঃকরণের সহিত ঐক্যস্থাপনের জন্য ধ্যানের দ্বারা বাঁধিয়া সমাধিশয্যায় শয়ন করাইয়া দেন; § যাহাকে অন্তঃকরণ-নিগ্রহ বলে তাহা ইহাই, জানিবে,—এবং যেখানে ইহা আছে সেখানেই জ্ঞানের প্রকাশ;[২] যে সাধকের আজ্ঞা তাঁহার মন শিরোধার্য্য করিয়া মানে, তিনি মনুষ্যাকারে মূর্ত্তিমান জ্ঞান, জানিবে। (৫১০)

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯

আর যাঁহার মনে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বৈরাগ্যের সমৃদ্ধি আছে;[৩] বমন-করা অন্ন খাইতে যেমন রসনার লাল ঝরে না, যেমন কেহই মৃতদেহ আলিঙ্গন

১ চেতনাশক্তি; সত্তা;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"এবং চৈতন্যের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া যাহার চিত্ত অন্তরে রমণ করে"; "এবং অন্তরে চিত্ত চৈতন্যের সহিত সমরস হয়";

২ বিজয়; ৩ বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত বা জাগ্রত আছে;

করিতে অগ্রসর হয় না; যেমন কেহই বিষ খাইতে চাহে না,—বা জলন্ত গৃহে প্রবেশ করে না, অথবা ব্যাঘ্রের গুহায় বাস করিতে যায় না; অথবা ফুটন্ত লৌহরসে যেমন কেহ ঝাঁপ দেয় না, বা অজগরকে উপাধান করে না; তেমনি, হে অর্জ্জুন, যাঁহার বিষয়বার্ত্তা ভাল লাগে না, যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিষয় গ্রহণ করেন না; যাঁহার মনে বিষয়ভোগের আলস্য (বিষয়ভোগ সম্বন্ধে উদাসীন), দেহ অতিকৃশ, পরন্তু যমদমের সহিত (ইন্দ্রিয়নিগ্রহবিষয়ে) যাঁহার গভীর ঐক্যবোধ; যাঁহার মধ্যে সমস্ত তপোব্রত একত্রে সন্মিলিত, এবং, হে পাণ্ডব, লোকালয়ে বাস যাঁহার কাছে প্রলয়ের ন্যায় মনে হয়; যোগাভ্যাসে যাঁহার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, যাঁহার বনবাসই ভাল লাগে, যিনি মনুষ্যসমাজের নাম পর্যন্ত সহন করিতে পারেন না; ঐহিক ভোগ যিনি শরশয্যার ন্যায়, বা পুঁজের পঙ্কে গড়াইবার ন্যায় (কষ্টকর) মনে করেন; স্বর্গসুখের কথা শুনিয়া যিনি তাহাকে কুকুরের গলিত মাংসের ন্যায় হেয় জ্ঞান করেন; (৫২০) ইহাই সেই বিষয়বৈরাগ্য, যাহাদ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয়, এবং জীব ব্রহ্মানন্দ সুখভোগের যোগ্য হয়। এইভাবে, যাঁহার মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার সুখভোগ সম্বন্ধে গভীর বিরক্তি দেখা যায়, তাঁহাকেই জ্ঞানের বাসস্থান বলিয়া জানিবে। আর যিনি সকাম, ফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যের ন্যায় যাগযজ্ঞ ও জনহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পরন্তু, শরীরে কর্ত্তৃত্বাভিমান পোষণ করেন না; যিনি বর্ণাশ্রমপোষক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের আচরণ করিয়া যান, এবং তাহাতে কোনও ন্যূনতা আসিতে দেন না; পরন্তু, 'এই কর্ম্ম আমি করিলাম' বা 'আমাদ্বারা এই কর্ম্মে সিদ্ধি হইল' এইরূপ ভাবনা মনেও আসিতে দেন না; বায়ু যেমন স্বভাবগুণে সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সূর্য্য যেমন নিরভিমানে (অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া) উদিত হয়; কিম্বা, বেদ যেমন সহজভাবে জ্ঞান বিতরণ করে, গঙ্গা যেমন বিনা কারণেই সর্ব্বদা প্রবহমান, সেইরূপ যিনি অভিমানরহিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার আচরণ করেন; উপযুক্ত ঋতু আসিলে বৃক্ষ যেমন ফল দান করে, পরন্তু, ফলন সম্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান হয় না, তেমনি ঐ বৃক্ষের ন্যায় মনোবৃত্তি লইয়া যিনি সদা কর্ম্ম আচরণ করেন; গ্রথিত হার হইতে সূত্রটি টানিয়া লইলে যেমন হয়, তেমনি যাঁহার মন, কর্ম্ম ও বাক্য হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে; মেঘ যেমন আকাশে সম্বন্ধহীনভাবে আপনা আপনিই থাকে, তেমনি যিনি

দেহে কর্মের আচরণ করিলেও (ঐভাবে নির্লিপ্ত থাকেন); (৫৩০) মদ্যপায়ীর অঙ্গে বস্ত্র, চিত্রে অঙ্কিত মনুষ্যের হস্তে অস্ত্র, অথবা, বলদের পৃষ্ঠে শাস্ত্রগ্রন্থের বোঝা (যেমন উপযোগী হয় না); তেমনি, যিনি নিজদেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দেহাভিমানবর্জ্জিত (দেহের অস্তিত্ব যাঁহার স্মরণে থাকে না), তাঁহার সেই স্থিতিকেই 'নিরহঙ্কারতা' বলে। যাঁহার মধ্যে এই নিরহঙ্কারের ভাব পূর্ণভাবে দেখা যায়, তিনিই জ্ঞানের আবাসস্থল,—ইহাতে অন্যথা নাই। আর, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই যিনি দূর হইতে তাহাদের দর্শন করেন (তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হন); যেমন কোনও সাধক পুরুষ পিশাচকে, বা কোনও যোগী উপাধি-জনিত উপদ্রবকে (শারীরিক দুঃখকষ্ট) দেখেন, অথবা মিস্ত্রীর ওলন যন্ত্র যেমন কমবেশী বুঝিতে পারে (গৃহপ্রাচীরের সমান্তরালতা নিরূপণ করে); সাপের মনে পূর্ব্বজন্মের বৈরীভাব মুছিয়া যায় না, তেমনি যিনি অতীত জন্মের অপূর্ণতা (দুঃখদোষাদি) সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন; চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রস্তরের টুকরা যেমন কষ্টদায়ক, আঘাতের মধ্যে প্রোথিত অস্ত্র[১] যেমন সহ্য করা যায় না, তেমনি যিনি বিগত, (জন্মকালীন) জন্মদুঃখ বিস্মৃত হন না; তিনি বলিতে থাকেন—'আমি পুঁজগর্ত্তে জন্মিয়াছি, মূত্ররন্ধ্র হইতে বাহির হইয়াছি, হায়, হায়, আমি মাতৃস্তনের স্বেদ চাটিয়াছি'; এইসব কারণে যাঁহার জন্মের উপর ঘৃণা হইয়া যায়, এবং বলেন 'এখন যাহাতে আর জন্মগ্রহণ না করিতে হয় তাহাই করিব;' জুয়াড়ী যেমন খেলায় হারিয়া, হার উঠাইবার জন্য পুনরায় দাবা লইয়া বসিয়া যায়, কিম্বা পুত্র যেমন পিতার বৈরশোধের জন্য চেষ্টিত হয়; (৫৪০) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তেমনি তিনি জন্মবন্ধন ঘুচাইবার জন্য সদাচেষ্টিত (শঙ্কিত); সম্মানিত ব্যক্তি যেমন অপমান সহিতে পারে না, তেমন তিনি নিজ জন্মান্তের[২] লজ্জার কথা কখনও বিস্মৃত হন না। আর মৃত্যু যাঁহার সম্মুখে,—তাহা কল্পান্তে আসিলেও আজই যিনি সাবধান হন; হে পাণ্ডুসুত, মাঝে অথৈ (গভীর) জল আছে জানিয়া সাঁতারু যেমন নদীর তীরেই কোমর কসিয়া তৈয়ারী হয়; কিম্বা,

১ শল্য, ২ জন্মের,

রণদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সৈনিক যেমন সাবধান হয় ও আঘাত লাগিবার পূর্ব্বেই ঢাল আগাইয়া ধরে; আগামীকল্য পথে বিশ্রামস্থলে দস্যু হইতে বিপদ হইতে পারে বুঝিয়া যেমন আজই সাবধান হইতে হয়, (রোগে) জীবন যাইবার পূর্ব্বেই যেমন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়; নতুবা, এমন অবস্থা হয় যে জলন্ত ঘরে আটক পড়িলে আর কূপ খনন করিবার সামর্থ্য থাকে না (ঘরে অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বেই কূপ খনন করিতে হয়); গর্ত্তে পতিত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় যে সংসারসাগরে ডুবিতেছে, তাহার চীৎকারে কেহ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে—ইহা কে বলে? সেইজন্য, বলবান শত্রুর সহিত (হাড়বিদ্ধকারী) প্রবল শত্রুতা থাকিলে যেমন অষ্ট প্রহর খোলা তরবারি হস্তে প্রস্তুত থাকিতে হয়; অথবা, বাগ্‌দত্তা কন্যা (যেমন মাতৃগৃহ ত্যাগ করিতে) কিম্বা সন্ন্যাসী (যেমন সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়), তেমনি যিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই মৃত্যু সম্বন্ধে বিচার করিয়া প্রস্তুত থাকেন; (৫৫০) যিনি এইভাবে ইহজন্মেই পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করেন, এবং মরণেই মৃত্যুকে নাশ করিয়া আত্মস্বরূপে লীন হইয়া থাকেন; সত্যই তাঁহার ঘরে জ্ঞানের কোনও ন্যূনতা থাকে না;—এইভাবে যিনি হৃদয়ে জন্মমৃত্যুর শল্য (দুঃখ) অনুভব করেন; আর, শরীরে জরা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ভরা যৌবনের মধ্যেই তাহার কথা চিন্তা করেন; এবং কহিতে থাকেন—'আজ এখন শরীরে যে পুষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা সিদ্ধ[১] তরকারীখণ্ডের ন্যায় হইবে; আমার হস্তপদাদি ভাগ্যহীন ব্যক্তির ব্যবসায়ের ন্যায় অপটু হইবে,— শরীরের বলের অবস্থা মন্ত্রিহীন রাজার ন্যায় হইবে; মস্তক (কিম্বা নাক) যাহা ফুলে[২] সুশোভিত (বা ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক) তাহা ফাটিয়া (কিম্বা ঝুলিয়া পড়িবে, এবং) উষ্ট্রের জানুর ন্যায় দেখিতে হইবে; বন্ধনযুক্ত পশুর ক্ষুর যেমন গ্রামের বাহিরে রোগগ্রস্ত হয়, কান পর্য্যন্ত আমার সমস্ত শরীরের দশাও তেমনি হইবে;§ আমার নেত্রযুগল, যাহার রং পদ্মদলের ন্যায়,—তাহা সুপক্ক পটলের ন্যায় (জ্যোতিহীন) হইবে; ভ্রূযুগল বৃক্ষের শুষ্ক ছালের ন্যায় চক্ষুর উপর ঝুলিয়া পড়িবে, বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভিজিয়া পচিয়া

---

১ শুষ্ক; ২ ফুলের শোভা;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"আমার মস্তকের সেই দশা হইবে";

উঠিবে ; সরীসৃপ যেমন (মুখনিঃসৃত লালার দ্বারা) বাবলাগাছের গাত্র ঘর্ষণ করিয়া পিচ্ছিল করে, তেমনি (আমার মুখনিঃসৃত) লালা দ্বারা আমার মুখ ক্লেদাক্ত হইবে ; (৫৬০) রন্ধনশালার সম্মুখে নালা যেমন ময়লা জলে পরিপূর্ণ থাকে, আমার নাসিকাও তেমনি ক্লেদপূর্ণ হইবে ; আমার অধরোষ্ঠ এখন তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, আমি হাসিলে দন্তরাজি বিকশিত হয়, এবং তাহার সাহায্যে আমি সুন্দর কথা বলিতে পারি ; সেই মুখ শ্লেষ্মার প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে এবং কলের দাঁতের সহিত অন্য দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে ; কৃষিকার্য্য ঘাড়ে আসিয়া পড়িলে যেমন হয়,[১] কিম্বা বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় গবাদি পশু একবার বসিয়া গেলে যেমন (আর উঠিতে চায় না), তেমনি শত প্রযত্নেও আমার জিহ্বা নড়িতে বা উঠিতে পারিবে না ; শুষ্ক কুশাগ্রগুচ্ছ যেমন বায়ুর আন্দোলনে উড়িয়া মালভূমিতে গিয়া পড়ে, তেমনি আমার মুখের শ্মশ্রুরাজিরও ঐরূপ ত্রাসজনক অবস্থা হইবে ; আষাঢ় মাসে পর্ব্বতশিখর হইতে জলের প্রবাহ যেমন নামিয়া আসে, তেমনি আমার মুখের গর্ত্ত হইতে লালার বন্যা ঝরিয়া পড়িবে ; কথায় জড়তা আসিবে, কর্ণ বধির হইবে, এবং শরীর বৃদ্ধ মর্কটের ন্যায় দেখিতে হইবে ; হাওয়ায় আন্দোলিত কুশপুত্তলিকার ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকিবে ; পদদ্বয় টলিবে, হাত বাঁকিয়া যাইবে, সৌন্দর্য্যের সং চমৎকার নাচিতে থাকিবে ; মলমূত্রের দ্বার ছিদ্রবিশিষ্ট ভাণ্ডের ন্যায় হইবে (নিরোধশক্তি থাকিবে না), এবং অপরে আমার মৃত্যুকামনা করিবে ; (৫৭০) আমার অবস্থা দেখিয়া জগৎ থুতু দিবে (ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে) এবং আমার মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া আমার আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হইবে ; স্ত্রীলোকেরা আমাকে ভূত বলিবে, বালক-বালিকারা আমাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইবে,[২] অধিক কি বলিব ? আমি একটা ঘৃণার পাত্র হইয়া যাইব ; (আমার) কাশির শব্দে নিদ্রিত পাড়াপড়শীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিবে 'বুড়া না জানি কত লোককে জ্বালাইবে' ; এইভাবে, যিনি (ভাবী) বৃদ্ধাবস্থার কষ্টের কথা যৌবনেই চিন্তা করেন, এবং যাঁহার মনে বিরক্তি (বিতৃষ্ণা) আসিয়া যায় ; এবং বলিতে থাকেন—'কাল (শীঘ্রই) এই বৃদ্ধাবস্থা আসিবে এবং এখনকার ভোগ ফুরাইবে,—তখন আমার হিতের

১ ঋণভারে চাষীর কৃষিকার্য্য যেমন নষ্ট হয় ; ২ মূর্চ্ছা যাইবে ;

(কল্যাণের) জন্য কি অবশিষ্ট থাকিবে ? সুতরাং কান বধির হইবার পূর্ব্বেই শ্রোতব্য কথা শুনিয়া লইব, পঙ্গু হইবার পূর্ব্বেই উত্তম স্থানগুলি দেখিতে যাইব ; দৃষ্টি যখন যাইবেই তখন দৃষ্টি থাকিতেই[১] দেখিবার বস্তুগুলি দেখিয়া লইব, মূকত্ব আসিবার পূর্ব্বেই মধুর ভাষণ করিয়া তৃপ্ত হইব ; হাত অবশ হইবে, তাহা পূর্ব্বেই কিছু কিছু জানিতে পারা যায়,—সুতরাং দানধর্ম্মাদি সকল পুণ্যকর্ম্ম এখনি করিয়া যাই ; এমন দশা ভবিষ্যতে আসিবে যখন মন পাগলের ন্যায় হইয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বেই নির্ম্মল পরলোকের কাজ[২] করিয়া যাইব ; কাল চোর আসিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে, ইহা জানিতে পারিলে আজই সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হয়, শেষ বাতিটি নিবাইবার পূর্ব্বে খাদ্য-দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখিতে হয় ; (৫৮০) তেমনি, বার্দ্ধক্য বাড়িতে থাকিলে শরীর ব্যর্থ হইয়া যাইবে,—সুতরাং এখন হইতেই সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা উচিত (অথবা, আপনাকে সার্থক করিতে হইবে) ; এখন, (শরীর) দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিম্বা পক্ষিকুল ফিরিয়া আসিতেছে—এইসব বিপদের চিহ্ন উপেক্ষা করিয়া যে বাহিরে পদার্পণ করে সে ধনেপ্রাণে লুণ্ঠিত হয় ; বৃদ্ধাবস্থাও তেমনি ; তাহার আগমনে জীবনধারণ ব্যর্থ হইয়া যায় ; শতায়ু হইলেই বা কি হয়, বুঝা যায় না ; তিলের শস্য হইতে একবার মাড়িয়া তিল বাহির করিবার পর যেমন পুনরায় ঝাড়িলেও আর তিল পাওয়া যায় না, অগ্নি যেমন ভস্মকে পুনরায় জ্বালাইতে পারে না ; সেইরূপ, বৃদ্ধাবস্থা আসিবে জানিয়াও যিনি বার্দ্ধক্যের হাতে পড়েন না (পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন), তাঁহারই কাছে জ্ঞান আছে, জানিবে। নানা রোগে শরীর জীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যিনি নীরোগ থাকিবার উপায় চিন্তা করেন ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সর্পমুখস্পৃষ্ট অন্নের গ্রাস ফেলিয়া দেয় ; তেমনি যেসব বস্তুর বিয়োগে দুঃখ, বিপত্তি বা শোক উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সুখে উদাসীন হইয়া থাকেন ; এবং যে-সকল দ্বার দিয়া শরীরে দোষ প্রবেশ করে, সেইসব কর্ম্ম-রন্ধ্র যমনিয়মের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করেন ; এইপ্রকার নিয়ম পালন দ্বারা যিনি সাবধানে জীবন যাপন করেন, তিনিই জ্ঞান-রূপী সম্পত্তির স্বামী। (৫৯০) হে ধনঞ্জয়, এখন অন্য একটী অলৌকিক লক্ষণের কথা বলিতেছি, শুন।

---

১ দৃষ্টি যাইবার পূর্ব্বেই ; ২ আত্মজ্ঞান , আত্মতত্ত্বলাভ ,

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০

পথিক যেমন ধর্ম্মশালায় (সাময়িকভাবে) অবস্থান করে, তেমনি যিনি গৃহসংসার সম্বন্ধে উদাসীন ; কিম্বা, পথে চলিতে প্রাপ্ত বৃক্ষের ছায়ার উপর যে আসক্তি, নিজগৃহের প্রতি মমত্ব যাঁহার সেইরূপ ; ছায়া সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, পরন্তু তাহা যেমন স্মরণে থাকে না, নিজের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ যাঁহার তেমনি ; আর, যাঁহার সন্তানসন্ততিগণের সহিত এমন ব্যবহার, যেন তাহারা (সাময়িকভাবে) তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে, কিম্বা তাহারা যেন কোনও বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রামভোগী গবাদি পশু ; হে পাণ্ডুসুত, ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও যিনি পথে চলন্ত (নিরাসক্ত) দর্শকের ন্যায় সাক্ষীভূত হইয়া থাকেন ; বেশী কি বলিব ? যিনি পিঞ্জরাবদ্ধ তোতা পাখীর ন্যায় সর্ব্বদা বেদাজ্ঞাকে ভয় করিয়া চলেন ; বস্তুতঃ দারা গৃহ পুত্রের সহিত যাঁহার মৈত্রী নাই (তাহাদের মায়ায় যিনি আবদ্ধ নহেন), তাঁহাকে জ্ঞানের ধাত্রী বলিয়া জানিবে। আর, মহাসিন্ধু যেমন গ্রীষ্মবর্ষায় সমানভাবে (পূর্ণ) থাকে, তেমনি ইষ্টানিষ্ট যাঁহার কাছে সমান ; কিম্বা, তিন বেলায় (প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যায়) যেমন সূর্য্য তিন প্রকারের হয় না, তেমনি সুখদুঃখে যাঁহার চিত্ত নির্বিকার ; (৬০০) আকাশের ন্যায় যাঁহার চিত্তে সমভাবের ন্যূনতা হয় না, তাঁহার জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ হয়।[১]

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১

আর, যিনি নিশ্চিতভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আমা ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় (উত্তম) বস্তু নাই ; কায়মনোবাক্যে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ('কৃতনিশ্চয়ের সার পান করিয়াছেন') যে আমা বই আর গতি (পথ) নাই ; আর অধিক কি বলিব ? যাঁহার মন নিরন্তর আমাতে অনুরক্ত এবং যিনি আমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করেন ; পতির কাছে যাইতে পত্নীর যেমন মনে

১ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় ;

কোনও সঙ্কট (কুণ্ঠা) হয় না, তেমনি যিনি সরলমনে আমার ভজনা করেন ; গঙ্গাজল যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায় এবং নিরন্তর মিশিতে থাকে, তেমনি যিনি আমার সহিত সমরস হইয়া আমাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন ; সূর্য্যের সহিত উদয় হয় এবং সূর্য্যের সহিতই (সূর্য্যাস্তের সময়) লয় প্রাপ্ত হয়,—এই অনন্যতা যেমন সূর্য্যের প্রভাতেই শোভা পায় ; জলের উপরিভাগ কৌতুকে (সহজেই) তরঙ্গায়িত হয়—লোকে তাহাকে 'লহরী' বলে, বাস্তবিকপক্ষে উহা জলই ; তেমনি, কে অনন্য (একনিষ্ঠ) ভক্ত আমার সহিত একরূপ হইয়া আমাকে ভজনা করেন. তিনি জ্ঞানেরই প্রতিমূর্ত্তি বা অবতার। আর, যিনি তীর্থে, পবিত্র (নদী)তটে, শুদ্ধ তপোবনে বা গুহার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসেন ; (৮১০) যিনি পর্ব্বতকন্দরে বা জলাশয়ের সন্নিকটে, শ্রদ্ধাসহকারে থাকিতে চান, এবং নগরে বসতি যাঁহার ভাল লাগে না ; যাঁহার একান্তবাসে অত্যন্ত প্রীতি, লোকালয়ে বাস যাঁহার পক্ষে কষ্টকর, তাঁহাকে মনুষ্যাকারে জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে। হে সুমতি অর্জ্জুন, এখন জ্ঞানের স্পষ্টীকরণের জন্য তোমাকে অন্য লক্ষণের কথা বলিব।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২

যে জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মা, যাহা একমেবাদ্বিতীয়বস্তু, তাহার স্বরূপ দর্শন করা যায় ; তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,—এই জ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান,—যাহা স্বর্গ বা সংসারাদিসম্বন্ধীয় জ্ঞান—তাহা অজ্ঞানই—ইহা যিনি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ; স্বর্গলাভের ইচ্ছাই যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সাংসারিক বিষয়ের কথা যিনি কানে আসিতে দেন না,[১]—শুধু সদ্ভাবপ্রণোদিত হইয়া সদা অধ্যাত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ; পথ ভুলিলে যেমন টেরাবাঁকা পথগুলি ছাড়িয়া প্রশস্ত রাজপথেই চলিতে হয় ; তেমনি, যিনি অজ্ঞানের বিষয়গুলি একদিকে সরাইয়া সারা মন ও বুদ্ধি অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিয়োজিত করেন ; 'ইহাই একমাত্র জ্ঞান, অন্য বিষয়ের জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র',—এই বিশ্বাসে যিনি মেরুপর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও স্থির ; আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় যিনি অধ্যাত্ম-

১ সাংসারিক বিষয়ের কর্ম্ম যাঁহার বাধাস্বরূপ ;

জ্ঞানের দ্বারদেশে অচলভাবে স্থির হইয়া থাকেন ; (৬২০) তিনিই জ্ঞানের আবাসস্থল,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কারণ যখন জ্ঞানে মন স্থির হইয়া বসিয়া যায় তখন তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যান। মন বসাইবার পর (একাগ্র হইলে) যে বস্তু লাভ হয়, বসাইবার সময়ই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না সত্য,—তথাপি তাঁহার জ্ঞানের সহিত সমান যোগ্যতা (অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানে মন স্থির হইয়া বসিলে তিনি জ্ঞানস্বরূপই হইয়া যান) ; আর, শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের যে একমাত্র ফল অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বস্তু—তাহার উপর যাঁহার সরল (পূর্ণ) দৃষ্টি নিবদ্ধ ; নতুবা, জ্ঞানের বোধ আসিবার পর যদি মনে 'জ্ঞেয়' বস্তুকেই না দেখা যায়, তবে জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলা যায় না। অন্ধের হস্তে দীপ-বর্ত্তিকার কি কোনও সার্থকতা আছে? তেমনি ('জ্ঞেয়' বস্তুর সন্ধান না মিলিলে) সারা জ্ঞানই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু, জ্ঞানপ্রকাশ দ্বারা যখন পরমার্থ-তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তখন, অন্ধ হইলেও জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হয়।[১] সেইজন্য, বুদ্ধি এমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক যে জ্ঞান যেসব বস্তু দেখাইবে সে সমস্তই পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই কারণে, যাঁহার বুদ্ধি (উন্মেষ) এমন নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান যাহাই দেখায় তাহাই 'জ্ঞেয়' বস্তুরূপে দৃষ্ট হয়। যাঁহার জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত বুদ্ধিরও অনুরূপ স্ফুরণ হয়, (অর্থাৎ যিনি 'জ্ঞেয়' বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই দেখেন না), তিনি জ্ঞানস্বরূপ,—ইহা (শব্দের দ্বারা) স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ যাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানের প্রভায় (প্রকাশে) 'জ্ঞেয়' বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তিনি পরমার্থতত্ত্বের হস্তস্পর্শ করিয়া আছেন, বলা যায়। (৬৩০) এই অবস্থায়, হে পাণ্ডুসুত, ইঁহাকে যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানই বলা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? সবিতা যে সবিতা তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়?" এই সময় শ্রোতাগণ বলিলেন, "আর দেবের (পরমার্থতত্ত্বের) কথা অধিক বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ; গ্রন্থ শুনিবার উৎকণ্ঠায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতেছেন কেন? আপনি 'জ্ঞান' বিষয়ে যে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, আপনার বক্তৃতায় আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে ; রসালতার আধিক্য হইবে না—এই কবিজনোচিত 'মন্ত্র'[২] (উপদেশ) আপনার জানা আছে, তবে

১ পরমার্থতত্ত্ব দৃষ্টিগোচর না হইলে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি অন্ধ হয় ; ২ এই মন্ত্র ;

আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদের শত্রুতা করিতেছেন কেন? ভোজনে বসাইয়া যে সম্মুখ হইতে পকান্ন উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করে, তাহার অন্য-প্রকার আদর আপ্যায়নে কি ফল হয়? যে গাভী অন্য সব বিষয়ে ভাল, পরন্তু, সন্ধ্যাকালে (দোহনসময়ে) কাছে ঘেঁষিতে দেয় না, সেই 'লাথাল' গাভীকে কে পোষণ করিবে? তেমনি, যাহার বুদ্ধি জ্ঞানে প্রবেশ করে নাই (জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় নাই),—এরূপ অন্য লোক না জানি কত অবান্তর কথাই বলিয়া যায়! পরন্তু, ইহা থাকুক, আপনি ইহা (জ্ঞান সম্বন্ধে) ভালভাবেই বুঝাইয়াছেন। যে জ্ঞানের কণামাত্র লাভের জন্য যোগসাধনার অত্যন্ত কষ্ট[১] করিতে হয়, সেই জ্ঞানই তৃপ্তির (শান্তির) মূল কারণ—আর তাহাই আপনি এমনি উৎকৃষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। সাতদিন ধরিয়া যদি বিরামহীন অমৃতবর্ষণ হয় তবে তাহা কাহার বিরক্তি উৎপাদন করে? সুখের কোটি দিবস কে (বিরক্তিতে) গণিতে বসে? একযুগ ধরিয়া যদি পূর্ণিমার রাত্রি থাকে, তবে কি চকোর চন্দ্রমার দিকে নিরন্তর তাকাইয়া থাকিবে না? (৬৪০) তেমনি, জ্ঞান সম্বন্ধে এমন রসাল ভাষণ—ইহা শুনিয়া কে বলিবে 'যথেষ্ট হইয়াছে?' আর, ভাগ্যবান অতিথি গৃহে সমাগত, রন্ধন-নিপুণা গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতেছেন,—এই অবস্থায় ভোজন সম্পূর্ণই হয় না। এই প্রসঙ্গেও তাহাই বলা যায়; আমাদের 'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিবার স্পৃহা, আর আপনিও বুঝাইবার জন্য উৎসুক; সেইজন্য, আপনার এই ব্যাখ্যানের পর[২] আমাদের আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে,[৩]—আপনি প্রকৃত জ্ঞানের দ্রষ্টা ইহা আমরা না বলিয়া পারিতেছি না। এখন, ইহার পর আপনি প্রজ্ঞার (বুদ্ধির) উৎকর্ষে (জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিদ্বারা এই বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া) এই পদের (শ্লোকের) অর্থ শীঘ্র নিরূপণ করুন।"§ সন্তগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—"আমারও মনোগত ইচ্ছা এইরূপ। হে প্রভো, এখন আপনারা যখন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, তখন আমি বৃথা বাগ্‌জাল বাড়াইব না; এখন অবধান করুন।" এইভাবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্দ্ধর অর্জুনকে জ্ঞানের অষ্টাদশ লক্ষণের কথা বলিলেন।

---

১ যোগসাধনাদির কষ্ট; ২ ব্যাখ্যা শুনিয়া, ৩ অনুরাগ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"এই পদের অর্থ যথার্থভাবে নিরূপণ করুন"; "মূল পদের অর্থ...করুন;"

তিনি বলিলেন—"এইসব লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ জানা যায়; ইহাই আমার মত, এবং জ্ঞানিগণও এইরূপ বলেন। করতলের উপর বর্ত্তুলাকার আমলকীফল নাড়াইলে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি স্পষ্টভাবে আমি তোমাকে জ্ঞানের স্বরূপ দেখাইয়াছি। (৬৫০) এক্ষণে, হে মহামতি অর্জ্জুন, যাহাকে 'অজ্ঞান' বলে তাহার লক্ষণসমূহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব। হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানের স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিলেই 'অজ্ঞান' কি তাহা জানা যায়;—যাহা 'জ্ঞান' নহে তাহাই আপনা হইতেই 'অজ্ঞান'। দিন শেষ হইলেই রাত্রির বুনানি[১] আরম্ভ হয়—ইহার মধ্যে যেমন আর তৃতীয় কিছুই থাকে না; তেমনি, যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানেই 'অজ্ঞান' আছে, জানিবে,—তথাপি অজ্ঞানের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলিব। যে প্রতিষ্ঠা-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, লোকের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির জন্য পথ চাহিয়া থাকে, আর আদরসৎকারে যাহার সন্তোষ হয়; যে গর্ব্বে পর্ব্বতশিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই মহত্ত্ব (উচ্চপদ) হইতে নামিতে চায় না, তাহার চিত্ত অজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আর তৃণের রজ্জুতে পিপুল-পাতা বাঁধিয়া তোরণ সাজাইবার ন্যায় কথাদ্বারা নিজের স্বধর্ম্মাচরণের (দানাদি পুণ্যধর্ম্মের) তোরণ প্রস্তুত করে (আড়ম্বরপূর্ণবাক্যে নিজের পুণ্যকর্ম্ম ঘোষণা করে) এবং মন্দিরের মধ্যে সম্মার্জ্জনীর ন্যায় নিজের মস্তক খাড়া করিয়া থাকে; নিজের বিদ্যা জাহির করে, ঢাক পিটাইয়া নিজ সুকৃতির ঘোষণা করে,—যাহাই করুক না কেন, লৌকিক কীর্ত্তি বাড়াইবার জন্য করে; নিজের অঙ্গ (চন্দন) চর্চ্চিত করে, পরন্তু, লোককে বঞ্চনা করে—এইরূপ মনুষ্য অজ্ঞানের খনিস্বরূপ, জানিবে। আর, দাবানল বনের মধ্যে বিস্তৃত হইলে যেমন স্থাবর যাহা কিছু জ্বালাইয়া ফেলে, তেমনি যাহার আচরণে জগৎ দুঃখ পায়; যাহার সহজ ভাষণ তীক্ষ্ণ লৌহফলক বা ভল্ল অপেক্ষাও অধিক বিদ্ধ করে, যাহার সঙ্কল্প বিষ অপেক্ষাও অধিকতর ঘাতক হয়; সেই ব্যক্তি অজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাহাকে অজ্ঞানের ভাণ্ডার বলা যায়, তাহার সমস্ত জীবনই হিংসার আয়তন (আশ্রয়-স্থল)। আর, হাপর ফুঁ দিলে (বায়ুপূর্ণ হইলে) যেমন ফুলিয়া উঠে, আর বায়ুনিঃসরণ হইলে যেমন চুপ্‌সিয়া যায়, তেমনি (বিষয়ের) সংযোগ-বিয়োগে সে যথা-

১ পালা;

ক্রমে (আনন্দে ফুলিয়া) উঠে এবং পড়ে (দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়); বাতাসের ঝাপ্‌টায়, যেমন ধূলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি লোকের স্তুতিতে সে হর্ষে ফুলিয়া উঠে; সামান্য নিন্দা শুনিলেই কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়ে;—কর্দ্দম যেমন একবিন্দু জল পড়িলেই গলিয়া যায় কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে শুকাইয়া যায়; তেমনি মান অপমানে তাহার ঐ অবস্থা হয়; কোনও মনোবিকার যে সহ্য করিতে পারে না, তাহার মধ্যে পূর্ণ অজ্ঞান আছে। আর যাহার মনে গাঁইট (কুটিলতা), অথচ বাহিরে কথা ও দৃষ্টি সরলতাপূর্ণ, একজনকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তঃকরণে অন্য একজনকে সহায়তা করে; ব্যাধ যেমন (শিকারকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য) চারা ছড়ায়, তেমনি বাহ্যিক সরলতাপূর্ণ (প্রাঞ্জল) ব্যবহারে (প্রতারণা করিয়া) ভদ্রলোকের চিত্ত বিরুদ্ধ করে; শৈবালমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড বা পক্ব নিম্বফলের ন্যায় যাহার বাহ্যক্রিয়া (আচরণ) মনোমুগ্ধকর হয়;—তাহার অন্তর অজ্ঞানে পরিপূর্ণ—ইহা সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৬৭০) আর, গুরুকুলে যাহার লজ্জা হয়, গুরুভক্তিতে যাহার অশ্রদ্ধা, গুরুসকাশে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া যে তাঁহাকেই অবজ্ঞা করে ('উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করে'); শূদ্রান্ন গ্রহণের ন্যায় তাহার নাম উচ্চারণ করিলেই জিহ্বা অশুদ্ধ হয়,—পরন্তু, অজ্ঞানের লক্ষণগুলি বলিতে গিয়া ইহা হইল। এখন, গুরুভক্তের নাম লইয়া জিহ্বার প্রায়শ্চিত্ত করিব, —কারণ গুরুসেবক (ভক্ত) সূর্য্যের ন্যায় (পবিত্র)। এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা গুরুদ্রোহীর নামোচ্চারণে যে পাপস্পর্শ করিয়াছে জিহ্বার সে পাপের ক্ষালন হইবে; এপর্যন্ত এই নাম উচ্চারণে যে ভয় জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে; এখন (অজ্ঞানের) অন্যান্য লক্ষণের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে কর্ম্মাচরণে ঢিলা (বস্তুতঃ কর্ম্মবিমুখ), মন যাহার সংশয়ে পূর্ণ,—জঙ্গলে পরিত্যক্ত অমঙ্গল কূপের ন্যায়; যে কূপের মুখ কাঁটার ঝাড়ে আবৃত কিন্তু যাহার অভ্যন্তর শুধু হাড়ে পরিপূর্ণ—সেই কূপের ন্যায় অন্তর্বাহ্য যে অশুচি; ক্ষুধার্ত্ত লোভী কুকুর যেমন খাদ্যদ্রব্য ঢাকা কি খোলা আছে তাহা বিচার করে না, তেমনি যে দ্রব্যপ্রাপ্তির জন্য আপন-পর বিচার করে না; কুকুরের যেমন সঙ্গমবিষয়ে স্থান-অস্থানের জ্ঞান নাই, তেমনি যে স্ত্রীসঙ্গমবিষয়ে বিচারহীন; যে স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে বিলম্ব হইলে বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে অন্তঃকরণে কোনও দুঃখ অনুভব করে না; (৬৮০) পাপাচরণে যে নির্লজ্জ,

পুণ্যকর্ম্মের আচরণে যে বিমুখ, যাহার মনে সদা বিকল্পের (সংশয়ের) বেগ থাকে ; তাহাকে পূর্ণরূপে অজ্ঞানের পুতলী বলিয়া জানিবে ; যাহার চক্ষু শুধু পরিকল্পনা রচনায়[১] নিবদ্ধ ; আর, যাহার ধৈর্য্য সামান্য স্বার্থের জন্য বিচলিত হয়,—যেমন একটী পিপীলিকার ধাক্কায় ঘাসের বীজ মাটিতে পড়িয়া যায় ; পায়ে মাড়াইলেই যেমন ডোবার জল পঙ্কিল হয়, তেমনি যে ভয়ের নামেই বিচলিত হয় ; বায়ুবেগে[২] ধূলিকণা যেমন দিগন্ত পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়, দুঃখের বার্ত্তা যাহাকে তেমনি বিচলিত করে ; বন্যায় কুষ্মাণ্ড যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি যাহার মন মনোরথের প্রবাহে ভাসিয়া চলে ; ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় যে কোথায়ও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এবং ক্ষেত্রে তীর্থে বা নগরে কথনও বাস করে না ; মত্ত গিরগিটী যেমন একটী বৃক্ষে ওঠামামা করে, তেমনি যে অনর্থক ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ; মাটির জালা যেমন মাটিতে পুঁতিয়া না রাখিলে স্থির হইয়া বসে না, তেমনি যে শুধু নিদ্রিত হইলেই একস্থানে থাকে, নতুবা এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায় ; তাহার মধ্যে বিপুল, অজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে[৩] বিরাজমান,—চাঞ্চল্যে সে মর্কটের ভ্রাতাস্বরূপ। (৬৯০)

আর হে ধনুর্দ্ধর, যাহার অন্তরে সংযমের কোনও বাঁধ নাই ; একটি নালায় বন্যার স্রোত আসিলে যেমনী বালির বাঁধ মানে না, তেমনি বিধিনিষেধের বাঁধ ভাঙ্গিতে যে বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না ; আপন আচরণের দ্বারা যে ব্রতনিয়ম ও শাস্ত্রোক্ত বিধান ভঙ্গ করিয়া নিজধর্ম্ম পদদলিত করে ; পাপকর্ম্মে যাহার ভয় নাই, পুণ্যকার্য্যের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, লজ্জার সীমা (বাধা) যে সহজে অতিক্রম করে ('খুঁড়িয়া ফেলে') ; কুলধর্ম্মের দিকে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বেদোক্ত নির্দ্দেশ হইতে দূরে থাকে (অবহেলা করে), এবং কৃত্যাকৃত্য বিষয় যে নির্ণয় করিতে অক্ষম ; ধর্ম্মের ষাঁড়ের ন্যায় স্বচ্ছন্দবিচরণশীল, বায়ুর ন্যায় অবাধে সর্ব্বত্র প্রবহমান, নির্জন প্রদেশে ভগ্ন পয়ঃপ্রণালীর জলের গতির ন্যায় ; অন্ধ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কিম্বা পর্ব্বতের উপর দাবানলের ন্যায়, যাহার অসংযত মন সর্ব্বদা বিষয়ে লাগিয়া আছে ;[৪] উপেক্ষিত কোন বস্তু না তলাইয়া যায় (নষ্ট হয়) ?[৫] উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মের ষাঁড়কে কে না ধরে ? গ্রামের জমির সীমানা

১ বিত্তপ্রাপ্তির আশায় , ২ সাহায্যে ; ৩ প্রচণ্ডভাবে ;
৪ প্রবেশ করে , ৫ আঁস্তাকুড়ে কি না পড়ে ?

(অথবা গ্রামবেশ্যার উন্মুক্ত দ্বার) কে না অতিক্রম করে? যেমন, সত্রের অন্ন কে না খায়? বেশ্যা যৌবনপুষ্ট হইলে যে কেহ উপভোগ করে, বেশ্যার দ্বারে কে না প্রবেশ করিতে পারে? তেমনি যাহার অন্তঃকরণ, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়, জানিবে। (৭০০) আর, জীবিত বা মৃত যে বিষয়ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে না, এবং স্বর্গে গিয়া যাহাতে সুখ ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য ইহলোকেই চেষ্টা করে; অথও বিষয়-ভোগই যাহার কাম্য, সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান যাহার ব্যসন, যে বিরাগী সাধুর মুখ দেখিলেই সবস্ত্র স্নান করিয়া ফেলে; কুষ্ঠরোগী যেমন নিজের গলিত হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—তেমনি বিষয় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও যে বিষয়ভোগে কুণ্ঠিত হয় না, এবং সাবধান হয় না; স্ত্রীগর্দ্দভ কাছে ঘেঁষিতে দেয় না এবং লাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দেয়, তথাপি যেমন গর্দ্দভ তাহার পশ্চাদনুসরণে বিরত হয় না; তেমনি, যে বিষয়ের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতেও ঝাঁপ দিতে[১] পশ্চাদ্‌পদ হয় না, এবং নানা প্রকার ব্যসনের বোঝা নিজ অঙ্গে ভূষণের ন্যায় ধারণ করে; তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ বুক ফাটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত জলের আশায় দৌড়ায়, পরন্তু, বুঝিতে পারে না ইহা মৃগজলের মিথ্যাভাস (মরীচিকা) মাত্র; তেমনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, বিষয়ের দ্বারা অনেক প্রকারে ত্রাসিত (পীড়িত) হইয়াও সে বিষয়ভোগে বিরক্ত হয় না, পরন্তু, তাহার বিষয়াসক্তি বাড়িয়াই যায়; প্রথম বালদশায় মাতাপিতার স্নেহে পাগল হয়, —তাহা চলিয়া গেলে, স্ত্রীর দেহকান্তি তাহাকে ভুলায়; ক্রমে স্ত্রীসম্ভোগ পূর্ণ হইলে বৃদ্ধত্ব আসিয়া পড়ে, এবং তখন তাহার স্নেহ ভালবাসা সন্তানস্নেহে রূপান্তরিত হয়; জন্মান্ধ যেমন ঘর ছাড়িয়া যায় না, তেমনি যে সন্তানস্নেহে অন্ধ হইয়া কাল যাপন করে, এবং যতক্ষণ জীবিত থাকে বিষয়ভোগে ত্রাসিত (বিরক্ত) হয়না; (৭১০) জানিয়া রাখ, এইপ্রকার ব্যক্তির অজ্ঞানের সীমা নাই; এখন অন্য কতকগুলি লক্ষণের কথা বলিতেছি। 'দেহই আত্মা' —মনে এই ভাব লইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করে; আর, যে কম বেশী যাহাই করুক না কেন, তাহাই দেখাইতে গর্ব্ব অনুভব করে (কুৎসন করিতে আরম্ভ করে); দেবতার প্রতিমা মস্তকে লইয়া ভক্ত পূজারী যেমন উৎফুল্ল হইয়া চলে,

১ লাফাইয়া পড়িতে

তেমনি যে আপন বিদ্যা ও যৌবনের গর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া চলে; বলে —'আমি একক, কুলশীল, ধনসম্পত্তি, আচার-ব্যবহারে কেহই আমার সমকক্ষ নহে; আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি জগতে একমাত্র মান্য ব্যক্তি, আমার সমান কেহই নাই'—এইভাবে আত্মতুষ্টি ও গর্ব্বভরে সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে; ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য যেমন কোনও ভোগ্যদ্রব্য দেখান সহ্য করিতে পারে না, তেমনি যে অন্য লোকের ভাল দেখিতে পারে না; দেখ, দীপ গুণ (সুতার বর্ত্তিকা) খাইয়া ফেলে, তেল (স্নেহ) পুড়াইয়া ফেলে, এবং যেখানে রাখা যায় সেখানে ঝুলের কালিমা ছড়ায় (তেমনি যে গুণ অর্থাৎ সদ্‌ভাবনা নষ্ট করে, প্রেম জ্বালাইয়া দেয় এবং যেখানে সেখানে দুঃখের কালিমা ছড়ায়); (যাহার অবস্থা সেই দীপের ন্যায় যাহা) জল ছিটাইলে পট্‌পট্‌ করিয়া শব্দ করে, হাওয়া লাগাইলে নিবিয়া যায়, শুষ্কতৃণাদি জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে (তাহাকে জ্বালাইয়া) তিলমাত্র অবশিষ্ট রাখে না; দীপের প্রকাশ ক্ষীণ, তাহার উত্তাপও তদ্রূপ, সেই দীপের ন্যায় যাহার স্বল্পবিদ্যা; (৭২০) নবজ্বরে ঔষধরূপে দুগ্ধ পান করাইলে যেমন জ্বর বাড়িয়া যায়, কিম্বা সর্পকে দুধ দিলে যেমন তাহা বিষ হইয়া ফিরিয়া আসে; তেমনি সদ্‌গুণযুক্ত হইয়াও যে মাৎসর্য্যে পূর্ণ, বিদ্বান্‌ হইয়াও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, এবং তপ ও জ্ঞানের অপার গর্ব্বে যাহার হৃদয় স্ফীত; অন্ত্যজ মনুষ্য রাজসিংহাসনে বসিলে যেমন গর্ব্বিত হয়, কিম্বা অজগর সর্প (স্তম্ভ) মুষল গিলিলে যেমন ফুলিয়া উঠে, তেমনি যে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া থাকে; লাঠির ন্যায়[১] যে অনমনীয়, প্রস্তরের ন্যায় গলে না (কঠিন)—যেমন 'ফুরসে' সাপ সাপুড়িয়ার মন্ত্রে বশীভূত হয় না; আর বেশী কি বলিব? তাহার মধ্যে অজ্ঞান বাড়িতে থাকে,—ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। আর, হে ধনঞ্জয়, যে দেহ, গৃহ, সম্পত্তি ও পূর্ব্বজন্মের কথা বিচার করে না; কৃতঘ্ন মনুষ্যের উপকার করিলে, চোরকে ব্যবসায়ের জন্য ধন দান করিলে, বা নির্লজ্জ পুরুষকে অপমান করিলে[২] তাহারা যেমন তাহা বিস্মৃত হয়; রাস্তার কুকুরের কান ও লেজ কাটিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও, যেমন রক্ত শুকাইবার পূর্ব্বেই নির্লজ্জ কুকুর পুনরায় সেই গৃহে আসিয়া ঢোকে; ভেক যেমন সাপের মুখে প্রবেশ করিবার সময়ও মক্ষিকাকে ধরিবার

১ বেলনার ন্যায়; ২ স্তুতি করিলে;

জন্য জিহ্বা বাড়াইয়া থাকে ; তেমনি, (ইন্দ্রিয়ের) নবদ্বারপথে অবিরত ক্ষরণে দেহ প্রত্যক্ষ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেও যাহার মনে খেদ হয় না ; (৭৩০) মাতৃগর্ভে বিষ্ঠার দ্বারে (মধ্যে) থাকিয়া নয়মাস পর্য্যন্ত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ; গর্ভাবস্থার কষ্ট কিম্বা জন্ম সময়ের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে কষ্ট যে একবারে ভুলিয়া যায় ; অঙ্কস্থিত ছোট শিশুকে তাহার মলমূত্রের সঙ্গে লুটাইতে দেখিয়াও যাহার বিরক্তি বা ঘৃণা (ত্রাস) হয় না ; যে জন্ম চলিয়া গিয়াছে তাহার কথা বুঝিতে পারে না,[১] যে জন্ম পরে আসিতেছে তাহার কথা চিন্তাও করে না—এমনিই যাহার মনের ভাব ; আর, জীবন যৌবনের মদে মত্ত হইয়া যে মৃত্যুচিন্তাও করে না : জীবনের প্রতি পূর্ণবিশ্বাসে যে মৃত্যুর অস্তিত্বই মনে মানিতে চায় না ; ক্ষুদ্র জলাশয়ের মৎস্য যেমন আশা করে যে এ জল কখনই শুকাইবে না, এবং গভীর জলে যাইতে চায় না ; কিম্বা, সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া হরিণ যেমন ব্যাধের আগমন লক্ষ্য করে না,—মৎস্য যেমন (লুক্কায়িত) বঁড়শী না দেখিয়া আমিষ টোপ গিলিয়া ফেলে ; দীপের উজ্জ্বল প্রভা তাহাকে জ্বালাইবে ইহা যেমন পতঙ্গ বুঝিতে পারে না ; কিম্বা, নিদ্রাসুখে মগ্ন হইয়া মূর্খ যেমন ঘর জ্বলিতেছে তাহা দেখে না,—না জানিয়া যেমন বিষের সহিত অন্ন রন্ধন করে ; (৭৪০) তেমনি, জন্মের আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত,—ইহা যে রাজসিক সুখে নিমগ্ন থাকিয়া বুঝিতে পারে না ;[২] শরীরের পুষ্টি, অহোরাত্র ব্যাপিয়া বিষয়সুখ-ভোগের সামর্থ্য(অভিমান)কেই যে একমাত্র সত্য বলিয়া মানে ; পরন্তু, বেচারা মূর্খ বুঝিতে পারে না যে বেশ্যার সর্ব্বস্ব অর্পণের অর্থ তাহার নিজেরই সর্ব্বনাশ ; ঠগের সহিত মৈত্রী প্রাণঘাতকই হইয়া থাকে,—মৃত্তিকার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রকে স্নান করাইলে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; পাণ্ডুরোগে অঙ্গের স্ফীতি মৃত্যুরই লক্ষণ,—তেমনি যে আহারনিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয় সে বুঝিতে পারে না (ইহাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে) ; সম্মুখস্থ শূলের দিকে, ধাবমান[৩] ব্যক্তি যেমন প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হয় ;[৪] তেমনি দেহ যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, দিনের পর দিন যেমন গত হয়, বিষয়ভোগের সুখ যেমন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; মৃত্যু ততোধিক বেগে আয়ুকে হরণ করে ;—লবণ

১ পূর্ব্বজন্ম যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে ;

২ দেখে না ; ৩ দ্রুত ধাবমান ; ৪ প্রতীক্ষা করে ;

যেমন জলে গলিয়া যায় ;—তেমনি আয়ুর ক্ষয় হইতে থাকে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী হয়,§—প্রত্যক্ষ এই বিষয় যে বুঝিতে পারে না ; অধিক কি বলিব ? হে পাণ্ডব, জীবনের মিথ্যা মায়ায়[১] যে দেহের নিত্যসঙ্গী মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখে না ; (৭৫০) হে মহাবাহো, সে অজ্ঞান রাজ্যের অধিপতি—এ সিদ্ধান্তের কোনও ন্যূনতা নাই ;[২] জীবনের প্রাচুর্য্যে এই ব্যক্তি যেমন মৃত্যুকে দেখিতে পায় না, তেমনি যৌবনের আনন্দে সে জরাকে অগ্রাহ্য করে। পর্ব্বতগাত্র হইতে পতনশীল শকট, কিম্বা গিরিশৃঙ্গ হইতে স্খলিত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় যে সম্মুখে বার্দ্ধক্য আছে তাহা দেখে না ; কিম্বা, জঙ্গলের নালায় বন্যা আসিলে, অথবা মহিষ মত্ত হইয়া যুঝিতে থাকিলে যেমন হয়, তেমনি যে তারুণ্যের মদে মত্ত হইয়া যায় ; দেহের পুষ্টি কমিতে থাকে, দেহকান্তি লোপ পায়, (জরায়) মস্তক কাঁপিতে আরম্ভ করে ; শ্মশ্রু পাকিয়া সাদা হইয়া যায়, গলদেশ দুলিতে থাকে, তথাপি যে পূর্ব্বের উৎসাহ[৩] ত্যাগ করে না ; অন্ধ যেমন সম্মুখের বস্তু বুকে আসিয়া না লাগা পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব টের পায় না, কিম্বা অলস ব্যক্তি যেমন চোখের পিচুটী না সরাইয়া আনন্দে পড়িয়া থাকে ; তেমনি যে আজ তারুণ্য ভোগ করিবার সময় কাল যে বৃদ্ধাবস্থা আসিতেছে তাহা দেখিতে পায় না, সে সত্যই অজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি ; অক্ষম কুব্জদেহ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে অবজ্ঞাভরে (গর্ব্বে) উপহাস করে, পরন্তু, তাহার নিজেরও যে এই দশা হইবে[৪] তাহা ভুলিয়াও মনে করে না ; আর, মৃত্যুর বারতা লইয়া বৃদ্ধাবস্থার চিহ্নগুলি তাহার অঙ্গে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিলেও যাহার যৌবনকালের মোহ (ভ্রম) দূর হয় না (৭৬০) ; এইরূপ পুরুষ অজ্ঞানের ঘর,—ইহা অতি সত্য কথা জানিবে ; এখন অজ্ঞানের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ শুন। ব্যাঘ্রসঙ্কুল কোনও বনে চরিয়া ভাগ্যক্রমে একবার ফিরিয়া আসিলে ষাঁড় যেমন সেই ভরসায় পুনরায় সেই বনে প্রবেশ করে ; কিম্বা অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে সর্প দেবতার মূর্ত্তি ধরিলে[৫-৬] যেমন কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া নাস্তিক হইয়া যায় ; তেমনি, দিনের মধ্যে দুএকবার দুঃখ-

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"মৃত্যুরূপ কাল তাহার নিকটবর্ত্তী হয়" ;

১ বিষয়ভোগের মায়ায় ভুলিয়া ;

২ এ সম্বন্ধে কোনও ভিন্ন মত বা মতভেদ নাই ;

৩ মায়ার প্রসার ;

৪ ইহাই হইবে ;

সর্পের গর্ত্ত হইতে দৈবাৎ সুস্থ শরীরে গুপ্তধন আনিতে সক্ষম হইলে ;

প্রাপ্তি হইলে যে তাহার জন্য কোনও আসক্তি আছে তাহা মানিতে যায় না।§ শত্রু নিদ্রিত হইয়াছে এবং উহার সহিত দ্বন্দ্বের (শত্রুতার)ও শেষ হইয়াছে—ইহা মনে করিয়া মূর্খ যেমন সন্তানসন্ততিসহ প্রাণ হারায়; তেমনি যতদিন আহার ও নিদ্রা নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত রোগ না আক্রমণ করে, ততদিন যে কোনও ব্যাধির চিন্তা করে না (রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে); আর, স্ত্রীপুত্র পরিবার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্পত্তি হইতে যেমন যেমন অধিকাধিক বিষয়ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ভোগের ধূলায় যাহার চক্ষু অন্ধ হয়; শীঘ্রই বিয়োগ (বিচ্ছেদ) আসিতে পারে, একদিনেই বিপত্তি হইতে পারে,—এইরূপ ভাবী দুঃখ যে পূর্ব্ব হইতেই দেখে না; হে পাণ্ডব, সে অজ্ঞানেরই প্রতিমূর্ত্তি; যে ইন্দ্রিয়গুলিকে যেখানে সেখানে বিষয়ভোগে লাগায় সেও 'অজ্ঞান', জানিবে; তারুণ্যের উৎকর্ষে এবং সম্পত্তির সাহায্যে যে সেব্যাসেব্য বিষয়ের বিচার না করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থে মগ্ন থাকে; (৭৭০) যাহা করণীয় নহে তাহাই করে, অসংভাব্য বিষয়ের আশা করে, যে বিষয়ের চিন্তা করা উচিত নহে, তাহাই মনে চিন্তা করে; যেখানে প্রবেশ করা উচিত নহে, সেখানে প্রবেশ করে, যাহা লওয়া উচিত নহে তাহাই চায়, যাহা স্পর্শ করা উচিত নহে তাহার সহিত দেহ ও মনের সংস্পর্শ স্থাপন করে; যেখানে যাওয়া উচিত নহে, সেখানে যায়, যাহা দেখা উচিত নহে, তাহাই দেখে, এবং নিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া সন্তোষলাভ করে; যাহার সঙ্গ করা উচিত নহে, তাহারই সঙ্গ করে, অস্থানে আসক্তি স্থাপন করে এবং যে মার্গে চলা উচিত নহে, তাহারই আচরণ করে; যাহা শ্রবণের অযোগ্য তাহাই শ্রবণ করে, যাহা বলা উচিত নহে তাহাই বলে, পরন্তু, এইসব আচরণে যে দোষ তাহা দেখিতে পায় না; দেহের বা মনের সুখ (রুচি)ই যাহার একমাত্র লক্ষ্য—এ বিষয়ে যে কৃত্যাকৃত্য বিচার করে না (বিষয়ে চিন্তা করে না), যে 'করণীয়' বলিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আচরণ করে; পরন্তু, 'ইহাতে আমার পাপ হইবে কিম্বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে' —ইহা যে পূর্ব্ব হইতে চিন্তাও করে না; তাহার সংসর্গে সংসারে অজ্ঞান এতদূর বলবান হয়, যে জ্ঞানীলোকের সঙ্গেও লড়িতে সক্ষম হয়। আর বেশী

§ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—"তেমনি দৈবক্রমে দুএকবার অসুস্থ হইলে, শরীরে রোগ হইয়াছে ইহাই যে মনে করে";

বলিবার প্রয়োজন নাই; এখন আমি অন্য কয়েকটি লক্ষণ বলিব যাহাতে তুমি অজ্ঞানের স্বরূপ সঠিক বুঝিতে পারিবে, শ্রবণ কর। যাহার ঘরগৃহস্থালীর প্রতি প্রীতি, নবপ্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ পরাগের প্রতি ভৃঙ্গীর প্রীতির ন্যায় (১৮০); চিনির স্তূপে বসিয়া মক্ষিকা যেমন আর উঠিতে চায় না, তেমনিভাবে যাহার মন ঘরের লোকের প্রতি আসক্ত।[১-২] কূপের মধ্যে যেমন ভীরু ভেক আবদ্ধ থাকে,§ মশক যেমন নাসিকা-নিঃসৃত কফের সহিত আঁটিয়া থাকে, গবাদি পশু যেমন কর্দ্দমে আমূল প্রোথিত হয়; তেমনি, যে জীবনে মরণে ঘরের বাহিরে হয় না,—যে সাপের ন্যায় নিজের গৃহে পড়িয়া থাকে; প্রমদা যেমন গভীরভাবে প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তেমনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজের কুটীর (গৃহস্থালী) আঁকড়াইয়া থাকে; মধুকর যেমন মধুরসের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করে, তেমনি সতর্কভাবে যে গৃহস্থালী রক্ষা করে; বৃদ্ধবয়সে একটী পুত্ররত্ন লাভ হইলে মাতাপিতা তাহার প্রতি যতটা অনুরক্ত হয়; হে পার্থ, যে নিজের গৃহের প্রতি সেই পরিমাণে আসক্ত হয় এবং স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না; মহাপুরুষের চিত্ত যেমন ব্রহ্মবস্তুতেই লীন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার সমস্ত (জাগতিক) ব্যবহার লোপ পায়; তেমনি যে সর্ব্বভাবে স্ত্রীদেহের ভজনা করে, এবং সে কে এবং তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহার কিছুই জানে না; যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একাগ্র হইয়া স্ত্রীতেই লাগিয়া থাকে, এবং যে লাভ[৩] ক্ষতি দেখে না, বা লোকাপবাদ গ্রাহ্য করেনা; (১৯০) স্ত্রীর চিত্ত আরাধনা করিয়া তাহারি ছন্দে (ইচ্ছানুসারে) নাচে —যেমন বাজীকরের আজ্ঞায় বানর নৃত্য করে; লোভী যেমন আপন লাভই শুধু দেখে,† আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে দূরে ঠেলিয়া দেয়,—এবং তিল তিল করিয়া নিজের সম্পদ বাড়াইয়া যায়; তেমনি, যে দান ও পুণ্যকর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া, নিজ গোত্র কুটুম্বকে বঞ্চনা করিয়া, স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণ করিতে কার্পণ্য করে না; আরাধ্য দেবতার পূজা কোনও রূপে সম্পন্ন করে, গুরুকে কথাদ্বারা ভুলায়,

১-২ স্ত্রীর চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"তরঙ্গে ভীত ভেক যেমন কূপের মধ্যে থাকে"; "জলের কুণ্ডে যেমন ভেক আবদ্ধ থাকে";

৩ লজ্জা;

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—"আপনাকে কষ্ট দেয়";

মাতাপিতাকে নিজের দারিদ্র্যের অজুহাত দেখায় ; পরন্তু স্ত্রীর জন্ম অনেকানেক ভোগসম্পত্তি এবং যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দেখে তাহাই সংগ্রহ করে ; প্রেমিক ভক্ত যেমন আপন কুলদেবতাকে ভজনা করে, তেমনি একাগ্রচিত্তে যে স্ত্রীর উপাসনা করে ; ইহাকে (স্ত্রীকে) কেহ দেখিল, বা ইহার কিছু অনিষ্ট হইল,—তাহাতে যাহার মনে হয় যেন প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে ; খাঁটি ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার স্ত্রীর জন্ম সংগ্রহ করে, কিন্তু অন্য লোকের ভরণপোষণের জন্ম সামান্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় ; খোসপাঁচড়ার ভয়ে যেমন লোকে নাগের মানত* ভাঙ্গে না, তেমনি যে স্ত্রীর সামান্য ইচ্ছাও পালন করে ; আর অধিক কি বলা যায় ? হে ধনঞ্জয়, স্ত্রীই যাহার সর্ব্বস্ব, এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান যাহার একমাত্র স্নেহের পাত্র ; (৮০০) আর, স্ত্রীর সমস্ত বৈভব, (ধন সম্পত্তি) যে নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করে ; সেই অজ্ঞানের মূল, তাহার দ্বারাই অজ্ঞান বলবান হয়,—আর কি বলিব ? তাহাকে অজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তিই বলা যায়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে বায়ুচালিত নৌকা যেমন তরঙ্গের দোলনে দুলিতে থাকে ; তেমনি, প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সুখের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে,—আর অপ্রিয় বস্তুপ্রাপ্তিতে দুঃখসাগরে তলাইয়া যায় ; এইভাবে, হে মহামতি, যাহার চিত্ত বৈষম্য-সাম্যের (ভেদভাবের) চিন্তায় দোদুল্যমান, তাহাকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলা যায়। আর, যে আমাকে ভক্তি করে, পরন্তু, ফললাভের আশায় আমাকে ভজনা করে,—অন্তরে ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া যেমন কেহ বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় করে ; কিম্বা স্বৈরিণী স্ত্রী যেমন অন্যের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবার উদ্দেশ্যে পতির মনস্তুষ্টি বিধান করে ; তেমনি, হে কিরীটি, যে বিষয়সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে ভজনা করিবার সাধন করে ; আর, এইভাবে ভজনা করিয়া যদি বিষয়প্রাপ্তি না হয় তবে আমার পূজা পরিত্যাগ করিয়া বলে 'এ সমস্ত ভণ্ডামি ;' কৃষক যেমন নিত্য নূতন জমি চাষ করে, তেমনি আমার পূজার জায়গায় অন্য দেবতা স্থাপনা করিয়া পূজা আরম্ভ করে[১] ; (৮১০) গুরু করিতে হইলে যাহার বাহিক ঠাট বেশী দেখা যায়, তাহার কাছেই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং অন্য কাহাকেও স্বীকার

* দেবতাকে রৌপ্যনির্ম্মিত নাগ উৎসর্গ করিবার মানত

১ পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহসহকারে অন্য দেবতার পূজা করে।

করে না ; প্রাণিমাত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, (বৃক্ষ, পাষাণ প্রভৃতি) স্থাবর পদার্থকে বিশেষ ভক্তি করে, পরন্তু, যাহার একনিষ্ঠতা নাই ; আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক কোণে স্থাপন করে, এবং অন্য দেবদেবীর যাত্রায় বাহির হয় ; নিত্য আমার আরাধনা করে, মঙ্গলকার্য্যে কুলদেবতার অর্চ্চনা করে, কিন্তু বিশেষ কোন পর্ব্বের সময় অন্য দেবতার পূজা করে ; আমাকে (আমার মূর্ত্তি) গৃহে স্থাপন করে, আর অন্য দেবতার উদ্দেশে মানত করে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাদের ভক্ত হয় ; একাদশীর দিনে আমাকে যেমন ভক্তি করে, নাগপঞ্চমী তিথিতে (শ্রাবণ শুক্লাপঞ্চমী) অনুরূপ ভক্তি-সহকারে নাগের পূজা করে ; (ভাদ্র মাসের শুক্লা) চতুর্থীতে গণপতির ভক্ত হইয়া যায়, এবং চতুর্দ্দশীতে দুর্গাদেবীকে বলে 'মা, আমি তোমারই সেবক' ; নবমীতে গুছাইয়া নবচণ্ডীর অনুষ্ঠান করিতে বসিয়া যায়, রবিবাসরে ভৈরবের খিচুড়ী-প্রসাদ বণ্টন করিতে লাগিয়া যায় ; পরে সোমবার আসিলে সে বেলপাতা হস্তে লইয়া শিবলিঙ্গের কাছে দৌড়ায়—এইভাবে যে একাই সর্ব্বদেবতার পূজা করে ; নিরন্তর বিভিন্ন দেবতার ভজনা করিয়া যে ক্ষণভরও স্থির থাকে না,—বাহিরে পতিপরায়ণা নারী যেমন গ্রামের দ্বারে দ্বারে গিয়া (অনেকের ভজনা করিয়া) সৌভাগ্যবতী হয় ; (৮২০) তেমনি যে ভক্ত বৃথাই নানাদিকে দৌড়ায়,[১]—তাহাকে অজ্ঞানের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়া জানিবে ; আর, উত্তম একান্ত স্থান, তপোবন, তীর্থ বা পবিত্র নদীতট দেখিয়া যাহার মনে বিরক্তি হয়, তাহাকেও অজ্ঞানের মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে।+ আর যে বিদ্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয়, সেই অধ্যাত্মবিদ্যার নাম শুনিয়া যে বিদ্বান উপহাস করে ; উপনিষদের দিকে যে তাকায় না (যায় না), যাহার যোগশাস্ত্র ভাল লাগে না, অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্য যাহার মনে কোনও আগ্রহ নাই ; আত্মচর্চ্চা (আত্মানাত্মনিরূপণ) করা প্রয়োজন—এই বুদ্ধির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যাহার মন রজ্জুমুক্ত পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে ; যে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ, পুরাণ যাহার কণ্ঠস্থ, যে জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন পারদর্শী যে তাহার গণনা সর্ব্বদা নির্ভুল হয় ; যে শিল্পবিদ্যায় অতিদক্ষ, রন্ধনবিদ্যায় সুচতুর, অথর্ব্ব বেদের

১ যে ভক্তকে নানাদিকে দৌড়াইতে দেখিবে ;

\+ ইহার পর পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"যাহার জনপদে সুখ, সংসারের কোলাহলে আনন্দ, এবং যে লৌকিক বিষয় আলোচনা করিতে ভালবাসে, সেও অজ্ঞান" ,

বিধি (মন্ত্রতন্ত্র) যাহার হস্তগত ; কামশাস্ত্রে যাহার নূতন কিছুই শিখিবার নাই, মহাভারত যে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, ভজনা করিলে আগমশাস্ত্র (বেদ) যাহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে ; নীতিশাস্ত্রে যে পণ্ডিত, বৈদ্যশাস্ত্রে যাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান, কাব্য ও নাটকের জ্ঞানে যাহার সমকক্ষ কেহ নাই ; যে স্মৃতিশাস্ত্র চর্চ্চা করে, গারুড়ী বিদ্যার মর্ম্ম জানে, এবং শব্দকোষ যাহার প্রজ্ঞার সেবক (আয়ত্ত) ; (৮৩০) ব্যাকরণে যাহার ব্যুৎপত্তি, ন্যায়শাস্ত্রে যাহার প্রগাঢ় জ্ঞান, পরন্তু, একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যায় যে সত্যই জন্মান্ধ ; ঐ একটি ভিন্ন অন্য সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং তাহার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে সক্ষম ; পরন্তু এই জ্ঞানে ধিক্ —অশুভ নক্ষত্রে জাত সন্তানের ন্যায় তাহার দিকে তাকান উচিত নহে। ময়ূরের অঙ্গে পালকের উপর অসংখ্য চক্ষু (অঙ্কিত) আছে,—পরন্তু তাহার একটিও দেখিতে পায় না—তাহার অধীত বিদ্যাও তেমনি নিরর্থক ; পরমাণু পরিমাণ সঞ্জীবনীমূল যদি পাওয়া যায়, তবে গাড়ীর পর গাড়ী (অন্য মহৌষধিতে) বোঝাই করিবার কি প্রয়োজন ? তেমনি, এক অধ্যাত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানই অপ্রমাণ ; এইজন্য, হে অর্জ্জুন, যে শাস্ত্রমূঢ় (পণ্ডিতমূর্খ) ব্যক্তির বুদ্ধি অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাহার শরীর অজ্ঞানের নবাঙ্কুরিত বীজ—যাহা হইতে তাহার ব্যুৎপত্তি অজ্ঞানবল্লীর ন্যায় উদ্‌ভূত হয় ; তাহার মুখনিঃসৃত বাক্য অজ্ঞানেরই ফুল, তাহার পুণ্যকার্য্যের ফলও অজ্ঞান। যাহার অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা নাই সে কখনও প্রকৃত জ্ঞানার্থ দেখিতে পায় না,—ইহা কি বলিবার প্রয়োজন আছে ? এপারের নদীতীর পর্য্যন্ত না গিয়া যে ফিরিয়া পলাইয়া আসে, সে নদীর অপর তীরের বার্ত্তা কি করিয়া জানিবে ? (৮৪০) কিম্বা গৃহদ্বারেই যাহার পদদ্বয় ভালভাবে বাঁধিয়া রাখা যায়, সে গৃহাভ্যন্তরে কি আছে কেমন করিয়া দেখিবে ? তেমনি, হে ধনঞ্জয়, যাহার অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে জ্ঞানার্থ (তত্ত্বার্থ) বুঝাইয়া কি হইবে ? সুতরাং এইরূপ মনুষ্য জ্ঞানের তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে পারে না,—ইহা এখন অঙ্ক কষিয়া (প্রমাণ দিয়া) তোমাকে বলিতে হইবে না। যে অন্ন গর্ভিণী মাতাকে দেওয়া হয়, তাহাতেই গর্ভস্থ শিশুর তৃপ্তি (পোষণ) হয়, তেমনি, (জ্ঞান সম্বন্ধে) পূর্ব্বে যে পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতেই অজ্ঞানের নিরূপণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, পৃথক করিয়া অজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই,—অন্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে

যেমন হয় (তাহাকে যেমন চক্ষুষ্মান একব্যক্তিকে সঙ্গে আনিতে হয়) ; এই-ভাবে উপরে বর্ণিত চিহ্নের বিপরীত জ্ঞানচিহ্নগুলি আমি পূর্ব্বে অমানিত্বাদি লক্ষণের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছি ; জ্ঞানের যে অষ্টাদশ লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের বিপরীত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিলেই অজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করা হইল ; পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে শ্রীমুকুন্দ বলিয়াছেন যে জ্ঞানের লক্ষণগুলি উল্টাইয়া দিলেই অজ্ঞানের লক্ষণ হয়। এইজন্যই ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়া আমি অজ্ঞানের লক্ষণগুলি বিস্তারিত করিয়া বলিলাম ;—নতুবা দুধে জল মিশাইয়া তাহার পরিমাণ যেমন বাড়ান যায় ;—তেমনি, বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার না করিয়া, পদের এক অক্ষরও না ছাড়িয়া (বিষয়ের সম্বন্ধ না ত্যাগ করিয়া) মূল ধ্বনি (মূল অর্থ) বাড়াইবার প্রয়াস করিয়াছি।" (৮৫০) তখন শ্রোতাগণ বলিলেন—"যথেষ্ট হইয়াছে ; দোষনিরসনরূপ আত্মসমর্থনের কি প্রয়োজন ? হে কবিপোষক, আপনি অনর্থক কেন ভীত হইতেছেন, শ্রীমুরারি আপনাকে বলিয়াছেন 'যে মর্ম্মার্থ আমি গুপ্ত রাখিয়াছি, তুমি তাহা প্রকট কর।' আপনি ভগবানের এই মনোগত অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন,—একথা যদি আমরা বলি তবে আপনার চিত্ত (প্রেমে) অভিভূত হইবে। অতএব, আমরা একথা বলিব না,—পরন্তু লোকত্রয় যে আপনার শ্রবণসুখকর ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইল, ইহাতে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন শ্রীহরি ইহার পর আর কি বলিলেন আপনি তাহাই শীঘ্র বলুন।" সমস্তশ্রোতাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্তি-দাস বলিলেন—শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর এই কথা বলিলেন—শ্রীভগবান বলিলেন—"হে পাণ্ডব, তুমি (শেষে) যে সমস্ত লক্ষণের কথা শুনিলে তাহা অজ্ঞানেরই লক্ষণ ; এই অজ্ঞানের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া এখন তুমি প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হও" ; জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলেই মনে 'জ্ঞেয়' বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়—অর্জ্জুনের তাহাই জানিবার ইচ্ছা হইল ; তখন সর্ব্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ (সর্ব্বান্তর্যামী) ভগবান তাহার মনের ভাব জানিয়া বলিলেন—"এখন 'জ্ঞেয়' কাহাকে বলে তাহাই বলিব শ্রবণ কর। (৮৬০)

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩

ব্রহ্মবস্তুকেই 'জ্ঞেয়' বলিবার কারণ এই যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; আর যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হইবার পর আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না—যে জ্ঞান ব্রহ্মে তন্ময়তা (তল্লীনতা, তদ্রূপতা) আনিয়া দেয় ; যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হইলে, সংসারকে তীরে ত্যাগ করিয়া (মুমুক্ষু) নিত্যানন্দসাগরে ডুব দিয়া তাহাতে লীন হয় ; তাহাই 'জ্ঞেয়', তাহা অনাদি, তাহাকে স্বতঃই 'পরব্রহ্ম' আখ্যা দেওয়া হয়। যদি বল তাঁহার অস্তিত্ব নাই, তবে তিনি বিশ্বাকারে রহিয়াছেন ; যদি বলা হয় তিনিই বিশ্ব, তবে ইহা তো মায়া, (অনিত্য) ; ইহার রূপ, বর্ণ, ব্যক্তি (দৃশ্যমান সত্তা) নাই, ইহার দৃশ্য বা দ্রষ্টার স্থিতি নাই—তবে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে কেমন করিয়া বলিবে ? আর, তাঁহার অস্তিত্বই যদি না থাকে তবে তাঁহার অভাবে মহত্তত্ত্বাদির স্ফুরণ হইল কিরূপে এবং কোথা হইতে ? সুতরাং, যাঁহাকে দেখিলে তিনি আছেন বা তিনি নাই এসব প্রশ্ন বা তর্ক মূক হইয়া যায় ; এবং বিচারের দ্বারা যেখানে পৌছান যায় না ; পৃথ্বী যেমন ভাঁড়, ঘট, কলসী ইত্যাদি নানা আকারে বিদ্যমান, তেমনি, যে বস্তু (ব্রহ্মবস্তু) সর্ব্ব পদার্থে, সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন ;

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪

স্থানকাল হইতে ভিন্ন না হইয়া, সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে, স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব সত্তায় যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া যাঁহার হস্তস্বরূপ ; (৮৭০) তাঁহাকে এই কারণে 'বিশ্ববাহু' বলা হয় ; যে ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বাকার হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব ক্রিয়া করিতেছেন ; আর, হে ধনঞ্জয়, একই কালে, সর্ব্বস্থানে একসঙ্গে আছেন বলিয়া যাঁহাকে 'বিশ্বাংঘ্রি' আখ্যা দেওয়া হয় ; সূর্য্যের বিম্বে যেমন চক্ষুরূপ কোনও পৃথক অঙ্গ নাই (তথাপি সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে), তেমনি সর্ব্ব স্বরূপ হইয়া যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা ; সেইজন্য, অচক্ষু বা নেত্রহীন হইলেও যাঁহাকে বেদ অতিবিচক্ষণতার সহিত 'বিশ্বতশ্চক্ষু' বলিয়াছে ; অগ্নির সর্ব্ব মূর্ত্তিই যেমন তাহার মুখ, তেমনি যে ব্রহ্মবস্তু সর্ব্ব স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব ভূত উপভোগ করেন ; হে পার্থ, এই কারণে শ্রুতি তাঁহাকে 'বিশ্বতোমুখ' এই আখ্যা দিয়াছে ; আর, সমস্ত বস্তুর মধ্যে আকাশ যেমন ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তেমনি যাঁহার শ্রবণ (উচ্চারিত) শব্দ-

মাত্রের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে ; সেইজন্য আমরা তাঁহাকে 'সর্ব্বশ্রুতিমান' বলি—এইভাবে যিনি সর্ব্ব জগৎ আবরণ করিয়া আছেন ; হে মহামতি, বাস্তবিক দেখিতে গেলে, শ্রুতি তাঁহাকে 'বিশ্বতশ্চক্ষু' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ; নতুবা, যিনি সর্ব্বশূন্যত্বের নিষ্কর্ষ (পরিণাম, সার),[১] তাঁহার সম্বন্ধে 'হস্ত' 'পদ' 'নেত্র' এইসব ভাষা কি করিয়া প্রযোজ্য হইবে ? (৮৮০) একটি তরঙ্গ অন্য একটি তরঙ্গকে গ্রাস করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু, গ্রসিত ও গ্রাসকারী তরঙ্গের মধ্যে কি কোনও প্রভেদ থাকে ? তেমনি, পরব্রহ্ম যখন সর্ব্বস্বরূপ,[২] সেখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা কোথা হইতে আসিবে ? তবে, বুঝাইবার জন্য (আলঙ্কারিক) নাম ব্যবহার করিতে হয়। 'শূন্য' বুঝাইতে গেলে যেমন একটী বিন্দু অঙ্কিত করিতে হয়, তেমনি 'অদ্বৈত'তত্ত্ব প্রকাশ করিতে 'দ্বৈত' ব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। এইজন্য,[৩] হে পার্থ, গুরুশিষ্যসম্বন্ধের পথে অন্তরায় উপস্থিত হয় এবং আলোচনা সর্ব্বথা বন্ধ হয় ; এইজন্যই শ্রুতি দ্বৈতব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করিয়া 'অদ্বৈত'তত্ত্ব নিরূপণের পথ বাহির করিল ; এখন, এই 'জ্ঞেয়' বস্তু কিভাবে নেত্রগোচর সর্ব্ব আকারে ব্যাপিয়া আছেন তাহাই শুন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

আকাশ যেমন অবকাশে ব্যাপিয়া আছে, তন্তু যেমন বস্ত্রমধ্যে বস্ত্ররূপ হইয়া থাকে, ব্রহ্মবস্তুও তেমনি (সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন) ; রস যেমন জলের মধ্যে জল হইয়া আছে, তেজ যেমন দীপের মধ্যে দীপতত্ত্ব (প্রকাশ) হইয়া আছে, দেখা যায় ; সৌরভ (গন্ধতত্ত্ব) যেমন কর্পূরের মধ্যে কর্পূররূপে অবস্থান করে, ক্রিয়া যেমন শরীররূপে শরীরের মধ্যে প্রকট হয় ; বেশী কি বলিব ? হে পাণ্ডব, স্বর্ণের সত্তা যেমন স্বর্ণের কণার মধ্যে আছে, তেমনি ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বস্বরূপ হইয়া সর্ব্বসত্তার অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। (৮৯০) পরন্তু, স্বর্ণ যখন স্বর্ণকণা হইয়া থাকে তখন তাহাকে

১ ভাষা দ্বারা শূন্যত্বের নির্ণয় করা সম্ভব নহে ; ২ একমাত্র সত্য ;
৩ অন্যথায় ;

(স্বর্ণ) কণাই বলা হয়, তথাপি কণার রূপ নষ্ট হইলে (সোনার সহিত সোনা মিশাইলে) তাহা স্বর্ণই থাকিয়া যায়; নদীর প্রবাহ আঁকিয়া বাঁকিয়া গেলেও জল ঋজু ও সরলই থাকে, লৌহখণ্ড আগুনে পুড়িয়া অগ্নির মতই হয়, কিন্তু অগ্নি লোহা হয় না; ঘটের আকারে ধরিলে আকাশ গোলাকার দেখায়, চতুষ্কোণ গৃহাভ্যন্তরে বিস্তৃত হইলে তাহাকে চতুষ্কোণ দেখায়; কিন্তু যেমন ঐ গোল ও চতুষ্কোণ আকার আকাশের নহে, তেমনি (মায়ার উপাধিতে) নানারূপে বিকার প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার কোনও বিকার হয় না; হে ধনঞ্জয়, বাহ্যতঃ এই ব্রহ্মবস্তু মন আদি ইন্দ্রিয় ও সত্বাদি গুণের সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হন। পরন্তু, গুড়ের মিষ্টত্ব যেমন তাহার আকারের উপর নির্ভর করে না, তেমনি গুণ বা ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। হে কপিধ্বজ, যেমন দুধের অবস্থায় ঘৃত ঐ দুধের আকারেই থাকে, পরন্তু ঐ দুধ ঘৃত নহে; তেমনি ব্রহ্মবস্তুতে (গুণেন্দ্রিয়সংযোগে) বিকার দেখা গেলেও তাঁহার কোনও বিকার হয় না—জানিবে; বিভিন্ন আকারে তৈয়ারী সোনার অলঙ্কারের 'ফুল' ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়, পরন্তু সোনার তৈয়ারী ঐসব বস্তু সোনাই। সোজা মারাঠি ভাষায় বলিতে গেলে, হে ধনঞ্জয়, ব্রহ্মবস্তু বাস্তবিকপক্ষে গুণ ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র; নামরূপ আদি সম্বন্ধ, জাতি ক্রিয়া আদি ভেদ—এ সমস্তই আকারেরই সংজ্ঞা, (ব্রহ্ম) বস্তুর নহে। (৯০০) এই ব্রহ্মবস্তু গুণ নহে, তাঁহার সহিত গুণের কোনও সম্বন্ধ নাই, তবে ইহারা ব্রহ্মেই ভাসমান; এইজন্যই (এই ভ্রমাত্মক গুণাভাসের জন্য) হে কিরীটি, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ব্যক্তি মনে করে এইসব বিকার ব্রহ্মেই বিদ্যমান; পরন্তু, ব্রহ্মে এইসব বিকার তেমনিভাবে ভাসমান, যেমন আকাশে মেঘ, কিম্বা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায়; অথবা, যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, বা সূর্য্যের কিরণে যেমন মৃগজলের মরীচিকার সৃষ্টি হয়; তেমনি, নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধবিহীন হইয়া এই সারা বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, পরন্তু, ব্রহ্মে দৃষ্ট এই বিকারগুলি ভ্রমাত্মক ও ব্যর্থ, শুধু মিথ্যা দৃষ্টিতে ভাসমান তাহারা অসত্য; আর, স্বপ্নে যেমন দরিদ্র ভিক্ষুক রাজ্য ভোগ করে, তেমনি নির্গুণ ব্রহ্ম এইসব গুণ ভোগ করেন; সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম গুণের সঙ্গ করেন অথবা গুণ ভোগ করেন একথা বলা যায় না।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬

হে পাণ্ডুসুত, যাহা চরাচর ভূতে ব্যাপিয়া আছে, অগ্নির উত্তাপ যেমন অভেদে তাহার নানা রূপে নিহিত থাকে ; তেমনি যাহা সর্ব্বব্যাপীরূপে এবং সূক্ষ্মভাবে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপিয়া আছে তাহাকেই 'জ্ঞেয়' বলিয়া জানিবে ; যে বস্তু অন্তরে বাহিরে, দূরে ও সন্নিকটে, এক হইয়া সমভাবে বিরাজ করেন, যাঁহার কোনও দ্বিত্ব (দ্বিতীয়) নাই। (৯১০)।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭

ক্ষীরসমুদ্রের মাধুর্য্য মধ্যস্থলে বেশী এবং তীরের কাছে কম—এমন নহে, —তেমনি, যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া পূর্ণ হইয়া আছেন ; স্বেদজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভূতে যিনি অখণ্ডভাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন ; হে শ্রোতৃশিরোমণি অর্জ্জুন, সহস্র ঘটের (জলের) মধ্যে চন্দ্রের বিম্ব প্রতিবিম্বিত হইলেও, চন্দ্রে যেমন কোনও ভেদ নাই ; কিম্বা, লবণখণ্ডের রাশির মধ্যে ক্ষারত্ব (লবণত্ব) যেমন একভাবেই থাকে, কিম্বা, কোটি ইক্ষুখণ্ডের মধ্যে যেমন রস (মিষ্টত্ব) এক-প্রকারেরই হয় ; তেমনি, হে সুমতি, অনেক ভূতমধ্যে যিনি এক হইয়া ব্যাপ্ত, এবং এই বিশ্বরূপ কার্য্যের মূল কারণ ; সেইজন্য, তরঙ্গ যেমন সাগর হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি এই নামরূপাত্মক ভূতাকার যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যিনি ইহার আধার ; বাল্যাদি তিন অবস্থা যেমন একই শরীরে হয়, তেমনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যিনি অখণ্ড ; সায়ংকাল, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন প্রত্যহ যেমন আসে ও যায়, কিম্বা গগনে যেমন কোনও পরিবর্ত্তন হয় না ; § হে প্রিয়োত্তম, বিশ্বের উৎপত্তিকালে যাঁহাকে ব্রহ্মা বলে, ব্যাপ্তি (স্থিতি) কালে যাঁহার অন্য নাম হয় ;[১] নামরূপাত্মক এই বিশ্বের লয় হইবার সময় যাঁহাকে রুদ্র বলে,— আর গুণত্রয়ের লোপ হইলে যিনি শূন্যরূপে অবস্থান করেন ; (৯২০)+

---

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—যাহার অর্থ একই ;

১ যাঁহাকে বিষ্ণু নামে অভিহিত করে ;

+ "আকাশের শূন্যত্ব গিলিয়া এবং গুণত্রয়ের লোপ করিয়া, যাহা শূন্যরূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বেদপ্রতিপাদিত মহাশূন্য"—৯২০ ওবীর পর, পাঠান্তরে এই অর্থের একটি ওবী পাওয়া যায়।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

যিনি অগ্নির প্রকাশ (দীপ্তি), চন্দ্রের জীবন (অমৃত), সূর্য্যের নয়ন,—যাহা দ্বারা তাহার দেখিবার শক্তি হয়; যিনি আদিরও আদি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, বুদ্ধির বুদ্ধি, জীবের জীবন; যাঁহার তেজে তারাগণ তেজ প্রাপ্ত হয়, যাঁহার (আধারে) জ্যোতিতে মহাতেজ সারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে; যিনি মনের মন, নেত্রের নয়ন, নাসিকার ঘ্রাণশক্তি, বাক্যের বাক্য; যিনি প্রাণের প্রাণ, গতির চরণ, ক্রিয়ার ক্রিয়াশক্তি; হে পাণ্ডুকুমার, যিনি আকারের আকার, বিস্তারের বিস্তার, সংহারের সংহার: যিনি পৃথ্বীর পৃথ্বী, জলের জল, যাঁহার তেজে তেজ প্রকাশিত হয়; যিনি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাস, গগনের অবকাশ, সমস্ত দৃশ্যজাত বস্তু যাঁহার জন্য ভাসমান হয়; আর অধিক কি বলিব? হে পাণ্ডব, যিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্ব স্বরূপ, এবং যাঁহাতে দ্বৈতাভাস নাই; যাঁহার দর্শন হইবামাত্র দৃশ্য ও দ্রষ্টা সমরস হইয়া একরূপ হইয়া যায়; (৯৩০) তিনিই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা যে 'গন্তব্যস্থানে (ব্রহ্মে) পৌছান যায়, তিনি তাহাই। হিসাব মিলিয়া গেলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকে না ('অঙ্ক এক হইয়া যায়'), তেমনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর সাধ্যসাধনাদির ঐক্য হয়। হে অর্জ্জুন, ইহার সহিত দ্বৈতভাবের কোনও সম্বন্ধ নাই§ (দ্বৈতের উল্লেখ করা যায় না), এককথায়, তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯

হে প্রিয় মিত্র, এইভাবে আমি প্রথমে তোমাকে 'ক্ষেত্রের' স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছি। তেমনি, 'ক্ষেত্রের' পর, হে কিরীটি, যাহাতে তুমি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাও, এইভাবে 'জ্ঞানে'র কথা বলিয়াছি। তৎপরে কৌতুকে অজ্ঞানের রূপ পূর্ণভাবে নিরূপণ করিয়াছি,—যতক্ষণ না তুমি

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই।

'যথেষ্ট হইয়াছে' বলিয়াছ ;† আর এখন অকাট্য যুক্তিদ্বারা স্পষ্ট করিয়া 'জ্ঞেয়' নিরূপণ করিয়াছি ; হে অর্জ্জুন, এই সমস্ত বিষয় বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হয় ;[১] দেহাদি পরিগ্রহ সংন্যাস করিয়া যাঁহারা জীবন আমার সেবাতেই সমর্পণ করেন ('মনেপ্রাণে আমাকেই অনুসরণ করেন'), হে কিরীটি, তাঁহারা আমার ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিতে পারিয়া অন্তে আপন ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া[২] মদ্রূপ হইয়া যান। (৯৪০) (মুমুক্ষুর পক্ষে) মদ্রূপ হইবার শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথ আমি রচনা করিয়াছি—ইহা জানিয়া রাখ। যেমন পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে সিঁড়ি তৈয়ারী করিতে হয়, আকাশে (উচ্চস্থানে) উঠিতে হইলে যেমন মঞ্চের প্রয়োজন, গভীর জল পার হইতে যেমন নৌকার দরকার হয় ; নতুবা, হে বীরোত্তম, সর্ব্বভূতেই আত্মা সমাহিত আছেন একথা বলিলে তোমার মনে লাগিবে না বা মনঃপূত হইবে না ;[৩] এইজন্য, তোমার বুদ্ধির দুর্ব্বলতা দেখিয়া, একই পরব্রহ্মকে চতুর্ধা ভাগ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়াছি। বালককে খাওয়াইতে হইলে যেমন তাহার খাদ্য বিশ ভাগ করিয়া দিতে হয়, তেমনি, একই বস্তুকে চার ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে বলিয়াছি। তোমার অবধানশক্তি (গ্রহণশক্তি) জানিয়া, 'ক্ষেত্র', 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়', এবং 'অজ্ঞান'—এই চারি বিভাগ করিয়াছি ; আর, হে পার্থ, ইহা সত্ত্বেও যদি আমার কথার মর্ম্মার্থ তুমি না বুঝিয়া থাক, তবে এই ব্যবস্থার কথা আর একবার (অন্যভাবে) বলিতেছি। এখন এই তত্ত্বটি চতুর্ধা ভাগ না করিয়া, একত্ব না মানিয়া, 'আত্মা' ও 'অনাত্মা' (পুরুষ ও প্রকৃতি) এই দুটি সমানভাবে বুঝাইব। পরন্তু, তুমি শুধু ইহাই কর—আমি যাহা চাহিতেছি তাহাই আমাকে দাও,—আপনার সমগ্র মনকে কান করিয়া শ্রবণ কর।" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান কহিলেন—"শান্ত হও, অধীর হইও না" ; (৯৫০) এইভাবে অর্জ্জুনের ভাবাবেগ শান্ত করিয়া শ্রীরঙ্গ বলিলেন, "এখন প্রকৃতি-পুরুষের ভেদের কথা

---

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"যতক্ষণ না তোমার তৃপ্তি হইয়াছে" ; "যতক্ষণ না তোমার বুদ্ধির তৃপ্তি হইয়াছে".

১ আমাকে প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা হয় ; ২ আপন ব্যক্তিত্বের বদলে ;

৩ মনে ধরিবে না.

বলিব শুন। জগতে যে মার্গকে যোগিগণ সাংখ্যযোগ বলেন, যাহার প্রসিদ্ধির জন্য আমি 'কপিল'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম ; সেই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' সম্বন্ধে নির্দোষ বিচার শ্রবণ কর"—আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০

"এই পুরুষ অনাদি, এবং তাহার সহিত প্রকৃতি সংযুক্ত—যেমন দিবা ও রাত্রি একসঙ্গে[১] মিলিত হইয়া আছে ; কিম্বা, রূপ অবাস্তব বা মিথ্যা নহে, রূপের সহিত ছায়াও সংযুক্ত—হে ধনঞ্জয়, ফসলের দানার সঙ্গে কণা ও তুষ উভয়েই বাড়িতে থাকে ; তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে[২] মিলিত হইয়া অনাদিসিদ্ধরূপে প্রকট রহিয়াছেন ; 'ক্ষেত্র' নামে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি তাহাকে এই 'প্রকৃতি' বলিয়াই জানিবে ; 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া যাহাকে বর্ণনা করিয়াছি তিনিই এই 'পুরুষ'—ইহা পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই ; ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইলেও ইঁহারা নিত্য, ইহাতে অন্যথা নাই—একথা ভুলিলে চলিবে না—সেইজন্যই আমি ইহা বারম্বার বলিতেছি। হে পাণ্ডুসুত, পুরুষই একমাত্র অব্যয় সত্তা এবং প্রকৃতিই সমস্ত ক্রিয়ার মূলাধার। (৯৬০) বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি বিকারের উৎস (উৎপন্ন করিবার শক্তি), এবং সত্ত্বাদি তিনটী গুণ ; ইহারা সমস্তই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, জানিবে, এবং ইহারাই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১

তাহা (প্রকৃতি) হইতেই প্রথমে ইচ্ছা ও বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত উৎপন্ন হয়, এবং তাহারাই কারণের উৎস (ছন্দ গঠন করে)। হে ধনঞ্জয়, কারণের সিদ্ধির জন্য যে সূত্ররূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহারি নাম কার্য্যকারণ। ইচ্ছার উন্মাদনা জাগ্রিলে মন উদ্বুদ্ধ হয়, এবং উদ্বুদ্ধ মন ইন্দ্রিয়গুলিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহাকেই 'কর্ত্তৃত্ব' বলে। এইজন্যই,"—সিদ্ধজনশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে

[১] একসঙ্গে সমানভাবে ; [২] যমজের ন্যায় এক হইয়া ;

ছেন, "প্রকৃতিই 'কার্য্য' 'কারণ' ও 'কর্তৃত্ব' এই তিনটির মূল। এইভাবে, এই তিনটি একত্র হইলে প্রকৃতি কর্ম্মরূপ ধারণ করে, পরন্তু, যে গুণটি অবলম্বন করে,[১] কর্ম্ম তাহারি অনুরূপ হয়; যে কর্ম্ম সত্বগুণের আশ্রয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে 'সৎকর্ম্ম' বলে, রজোগুণের প্রাবল্যে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহাকে 'মধ্যম' কর্ম্ম বলে; যে কর্ম্ম কেবল তমোগুণে অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে নিষিদ্ধ 'অধম' কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। এইভাবে সৎ ও অসৎ কর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে সুখদুঃখের ভোগ হয়।• (৯৭০) নিষিদ্ধ বা অসৎকর্ম্মে দুঃখ হয়, সৎকর্ম্মে সুখ উৎপন্ন হয়, এবং এই দুইটিই পুরুষকে উপভোগ করিতে হয়। প্রকৃতি-পুরুষের এই সংসার বলিতে গেলে এক বিচিত্র ব্যাপার, কারণ পত্নী যাহা উপার্জ্জন করে, পতি তাহা উপভোগ করে (বসিয়া খায়)। যতক্ষণ সুখ ও দুঃখ সত্য বলিয়া ভাসমান হয়, প্রকৃতি এই সুখদুঃখ উৎপাদনের কার্য্য করিয়া যায়, এবং পুরুষ সেই ফল উপভোগ করে। পতি-পত্নীর মধ্যে কোনও সংযোগ হয় না, অথচ পত্নী (প্রকৃতি) এই জগৎ প্রসব করে—কি চমৎকার ব্যাপার দেখ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২

(এই পুরুষ) অনঙ্গ ও পঙ্গু (নিষ্ক্রিয়), কেবল নির্ধন, জীর্ণ, অতিবৃদ্ধ হইতেও বৃদ্ধ; তিনি নামেই 'পুরুষ', বাস্তবিকপক্ষে তিনি স্ত্রীও নন, নপুংসকও নন,§—প্রকৃতি হইতেই এই জগতের উৎপত্তি। তিনি চক্ষুহীন, কর্ণহীন, হস্তপদাদিবিহীন, তাঁহার রূপ, বর্ণ বা নাম নাই; দেখ, যাঁহার কিছুই নাই, তিনিই প্রকৃতির ভর্ত্তা, এবং তাহার জন্যই তাঁহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়; তিনি অকর্ত্তা (নিষ্ক্রিয়), উদাসীন ও অভোক্তা হইলেও তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী প্রকৃতি তাঁহাকে সকলি ভোগ করায়; স্বল্পপরিমাণ রূপ ও গুণের অনুকূলতায়[২] (সহযোগে), প্রকৃতি নানা প্রকার খেলার আকার দেয়

১. যে গুণের সামর্থ্য বাড়ে;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"কিং বহুনা, তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না",

২ চালে, মাধ্যমে,

(দেখায়); (৯৮০) এইজন্য প্রকৃতিকে 'গুণময়ী' আখ্যা দেওয়া হয়; বেশী কি বলিব? প্রকৃতি গুণেরই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। এই প্রকৃতি প্রতিক্ষণে রূপ ও গুণের নব নব মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, এবং নিজের মত্ততায় জড়পদার্থকেও উন্মত্ত করে। ইহা হইতেই নামের প্রসিদ্ধি হয়, ইহারই স্নেহে ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতা আসে; ইহা হইতেই ইন্দ্রিয়গুলি প্রবুদ্ধ (জাগ্রত) হয়।† মনকে নপুংসক কি করিয়া বলা যায়? কারণ (প্রকৃতির প্রেরণায়) মন ত্রিভুবন ভোগ করিয়া বেড়ায়—ইহার (প্রকৃতির) এমন অলৌকিক[১] কার্য্য! এই প্রকৃতি ভ্রমের মহাদ্বীপ, ব্যাপ্তির মূর্ত্তি এবং অপরিমেয় বিকার উৎপন্ন করেন। ইনি কামের (বাসনারূপী লতার) মণ্ডপ, মোহবনের মাধবী (ভ্রান্তিবীথিকার বসন্তলক্ষ্মী) এবং দৈবী মায়া নামে প্রসিদ্ধ; শব্দসৃষ্টির বিস্তার ইনিই করিয়া থাকেন, নামরূপাত্মক জগৎসৃষ্টিও ইহা দ্বারা হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চের (আক্রমণ) রচনা ইনিই বরাবর করিতেছেন। কলা, বিদ্যা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়; ইনিই নাদের (শব্দের) টাঁকশাল (উৎপত্তিস্থল), চমৎকারের (আশ্চর্য্যের) লতামণ্ডপ—আর বেশী কি বলিব? ইনিই সকল খেলা খেলিতেছেন। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহারি সায়ং ও প্রাতঃকাল,—বস্তুতঃ প্রকৃতি এক প্রবল মোহিনীশক্তি। (৯৯০) ইনি অদ্বয়ের সঙ্গিনী, নিঃসঙ্গের আত্মীয়া, ইনি শূন্যে ঘর বাঁধিয়া তাহাতে পরমানন্দে বাস করেন। ইহার সৌভাগ্য এত অধিক যে ইনি অনাবর পুরুষকে আপন বশে আনিয়াছেন। বস্তুতঃ এই উদাসীন পুরুষের কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং তাঁহার সবকিছু হইয়া যান। প্রকৃতিই এই স্বয়ম্ভু পুরুষের উৎপত্তি, সেই নিরাকারের আকার (মূর্ত্তি) ও স্থিতি। প্রকৃতি স্বয়ং এই বাসনারহিতের বাসনা, স্বয়ংপূর্ণের তৃপ্তি, কুলহীনের জাতি হইয়া যান। তিনি অবর্ণনীয়ের চিহ্ন (লক্ষণ); অপারের (মান) আকার প্রমাণ, অমনস্কের[২] (মনরহিতের) মন ও বুদ্ধি; তিনি নিরাকারের আকার, নির্ব্ব্যাপারের ব্যাপার, নিরহঙ্কারের অহঙ্কার;[৩] তিনি অনামীর নাম, জন্মরহিতের জন্ম, এবং স্বয়ং ক্রিয়ারহিত হইয়াও কর্ম্মরূপ হইয়া আছেন। তিনি নির্গুণের গুণ, চরণহীনের চরণ, কর্ণহীনের কর্ণ ও চক্ষুহীনের চক্ষু। তিনি ভাবাতীতের ভাব, অবয়বহীনের অবয়ব—অধিক

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ;

১ সুন্দর ; ২ অমনস্কের ; মনহীনের , ৩ আকার ,

আর কি বলিব? প্রকৃতিই এই পুরুষের সবকিছু হইয়া আছেন। (১০০০) এইভাবে, প্রকৃতির এই সর্ব্বব্যাপক বিস্তারের জন্য অবিকারী (ব্রহ্ম) বিকারের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যান। এই পুরুষের যে পুরুষত্ব তাহা প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়—যেমন অমাবস্যায় চন্দ্রমা অদৃশ্য হয়; যেমন খাঁটি সোনায় একরত্তি (বাল) পরিমাণ খাদ মিশাইলে তাহার কস পাঁচে নামিয়া যায়; অথবা পিশাচের সঞ্চার হইলে যেমন সাধু বা সদাচারী পুরুষ নিন্দনীয় বা ঘৃণিত আচরণ করিতে আরম্ভ করে,[1] অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সুদিন যেমন দুর্দ্দিনে পরিণত হয়; পশুর পেটে যেমন দুগ্ধ লুক্কায়িত থাকে, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, বা রত্নের জ্যোতিঃ যেমন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়; রাজা পরাধীন হইলে, বা সিংহ রোগগ্রস্ত হইলে (যেমন তাহাদের তেজ লোপ পায়), তেমনি পুরুষও প্রকৃতির সংসর্গে আসিয়া আপন তেজ হারান; জাগ্রত মনুষ্য যেমন সহসা নিদ্রার বশীভূত হইয়া স্বপ্নের মধ্যে বাসনার বশীভূত হয়; তেমনি, প্রকৃতির সংযোগে পুরুষকে গুণ ভোগ করিতে হয়—যেমন উদাসীন পুরুষ স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অধীন হয়; তেমনি, ইনি জন্মরহিত ও শাশ্বত (নিত্য) হইয়াও গুণের সংযোগে জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়েন (আঘাতপ্রাপ্ত হন); পরন্তু, হে পাণ্ডুসুত, ইহা এইপ্রকার—উত্তপ্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিলে লোকে যেমন মনে করে অগ্নির উপর আঘাত পড়িতেছে; (১০১০) কিম্বা জল আন্দোলন করিলে যেমন তাহাতে অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এবং লোকে চন্দ্রের উপর অনেকত্ব আরোপ করে; দর্পণ কাছে আনিলে যেমন দুটি মুখ দেখা যায়, বা কুঙ্কুমের উপর স্ফটিকমণি রাখিলে যেমন রক্তবর্ণ দেখায়; তেমনি, গুণসংযোগে জন্মরহিতের জন্ম হইতেছে দেখা যায়, পরন্তু, তাঁহার জন্ম নাই; মনে হয় পুরুষের অধমোত্তম যোনিতে জন্ম হয়,—যেমন সন্ন্যাসী স্বপ্নে অন্ত্যজ হয়; বাস্তবিকপক্ষে, এই শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ পুরুষের কোনও ভোগ নাই,—গুণসঙ্গই এক্ষেত্রে অশেষ বন্ধনের মূল কারণ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩

---

১ নিম্নজাতীয় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া মলিনতা প্রাপ্ত হয়;

যূথিকা লতাকে ধারণ করিয়া (মৃত্তিকা-প্রোথিত) দণ্ড যেমন ঋজু হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পুরুষও অলিপ্ত অবস্থায় আছেন—কিন্তু প্রকৃতির সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; হে কিরীটি, প্রকৃতিনদীর তটে পুরুষ মেরুপর্ব্বতের ন্যায় (স্থির ও অচল), নদীতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু তিনি নদীর প্রবাহে ভাসিয়া যান না ; আর, প্রকৃতির উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু পুরুষ শাশ্বত এবং সেইজন্য তিনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বের শাস্তা ও নিয়ন্তা ; পুরুষ হইতেই প্রকৃতি জীবন প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সত্তায়ই (সামর্থ্যে) এই জগৎ প্রসব করে, এইজন্য পুরুষকে প্রকৃতির ভর্ত্তা বলা হয় ; হে কিরীটি, অনন্তকাল হইতে যেসব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কল্পান্তসময়ে ঐ পুরুষের মধ্যেই লীন হয় ; (১০২০) এই মহদ্‌ব্রহ্মই প্রকৃতির স্বামী, এই ব্রহ্মাণ্ডের সূত্রধার এবং ইহার ব্যাপকতা এতই অপার যে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ মাপ করিতে পারেন ; দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন বলে, তিনি এই পুরুষই, ইহা জানিয়া রাখ। হে পাণ্ডুসুত, লোকে যে বলে প্রকৃতির ওপারে একটি বস্তু আছে, তাহা (তত্ত্বতঃ) বাস্তবিক-পক্ষে এই পুরুষই।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪

যে মনুষ্য এই পুরুষকে শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া পূর্ণভাবে জানিতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে এই ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি প্রকৃতিদ্বারাই উৎপন্ন ; হে ধনঞ্জয়, যে নির্ণয় করিতে সমর্থ যে ইহা রূপ (মূল বস্তু) এবং ইহা ছায়া, দূরের ঐ জল —মায়ামরীচিকা মাত্র ; হে অর্জ্জুন, সেইভাবে, যে প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধে মনে বিচার করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে ; সেই মনুষ্য শরীরপ্রাপ্তির নিমিত্ত যেসব কর্ম্মই করুক না কেন—আকাশ যেমন ধূলার দ্বারা মলিন হয় না, তেমনি কর্ম্মসঙ্গে মলিনতা প্রাপ্ত না হইয়া নির্লিপ্ত থাকে। যতদিন দেহ থাকে ততদিন সে দেহের মোহে পতিত হয় না, দেহপাত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ; এইভাবে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান জন্মিলে, তাহা এক মহৎ[১] উপকার সাধন করে। এখন, সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল

১ অলৌকিক ;

এই জ্ঞান যাহাতে অন্তরে উদয় হয়, তাহার অনেক উপায় আছে শ্রবণ কর। (১০৩০)

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫

হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, কেহ কেহ বিচাররূপ আন্দুটিতে (অগ্নিপাত্রে) আত্মানাত্মতত্ত্বের আলোচনায় (আত্মতত্ত্ব হইতে অনাত্মরূপ দোষ ক্ষালনের জন্য) জ্ঞানের পুট দিয়া ছত্রিশ ভেদরূপী কস জ্বালাইয়া নিঃসংশয়ে নির্ম্মল (শুদ্ধ) আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করেন ; হে কিরীটি, তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের মধ্যে আত্মধ্যানের দৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপই দেখিতে পান ; অন্যে দৈবযোগে সাংখ্য-প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যান করেন, অপরে কর্ম্মযোগের পথে সাধনা করেন।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬

এইরূপ বিবিধ উপায়ে সত্য-সত্যই লোকে এই ভয়সঙ্কুল ভ্রমণমার্গ[১] হইতে উত্তীর্ণ হয় (ভবসংসার পার হয়) ; পরন্তু, কেহ এইরূপ করে—সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কাহারও উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে ; যে সাধুপুরুষ তাহার হিতাহিত দেখেন, অনুকম্পাভরে তাহার দুঃখ বা অভাব মোচন করেন, (অপরের কাছে) জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ক্লেশ হরণ করেন ও তাহাকে সুখ প্রদান করেন ; সেই সাধুপুরুষের মুখনিঃসৃত উপদেশ পরম আদরে (শ্রদ্ধাসহকারে) শ্রবণ করিয়া কায়মনে এক হইয়া তাহা পালন করে ; তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে (উপদেশের প্রতি অক্ষরকে প্রাণ দিয়া আরতি করে) ; হে কপিধ্বজ, এই উপায়ে এই মৃত্যুরূপ সংসারার্ণব উত্তমভাবে পার হইতে সমর্থ হয়। (১০৪০) এক ব্রহ্মবস্তু জানিবার জন্য এইরূপ বহুবিধ উপায় আছে ; এ সম্বন্ধে যথেষ্ট

১ সংসারের ভয় ; সংসাররূপ ভ্রান্তি ;

বলা হইল; সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সিদ্ধান্তরূপ যে নবনীত লাভ করা যায়, এখন তাহাই তোমাকে দিব; যাহা হইতে, হে পাণ্ডুসুত, (ব্রহ্মস্বরূপের) অনুভবপ্রাপ্তি তোমার পক্ষে সহজ হইবে, এবং সেজন্য তোমাকে অন্য কোনও প্রয়াস করিতে হইবে না; সুতরাং, এখন তাহারই বিচার করিব—বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ ফলিতার্থের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিব।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭

'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই নামে তোমাকে যে আত্মতত্ত্বের কথা বুঝাইয়াছি, আর, 'ক্ষেত্র' সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছি; তাহাদের পরস্পর সংযোগে এইসব সৃষ্টির উৎপত্তি হয়,—বায়ুর সংযোগে যেমন জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; কিম্বা, হে বীর, উষর জমির উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িলে যেমন মৃগজলের তরঙ্গের আভাস হয়; অথবা, মেঘ হইতে প্রচুর ধারাবর্ষণে বসুন্ধরা প্লাবিত হইলে যেমন নানাবিধ অঙ্কুরোদ্গম হয়; তেমনি, এই চরাচর জগৎ—যাহাকে জীব আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা এই উভয়ের সংযোগেই সম্ভব হয় জানিবে; এই-জন্যই, হে অর্জ্জুন, পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ও প্রকৃতি (প্রধানা) হইতে 'ভূতব্যক্তি' (নামরূপাত্মক সৃষ্টি) ভিন্ন নহে। (১০৫০)

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

পটত্ব তন্তু নহে, পরন্তু তন্তু হইতেই পট (বস্ত্র) রূপগ্রহণ করে, তেমনি উন্মুক্ত (গভীর) দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে ঐক্য দেখিতে হইবে; সমস্ত ভূতগ্রাম ঐ একেরই একরূপ,—কিন্তু বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়; ইহাদের নানা নাম, ইহাদের চালচলন ভিন্ন ভিন্ন, ইহাদের বেশও (আকার ও বর্ণ) নানাপ্রকারের; হে কিরীটি, এইসব দেখিয়া যদি অন্তরে ভেদভাবের প্রশ্রয় দাও, তবে জন্মমৃত্যুর যাতায়াত হইতে[১] বাহির হইতে পারিবে না; একই অলাবু গাছে যেমন নানা আধার অনুসারে দীর্ঘ, বক্র ও

১ কোটিজন্মের পরও,

বর্ত্তুল—নানা আকারের ফল হয়; কিম্বা নানাস্থানে সোজা, বক্র হইলেও লতা[1] যেমন সেই লতাই থাকে, তেমনি ভূতগ্রাম বিভিন্ন আকারের হইলেও সর্ব্বভূতের আধার যে পরমবস্তু তাহা সরল (ও একই)। অঙ্গারকণা বহু আকারের হইলেও তাহার উষ্ণতা যেমন সমান, তেমনি জীবসমুদায় নানা আকারের হইলেও পরমাত্মা একরূপই। হে বীর অর্জ্জুন, গগনভরা বারিবর্ষণ হইলেও তাহার জল যেমন একই, তেমনি ভূতাকার বিভিন্ন হইলেও পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমানভাবে আছেন। ভূতগ্রাম, বিষম (নানা নামরূপাত্মক), পরন্তু ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান—যেমন ঘট ও মঠের মধ্যে আকাশ; ভূতাভাস নশ্বর, পরন্তু আত্মা অবিনাশী—যেমন কেয়ূরাদি অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণের কস একই; (১০৬০) এইভাবে, যিনি আত্মতত্ত্বকে জীবধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত অথচ জীব হইতে অভিন্ন দেখেন, তিনিই জ্ঞানিদের মধ্যে সুবিজ্ঞ (উত্তমনয়ন-বিশিষ্ট)। হে বীরেশ, তিনি জ্ঞানের 'দৃষ্টি' হইয়া যান, এবং তাঁহাকে দ্রষ্টাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা বলিয়া জানিবে—ইহা স্তুতি নহে; এইপ্রকার জ্ঞানী অত্যন্ত ভাগ্যবান্।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৯

এই দেহ ইন্দ্রিয়ের থলিবিশেষ,[2] (বায়ু পিত্ত ও কফ এই) তিন ধাতুর ত্রিকুটী, এবং পাঁচটি মহাভূতের মিশ্রণে প্রস্তুত; অশুভ ও ভয়ঙ্কর। ইহা স্পষ্ট পাঁচটি হুলবিশিষ্ট বৃশ্চিকের ন্যায় শরীরের পাঁচ জায়গায় দংশন করে, ইহা জীবরূপী সিংহকে হরিণের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। শরীর যখন এইপ্রকারের তখন অনিত্যভাবের উদরে কে (আত্মা অবিনাশী এই) অনন্ত বুদ্ধির[3] ছুরি চালাইয়া বাহির হইবে না? পরন্তু, হে পাণ্ডুসুত, জ্ঞানীপুরুষ যতদিন এই দেহে বাস করেন ততদিন আত্মার[4] বিনাশ সাধন করেন না, আর শেষে (অন্তে) তাঁহার (পরমার্থতত্ত্বের) সহিত মিলিত হন। যোগিগণ আপন যোগজ্ঞানের সামর্থ্যে কোটিজন্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, যেস্থানে 'আর জন্মগ্রহণ করিব না' বলিয়া প্রবেশ করেন; যাহা আকারের

১ বদরীফল; ২ গুণ ও ইন্দ্রিয়ের থলি; ৩ নিত্যবুদ্ধির; ৪ আপনার;

(নামরূপাত্মক ভূতসৃষ্টির) অপর তীরে ; যাহা তুরীয় অবস্থায় মধ্যস্থান, যাহা নাদের সীমানার ওপারে অবস্থিত, যাহাকে পরব্রহ্ম বলে ; যাহাতে মোক্ষ আদি সমস্ত পরম গতি তেমনিভাবে বিশ্রাম লাভ করে, যেমন গঙ্গাদি নদী সমুদ্রে লীন হইয়া যায় ; যাহারা ভূতবৈষম্য থাকিলেও বিষমবুদ্ধি হয় না (মনে ভেদভাব আসিতে দেয় না) ব্রহ্মপ্রাপ্তির সুখ তাহাদের এই দেহেই পদপ্রক্ষালনের জন্য আগাইয়া আসে ; (১০৭০) কোটি দীপের তেজ যেমন একরূপ হইয়াই দীপ্তি প্রকাশ করে, তেমনি অনাদি পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন। হে পাণ্ডুসুত, এইভাবে সর্ব্বজীবে যে সমত্ব দর্শন করে তাহাকে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে পড়িতে হয় না। সেইজন্যই, যিনি সাম্যভাবের শয্যায় নিদ্রিত, আমি সেই মহা ভাগ্যবান পুরুষের বারম্বার স্তুতি করি।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

আর মন, বুদ্ধি প্রমুখ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করাইতেছে— ইহা যে সত্যই বুঝিতে পারে ; ঘরের অভ্যন্তরে যাহারা বাস করে তাহারাই সব করে, ঘর কিছুই করে না, মেঘ আকাশে ধাবিত হয়, কিন্তু আকাশ স্থির হইয়া থাকে ; তেমনি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আত্মার প্রকাশে গুণানুসারে সুন্দর খেলা[১] প্রদর্শন করে, আত্মা স্তম্ভের ন্যায় উদাসীন থাকিয়া কিছুই জানে না ; এইপ্রকার অনুভূতি যাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তিনি নিশ্চিতভাবে অকর্ত্তা আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১

হে অর্জ্জুন, বস্তুতঃ যিনি বিভিন্ন ভূতাকৃতির মধ্যে একত্ব দেখিতে পান, তিনি ব্রহ্মসংযুক্ত বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান ; জলে যেমন তরঙ্গ, ভূতলে যেমন পরমাণুকণিকা, সূর্য্যমণ্ডলে যেমন রবিকিরণ ; অথবা, দেহের সর্ব্ব অবয়ব, মনের সর্ব্ব ভাব, এক বহ্নির সর্ব্ব স্ফুলিঙ্গ ; (১০৮০) তেমনি, যাঁহার (জ্ঞান)

১ গুণের সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকারের (সুন্দর) খেলা ;

দৃষ্টি ভূতাকারে প্রকৃতভাবে একত্ব দেখিতে পায়, তাঁহার ব্রহ্মরূপ সম্পত্তির নৌকাপ্রাপ্তি হইয়াছে ; যেদিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে তিনি সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিতে পান, আর অধিক কি বলিব ? তিনি অপার সুখভোগ করেন ; এইভাবে, হে পার্থ, আমি তোমাকে ঠিক ঠিকভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা (সম্বন্ধ) বুঝাইয়া বলিলাম—যাহাতে তোমার অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞান হয় ; অমৃতের এক গণ্ডূষ পাইলে, ধনসম্পত্তি চোখে দেখিলে (লাভ হইলে) যে আনন্দ হয়, (ব্রহ্মতত্ত্বশ্রবণে) তোমার তেমনি পরম লাভ হইল, জানিবে। পরন্তু, হে সুভদ্রাপতি, যতক্ষণ না বিচারপূর্ব্বক চিত্তে প্রতীতি জন্মায়, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে না ; এই গভীর তত্ত্বের দুএকটি কথা এখন বলিতে চাহি, তুমি মনকে বন্ধক দিয়া শ্রবণ কর" ; এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ও অর্জ্জুন, সর্ব্বাঙ্গ অবধানময় করিয়া (গভীর অভিনিবেশ সহকারে) শুনিতে লাগিলেন।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

বলিলেন—"সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পড়িলে সূর্য্য যেমন জলে ভিজিয়া যায় না, তেমনি যাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় তিনিও শুদ্ধ স্বরূপ ; কারণ, হে কিরীটি, সূর্য্য জলের আগে হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে, সুতরাং উহা 'অসৎ' (শাশ্বত, সনাতন),—মাঝে অজ্ঞানীলোকের দৃষ্টিতে (জলের মধ্যে) প্রতিবিম্বরূপে দৃষ্ট হয় ; তেমনি, আত্মা দেহের মধ্যে আছে—একথা বলাও ঠিক নহে,—কারণ আত্মা সর্ব্বদা যেখানকার সেখানেই অবস্থিত। (১০৯০) দর্পণে মুখ যেমন তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র, আত্মার দেহে বাসও তেমনি। আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে একথা বলাও সর্ব্বথা নিরর্থক,—বায়ু ও বালুকার সহিত কি কখনও সংযোগ হয় ? অগ্নি এবং পালক, সুতা এবং সূঁচ যেমন[১-২] ; আকাশকে পাষাণের[৩] সহিত বাঁধা যায় কিরূপে ? একজন পূর্ব্বদিকে বাহির হইল, অন্য একজন পশ্চিমদিকে গেল,—তাহাদের সাক্ষাতের

১-২ অগ্নি এবং পালককে কি সুতায় গ্রথিত করা যায় ? ৩ পৃথ্বীর সহিত।

যে সম্ভাবনা, আত্মা ও দেহের মধ্যে সম্বন্ধও তেমনি ; আলোক ও আঁধার, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, আত্মা ও দেহের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ, জানিবে ; রাত্রি ও দিবস, স্বর্ণ ও কাপাসের মধ্যে যে ভেদ, আত্মা ও দেহের মধ্যেও সেই প্রকারের প্রভেদ ; এই দেহ পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত, কর্ম্মের সূত্রের (বন্ধনের) দ্বারা আবদ্ধ, এবং জন্মমৃত্যুরূপ ভবচক্রে ঘূর্ণায়মান ; কালানলের কুণ্ডে এই দেহ একটি ক্ষুদ্র মাখনের ডেলার ন্যায় পতিত, মক্ষিকার পাখা নাড়িতে যে সময় লাগে তাহার মধ্যেই (চক্ষের নিমেষে) ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; দৈবযোগে অগ্নিতে পড়িলে ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইবে, কুকুরের মুখে পড়িলে তাহার বিষ্ঠায় পরিণত হইবে ; এই দুই অবস্থায় না পড়িলে কৃমিকীটের স্তূপে পরিণত হইবে,—হে কপিধ্বজ, ইহাই দেহের ঘৃণিত (দোষযুক্ত) পরিণাম। (১১০০) দেহের এই অবস্থা, পরন্তু, আত্মা অনাদি বলিয়া নিত্য, (শাশ্বত) স্বয়ংসিদ্ধ ; ইহা নির্গুণ, সুতরাং কলাযুক্ত বা পূর্ণও নহে, অথবা কলারহিত বা অপূর্ণও নহে, নিষ্ক্রিয়ও নহে, ক্রিয়াশীলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, স্থূলও নহে ; ইহা অরূপ (নিরাকার), সুতরাং ইহা আভাস (দৃশ্য)ও নহে, নিরাভাস (অদৃশ্য)ও নহে, প্রকাশও নহে, অপ্রকাশও নহে, অল্পও নহে, বহুও নহে ; ইহা শূন্য স্বরূপ, সুতরাং রিক্তও নহে, পরিপূর্ণও নহে, সঙ্গরহিতও নহে, সঙ্গযুক্তও নহে, মূর্ত্তিমানও নহে, অমূর্ত্তও নহে ; ইহা কেবল আত্মস্বরূপ, সুতরাং ইহা আনন্দও নহে, নিরানন্দও নহে, একও নহে, বিবিধও নহে, মুক্তও নহে, বদ্ধও নহে ; ইহা অলক্ষ্য বলিয়া ইহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে ইহা এতবড় কি অতবড়, স্বয়ম্ভূ বা অপরের দ্বারা সৃষ্ট, সবাক্ বা মূক। ইহা সৃষ্টির সময় উৎপন্ন হয় না, প্রলয়ের সময় ইহার নাশ হয় না,—ইহা উৎপত্তি ও নাশ এ উভয়েরই লয়স্থান। ইহা অব্যয়, সুতরাং ইহার মাপ বা বর্ণনা করা যায় না, ইহার উপচয় বা অপচয় নাই, ইহা ম্লান হয় না বা বিলীন হয় না। হে প্রিয়োত্তম, আত্মার স্বরূপ যখন এইপ্রকার, তখন আত্মাকে দেহী বলিলে আকাশকে মঠাকার বলিবার ন্যায় হইবে ; দেহের আকৃতি গড়ে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, হে সুমতি, আত্মা সর্ব্বব্যাপক,[১] দেহ-

১ স্বতন্ত্র ;

ধারণও করে না দেহত্যাগও করে না, যেমন আছে তেমনিই থাকে। (১১১০) আকাশে যেমন দিন ও রাত্রি আনাগোনা করে তেমনি শরীর আত্মার সত্তায় রূপ গ্রহণ করে ও বিনষ্ট হয়। এইজন্য, আত্মা শরীরে থাকিলেও তাহাকে কোনও কর্ম্ম করায় না, বা নিজে কোনও কর্ম্ম করে না, শরীরের কোনও ব্যাপারেই লিপ্ত হয় না। এই কারণে উহার স্বরূপে কোনও ন্যূনতাও হয় না, পূর্ণতাও আসে না,—শুধু ইহাই নহে, শরীরে থাকিয়াও শরীরের সর্ব্বব্যাপার হইতে অলিপ্ত থাকে।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

আকাশ কোথায় নাই? কোথায় ইহা প্রবেশ করে না? পরন্তু, কোনও বস্তুদ্বারা ইহা দূষিত বা বিকারগ্রস্ত হয় না; তেমনি, সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে থাকিয়াও আত্মা সঙ্গদোষে লিপ্ত হয় না। বার বার এইভাবে তোমাকে এইসব লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি,—যাহাতে 'ক্ষেত্রজ্ঞ'কে ক্ষেত্রবিহীন (আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক) বলিয়া জানিতে পার। লৌহ চুম্বকের সংসর্গে আকৃষ্ট হয়, পরন্তু, লৌহ চুম্বক নহে,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধও তদ্রূপ। দীপবর্ত্তিকার আলোয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তথাপি দীপ ও গৃহের মধ্যে (কোটীশঃ) অপার প্রভেদ; হে কিরীটি, বহ্নি কাষ্ঠের মধ্যে থাকিলেও কাষ্ঠ নহে,—এই দৃষ্টির দ্বারাই (ক্ষেত্রজ্ঞকে) দেখিতে হইবে; আকাশ ও মেঘের মধ্যে, রবি ও মৃগজলের মধ্যে যে প্রভেদ, ইহাদের (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) মধ্যেও তেমনি প্রভেদ—সেই দৃষ্টিতে, বিচারপূর্ব্বক ইহা দেখিতে হইবে। (১১২০)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪

এ সমস্ত একদিকে থাক; আকাশে সূর্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করে;—তেমনি, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সমগ্র ভাসমান 'ক্ষেত্র'কে প্রকাশ করে,—ইহার পর আর কিছুই প্রশ্ন করিবার নাই, আর কোনও সন্দেহ করিও না।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫

যে প্রজ্ঞার দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ,—দেহ ও আত্মার মধ্যে এই প্রভেদ দেখা যায়, তাহাই প্রকৃত দ্রষ্টার দৃষ্টিস্বরূপ, তাহাই শব্দার্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই দুটির মধ্যে প্রভেদ জানিবার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানী পুরুষের দ্বারে আরাধনা করেন। ইহারি জন্য সুমতি সন্ত পুরুষেরা তপঃসম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও ঘরে শাস্ত্ররূপী দুগ্ধবতী ধেনু পোষণ করেন (নিরন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন)। এই জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় কেহ কেহ যোগাভ্যাসের আকাশে চড়িবার উৎকট ইচ্ছা পোষণ করেন। কেহ শরীরাদি সমস্ত বিনাশশীল[১] জ্ঞান করিয়া মনপ্রাণে সন্তদের চরণোপাসনা করেন। এইভাবে লোকে অন্তরে জ্ঞানলাভের উৎকট ইচ্ছা পোষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মার্গে জ্ঞানের সাধন করিয়া শুদ্ধ হয়। জ্ঞানের উন্মেষে যাহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে অন্তর (প্রভেদ) পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে, তাহাদের আমি আরতি করি। আর, মহাভূতাদি বস্তুর অনেক প্রভেদরূপ লতার[২] মধ্যে যে মিথ্যা মায়াবী প্রকৃতি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; (১১৩০) তাঁহারি মায়ায়, শুকনলিকা-ন্যায়ানুসারে যাহা বাস্তবিক বন্ধন নয় তাহাই বন্ধন বলিয়া প্রতিভাত হয়—এই তথ্য যিনি অবগত আছেন; যেমন (পুষ্পমালা সম্বন্ধে) মিথ্যা সর্পবুদ্ধির (সর্পাভাসের) নাশ হইলে, মালাকে চক্ষু মালা বলিয়াই দেখে; কিম্বা, রৌপ্যাভাসের ভ্রম দূর হইলে যেমন শুক্তিকে সত্যই শুক্তি বলিয়াই প্রতীতি জন্মে; তেমনি, আত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, ইহা যিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন—ইহাই আমি বলি; যে ব্রহ্ম আকাশ হইতেও বিশাল, অব্যক্ত প্রকৃতির অপর সীমানায় অবস্থিত, যাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে (ভেদভাবের) বিশৃঙ্খলা[৩] দূর হয়; যাঁহাতে আকার, জীবত্ব বা দ্বৈত-ভাব থাকিতে পারে না,—যিনি শুদ্ধ, অদ্বয়; হে পার্থ, যাঁহারা আত্মানাত্ম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত, এবং রাজহংসের ন্যায় অসার বস্তুত্যাগ করিয়া কেবল সারবস্তু গ্রহণে সমর্থ, তাঁহারা সর্ব্বথা পরমতত্ত্বই হইয়া যান।"

১ তৃণবৎ; ২ প্রভেদের; ৩ সাম্য ও অসাম্য; ভেদভাব।

এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মানাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপন অন্তঃকরণের সর্ব্বস্ব দান করিলেন (বুঝাইয়া দিলেন)। একটি কলসী হইতে যেমন অন্য একটি কলসী পূর্ণ করা যায়, তেমনি শ্রীহরি সমস্ত আত্মজ্ঞান অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। আর, কে কাহাকে দেয়? যিনি নর, তিনিই নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখাইয়া স্বয়ং বলিয়াছেন, "ও তো আমিই"। (১১৪০) পরন্তু, আর বলা বৃথা; যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে না তখন আমি আর কি বলিব? সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সর্ব্বস্ব অর্জ্জুনকে দান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্জ্জুনের মনে তৃপ্তি হইল না, আরও শুনিবার ইচ্ছা বাড়িল; দীপে তেল ভরিয়া দিলে তাহার প্রকাশ আরও অধিক হয়, তেমনি (শ্রীকৃষ্ণের উপদেশশ্রবণে) অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে শুনিবার ইচ্ছা বাড়িতে লাগিল। যদি সুগৃহিণী উদার হয়, এবং ভোক্তাগণ রসজ্ঞ হয়,—ইহারা মিলিলে যেমন (উভয়পক্ষের) হাত চলিতে থাকে; অর্জ্জুনের শুনিবার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া ভগবানেরও তেমনি হইল, ব্যাখ্যানের স্ফূর্ত্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অনুকূল পবনে যেমন আকাশে মেঘ আসিয়া জমে; চন্দ্রমা দর্শনে যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে, তেমনি শ্রোতাগণের আদরে বক্তার রসস্ফূর্ত্তি হয়। তখন সঞ্জয় বলিলেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন সারা বিশ্ব আনন্দময় করিবেন, হে রাজন্, আপনি শ্রবণ করুন।" এইভাবে, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব অগাধ বুদ্ধিবলে যে শান্তরসপূর্ণ কথা বলিয়াছেন; সেই কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ আমি শুদ্ধ নাগরী ভাষায়, ওবী ছন্দে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি; এখন আমি যাহা বলিব তাহা শুধু শান্তরসের কথা—পরন্তু, উহা শৃঙ্গাররসের মস্তক পদদলিত করিবে (শৃঙ্গাররসকেও হার মানাইবে); (১১৫০) আমার সুন্দর নবীন দেশী (মারাঠী) ভাষায় এমনভাবে শব্দ যোজনা করিব যে তাহা সাহিত্যকে জীবনীশক্তি দিয়া প্রকাশিত করিবে,—মাধুর্য্যে ইহা অমৃতকেও হার মানাইবে (দোষ ধরিবে); এই ভাষায় কথিত বাণী রসার্দ্র-শীতলতায়[১] চন্দ্রমার তুল্য হইবে, ইহার রসরঙ্গের[২] (রসালতার) মোহিনী-শক্তিতে স্বয়ং নাদব্রহ্ম লীন হইয়া থাকিবে; খেচরাদি পিশাচের মনেও সাত্ত্বিকবৃত্তির স্রোত বহিবে,—ইহা শ্রবণে সাধুসন্তগণের আত্মসমাধি হইবে;

১ সুন্দর বিস্তার করিবার গুণে; আকর্ষণী গুণে, ২ রসরঙ্গা;

আমি এখন এমন বাগ্‌বিলাস বিস্তার করিব যে তদ্দ্বারা সারা বিশ্ব গীতার্থে ভরিয়া যাইবে, এবং জগতে একটি আনন্দের অঙ্গন রচিত হইবে। বিবেকের দৈন্য ঘুচিবে, শ্রবণ ও মন মোহিত হইবে, এবং যেদিকে তাকাইবে সেদিকেই ব্রহ্মবিদ্যার খনি দৃষ্টিতে পড়িবে। এই চক্ষুতেই পরমার্থতত্ত্বের দর্শন হইবে, সুখের পর্ব্ব (আনন্দোৎসব) আসিবে, এবং সারা বিশ্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুকাল (সুযোগ) হইবে। আমি এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিব যে এখন এ সমস্তই হইবে—কারণ আমি পরমদেব শ্রীনিবৃত্তিনামের আশ্রয় লাভ করিয়াছি ; এইজন্য, প্রত্যেক অক্ষরে উপমা শ্লেষাদি উত্তমরূপে ভরিয়া গ্রন্থের প্রতিপদের অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিব। আমার শ্রীমন্ত গুরুরাজ আমাকে সর্ব্বশাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান দিয়া এতদূর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়াছেন ; তাঁহারি কৃপাবলে আমি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতেছি তাহা মান্য হইতেছে, আর আপনাদের সভায় গীতার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছি। (১১৬০) তৎপরে, আমি আজ আপনাদের ন্যায় সন্তজনের চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এবং এইজন্য আমার সম্মুখে কোন বাধাই নাই। হে প্রভু, মাতা সরস্বতীর গর্ভে কি ভুলক্রমেও (কৌতুকে) মূক বালকের জন্ম হয়? না, লক্ষ্মীদেবীর কোনও শুভ সামুদ্রিক গুণ আছে?[১] তেমনি, আপনাদের ন্যায় সন্তজনের পাশে অজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? এইজন্য, আমি আমার ব্যাখ্যায় নবরসের বন্যা বহাইয়া দিব ; আর অধিক কি বলিব?" জ্ঞানদেব বলিতেছেন—"আমাকে অবসরমাত্র দিন, আমি উত্তমরূপে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব।" (১১৬৪)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

১ গুণের অভাব আছে?

হে আচার্য্যদেব, আমি আপনার জয়গান করিতেছি ; সর্ব্ব দেবতার মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ; প্রজ্ঞারূপী প্রভাতের আপনিই সূর্য্য ; আপনা হইতেই সুখের উদয় হয় ; আপনিই সর্ব্ব জগতের বিশ্রামস্থল ; আপনিই সোহংভাবের সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন ; নানা লোকসৃষ্টির তরঙ্গ যে সমুদ্রের বুকে দেখা যায়, সে সমুদ্র আপনিই—আপনার জয় হউক ; হে দুঃখিতের বান্ধব, অখণ্ড করুণাসিন্ধু, শুদ্ধ আত্মবিদ্যারূপ বধূর বল্লভ, হে গুরুদেব, আপনি শ্রবণ করুন ; আপনার স্বরূপ যাহার কাছে গোপন করেন, তাহাকেই আপনি এই মায়িক বিশ্ব দেখাইয়া থাকেন—তখন এই নামরূপাত্মক সারা জগৎ প্রকট করেন (অথবা, যখন আপনাকে প্রকট করেন, তখন সারা বিশ্বই আপনি); অপরে যদি ভ্রম উৎপন্ন করে,[১-২] তাহাকে 'নজরবন্দী' করা বলে, পরন্তু আপনি এক আশ্চর্য্য কৌশলে আপনার স্বরূপ গোপন করেন ;§ হে প্রভু, এই চরাচর বিশ্বে আপনি আপনারই সমতুল—কাহাকেও আত্মবোধদর্শন করান, কাহাকেও মায়ায় ভুলাইয়া রাখেন—ইহা শুধু আপনারই লীলাচাতুর্য্য,—আপনাকে নমস্কার করি ; জগতে যাহাকে জল বলে তাহার সরসতা আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়,† পৃথ্বীর ক্ষেমত্ব[৩] (কল্যাণ করিবার শক্তি) আপন হইতেই আসিয়াছে ; রবিচন্দ্রাদি যে গ্রহ উদিত হইয়া ত্রিলোক উদ্ভাসিত করে তাহারা আপনার তেজোপ্রভা হইতেই তেজপ্রাপ্ত হয় ; বায়ুর চঞ্চলতা আপনারই দৈবী সামর্থ্য, আকাশ আপনারই আশ্রয়ে এইসব লুকোচুরির খেলা দেখায় ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনা হইতেই অশেষ মায়া উৎপন্ন হয়, জ্ঞান আপনার সামর্থ্যেই দৃষ্টি লাভ করে ; যথেষ্ট বলা হইল—বেদও এই বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়াছে ; (১০) আপনার স্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ আপনার উত্তম বর্ণনা করে, কিন্তু (আপনার আত্মস্বরূপের প্রকাশ হইলে) বেদ ও আমি মূক হইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া থাকি (আমাদের অবস্থা

১-২ অপরের দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপন্ন করিলে ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"ঘরের মধ্যে ঘরে" ;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"হে প্রভু, তাহাকে আপনিই সরস করিয়াছেন",

৩ ক্ষমত্ব (সহনশীলতা) ;

এক হইয়া যায়); একার্ণবে যখন চতুর্দ্দিক জলময় হয়, তখন জলবিন্দুগুলি[১] স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না,—মহানদীর অস্তিত্বই কি করিয়া জানা যাইবে? সূর্য্যের উদয় হইলে চন্দ্রমা যেমন জোনাকীর ন্যায় দেখায়, তেমনি আপনার সম্মুখে বেদ ও আমার একই অবস্থা হয়; আর, যখন দ্বৈতভাব নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, এবং পরা ও বৈখরী বাণী স্তব্ধ হয়, তখন আমি কোন্ মুখে আপনার বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব? এইজন্য, এখন আপনার স্তুতি হইতে বিরত হইয়া নিঃশব্দে আপনার চরণে মস্তক নত করাই ভাল মনে করিতেছি; হে গুরুরাজ, আপনি যেমন আছেন তেমনিই আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার উত্তমর্ণ হইয়া আমার গ্রন্থোদ্যমকে সফল করুন; এখন আপনি আপনার কৃপার ভাণ্ডার (পুঁজি) খুলিয়া আমার বুদ্ধির থলি ভরিয়া দিন, যাহাতে আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপদ-প্রাপ্তি হয়;[২-৩] আমি সেই (আপনার কৃপার) পুঁজি দ্বারা ব্যাপার করিয়া (আপনার কৃপাপ্রসাদে) সন্তগণের কর্ণে বিবেকবচনরূপ সুলক্ষণ (সুন্দর) কর্ণভূষণ পরাইব; অহো, আমি গীতার্থ-রূপ জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া প্রকট করিব, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা;—আপনি আমার নেত্রে আপনার স্নেহাঞ্জন (কৃপার দিব্যাঞ্জন) লাগাইয়া দিন; আপনি আপনার নির্ম্মল করুণারূপ সূর্য্য এমনভাবে প্রকাশিত করুন যাহাতে আমার বুদ্ধির নেত্র একদৃষ্টিতে বাক্সৃষ্টি (শব্দময় সৃষ্টি) স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়; (২০) আপনি স্বয়ং স্নেহময়ের শিরোমণি বসন্তকাল হইয়া যাউন, যাহার প্রভাবে আমার প্রজ্ঞারূপী লতায় সুন্দর কাব্যরূপ ফল ধরে (উত্তম কাব্য রচনা করিতে পারে); আপনি আপনার উদার কৃপাদৃষ্টির এমন বর্ষণ নামাইয়া দিন—যাহাতে আমার বুদ্ধিরূপী গঙ্গা তত্ত্বসিদ্ধান্তের বন্যায় ভরিয়া যায়; হে বিশ্বের একমাত্র বিশ্রামস্থল, আপনার প্রসাদচন্দ্রমা আমাকে স্ফূর্ত্তির পূর্ণিমা প্রাপ্ত করাইয়া দিক; যাহা দেখিয়া আমার জ্ঞানরূপ সাগরে এমন জোয়ার আসিবে যে আমার রসবৃত্তির স্রোত[৪] উছলিয়া বাহিরে বহিতে থাকিবে।" তখন গুরুরাজ নিবৃত্তি নাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তুমি বিনতিব্যাজে (প্রার্থনার ভান করিয়া) আমার স্তুতির কৌশলে[৫] দ্বৈতভাব বাড়াইতেছ; এখন এই ব্যর্থ স্তুতি বন্ধ কর, জ্ঞানরূপ

১ জলবুদ্বুদগুলি; প্রলয়মেঘ;

২-৩ জ্ঞানপদ লাভ করিয়া আমার শ্রেষ্ঠত্ব হয়; ৪ রসবৃত্তির স্ফূর্ত্তি; ৫ স্তব করিয়া;

সুগন্ধে ভরা গ্রন্থ রচনায়[১] মনোনিবেশ কর ; (আমাদের) উৎকণ্ঠা ভঙ্গ করিও না" ; (তখন জ্ঞানদেব বলিলেন) "অহো স্বামিন্, আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিলাম—যে 'তুমি গ্রন্থ রচনা করিয়া যাও' ; দূর্ব্বার অঙ্কুর স্বভাবতঃই[২] অমর, তাহার উপর অমৃতের বন্যা বহিয়া গেল ; এখন, আমি আপনার কৃপাপ্রসাদে মূল গীতাগ্রন্থের প্রত্যেক পদ সবিস্তারে এবং চাতুর্য্য সহকারে ব্যাখ্যা করিতেছি ; পরন্তু, যাহাতে মনের অভ্যন্তরে সন্দেহের নৌকা ডুবিয়া যায় (সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়) এবং শ্রবণের ইচ্ছায় আগ্রহ দেখা যায় ; § (৩০) গুরুর কৃপার ঘরে আমি এই ভিক্ষা করি যে আমার ভাষায় যেন তেমনি মধুরতার সৃষ্টি হয় ; পূর্ব্বে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং গুণের সঙ্গদোষে আত্মা সংসারী হইয়া যায় ; আর 'প্রকৃতিগত' (মায়ার অধীন) হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করে,—নতুবা আপন কৈবল্যস্বরূপে আত্মা গুণাতীত ; এই অবস্থায় এই অসঙ্গের সঙ্গপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয় ? 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞের' যে এই সংযোগ হয়, ইহা কি ? ক্ষেত্রজ্ঞের সুখ-দুঃখাদির ভোগ কি প্রকারে হয় ? গুণ কয়টি এবং তাহার স্বরূপ কি ? কি প্রকারে বন্ধন[৩] হয় ? অথবা, গুণাতীতের লক্ষণ কি ? এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, এইসব বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করা হইবে ; এখন এই প্রকরণে, বৈকুণ্ঠপতি বিশ্বেশ্বরের কি অভিপ্রায় তাহাই শ্রবণ করুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ভগবান বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, তুমি অবধানের সর্ব্ব সেনা সমবেত করিয়া (একাগ্রচিত্তে) এখন জ্ঞানের স্বরূপ ধারণা করিতে চেষ্টা কর। আমি পূর্ব্বে বহু যুক্তিসহকারে তোমাকে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়াছি, পরন্তু, এখন পর্য্যন্ত

---

১ জ্ঞানার্থ উত্তমরূপে প্রকট করিয়া , ২ অহো ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—'শ্রবণের ইচ্ছা বাড়িতে দেখা যায়' ;

৩ বাধা ;

তোমার অন্তরে কোনও প্রতীতি জন্মায় নাই। (৪০) সেইজন্য, শ্রুতি বারম্বার যে জ্ঞানের[1] মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই জ্ঞানের কথা আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি; বাস্তবিকপক্ষে এই জ্ঞান আমাদের নিজস্ব, পরন্তু, ভবস্বর্গাদি[2] বিষয়ের প্রতি আসক্তির জন্য[3] ইহা 'পর' বা 'পরকীয়' হইয়া গিয়াছে; এই কারণেই আমি ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোত্তম বলিতেছি,—কারণ ইহা অগ্নি, এবং অন্য সব জ্ঞান তৃণসদৃশ (ইহা অগ্নির ন্যায় অন্য সব জ্ঞানকে জ্বালাইয়া ভস্ম করে); যে জ্ঞান স্বর্গাদিলোককে[4] সত্য বলিয়া জানে, যাগযজ্ঞানুষ্ঠানকে উত্তম বলিয়া মানে, এবং ভেদভাবের জন্য দ্বৈতকেই সত্য বলিয়া জানে; এই 'পর' জ্ঞান লাভ হইবার পর সেইসব জ্ঞান স্বপ্নের মত প্রতিভাত হয়,—বায়ুর স্রোত যেমন গগনেই লয়প্রাপ্ত হয়;[5] কিম্বা, সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন চন্দ্রাদির তেজ লোপ পায়, অথবা, প্রলয়জলের বন্যায় যেমন নদনদী লীন হয়; তেমনি এই আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যায়—এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, আমি এই জ্ঞানকে 'উত্তম' জ্ঞান বলিতেছি; হে পাণ্ডুসুত, আপনার যে অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ মুক্তস্থিতি, সেই 'মোক্ষ' যে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যে জ্ঞানের প্রতীতি (অনুভব) হইলে বিচারশীল শূর মনুষ্যগণ সংসারকে মাথা তুলিতে দেয় না; যাহারা মন দ্বারাই মনকে নিগ্রহ করিয়া স্বাভাবিক বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহারা দেহধারী হইয়াও দেহের অধীন হয় না; (৫০) তাহারা দেহের বন্ধন পার হইয়া আমার সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়;

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

হে পাণ্ডুসুত, ইহারা আমার নিত্যতায় নিত্য হয়, আমার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়; আমি যেমন অনন্ত, আনন্দস্বরূপ, সত্যসিদ্ধ[6], তাহারাও তেমনি হইয়া যায়, (তখন আমার ও তাহাদের মধ্যে) কোনও ভেদ অবশিষ্ট থাকে না; আমার স্বরূপ যেমন ও যতবড়, উহাদের স্বরূপও তদ্রূপ হইয়া যায়—ঘট ভাঙ্গিয়া

১ যে জ্ঞানকে "পর" জ্ঞান বলিয়া,   ২ স্বর্গাদি;   ৩ "অবর" হওয়ায়;
৪ ভবস্বর্গাদি লোককে;   ৫ অস্তে লয়প্রাপ্ত হয়,   ৬ সত্যসিদ্ধ; স্বতঃসিদ্ধ; সত্যসঙ্ক;

গেলে যাহা ঘটাকাশ[১] বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা যেমন আকাশের সঙ্গে মিলিয়া যায়; অথবা, একদীপের জ্যোতির মধ্যে[২] অনেক দীপশিখা মিলিলে যেমন হয়; তেমনি, হে অর্জ্জুন, দ্বৈতভাব চলিয়া গেলে সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থ সুখে এক পংক্তিতেই বসিয়া যায়—তখন তাহারা আমার সহিত এক হইয়া যায়; এই কারণে, যখন (প্রলয়ের পর) প্রথম সৃষ্টির রচনা হয় তখনও উহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; আদিসৃষ্টির সময়ে যাহাদের দেহের বাধা[৩] হয় না, প্রলয়কালে তাহাদের নাশ কি করিয়া হইবে? অতএব, হে ধনঞ্জয়, যাহারা এই জ্ঞানের অনুসরণ করে, তাহারা জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া আমার স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়।" এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য জাগাইবার জন্য[৪] অত্যন্ত প্রেমসহকারে জ্ঞানের মাধুর্য্যের[৫] প্রশংসা করিলেন। (৬০) তখন অর্জ্জুনের এক অন্য প্রকারের অবস্থা হইল, সর্ব্বাঙ্গে যেন কান উৎপন্ন হইল, এবং তিনি সম্পূর্ণ অবধানের মূর্ত্তি হইয়া গেলেন (একাগ্রতায় তন্ময় হইলেন); এখন ভগবানের প্রেমপূর্ণ উৎসাহ অর্জ্জুনের হৃদয় এমনভাবে গ্রাস করিল, যে তাহার নিরূপণ আকাশেও ধরিয়া রাখা যায় না (তাহার পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না); তখন ভগবান বলিলেন—"হে প্রজ্ঞাকান্ত (বুদ্ধিমান) অর্জ্জুন, আমার বক্তৃতা[৬] আজ উজ্জ্বল (ধন্য) হইল, কারণ তোমাকে আমার বাণীর যোগ্য শ্রোতারূপে পাইয়াছি; এই ত্রিগুণরূপী ব্যাধ মূল একস্বরূপ আমাকে কি করিয়া অনেকভাবে দেহপাশে বদ্ধ করে; এবং ক্ষেত্র (মায়া) সংযোগে আমি কেমন করিয়া এইসব জগৎ সৃষ্টি করি, তাহাই এখন ত্বরা করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমার সঙ্করূপ বীজ হইতেই ভূতরূপ ফসল উৎপন্ন হয়, এইজন্যই প্রকৃতিকে 'ক্ষেত্র' বলে;

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

আর, প্রকৃতির যে মহদ্‌ব্রহ্ম এই নাম,—ইহার কারণ এই যে প্রকৃতিই

১ ঘটাকাশ যেমন আকাশ হয়; ২ মূল দীপের জ্যোতির মধ্যে;
৩ বন্ধন; ৪ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইবার জন্য; ৫ মহত্ত্বের;
৬ বক্তৃতাশক্তি;

মহদাদিতত্ত্বের বিশ্রামস্থল; হে অর্জ্জুন, ইহা হইতেই বিকারের বহুপ্রকারে বলবৃদ্ধি হয়,—তাই ইহাকে মহদ্‌ব্রহ্ম বলে, জানিবে; 'অব্যক্ত'মতবাদী ইহাকে 'অব্যক্ত' বলে, সাংখ্যবাদের 'প্রকৃতি' ইহাই; বৈদান্তিকগণ ইহাকে 'মায়া' আখ্যা প্রদান করে, পরন্তু, হে প্রাজ্ঞশিরোমণি, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কি লাভ? এই প্রকৃতিই 'অজ্ঞান'; (৭০) হে ধনঞ্জয়, আপনার আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিই এই অজ্ঞানের স্বরূপ; ইহার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে—দীপ জ্বালাইলে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়,—তেমনি বিচার ভিন্ন[১] ইহার স্বরূপ দেখা যায় না; দুধ নাড়িতে থাকিলে যেমন তাহার সর নষ্ট হয়, না নাড়িলে উপরে সর ভাসিয়া উঠে; অজ্ঞান গাঢ় সুষুপ্তির ন্যায়, যাহাতে জাগৃতিও থাকে না, স্বপ্নও দেখা যায় না,—অথবা যাহা আত্মস্বরূপ সমাধিও নহে; কিম্বা বায়ুর সঞ্চরণ না থাকিলে আকাশ যেমন শান্ত ও স্থির ('বন্ধ্যা ও শূন্য') থাকে, অজ্ঞানও ঠিক তদ্রূপ; ঐ দূরের বস্তুটি স্তম্ভ কি মানুষ, নিশ্চয়ভাবে বলা যায় না,—পরন্তু, 'কে জানে? একটা কিছু দেখা যাইতেছে'—ইহাই মনে হয়; তেমনি, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সঠিক দেখা যায় না, পরন্তু ইহা যে অন্য কোনও বস্তু, তাহাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; দিনও নহে, রাত্রিও নহে, তাহাদের সন্ধিস্থলে যেমন সায়ংকাল, তেমনি, যাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানও নহে, আত্মজ্ঞানও নহে; —এইরূপ কোনও এক অবস্থা—তাহাকেই 'অজ্ঞান' বলে; আর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন চৈতন্যের (আত্মতত্ত্বের) নামই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'; অজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করে, এবং আপন শুদ্ধস্বরূপ জানিতে দেয় না—ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞের রূপ (লক্ষণ) জানিবে; (৮০) (প্রকৃতি ও পুরুষ,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ তাহা ইহাই—হে বৎস, ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখ,—ইহাই সত্তার (আত্মতত্ত্বের) নৈসর্গিক স্বভাব; এখন, অজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া চৈতন্য-বস্তু (আত্মা) আত্মস্বরূপকে দেখে, পরন্তু, তাহার অনেক রূপের আভাস হয়, এবং (কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা) তাহা বুঝিতে পারে না; যেমন কোনও দরিদ্র ব্যক্তি ভ্রমে পতিত হইয়া বলে—'ওরে, আমি রাজা হইয়াছি', কিম্বা কেহ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবার পর বলে—'আমি স্বর্গলোক হইতে আসিলাম'; তেমনি, দৃষ্টিবিভ্রম হইলে যে যে পদার্থ ভাসমান হয়, তাহাকেই সৃষ্টি বলে, এই

---

১ বিচার করিলে; বিচারের সময়;

সৃষ্টি আমা হইতেই উৎপন্ন হয় ; +এ বিষয়ে যাহাতে কোনও ভ্রম না হয় এই-ভাবে আমি পুনরায় এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, পরন্তু, তুমি স্বয়ং ইহা অনুভব করিয়া উপলব্ধি কর ; আমার অবিদ্যারূপী এই গৃহিণী অনাদি, তরুণী, এবং অবর্ণনীয় গুণে ভূষিত ; আমি যখন নিদ্রিত, ইহা (মায়া) তখন জাগিয়া থাকে, এবং আত্মসত্তার সহিত সংযোগ হইলে গর্ভিণী হয় ; প্রাকৃতিক আটটি বিকারের সহায়তায় মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আপনার উদরে গর্ভের পোষণ (প্রতিদিন বৃদ্ধি) করে ; ইহার রূপ বর্ণনা করা যায় না, ইহার ব্যাপকতা অপরিমেয়, যাহারা নিদ্রিত (অজ্ঞানে আচ্ছন্ন) ইহা তাহাদের সমীপস্থ, যাহারা জাগ্রত, তাহাদের হইতে দূরে অবস্থিত ; (প্রকৃতি ও পুরুষের) উভয়ের সংযোগ হইলে প্রথমে বিচারশক্তির (বুদ্ধিতত্ত্বের) বিকাশ হয়।[১] বুদ্ধিতত্ত্বদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মন জন্মগ্রহণ করে। (৯০) মনের তারুণ্য[২] অহঙ্কারতত্ত্ব রচনা করে, অহঙ্কার হইতে (পঞ্চ) মহাভূতের অভিব্যক্তি হয়। আর, মহাভূতের স্বভাবই এই যে ইহা 'বিষয়' ও 'ইন্দ্রিয়'-গণের সহিত সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকে, (ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আসক্তির সম্বন্ধ) এবং এইজন্যই ইহারাও মহাভূতের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ; বিকারক্ষোভ হইলে, পরে গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়,—এইভাবে গর্ভ তৎকালে[৩] সম্পূর্ণ হয় ; বৃক্ষের উৎপত্তির ব্যাপার[৪] এই যে,—বীজকণিকা জলের সংস্পর্শে আসিলেই যেমন তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় ; তেমনি, আমার সঙ্গপ্রাপ্তি হইলেই অবিদ্যা আপনা হইতেই[৫] নানা নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে ;" হে সুজনশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, এই গর্ভগোলক কি প্রকারে নানারূপ প্রাপ্ত হয় এখন তাহাই শ্রবণ কর ; উহাতে, অণ্ডজ, স্বেদজ, জারজ ও উদ্ভিজ্জ[৭]—এই চারি প্রকার অবয়ব সহজে উৎপন্ন হয় ; গর্ভরসে ব্যোম ও বায়ুর সংযোগে 'অণ্ডজ' বিভাগরূপ অবয়ব উৎপন্ন হয় ; উদরের মধ্যে যখন তম ও রজোগুণের সহিত যুক্ত হইয়া জল ও তেজের আধিক্য হয়, তখন 'স্বেদজ' বিভাগের উৎপত্তি

+ পাঠান্তরে এখানে আর একটি ওবী আছে—"স্বপ্নের মোহে পড়িয়া যেমন কোনও মনুষ্য আপনাকে নানারূপে দেখিতে পায়, আত্মস্বরূপের বিস্মরণ হইলে আত্মাও ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হয়।"

১ বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয় ; ২ তরুণী (স্ত্রী) মমতা ;
৩ ব্যর্থ ; ৪ পরিণতি ; ৫ তীব্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ; ৬ অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে ; ৭ উদ্ভিজ ;

হয়; পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের প্রাবল্য হইলে উহাতে যখন কেবল নিকৃষ্ট তমোগুণ থাকে, তখন 'স্থাবর' বর্গ উৎপন্ন হয়—এবং তাহাকেই 'উদ্বীজ'[১] বিভাগ কহে। (১০০) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় মন ও বুদ্ধি আদি স্বাভাবিক ভাবে[২] হয় (কার্য্য করে) এবং ইহাই 'জারজ' বিভাগের উৎপত্তি, জানিবে; এই চারিটি বিভাগ তাহার সরল হস্ত ও চরণতল, স্থূল (অষ্টধা) মহাপ্রকৃতি তাহার মস্তক; প্রবৃত্তি তাহার মোটা উদর, নিবৃত্তি তাহার সরল পৃষ্ঠ, অষ্ট সুরযোনি তাহার উর্দ্ধাঙ্গ, স্বর্গ তাহার বিকশিত কণ্ঠ-প্রদেশ, মৃত্যুলোক তাহার মধ্যভাগ, অধোদেশ (পাতাললোক) তাহার সুগঠিত নিতম্ব, দেখ, মায়া এমনি একটি বালক প্রসব করিল—এই ত্রিলোক তাহার সুপুষ্ট বাল্যাবস্থা; চুরাশি লক্ষ যোনি তাহার হস্তপদাঙ্গুলী ও অস্থির সন্ধিস্থল,—এই বালক দিন দিন বাড়িতে থাকে; নানা প্রকারের দেহ, অবয়ব ও নামরূপের অলঙ্কার পরাইয়া মায়া তাহার বালককে নিত্যনূতন মোহরূপী স্তন্যপান করাইয়া বাড়াইতে থাকে; এই বালকের করাঙ্গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিরূপী অঙ্গুরী শোভা পায়,—এই অঙ্গুরীর জ্যোতিঃও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; এইপ্রকার একমাত্র একটি সহজ-সুন্দর চরাচর-স্বরূপ বালককে প্রসব করিয়া প্রকৃতি অভিমানে স্ফীত হয়; এই বালকের প্রভাতকাল ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নকাল বিষ্ণু আর সন্ধ্যাকাল সদাশিব; (১১০) এই বালক খেলা সাঙ্গ করিয়া মহাপ্রলয়ের শয্যায় নিদ্রিত হয়, এবং কল্পোদয়ে বিষমজ্ঞানে (অর্থাৎ বিপরীতজ্ঞান বা অজ্ঞানের মোহে) জাগ্রত হয়; হে অর্জ্জুন, এই-ভাবে অজ্ঞানের ('মিথ্যাদৃষ্টির') ঘরে এই বালক ক্রীড়াকৌতুকে যুগান্তকাল কাটাইয়া দেয়; সঙ্কল্প ইহার ইষ্ট,—অহঙ্কার ইহার সমীপস্থ হইলে জ্ঞান-দ্বারা ইহার অস্ত হয়; § এখন অনেক বলা হইল; এইভাবে মায়া বিশ্ব প্রসব করিয়াছে, তাহাতে আমার সত্তাও উত্তমরূপে সাহায্য করিয়াছে।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

---

১ উদ্ভিজ, ২ সজ্জিত হয়,

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"সঙ্কল্প ইহার ইষ্ট, অহঙ্কার ইহার চিহ্ন, শুধু জ্ঞানদ্বারাই ইহার অন্ত হয়"।

এইজন্য, হে পাণ্ডুসুত, আমি পিতা, মহদ্‌ব্রহ্ম (মূলমায়া) মাতা, এবং এই জগডম্বর (বিশ্ববিস্তার) আমাদের সন্তান; এখন, সংসারে বিভিন্ন আকারের শরীর দেখিয়া তোমার চিত্তে যেন কোনও ভেদভাবের উদয় না হয়, কারণ সর্ব্বভূতে মন ও বুদ্ধি সব একরূপ; একই শরীরে কি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব থাকে না? তেমনি, (নানারূপে ভাসমান) এই বিচিত্র বিশ্ব মূলতঃ একই; দেখ, একই বীজ হইতে যেমন (বৃক্ষে) উঁচু নীচু, বিষম (অসমান) ও পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারের শাখা উৎপন্ন হয়; আর, (আমাদের মধ্যে) সম্বন্ধও তেমনি—যেমন মৃন্ময় ঘটের (মৃত্তিকার সহিত), কিম্বা পটত্ব যেমন কার্পাসের মধ্যে থাকে;† অথবা, সাগর হইতে উৎপন্ন অসংখ্য তরঙ্গমালা যেমন সাগরের সন্ততি, তেমনি আমার সহিত এই চরাচর জগতের সম্বন্ধ; (১২০) সুতরাং যেমন অগ্নি ও অগ্নিশিখা মূলতঃ শুধু অগ্নিই, তেমনি সকল বিশ্বই আমার স্বরূপ,—আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে ইহা ব্যর্থ কল্পনা; জগৎ সৃষ্টি হইলে যদি আমার স্বরূপ লোপ পায়, তবে কাহার তেজে এই সারা জগৎ প্রকট হয়? মানিক কি তাহার তেজের মধ্যে লুপ্ত হয়? কিম্বা, স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে কি স্বর্ণের সত্তা নষ্ট হইয়া যায়? কমল পদ্ম বিকশিত হইলে কি কমলত্বের নাশ হয়? হে ধনঞ্জয়, বল, অবয়বগুলি কি অবয়বীকে (শরীরধারীকে) ঢাকিয়া ফেলে,—'না, তাহার রূপ (অবয়ব) মাত্র? জোয়ারের গাছ বাড়িয়া যখন শস্য পাকিয়া উঠে, তখন কি বলিব যে ইহা নষ্ট হইল, না প্রসারিত হইল? সুতরাং, জগৎকে একপাশে সরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইবে—ইহা সম্ভব নহে, কারণ এই সারা বিশ্বই আমি; হে বীর, জীব সম্বন্ধে এই শুদ্ধ সত্য সিদ্ধান্ত নিজের মনে গাঁথিয়া রাখ;

এখন আমি বিভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাসমান—এইরূপ মনে হয়, কারণ আমি ত্রিগুণের বন্ধনে বদ্ধ; হে কপিধ্বজ, স্বপ্নে মনুষ্য যেমন নিজে উঠিয়া কল্পনাবশে নিজের মৃত্যু ভোগ করে; কিম্বা, পাণ্ডুরোগ হইলে যেমন চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং সেইজন্য রোগী যাহা দেখে তাহাই পীতবর্ণ দেখায়; (১৩০) অথবা, সূর্য্যের প্রকাশেই যেমন মেঘ দেখা যায়, আর ঐ মেঘদ্বারা

† এই ওবীর পাঠান্তর—"আর (আমাদের মধ্যে) সম্বন্ধও তেমনি, যেমন মাটি হইতে ঘটরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়, কিম্বা পটত্ব যেমন কার্পাসের নাতি হয়।"

সূর্য্য ঢাকিয়া গেলেও যেমন তাহাও সূর্য্যের প্রকাশেই দেখা যায়; অথবা, আপন শরীর হইতে উৎপন্ন নিজের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়া যেমন ভীত মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করে ;§ তেমনি, নানা দেহে আমিই নানা রূপে প্রকাশিত হই—ইহাতে যে বন্ধন হয়, তাহারি কথা শুন; 'আমি বদ্ধ না মুক্ত',—এই প্রশ্ন আত্মস্বরূপের জ্ঞানের অভাবেই উঠে; হে অর্জ্জুন, কোন্ গুণের জন্য এবং কিভাবে আমার এমন বন্ধন হয়,† এখন তাহাই শুন; গুণের কি ধর্ম্ম, ইহাদের নাম কি, এবং কোথা হইতে উহারা উৎপন্ন হয়, ইহারই রহস্য শ্রবণ কর।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

সত্ত্ব, রজঃ ও তম,—গুণের এই তিনটি নাম, আর, প্রকৃতি হইতেই ইহাদের উৎপত্তি; ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ উত্তম, রজোগুণ মধ্যম,—তিনটির মধ্যে তমোগুণই স্বভাবতঃ অধম; এই তিনটি গুণই একই মনোবৃত্তির মধ্যে থাকিতে পারে,—যেমন একই দেহে তিনটি অবস্থা—(বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধাবস্থা); কিম্বা, খাঁটি সোনার সহিত ক্রমশঃ খাদ মিশাইলে যেমন যেমন ওজন বাড়ে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সোনার কস নামিতে নামিতে পাঁচে দাঁড়ায়; (১৪০) কিম্বা, মানসিক সতর্কতা আলস্যে ডুবিয়া গেলে যেমন নিদ্রা আসিয়া দৃঢ়ভাবে বসে; তেমনি, অজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া যে বৃত্তি বিস্তারলাভ করে, তাহা সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বার দিয়া তমোগুণে প্রবেশ করে; হে অর্জ্জুন, ইহাদের নামই গুণ,—এখন ইহারা কি প্রকারে বন্ধক হয়, তাহারি লক্ষণ বলিতেছি; আত্মা যখন ক্ষেত্রজ্ঞদশায় অর্থাৎ জীবাত্মারূপে শরীরে সামান্য প্রবেশ করে, তখনই 'এই দেহই আমি'—এইরূপ বলিতে আরম্ভ করে; জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহধর্ম্মের বিষয়ে যখন মমত্বের অভিমান পোষণ করে;—যেমন মৎস্যের মুখে আমিষের টোপ পড়িলেই মৎস্যশিকারী টোপে ঝট্‌কা মারিয়া তাহাকে গাঁথিয়া ফেলে;

---

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"দেখিয়া ভীত হয়, পরন্তু, ছায়া হইতে কি ভিন্ন ?"

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—"গুণ কয় প্রকারের এবং তাহাদের ধর্ম্ম কি";

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

তেমনি, সত্ত্বরূপী ব্যাধ সুখ ও জ্ঞানের জাল টানিতে আরম্ভ করে এবং জীবাত্মা হরিণের ন্যায় তাহাতে আটকাইয়া পড়ে; ঐ অবস্থায় জীবাত্মা জ্ঞানের অভিমানে আস্ফালন করে, সুখের উপর লাথি মারে,[১] এবং হস্তগত আত্মসুখ ফেলিয়া দেয়; তখন, বিদ্বান বলিয়া কেহ মানিলে তুষ্ট হয়, সামান্য (সুখ) লাভেই হর্ষের সীমা থাকে না, এবং তাহার মনে এই আত্মশ্লাঘা হয় যে "আমি বাস্তবিকই সুখী"; বলে—"আমার কি ইহা সৌভাগ্য নহে?" "আমার মত সুখী আজ আর কেহই নাই",—এইভাবে সাত্ত্বিক ভাবের বিকারে ফুলিয়া উঠে; (১৫০) শুধু ইহাই নহে, আর একটী বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হয়—তাহার অঙ্গে পাণ্ডিত্যের ভূত আসিয়া চাপে; নিজেই সে জ্ঞানস্বরূপ, এই জ্ঞান সে হারাইল তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, পরন্তু বিষয়জ্ঞানে সে আকাশের সমান ফুলিয়া উঠে; যেমন কোনও রাজা স্বপ্নে ভিখারী হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া মনে করে "ইহা খুব ভাল হইল, আমি কি ইন্দ্রের ন্যায় ভাগ্যবান নই?" তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, দেহাতীত আত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান দ্বারা প্রতারিত হয়; প্রবৃত্তিশাস্ত্রে নিপুণ হয়, যজ্ঞবিদ্যায় তাহার জ্ঞান হয়, শুধুই ইহাই নহে, স্বর্গের খবর পর্য্যন্ত রাখে; আর বলিতে থাকে—"আমার সমান কেহই জ্ঞানী নহে, চাতুর্য্যচন্দ্র আমার চিত্তগগনে উদিত হইয়াছে"; এইভাবে সত্ত্বগুণ জীবাত্মাকে সুখ ও জ্ঞানের রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রজ্জুবদ্ধ বলদের ন্যায় পঙ্গু করিয়া ফেলে; এখন এই শরীরধারী জীবাত্মা রজোগুণের দ্বারা কিভাবে বদ্ধ হয় তাহাই বলিতেছি, শুন;

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

ইহাকে রজোগুণ কহে কারণ ইহা জীবাত্মাকে তরুণ কামনা বাসনা দ্বারা সবাহ্য রঞ্জিত করে; ইহা স্বল্প পরিমাণেও জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলে,

১ জ্ঞানের উপর বিতৃষ্ণ হয়;

তাহাকে বিষয়ভোগের মার্গে লাগাইয়া দেয় এবং সে বাসনার বায়ুর উপর আরূঢ় হয়; (১৬০) প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড বজ্রাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলে[১] যেমন ছোট বড় সবই গ্রাস করে; তেমনি, বিষয়ভোগের ইচ্ছা প্রবল হইলে দুঃখ-মিশ্রিত বিষয়ও সুমিষ্ট বোধ হয়, এবং ইন্দ্রের বৈভব লাভ হইলেও তাহা কম মনে হয়; সেই বিষয়তৃষ্ণা বাড়িয়া গেলে মেরুপর্ব্বত হস্তগত হইলেও (সেই তৃষ্ণা মেটে না) বিষয়প্রাপ্তির জন্য অন্য কিছু ভয়ানক কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়; "আজ যাহা আছে খরচ করি, কিন্তু কাল কি হইবে?"—ইহা ভাবিয়া আশার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার ব্যবসা বাড়াইতে চেষ্টা করে; কড়ির (অর্থের) জন্য জীবনপাত করিতে প্রস্তুত হয় ("জীবনকে অর্থের কাছে আরতি করিয়া বলি দেয়"), তৃণ পরিমাণ বস্তু লাভ হইলে কৃতকৃত্য হয় (আপনাকে ধন্য মনে করে); বলে—"স্বর্গে তো যাইব, তবে সেখানে কি খাইয়া থাকিব?"—আর এই জন্যই যাগযজ্ঞ করিতে দৌড়ায়; ব্রতের পর ব্রত করিয়া যায়, ইষ্টপূর্ত্তির (যাগযজ্ঞাদি ও জনহিতকর কার্য্য) আচরণ করে, কাম্য ভিন্ন অন্য কর্ম্মে হাত দেয় না; হে বীর, গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তে বায়ু যেমন বিশ্রাম জানে না, তেমনি এই ব্যক্তিও (বিশ্রাম না করিয়া) দিনরাত আপনার ব্যাপার করিয়া যায়; তাহার চঞ্চলতা মৎস্যের চঞ্চলতা, কামিনীর কটাক্ষ বা বিদ্যুতের দ্রুত গতিকেও হার মানায়; তেমনি দ্রুতবেগে সে স্বর্গসংসারের আসক্তির জন্য§ (ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ের লোভে) ক্রিয়া কর্ম্মের অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে; (১৭০) এইভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও দেহধারী জীবাত্মা বাসনার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ হইয়া নানা ব্যাপারের ঝঞ্ঝাট আপন গলদেশে ধারণ করে; এইভাবে রজোগুণের দারুণ বন্ধন দেহধারী জীবাত্মাকে বাঁধিয়া ফেলে; এখন, তমোগুণের কৌশলের কথা শুন:—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

যাহা দ্বারা ব্যবহার-জ্ঞানের দৃষ্টি মন্দ (ক্ষীণ) হয়, যাহা মায়ারাত্রির[২]

---

১ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃত পড়িলে;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

২ মোহরাত্রির;

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ; যাহা অজ্ঞানের জীবন, যাহার মায়ায় ভুলিয়া এই বিশ্ব নাচিতে থাকে; যাহা অবিচারের মহামন্ত্র, যাহা মূর্খতা (অজ্ঞান) রূপী মদিরার পাত্র,—আর কি বলিব? যাহা জীবের পক্ষে মোহনাস্ত্র হইয়া আছে; হে পার্থ, তাহাকেই তমঃ বলে; ইহা দেহাভিমানীর চতুর্দ্দিকে একটী বর্ম্ম (রহস্য) রচনা করে; যখন এই তমোগুণরূপ বিকার[১] চরাচর জগতের অঙ্গে বাড়িতে থাকে, তখন সেখানে অন্য কোনও গুণ আসিতে পারে না; সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়তা প্রাপ্ত হয়, মনের মধ্যে মূঢ়তা আসে, এবং আলস্যের বলবৃদ্ধি হয়; তখন জীব অঙ্গমোড়া দিতে থাকে, কর্ম্মে তাহার রুচি থাকে না, এবং সর্ব্বক্ষণ জৃম্ভণ করিতে থাকে; হে কিরীটি, ঐ অবস্থায় চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না,—কেহ তাহাকে না ডাকিলেও সে "হাঁ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়; (১৮০) প্রস্তরখণ্ড একবার ভূমিতে পড়িলে যেমন আর নড়ে না, (পাশ ফেরে না) তেমনি এই ব্যক্তি এক অবস্থায় থাকিলে আর নড়িতে চায় না;† পৃথিবী রসাতলে যাউক, কিম্বা আকাশ পর্য্যন্ত উঠুক, পরন্তু ইহার মনে উঠিবার ইচ্ছা হয় না; আলস্যে লুটাইতে থাকিলে অন্তরে সমস্ত উচিতানুচিত জ্ঞান লোপ পায়, যেখানে পড়িয়া থাকে সেখানেই লুটাইতে ইচ্ছা হয়; করতল উঠাইয়া কপালে আঘাত করে, কখনও বা হাঁটুর উপর মস্তক রাখে; আর নিদ্রা বিষয়ে তাহার এত বেশী আসক্তি যে, নিদ্রা আসিলে তাহার স্বর্গলাভও ক্ষুদ্র মনে হয়; ব্রহ্মার আয়ু লাভ করিব, এবং এই আয়ুষ্কাল নিদ্রায় কাটাইব—ইহাই তাহার ইচ্ছা,—ইহা ব্যতীত তাহার অপর কোনও ব্যসন নাই, পথে বেগে চলিতে চলিতে[২] যদি শুইয়া পড়ে, তবে নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া যায়, আর নিদ্রা আসিলে অমৃতও লইতে চায় না; যদি তাহাকে কোনও সময়ে জোর করিয়া কাজ করিতে বাধ্য করা হয়, তবে সে ক্রোধে অন্ধ হয়; কখন কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কাহাকে কি বলা উচিত, কোন্ কার্য্য করিবার যোগ্য, কোন্‌টি নয়,—এসব কিছুই জানে না। পতঙ্গ যেমন

১ একা;

† এই ওবীর পাঠান্তর:—"প্রস্তরখণ্ড পড়িলে যেমন পাশ ফিরিতে পারে না, তেমনি একবার তন্দ্রাভিভূত হইলে আর চক্ষু খুলিতে চায় না।"

২ থামিয়া গেলে; পথে যাইবার সময়;

নিজের পাখা দ্বারাই বনের আগুন নিবাইবার ইচ্ছা করে; (১৯০) তেমনি এই ব্যক্তিও কারণ বিনাই সহসা[১] উৎকট ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,—বেশী কি বলিব? এমনি ভাবে কেবল প্রমাদেই তাহার রুচি হয়। নিরুপাধি শুদ্ধ জীবকে এইভাবে তমোগুণ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ, এই ত্রিবিধ পাশে বন্ধন করে; কোনও কাষ্ঠে আগুন ধরিলে অগ্নি ঐ কাষ্ঠের আকার ধারণ করে, ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ ঘটাকাশরূপে ভাসমান হয়; অথবা একটি সরোবর জলে পূর্ণ হইলে তাহাতে চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি গুণাভাসে[২] আত্মাও বদ্ধ হয় এমনি মনে হয়।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

কফ ও বায়ুকে সরাইয়া পিত্ত যখন শরীরে প্রবল হয়, তখন যেমন শরীর সন্তপ্ত হয়; কিম্বা, বর্ষার অন্তে, (সব ঋতুকে) জয় করিয়া যেমন শীতের আগমন হয়, এবং তখন আকাশে শৈত্যের সঞ্চার হয়; অথবা, স্বপ্ন ও জাগৃতির লোপ হইলে যখন সুষুপ্তি থাকিয়া যায় তখন ক্ষণকালের জন্য ধৃতিও[৩] যেমন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তেমনি রজঃ ও তমোগুণকে দাবাইয়া যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন জীব বলিতে থাকে, "আমি কত সুখী"; তেমনি যখন সত্ত্ব ও রজোগুণ লোপ পায় এবং তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সহজেই জীব প্রমাদের বশীভূত হয়; অনুরূপভাবে যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে দাবাইয়া রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠে; (২০০) তখন দেহের স্বামী দেহী (জীবাত্মা) "কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু সুন্দর[৪] বস্তু নাই"—ইহাই মনে করে।+

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

---

১ সাহসের সহিত; ২ গুণরূপ পাশে; ৩ চিত্তবৃত্তি; চিদ্‌বৃত্তি; ৪ ভাল;

+ পাঠান্তরে ইহার পর অন্য একটি ওবী আছে:—"আমি তিনটি শ্লোকে ত্রিগুণবৃদ্ধি নিরূপণ করিলাম জানিবে; এখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির লক্ষণের কথা বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর";

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিয়া যখন দেহে সত্ত্বগুণ বাড়ে, তখন তাহার এই সব লক্ষণ দেখা যায় ; বসন্ত ঋতুতে কমলের সুগন্ধ যেমন (চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে), তেমনি, প্রজ্ঞা অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসে ; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিবেক জাগ্রত থাকিয়া কর্ম্ম করে, এবং হস্তপদাদি সত্যই এক অদ্ভুত দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় ; রাজহংসের সম্মুখে নীর ও ক্ষীরের সমস্যা রাখিলে যেমন সে তাহার চঞ্চুর অগ্রভাগ ব্যবহার করিয়া সে সমস্যার সমাধান করে ; তেমনি ইহার ইন্দ্রিয়গ্রামই দোষাদোষ পরীক্ষা করিয়া তাহার বিচার করে, এবং "নিয়ম" (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) সেবক হইয়া তাহার সেবা করে ; যে কথা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহার কান তাহা বর্জ্জন করে, যে বস্তু দেখিবার যোগ্য নহে, তাহার চক্ষু তাহার দিকে তাকায় না, যে বাক্য বলা উচিত নহে, তাহার জিহ্বা তাহা সযত্নে পরিহার করে ; দীপের সম্মুখে যেমন অন্ধকার পলাইয়া যায় তেমনি নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না ; বর্ষাকালে যেমন কোনও মহানদী দুকূল ছাপাইয়া বিস্তৃত হয়, তেমনি তাহার বুদ্ধি সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে প্রসারিত হয় ; পূর্ণিমার দিবসে (রাত্রে) চন্দ্রের প্রভা যেমন আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞানবৃত্তি তেমনি চতুর্দ্দিকে[১] বিস্তার লাভ করে ; (২১০) বাসনা একস্থানে স্থির হইয়া যায়, প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয় (পশ্চাতে হটে), মন শ্রান্ত হইয়া সুখের উপর বিশ্রাম করে§ ; এমনি ভাবে,

১ তাহার বৃত্তিজ্ঞানের সীমার মধ্যে ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"মন বিষয়ভোগে বিরক্ত হয়" ;

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার লক্ষণগুলি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে; আর যদি এই অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া যায়; গৃহে সম্পত্তি বা ধনবৃদ্ধির সঙ্গে যদি উদার মনোবৃত্তি থাকে,[১] তবে পরলোকের সাধন (স্বর্গলাভ) ও ইহলোকে কীর্ত্তি হয়; কিম্বা, সুকাল হইলে (প্রচুর ধান্যের ফসল হইলে) ভোজের উৎসব লাগিয়া যায় এবং স্বর্গ হইতে প্রিয় অতিথিগণ আসিয়া উপস্থিত হন; হে ধনঞ্জয়, এইরূপ উত্তম মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের তুলনা কোথায়? তেমনি, সত্ত্বগুণে দেহান্ত হইলে ইহা ভিন্ন আর কোন্ গতি হইতে পারে? ইহার কারণ এই যে, গুণের শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, সত্ত্বগুণ লইয়া জীবাত্মা যখন এই ভোগক্ষীণ[২] দেহ ত্যাগ করিয়া বাহির হয়; অকস্মাৎ এইভাবে যাহার মৃত্যু হয়, সে কেবল সত্ত্বেরই নবীন মূর্ত্তি হইয়া যায়;—আর বেশী কি বলিব? সে (পরজন্মে) জ্ঞানিজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে; হে ধনুর্দ্ধর, রাজা যদি স্বীয় রাজবৈভব সহ কোনও পর্ব্বতের উপর গিয়া বসে, তবে কি তাহার কোনও ন্যূনতা হয়? বল। অথবা, হে পাণ্ডব, যদি কোনও দীপকে এক গ্রাম হইতে নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামে লওয়া হয়, তবে কি উহা সেখানেও সেই দীপই থাকিবে না? তেমনি, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ জ্ঞানের অত্যধিক বৃদ্ধি করে, এবং বুদ্ধি বিবেকের সাগরে তরঙ্গের ন্যায় ভাসিতে থাকে; (২২০) মহদাদি সমস্ত তত্ত্বের অনুক্রম বিচার করিয়া, অন্তে জীবাত্মা ঐ বিচারের সহিত যাহার মধ্যে লীন হয়, যাহা ছত্রিশ তত্ত্বের পর সাঁইত্রিশ তত্ত্ব, অথবা (সাংখ্যে বর্ণিত) চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যাহা নৈসর্গিক তিন গুণের ওপারে চতুর্থ তত্ত্ব; এই যে সর্ব্বোত্তম স্থিতি তাহা সুগম হইলে, তাহারই বলে এমন দেহ প্রাপ্ত হয় যাহার তুলনা নাই; এই প্রকারে, দেখ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে† দাবাইয়া, রজোগুণ যখন প্রবল হয়; তখন নিজের কার্যক্রম দ্বারা এই দেহরূপ গ্রামে এক প্রচণ্ড হাঙ্গামা (ধুমধাম) বাধাইয়া তোলে,—ঐ সময়ে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঝটিকাবর্ত্ত উঠিলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত জিনিস একত্র করিয়া উড়াইয়া লয়, তেমনি (রজো-গুণের প্রাবল্য হইলে) ইন্দ্রিয়গ্রামকে অসংযতভাবে বিষয় ভোগ করিবার

১ ধর্ম্মবৃত্তির উদয় হয়; মনোবৃত্তির উদয়; ঔদার্য ও ধৈর্য্যবৃত্তি,

২ ভোগ ও মোক্ষের সাধক;

† (ত্রয়োদশ অধ্যায় ৬১৭);

জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়; পরদারাদি-গমন সে নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না, মন তাহার[১] ছাগলের মুখের ন্যায় যথেচ্ছভাবে চরিয়া বেড়ায়; তাহার লোভ এত অধিক বাড়িয়া যায় যে, যে বস্তু তাহার আয়ত্তের বাহিরে শুধু তাহাই তাহার স্বৈরাচার (গ্রাস) হইতে নিষ্কৃতি পায়; আর, হে ধনঞ্জয়, উহার সম্মুখে যে কোন কার্য্যই উপস্থিত হউক না কেন, উহার প্রবৃত্তি সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে দেয় না; তেমনি 'একটি প্রাসাদ[২] তৈরী করিব' কিম্বা 'অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব'—এইরূপ বৃহৎ (উদ্ভট) কল্পনা ও কখন কখনও তাহার মাথায় উঠে; (২৩০) (কখনও মনে করে) একটি নগর গঠন করিতে হইবে, বা বৃহৎ উদ্যান রচনা করিতে হইবে, অথবা নানাপ্রকারের জলাশয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এইরূপ অনেক অপরিমিত বৃহৎ কর্ম্মের পরিকল্পনা করিয়া আরম্ভ করে, এবং উহার ঐহিক বা পারলৌকিক সুখলালসা কখনও পূর্ণ হয় না; উহার অন্তঃকরণ এমন উৎকট ও প্রচণ্ড সুখাভিলাষে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে, যে তাহার তুলনায় সাগরও (সাগরের বিশালতা) কিছুই নহে,—নিজের অঙ্গের জন্য[৩] তিন কড়িও খরচ করিতে চায় না; মনের আগে আগে স্পৃহা (ভোগলালসা) আশার বশীভূত হইয়া দৌড়ায় এবং এই ভোগস্পৃহার চাপে সারা বিশ্বকে পদদলিত করে; এইভাবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, এইসব চিহ্নগুলি সহজে প্রকট হয়;—আর এই অবস্থায় যদি মৃত্যু ঘটে; § তবে এই সমস্ত গুণের সহিত যুক্ত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করে,—পরন্তু মনুষ্যযোনিই প্রাপ্ত হয়; একটি ভিখারী যদি সর্ব্বসুখপূর্ণ রাজপুরীতে[৪] গিয়া বসে, তবে কি সে রাজা হইয়া যায়? যাহারই বরযাত্রী লইয়া যাউক না কেন, বলদের ভাগ্যে 'কডবা' (বিচালি) ভিন্ন অন্য কিছুই জোটে না; অতএব, যাহাদের সাংসারিক ব্যাপার দিবারাত্রি বন্ধ[৫] না করিয়া চলিতে থাকে, ইহাকে তাহাদের পর্য্যায়ে ফেলা যায় ('তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসে'); সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে ব্যক্তি রজোগুণের

১ এবং; ২ "প্রসাদ"—"প্রাসাদে"র অপপাঠ; ৩. অগ্নির (দাহিকা শক্তির) কোনও মূল্য নাই;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"আর এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যের সময় যদি দেহপাত হয়";

৪ রাজমন্দিরে; রাজভবনে; ৫ বিশ্রাম;

বৃদ্ধিরূপ গভীর জলে ডুবিয়া মরে, সে পুনরায় কর্ম্মপ্রবণ লোকের মধ্যেই জন্ম-গ্রহণ করে ; (২৪০) তেমনি রজঃ ও সত্ত্ববৃত্তি গ্রাস করিয়া যখন তমোগুণ প্রবল হয় ; তখন দেহে যে অন্তর্ব্বাহ্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর ; তখন মন অমাবস্যার রাত্রে রবিচন্দ্র-হীন আকাশের ন্যায় (অন্ধকার) হইয়া যায় ; তেমনি, অন্তঃকরণ অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিহীন ও শূন্য (উদাস)[১] হয় এবং বিচারের ভাষা হারায় (বিচারের শক্তি থাকে না) ; বুদ্ধি তাহার মৃদুতা (তীক্ষ্নতা) এতদূর হারায় যে প্রস্তরখণ্ডও গণিতে পারে না (বুদ্ধি অত্যন্ত জড়তাপ্রাপ্ত হয়), স্মৃতিশক্তিও দেশছাড়া হয় (লোপ পায়) ; সর্ব্ব শরীর অবিচারের (বিবেকশূন্যতার) মত্ততায় ভরিয়া থাকে (নিনাদিত হয়), এবং সে শুধু মূর্খতার লেনদেন করে (সর্ব্ব ব্যাপারে তাহার মূর্খতা প্রকাশ পায়) ; আচার ভঙ্গের অস্থি (সদাচারের উল্লঙ্ঘন) তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে খোঁচা দেয়—যদি তাহাতে মৃত্যুও হয় তথাপি সেই অনাচার করিতে থাকে ; আর একটি কথা এই যে, পেচক যেমন শুধু অন্ধকারেই দেখিতে পায়, (এই তামস জীবের) তেমনি দুষ্কৃতি করিতেই চিত্তে উল্লাস হয় ; যে কোনও নিষিদ্ধ কর্ম্মের নামেই ঐ কর্ম্ম করিবার উৎকট বাসনায় তাহার মন ভরিয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিও সেই বিষয়ের দিকে দৌড়ায় ; মদ্যপান না করিয়াই মদ্যপের ন্যায় টলিতে থাকে, সন্নিপাত না হইলেও প্রলাপ বকে, এবং হৃদয়ে প্রেম না থাকিলেও পাগলের ন্যায় মোহগ্রস্ত হয় ; (২৫০) চিত্ত তাহার স্ববশে থাকে না, অথচ তাহা 'উন্মনা' (সমাধি) অবস্থা নহে, এইভাবে সে সর্ব্বদা মোহে উন্মত্ত অবস্থায় থাকে ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তমোগুণ যখন তাহার বিস্তার লইয়া বাড়ে, তখন তাহা হইতে[২] এই সব চিহ্নই প্রকট হয় ; আর এই বায়ুর ঝাপটায়[৩] যদি মৃত্যুর স্থান হইতে ডাক আসিয়া যায় তবে তেমনি ভাবে তমোগুণের সহিত এই শরীর হইতে বাহির হয় ; রাই (সর্ষপ) আপনার বিশিষ্ট গুণ ও স্বরূপ বীজের মধ্যে রাখিয়া শুকাইয়া (মরিয়া) যায় ; ঐ বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন কি রাই ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে ? যে অগ্নি দ্বারা দীপ জ্বালান হয়, ঐ মল অগ্নি নিবিয়া গেলেও প্রজ্জ্বলিত দীপের

১ বাসনা ; ইচ্ছা ; ২ তমোযোনির ; তমোগুণে পুষ্ট ; ৩ এই অবস্থায় ;

শিখার মধ্যে মূল অগ্নির সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান থাকে (দীপও সর্ব্বতোভাবে সেই অগ্নিই) ; সেইভাবে জীব যখন আপনার সঙ্কল্পের বোঝাগুলি তমোগুণের গাঁঠরীর মধ্যে বাঁধিয়া দেহত্যাগ করে, তখন সে পুনরায় তামস দেহই প্রাপ্ত হয় ; এখন আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন ? তমোগুণের প্রাবল্যের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার পশু, পক্ষী, বৃক্ষ বা কৃমিকীট যোনিতে জন্মলাভ হয়।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছে—যাহা সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই সুকৃতি বা পুণ্যকৃত্য ; অতএব, নির্ম্মল সত্ত্বগুণ হইতে যে সুখ ও জ্ঞানরূপ অপূর্ব ফল সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক ফল কহে ; আর রজোগুণ হইতে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা 'ইন্দ্রাবণী'* ফলের ন্যায়—সুখের রূপ লইয়া আসে কিন্তু অন্তে দুঃখদায়ক ; (২৬০) কিম্বা, নিম্ববৃক্ষের পক্ক ফল যেমন উপরে দেখিতে সুন্দর কিন্তু ভিতরে বিষের ন্যায় কটু, রাজস ক্রিয়ার ফলও তেমনি ; বিষবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন বিষাক্তই হয় তেমনি তামস কর্ম্মের ফলই অজ্ঞান।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

সুতরাং, হে অর্জ্জুন, সূর্য্য যেমন দিনমানের কারণ, তেমনি সত্ত্বগুণই জ্ঞানের কারণ ; আর, আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি যেমন অদ্বৈতভাবের লোপের কারণ,[১] রজোগুণ হইতেই তেমনি লোভের উৎপত্তি হয় ; হে সুবিজ্ঞ অর্জ্জুন, মোহ, অজ্ঞান ও প্রমাদ—এই একত্রীভূত দোষমণ্ডলীর (ত্রিদোষের) তমঃই সর্ব্ব সময়ে মূল কারণ ; করতলগত আমলকী যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি, বিচারের দৃষ্টিতে তোমাকে এই তিনটি গুণের লক্ষণগুলি যথাসময়ে বলিয়াছি ;

* কড়ুবৃন্দাবন—একপ্রকার তিক্তফল ;
১ দ্বৈতভাব আনয়ন করে ;

রজঃ ও তমোগুণ—এই দুইটির বৃদ্ধি অধঃপাতের কারণ, আর সত্ত্বগুণ ভিন্ন অন্য কোনও গুণই জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। এইজন্যই, ভাগবত[১] যেমন সর্ব্বত্যাগ করিয়া চতুর্থী (ভক্তি) মার্গ গ্রহণ করিতে বলে, তেমনি কেহ কেহ আজন্ম সাত্ত্বিক বৃত্তির আচরণ করিয়া থাকে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

তেমনি, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বসময়ে সাত্ত্বিক বৃত্তির আচরণ করে, তাহারা দেহান্তে স্বর্গের রাজা হয়; এই প্রকারে, যাহারা রজোগুণে জীবিত থাকে ও মৃত হয়, তাহারা মৃত্যুলোকে মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করে; (২৭০) সেখানে সুখদুঃখের খিচুড়ী একই থালায় ভক্ষণ করে, এবং এই জন্মমৃত্যুর চক্রে একবার পড়িলে আর উঠিতে পারে না; আর যাহারা তমোগুণেই বাড়ে, এবং এই ভোগক্ষীণ, অক্ষম দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের তামস স্থিতি—তাহারা নরকভূমিতে বাস করিবার পাট্টা পায়; হে পাণ্ডুসুত, এইভাবে, ব্রহ্মের সত্তা হইতে উৎপন্ন এই ত্রিগুণের স্বরূপ ও আকারযুক্ততার[২] সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিলাম; বস্তুতঃ ব্রহ্মের স্বরূপে কোনও বিকার হয় না ('বস্তু আপন বস্তুত্বেই পূর্ণভাবে থাকে'), তবে কার্য্য-বিশেষ (প্রসঙ্গানুক্রমে) আপন গুণের লক্ষণের অনুসরণ করে; যেমন কেহ স্বপ্নে সন্ন্যাসী হয়, অথবা 'আমি রাজা হইয়াছি' দেখে, § এবং স্বপ্নেই তাহার জয়পরাজয় হয়; তেমনি ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ (উত্তম, মধ্যম ও অধম)—এই যে তিনটি গুণভেদ—এই গুণবৃত্তিভেদ[৩] ছাড়িলে ব্রহ্ম কেবল শুদ্ধ বস্তু; পরন্তু আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই—এই পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই তুমি মানিবে না; এখন তোমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই পুনরায় বলিতেছি, শুন—

১ কেহ যেমন···চতুর্থী ভক্তি স্বীকার করিয়া লয়; ২ 'সকারণতা'—মূল কারণের;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"যেমন কেহ স্বপ্নে রাজা হইয়া আপনাকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত দেখে"।

৩ গুণভেদের বৃষ্টি;

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

এই তিনটি গুণ, দেহকে নিমিত্ত করিয়া, নিজ নিজ সামর্থ্যে সহজে উৎপন্ন হয়; অগ্নি যেমন ইন্ধনের আকারে প্রকট হয় অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরের রস যেমন বৃক্ষের রূপ ধারণ করে[1] অথবা, দুগ্ধ যেমন পরিণামে দধিতে রূপান্তরিত হয়, কিম্বা, মিষ্টত্ব যেমন ইক্ষুরূপে মূর্ত হয়; (২৮০) তেমনি, গুণ অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত হইয়া দেহের রূপ ধারণ করে, এবং এইজন্যই বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; পরন্তু, হে ধনুর্দ্ধর, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, (সূক্ষ্ম দেহের সহিত গুণের) এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও, গুণদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না[2]; গুণ আপন ধর্ম্মানুসারে দেহের পশ্চাতের ও সামনের (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) কর্ম্মগুলি আচরণ করায়, সেজন্য নির্গুণ আত্মতত্ত্বের (গুণাতীততার) ন্যূনতা করায় না; এমনিভাবে মুক্তি কেমন সহজে হয় সেই কথাই এখন তোমাকে শুনাইব,—কারণ তুমি জ্ঞানরূপ কমলের মধ্যে রসিক ভৃঙ্গসদৃশ[3]; আর গুণের সহিত সংযোগ হইলেও চৈতন্য গুণী হয় না, (গুণের দ্বারা লিপ্ত হয় না)—পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, এ তত্ত্ব তাহাই*; হে পার্থ, জীবের যখন আত্মবোধ হয় তখন ইহা বুঝিতে পারে,—জাগ্রত হইলে স্বপ্ন যেমন (মিথ্যা) হয়; অথবা তীরে বসিয়া যেমন বুঝা যায় যে নদীর জলে নিজের মূর্ত্তি যে তরঙ্গের হিল্লোলে অনেকধা প্রতিফলিত হইতেছে তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র; কিম্বা, নট যেমন নিজের অভিনয়দক্ষতায় আপনাকে প্রতারিত করে না, তেমনি গুণের সহিত অলিপ্ত থাকিয়া গুণজাত ক্রিয়াগুলি দেখিবে; আকাশ যেমন ঋতুত্রয় অঙ্গীকার করিলেও নিজের স্বরূপে অপূর্ণতা বা ভিন্নতা আসিতে দেয় না; তেমনি, যিনি গুণের মধ্যে থাকিয়াও গুণাতীত হইয়া সহজ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি যখন 'অহং ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মাস্মি' এই আত্মতত্ত্বের মূলপীঠে আরূঢ় হন; (২৯০) তখন তিনি ঐ স্থান হইতে দ্রষ্টাস্বরূপ কহিতে থাকেন—'আমি কেবল মাত্র সাক্ষী, আমি অকর্ত্তা,

১ বৃক্ষরূপে দেখা যায়;

২ মোক্ষের ব্যবহারে কম পড়ে না; ৩ "জ্ঞানাম্বুজদ্বিরেফ"—এই পাঠ হইবে;

* ১৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোকের মধ্যে;

গুণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই এই সব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যেসব বিভিন্ন কর্ম্মের প্রসার হইতেছে, তাহা এই গুণত্রয়েরই বিকার; বনে যেমন বসন্ত বনলক্ষ্মী শোভার কারণ, তেমনি আমিও ইহাদের মধ্যে অলিপ্ত থাকি; কিম্বা, (সূর্য্যোদয় হইলে) তারাগণ অদৃশ্য হয়, সূর্য্যকান্তমণি উদ্দীপ্ত হয়, কমল বিকশিত হয়, অন্ধকার বিনষ্ট হয়; ইহাদের কোনও কাজই যেমন (কারণস্বরূপ) সবিতার অঙ্গ স্পর্শ করে না, তেমনি আমার সত্তায় এই সব কার্য্য হইলেও আমি এই দেহে অকর্ত্তা; আমি দেখাই বলিয়াই এই গুণগুলি প্রকট হয়, আমা হইতেই গুণের সামর্থ্য বাড়ে—উহারা নিঃশেষ হইলে যে তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহা আমিই;' হে ধনঞ্জয়, যাহার অন্তরে এই বিবেকের উদয় হয় সে উর্দ্ধপথে (জ্ঞানমার্গে) গুণাতীতত্ব প্রাপ্ত হয়;

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

এখন, (গুণের অতীত) একটি নির্গুণ তত্ত্ব আছে, তাহার স্বরূপ সে সঠিকভাবে জানিতে পারে, কারণ তাহার উপর যথার্থভাবে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে[১]; হে পাণ্ডুসুত, বেশী কি বলিব? নদী যেমন সিন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই পুরুষ আমার সত্তা (সারূপ্য) প্রাপ্ত হয়; শুক যেমন নলিকাযন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখায় গিয়া বসে, তেমনি (এই গুণাতীত পুরুষ) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মূল তত্ত্বে গিয়া স্থির হয়; (৩০০) অহো, যে জীব এতদিন অজ্ঞানের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল,[২] সে তত্ত্বতঃ এখন আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগিয়া উঠিল; হে বীরেশ, বুদ্ধিভেদ উৎপন্নকারী মোহদর্পণ যখন্ উহার হাত হইতে খসিয়া পড়ে, তখন সে প্রতিবিম্বের আভাস হইতে মুক্ত হয়; যখন দেহাভিমানরূপ ঝড়ের বেগ বন্ধ হইয়া যায়, তখন জীব ও ঈশরূপ তরঙ্গ ও সাগরের ঐক্য হয়; তখন, বর্ষা ঋতুর অবসানে মেঘ যেমন আকাশে লীন হইয়া যায়, তেমনি জীবাত্মাও মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া মদ্রূপ হইয়া যায়; আর মদ্রূপ প্রাপ্ত হইবার পরও যদি এই দেহেই অবস্থান

১ জ্ঞান তাহাকে তিলক পরাইয়াছে; ২ শব্দ করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল;

করে, তবে সে দেহ হইতে উৎপন্ন গুণের পাশে আবদ্ধ হয় না ; কাঁচের ঘরের মধ্যে যেমন দীপের প্রকাশ আবরণ করা যায় না, অথবা সমুদ্রের জলে যেমন বড়বানল নির্ব্বাপিত হয় না ; তেমনি, গুণের (আনাগোনা) সঞ্চারহেতু জীবের বোধ (শুদ্ধজ্ঞান) কখনও মলিন হয় না,—যেমন আকাশের চন্দ্রমা জলে প্রতিবিম্বিত হইলেও জল হইতে নির্লিপ্ত ; তেমনি সে দেহে থাকিলেও দেহধর্ম্ম হইতে অলিপ্ত থাকে ; তিনটি গুণ আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে দেহকে নাচাইবার খেলা দেখায়, পরন্তু জ্ঞানীপুরুষ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, এবং ক্ষণকালের জন্যও সোহংভাব হইতে বিচ্যুত হয় না ; তাহার অন্তরে এই সোহংভাব এমন দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়, যে দেহে কি কার্য্য চলিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারে না ; সর্প যখন তাহার খোলস ছাড়িয়া আপন গর্ত্তে (পাতালে) প্রবেশ করে, তখন কি ঐ খোলসের কথা আর চিন্তা করে? এক্ষেত্রেও তেমনি হয় ; (৩১০) কিম্বা, কমলকোরক বিকশিত হইলে যেমন তাহার সুগন্ধ আকাশে মিলাইয়া যায়, এবং কমল-কোশের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না ; তেমনি জীব যখন ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিয়া তাঁহার সহিত সমরস হইয়া যায়, তখন দেহ কি, দেহধর্ম্ম কি—এ সম্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না ; এইজন্য, শরীরের জন্ম জরা মরণ আদি যে ছয়টি গুণ আছে, তাহারা দেহেই থাকিয়া যায়, জ্ঞানী জীবের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না ; ঘট চূর্ণ হইলে ঘটের ভাগ মাটির টুকরায় পরিণত হয়,[১] পরন্তু ঘটাকাশ মহদাকাশের সহিত মিলিত হইয়া তদ্রূপ হয় ; তেমনি, যখন দেহাভিমান লুপ্ত হয় এবং আপনার আত্মস্বরূপের স্মরণ হয়, তখন ঐ আত্মস্বরূপ ভিন্ন অন্য আর কি থাকে? এইরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মবোধের সহিত যুক্ত হইয়া সে দেহে বাস করে সেইজন্যই আমি তাহাকে গুণাতীত বলিতেছি" ; ভগবানের এই বাক্য শুনিয়া পার্থের অত্যন্ত সন্তোষ হইল—যেমন মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরের মনে আনন্দ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

---

১ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মাটির টুকরায় পরিণত হয় ;

এবম্প্রকার সন্তোষ লাভ করিয়া বীর অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্, যাহার এই প্রকার আত্মবোধ হয়, তাহাতে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? সে নির্গুণ (গুণাতীত) হইয়া কি প্রকার আচরণ করে? গুণের বন্ধন হইতে কি প্রকারে মুক্ত হয়? হে কৃপানিধি, আপনি এসব বলুন"; ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ('ষড়্গুণের রাজা') ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের সমাধান করিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহা শুনুন। (৩২০)

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

তিনি বলিলেন—"হে পার্থ, আমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে তুমি কেন এই প্রশ্ন করিতেছ; দেখ, 'গুণাতীত' এই নামটিই তাহা হইলে মিথ্যা (কারণ যাহার 'আচার' আছে তাহাকে 'গুণাতীত' বলা কি অনুচিত নহে?); যাঁহাকে 'গুণাতীত' বলা যায় তিনি কখনও গুণাধীন হন না, কিম্বা, গুণের সংস্পর্শে আসিলেও তাহা দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন না; পরন্তু, 'গুণের উষর ভূমিতে পড়িয়া[১] তিনি গুণের অধীনে হন, কি হন না,—ইহা কি করিয়া জানা যাইবে?'—এই সন্দেহ যদি তোমার মনে জাগে, তবে তুমি অনায়াসে (সুখে) এই প্রশ্ন করিতে পার; এখন তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শুন; রজোগুণের প্রাবল্যে যখন দেহে কর্ম্মের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আর প্রবৃত্তিগুলি জীবকে ঘিরিয়া ফেলে; ঐ অবস্থায় 'আমিই কর্ম্মকর্ত্তা' এইরূপ ঐশ্বর্য্যের অভিমান যাহাকে স্পর্শ করে না, কিম্বা (কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে) বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে যাহার কোনও খেদ হয় না; অথবা, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর জ্ঞানের প্রভাব প্রসার লাভ করে, তখন বিদ্যার (জ্ঞানের) অভিমানে তাহার সন্তোষও হয় না, খেদও হয় না; কিম্বা, তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া যখন মোহভ্রম গ্রাস করে, তখন অজ্ঞানের জন্য যাহার মনে কোনও খেদ হয় না[২]; যে মোহ উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের জন্য উৎকণ্ঠিত

১ ব্যাপারের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে থাকিয়াও;

২ অজ্ঞানকে অঙ্গীকারও করে না, তাহার জন্য কোনও খেদও হয় না;

হয় না, বা জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, বা তাহা হইতে দুঃখ-বোধ করে না; সূর্য্য যেমন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের হিসাব রাখে না (গণনা করে না), তেমনি যাহার মনে কোনও ভেদভাব নাই; (৩৩০) এইপ্রকার যাহার জ্ঞান, তাহার কি অন্য কোনও (জ্ঞানরূপী) প্রকাশের আবশ্যকতা আছে? সাগর ভরিতে কি বর্ষার দরকার হয়? কর্ম্মের আচরণ করিলেও কর্ম্মঠতা (কর্ত্তৃত্বের অভিমান) কি তাহাকে স্পর্শ করে? বল, হিমালয় কি শীতে কম্পমান হয়? অথবা; মোহ উৎপন্ন হইলেও কি ক্রোধ প্রকাশ করিবে? গ্রীষ্মঋতু কি অগ্নিকে জ্বালাইতে পারে?

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

তেমনি এ সমস্ত গুণকার্য্য তাহার আত্মসত্তাত্মক (তাহার সহিত সে এক হইয়া যায়), সেইজন্য প্রত্যেকটির জন্য তাহার কোনও তাড়াহুড়া থাকে না; এইরূপ প্রতীতি লইয়াই সে দেহে বাস করে,—কোনও পথিক যেমন পথিমধ্যে অবস্থিত ধর্ম্মশালায় কিছুক্ষণের জন্য বাস করে; সমরাঙ্গন[১] যেমন সংগ্রামে জয়পরাজয়ের সহিত সংযুক্ত হয় না, তেমনি সে 'আমি কর্ত্তাও নহি, গুণও নহি' এই মনোভাব লইয়া কাজ করিয়া যায়; +আর, হে পাণ্ডব, মৃগজলের তরঙ্গে মেরুপর্ব্বত যেমন টলে না, তেমনি, জ্ঞানীপুরুষও গুণের যাতায়াতে (উপদ্রবে) বিচলিত হয় না; আর বেশী বলিয়া কি হইবে? বায়ুর ধাক্কায় আকাশ উড়িয়া যায় না,§ অন্ধকার সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে না; স্বপ্ন যেমন জাগ্রত মনুষ্যকে ধোঁকা দিতে পারে না, তেমনি গুণ তাহাকে (জ্ঞানীপুরুষকে) চালাইতে পারে না, জানিবে; সে কখনও গুণের কবলে পড়ে না, পরন্তু দূর হইতে যখন কৌতুকে গুণের খেলা দেখে তখন লোকে যেমন পারাপারের নৌকা দেখে,[২] তেমনি নির্লিপ্তভাবে দেখে;

১ পৃথ্বী;

+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে—"কিম্বা, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণ, অথবা গৃহে আগত অতিথি ব্রাহ্মণ, বা চৌরাস্তায় অবস্থিত স্তম্ভ যেমন সম্পূর্ণ উদাস (অলিপ্ত) থাকে";

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না"; "বায়ু আকাশকে হাওয়া করে না";

২ দর্শক যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকার নাচ দেখে;

(৩৪০) সত্ত্বগুণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্মে, রজঃ রজোগুণবিশিষ্ট কর্ম্মে, এবং তমঃ সদা মোহাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে ; পরন্তু, আমারই সত্তায় এই সমস্ত গুণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—ইহা স্পষ্ট জানিয়া রাখ,—সূর্য্য যেমন সমস্ত লৌকিক ব্যাপারের মূল (অথচ তাহা হইতে অলিপ্ত); (চন্দ্রমার উদয় হইলে) সমুদ্রে জোয়ার আসে, চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়, কুমুদ বিকশিত হয়—পরন্তু চন্দ্র শুদ্ধ (নির্লিপ্ত) হইয়া থাকে ; বায়ু বেগে বহিতে থাকে বা শান্ত হয়, কিন্তু গগন নিশ্চল থাকে, তেমনি যিনি গুণের ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হন না ; হে অর্জ্জুন, এইসব লক্ষণ দ্বারাই গুণাতীত পুরুষকে জানা যায়,—এখন তাঁহার আচরণ কি প্রকার হয় তাহাই শ্রবণ কর।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

হে কিরীটি, যেমন বস্ত্রের সামনে পিছনে (অন্তরে বাহিরে) সূতা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তেমনি তাঁহার দৃষ্টি চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত[১] ; শ্রীহরি যেমন বৈরী ও ভক্তকে একই প্রকার মুক্তি প্রদান করেন, তেমনি জ্ঞানীপুরুষ সুখ ও দুঃখ উভয়কে সমান চক্ষে দেখেন ; বাস্তবিক পক্ষে মৎস্য যেমন জলে খেলিয়া বেড়ায়, তেমনি এই দেহরূপ জলে সুখ ও দুঃখ সহজেই অনুভূত (দৃষ্ট) হয় ; এখন এই জ্ঞানীপুরুষ দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সদা আত্মস্বরূপে নিমগ্ন থাকেন—বীজ বপন করিয়া শস্য তৈয়ারী হইলে, বীজের যেমন হয় ; কিম্বা, নদী নিজের প্রবাহ ছাড়িয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন তাহার স্রোতের উচ্ছলতা নিরুদ্ধ হয় ; (৩৫০) তেমনি, হে ধনঞ্জয়, জীব যখন আত্মস্বরূপে লীন হয় (অবস্থান করে) তখন দেহে থাকিলেও তাঁহার পক্ষে সুখ ও দুঃখ স্বতঃই সমান হয় ; একটি স্তম্ভের কাছে যেমন দিন ও রাত্রি সমান, তেমনি আত্মারাম দেহীর (আত্মস্বরূপে নিমগ্ন মনুষ্যের) সমস্ত দ্বন্দ্ব (সুখ ও দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি) এক হইয়া যায় ; নিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গে সাপের স্পর্শ ও উর্ব্বশীর স্পর্শ সমান, ঠিক ঐ প্রকার স্বস্বরূপস্থ পুরুষের কাছে শারীরিক দ্বন্দ্ব সব সমান হইয়া যায় ; সেইজন্য, এই পুরুষের দৃষ্টিতে সোনা ও গোবর, বা রত্ন ও

১ চরাচরে সমরূপ দেখিতে পায় ;

প্রস্তরের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না ; স্বর্গসুখও যদি তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিম্বা ব্যাঘ্রও যদি আক্রমণ করে, তথাপি তাঁহার আত্মবুদ্ধি-সম্ভোগে (আত্মস্বরূপ স্থিতিতে) কোনও ন্যূনতা হয় না (রসহীন হয় না) ; মরিলে যেমন আর উঠিতে পারে না, (বীজ) জ্বালাইলে যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি ইহার সাম্যবুদ্ধি কখনও নষ্ট হয় না ; তাঁহাকে যদি কেহ 'ব্রহ্মা' বলিয়া স্তুতি করে, বা 'নীচ' বলিয়া নিন্দাও করে, তথাপি ভস্মের ন্যায়, তিনি জ্বলিয়াও উঠেন না বা 'নিবিয়াও' যান না ; সূর্য্যের রূপে[১] (মণ্ডলে) যেমন আঁধারও নাই, দীপও জ্বলে না, তেমনি ইহার কাছে নিন্দা বা স্তুতির কোনও অর্থই হয় না (অভিব্যক্তি হয় না)।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

তাঁহাকে যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে বা চোর বলিয়া (ভর্ৎসনা) পীড়ন করে, অথবা বৃষ, গজ ইত্যাদি দ্বারা ঘিরিয়া তাঁহাকে রাজা বানাইয়া দেয় ; মিত্র যদি আসিয়া পাশে জোটে অথবা বৈরী হইয়া দাঁড়ায়,—তিনি তেমনি নির্ব্বিকার থাকেন, যেমন সূর্য্যের তেজ দিবা ও রাত্রির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় না, (৩৬০) ষড়ঋতুর আগমনে আকাশ যেমন নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি তাঁহার মন কোনও প্রকার বৈষম্য জানে না ; তাঁহার মধ্যে আচারের আর একটি লক্ষণ দেখা যায়, তিনি কোনও ব্যাপার (কার্য্য) করিতেছেন বলিয়াই মনে হয় না ; তিনি সর্ব্বারম্ভ (সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ) দূর করিয়া দেন, প্রবৃত্তি-গুলি দাবাইয়া রাখেন, তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল জ্বলিয়া যায়§ ; ঐহিক বা পারলৌকিক কোনও ভোগের ইচ্ছা তাঁহার মনে উৎপন্ন হয় না, স্বভাবে (স্বাভাবিকভাবে) যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই অঙ্গীকার করিয়া লন ; সুখীও হন না, দুঃখও করেন না, তাঁহার মন পাষাণের ন্যায় কঠিন, এবং সর্ব্বপ্রকার সংকল্পবিকল্পবর্জিত ; আর কত বিস্তার করিয়া বলিব ? যাঁহার আচরণ এইপ্রকার দেখা যায় তাঁহাকে প্রকৃত গুণাতীত পুরুষ বলিয়া

১ ঘরে ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"কর্ম্মফল জ্বলিয়া যায় কারণ (জ্ঞানালোকে) তিনি অগ্নিসদৃশ" ;

জানিবে"; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎপরে কহিলেন—"এখন জীব কি উপায়ে গুণাতীত হইতে পারে তাহাই শ্রবণ কর।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

যে পুরুষ (ব্যভিচাররহিত হইয়া) একনিষ্ঠচিত্তে এবং ভক্তিসহকারে আমার সেবা করে সেই এই গুণকে বশীভূত করিতে[১] পারে; এখন, আমি কে, ভক্তি কি প্রকারের, অব্যভিচারী ভক্তির লক্ষণই বা কি, এ সমস্ত বিষয়ের নিরূপণ করা আবশ্যক; হে পার্থ, শুন—রত্ন ও রত্নের প্রভা যেমন একই, আমিও তেমনি এখানে (এই বিশ্বের মধ্যে) আছি; (৩৭০) কিম্বা, তরলতাই যেমন জল, অবকাশই যেমন অম্বর (আকাশ), মিষ্টত্বই যেমন শর্করা,—দ্বিতীয়[২] কোন পদার্থ নহে; অগ্নিশিখাই যেমন অগ্নি, কমলদলের নামই কমল, বা শাখা, ফলাদি লইয়াই যেমন বৃক্ষ; হিম জমিয়াই[৩] যেমন হিমবন্ত (হিমালয়) হয়, অথবা, দুগ্ধ জমিয়া যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয়; তেমনি, বিশ্ব যাহাকে বলে সে সবই আমি;—যেমন চন্দ্রের কলা দেখিতে হইলে চন্দ্রবিম্বের পরদা উন্মোচন করিতে হয় না; জমাট ঘৃত যেমন ঘৃতই থাকিয়া যায়, কিম্বা সোনার কঙ্কণ না গলাইলেও সোনাই থাকে; বস্ত্রের সুতা না খুলিলেও যেমন তাহা স্পষ্টই তন্তুরই সমষ্টি;—নূতন তৈয়ারী ঘট[৪] কি পৃথ্বী নহে? সুতরাং ইহা ঠিক নহে যে বিশ্বভাবনা নষ্ট হইবার পর আমাকে লাভ করা যায়,—কারণ এ সমস্তই আমি; আমাকে এইভাবে জানাকেই জ্ঞান ভক্তি[৫] কহে, ইহাতে যদি কোনও ভেদ দেখা যায়, তাহাই 'ব্যভিচার'; এইজন্য সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ড-চিত্তে (একাগ্রমনে) আপনার সহিত আমাকে জানিবে (সারা বিশ্বে আমিই ব্যাপিয়া আছি ইহাই জানিবে); হে পার্থ, সোনার টিপ সোনার উপর বসাইলে যেমন হয় তেমনি আপনাকে (বিশ্ব হইতে) পৃথক বলিয়া মানিবে না; (৩৮০) তেজ (সূর্য্য) হইতে তেজ বাহির হইয়া পুনরায় সেই তেজেই লীন হয়, এবং তাহাকে রশ্মি কহে,—আপনাকেও সেই রশ্মির ন্যায় দেখিবে; পৃথিবীর

১ জ্বালাইতে; ২ ভিন্ন; ৩ হিমের রাশি হইতে;
৪ ঘট না ভাঙ্গিলেও তাহা; ৫ অব্যভিচারী ভক্তি;

অন্তঃস্থলে যেমন পরমাণু, হিমাচলে যেমন হিমকণা, আমার মধ্যেও তেমনি আপনাকে[১] দেখিবে; তরঙ্গগুলি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন,—তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে,—তেমনি 'আমি'ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহি; এইপ্রকার সমরসের (সমভাবের) যে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি, তাহাকেই আমি 'ভক্তি' বলি; এই (আনন্দপূর্ণ) দৃষ্টিই সর্ব্ব জ্ঞানের সার ও যোগের সর্ব্বস্ব; সমুদ্র ও মেঘের মধ্যে অখণ্ড ধারায় বর্ষণ হইলে যেমন দুইটি এক হইয়া গিয়াছে দেখায়, হে বীর, এই উল্লাসপূর্ণ বৃত্তিও তদ্রূপ; কুঁয়ার মুখের সহিত আকাশের যেমন কোনও জোড় নাই, তেমনি, (জ্ঞানীপুরুষ) পরমরসের (পরব্রহ্মের) সহিত এক হইয়া যায়; (সূর্য্যের) বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত যেমন সূর্য্যের প্রভার তেজ প্রসারিত হইয়া থাকে, তেমনি 'সোঽহং' বৃত্তিও (পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা পর্য্যন্ত) বিস্তৃত হইয়া আছে; যখন এই প্রকার 'সোঽহং' দৃষ্টি[২] একবার প্রকট হয়, তখন মনুষ্য ঐ দৃষ্টির সহিত পরমাত্মতত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়; হে পাণ্ডব, লবণের ঢেলা সমুদ্রে পড়িয়া একবার গলিয়া গেলে যেমন তাহার গলিবার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়; (৩৯০) অথবা, তৃণ জ্বালাইবার পর অগ্নি যেমন আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি জ্ঞানের অগ্নিতে ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইলে জ্ঞানই থাকে[৩]; তখন আমি ওপারে (সংসারার্ণবের) এবং ভক্ত এপারে—এই কল্পনা নষ্ট হইয়া যায়, এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে অনাদি ঐক্য তাহাই থাকিয়া যায়; এখন, হে কিরীটি, এই প্রকার ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি হইলে ('ঐক্যপ্রাপ্তির বাকী না থাকিলে') 'গুণাতীত' হইবার কথাই উঠে না; বেশী কি বলিব? হে মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন, এই দশাকেই 'ব্রহ্মত্ব' বা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' কহে, যে আমাকে এইভাবে ভজনা করে সেই এই 'ব্রহ্মত্ব' প্রাপ্ত হয়; আমি পুনরায় বলিতেছি, জগতে এই লক্ষণযুক্ত আমার যে ভক্ত আছে তাহাকে এই 'ব্রহ্মত্ব' বা ব্রাহ্মীস্থিতি পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় সেবা করে; উত্তাল তরঙ্গের সহিত প্রবহমান গঙ্গার স্রোতের[৪] যেমন সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোনও যোগ্য স্থান নাই; তেমনি, হে কিরীটি, যে পুরুষ জ্ঞানের দৃষ্টিতে আমার সেবা করে, সেই এই ব্রহ্মত্বের মুকুটমণি হয়; হে পার্থ, এই ব্রহ্মত্বকেই সাযুজ্য বলে, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ, অর্থাৎ মোক্ষ; আমার আরাধনাই ব্রহ্মত্বলাভের সোপান, কিন্তু

১ "অহং"; ২ সোঽহং বৃত্তি; ৩ জ্ঞানও অবশিষ্ট থাকে না ৪ স্রোতের জলের;

আমি শুধু 'সাধন' মাত্র—ইহাই যদি মনে হয়; তবে 'ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন' —এইপ্রকার ধারণা কখনও তোমার চিত্তে প্রবেশ করিতে দিও না। (৪০০)+

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

হে সুবর্ম্মা, (মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন) দেখ, চন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডল যেমন পৃথক নহে, তেমনি, ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই; যে বস্তু শাশ্বত, অচল, অখণ্ড[১] ধর্ম্মস্বরূপ, অপার সুখরূপ (আনন্দময়) ও অদ্বৈত (অদ্বিতীয়); বিবেক তাহার কর্ম্ম (উপযোগিতা) ত্যাগ করিয়া যে ধাম প্রাপ্ত হয়, যাহা নিষ্কর্ষের (সিদ্ধান্তের) পরম সীমা,—তাহা আমিই"; এইভাবে অনন্য (একনিষ্ঠ) ভক্তের পরমাত্মীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্দ্ধর পার্থকে এইসব কথা বলিলেন; তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"হে সঞ্জয়, তোমাকে এসব কথা কে জিজ্ঞাসা করিল? তুমি নিরর্থক এসব কি বলিতেছ? আমার এসময়ের চিন্তা দূর করিয়া তুমি (আমার পুত্রগণের) বিজয়ের শুভ সংবাদ বল"; তখন সঞ্জয় (মনে মনে) বলিলেন— "এসব (বিজয়ের) কথা এখন ছাড়িয়া দাও"; সঞ্জয় মনে বিস্ময়বোধ করিলেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে[২] বলিলেন—"আহা, ইঁহার মন ভগবানের প্রতি কতখানি দ্বেষে[৩] পূর্ণ; তথাপি দয়ালু ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কৃপা করুন, যাহাতে বিবেকরূপী ঔষধ পান করিয়া ইঁহার মোহরূপ মহারোগ দূর হয়"; সঞ্জয় এই বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার মনে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ স্মরণ করিয়া প্রভূত আনন্দের বন্যা আসিল; সেইজন্য এখন উৎসাহের সহিত সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ বলিতে আরম্ভ করিবেন; (৪১০) নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—"আমি সেই ভাষণের ভাবার্থ আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইব—আপনারা শুনুন। (৪১১)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

+ এই ওবীর পর পাঠান্তরে আর একটি ওবী দেখা যায়—"হে পাণ্ডব, 'ব্রহ্ম' যাহাকে বলা হয় সে আমিই, এই সমস্ত শব্দের দ্বারা আমাকেই বুঝায়";

১ অনাবৃত (অনাবর); ২ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া; ৩ দ্বন্দ্ব (বিরোধ);

পঞ্চদশ অধ্যায়

এখন আমার হৃদয়কে চৌকী (আসন) করিয়া তাহার উপর শ্রীগুরুর চরণযুগল স্থাপন করিতেছি ; তারপর, সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপ কুসুমকলি ঐক্যভাবের অঞ্জলিতে[1] ভরিয়া সেই পুষ্পাঞ্জলি[2] আমি (গুরুদেবের চরণে) অর্ঘ্য দিতেছি ; অনন্যভক্তিবারিস্নাত, শুদ্ধ, তন্নিষ্ঠ, বাসনারূপ চন্দন দ্বারা তাঁহার অঙ্গে তিলক পরাইতেছি ; শুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণনূপুর গড়াইয়া তাঁহার সুকুমার চরণ-যুগলে পরাইতেছি ; নির্ম্মল, অব্যভিচারী, দৃঢ় প্রেমের অঙ্গুরীযুগল তাঁহার (চরণের) অঙ্গুলীতে পরাইতেছি ; আনন্দের সুগন্ধে আমোদিত অষ্টসাত্ত্বিকভাবের অর্ঘ্য প্রস্ফুটিত অষ্টদলবিশিষ্ট কমলপদ্মরূপে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতেছি ; তারপর, অহংকারের ধূপ জ্বালাইয়া, নিরভিমানের দীপ[3] দ্বারা তাঁহার আরতি করিয়া সমরসে (ঐক্যভাবে) নিরন্তর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি ; আমার শরীর ও প্রাণ—এদুটিকে পাদুকা (খড়ম) বানাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে পরাইতেছি এবং ভোগ ও মোক্ষকে 'নিমলোণ' (আরতি) করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছি ; যে গুরুচরণসেবাদ্বারা সকল পুরুষার্থের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি ভাগ্যবলে সেই সেবার যোগ্য হইব ; জ্ঞানের উন্মেষ দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপের বিশ্রান্তিধাম পর্য্যন্ত পৌছিবে, এবং বাক্যে সুধাসিন্ধুর মধুরতা আসিবে ; (১০) (আমার ভাষণের) প্রত্যেক অক্ষর এত মধুরতা প্রাপ্ত হইবে যে বক্তৃতা অন্তে কোটিপূর্ণচন্দ্ররূপ পুরস্কার (নৈবেদ্য, দান) পাওয়া যাইবে ; পূর্ব্বগগনে সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয় (প্রকাশিত হয়), তেমনি আমার বাণী শ্রোতৃমণ্ডলীকে দিবালীর প্রকাশের ন্যায় জ্ঞান-মণ্ডিত করিবে ; যে সৌভাগ্যের উদয় হইলে মুখ হইতে এমন শব্দ (বাণী) বাহির হয় যাহার সম্মুখে নাদব্রহ্ম (বেদ) খর্ব্ব হয়, এবং যাহার সহিত কৈবল্য (মোক্ষ)ও প্রতিযোগিতা করিতে পারে না ; "যে সৌভাগ্য দ্বারা বাণীর লতা এমন সরলভাবে বাড়িতে থাকে যে শ্রবণসুখরূপ মণ্ডপের নীচে সারা বিশ্বে বসন্তশোভার সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় ; যে পরমাত্মাকে না পাইয়া মনের

১ ঐক্যভাবের ডাল ; ২ পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া ; ৩ সোহং ভাবের দীপ ;

সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে, সেই পরমাত্মাকে শব্দদ্বারা গোচরীভূত করা যায়—বাণী সৌভাগ্যক্রমে এমন চমৎকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়[১]; (যে সৌভাগ্যের উদয় হইলে,) যাহা জ্ঞানের অগম্য ও ধ্যানের অসাধ্য সেই ইন্দ্রিয়াতীত (অগোচর) ব্রহ্মতত্ত্বকে শব্দদ্বারা[২] বর্ণনা করা সম্ভব হয়; শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগের এক কণা প্রাপ্ত হইলে বাণীর সেই সৌভাগ্য লাভ হয়; আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন?" জ্ঞানদেব বলিলেন—"এ যোগ্যতা আজ আমা ভিন্ন অন্য কাহারও নাই; তাহার কারণ এই যে আমি আমার গুরুদেবের একমাত্র শিশুসন্তান, সুতরাং আমি একলাই তাঁহার কৃপার পাত্র; দেখুন, মেঘ তাহার সমস্ত জলরাশি চাতকের জন্য ঢালিয়া দেয়, আমার প্রভু আমার জন্য তাহাই করিয়াছেন (কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন); (২০) ইহার ফলে, আমার অসার মুখ হইতে ব্যর্থ বাগ্‌জাল বাহির হইলেও মধুর গীতার্থ প্রকট হইয়াছে; ভাগ্য (অদৃষ্ট) অনুকূল হইলে বালুকণাও রত্ন হইয়া যায়, আয়ু না ফুরাইলে ঘাতকও দয়া করে; শ্রীজগন্নাথ যদি কাহারও ক্ষুধা মিটাইতে চাহেন (সময়মত অন্ন দিতে চান) তবে প্রস্তরখণ্ড জ্বাল দিলেও তাহা অমৃততুল্য তণ্ডুলে পরিণত হয়; ঠিক ঐপ্রকার, শ্রীগুরুদেব যদি অঙ্গীকার করিয়া লন, তবে এই সারা সংসার মোক্ষময় হইয়া যায়§; দেখুন, পুরাণ-পুরুষ, বিশ্ববন্দ্য, নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ কি পাণ্ডবগণের কোনও ন্যূনতা রাখিয়াছেন? তেমনি, শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজও আমার অজ্ঞানের মধ্যেও জ্ঞানের প্রকাশ আনয়ন করিয়াছেন; পরন্তু, এখন যথেষ্ট বলা হইল; বলিতে বলিতে আমি প্রেমে অভিভূত হইয়াছি, গুরু-গৌরব বর্ণনা করিবার সময় কাহার জ্ঞান থাকে? এখন, তাঁহারি প্রসাদে আমি গীতার অর্থ প্রকট করিয়া সন্ত শ্রোতা আপনাদের চরণ সেবা করিতেছি; এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অন্তে কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন যে, যেমন শত যজ্ঞ করিলে স্বর্গের সম্পত্তি (ইন্দ্রত্ব) লাভ করা যায়, তেমনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সে মোক্ষলাভে সমর্থ; (৩০) কিম্বা, যিনি শতজন্ম ধরিয়া 'ব্রহ্মকর্ম্ম'[৩]

১ শব্দধারা ব্যক্ত করা যায়; ২ ওবীর মধ্যে;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"মোহের সাগর মোক্ষ হইয়া যায়";

৩ বাহ্যকর্ম্ম (জগতের ব্যাপার);

করিতেছেন তিনিই ব্রহ্ম, অন্য কেহই নহে; অথবা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই যেমন সূর্য্যের প্রকাশ অনুভব করিতে পারে, তেমনি জ্ঞানীপুরুষই শুধু মোক্ষের পরমানন্দ লাভ করে; এখন এইজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা কাহার হইতে পারে—ইহার বিচার করিলে জগতে শুধু একটি পুরুষকেই ইহার যোগ্য দেখা যায়; চক্ষুতে দিব্য অঞ্জন লাগাইলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলে গুপ্তধন দেখা যায়, পরন্তু শুধু পায়ালু* মনুষ্যই এইপ্রকার দিব্যচক্ষু পায়; তেমনি, জ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তি করায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই,—পরন্তু, মন অত্যন্ত শুদ্ধ না হইলে সেখানে জ্ঞান স্থির হইয়া থাকে না; আর, ভগবান বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; এখন, কি প্রকারে মনে বৈরাগ্য আসিতে পারে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি তাহাও বিচার করিয়াছেন; ভোজনকারী যদি বুঝিতে পারে যে পকান্নের সহিত বিষ মিশান আছে, তবে সে যেমন অন্নের থালা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়ে; তেমনি, যখন এই সারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হয়, তখন বৈরাগ্যকে দূরে ঠেলিয়া দিলেও পশ্চাদনুসরণ করে; এখন, এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে, বিশেশ শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষের (রূপক) উপমা দ্বারা সংসারের অনিত্যতা বুঝাইতেছেন; (৪০) সাধারণতঃ একটি বৃক্ষকে উপড়াইয়া উল্টাইয়া দিলে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়—এই সংসাররূপী বৃক্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না; এই প্রকার একটি রূপকের কৌশল দ্বারা ভগবান সংসারের (জন্ম-মৃত্যুর) চক্র ছেদন করিতেছেন; সংসারের অনিত্যতা সিদ্ধ করিয়া, স্বস্বরূপে সোহং ভাবকে দৃঢ় করাই এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য; এখন, এই গ্রন্থের গূঢ় রহস্য আমি আপনাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝাইব, আপনারা মন দিয়া শুনুন।" তখন, মহানন্দের সমুদ্র, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

হে পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন, আমার স্বরূপপ্রাপ্তির পথে যে বিশ্বাভাস প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়; তাহা এই জগডম্বর (বিশ্ববিস্তার) নহে, এই সংসার বস্তুতঃ

---

* যাহার জন্মকালে পদদ্বয় অগ্রে বাহির হয়;

একটী প্রকাণ্ড বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ ; পরন্তু, অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহার মূল নিম্নদিকে অবস্থিত নহে, এবং শাখা-প্রশাখা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত নহে,—এইজন্য ইহাকে (বৃক্ষ বলিয়া) জানিতে পারা যায় না ; বৃক্ষের গুঁড়িতে যদি অগ্নিসংযোগ করা হয় বা কুঠারের আঘাত করা হয় তবে তাহার উপরের দিকে যতই শাখা-প্রশাখার বিস্তার থাকুক না কেন ; তাহার মূল (শিকড়) ছেদন করিলে শাখা সহিত উল্‌টাইয়া পড়ে, পরন্তু তেমনিভাবে সহজে এই সংসাররূপী বৃক্ষকে উৎপাটন করা যায় না ; (৫০) হে অর্জ্জুন, ইহার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক[১] কথা এই যে ইহা নীচের দিকেই বাড়িয়া যায় ; সূর্য্য যেমন কত উর্দ্ধে অবস্থিত জানা যায় না এবং তাহার কিরণজাল নিম্নাভিমুখে প্রসারিত, এই বিচিত্র সংসাররূপী বৃক্ষও তেমনি ; আর, প্রলয়কালের জলরাশি যেমন সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া ফেলে তেমনি এই সংসার-বৃক্ষ বিশ্বের যেখানে যাহা আছে সে সমস্ত ব্যাপিয়া আছে ; কিম্বা, যেমন সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি অন্ধকারে একেবারে ভরিয়া যায়, তেমনি এই বৃক্ষ সারা গগনে ব্যাপিয়া আছে ; ইহার কোন ফল নাই যাহা ভক্ষণ করা যায়, কোনও ফুল নাই, যাহার ঘ্রাণ লওয়া যায়,—হে পাণ্ডুসুত, ইহা কেবল বৃক্ষই সার ; ইহার মূল (শিকড়) উর্দ্ধদিকে প্রসারিত, পরন্তু ইহা কোন উন্মূলিত বৃক্ষ নহে—ইহা সর্ব্বদা নবীন ও সতেজ থাকে ; আর ইহাকে যে 'উর্দ্ধমূল' বলা হয় তাহা ঠিকই, পরন্তু নীচের দিকেও ইহার অসংখ্য শিকড় আছে ; তৃণ যেমন যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে বাড়িতে থাকে,§ বট ও পিপুল বৃক্ষের শাখা হইতে যেমন শিকড় নামিয়া আসে, আর তাহাতেও শাখা বাহির হয় ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, এই সংসারতরুর নীচের দিকেই যে শাখা আছে—এমন নহে ; উপরের দিকেও ইহার অগণিত শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া আছে ; (৬০) ইহাকে দেখিলে মনে হয় যে আকাশই পল্লবিত হইয়াছে, কিম্বা বায়ুই বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা অবস্থাত্রয় (উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়) এইভাবে উদয় হইয়াছে ; এইভাবে এক বিশ্বরূপী প্রকাণ্ড 'উর্দ্ধমূল' বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, জানিবে ; এখন, এই 'উর্দ্ধ' কি ?

---

১ সুন্দর ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—'চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয়' ; চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে ;

ইহার মূলের লক্ষণ কি? ইহা অধোমুখ হইয়া কেন অবস্থিত, ইহার শাখা কি প্রকারের; অথবা, এই বৃক্ষের অধোভাগের শিকড় কোনগুলি, এবং তাহা হইতে যে উর্দ্ধশাখা উৎপন্ন হয় তাহাদের স্বরূপ কি? আর, এই বৃক্ষ 'অশ্বত্থ' নাম কি করিয়া প্রাপ্ত হইল,—আত্মজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় যাহাতে তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পার সেইজন্য স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছি; হে ভাগ্যবান অর্জ্জুন, তুমিই এই প্রসঙ্গ শুনিবার যোগ্য, সুতরাং সর্ব্বাঙ্গ কর্ণে পরিণত করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রবণ কর"; যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে অত্যন্ত প্রেমসহকারে[১] বলিলেন—তখন অর্জ্জুনও মনোযোগের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া গেলেন; আকাশ যেমন প্রসারিত হইয়া দশ দিককে আলিঙ্গন করে তেমনি অর্জ্জুনের শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা এত অধিক বাড়িল যে ভগবানের নিরূপণ তাহার কাছে কম মনে হইল; যদিও শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভাষণ সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত ছিল, অর্জ্জুনও দ্বিতীয় অগস্ত্য ঋষি সাজিয়া ভগবানের ঐ সমস্ত বচন-সাগর এক গণ্ডূষে পান করিতে চাহিলেন; (৭০) অর্জ্জুনের শুনিবার আগ্রহ এমন সীমাহীনভাবে বাড়িয়া গেল যে তাহা দেখিয়া ভগবান সুখী হইয়া তাঁহাকে আরতি করিলেন; তখন ভগবান বলিলেন —"হে ধনঞ্জয় এই বৃক্ষের উর্দ্ধে যে ব্রহ্ম আছেন, যাঁহা হইতে এই বৃক্ষমূল উর্দ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে, যাঁহাতে মধ্য উর্দ্ধ অধঃ এইপ্রকার কোনও ভেদ নাই, যাহা অদ্বয় কৈবল্যতত্ত্বের ঐক্যরূপ; যাহা সেই নাদব্রহ্ম যাহা কর্ণে শ্রবণ করা যায় না, সেই মকরন্দের সুগন্ধ যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, সেই স্বরূপানন্দ যাহা কোনও বিষয়ের সংস্পর্শ বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যাহা এপারে এবং ওপারে, অগ্রে ও পশ্চাতে স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা অদৃশ্য, পরন্তু দৃষ্টি বিনাই দেখা যায়; যাহা উপাধির সংযোগে নামরূপাত্মক বিশ্বসংসাররূপে প্রতিভাত; যাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিনাই কেবল জ্ঞান, যাহা শুদ্ধ, আনন্দে পূর্ণ আকাশসদৃশ; + এই সত্য শুদ্ধ 'বস্তু' (ব্রহ্ম)ই এই সংসারতরুর উর্দ্ধভাগ,—তাহার (উর্দ্ধ) মূল হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা এইরূপ; ইহাকেই

১ প্রেমরসে ভরপুর হইয়া;

\+ পাঠান্তরে এই স্থলে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"যাহা কার্য্যও নহে কারণও নহে যাহা দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ;

মায়া আখ্যা দেওয়া হয়,—ইহা (জ্ঞানের কাছে) নাই, অথচ (অজ্ঞানের কাছে) ভাসমান,—কিম্বা বন্ধ্যার সন্ততির বর্ণনা যেমন (মিথ্যা বা অলীক) হয় ; তেমনি, ইহা সৎও নহে অসৎও নহে—যাহা বিচারের নাম সহ্য করিতে পারে না (জ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না) ; এমনি যাহার প্রকার,—যাহাকে 'অনাদি' বলা হয় ; (৮০) যাহা সংসার রূপ বৃক্ষের বীজ, প্রপঞ্চের চিত্র আঁকিবার চিত্রপট,[১] ও বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা গঠিত দীপিকা (প্রকাশ) ; যাহা নানা শক্তির পেটিকা, যাহা জগৎরূপ মেঘের[২] আকাশ (আধার), যাহা সমস্ত আকার-রূপ বস্ত্রের (ভাঁজ করা) সমষ্টি ; এই মায়া নির্গুণ ব্রহ্মে এমনভাবে অবস্থিত যে মনে হয় উহা নাই,—পরন্তু, ইহার দ্বারাই ব্রহ্মের প্রকাশ বিশ্বরূপে প্রকট হয় ; নিদ্রা আসিলে আমরা নিজেই যেমন আপনাকে জ্ঞানশূন্য করি, কিম্বা দীপ যেমন কজ্জল উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রভা মন্দ করে ; যেমন কোনও পুরুষ আলিঙ্গন বিনাই স্বপ্নে নিদ্রা হইতে সদ্যোত্থিত একটী তরুণাঙ্গী স্ত্রীদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কামবিকারে ক্ষুব্ধ হয় ; তেমনি হে ধনঞ্জয়, নির্গুণ ব্রহ্মে যে মায়া উৎপন্ন হয় এবং যাহা মূল স্বরূপের বিস্মৃতি আনয়ন করে, তাঁহাই এই সংসার-তরুর প্রথম জড় বা শিকড় ; মূলবস্তুর যে আত্মবিস্মৃতি (অজ্ঞান) তাহাই এই বৃক্ষের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত ঘনীভূত কন্দ (মূল)—যাহাকে বেদান্তে 'বীজভাব' বলিয়াছে ; অজ্ঞানময় গাঢ় সুষুপ্তির অবস্থাকে 'বীজাঙ্কুর' ভাব কহে ; স্বপ্ন ও জাগৃতিকে সুষুপ্তির 'ফলভাব' কহে ; বেদান্তের নিরূপণে এইসব পরিভাষাই[৩] ব্যবহৃত হইয়াছে ; পরন্তু, এই প্রসঙ্গ এখন থাকুক,—অজ্ঞানই এই সংসারতরুর মূল ; ইহার উর্দ্ধভাগেই নির্ম্মল আত্মা ; অধোর্দ্ধভাগে যে মূল বাহির হইয়াছে তাহারা মায়ার সংযোগে পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; (৯০) অধোমূল[৪] হইতে অনেক প্রকার অসংখ্য দেহ[৫] উৎপন্ন হয়, যাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কুর বাহির হইয়া বাড়িতে থাকে[৬] ; এইভাবে এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধভাগে ব্রহ্ম হইতে বল প্রাপ্ত হয়, এবং অধোভাগে অসংখ্য অঙ্কুরের গুচ্ছ উৎপন্ন করে ; ইহার প্রথম অঙ্কুর 'চিদ্বৃত্তি',—যাহা মহত্তত্ত্ব হইতে বিকশিত, একটি অপূর্ব্ব কোমল পত্ররূপে

১ প্রপঞ্চের ভূমিকা ; ২ জগৎরূপ ভ্রমের ; ৩ এইরূপ অসংখ্য পরিভাষা ;
৪ অধোভাগে ; ৫ সন্দেহ, সংশয় ; ৬ নীচের দিকে যায় ;

বাহির হয়; ইহার নিম্নভাগে তিনটি পত্রবিশিষ্ট একটি অঙ্কুর বাহির হয়—ইহা সত্ত্বরজস্তমাত্মক ত্রিবিধ 'অহংকার'; এই অহংকার বুদ্ধিরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন করে, এবং নানারূপ ভেদভাব[১] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মনরূপ শাখাকে পুষ্ট ও সতেজ রাখে; এইভাবে মূলের সামর্থ্যে বিকল্পরসে ভরা চিত্তচতুষ্টয়ের (বুদ্ধি, মন, অহংকার ও চিত্ত) কোমল পত্রবিশিষ্ট শাখা উৎপন্ন হয়; তৎপরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতরূপী পাঁচটি সুন্দর ঋজু শাখা সতেজে বাহির হয়; এইভাবে, শ্রোত্রাদি তন্মাত্রাসহিত পঞ্চেন্দ্রিয় বিচিত্র ও কোমল পত্ররূপে এই শাখার অঙ্গ হইতে বাহির হয়; তৎপরে শব্দাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে, শ্রোত্রের (কর্ণেন্দ্রিয়ের) অত্যধিক বৃদ্ধি হয় এবং বাসনার অবয়বগুলি কাণ্ডস্বরূপে বাড়িতে থাকে; অঙ্গরূপী লতা ও ত্বক্‌রূপী পল্লবে স্পর্শজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হয়, এবং তাহা হইতে অনেক প্রকার অভিনব বিকারের বৃদ্ধি হয়; (১০০) ইহার পর রূপের পল্লব বাড়িতে থাকিলে,[২] দূরদর্শী চক্ষুর কাণ্ড বাড়িতে থাকে,[৩] (চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপমাধুর্য্যের পশ্চাতে অনেকদূর যায়) এবং তখন ব্যামোহের (মোহ ও ভ্রমের) বিস্তার হয়; আর যখন রসের অনেক শাখা অত্যধিক বেগে বাড়িতে থাকে, তখন জিহ্বার উপর লালসার অসংখ্য পল্লব বাহির হয়; তেমনিভাবে গন্ধের অঙ্কুরোদ্গম হইলে, ঘ্রাণের অঙ্কুর বাড়িয়া বলপ্রাপ্ত হয়, এবং সানন্দে লোভের তলদেশে যায় (অর্থাৎ লোভের বৃদ্ধি করে); এইভাবে মহত্তত্ত্ব, অহংকার, মন, ও পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি—ইহারাই এই সংসারের সীমার নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা (সংসারবৃক্ষের বিস্তার বাড়াইতে থাকে); বেশী কি বলিব? মহত্তত্ত্বাদি আট অঙ্গে এই বৃক্ষের শাখা অধিকাধিক[৪] বাড়িতে থাকে, পরন্তু শুক্তি দেখিয়া যখন রৌপ্যের ভ্রম হয় তখন রৌপ্য যেমন শুক্তির আকারেই দেখা যায়; কিম্বা সমুদ্র যতদূর বিস্তৃত দেখা যায় তরঙ্গের বিস্তারও ততদূর পর্য্যন্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মও এই অজ্ঞান-মূল বৃক্ষের আকার ধারণ করেন; এখন, স্বপ্নের মধ্যে যেমন কেহ একাকী হইয়াও নিজেই তাহার সারা পরিবার হইয়া যায়, তেমনি এই সংসারবৃক্ষের বিস্তার যতদূর, ইহাও (ব্রহ্মতত্ত্ব) ততদূর প্রসারিত; পরন্তু, যথেষ্ট বলা হইল,

১ ভেদের বৃত্তি; ভেদভাব; ২ উঠিলে; উৎপন্ন হইলে;
৩ চক্ষুর কাণ্ড দূরদর্শিতারূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; ৪ নীচের দিকে;

—এই প্রকারের এক বিচিত্র, ভ্রমাত্মক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আর মহানাদি অঙ্কুরোদগম হওয়ায় অধোভাগে শাখাসমূহ বাড়িতে থাকে ; আর, জ্ঞানিগণ ইহাকে 'অশ্বত্থ' কেন বলেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর ; 'অশ্বত্থ' শব্দের অর্থ 'ঊষা', ঊষার ন্যায় এই প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষ যে পরদিন প্রভাতকাল পর্য্যন্তও টিকিবে তাহা অনিশ্চিত ; (১১০) ক্ষণে ক্ষণে যেমন মেঘের রং বদলায়, কিম্বা বিদ্যুৎ যেমন এক নিমেষমাত্রও অখণ্ড থাকে না ; অথবা, কম্পমান পদ্মপত্রের উপর যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না, কিম্বা, ব্যাকুল মনুষ্যের চিত্ত যেমন অস্থির হয় ; তেমনি, ইহার স্থিতি,—প্রতিক্ষণে ইহার নাশ হয়, এইজন্যই ইহাকে 'অশ্বত্থ' বলে ; আর, কেহ কেহ 'অশ্বত্থ'কে ব্যবহারিকভাবে 'পিপুল' বলে—পরন্তু ইহা ভগবান শ্রীহরির অভিপ্রেত নহে ; বস্তুতঃ ইহাকে 'পিপুল' বলিলেও এই প্রসঙ্গে অর্থের সঙ্গতি ভালভাবেই রক্ষা করা যায়, পরন্তু লৌকিক মতামত থাকুক ; অতএব, এখন আপনারা এই অলৌকিক গ্রন্থ শ্রবণ করুন, ইহার ক্ষণভঙ্গুরতার জন্য এই বৃক্ষকে 'অশ্বত্থ' বলা হয় ; আর এই বৃক্ষের অব্যয়ত্বের জন্যও বিশেষ খ্যাতি আছে ; পরন্তু তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ : যেমন সমুদ্রের জল একদিকে মেঘদ্বারা শোষিত হয়[১] (বাষ্পরূপে), তেমনি অন্যদিকে (মেঘের বর্ষণ হইলে) নদনদী ভরিয়া যায় ; সমুদ্রের জল কমেও না, বাড়েও না, এমনি পরিপূর্ণ দেখায়, পরন্তু তাহা মেঘ ও নদীর আদান-প্রদানের ক্রিয়া যতক্ষণ না বন্ধ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে ; তেমনি, এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও লয় এত তাড়াতাড়ি হইতে থাকে যে তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এইজন্য লোকে ইহাকে 'অব্যয়' বলে ; (১২০) দানশীল পুরুষ (ধন) ব্যয় করিয়াই (পুণ্য) সঞ্চয় করে, তেমনি এই বৃক্ষও 'ব্যয়' হইতে থাকে বলিয়া 'অব্যয়' রূপে প্রতিভাত হয় ; রথের চক্র অতিবেগে ঘুরিতে থাকিলে যেমন মনে হয় যেন নিশ্চল হইয়া আছে, বা ভূমিতে লাগিয়া আছে ; তেমনি, কালের প্রভাবে এই বৃক্ষের কোনও ভূত শাখা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে, তাহার স্থানে অসংখ্য অন্য অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ; পরন্তু, আষাঢ় মাসের মেঘপুঞ্জের গমনাগমনের ন্যায়, ইহার একটি শাখা কখন স্খলিত হয় আর তাহার স্থানে কখন কোটি শাখা উৎপন্ন হয় তাহা জানা যায় না ; মহাকল্পান্তে প্রকটিত সারা সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়,

[১] শোষিত হইয়া কম হয় ;

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনেক নূতন সৃষ্টির অরণ্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে ; প্রলয়ের অন্তে যেমন ধ্বংসকারী প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে বিশ্বরূপী বৃক্ষের ছাল ভস্ম হইয়া যায়, আর তখনই নবীন কল্পের নব নব পত্রপল্লবের গুচ্ছ উৎপন্ন হয় ; ইক্ষুর কাণ্ড হইতে যেমন অনেক নূতন কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তেমনি এক মন্বন্তর পর অন্য মন্বন্তর আসে, বংশের পর বংশপরম্পরা বিস্তারলাভ করে ; কলি-যুগের অন্তে যেমন যুগচতুষ্টয়ের শুষ্ক শাখা পড়িয়া যায়, তেমনি কৃত (সত্য) যুগের নূতন (প্রথম) ছাল পুনরায় উৎপন্ন হয় ; প্রচলিত বর্ষের অন্তে যেমন আগামী বর্ষের আমন্ত্রণ হয়, দিন আসিল কি গেল যেমন বুঝা যায় না ; বায়ুর প্রবাহে যেমন সন্ধিস্থল দেখা যায় না, তেমনি এই বৃক্ষের কত শাখা উঠিল বা পড়িল তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; (১৩০) একটি শরীরের অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে, অনেক নূতন শরীরের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইজন্যই এই ভবতরুকে 'অব্যয়' বা নিত্য বলিয়া মনে হয় ; প্রবহমান জল যেমন বেগে সম্মুখে চলে, এবং পশ্চাতের জল আসিয়া তাহার স্থান লয়, তেমনি এই জগৎ অসৎ (নশ্বর) হইলেও সৎ (শাশ্বত, নিত্য) বলিয়া মনে হয় ; কিম্বা, চক্ষের নিমেষে (সমুদ্রের বুকে) কোটি তরঙ্গ উঠে এবং লয়প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানবশতঃ মনে হয় ঐ তরঙ্গ নিত্য ; কাকের অক্ষিগোলক একটি, তাহাকে দুদিকে দুটি চক্ষুর মধ্যে দ্রুতবেগে চালায় বলিয়া, তাহার দুটি অক্ষিগোলক আছে এইরূপ যেমন ভ্রম হয় ; লাটিম (সমতা প্রাপ্ত হইয়া) খুব জোরে একস্থানে ঘুরিতে থাকিলে মনে হয় যেন ভূমিতে লাগিয়া নিশ্চল হইয়া আছে, এইভাবে বেগাতিশয়ই ভুলের কারণ হয় ; আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ-খণ্ড দ্রুতবেগে অন্ধকারে ঘুরাইতে থাকিলে যেমন একটি অখণ্ড[১] রেখার[২] মত দেখায় ; তেমনি এই সংসারতরুর শাখা সহসা ভাঙ্গে এবং উৎপন্ন হয়—তাহা না বুঝিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহাকে 'অব্যয়' মনে করে ; পরন্তু, ইহার বেগ দেখিয়া যাঁহারা ইহার ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং বুঝিতে পারেন যে একনিমেষে ইহা কোটিবার উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয় ; যাঁহারা পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন যে এই সংসারবৃক্ষের মূল অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহার অস্তিত্বই মিথ্যা, এবং এই বৃক্ষটি জীর্ণ ('জীর্ণ ছাল বিশিষ্ট') ও ক্ষণ-

১-২ স্বয়ম্ভু রেখার মত ; চক্রাকার রেখার মত ;

ভঙ্গুর ; হে পাণ্ডুসুত, তাঁহাদের আমি 'সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী' বলি, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অবগত আছেন[১] (১৪০) সমস্ত যোগসাধনা এইপ্রকার একটি জ্ঞানীর পক্ষেই উপযোগী হয়,—আর বেশী কি বলিব ? ইহারাই জ্ঞানকে জীবিত রাখেন ; আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; এই সংসারতরুকে যিনি ক্ষণভঙ্গুর[২] (নশ্বর) বলিয়া জানেন, তাঁহার বর্ণনা কে করিতে পারে ?

অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

এই অধোশাখা প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের অনেক ডাল পল্লব সোজা ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়া গিয়াছে ; আর, নীচের দিকে যে ডালগুলি নামিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেও শিকড় বাহির হইয়াছে,§ এবং ঐ শিকড় হইতেও লতাপল্লব বাহির হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে ; এইভাবে আমি যাহা আরম্ভেই বলিয়াছি তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন ; অজ্ঞানই এই বৃক্ষের দৃঢ় মূল, যাহা হইতে মহদাদি 'শাসন' (আজ্ঞা) বেদরূপ ঘোর অরণ্যের সহিত উৎপন্ন হয়[৩] ; পরন্তু প্রথমতঃ[৪] এই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে 'স্বেদজ' 'জারজ' 'উদ্ভিজ্জ' ও 'খনিজ' এই চারটি প্রবল শাখা (মহাভুজ) বাহির হয় ; ইহার এক-একটি মূল[৫] হইতে চৌরাশী লক্ষ যোনিরূপ ছোট ছোট শাখা বাহির হয়, এবং তখন জীবরূপী অসংখ্য শাখার বিস্তার হয় ; সরল শাখা হইতে আশেপাশে নানা সৃষ্টিরূপ ডালপালা নির্গত হয়, এবং তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাখাগুলি উৎপন্ন হয় ; স্ত্রী পুরুষ নপুংসকরূপ ব্যক্তিভেদের অগ্রভাগগুলি অঙ্গের নানা প্রকার বিকারের ভারে আন্দোলিত হইতে থাকে ; (১৫০) বর্ষাকালে আকাশ যেমন নবঘন মেঘে ছাইয়া যায়, তেমনি অজ্ঞান হইতে নানা প্রকার আকারের উৎপত্তি হয় ; (এই সংসারবৃক্ষের) শাখাগুলি নিজেদের ভারে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পরস্পরের সহিত জড়াইয়া যায়, ইহাতে গুণক্ষোভের হাওয়া বহিতে থাকে ; এই গুণাবলীর

১ তাঁহারা আমার নমস্য ; ২ বর্ণন ; প্রসিদ্ধি ; (এই পাঠে অর্থের সঙ্গতি হয় না) ;
§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"ঊর্দ্ধদিকে মূলগুলি অবস্থিত ;
৩ বেদের সহিত বাহির হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; ৪ নীচের দিকে ; ৫ শরীর ,

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে এই ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়; এইভাবে রজোগুণের হাওয়া অধিক বেগে বহিতে থাকিলে মানব জাতিরূপ শাখা বলবতী হইয়া বাড়িতে থাকে; এই শাখার ঊর্দ্ধদিকে কি অধোভাগে কোনও শাখা বাহির হয় না, পরন্তু মধ্যভাগে প্রচুর পরিমাণে চাতুর্বর্ণ্যের শাখা-প্রশাখা বাহির হয়; ইহা হইতে বিধিনিষেধের পল্লবসহ বেদবাক্যের অভিনব সুন্দর শাখাপল্লব বাহির হইয়া দুলিতে থাকে; অর্থ ও কামের বিস্তার হয়, উহাতে নব নব পল্লব বাহির হয়, সেখান হইতে বিভিন্ন দিকে ইহলোকের ক্ষণিক সুখভোগের মঞ্জরী নির্গত হয়; সেখানে প্রবৃত্তিমার্গের বৃদ্ধি হয়, এইজন্য শুভাশুভ নানা কর্ম্মের যে কত শাখা বাহির হয় তাহার ইয়ত্তা নাই; তেমনি, ভোগক্ষীণ পূর্ব্বের দেহগুলি শুষ্ক ডালের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে, তখন অনেক নূতন দেহের পল্লব উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে; আর শব্দাদি স্বাভাবিক রঙ্গে সুশোভিত নূতন বিষয়পল্লবগুলি নিত্য উৎপন্ন হয়; (১৬০) এইভাবে, রজোগুণের বায়ুর প্রচণ্ড প্রবাহে সমস্ত মানবশাখার অত্যধিক প্রসার হয়; ইহাতে মনুষ্যলোকের প্রতিষ্ঠা হয়; তেমনি, রজোগুণের বায়ুর প্রবাহ একটু শান্ত হইলে, তমোগুণের ঘোর প্রভঞ্জন বহিতে থাকে; এই সময়, মানবশাখার নীচের দিকে নীচ বাসনা উৎপন্ন হইয়া কুকর্ম্মের শাখাগুলি বাড়িয়া উঠে; অপ্রবৃত্তির (নীচমার্গের) ঋজু ও সতেজ শাখাগুলি নির্গত হয়, এবং তাহাতে প্রমাদের পত্র, পল্লব ও ডাল উৎপন্ন হয়; নিয়ম ও নিষেধের বিধানকারী ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ এই শাখার উপরিভাগে দোদুল্যমান পল্লবের ন্যায় অবস্থিত; অথর্ব্ববেদ—যাহা অভিচার (জারণ-মারণ) রূপ পরপীড়ক শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছে—তাহার পল্লব বাহির হইয়া তাহা হইতে বাসনার লতাগুচ্ছ প্রসারিত হয়; যেমন যেমন বাসনার ক্রিয়া চলিতে থাকে, তেমনি অকর্ম্মের মূল বাড়িতে থাকে, এবং জন্মের শাখা বাড়িয়া সম্মুখের দিকে ধাবিত হয়; চণ্ডালাদি হীনবর্ণ ও নীচকর্ম্মা জাতির একটি বৃহৎ শাখাও বাহির হয়,—যাহার জালে ভ্রমে পতিত ও কর্ম্মভ্রষ্ট লোক আটকাইয়া যায়; পশু, পক্ষী, শূকর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প আদি অসংখ্য জীবের শাখাগুলিও এইসঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাহির হইয়া বিস্তৃত হয়; হে পাণ্ডব, এইভাবে এই বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে নিত্য নব নব শাখা উৎপন্ন হয়—যাহার ফলে নরকভোগপ্রাপ্তি হয়; (১৭০)

আর, হিংসা আদি বিষয় সম্মুখে করিয়া, কুকর্ম্মে নেতৃত্ব করিয়া, এইসব অঙ্কুরগুলি জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্য্যন্ত বাড়িয়া চলে; এইভাবে, বৃক্ষ, তৃণ, লৌহ, মৃত্তিকা, প্রস্তর আদির শাখাও বাহির হয় এবং তাহা হইতে এইসব ফল উৎপন্ন হয়; হে অর্জ্জুন, এইভাবে মানবশাখা হইতে স্থাবরবর্গ পর্য্যন্ত অনেক শাখা-প্রশাখা নিম্নাভিমুখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এইজন্য, এই মনুষ্যশাখার ডালকেই অধোভাগের মূল বলিয়া জানিবে, কারণ ইহা হইতেই সংসারতরু (নিম্নদিকে) বিস্তৃত হয়; নতুবা, হে পার্থ, যদি ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত প্রাথমিক মূলের বিষয় চিন্তা করা যায়, তবে ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগের মধ্যস্থ শাখাগুলিকে এই (মানব) শাখা বলিয়া ধরিতে হইবে; পরন্তু, সুকৃতদুষ্কৃতাত্মক সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের শাখাগুলি এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত; আর, হে অর্জ্জুন, বেদত্রয়ের যে পত্রগুচ্ছ—যাহা অন্যত্র সংলগ্ন নহে—তাহারা মনুষ্যযোনি ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে বিধান দিতে পারে না; সেইজন্য যদিও মানব-তনুর শাখা ঊর্দ্ধমূল হইতে বাহির হইয়াছে, তথাপি এই শাখাই কর্ম্মবৃদ্ধির মূল কারণ; আর, অন্য বৃক্ষের শাখা বাড়িতে থাকিলে মূল দৃঢ় হয়, এবং মূল পুষ্ট হইলে শাখার বিস্তার বাড়ে, শরীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়,—যতক্ষণ কর্ম্ম থাকে ততক্ষণ দেহের পরম্পরাও বজায় থাকে, আর দেহের অস্তিত্ব যতদিন থাকে, ততদিন কর্ম্মের ব্যাপার চলে না—একথা বলা যায় না; (১৮০) এইজন্যই, জগজ্জনক শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এই মানবশরীরই সংসারের বিস্তারের মূল—ইহাতে কোনও সংশয় নাই; যখন তমোগুণের প্রচণ্ড প্রবাহ স্থির হয়, তখন সত্ত্বগুণের ঝড় অতিবেগে বহিতে থাকে; তখন, মনুষ্যাকার মূল হইতে সদ্বাসনারূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সৎকর্ম্মের শাখা-পল্লব প্রচুর পরিমাণে উদ্‌গত হয়; জ্ঞানের উদয় হইলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাকিশলয়ের[১] অঙ্কুর নির্গত হইয়া নিমেষের মধ্যেই বিস্তারপ্রাপ্ত হয়;+ মেধার রসে ভরা সুশোভিত আস্থাপত্র (নিষ্ঠাভক্তির পল্লবরাজি) হইতে সদ্‌বৃত্তির সরল অঙ্কুর নির্গত হয়; সদাচারের বহু অঙ্কুর সহসা বাহির হয়; এবং তাহা হইতে

১ প্রজ্ঞাকুশলতার;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"বুদ্ধির শাখা বিস্তার লাভ করে এবং উহাতে স্ফূর্ত্তির শাখাপল্লব উৎপন্ন হয়,—বুদ্ধির প্রকাশ বিবেকের আশ্রয় লইয়া সম্মুখে ধাবিত হয়";

বেদরূপ পক্ষিকুলের[১] নির্ঘোষ উত্থিত হয়; শিষ্টাচার, বেদোক্ত বিধি[২] ও নানা যাগযজ্ঞাদি কর্মের অসংখ্য পত্রের মধ্য হইতে অনেক নূতন পত্র বাহির হইতে থাকে; তপস্যার শাখা হইতে যমদমাদি সংযমের গুচ্ছ বাহির হয়, এবং তাহা হইতে বৈরাগ্যের কোমল অথচ বিশাল শাখা উৎপন্ন হয়; বিশিষ্ট ব্রতের পল্লব ও ধৈর্য্যের তীক্ষ্ণফলাবিশিষ্ট অঙ্কুরগুলি উৎপন্ন হইয়াই ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায়; মধ্যস্থলে বেদরূপী পত্রপল্লবগুচ্ছ থাকে—সত্ত্বগুণের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকিলে তাহা হইতে বিদ্যার গর্জ্জন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। (১৯০) ধর্মের ডাল বিস্তার লাভ করিলে জন্মের সরল শাখাসকল[৩] বাহির হয়, তাহা হইতে স্বর্গাদির ফলরূপী-শাখাগুলি আড়া-আড়িভাবে ফুটিয়া উঠে; বৈরাগ্যের রঙ্গে রঞ্জিত ধর্ম্ম মোক্ষের কোমল নব নব শাখাপল্লব[৪] নিত্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে; সূর্যচন্দ্রাদি গ্রহ, পিতৃ-লোক, ঋষিকুল ও বিদ্যাধরাদির উপশাখাগুলি নির্গত হইয়া প্রসার লাভ করে; ইহাদের অনেক ঊর্দ্ধে ফলভারে আচ্ছাদিত ইন্দ্রলোকের এক বৃহৎ শাখা থাকে; ইহারও উপরে মরীচি, কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণ তপোজ্ঞানপ্রভাবে নিজ নিজ শাখা ঊর্দ্ধে বিস্তার করিয়া আছেন; এইভাবে পত্রাচ্ছাদিত[৫] অনেক শাখা উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, এবং বৃক্ষটি মূলের কাছে ছোট দেখাইলেও উপরিভাগে ফলে আচ্ছাদিত হইয়া একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়; হে কিরীটি, যে উপরের শাখা পরে ফলে ভরিয়া যায়, তাহার অগ্রভাগ হইতে ব্রহ্মা শঙ্কর আদি দেবতার অঙ্কুরোদ্গম হয়; ঊর্দ্ধের শাখাগুলি প্রচুর ফল-ভারে অবনত হয় এবং বাঁকিয়া মূলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; সাধারণ বৃক্ষেও এইপ্রকার হয়, ফলের ভারে শাখাগুলি বাঁকিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; যে মূল হইতে এই সারা সংসারতরুর উদ্ভব হয়, হে পাণ্ডব, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, সংসারতরুর বিস্তার সেই মূলেই আসিয়া আশ্রয় লয়; (২০০) এইজন্য ব্রহ্মলোক ও শিবলোকের ঊর্দ্ধে জীবের আর কোনও বৃদ্ধি বা উন্নতি নাই, তাহার উপরেই ব্রহ্মত্ব; পরন্তু ইহা থাকুক; ব্রহ্মাদি দেবতাও আপন সামর্থ্যে[৬] ঐ ঊর্দ্ধমূলের সমতা লাভ করিতে পারে না; ইহাদের উপরে,

১ বেদপদ্যের; ২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিধি; ৩ শাখাপল্লব; ৪ সরল শাখা; ৫ স্তরে স্তরে; ৬ অঙ্কুর;

সনকাদি নামে বিখ্যাত অপর একটি (নিবৃত্তিমার্গের) শাখা আছে—যাহা ফলমূলদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; এইভাবে মনুষ্যরূপ শাখা হইতে উর্দ্ধে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত শাখাপল্লবগুলি অনেক উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; হে পার্থ, উপরের ব্রহ্মাদিরূপ শাখা মনুষ্যশাখা হইতেই উৎপন্ন হয় ; এইজন্যই এই নিম্নের মনুষ্য শাখাকেই মূল বলা হয় ; এইভাবে তোমাকে এই অধোর্দ্ধশাখা অলৌকিক[১] উর্দ্ধমূল ভববৃক্ষের কথা বলিলাম ; আর এই বৃক্ষের যে মূল নীচের দিকে গিয়াছে সবিস্তারে তাহারও বর্ণনা করিলাম,—এখন এই সংসারবৃক্ষকে কি করিয়া সমূলে উৎপাটন করা যায়, তাহাই শ্রবণ কর।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

হে কিরীটি, তোমার মনে এই ভাবনা হইতে পারে যে 'এমন কি সাধন আছে, যাহা দ্বারা এই বিশাল বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায় ?' ইহার উর্দ্ধমুখী শাখাগুলি বাড়িয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে—ইহার মূল নিরাকার ব্রহ্মেই অবস্থিত। ইহার নিম্নাভিমুখী শাখাগুলি স্থাবরের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার মধ্যভাগে মানবরূপী একটি স্বতন্ত্র মূল বাহির হইয়াছে[২] (২১০) এমন দৃঢ় ও বিশাল বৃক্ষকে কে বিনাশ করিতে পারে ? এই প্রকার দুর্ব্বল ভাবনা যেন তোমার মনে কখনও না আসে ; এই বৃক্ষকে উৎপাটন করা কি বিশেষ শ্রমসাধ্য ? বালকদের ভয় দূর করিবার জন্য কি বাগুলকে (ভূতকে) দেশছাড়া করিতে হয় ?[৩] কল্পিত গন্ধর্বদুর্গ (আকাশে লক্ষিত মেঘপুঞ্জ) কি ধ্বংস করিতে হয় ? খরগোসের শিং কি ভাঙ্গা যায় ? আকাশকুসুম কি চয়ন করা যায় ? তেমনি, হে বীর, এই সংসাররূপী বৃক্ষ অবাস্তব ও অসত্য,—তাহাকে উৎপাটন করিতে কোন ভয় হইবে কেন ? আমি ইহার মূল ও শাখার যে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা বন্ধ্যার ঘর পুত্রকন্যায় ভরিয়া আছে—এইরূপ বর্ণনার ন্যায় ; স্বপ্নের কাহিনী কি জাগিয়া উঠিলে কোনও কাজ দেয় ? এই বৃক্ষের কাহিনীকেও তুমি তেমনি অলীক ও ব্যর্থ বলিয়া

১ সুকুমার ; ২ অবস্থিত ; ৩ মারিতে হয় ? তাড়াইতে হয় ?

জানিও ;+ এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, কচ্ছপের ঘৃত যেমন রাজাকে পরিবেশন করা যায় না, আমি যে সংসারবৃক্ষের স্বরূপের বর্ণনা করিলাম তাহাও তেমনি মায়া বা ভ্রান্তিপূর্ণ ;+ মূলতঃ অজ্ঞান যদি মিথ্যাই হয়, তবে অজ্ঞানপ্রসূত কার্য্যের কি মূল্য ? সেইজন্য, সত্য বিচার করিয়া দেখিলে, এই সংসারবৃক্ষের সমস্তই মিথ্যা ; আর যাহারা বলে এই বৃক্ষের অন্ত নাই, সত্য বিচার করিলে, তাহারা একপ্রকার ঠিকই বলে ; জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত কি নিদ্রার অন্ত হয় ? রাত্রি শেষ না হইলে কি উষার আগমন হয় ? (২২০) তেমনি, হে পার্থ, যতক্ষণ না জ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এই ভবরূপী অশ্বত্থের অন্ত হয় না ;+ এই সংসারকে যে অনাদি বলা হয়, ইহাও মিথ্যা নহে,—উপরোক্ত বিচার অনুসারে ইহা ঠিকই ;+ যাহার জন্মই হয় না, তাহার মাতা কে কি করিয়া বলা যায় ? এই বৃক্ষের কোনও অস্তিত্বই নাই, সেইজন্যই ইহাকে অনাদি বলা যায় ;+ ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, স্থিতি নাই,

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য দুটি ওবী আছে—"তাহা না হইলে, এই বৃক্ষটি সত্যই যদি আমি যেমন বর্ণনা করিয়াছি তেমনি অচলমূল ও দৃঢ় হয়, তবে কোন্ মায়ের সন্তান তাহাকে উৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে ? ফু দিয়া কি আকাশকে উড়াইয়া দেওয়া যায় ?"

+ পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"মৃগজলের সরোবর দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য, কিন্তু উহার জলে কি ধানের চারা বপন করা যায় ?"

+ এইস্থলে পাঠান্তরে অন্য তিনটি ওবী আছে—

"প্রবহমান বায়ু শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় .

এইজন্য যখন সূর্য্য অস্ত যায়, মৃগজলও অদৃশ্য হয়, দীপ নির্ব্বাণ করিলে তাহার প্রভাও নষ্ট হয় ;

তেমনি, যখন মায়া বা অবিদ্যার বিনাশকারী জ্ঞানের বিকাশ হয় তখনই এই সংসাররূপী বৃক্ষের অন্ত হয়, তাহা না হইলে কখনও হয় না ;"

+ পাঠান্তরে এই স্থলে অন্য দুটি ওবী আছে—

"কারণ, এই সংসারবৃক্ষটি যখন অবাস্তব ও অসত্য, তখন তাহার আদিই বা কি, এবং কি করিয়া হইবে ?

যাহার সত্যই উৎপত্তি আছে তাহার সম্বন্ধেই বলা যায় যে ইহার আদি আছে, পরন্তু যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার মূল বা আদি কোথা হইতে আসিবে ?"

+ পাঠান্তরে এখানে আরও অনেকগুলি ওবী আছে—

"বন্ধ্যার পুত্রের জন্মপত্রিকা কোথা হইতে আসিবে ? আকাশের নীল ভূমিকাই বা কি করিয়া কল্পনা করা যায় ? হে পাণ্ডব, আকাশকুসুমের ডাঁটা কে ভাঙ্গিবে ? সুতরাং যাহার অস্তিত্বই

রূপও নাই,—ইহাকে উৎপাটন করিবার জন্য কোনও তোড়জোড়ের (পরিশ্রম বা কষ্ট) কি প্রয়োজন? হে কিরীটি, আত্মস্বরূপের অজ্ঞানের জন্যই এই মিথ্যা সংসার এত বলবান হয়, আত্মজ্ঞানের শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলা উচিত; নতুবা জ্ঞান ভিন্ন অন্য যে কোনও উপায়ে ইহাকে জয় করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা দ্বারা আরও অধিকতর ভাবে এই বৃক্ষের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িবে; ইহার কত শাখা-প্রশাখায়, উর্দ্ধে এবং অধোভাগে, ঘুরিয়া বেড়াইবে? সুতরাং সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারা ইহার মূল যে অজ্ঞান, তাহাকে ছেদন কর; সর্পভ্রমে রজ্জুকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কি সারা পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না? মৃগজলকে গঙ্গা (নদী) মনে করিয়া তাহা পার হইবার জন্য ডোঙ্গা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে যে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় সে যেমন সত্য সত্যই জলের প্রবাহে ডুবিয়া মরে; তেমনি, হে বীর, এই মিথ্যা সংসারকে নাশ করিবার জন্য যে উপায় চিন্তা করে সে আত্মজ্ঞান হারায়, এবং তাহার বায়ু কুপিত হয় (সংসারভ্রম দিনে দিনে বাড়িতে থাকে); (২৩০) হে ধনঞ্জয়, যেমন স্বপ্নে প্রাপ্ত আঘাতের একমাত্র ঔষধ জাগ্রত

নাই, তাহার আদির ভাবনা কোথা হইতে আসিবে? মাটির ঘট তৈয়ারী না করিলে যেমন তাহার অস্তিত্বই নাই (তাহার নাস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ), তেমনি এই সমূল বৃক্ষটিকে অনাদি বলিয়া জানিবে;

হে অর্জ্জুন, তুমি বুঝিয়া রাখ,—ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যস্থলে যে স্থিতির আভাস পাওয়া যায়, তাহাও মিথ্যা; মৃগজল ব্রহ্মগিরি হইতে বাহির হয় না, এবং সমুদ্রেও গিয়া প্রবেশ করে না—মধ্যস্থলে যেমন ইহার ব্যর্থ আভাস দৃষ্ট হয়, তেমনি, এই সংসারের কোনও আদিও নাই, অন্তও নাই,—ইহার বাস্তব কোনও অস্তিত্বই নাই,—পরন্তু ইহার মিথ্যা অস্তিত্বের অপূর্ব্বতা ভাসমান হয়;

ইন্দ্রধনু যেমন নানা রংয়ে রঙ্গীন দেখায়, তেমনি এই সংসার অজ্ঞানের নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত দেখায়; চতুর নট যেমন বিভিন্ন বেশে লোকের মনোহরণ করে, সংসারের এই মধ্যবর্ত্তী আভাস তেমনি অজ্ঞানীর চক্ষুতে ভ্রম উৎপাদন করে; আর, আকাশের কোনও রং না থাকিলেও কথনও কথনও নীলবর্ণ দেখায়—পরন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যায়;

স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে কি তাহা হইতে কোনও কাজ পাওয়া যায়? তেমনি এই ক্ষণিকের আভাসও মিথ্যা; জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বানর যেমন তাহা ধরিতে যায়, কিন্তু ধরিতে পারে না; এই জগদাভাস চকিতে দৃষ্ট হয় এবং পরক্ষণেই লোপ পায়—ইহার চঞ্চলতা তরঙ্গভঙ্গের চঞ্চলতা ও বিদ্যুতের গতিকেও হার মানায়; গ্রীষ্মের শেষে যেমন বায়ুর প্রবাহ সামনে কি পিছন হইতে আসিতেছে বুঝা যায় না, তেমনি এই মধ্যস্থ তরুবরের কোনও বাস্তব স্থিতি নাই;"

হওয়া, তেমনি জ্ঞানখড়্গের দ্বারাই এই অজ্ঞানমূল সংসারকে ছেদন করা যায়; পরন্তু, এই জ্ঞানখড়্গ সহজভাবে চালনা করিলে, বুদ্ধি বৈরাগ্যের নিত্য নূতন অমোঘ বল প্রাপ্ত হইবে; বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, মনুষ্য ত্রিবর্গের তাপ হইতে তেমনি ভাবে মুক্তি লাভ করে, যেমন কুকুর বিষাক্ত অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বমন করিয়া ফেলে; হে পাণ্ডব, যখন সংসারের প্রত্যেক পদার্থ বিরক্তি উৎপাদন করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে; দেহাভিমানের আবরণ একেবারে ত্যাগ করিয়া এই অস্ত্র প্রত্যগ্‌বুদ্ধি বা আত্মভাবনারূপ করতলে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে;[১] বিবেকরূপী শানের উপর "ব্রহ্মাস্মি" এই তীক্ষ্ণ আত্মবোধরূপী ভাবনা দ্বারা এই অস্ত্রকে শান দিতে হইবে, এবং পূর্ণবোধের চূর্ণদ্বারা ইহাকে মাজিতে (পালিশ করিতে) হইবে; ইহার পর, নিশ্চয়ের মুষ্টিতে—কিরকম শক্তিলাভ হইল পরীক্ষা করিবার জন্য দু-একবার প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে, অনন্তর অতিশুদ্ধ মননদ্বারা ইহাকে তৌল (পরীক্ষা) করিবে; পরে, নিদিধ্যাসন দ্বারা যখন এই শস্ত্র ও শস্ত্রধারী সম্পূর্ণভাবে একরূপ হইয়া যাইবে, তখন ইহার আঘাতে কিছুই টিকিতে পারিবে না; অদ্বৈত তেজোদৃপ্ত আত্মজ্ঞানের এই অস্ত্র সংসার-বৃক্ষের কোথায়ও কিছু অবশিষ্ট রাখিবে না (তাহাকে নির্মূল করিবে)+ তখন চন্দ্রমার প্রকাশে যেমন মৃগজল অদৃশ্য হয়, তেমনি সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগ বা ঊর্দ্ধে অবস্থিত মূল[২] ও অধোভাগে শাখা-প্রশাখার বিস্তারও অদৃশ্য হয়; (২৪০) হে বীর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, এইভাবে, আত্মজ্ঞানের খড়্গ দ্বারা ঊর্দ্ধমূল এই সংসার রূপী অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন করা উচিত।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

---

১ আত্মভাবনারূপ তরবারি দৃঢ়হস্তে ধারণ করিতে হইবে;

+ পাঠান্তরে এখানে অপর দুটি ওবী দেখা যায়—

"শরতের প্রারম্ভে বায়ু যেমন অসার জঞ্জালকে দূর করে (আকাশকে মেঘমুক্ত করে) কিম্বা উদিত সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে গ্রাস করে;

অথবা, জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত খেলার অন্ত হয়, আত্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রও তেমনি করে (সংসারতরুকে নাশ করে)";

২ অধোমূল;

তাহার পর মনুষ্যের আত্মস্বরূপ দর্শন হয়—যাহার সম্বন্ধে 'ইহা অমুক বস্তু' বলা যায় না এবং যাহা অহংতাবিনাই স্বয়ংসিদ্ধ; পরন্তু, মূর্খ ব্যক্তিগণ দর্পণে আপনার একটি মুখের স্থলে দুইটি দেখে, তুমি তেমন করিও না (দ্বৈতাভাস স্বীকার করিও না);+অদ্বৈতদৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনের ইহাই রীতি—ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি; না দেখিয়াই যাঁহাকে দেখা যায়, না জানিয়াই যাঁহাকে জানা যায়, যে বস্তুকে 'আত্মপুরুষ' বলা হয়; তাঁহার সম্বন্ধে উপাধির আশ্রয় লইয়া শ্রুতি অনেক কথা বলিয়াছে,[১] এবং ব্যর্থই তাঁহার নামরূপের বর্ণনা করিয়াছে; স্বর্গসুখে ও সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষুগণ 'এখানে আর ফিরিয়া আসিব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া (যাঁহার সন্ধানে) যোগজ্ঞানে আরূঢ় হইয়া বাহির হন; বৈরাগ্যের বাজী জিতিয়া (বৈরাগ্য সাধন করিয়া) সংসারকে পদদলিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন, এবং কর্ম্মমার্গের আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মপদের পর্ব্বত পার হইয়া আরও আগে চলিয়া যান; অহংতাদি ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণ যে মূলঘরে (পরমপদে) যাইবার অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন; যে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতার জন্য এই বিশ্বসংসারের বৃহৎ মিথ্যাভাস হয়, এবং অস্তিত্ববিহীন 'তুমি' 'আমি' এই দ্বৈতভাবের প্রসার হয়; (২৫০) যে মূল বস্তু হইতে, দুর্ভাগার শুষ্ক (ব্যর্থ) আশার ন্যায়,

+ পাঠান্তরে ইহার পর অন্য পাঁচটি ওবী আছে—

"হে বীর অর্জ্জুন, আত্মদর্শন করিবার ইহাই রীতি—কুঁয়া খুঁড়িবার পূর্ব্বেই যেমন মাটির নীচে ঝরনা আপন স্থানে জলে ভরিয়া থাকে;

অথবা, জল শুকাইলে প্রতিবিম্ব যেমন নিজবিম্বের মধ্যেই মিলাইয়া যায়, কিম্বা ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে লীন হয়;

অথবা, ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে বহ্নি যেমন নিজের মূলস্বরূপে লীন হইয়া যায়, তেমনি, হে ধনঞ্জয়, আত্মস্বরূপকে দেখিতে হইবে;

এই আত্মস্বরূপদর্শন ঠিক তেমনিই, যেমন জিহ্বা স্বয়ং আপনার স্বাদগ্রহণ করে, অথবা নেত্র নিজের অক্ষিগোলকটিকে দেখে;

কিম্বা তেজ যেমন তেজের মধ্যেই মিলিয়া যায়, আকাশ আকাশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা নানা স্থানের জল যেমন জলাশয় ভরিয়া দেয়;

১ শ্রুতিজিহ্বা চালনা করে;

এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরার বিস্তার বাড়িতে থাকে; হে পার্থ, সেই যে আদ্য (মূল) বস্তু—আপনার আত্মস্বরূপ,—তাহাকে, বরফ দ্বারা যেমন বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে; হে ধনঞ্জয়, এই বস্তুকে আর একটি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়,—তাহা এই যে, একবার এই স্বরূপের দর্শন হইলে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না; পরন্তু, মহাপ্রলয়ে যেমন সর্ব্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে যে জ্ঞান সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া থাকে, সেই জ্ঞান দ্বারাই এই আত্মদর্শন হয়;

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫

বর্ষার অন্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মনুষ্যের মন হইতে মান, মোহ আদি বিকার অন্তর্হিত হয়; আত্মীয়বর্গ যেমন নির্ধন ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি যিনি সর্ব্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে মুক্ত; ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্মূলিত হয়, তেমনি প্রবল (সম্পূর্ণ) আত্মপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়; অগ্নি লাগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়া যায়, তেমনি যিনি সর্ব্বপ্রকারে সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন; যে ভেদবুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,—যিনি সেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত; সূর্য্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে, তেমনি যাঁহার দেহাভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইয়াছে[১]; (২৬০) আয়ু ফুরাইলে জীব যেমন অতর্কিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি যিনি অজ্ঞানময় দ্বৈতভাবকে পরিত্যাগ করেন; পরশ পাথরের কাছে যেমন লৌহের সঙ্কট উপস্থিত হয়; সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে যাঁহার কাছে দ্বৈতবুদ্ধির দুষ্কাল হয়; সুখ-দুঃখাকারে দেহে যে দ্বন্দ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, যাঁহার সম্মুখে সেই দ্বন্দ্ব ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে পারে না; স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্য বা মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় না; তেমনি সুখ-দুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উৎপন্নকারী দ্বন্দ্ব তাঁহাকে অভিভূত করে না—সর্প

১ চলিয়া গিয়াছে;

যেমন গরুড়ের কাছে যাইতে পারে না; আর অনাত্মবস্তুরূপ জলত্যাগ করিয়া যে সুবিচাররূপী রাজহংস আত্মানন্দরূপ দুগ্ধ পান করেন; সূর্য্য যেমন ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজালদ্বারা নিজের বিম্বের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রান্তির (অজ্ঞানের) জন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তুর সত্তাকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি[১] দ্বারা অখণ্ডস্বরূপে একত্র করিতে সমর্থ; কিং বহুনা, যাঁহার বিবেক শুদ্ধ অন্তরে আত্মনির্ণয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়—যেমন গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রে ডুবিয়া সমরস হয়; সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফলে তাঁহার অন্য কোনও অভিলাষ থাকে না—সর্ব্বব্যাপী আকাশের যেমন অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব; (২৭০) অগ্নির (জ্বালামুখী) পর্ব্বতের উপর যেমন কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—তেমনি যাঁহার মনে কোনও বিকারের উদয় হয় না+ এই অসম্বদ্ধ বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু যেমন বায়ুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি, যিনি বিষয়ের নামও শুনিতে পারেন না; এইভাবে, যাঁহারা জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কলুষ আহুতি দিয়া নির্ম্মল হইয়া যান, তাঁহারা, খাঁটি সোনা যেমন সোনায় মিশিয়া যায়, তেমনিভাবে সেখানে (পূর্ণস্বরূপে) গিয়া মিশিয়া যান; যদি প্রশ্ন কর 'সে কোন্ ঠাঁই?' তাহার উত্তর এই যে সে সেই 'অব্যয়' পদ যাহার কোনও নাশ নাই; যে বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোচর হয় না,—যাহার সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে 'ইহা অমুক বস্তু';

> ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
> যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

দীপের উজ্জ্বল প্রভা, কিম্বা চন্দ্রের প্রকাশ,—কি আর বলিব? অংশুমালী সূর্য্যের প্রখর তেজ যাহা-কিছু প্রকাশিত করে; এ সমস্ত জগৎ যিনি অদৃশ্য হইলেই দৃশ্যমান হয়, যাঁহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়; শুক্তির

১ আত্মদৃষ্টি;

+ "মন্দার পর্ব্বতরূপ মন্থনদণ্ড উঠাইয়া লইলে ক্ষীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়াছিল, তেমনি যাঁহার অন্তরে কামোর্ম্মির শল্য উঠে না;"

"ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রমার অঙ্গে যেমন কোনও ন্যূনতা দেখা যায় না, তেমনি যাঁহার মনে কোনও বাসনার দোষ উৎপন্ন হয় না।"—পাঠান্তরে এখানে এই দুটি ওবী পাওয়া যায়।

এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরার বিস্তার বাড়িতে থাকে ; হে পার্থ, সেই যে আন্ত (মূল) বস্তু—আপনার আত্মস্বরূপ,—তাহাকে, বরফ দ্বারা যেমন বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই বস্তুকে আর একটি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়,—তাহা এই যে, একবার এই স্বরূপের দর্শন হইলে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না ; পরন্তু, মহাপ্রলয়ে যেমন সর্ব্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে যে জ্ঞান সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া থাকে, সেই জ্ঞান দ্বারাই এই আত্মদর্শন হয় ;

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

বর্ষার অন্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মনুষ্যের মন হইতে মান, মোহ আদি বিকার অন্তর্হিত হয় ; আত্মীয়বর্গ যেমন নির্ধন ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি যিনি সর্ব্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে মুক্ত ; ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্মূলিত হয়, তেমনি প্রবল (সম্পূর্ণ) আত্মপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায় ; অগ্নি লাগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়া যায়, তেমনি যিনি সর্ব্বপ্রকারে সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন ; যে ভেদবুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,—যিনি সেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত ; সূর্য্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে, তেমনি যাঁহার দেহাভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইয়াছে[১] ; (২৬০) আয়ু ফুরাইলে জীব যেমন অতর্কিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি যিনি অজ্ঞানময় দ্বৈতভাবকে পরিত্যাগ করেন ; পরশ পাথরের কাছে যেমন লৌহের সঙ্কট উপস্থিত হয় ; সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে যাঁহার কাছে দ্বৈতবুদ্ধির দুষ্কাল হয় ; সুখ-দুঃখাকারে দেহে যে দ্বন্দ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, যাঁহার সম্মুখে সেই দ্বন্দ্ব ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে পারে না ; স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্য বা মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় না ; তেমনি সুখ-দুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উৎপন্নকারী দ্বন্দ্ব তাঁহাকে অভিভূত করে না—সর্প

১ চলিয়া গিয়াছে ;

যেমন গরুড়ের কাছে যাইতে পারে না; আর অনাত্মবস্তুরূপ জলত্যাগ করিয়া যে সুবিচাররূপী রাজহংস আত্মানন্দরূপ দুগ্ধ পান করেন; সূর্য্য যেমন ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজালদ্বারা নিজের বিম্বের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রান্তির (অজ্ঞানের) জন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তুর সত্তাকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি[১] দ্বারা অখণ্ডস্বরূপে একত্র করিতে সমর্থ; কিং বহুনা, যাঁহার বিবেক শুদ্ধ অন্তরে আত্মনির্ণয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়—যেমন গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রে ডুবিয়া সমরস হয়; সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফলে তাঁহার অন্য কোনও অভিলাষ থাকে না—সর্ব্বব্যাপী আকাশের যেমন অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব; (২১০) অগ্নির (জ্বালামুখী) পর্ব্বতের উপর যেমন কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—তেমনি যাঁহার মনে কোনও বিকারের উদয় হয় না+ এই অসম্বদ্ধ বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু যেমন বায়ুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি, যিনি বিষয়ের নামও শুনিতে পারেন না; এইভাবে, যাঁহারা জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কলুষ আহুতি দিয়া নির্ম্মল হইয়া যান, তাঁহারা, খাঁটি সোনা যেমন সোনায় মিশিয়া যায়, তেমনিভাবে সেখানে (পূর্ণস্বরূপে) গিয়া মিশিয়া যান; যদি প্রশ্ন কর 'সে কোন্ ঠাঁই?' তাহার উত্তর এই যে সে সেই 'অব্যয়' পদ যাহার কোনও নাশ নাই; যে বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোচর হয় না,—যাহার সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে 'ইহা অমুক বস্তু';

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

দীপের উজ্জ্বল প্রভা, কিম্বা চন্দ্রের প্রকাশ,—কি আর বলিব? অংশুমালী সূর্য্যের প্রখর তেজ যাহা-কিছু প্রকাশিত করে; এ সমস্ত জগৎ যিনি অদৃশ্য হইলেই দৃশ্যমান হয়, যাঁহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়; শুক্তির

১

+ "মন্দার পর্ব্বতরূপ মন্থনদণ্ড উঠাইয়া লইলে ক্ষীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়াছিল, তেমনি যাঁহার অন্তরে কামোর্ম্মির শল্য উঠে না;"

"ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রমার অঙ্গে যেমন কোনও ন্যূনতা দেখা যায় না, তেমনি যাঁহার মনে কোনও বাসনার দোষ উৎপন্ন হয় না,"—পাঠান্তরে এখানে এই দুটি ওবী পাওয়া যায়;

জ্ঞান যেমন যেমন মন্দীভূত হয়, তেমন তেমন উহাতে রৌপ্যের ভাস সত্য মনে হয়, অথবা, যেমন যেমন রজ্জুর জ্ঞান লোপ পায়, তেমনি উহার সম্বন্ধে সর্পভ্রম দৃঢ় হয়; তেমনি, যে বস্তুর প্রকাশ ঢাকিয়া গেলে ('অন্ধকার' হইলে) চন্দ্রসূর্যাদির প্রচণ্ড তেজ প্রকাশিত হয়; সেই যে বস্তু, তাহা কেবল তেজোরাশি,—যাহা সর্ব্বভূতে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে,—এবং যাহা চন্দ্রসূর্য্যের মনে প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ যাহার প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ বিকীরণ করে); (২৮০) সুতরাং, চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ এই ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশেরই প্রতিফলিত আংশিক প্রকাশ মাত্র;—এইজন্য সমস্ত তেজোময় পিণ্ডের যে তেজ, তাহা এই ব্রহ্মবস্তুরই একটি অংশ; আর, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রপুঞ্জ লুপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হইলে সূর্য্যচন্দ্র সহ সমস্ত জগতের লোপ হয়; অথবা জাগ্রত হইবার সময় যেমন স্বপ্নের আভাস তিরোহিত হয়,[১] কিম্বা, সন্ধ্যাকালে যেমন মৃগতৃষ্ণিকা অন্তর্হিত হয়; তেমনি, যে বস্তুর সন্নিধানে অন্য কোনও আভাসই টিকিতে পারে না, তাহাই আমার মুখ্য নিজধাম জানিবে; সেইস্থানে একবার পৌঁছিয়া গেলে, সাগরে লীন জলস্রোতের ন্যায়, কেহই আর পশ্চাৎদিকে পদক্ষেপ[২] করেন না (ফিরিয়া আসেন না); কিম্বা, লবণে প্রস্তুত হস্তিনী যেমন সাগরে[৩] প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসে না; অথবা, অগ্নির শিখা আকাশে উঠিয়া গেলে যেমন আর নামিয়া আসে না,—উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপর জল নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না; তেমনি, শুদ্ধ জ্ঞান হইলে যে ব্যক্তি আমার সহিত একরূপ হইয়া যান, তাঁহার পুনরাবৃত্তির পথ বন্ধ হয়;" তখন প্রজ্ঞাপৃথিবীর রাজা (বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ) পার্থ বলিলেন—"হে দেব, আপনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন,—আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা শ্রবণ করুন; যাঁহারা আপনার সহিত একরূপ হইয়া যান, এবং আর ফিরিয়া আসেন না, তাঁহারা কি আপনা হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? (২৯০) যদি তাঁহারা অনাদিসিদ্ধ ভিন্নই, তবে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন না—একথা অসঙ্গত,—ভ্রমর ফুলে বসিলেই কি ফুল হইয়া যায়? যে বাণ লক্ষ্য হইতে ভিন্ন, সে বাণ লক্ষ্য স্পর্শ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া পড়ে,—তেমনি জীবও

১ অস্ত যায়; ২ মূলে "বাউলেঁ" "পাউলেঁ"র অপপাঠ মনে হয়; ৩ লবণসাগরে;

আপনাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবে; অথবা, যদি আপনি ও জীব স্বভাবতঃ একই, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে? অস্ত্র নিজেকে কি করিয়া বিদ্ধ করিবে? সুতরাং, যে জীব আপনা হইতে অভিন্ন, তাহার সম্বন্ধে আপনার সহিত সংযোগ বা বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না,—যেমন অবয়বগুলি শরীর হইতে ভিন্ন, একথা বলা যায় না; আর, যদি জীব আপনা হইতে সর্ব্বদা ভিন্নই, তবে সে কোথায়ও আপনার সহিত মিলিয়া একরূপ হইতে পারে না—তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসে বা আসে না একথার বিচার[1] সম্পূর্ণ নিরর্থক; এখন, হে বিশ্বতোমুখ দেব, আমাকে বুঝাইয়া বলুন—যাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আর ফিরিয়া আসে না, তাহারা কে?" অর্জ্জুন এই সংশয় প্রকাশ করিলে, শিষ্যের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সন্তোষ হইল; এবং তিনি বলিলেন —"হে মহামতে, যাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না—তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ-দুকথাই বলা যায়; গভীরভাবে বিচার করিলে, স্বভাবতঃ তাঁহারা ও আমি একই, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে হয়; যেমন জলের উপর তরঙ্গ উঠিলে তাহাদের জল হইতে ভিন্নই দেখায়,—যদিও বাস্তবিকপক্ষে তাহারা কেবল জলই; (৩০০) কিম্বা, অলঙ্কার স্বর্ণ হইতে ভিন্নই দেখায়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে (স্বর্ণ হইতে প্রস্তুত) সমস্ত অলঙ্কারই সোনা ভিন্ন কিছুই নহে; তেমনি, হে কিরীটি, যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করা যায়, তবে তাঁহারা আমা হইতে অভিন্নই,—ভিন্নতা যাহা দেখা যায়, অজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ; ব্রহ্মবস্তুকে যদি সঠিক বিচার করা যায়, তবে একমেবাদ্বিতীয় আমাতে ভিন্নত্ব কি করিয়া আসিবে—যাহা ভিন্নাভিন্ন ব্যবহারেই (মায়ার উপাধিতে) প্রকট হয়? সূর্য্যের বিম্ব যদি সারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া নিজের উদরের মধ্যে ভরিয়া নেয়, তবে প্রতিবিম্ব কোথায় পড়িবে? কিরণজালই বা কোথায় যাইবে? হে ধনঞ্জয়, প্রলয়কালের জলে কি জোয়ার আসে? তেমনি, বিকাররহিত, একমেবাদ্বিতীয় আমার কি কোনও অংশ হইতে পারে? পরন্তু, প্রবহমান জলের স্রোত

১ ইহা;

একত্র হইলে ঋজু প্রবাহও বাঁকিয়া যায়;—জলের উপাধির জন্য (প্রতিবিম্ব পড়িয়া) সূর্য্যের দ্বৈতত্ব আসে (দুইটি দেখায়); আকাশ চতুষ্কোণ কি গোলাকার কি করিয়া বলা যায়? পরন্তু (ঘট মঠের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া) ঘট ও মঠের উপাধির জন্য তাহাকে তেমনি দেখায়; আরও দেখ, যদি কেহ স্বপ্নে রাজা হইয়া যায়, তবে কি নিদ্রার আধারে সে একাই সারা জগৎ ভরিয়া ফেলে না? খাদ মিশ্রিত হইলে খাঁটি সোনার 'কস' যোল আনা হইতে নামিয়া যায়, তেমনি শুদ্ধ-স্বরূপ আমি যখন আপন মায়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত (হইয়া বিকারপ্রাপ্ত) হই; তখন অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এবং এই অজ্ঞান হইতেই মনে 'কোহং' (আমি কে?) রূপ বিকল্প উৎপন্ন হয় এবং তখন জীব 'এই দেহই আমি' এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। (৩১০)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

এইভাবে আত্মজ্ঞান শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে, সেই স্বল্পপরিমাণ আত্মজ্ঞানই আমার অংশরূপে ভাসমান হয়; বায়ুর প্রবাহের জন্য সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহারা যেমন সমুদ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ন্যায় দেখায়; তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, আমিই জড়পদার্থে চৈতন্য প্রদান করি এবং দেহাভিমান উৎপন্ন করি বলিয়া জীবলোকে আমিই (জীবাত্মা) জীবরূপে ভাসমান হই; জীবের দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দেখা যায়, 'জীবলোক' এই শব্দ তাহাকেই নির্দ্দেশ করে; জন্ম ও মৃত্যুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াকেই আমি 'জীবলোক' বা 'সংসার' বলিতেছি; এবংবিধ জীবলোকে তুমি আমাকে তেমনি ভাবে দেখিবে, যেমন জল হইতে পৃথক ('জলাতীত') হইয়াও চন্দ্রমা জলে প্রতিবিম্বিত হয়; হে পাণ্ডব, স্ফটিকমণিকে কুঙ্কুমের উপর রাখিলে সাধারণ লোকে তাহাকে লাল রংয়ের দেখে, যদিও উহা লাল নহে; তেমনি, যদিও আমার অনাদিত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব অবিকৃত থাকে, তথাপি, আমাকে যে কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে দেখা যায়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, জানিবে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শুদ্ধ এই আত্মা প্রকৃতির সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া স্বয়ং এই প্রকৃতিধর্ম্মের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়; তখন মনাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়, ও

শ্রোত্রাদি প্রকৃতির কার্য্য করিবার অবয়বগুলি 'আমার' মনে করিয়া সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়; (৩২০) যেমন কোনও পরিব্রাজক স্বপ্নে নিজেই নিজের কুটুম্বপরিবার হইয়া তাহাদের মোহে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে; তেমনি, আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি হইলে জীবাত্মা আপনাকে প্রকৃতি বা মায়ার সমান মনে করিয়া, তাহাকেই ভজনা করে; তখন মনের রথে আরোহণ করিয়া[১] শ্রবণের রন্ধ্রে প্রবেশ করে ও শব্দরূপী বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; প্রকৃতির লাগাম ধরিয়া, ত্বকের দ্বার দিয়া স্পর্শের ঘোর বনে প্রবেশ করে; কোনও এক সময়ে, নেত্রের দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া 'রূপ' বিষয়ের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; কিম্বা, হে বীর অর্জ্জুন, জিহ্বার পথে বাহির হইয়া রস-বিষয়ের গুহায় (অভ্যন্তরে) প্রবেশ করে (ভরিতে থাকে); অথবা, মদংশরূপী[২] জীবাত্মা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গন্ধের দারুণ অরণ্য পার হইয়া যায়; এইভাবে দেহেন্দ্রিয়ের নায়ক (দেহাভিমানী) জীবাত্মা, মনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া, শব্দাদি বিষয়রূপী বিষের অলঙ্কার[৩] উপভোগ করে;

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

পরন্তু, জীবাত্মা যখন কোনও এক শরীরে প্রবেশ করে, তখনই তাহার 'কর্ত্তৃত্ব' বা 'ভোক্তৃত্ব' দৃষ্টিগোচর হয়; হে ধনঞ্জয়, রাজার যোগ্য (রাজকীয়) প্রাসাদে বাস করিলে যেমন একটি পুরুষের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা বুঝিতে পারা যায়; (৩৩০) তেমনি জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখনই তাহার 'অহং-কর্ত্তৃত্বে'র (অহংকারের) বৃদ্ধি ও বিষয়েন্দ্রিয়ের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার জানিতে পারা যায়; অথবা, জীব যখন দেহত্যাগ করে, তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি সামগ্রী আপনার সম্পত্তির মত নিজের সঙ্গে লইয়া যায়; অতিথিকে অপমান করিলে সে যেমন গৃহস্থের পুণ্যসম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া যায়, কিম্বা কাষ্ঠপুত্তলীর গতি (চলনশক্তি বা ক্রিয়াবলী) যেমন তাহার সূত্রতন্তুর উপর নির্ভর করে; অথবা, অস্তগামী সূর্য্য যেমন লোকের দৃষ্টি আপনার সঙ্গে

১ হাত ধরিয়া; ২ দেহাংশ; দেহেশ; দেহাভিমানী; ৩ বিষয়তৃণ; বিষয়-সমুদায়।

লইয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন সুবাস হরণ করিয়া লয়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দেহরাজ জীবাত্মাও মন ও শ্রোত্রাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আপনার সঙ্গে লইয়া যায়;

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

তাহার পর এখানে (মর্ত্ত্যলোকে) বা স্বর্গলোকে যেখানে যে দেহ ধারণ করে (দেহে আশ্রয় লয়) সেখানে সেই দেহে মনাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে পুনরায় বিস্তার করে; হে পাণ্ডব, দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন তাহার প্রভাও তাহার সহিত চলিয়া যায়, আর, পুনরায় জ্বালাইলে ঐস্থানে তখনই প্রভাসহ তেমনি ভাবে প্রকটিত হয়; পরন্তু, হে কিরীটি, অবিবেকীর (অজ্ঞানের) দৃষ্টিতে এমনিভাবে সর্ব্ব কার্য্যে সেইরূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হয় (জীবের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়); কারণ, তাহারা মনে করে আত্মা সত্যসত্যই দেহে প্রবেশ করে, আর আত্মাই বিষয় ভোগ করে, অথবা সত্যই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়; নতুবা (বাস্তবিকপক্ষে) এই আসা, যাওয়া, কার্য্য করা বা ভোগ করা—এ সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম্ম—ইহাই আত্মা মানিয়া লয় (৬৪০)।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

পরন্তু, সম্মুখে দেহের মোটটী (আকার) খাড়া হইয়া আছে এবং তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, আর চেতনাশক্তির প্রভাবে দেহ নড়িতেছে[১], —ইহা দেখিয়া লোকে বলে (আত্মা) আসিয়াছে; তেমনি, হে সুভদ্রাপতি, তাহার (দেহের) সংযোগে যখন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় আপন-আপন বিষয়ে প্রবেশ করে, তখনি বলে 'জীব ভোগ করিতেছে'; পরে যখন ভোগে ক্ষীণ হইয়া দেহ আপনা হইতেই নিশ্চেষ্ট হয়, তখন 'গেল রে গেল'

১ দেহের নড়াচড়া দেখিয়া মোহবশতঃ বলে;

বলিয়া চীৎকার করে; § হে পাণ্ডব, বৃক্ষ দুলিতেছে দেখিয়াই কি বলিবে বায়ু বহিতেছে, আর বৃক্ষের কম্পন না থাকিলে কি বায়ু থাকে না? কিম্বা, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া নিজের রূপ দেখিলেই কি তখন রূপের সৃষ্টি হয়? দর্পণে দেখিবার পূর্ব্বে কি রূপ থাকে না? কিম্বা, দর্পণ দূরে সরাইয়া লইলে যখন প্রতিবিম্বের আভাস নষ্ট হইয়া যায়, তখন কি বুঝিতে হইবে যে নিজের অস্তিত্বের লোপ হইল? শব্দ আকাশেরই গুণ, পরন্তু, যখন মেঘ গর্জ্জন করে তখন ঐ শব্দ মেঘেই আরোপ করা হয়, কিম্বা, যেমন মেঘের বেগ চন্দ্রে আরোপ করা হয়; তেমনি মোহবশতঃ লোকে দেহের যাওয়া-আসা (জন্মমৃত্যু) বিকাররহিত আত্মসত্তার উপর নিশ্চিতভাবে আরোপ করে—তাহারা অন্ধ; এই শরীরে আত্মা আপন স্থানে থাকিয়া দেহের ধর্ম্ম যাহা দেহেই অনুষ্ঠিত হয়—তাহা (সাক্ষীভূত হইয়া) দেখে,—যে বিবেকী পুরুষ ইহা দেখিতে পায় সে (পূর্ব্বকথিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ হইতে) স্বতন্ত্র; জ্ঞানের প্রভাবে যাঁহার দৃষ্টি শুধু দেহের থলিতে আবদ্ধ নয়,—গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যকিরণের ন্যায়; (৩৫০) বিবেকের বিস্তৃত প্রকাশে যাঁহার অন্তরে আত্মস্বরূপের স্ফুরণ হইয়াছে—কেবল সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষই শুদ্ধ আত্মাকে দেখিতে পান; নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব যেমন সমুদ্রে পড়ে, পরন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে আকাশ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়ে নাই; আকাশ যেখানকার সেখানেই আছে, সমুদ্রে তাহার প্রতিবিম্ব মিথ্যা আভাস মাত্র,—তেমনি দেহে আত্মাকে আবদ্ধ দেখা যায়—উহা আভাস মাত্র; অগভীর জলের বিক্ষুব্ধতা (যাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব টুকরা টুকরা দেখায়) জলে মিলাইয়া গেলে যেমন দেখা যায় চন্দ্রমা স্বস্থানে স্থির হইয়া আছে; কিম্বা, জলের গর্ত্তে জল কখনও ভরিয়া থাকে, কখনও শুকাইয়া যায়, পরন্তু সূর্য্য যথাস্থানে ঠিক একভাবেই থাকে,† তেমনি দেহে জন্মমৃত্যু থাকিলেও, আমি সর্ব্বদা অবিকৃত থাকি—জ্ঞানিগণ তাহাই দেখেন; ঘট ও মঠ তৈয়ারী করিয়া পরে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, পরন্তু আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে; তেমনি, আত্মসত্তা

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—তবে অর্থ একই,

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"কিম্বা, গর্ত্তের জল যেমন শুকাইয়া যায়, সূর্য্য যেমন তেমনই থাকে;"

অখণ্ড ও অব্যয়, অজ্ঞানদৃষ্টিতে কল্পিত দেহেরই জন্মমৃত্যু হয়—জ্ঞানিগণ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত; নির্ম্মল আত্মজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা জানিতে পারেন যে চৈতন্যের ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই, উহা কর্ম্ম করায়ও না করেও না। মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ করুক না কেন, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হউক না কেন, বুদ্ধির প্রভাবে অণুপরমাণুও বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হউক না কেন; পরন্তু, এমন ব্যুৎপত্তি হইলেও, যতক্ষণ না তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; ততক্ষণ আমার সর্ব্বাত্মক স্বরূপের দর্শনলাভ করিতে পারে না; (৩৬০) হে ধনুর্দ্ধর, মনুষ্য মুখে বিবেকের বাক্য বলিতে পারে, পরন্তু তাহার অন্তঃকরণ যদি বিষয়ের আধার হয়, তবে ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সে আমাকে কখনও প্রাপ্ত হইবে না; স্বপ্নে প্রাপ্ত গ্রন্থ[১] দ্বারা কি সংসারের সমস্যাগুলির মীমাংসা হয়? কিম্বা পুস্তক স্পর্শ করিলেই কি তাহা পড়িবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? অথবা, চক্ষু বাঁধিয়া শুধু নাকের সহিত লাগাইলেই কি মুক্তার দাম বলা যায়? তেমনি, যদি চিত্তে অহংকার ভরা থাকে, আর মুখে সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে থাকে তাহা হইলে কোটি জন্ম গেলেও আমাকে প্রাপ্ত হয় না; একমাত্র আমিই সর্ব্বভূতে কি করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছি এখন তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, শুন;

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ভাসয়তেঽখিলম্‌।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌॥ ১২

সূর্য্য সমেত এই সারা বিশ্বরচনা যে তেজদ্বারা প্রকটিত হইয়া আছে, তাহা আত্যন্ত[২] আমারি তেজ, জানিবে; হে পাণ্ডুসুত, সবিতা যে জলশোষণ করিয়া অস্ত যায়, চন্দ্রমা তাহা আনন্দে পূরণ করে;—সেই চন্দ্রের কিরণ আমারি তেজ; আর, অগ্নির তেজোবৃদ্ধি (প্রচণ্ড তেজ) নিরবধি দহন, পাচন ইত্যাদি কর্ম্ম করে, তাহাও আমারি।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

আমি ভূতলে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীকে ধারণ করিয়া আছি, সেইজন্যই

১ প্রলাপবাক্য; ২ আদিত্যের মধ্যে তাহা।

ইহা মাটির ঢেলা হইয়াও মহাসাগরের জলে গলিয়া যায় না; আর, পৃথ্বী যে অসংখ্য চরাচর ভূতগ্রামের ভার বহন করিতেছে,—আমিই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধরিয়া আছি; (৩৭৯) হে পাণ্ডুসুত, আকাশে চন্দ্রমার রূপে আমিই একটী চলন্ত অমৃতের ভরা সরোবর; সেখান হইতে চন্দ্রের যে কিরণজাল নিক্ষিপ্ত হয় তাহাতে অমৃতের স্রোত বহাইয়া আমিই সমস্ত বনস্পতি (সর্ব্বৌষধি)কে পোষণ করি; এইভাবে, ধান্যাদি সকল শস্যকে রসাল করিয়া, অন্নদ্বারা সকল প্রাণিগণের জীবনরক্ষা করি;

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

আর, অন্ন উৎপন্ন হইলে, সেই অন্ন যে জঠরাগ্নি পাক করিয়া জীবের পুষ্টিসাধন করে, অগ্নির সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? সুতরাং, হে কিরীটি, প্রাণিমাত্রেরই শরীরে, নাভিদেশে অগ্নির পাত্র জ্বালাইয়া, আমিই তাহাদের জঠরাগ্নি হইয়া থাকি; দিবারাত্রি প্রাণ ও অপান বায়ুর যুক্ত-হাপর চালাইয়া, তাহাদের উদরের মধ্যে যে কত খাদ্যদ্রব্য পাক করি তাহার ইয়ত্তা নাই; শুষ্ক অথবা স্নিগ্ধ (রসাল), সুপক্ক কিম্বা দগ্ধ—এইরূপ চারি-প্রকার অন্ন আমি পাক করি; এইভাবে, জগতে যত জীব আছে সে সবই আমি, তাহাদের জীবনও আমি, জীবনের মুখ্য সাধন যে জঠরাগ্নি তাহাও আমিই; এখন, আমার বিচিত্র ব্যাপকতা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলিব? এই বিশ্বে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, আমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি; তবে কি কারণে প্রাণিগণের মধ্যে একজন[১] সদা সুখ ভোগ করে, অন্য একজন দুঃখে ডুবিয়া থাকে (ব্যাকুল হয়)? § (৩৮০) সারা নগরীতে যদি একটি দীপের দ্বারা অন্য দীপগুলি জ্বালান হয় তবে তাহার মধ্যে একটির প্রকাশ নাই এরূপ কেন হয়? তোমার মনে যদি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক (সংশয়) উঠে, তবে তোমার শঙ্কা ভালভাবে দূর করিতেছি, শুন; বাস্তবিক পক্ষে, জগতে সর্ব্বত্র আমিই ব্যাপ্ত হইয়া আছি, আমা ভিন্ন অন্য

১ একটী মনুষ্য;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"প্রাণিগণের মধ্যে একজন দুঃখে আক্রান্ত হয়;"

কিছুই নাই,—পরন্তু প্রাণিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে আমাকে কল্পনা করে; যেমন, আকাশধ্বনি একই, অথচ বাদ্যযন্ত্রের ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নাদ উৎপন্ন করে; কিম্বা, একই সূর্য্য উদয় হইলে লোকের বিভিন্ন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপযোগী হয়; অথবা, বীজের ধর্ম্মানুসারে জল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন করে, তেমনি আমার স্বরূপ জীবের বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়; একটি মূর্খ অন্যটি চতুর, ইহাদের সম্মুখে একটি নীলমণির দোস্‌তী হার পড়িলে, মূর্খ সর্প ভাবিয়া ভীত হয়, অন্যটি (তাহার স্বরূপ জানিয়া) আনন্দিত হয়; আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই,—স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তির মধ্যে গিয়া মুক্তা হয়, আর সর্পের মুখে বিষে পরিণত হয়,—তেমনি আমি জ্ঞানী পুরুষের সুখের, এবং অজ্ঞানী পুরুষের দুঃখের কারণ হই;

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্‌॥ ১৫

বাস্তবিকপক্ষে[১] সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়দেশে 'আমি অমুক'—এই যে বুদ্ধি (অহংকার) রাত্রদিন স্ফুরিত হয়, সে বস্তুও আমি; পরন্তু, সাধুসঙ্গ করিয়া, যোগজ্ঞানের অভ্যাস করিয়া, এবং বৈরাগ্যের সহিত গুরুচরণ উপাসনা করিয়া; (৩৯০) এইরূপ সদাচরণ করিয়া যাঁহাদের অশেষ অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়, আর যাঁহাদের অহংভাব আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে (লয়প্রাপ্ত হয়); তাঁহারা আপনা হইতেই আমাকে জানিতে পারেন, এবং আত্মস্বরূপেই সদা সুখী হইয়া থাকেন—ইহাদের এই প্রকার (আনন্দময়) স্থিতির জন্য আমা ভিন্ন আর কোন্ কারণ থাকিতে পারে? হে ধনঞ্জয়, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন সূর্য্যের প্রকাশেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তেমনি আমাতে আমাকে জানিবার কারণ আমিই; অপর পক্ষে, দেহের (শরীররূপ প্রিয়বস্তুর) সেবা করিয়া এবং সর্ব্বদা সংসারসুখের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া যাহাদের অহংতা দেহেই ডুবিয়া আছে; তাহারা স্বর্গ ও সংসারের জন্য (ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য) কর্ম্মের[২] পশ্চাতে[৩]

১ হে পার্থ; ২-৩ কর্ম্মমার্গে;

ধাবিত হয় এবং সেইজন্য তাহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করে (দুঃখের শেল-ভাগী হয়); পরন্তু, হে অর্জ্জুন, অজ্ঞানজনিত এই স্থিতি তাহারা আমার সত্তা হইতেই প্রাপ্ত হয়, যেমন জাগ্রত অবস্থার বিষয়গুলিই নিদ্রায় স্বপ্নের কারণ হয়; মেঘের জন্য দিনের আলো কমিয়া যায়, পরন্তু দিনের (আলোর) জন্যই মেঘ দেখা যায়, তেমনি আমাকে না জানিয়া (আমার স্বরূপের জ্ঞান হারাইয়া) প্রাণিগণ যে বিষয়ে মত্ত থাকে, তাহা আমার সত্তা হইতেই হয়; হে ধনঞ্জয়, যেমন নিদ্রা ও জাগরণের মূল কারণই জাগ্রত অবস্থা তেমনি জীবের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মূল কারণই আমি;+ এইজন্যই, হে ধনঞ্জয়, আমার বাস্তবস্বরূপ না জানিয়া বেদ যখন আমাকে জানিবার প্রয়াস করিল, তখন উহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইল; তথাপি, এই ভিন্ন ভিন্ন[১] শাখা হইতে আমার স্বরূপ নিশ্চিতভাবে জানা যায়—যেমন পূর্ব্ব ও পশ্চিমগামী নদীগুলি সব সমুদ্রেই আশ্রয় পায়; (৪০০) আর যেমন গন্ধের সহিত বায়ুপ্রবাহ আকাশে লীন হয় তেমনি শব্দের সহিত শ্রুতি ও (ব্রহ্মাস্মিরূপ) মহাসিদ্ধান্তের মধ্যে লীন হয়; তেমনি, সমস্ত শ্রুতি যাহার সম্মুখে লজ্জিত হইয়া স্তব্ধ হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে আমিই যথাবৎ প্রকট করি; তারপর, যেখানে শ্রুতির সহিত সারা জগৎ নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ আত্ম-জ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞাতা আমিই; নিদ্রা হইতে জাগিলে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়গুলি যেমন অন্তর্হিত হয় এবং জাগ্রত মনুষ্য আপনাকে একাই দেখিতে পায়; তেমনি, কোনওপ্রকার দ্বৈতাভাস বিনাই আমি আমার অদ্বৈততত্ত্ব জানিতে পারি—এই আত্মবোধের মূল কারণ আমিই; হে বীর, যেমন কর্পূরে অগ্নি লাগিলে কাজলও পড়ে না আর অগ্নিও শেষ পর্য্যন্ত থাকে না; তেমনি, যে জ্ঞান সমস্ত অবিদ্যাকে ভক্ষণ (ভস্ম) করে, ঐ জ্ঞান যখন স্বয়ং লুপ্ত হয়, তখন কিছুই নাই বলা যায় না, আর আছে তাহাও ঠিক নয়; § যে চোর আপনার পশ্চাতে (সঙ্গে) সারা বিশ্বই চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহার সন্ধান কে করিবে? তেমনি, যাহা কোনও একটি শুদ্ধ অবর্ণনীয় অবস্থা,

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"যেমন সর্পের আভাস ও রজ্জুর জ্ঞানের মূল কারণ রজ্জুই, তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রসারের নিশ্চিত কারণ আমিই";

১ তিনটি;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"আর আছে তাহা বলাও শোভা পায় না";

তাহা আমিই" ; † —এইভাবে, কৈবল্যপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার উপাধি-রহিত শুদ্ধস্বরূপ কিরূপে জড় ও সজীব সমস্ত বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাই বর্ণনা করিলেন; আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে ক্ষীরসমুদ্রে যেমন তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশের বোধ অর্জ্জুনের মনে সহসা উদয় হইল; (৪১০) কিম্বা, নির্ম্মল মসৃণ দেওয়ালের উপর যেমন তাহার সম্মুখস্থ চিত্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে বৈকুণ্ঠনাথের উপদেশের প্রতিবিম্ব পড়িল ('অর্জ্জুন ও বৈকুণ্ঠনাথের মনে বোধ সমানভাবে বিরাজ করিতে লাগিল'); ব্রহ্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই এই যে যেমন যেমন এই জ্ঞান হইতে থাকে, তদনুপাতে ইহা জানিবার স্পৃহাও বলবতী হয়, সেইজন্য (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) অনুভব-সিদ্ধের রাজা (শ্রেষ্ঠ) অর্জ্জুন কহিলেন, "হে দেব, আপনার ব্যাপকতা বর্ণন করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে আপনি আপনার অনন্ত,[১] উপাধিরহিত স্বরূপের যে বর্ণনা করিলেন; তাহাই একবার পূর্ণভাবে আমাকে বুঝাইয়া বলুন",—তখন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তুমি ভালই বলিয়াছ; আমিও নিরন্তর প্রেমসহকারে এই কথাই বলিতে চাহি, পরন্তু, কি করা যায়? তোমার ন্যায় প্রশ্নকারী শ্রোতা জোটে না; আজ তোমাকে পাইয়া আমার মনোরথ সফল হইল, কারণ তুমি প্রাণ ভরিয়া আমাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ; অদ্বৈতপ্রাপ্তির পর যে নির্ম্মলস্বরূপের অনুভূতি হয়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তুমি আমাকে সুখী করিয়াছ; দর্পণ কাছে আনিলে যেমন তাহার মধ্যে আপনার চক্ষু দেখা যায়, সেই দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল প্রশ্নকুশল-শিরোমণি তোমাকে পাইয়াছি; হে সখা অর্জ্জুন, তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ প্রশ্ন করিতেছ, আর আমি তোমাকে শুনাইতে (শিখাইতে) বসিয়াছি—এমন নহে"; এই কথা বলিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন, ও তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন; (৪২০) "ওষ্ঠ দুটি হইলেও বাক্য একই, চরণ দুইটি হইলেও চলন একই, তেমনি তোমার প্রশ্ন করা এবং আমার বলা এ-দুটিও এক; এইরূপে, তুমি ও আমি একই অর্থে (অভিপ্রায়ে) দৃষ্টি রাখিয়াছি, সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্নকারী ও

† চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে,—অর্থ একই : "সে শুদ্ধবস্তু আমিই" ;

১ এখন ;

উভয়দাত্মা দুই এক হইয়া গিয়াছে" ; এইভাবে, বলিতে বলিতে মোহে আবিষ্ট হইয়া ভগবান অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিলেন, পরে চকিত (ভীত) হইয়া কহিলেন,—"অর্জুনের প্রতি এত প্রেম ভাল নহে ; পাত্রে[১] আল দিয়া ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষার মিশ্রিত করিতে হয়, তেমনি এই প্রেমের মোহ দূর না করিলে আমাদের সংবাদসুখের রসালত্ব নষ্ট হইবে ; অর্জুন নর, আমি নারায়ণ, প্রথম হইতেই আমাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই—পরন্তু আমার এই প্রেমের বেগ (আবেগ) আমার অন্তরের মধ্যেই থামাইয়া দিতে হইবে" ; এইভাবে বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা বলিলেন—"হে বীরেশ, তুমি এ কেমন প্রশ্ন করিলে ?" ; এদিকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন (শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া ছিলেন) ; (একথা শুনিয়া) তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, এবং তিনি প্রশ্নাবলীর কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন ; গদ্‌গদ ভাষায় অর্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি আপনার নিরুপাধিক স্বরূপের কথা বলুন" ; ইহা শুনিয়া শাঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিবার জন্য উপাধির দুইপ্রকার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন ; নিরুপাধিস্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, এখানে উপাধির কথা কেন বলিতেছেন ?—যদি কাহারও মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগে (৪৩০) ; (ইহার উত্তর এই যে) ঘোল হইতে সারাংশ বাহির করাকেই মাখন তোলা বলে, খাদ গলাইয়া ফেলিলে পর সোনা খাঁটি শুদ্ধ সোনায় পরিণত হয় ; শৈবাল হাত দিয়া সরাইবার পর জল পাওয়া যায়, মেঘ সরিয়া গেলেই আকাশ নির্মল হয় (সিদ্ধ হয়) ; উপরের ভুষির আবরণ (ঝাড়িয়া) ফেলিয়া[২] আলাদা করিলে কি শস্যের কণা পাইতে কোনও কষ্ট হয় ? তেমনি, বিচার দ্বারা উপাধিযুক্ত বস্তুর উপাধির অন্ত হইলেই 'নিরুপাধিক' কি তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না ; কুলস্ত্রী যেমন (পতির নাম উল্লেখ করিলে) কোনও কথা না বলিয়াই পতির বর্ণনা করে, তেমনি বাণী শুদ্ধ হইয়াই সেই অবর্ণনীয় বস্তুকে বর্ণনা করে ; 'তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না' এই কথা বলিলেই নিরুপাধিক স্বরূপের বর্ণনা করা হয়, সুতরাং লক্ষ্মীনাথ[৩] শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপাধির[৪] বর্ণনা আরম্ভ করিলেন ; প্রতিপদের

১ রাশি ; ২ ঝাড়িয়া ; ৩-৪ উপাধির লক্ষণ ;

চন্দ্রের (সূক্ষ্ম)রেখা দেখিবার জন্ত যেমন বৃক্ষের শাখাই উপযোগী, তেমনি এই সময় উপাধির আলোচনাই নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনার উপযোগী হইল ;

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

ভগবান কহিলেন—"হে সব্যসাচি, এই সংসাররূপ নগরের বাসিন্দা খুবই কম,—শুধু দুইটি পুরুষ (এখানে বাস করে) ; সারা গগনে যেমন দিন ও রাত্রি এই দুটি বিরাজ করে, এই সংসাররূপী রাজধানীতেও শুধু দুটি পুরুষ আছে ; অন্য একটি তৃতীয় পুরুষও আছেন, পরন্তু তিনি এ দুটির নামও সহ্য করিতে পারেন না,—তাঁহার উদয় হইলে তিনি নগর সমেত এ দুটিকে খাইয়া ফেলেন ; (৪৪০) পরন্তু এসব কথা থাকুক ; প্রথমতঃ এই দুটির কথা শুন,—যাহারা এই সংসারগ্রামে বাস করিতে আসিয়াছে ; ইহার মধ্যে একটি তো অন্ধ, মূঢ় ও পঙ্গু, অপরটি সর্ব্বাঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট, একই গ্রামে থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে সঙ্গ ঘটিয়াছে ; ইহার একটির নাম 'ক্ষর' অপরটিকে 'অক্ষর' বলা হয়, ইহারা দুটিতে এই সংসার ব্যাপিয়া ভরিয়া আছে ; এখন 'ক্ষর' কোন্‌টি, 'অক্ষরের' লক্ষণ কি—এই সমস্ত পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি ; হে ধনুর্দ্ধর, মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণের শেষ ডগা পর্য্যন্ত ; ছোট বড়, চরাচর বস্তু যাহা কিছু এই সংসারে আছে—এক কথায় মন ও বুদ্ধির গোচর যাহা কিছু আছে ; যে সকল বস্তু পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন, যাহাদের নাম ও রূপ আছে, এবং যাহারা গুণত্রয়ের (কারখানার) আয়ত্তের মধ্যে পড়ে ; যে সোনা হইতে ভূতাকৃতি মুদ্রা তৈয়ারী হয়, যে কড়ি দ্বারা কালরূপী জুয়াড়ীর খেলা চলে ; বিপরীত জ্ঞান বা মোহ হইতে যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা কিছু প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় ; ভ্রান্তিরূপ অরণ্য হইতে যে সৃষ্টি রূপ গ্রহণ করে,—আর অধিক কি বলিব ? যাহাকে লোকে জগৎ কহে ; (৪৫০) যে অষ্টধা ভিন্ন (ভেদসংযুক্ত) প্রকৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে ; যাহাকে ছত্রিশ তত্ত্বদ্বারা নির্ম্মিত দেহ-ক্ষেত্র বলা হইয়াছে ; এই পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয়ের আর কত বর্ণনা করা যায় ? এখনি সংসারবৃক্ষের রূপকের দ্বারা যাহার বর্ণনা করিয়াছি ; এ সমস্ত সাকার জগৎ আপনারই থাকিবার নগর (আবাসস্থান) কল্পনাকরিয়া, তদনুসারে চৈতন্য স্বয়ং এই সব আকার ধারণ

করিয়াছে ; কূপের জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া সিংহ যেমন (অন্য একটি সিংহ মনে করিয়া) ক্ষুব্ধ হয়, এবং ক্রোধে ঐ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে ; কিম্বা, যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ আকাশতত্ত্বের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অদ্বৈতচৈতন্য (মায়ার উপাধি দ্বারা) দ্বৈতরূপ ধারণ করে ; হে অর্জ্জুন এইভাবে সাকার নগর কল্পনা করিয়া আত্মা (আপনার মূলস্বরূপ) ভুলিয়া যায়, এবং ঐ বিস্মৃতিতে নিদ্রা যায় ; স্বপ্নে শয্যা দেখিয়া যেমন কেহ তাহাতে নিদ্রা যায়, তেমনি আত্মাও ঐ কল্পিত নগরে নিদ্রিত হয় ; পরে, নিদ্রার আবেশে 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' বলিয়া নাসিকাধ্বনি করে এবং অহংতা ও মমতার[১] প্রবল আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রার মধ্যে জোরে কথা বলিতে থাকে ; 'এই আমার পিতা' 'এই আমার মাতা', 'আমি গৌরবর্ণ', 'আমি হীন', 'আমি পূর্ণ', 'ইহারা কি আমার পুত্র, বিত্ত, কান্তা নহে ?' এইভাবে, স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া ভবস্বর্গের অরণ্যে দৌড়াইতে থাকে,—হে অর্জ্জুন, এই চৈতন্যকেই 'ক্ষর' পুরুষ বলা হয় ; (৪৬০) এখন যাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই আখ্যা দেওয়া হয়, যে দশাকে জগতে 'জীব' বলে ; যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সর্বভূতের গুণধর্ম্মের অনুকরণ (অনুসরণ) করে,—সেই আত্মাকে (জীবাত্মাকে) 'ক্ষর পুরুষ' নাম দেওয়া হয় ; ব্রহ্মস্থিতিতে পরিপূর্ণ বলিয়া তাহাকে 'পুরুষ' বলা হয়, আর দেহনগরে নিদ্রাবস্থায় থাকে বলিয়াও তাহার নাম 'পুরুষ' ; আর, উপাধি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়াই বৃথা তাহাকে 'ক্ষরতা' বা নশ্বরতার অপবাদ দেওয়া হয় ; খল্‌খল্‌ শব্দে প্রবহমান (তরঙ্গায়িত) জলের উপর চন্দ্রের প্রকাশ যেমন আন্দোলিত হইতে দেখা যায়, তেমনি উপাধির বিকার-হেতু আত্মাকেও ঐরূপ (চঞ্চল) দেখায় ; ক্ষুদ্র জলের প্রবাহ যখন শুকাইয়া যায়, উহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়, তেমনি উপাধির নাশ হইলে উপাধিজনিত বিকারও[২] লুপ্ত হয় ; এইভাবে উপাধির সামর্থ্যেই এই পুরুষ 'ক্ষণিকত্ব' (ক্ষণভঙ্গুরতা) প্রাপ্ত হয়, এই অসারতার জন্যই ইহাকে 'ক্ষর' বলে ; এইরূপে, সমস্ত জীবচৈতন্য (জীবাত্মা)কে 'ক্ষর' পুরুষ বলিয়া জানিবে ; এখন 'অক্ষর' পুরুষ কাহাকে বলে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি ; হে ধনঞ্জয়,[৩] 'অক্ষর' নামীয় যে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন,

---

১ অহং সমাধির ; ২ উপাধির স্ফুরণ ; ৩ ধনুর্দ্ধর ;

তিনি পর্ব্বতের মধ্যে মেরুর ন্যায়, কেবল মধ্যস্থ বা সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান; কারণ, পৃথ্বী, পাতাল ও স্বর্গের ভেদে যেমন মেরু তিন প্রকারের হয় না (অখণ্ড), তেমনি এই 'অক্ষর' পুরুষও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অঙ্গে লিপ্ত হন না; (৪৭০) যথার্থ (শুদ্ধ) জ্ঞান তাঁহাকে একত্ব প্রাপ্ত করায় না, বিপরীত জ্ঞান তাঁহাতে দ্বৈতভাব আনে না—এই দুই স্থিতির মধ্যে যে শুদ্ধ (কেবল) অজ্ঞান, তাহাই তাঁহার স্বরূপ; মাটির মাটিত্ব নিঃশেষ হইলে, (তাহাদ্বারা) ঘটভাণ্ডাদি তৈয়ারীর পূর্ব্বে মৃৎপিণ্ড যেমন একটি মধ্যস্থ অবস্থা, ঐ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় 'অক্ষর' পুরুষেরও তেমনি মধ্যস্থ স্থিতি; সাগর শুকাইলে তাহাতে তরঙ্গও থাকে না, জলও থাকে না,—তেমনি মধ্যস্থ নিরাকার যে স্থিতি, হে পার্থ, জাগৃতি চলিয়া যায়, পরন্তু স্বপ্নাবস্থা আসে না—সেইরূপ 'মধ্যস্থ' নিদ্রার অবস্থার ন্যায়[১] ইহাকে দেখিবে; বিশ্বাভাস মিটিয়া যায় পরন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না,—এইরূপ (মধ্যস্থ) কেবল 'অজ্ঞান' দশারই নাম 'অক্ষর'; ষোলকলা বিরহিত অমাবস্যার চন্দ্রের যে রূপ,—এই 'অক্ষরের' রূপও তেমনি জানিবে; সর্ব্বোপাধির বিনাশ হইলে, জীবদশা যাহাতে লীন হয়, —যেমন ফল পাকিবার পর বৃক্ষ বীজরূপে তাহাতে সমাবিষ্ট হয়; তেমনি, উপাধিযুক্ত জীব উপাধিসহ যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে (লীন হয়), তাহাকেই 'অব্যক্ত' বলে; বেদান্তে যাহাকে 'বীজভাব' (বা বীজস্থিতি) বলিয়াছে সেই স্থিতিই 'অক্ষর' পুরুষের স্থান; যেখান হইতে 'অন্যথা' বা বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগৃতি ও স্বপ্ন বিস্তার করে, এবং নানা বুদ্ধি (তর্কবিতর্ক)রূপ অরণ্যে প্রবেশ করে; (৪৮০) হে কিরীটি, যেখান হইতে জীবত্ব উঠে এবং বিশ্বাভাস সৃজন করে—'আমি' ও 'আমার' অর্থাৎ জীবত্ব ও বিশ্ব (অব্যক্ত ও ব্যক্ত) এই 'উভয়বুদ্ধি'[২] যেখানে একত্র হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়— তাহাই 'অক্ষর' পুরুষ; অপর যে 'ক্ষর' পুরুষ যিনি বিশ্বে[৩] স্বপ্ন ও জাগৃতির খেলা খেলিতেছেন,—এই দুইটি অবস্থা যেখান হইতে উৎপন্ন হয়; অজ্ঞানঘন সুষুপ্তি বলিয়া যাহার খ্যাতি, যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কিছু নিম্নের স্থিতি; আর, হে বীর, এই জাগৃতি ও স্বপ্নাবস্থা না থাকিলে যে স্থিতিকে সত্যই ব্রাহ্মীস্থিতি

১ সঙ্কুচিত অবস্থার ন্যায়; ২ উভয়বোধ; উভয়ভেদ;
৩ যিনি দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বে;

বলা যাইত ; পরন্তু, যে (নিদ্রারূপী) গগনে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'রূপ দুইটি মেঘের উৎপত্তি হয়, যাহাতে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র স্বপ্নাভাস হয় ; মোট-কথা এই অধোশাখা যে সংসাররূপ বৃক্ষ, তাহার মূলই 'অক্ষর' পুরুষের স্বরূপ ; ইহাকে 'পুরুষ' কেন বলা হয়? ইনি পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপ হইয়াও[১] শয়ন করিয়া নিদ্রা যান বলিয়াই ইহাকে 'পুরুষ' বলে ; আর যে অবস্থায় বিকারের খেলা বা বিপরীত জ্ঞানের (অজ্ঞানের) প্রকার (ক্রিয়া) অনুভব করা যায় না, তাহাই ইহার 'সুষুপ্তি' ; এইজন্য, ইহা স্বয়ং নষ্ট হয় না, এবং জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু ইহাকে নাশ করিতে পারে না ; এই কারণে বেদান্তের মহাসিদ্ধান্তের মধ্যে ইহা 'অক্ষর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; (৪৯০) এইভাবে জীবরূপী কার্য্যের যাহা কারণ, এবং মায়ার সঙ্গই যাহার লক্ষণ, তাহাকেই 'অক্ষর' পুরুষ বা 'চৈতন্য' বলিয়া জানিবে ;

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

এখন, বিপরীত জ্ঞান হইতে এই বিশ্বে (জাগ্রতি ও স্বপ্ন) এই যে দুইটি অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহা মূল গাঢ় অজ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয় ; অজ্ঞান যখন জ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায়, এবং জ্ঞান যখন অজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে জ্বালাইয়া স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়[২] ; তেমনি, জ্ঞান অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া, এবং ব্রহ্মবস্তু(স্বরূপ) প্রাপ্ত করাইয়া[৩] স্বয়ং নষ্ট হয়,—এই অবস্থায়, জ্ঞানের অতিরিক্ত যাহা কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই 'উত্তমপুরুষ', যাহাকে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং যাহা পূর্বোক্ত দুইটি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ; হে অর্জ্জুন, 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি' হইতে 'জাগৃতি' যেমন সম্পূর্ণ একটি পৃথক অবস্থা ; কিম্বা, বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল যেমন সূর্য্যকিরণ ও মৃগজল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনি 'উত্তম' পুরুষও (অন্য দুইটি পুরুষ হইতে) সম্পূর্ণ পৃথক ; অথবা, কাষ্ঠে নিহিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, উত্তমপুরুষও তেমনি 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' হইতে স্বতন্ত্র ; কল্পান্তে একার্ণবের

১ ইহাকে পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপ বলিয়া মানা হয়, পরন্তু ; ২ অবশিষ্ট থাকে না ;
৩ স্বয়ং ব্রহ্মবস্তু হইয়া দাঁড়ায় ;

পূর্ণ জলপ্রবাহ বাড়িয়া যেমন আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত নদনদীকে এক করিয়া দেয়; তেমনি, যাহার সম্মুখে স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা জাগৃতি—এ কোনও অবস্থার অস্তিত্বই থাকে না—যেমন প্রলয়ের সংহারতেজে দিন ও রাত্রি গলিয়া যায়[১]; (৫০০) যাহাতে 'একত্ব' (অদ্বৈত) বা দ্বৈতাভাস আছে কি নাই বুঝা যায় না এবং অনুভব স্তব্ধ হইয়া ডুবিয়া যায়; এই যে একটি তত্ত্ব—তাহাকে 'উত্তমপুরুষ' বলিয়া জানিবে;—যাহাকে ইহলোকে পরমাত্মা বলা হয়; হে পাণ্ডুসুত, তাহাতে (পরমাত্মায়) লীন না হইয়া, জীবত্ব আশ্রয় করিয়াই তাহাকে এইভাবে ('উত্তমপুরুষ'রূপে) অভিহিত করা যায়;—ডুবিয়া যাইবার বার্ত্তা যেমন শুধু সেই বলিতে পারে যে তীরে দাঁড়াইয়া থাকে; তেমনি, হে কিরীটি, বেদ যতক্ষণ বিবেকের তীরে দাঁড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ 'পরাবরে'র (এপারের ওপারের) কথা বলিতে সক্ষম হয়; সেইজন্য 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' এই দুটি পুরুষকে 'অবর'[২] (এপারের) বলে, ও আত্মস্বরূপকে পরমাত্মা বা 'পর' আখ্যা দেওয়া হয়; এইভাবে, হে অর্জ্জুন, 'পরমাত্মা' এই শব্দের দ্বারা 'পুরুষোত্তম'কেই বুঝাইতেছে,—ইহাই জানিয়া রাখ; বাস্তবিকপক্ষে যেখানে না বলাই বলার সমান, কিছু না জানাই জ্ঞান, না হওয়াই হওয়ার সমান—সেই যে বস্তু; সোঽহংভাবই যেখানে লোপ পায়, যেখানে বক্তা ও বক্তব্য এক হইয়া যায়,§ দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য লয়প্রাপ্ত হয়; এখন বিম্ব প্রতিবিম্বের মধ্যবর্ত্তী প্রভা যদি দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে কি বলা যায় যে ঐ প্রভাই নাই? কিম্বা, নাক ও ফুলের মধ্যে যে সুগন্ধ,[৩] তাহা দেখা যায় না বলিয়া একথা বলা ঠিক নয় যে সুগন্ধই নাই; (৫১০) তেমনি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য লুপ্ত হইলে কি অবশিষ্ট থাকিল তাহা কে বলিবে? অনুভব দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহাই তাহার স্বরূপ;† প্রকাশ্য না হইয়াই যাহা স্বয়ংপ্রকাশ, নিয়ন্ত্রণের যোগ্য পদার্থ বিনাই যাহা স্বয়ং নিয়ন্তা (ঈশ্বর), যাহা স্বতঃই অবকাশ হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া আছে; যাহা নাদব্রহ্মকে শুনিবার নাদ, স্বাদ গ্রহণ

১ (দিন ও রাত্রিকে) গ্রাস করে;

২ অনাবর; এপারের; 'অবতার'; 'অবসর';

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"যেখানে বাণী স্তব্ধ হয়;

৩ বৃত্তি;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"অনুভবের দ্বারা যাহার স্বরূপ জানা যায়";

করিবার স্বাদ, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবার আনন্দ; যাহা সুখকে সুখ দেয়, তেজকে তেজ প্রাপ্ত করায়, শূন্যকে মহাশূন্যে লয়প্রাপ্ত করে; যাহা পূর্ণতার পরিণাম, পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম, বিশ্রান্তির বিশ্রামস্থান; যাহা আকাশকেও[১] পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট থাকে, গ্রাসকেও গ্রাস করে, যাহা বহু হইতেও বহুভাবে বহু; শুক্তি যেমন রৌপ্য না হইয়াও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রৌপ্যের প্রতীতি আনয়ন করে; কিম্বা নানা অলঙ্কাররূপে সোনা যেমন স্বর্ণত্ব ত্যাগ না করিয়াও স্বর্ণত্বলোপের ভাস আনে,‡ তেমনি বিশ্ব না হইয়াও যিনি বিশ্বাভাসের আধার হন; অথবা জল ও (জলে উৎপন্ন) তরঙ্গের মধ্যে যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনি যিনি এই দৃশ্যমান জগৎরূপে আপনার সত্তাকেই প্রকাশ করিতেছেন; হে বীরেশ, জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের সংকোচবিকাশের কারণ যেমন সম্পূর্ণ[২] চন্দ্রই; (৫২০) তেমনি, বিশ্বাভাসে ইহার কোনও বিকার হয় না, বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার নাশ হয় না—যেমন দিনে ও রাত্রিতে সূর্য্যের দ্বিধাভাব হয় না (সূর্য্যের প্রকাশের কোনও ভেদ হয় না); তেমনি, কোনও দিকে, কিছু দ্বারাই, যাঁহার কোনও ব্যয় বা বিকার হয় না—যাঁহার তুলনা[৩] তিনি নিজেই;

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

হে ধনঞ্জয়, যিনি স্বয়ং আপনাকে প্রকাশিত করেন,—আর অধিক কি বলা যায়? যাঁহাতে কোনও দ্বৈতভাব নাই; তাহা আমারই উপাধিরহিত স্বরূপ, 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' হইতে শ্রেষ্ঠ—সেই একমেবাদ্বিতীয় পুরুষ আমিই—এইজন্যই বেদ এবং সমস্ত জগৎ আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলে।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই; হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয়

---

১ বিকাশ;

‡ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

২ সমগ্র; ৩ ন্যূনতা; সঙ্কোচ;

হইলে যিনি আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া জানিতে পারেন; আপনার জ্ঞান জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নাভাস চলিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে যাঁহার পক্ষে ত্রিভুবন মিথ্যা হইয়া যায়; কিম্বা, মালা হাতে লইলেই যেমন সর্পাভাসের ভয় দূর হয়, তেমনি আমার স্বরূপের জ্ঞান হইলে, এই বিশ্বের মিথ্যাভাস যাঁহাকে জড়াইতে পারে না; যে অলঙ্কারকে সোনা দ্বারা তৈয়ারী বলিয়া জানে, তাহার দৃষ্টিতে অলঙ্কারত্ব মিথ্যা, তেমনি যিনি আমার সত্যস্বরূপ জানিয়া ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছেন; যিনি আমাকে সর্ব্বব্যাপক, সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জানেন, এবং আমা হইতে তিনি ভিন্ন, এরূপ কোনও ভেদভাব পোষণ করেন না; তিনি সবকিছুই জানিয়াছেন—একথা বলিলেও কম বলা হয়, কারণ তাঁহার মধ্যে দ্বৈতভাবের লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; (৫৩০) হে অর্জ্জুন, এইজন্যই তিনি আমাকে ভজনা করিবার যোগ্য হন,—যেমন আকাশই আকাশকে আলিঙ্গন করিবার যোগ্য; ক্ষীরসাগরের আতিথ্য যেমন শুধু ক্ষীরসাগরই করিতে পারে, কিম্বা যেমন অমৃতই শুধু অমৃতে মিশিয়া একরস হইতে পারে; সাড়ে পনর কসের উত্তম সোনা উত্তম সোনার সহিত মিশাইলে যেমন পনের কসের (উত্তম) সোনাই হয়, তেমনি আমাতে মদ্রূপ হইলেই আমাকে ভক্তি করা সম্ভব হয়; আর, দেখ, গঙ্গা (নদী) যদি সিন্ধু হইতে ভিন্নই হয়, তবে কেন[১] ফিরিয়া আসিবে না?[২] সুতরাং মদ্রূপ না হইয়া আমার সহিত ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না; এইজন্যই, কল্লোল (তরঙ্গ) যেমন সর্ব্বপ্রকারে সাগরের সহিত একরূপ, তেমনি আমাকে যিনি ভজনা করেন তিনি আমা হইতে অনন্য, জানিবে; সূর্য্য ও প্রভার মধ্যে যে ঐক্য, তাহার সহিত, আমার ভক্ত ও আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার তুলনা দেওয়া যায়;

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে যে সর্ব্বশাস্ত্রৈকলভ্য কমলদলের সুগন্ধের ন্যায় দশ উপনিষদের সুরভি (গীতার্থ) প্রতিপাদন করা হইয়াছে; এই যে ব্রহ্মরূপ

১-২ তাহাতে মিলিবে কি করিয়া?

নবনীত, যাহা মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রজ্ঞারূপ হস্তদ্বারা মন্থন করিয়া বাহির করিয়াছেন,—সেই সারতত্ত্ব আমি আপনাদের পরিবেশন করিলাম ; (ভগবান বলিতেছেন।) ইহা জ্ঞানামৃতের জাহ্নবী, আনন্দরূপী চন্দ্রমার সপ্তদশ কলা, বিচাররূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উদ্ভূত নূতন লক্ষ্মীদেবী ; অতএব, ইনি আপন পদ (শব্দসমূহ), বর্ণ (অক্ষর) ও অর্থরূপী জীবনে ও প্রাণে আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না ; (৫৪০) ইহার সম্মুখে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' দণ্ডায়মান, কিন্তু ইনি তাঁহাদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং আপনার সর্ব্বস্ব 'পুরুষোত্তম' আমাকেই অর্পণ করিয়াছেন ; এইজন্যই, এ সংসারে গীতাকে আমার আত্মার পতিব্রতা পত্নী বলিয়া থাকে, আজ তুমি ইহাই শ্রবণ করিয়াছ ; সত্যই, এই গীতা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না ; পরন্তু, সংসারকে জয় করিবার ইহা এক পরম অস্ত্র, যে-মন্ত্রাক্ষর দ্বারা আত্মা প্রকট হয়, তাহা এই গীতাই ; হে অর্জ্জুন, তোমাকে যে গীতার কথা বলিলাম,—তাহা দ্বারা আমি যেন আজ আমার গুপ্ত ধনভাণ্ডার তোমার সম্মুখে খুলিয়া প্রকট করিলাম ; (গীতারূপী গঙ্গা) যাহা আমি চৈতন্যরূপ শম্ভুর মস্তকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম, হে পার্থ, আজ আস্থানিধি তুমি তাহাকে আস্থাপূর্ব্বক বাহির করিয়া দ্বিতীয় গৌতম‡ হইয়াছ ; হে ধনঞ্জয়, আমার শুদ্ধ স্বরূপ যথার্থভাবে দেখাইবার জন্য তুমি আজ আমার সম্মুখে দর্পণের ন্যায় রহিয়াছ ; কিম্বা, সমুদ্র যেমন চন্দ্রমা ও নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব ধারণ করে তেমনি তুমি গীতার সহিত আমাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়াছ ; হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, তোমার মধ্যে ত্রিবিধ তাপের যে মালিন্য ছিল তাহা দূর হইয়াছে —এইজন্য তুমি গীতার সহিত আমার আবাসস্থল হইয়াছ ; পরন্তু, গীতার (মাহাত্ম্য) আর কত বর্ণনা করিব ? যে গীতাকে আমার জ্ঞানবল্লীরূপে জানে সে সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হয় ; হে পাণ্ডুসুত, অমৃতরূপ নদীর জল পান করিলে যেমন সমস্ত রোগ দূর হয়, এবং মনুষ্য অমরত্বলাভের যোগ্য হয় ; (৫৫০) তেমনি, গীতার জ্ঞান লাভ হইলে, যদি মোহ বিনষ্ট হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? পরন্তু, (সেই মনুষ্য) আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপে মিলিত

---

‡ দীর্ঘতমা ও প্রদ্বেষীর পুত্র, অহল্যার স্বামী গৌতম ঋষি, তপস্যাদ্বারা ভগবান শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার জটা হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়াছিলেন ;

হয় ; যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন কর্ম্ম, সেই জ্ঞানে আপন আয়ুর শেষ দেখিয়া ঋণমুক্ত হইয়া, লয়প্রাপ্ত হয় ; হে বীরবিলাস অর্জ্জুন, হারান জিনিস প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহাকে খুঁজিবার কর্ম শেষ হয়, তেমনি কর্ম্মরূপ মন্দিরের শীর্ষদেশে জ্ঞানরূপ কলস* স্থাপিত হয় (সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয়); সেইজন্য, তখন জ্ঞানীপুরুষের করণীয় আর কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না”— অনাথের সখা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের এই কথামৃত অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ ভরিয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল ; এবং সঞ্জয় ব্যাসদেবের কৃপায় তাহা প্রাপ্ত হইলেন ; সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ অমৃত পান করিতে দিলেন, এবং এইজন্যই আয়ুর শেষে তাঁহার পরিণাম কষ্টকর হয় নাই ; সাধারণতঃ গীতাপাঠের সময় যদি কোনও শ্রোতাকে অনধিকারীও মনে হয় তথাপি পরিণামে উহার জন্যও গীতাশ্রবণের[১] ফল ভালই হয়[২] ; দ্রাক্ষালতার মূলে যদি দুধ ঢালা হয়, তবে মনে হয় ঐ দুধ বৃথাই ঢালা হইল, পরন্তু ফল ধরিবার সময় যেমন দেখা যায় উহাতে দ্বিগুণ ফলপ্রাপ্তি হইল ; তেমনি, সঞ্জয় অতি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির মুখনিঃসৃত বাণী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন,—তাহার ফলে, মরণকালে ঐ অন্ধরাজা সুখী হইয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের সেই কথামৃত আমি মারাঠী ভাষায়, বিস্তার করিয়া, নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে অবিন্যস্তভাবে আপনাদের শুনাইতেছি ; (৫৬০) সেবন্তী ফুলে§ অরসিক ব্যক্তি বিশেষ আকর্ষণীয় কিছুই দেখিতে পায় না, পরন্তু রসজ্ঞ ভ্রমর তাহার সুগন্ধ রস আস্বাদন করিতে জানে ; এইভাবে, আপনারা আমার ভাষণে যে সিদ্ধান্তগুলি নির্দ্দোষ ও উপযোগী[৩] তাহাই গ্রহণ করুন, যাহার ন্যূনতা আছে তাহা আমাকেই দিন, আমার ন্যায় বালকের পক্ষে কিছু না বুঝাই স্বাভাবিক ; পরন্তু, বালক অজ্ঞান হইলেও তাহাকে দেখিয়া মাতাপিতার হর্ষের সীমা থাকে না, তাহাকে কৌতুকে আদর করিয়া থাকেন ; তেমনি, আপনারা সন্তজন আমার মাতৃগৃহসদৃশ (প্রেমের আধার), আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া আমি যে আপনাদের প্রেমভাজন হইয়াছি, এই গীতা গ্রন্থ মানিয়া লইয়া

* কলস স্থাপন করিয়াই মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হয় ;

১-২ গীতা উপযোগী হয় ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"সেবন্তীর দর্পণে" ;

৩ প্রমাণযোগ্য ;

আপনারা তাহা স্বীকার করুন ; এখন, জ্ঞানদেবের এই প্রার্থনা, হে বিশ্বাত্মক আমার স্বামী শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজ, আপনি আমার এই বাক্যপূজা গ্রহণ করুন। (৫৬৫)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিশ্বাভাস নষ্ট করিয়া অদ্বৈতরূপী কমলকে বিকশিত করিয়া যে (সদ্গুরু-রূপ) শুদ্ধ[1] (স্পষ্টপ্রতীয়মান) সূর্য্য উদিত হইয়াছেন তাঁহাকে এখন আমি বন্দনা করিতেছি; যে সূর্য্য অজ্ঞানরূপ রাত্রিকে দূর করিয়া জ্ঞানাজ্ঞানরূপ চন্দ্রপ্রকাশকে গ্রাস করিয়া জ্ঞানিজনের আত্মবোধের সুদিন করিয়াছে; যে সূর্য্য প্রাতঃকালে উদয় হইলে আত্মজ্ঞানের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপ পক্ষী দেহাভিমানরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া যায়; যাহার উদয় হইলে (বাসনাত্মক) লিঙ্গদেহরূপ কমলকোষের অভ্যন্তরে বন্দী জীবচৈতন্যরূপ ভ্রমর বন্ধনমুক্ত হয়; ভেদনদীর উভয়পারে, শাস্ত্রের বাগ্‌জালে বিমূঢ় হইয়া যে বুদ্ধি ও জ্ঞান পরস্পর বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে থাকে; যে সূর্য্য ঐ ভিক্ষুক-যুগলের[2] চিদ্‌-গগনরূপ ভবন[3] আলোকিত করিয়া তাহাদের (সমরসের) ঐক্যের আনন্দলাভ করাইয়া দেয়; যে সূর্য্য উদয় হইলে প্রভাত হয়, ভেদরূপী প্রদোষকালের অন্ত হয়, এবং যোগমার্গের পথিক আত্মানুভবের পথে বাহির হয়; যে সূর্য্যের বিবেকরূপ কিরণস্পর্শে জ্ঞানরূপ সূর্য্যকান্তমণি প্রদীপ্ত হইয়া সংসাররূপ বনকে জ্বালাইয়া দেয়; যে সূর্য্যের প্রখর কিরণজাল আত্মস্বরূপদর্শনরূপ উষ্ণতায়[4] স্থির হইলে মহাসিদ্ধিরূপ মৃগজলের বন্যা আসিয়া যায়; যে সূর্য্য আত্মবোধের মস্তকের উপর সোঽহংভাবের মধ্যাহ্ন আনয়ন করিলে আত্মভ্রান্তি-রূপ (দেহাত্মভাবের) ছায়া স্বতঃই লুপ্ত হয়[5]; (১০) সেই সময় মায়ারাত্রির অবসান হইলে, বিশ্বরূপ স্বপ্ন (বিশ্বাভাস) সহ বিপরীতজ্ঞানের নিদ্রা কোথায় থাকিবে? সুতরাং তখন অদ্বয় বোধরূপী নগরে মহানন্দের বন্যা আসিয়া যায়, এবং সুখানুভূতির প্রাপ্তি[6] মন্দীভূত হয়; অধিক কি বলা যায়? এইভাবে, যে সূর্য্যের প্রকাশ কৈবল্যমুক্তির শুভদিবস সদা আনয়ন করে[7]; নিজধামরূপ (আত্মস্বরূপ) আকাশের রাজা যে সূর্য্য উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাদি দিক্‌ সহ উদয় অস্তের স্থানের অস্তিত্ব নাশ করে; যে সূর্য্য জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানকে নাশ করিয়া উভয়ের মধ্যে লুক্কায়িত আত্মতত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়া প্রকট করে,—

১ নবীন; অদ্ভুত; ২ চক্রবাক মিথুনের; ৩ ভুবন; স্থান; ৪ ঊষর ভূমিতে; ৫ তাহার পদতলে লুকায়; ৬ লেনদেন; ৭ প্রকাশিত করে;

আর অধিক কি বলিব? যে সূর্য্য সর্ব্বপ্রকারে একটি উষা আনয়ন করে; এই অহোরাত্রের ওপারে অবস্থিত জ্ঞান-মার্ত্তণ্ডকে কে দেখাইতে পারে? যাহা প্রকাশ বিনাই স্বয়ংপ্রকাশ; সেই চৈতন্যরূপী সূর্য্য শ্রীনিবৃত্তিনাথ—তাঁহাকে আমি এখন বারম্বার নমস্কার করিতেছি,—তাঁহাকে বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতে গেলে তাহা (বাক্যের অক্ষমতার জন্য) বাধাপ্রাপ্ত হয়; বেদের মান (প্রমাণ) অনুসারে,* স্তুতি তখনই উত্তমরূপে করা যায়, যখন স্তব্য বুদ্ধির সহিত লয়প্রাপ্ত হয়; না জানাই যাঁহাকে জানার উপায় (সর্ব্ব নাম-রূপাত্মক বস্তুর জ্ঞান নষ্ট হইলেই যাঁহাকে জানা যায়) মৌন আলিঙ্গন দ্বারাই যাঁহার বর্ণনা হয়, স্বয়ং লয়প্রাপ্ত হইয়াই (অনুভব দ্বারা) যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই আপনাকে স্তুতি করিতে গিয়া 'পরা'র সহিত 'বৈখরী' বাণী 'পশ্যন্তী' ও 'মধ্যমা'র গর্ভে প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়; (২০) আপনার সেবক হইয়া আমি আপনার অঙ্গ স্তুতিরূপ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিতেছি—আপনি তাহা স্বীকার করিয়া লউন,—একথা বলিতেই অদ্বৈত আনন্দের ন্যূনতা হয়; পরন্তু যখন এক দরিদ্র ব্যক্তি অমৃতসাগর দেখিয়া ঔচিত্য ভুলিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করে, এবং শাকভাত দিয়া তাহার আতিথ্য সৎকার করিতে উদ্যত হয়—তখন, যেমন তাহার (প্রদত্ত) শাকভাতকেই যথেষ্ট মনে করিয়া, তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসকেই মানিয়া লওয়া উচিত,—হস্তস্থিত দীপ দ্বারা দিব্যতেজ (সূর্য্য)কে প্রকাশিত করিতে গেলে তাহাতে ভক্তিই পাওয়া যায়; বালক যদি কি উচিত, কি অনুচিত তাহা জানিতে পারে, তবে তাহার বালকত্ব কোথায় থাকিল? পরন্তু তাহার মাতা, সে যাহাই করুক না কেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করে; অহো, গাঁয়ের নালার জল বাড়িয়া যদি গঙ্গার (নদীর) চরণে গিয়া পড়ে, তবে গঙ্গা কি তাহা অন্য দৃষ্টিতে দেখে? হে প্রভো, পূতনা তাঁহার চরম অপকার করিতে আসিলেও কি শার্ঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ (তাঁহাকে স্তন্যদান করিতে আসিয়াছে বলিয়া) তাহা পরম উপকার মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই? § কিম্বা অন্ধকারে

* প্রথম চরণের পাঠান্তর—"দেবতার মহিমা অনুসারে";

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"হে প্রভো, ভৃগুমুনি (লাথি মারিয়া) কত অন্যায় কাজ করিলেও শার্ঙ্গধর নারায়ণ কি তাহা (তাহার পদচিহ্ন) গুরুপ্রসাদরূপ প্রেমোপচার বা ভূষণ মনে করিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই?"

আবৃত আকাশ যদি সূর্য্যের সম্মুখে পড়ে, তবে কি সূর্য্য তাহাকে বলে ‘দূরে সরিয়া যাও’? তেমনি, আমি যদি ভেদবুদ্ধির তুলাদণ্ডে আপনাকে সূর্য্যের রূপক দ্বারা তাহার সহিত তুলনা করিয়া থাকি, তবে, হে প্রভো, আপনি অবিলম্বে আমার ন্যূনতা পূর্ণ করুন;† যাহারা ধ্যানের দৃষ্টিতে (ধ্যান-সমাধি দ্বারা) আপনাকে দেখিয়াছে, বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা আপনার বর্ণনা করিয়াছে, তাহাদের যেমন আপনি সহ্য করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ সহন করুন; পরন্তু, আমি যে আপনার গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাকে অপরাধ গণ্য করিবেন না;—আপনি যাহাই করুন না কেন, আমি অর্দ্ধতৃপ্ত অবস্থায় আজ উঠিব না; (৩০) আমি ‘গীতা’ নামে আপনার যশরূপ অমৃত যখন প্রেমভরে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার পরমভাগ্যবলে আমার দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইল; হে প্রভো, অনেক কল্প ধরিয়া আমি সত্যভাষণরূপ তপ করিয়াছি, তাহার ফলস্বরূপ এই (গীতা নামক) মহাদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি অনেক অসাধারণ পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাই আপনার গুণ বর্ণনা করিবার বুদ্ধি দিয়া আমাকে আজ ঋণমুক্ত করিয়াছে; হে প্রভো, আমি ‘জীবনের অরণ্যে মরণরূপ গ্রামে আবদ্ধ হইয়াছিলাম (জন্মমৃত্যুর ফাঁদে পড়িয়াছিলাম), সেই সমস্ত দুর্দ্দশা আজ দূর হইয়াছে; ‘গীতা’ নামে সুপ্রসিদ্ধ যে আপনার কীর্ত্তি, যাহা প্রগাঢ় অজ্ঞান নাশ করে, আমি তাহা বর্ণনা করিবার যোগ্য হইয়াছি; দেখ, নির্ধনের ঘরে যদি অকস্মাৎ মহালক্ষ্মী আসিয়া বসেন, তাহার পর কি তাহাকে নির্ধন বলা যায়? অন্ধকারের ঘরে দৈবক্রমে যদি সূর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেই আঁধার কি জগৎকে প্রকাশ করিবে না? যে দেবতার মহত্ত্বের কাছে এই বিশ্ব পরমাণুসদৃশও নহে, সেই ভগবান কি ভক্তের ভাবে[১] ধরা দেন না? তেমনি, আমার পক্ষে গীতার ব্যাখ্যান আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণের ন্যায় অসম্ভব, পরন্তু আপনি আপনার সামর্থ্যে আমার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন; সেইজন্য, জ্ঞানদেব বলিতেছে—‘আমি আপনারই প্রসাদে

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তবে, হে প্রভো, এবার আমার অপরাধ ক্ষমা (সহ্য) করুন”;

১ ভাবের পূর্ণতায়;

গীতার গূঢ় শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইব; (৪০) পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন; সদ্‌বৈদ্য যেমন (রোগীর) দেহাভ্যন্তরের রোগ নির্ণয় করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষের রূপকদ্বারা আলঙ্কারিক ভাষায় মায়ার উপাধিরূপ সম্পূর্ণ এই বিশ্বের বর্ণনা করিয়াছেন; আর, কূটস্থ 'অক্ষর'কে পুরুষাকারে[১] দেখাইয়াছেন—যাহাদ্বারা চৈতন্যকে উপাধিযুক্ত, আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহার পর 'উত্তমপুরুষ' এই শব্দের দ্বারা শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন; তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে জ্ঞানই আত্মপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ ও বলশালী সাধন; এইজন্য এই অধ্যায়ে নিরূপণ করিবার যোগ্য বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই; এখন কেবল গুরুশিষ্যের স্নেহসম্বন্ধই রহিল; এই-ভাবে, এবিষয়ে অনেক[২] বুঝান হইয়াছে,[৩] পরন্তু সাধারণ মুমুক্ষুগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই; "যে মর্মজ্ঞ পুরুষ জ্ঞানের দ্বারা আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ভক্তির সীমা (ভক্তির শিয়রে উঠিয়াছেন);" এইভাবে, ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্ত্যশ্লোকে বলিয়াছেন—এবং সেখানেই পরম সন্তোষের সহিত জ্ঞানের মহিমা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন; "প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়া, দ্রষ্টাকে দৃষ্টবস্তুর সহিত লীন করাইয়া জীবকে আনন্দসাম্রাজ্যের অধিকারী করে"; (৫০) ভগবান বলিয়াছেন—"ব্রহ্মপ্রাপ্তির এমন অন্য কোনও উপায়ই নাই, সম্যক্‌-জ্ঞানই সমস্ত উপায়ের (সাধনের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ"§; এইভাবে, যাঁহারা আত্মজিজ্ঞাসু, তাঁহাদের চিত্তে সন্তোষ হইয়াছে এবং তাঁহারা আপনার প্রাণের দ্বারা সাদরে জ্ঞানের আরতি করিয়াছেন; এখন যে বিষয়ের প্রতি মনে অনুরাগ জন্মে, দিনে দিনে অন্তঃকরণে তাহারি অধিকাধিক সঞ্চার হইতে থাকে, এবং ইহাই প্রেমের লক্ষণ; এইজন্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তম প্রেমানুভব হয় নাই,† তাঁহাদের মনে জ্ঞানপ্রাপ্তি কি করিয়া হয়, এবং (যোগ) জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তাহাকে কি করিয়া রক্ষণ (ক্ষেম) করা যায়—এ সম্বন্ধে চিন্তার স্ফুরণ হওয়া স্বাভাবিক; এইজন্য সেই

১ "পুরুষ"রূপে; ২-৩ জ্ঞানিগণ সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন।

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—"সম্যক্‌ জ্ঞানের অধিকারী ভগবান বলিয়াছেন";

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:—"যাঁহাদের জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তম প্রতীতি হয় নাই;"

সম্যক্জ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) কি করিয়া লাভ করা যায় ? প্রাপ্ত হইলে কি করিয়া সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ? কিম্বা, সেই জ্ঞান কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় না ? প্রাপ্ত হইবার পর কেন কুপথে চালিত হয় ? সেই জ্ঞান কেন মন্দ হয় ?—এইসব প্রশ্নের বিচার করিতে হয় ; জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে যাহাকিছু 'বিরুদ্ধ' (বাধা) আছে, তাহা সরাইয়া বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য যাহা কল্যাণকর—তাহাই সর্ব্বভাবে করিতে হয়। এইভাবে জ্ঞানজিজ্ঞাসু শ্রোতা আপনাদের মনে যে সমস্ত ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ; তাহাই পূরণ করিবার জন্য লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এখন বলিবেন ; সেই দৈবী সম্পত্তির গুণগান করিবেন—যাহা জ্ঞানের পুনর্জন্ম[১] দান করে এবং আত্মবিশ্রান্তির (শান্তির) বৃদ্ধি করে ;+ এই দুইটি আশ্চর্য্যজনক সম্পত্তি (দৈবী ও আসুর) হইতেই সহজভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। নবম অধ্যায়ে এই দুইটি বিষয়ের বিবেচনা[২] করা হইয়াছে ; (৬০) সেখানেই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ বিচার করা উচিত ছিল, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল,—এখন সেই প্রসঙ্গ ভগবান এই অধ্যায়ে নিরূপণ (ব্যাখ্যা) করিবেন ; এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়কে পূর্ব্বের অধ্যায়ের সহিত সংযুক্ত বলিয়া জানিবে ; পরন্তু, অনেক বলা হইল ; এখনকার বিষয় এই যে —দৈবী ও আসুরী এই দুটি সম্পত্তি জ্ঞানের হিতাহিত (ইষ্ট ও অনিষ্ট) করিতে সমর্থ ; এখন প্রথমে দৈবী সম্পত্তির লক্ষণ শুন—যাহা মুমুক্ষুগণের পথপ্রদর্শক, ও মোহরাত্রির (অন্ধকার-বিনাশক) ধর্ম্মরূপ দীপ ; যে অনেক পদার্থ—একটি অন্যটিকে পোষণ করে—তাহাদের সবগুলিকে একত্র করিলে সেই সমষ্টিকেই লোকে 'সম্পত্তি' বলে ; ইহারা দৈবগুণে একোপজীবী, এবং দৈবযোগে সুখ উৎপন্ন করে বলিয়াই ইহারা দৈবী সম্পত্তি—জানিবে ;

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"আর যে জ্ঞান* কামাকারে রাগ-দ্বেষাদি বিকারের আশ্রয় দেয়, সেই ঘোর আসুরী সম্পত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিবেন।"

(* পাঠান্তরে "জ্ঞান"এর স্থলে "অজ্ঞান" এই পাঠ আছে)

২ প্রস্তাবনা ;

এখন, এই দৈবী গুণের মধ্যে যেটি সর্ব্বাগ্রে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেটিকে 'অভয়' বলে ; যে মহাবন্যায় লম্ফ প্রদান করে না, তাহার ডুবিবার ভয় থাকে না, যে সুপথ্য করে তাহার কোনও রোগ হয় না ; তেমনি, সমস্ত কর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে যে অহংকারকে উঠিতে দেয় না, এবং যে সংসারের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে ; অথবা অদ্বৈতভাবের[১] বিস্তারের জন্য যে সমস্ত জগৎকে আত্মস্বরূপ বলিয়া মানে,—যে সংসারের বার্ত্তা (বিষয়) মন হইতে দূর করিয়াছে (দেশছাড়া করিয়াছে) ; (৭০) জল লবণকে ডুবাইতে আসিলে লবণ যেমন জল হইয়া যায়, তেমনি সমস্ত দ্বৈতাভাস আত্মস্বরূপে লীন হইলে[২] ভয় দূর হয় ; ইহাকেই 'অভয়' বলা হয়, জানিবে, ইহাই সম্যক্ জ্ঞানের সম্পূর্ণ[৩] কল্পনা (বা হেতু) ; এখন, 'সত্ত্বশুদ্ধি' যাহাকে বলে, তাহা এমনিভাবে জানিবে,—যেমন বহ্নি[৪] প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই, অথবা নিবিয়াও যায় নাই ; কিম্বা অমাবস্যার ক্ষয় শেষ হইয়াছে, অথচ প্রতিপদের কলাবৃদ্ধি আরম্ভ হয় নাই, এরূপ মধ্যাবস্থায় হরিণযুক্ত (মৃগলাঞ্ছন) চন্দ্র যেমন (অবিকৃত) থাকে§ ; অথবা, বর্ষার অন্তে এবং গ্রীষ্ম ঋতু আসিবার পূর্ব্বে নদী যেমন নিজরূপ ধারণ করে (পরিষ্কার হয়) ; তেমনি রজঃ ও তমোগুণপ্রসূত নানারূপ সঙ্কল্প-বিকল্পের বোঝা নামাইয়া, বুদ্ধি কেবল আত্মস্বরূপ চিন্তায়[৫] অনুরক্ত হয় ; ইন্দ্রিয়বর্গকে উত্তম বা বিরুদ্ধ (ভালমন্দ) যে কোনও বিষয় দেখাইলেও চিত্তে কোনও বিস্ময় উৎপন্ন হয় না (চিত্ত বিচলিত হয় না) ; পতিব্রতা স্ত্রীর পতি বিদেশে গমন করিলে যেমন তাহার বিরহক্ষুব্ধ মন কোনও প্রকার হানি বা লাভের বিষয় চিন্তা করে না ; তেমনি, আত্মস্বরূপে অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, যে বুদ্ধি তাহাতেই তন্ময় হয়, তাহাকেই কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ 'সত্ত্বশুদ্ধি' বলিতেছেন ; এখন, আত্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযোগের মধ্যে আপন ধ্যেয় বিষয়ে পূর্ণভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকা ; (৮০) এবং ঐ স্থিতিতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করিবার যে রীতি,—যজ্ঞাগ্নিতে যেমন নিষ্কাম হইয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয় ; কিম্বা কুলীন পুরুষ যেমন আপন কন্যাকে সৎকুলেই অর্পণ করে—এক

১ ঐক্যভাব ; ২ আপনার অদ্বৈতভাব আসিলে ; ৩ সমর্থক ; ৪ ভস্ম ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"মধ্যাবস্থায় চন্দ্র যেমন অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে

৫ স্বধর্ম্মবিষয়ে ;

কথায়,—লক্ষ্মী যেমন অচলা হইয়া মুকুন্দকেই বরণ করেন; তেমনি, অনন্যভাবে সংযমাগ্নির অনুসরণ করাকেই† ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় গুণ বা 'জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি' বলিতেছেন; এখন, যে আর্ত্ত[1], তাহাকে বঞ্চনা না করিয়া কায়মনোবাক্যে এবং আপন শক্তি অনুসারে বিত্ত দান করিয়া সেবা করা; হে ধনঞ্জয়, বৃক্ষ যেমন আপনার ফুল, ফল, ছায়া, মূল ও পত্র দ্বারা পথচারীকে সেবা করিতে কুণ্ঠিত হয় না; তেমনি ভাবে, প্রসঙ্গানুসারে কোনও শ্রান্ত মনুষ্য (সাহায্যের জন্য) আসিলে, যোগ্যসময়ে ধনপর্য্যন্ত[2] দিয়া তাহার মনোমত উপযোগী সাহায্য করা; তাহাকেই 'দান' বলে—যাহা মোক্ষরূপ গুপ্তধন দেখাইবার দিব্যাঞ্জন; এখন 'দমে'র লক্ষণ শুন; পার্কা* (নির্ম্মলী ফুলের বীজ) যেমন কর্দ্দমাক্ত জল পরিষ্কার করে,[3] তেমনি 'দম' বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ হয়, তাহাকে বিনষ্ট করে; তেমনি, 'দম' ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়জাত ঝঞ্ঝাকে বহিতে দেয় না, তাহাদের বাঁধিয়া প্রত্যাহারের হস্তে অর্পণ করে; চিত্তের অভ্যন্তরে অঙ্গ পর্য্যন্ত যে প্রবৃত্তিনিচয় লাগিয়া থাকে তাহারা পলায়ন করে, বৈরাগ্যের অগ্নি দেহের দশ দ্বারে প্রবেশ করে; (৯০) যাহাদ্বারা অত্যন্ত শ্বাসোচ্ছ্বাস হয়, কৃচ্ছ্রাদি কঠিন ব্রত বিশ্রাম না করিয়া রাত্রিদিবস আচরণ করা হয়; তাহাকেই 'দম' বলে,—ইহাই তাহার লক্ষণ, জানিবে; এখন, যজ্ঞার্থের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি; সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ এবং অন্যদিকে স্ত্রিয়াদি—ইহাদের মধ্যস্থলে, আপন আপন অধিকার অনুসারে; যাহারা তাহাদের সর্ব্বোত্তম, ভজনীয় দেবতাধাম[4] যথা শাস্ত্রবিধি যজন করে (শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া দেবতার পূজন করে); যেমন দ্বিজ ষট্‌কর্ম্ম‡ করে, শূদ্র তাহাকে নমস্কার করে (তাহার সেবা করে)—উভয়েই যেমন আপন আপন আচার পালন করিয়া যাগ করে; এবং সমানভাবে ফল লাভ করে; তেমনি সবারই আপন আপন অধিকার

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—তেমনি অনন্যভাবে যোগজ্ঞানকেই জীবনের বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করাকেই; "তেমনি নির্ব্বিকল্পভাবে (বিকাররহিত হইয়া) যোগজ্ঞানকেই…";

১ শত্রুও যদি আর্ত্ত হয়; ২ মন হইতে ধন পর্য্যন্ত;

* এই বীজ কর্দ্দমাক্ত জলে ফেলিলে জল পরিষ্কার হয়;

৩ খড়্গপাণি যেমন শত্রুকে সংহার করে; ৪ দেবতাধর্ম্ম;

‡ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ;

অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, পরন্তু তাহা হইতে বিষয়রূপ ফলের আশা[১] পোষণ করা উচিত নহে; আর 'আমিই এই যজ্ঞের কর্ত্তা' এইরূপ মনোভাব দেহের দ্বারেও যাইতে দেওয়া উচিত নহে (এইরূপ দেহাভিমান পোষণ করিবে না) —তথাপি স্বয়ং বেদাজ্ঞার আধার হইয়া থাকিবে (বেদাজ্ঞা স্বতঃ পালনীয়); হে অর্জ্জুন, সর্ব্ব যজ্ঞের ইহাই সংজ্ঞা জানিবে, ইহাকেই কৈবল্যমার্গের 'অভিযজ্ঞ'[২] (মহৎ যজ্ঞ) বলে;[৩] খেলিবার বল ভূমিকে আঘাত করিবার জন্য নিক্ষেপ করা হয় না, পরন্তু নিজের হাতে ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই ফেলা হয়, কিম্বা বীজ জমিতে ছড়ান হয়, উত্তম ফসলই তাহার লক্ষ্য; অথবা গুপ্তধন দেখাইবার জন্য যেমন দীপকে আদর করিতে হয়, কিম্বা বৃক্ষের শাখায় ফল লাগিবে বলিয়া যেমন মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়; (১০০) অনেক বলা হইল: দর্পণে নিজের মুখ দেখিবার জন্য যেমন বারম্বার বহুপ্রকারে তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক[৪] দেখা হয়[৫]; তেমনি, (বেদ) প্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে গোচর করাইবার জন্য নিরন্তর শ্রুতির অভ্যাস বা অধ্যয়ন করিতে হয়; এই পবিত্র (শুদ্ধ) তত্ত্ব পাইবার জন্য (ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য) ব্রাহ্মণাদি দ্বিজের পক্ষে ব্রহ্মসূত্র, অন্য বর্ণের জন্য স্তোত্র বা নামমন্ত্রের আবৃত্তি করিতে হয়"; ভগবান কহিলেন—"হে পার্থ, যাহাকে 'স্বাধ্যায়' বলে তাহা ইহাই; এখন 'তপ' শব্দের অর্থ তোমাকে বলিতেছি শুন; জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা, পরন্তু রক্ষা করিতে মৃত্যু বরণ করা—কিম্বা ফলপ্রাপ্তির পর (লাগিলে) ঔষধির শুকাইয়া যাওয়া;§ অথবা ধূপ যেমন অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয়, জ্বালাইলে যেমন সোনার খাদ নষ্ট হয় (এবং ওজন কমিয়া যায়), (কৃষ্ণপক্ষে) পিতৃপক্ষকে পোষণ করিতে যেমন চন্দ্রের কলার হ্রাস হয়; তেমনি, হে বীর, সর্ব্বধর্ম্মের প্রসারের জন্য প্রাণের সহিত শরীরকে† ক্ষীণ

---

১ ফলাশারূপ বিষয়বিষ; ফলাশারূপ বিষ (পরিত্যাগ করা উচিত);

২ অভিজ্ঞ; ৩ পথপ্রদর্শক;

৪-৫ প্রীতিপূর্ব্বক ঘষিয়া স্বচ্ছ করা হয়; তাহার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয়;

§ এই ওবীর পাঠান্তর:—"সর্ব্বস্ব দান করাকেই 'দান' বলে, বঞ্চনা করিলে সবই ব্যর্থ হয়—যেমন ইন্দ্রাবণী ফল লাগিলে স্বয়ং শুকাইয়া যায়"। (কোনও কোনও পাঠে 'ইন্দ্রাবণী' স্থলে 'বৃন্দাবনী' বা 'ওষধী' আছে)

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"স্বরূপের প্রসারের জন্য প্রাণেন্দ্রিয় শরীরকে";

করা—তাহাকেই 'তপ' বলে; অথবা তপের অন্য প্রকার রূপ আছে; হংস যেমন দুগ্ধে নিজের চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দেয় (জল হইতে দুগ্ধ পৃথক করে); তেমনি, দেহ ও জীবভাবের মিলনে যে বিবেক স্ফুরিত হইয়া (জল ঢালে, অর্থাৎ) দেহভাবকে সরাইয়া জীবভাবকে ফুটাইয়া তোলে, সেই বিবেককে অন্তঃকরণে সদাজাগ্রত রাখিতে হয়; আত্মবিচারের সময় অন্য বুদ্ধির প্রসার[১] (বিষয়ের দিকে দৃষ্টি) সংকুচিত হয়, যেমন জাগ্রত হইলে নিদ্রার সহিত স্বপ্ন ডুবিয়া যায়; (১১০) তেমনি, হে ধনুর্দ্ধর, আত্মপর্য্যালোচনার (আত্মদর্শনের) সময় অন্তঃকরণে যে বিবেকের উদয় হয়, তাহাই 'তপ' নির্ণয় করে (তাহাদ্বারাই 'তপ' সাধ্য হয়); এখন বালকের[২] মনে স্তন্যদুগ্ধ যেমন, নানা দৃষ্টির মধ্যে চৈতন্য যেমন[৩], তেমনি প্রাণিমাত্রের প্রতি সৌজন্যকেই 'আর্জব' বলে।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

আর জগৎকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে, শরীর বাক্ ও মনের দ্বারা যে ব্যবহার, তাহাই 'অহিংসার' লক্ষণ, জানিবে; এখন, জুঁই ফুলের কলি যেমন তীক্ষ্ণ হইয়াও কোমল, কিম্বা, চন্দ্রের প্রকাশ তেজপূর্ণ হইয়াও শীতল; রোগ নাশ করিতে সমর্থ, অথচ জিহ্বার আস্বাদে তিক্ত হইবে না—এরূপ কোনও ঔষধের যোগ্যতা নাই—সুতরাং উপমা কি করিয়া দেওয়া যায়? (তথাপি) চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিলে যেমন কোমলতার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট দেয় না, অথচ সেই জল প্রস্তর ভেদ করিয়া বাহির হয়; তেমনি সংশয় ভঞ্জন করিতে কাঁলি লৌহসম তীক্ষ্ণ, অথচ শুনিতে যাহা মাধুর্য্য হইতেও মধুর; শুনিবার সময় মনে হয় যেন কাল কৌতুকে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে অথচ সত্যতার নিমিত্ত§ ব্রহ্মতত্ত্বকেও ভেদ করে (স্পষ্ট করে); আর বেশী কি বলা যায়? মধুরতার জন্য কাহাকেও প্রতারণা করে না, সত্য হইলেও কাহাকেও আঘাত করে না; নতুবা, শিকারীর গান মধুবর্ষণ করে পরন্তু যথার্থভাবে

---

১ বুদ্ধির প্রসার;

২ বালকের পক্ষে স্তন্য যেমন হিতকারী; ৩ নানা প্রাণির মধ্যে চৈতন্য যেমন,

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—সত্যতার সামর্থ্যে;

দেখিলে উহা (শিকারের পক্ষে) প্রাণঘাতক হয়, অগ্নি আপন কর্ম (শুদ্ধির কাজ) ভালভাবেই করে, পরন্তু সত্যই সব জ্বালাইয়া দেয় ; (১২০) কিম্বা, যে বাণী কানে মধুর বোধহয়, অথচ অর্থে হৃদয় ভেদ করে, তাহাকে সুন্দর বলা যায় না, তাহাকে রাক্ষসীই বলা উচিত ; পরন্তু, যে মাতা সন্তানের সহিত আচরণে বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার লালনপালনে পুষ্পের ন্যায় কোমল, সেই মাতার স্বরূপ যেমন হয় ; যে বাণী[১] শ্রবণসুখকর ও চতুর এবং পরিণামে সত্যরূপ, তাহাই নিসংশয়ে[২] 'সত্য' ; এখন পাষাণে জল ঢালিলেও যেমন তাহাতে অঙ্কুর হয় না, কিম্বা কাঁজী (ফেন) মন্থন করিলে মাখন পাওয়া যায় না ; সাপের খোলস পায়ে মাড়াইয়া[৩] ('চিরিয়া') দিলেও[৪] যেমন ফণা তোলে না, সেবন্তীর[৫] যেমন শীতকালে[৬] ফুল হয় না ; অথবা, রম্ভার রূপলাবণ্য যেমন শুকদেবের মনে কামবিকার উদ্রেক করে নাই, কিম্বা, ভস্মে ঘৃত ঢালিলেও যেমন অগ্নি জ্বলিয়া[৭] উঠে না ; যে কথায় (মন্ত্রের বীজাক্ষরে) অজ্ঞান বালকেরও ক্রোধ হয়, এমনি ক্রোধোদ্দীপক, অপমানজনক ('নিমিত্ত') অসংখ্য কথাও যদি উচ্চারিত হয় (এইরূপ অসংখ্য কারণও যদি উপস্থিত হয়) ; তথাপি, হে পাণ্ডুসুত, গতায়ু মনুষ্যের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মার পায়ে পড়িলেও যেমন সে আর উঠে না, তেমনি যে অবস্থায় ক্রোধোর্মি একেবারেই উৎপন্ন হয় না ; সেই স্থিতিকেই 'অক্রোধত্ব' বলিয়া জানিবে,"—এই কথাই লক্ষ্মীপতি শ্রীনিবাস অর্জুনকে বলিলেন ; এখন, মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে যেমন ঘট, তন্তু ত্যাগ করিলে যেমন বস্ত্র, বীজ ত্যাগ করিলে যেমন বটবৃক্ষকে ত্যাগ করা হয় ; (১৩০) কিম্বা, ভিত্তি ত্যাগ করিলে যেমন (তাহার উপর অঙ্কিত) সমস্ত চিত্রকেই ত্যাগ করা হয়, §নিদ্রা ত্যাগে যেমন বিচিত্র স্বপ্নজাল নষ্ট হয় ; অথবা, জলত্যাগে যেমন তরঙ্গের, বর্ষাত্যাগে যেমন মেঘের, দান ও[৮] ত্যাগে যেমন ভোগের ত্যাগ হয় ; তেমনি, বুদ্ধিমান মনুষ্য (জ্ঞানী) দেহের অহংতা (দেহাভিমান) ত্যাগ করিয়া এই অশেষ সংসারপ্রপঞ্চকে ত্যাগ করিয়া থাকে ; তাহাকেই

---

১ তেমনি যে বাণী··· ; ২ অবিকারী (বিকারশূন্য) ; ৩-৪ (খোলসের) মাথায় লাথি মারিলেও ; ৫-৬ বসন্তকালেও আকাশে যেমন ; ৭ উদ্দীপ্ত হয় না ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;

৮ ধনত্যাগে ;

'ত্যাগ' বলে"—এই কথাই যজ্ঞস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এবং ইহা মানিয়া লইয়া ভাগ্যবান পার্থ প্রশ্ন করিলেন ; "হে দেব, এখন শান্তির লক্ষণ কি তাহাই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন" ; ভগবান কহিলেন—"উত্তম কথা, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ; 'জ্ঞেয়' বস্তুকে গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা এবং জ্ঞান যখন নিশ্চিত ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই স্থিতিকেই 'শান্তি' বলে; প্রলয়কালের বন্যা যেমন সারা বিশ্বের বিস্তারকে ডুবাইয়া §আপনি আপনাতে পর্য্যবসিত হয় ; তখন যেমন 'উগম' (নদীর উৎপত্তি), 'প্রবাহ', 'সিন্ধু'—এরূপ কোনও ব্যবহারভেদ থাকে না—পরন্তু 'জল' (জলাকীর্ণ) বলিতে যে বোধ হয় তাহাই বা কি করিয়া হইবে ? তেমনি, হে কিরীটি, যখন 'জ্ঞেয়' বস্তুর সহিত ঐক্য হইয়া (তন্ময় হইয়া) জ্ঞাতৃত্বই লয়প্রাপ্ত হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই 'শান্তি' ; এখন কষ্টকর ব্যাধির উপশম করিবার চিন্তায় সদ্‌বৈদ্য যেমন আপন-পর বিচার করে না ; (১৪০) কিম্বা, কর্দ্দমে প্রোথিত গাভী দেখিয়া যেমন কেহ সেই গাভী দুধ দেয় বা দেয় না সেকথা চিন্তাও করে না, পরন্তু তাহার কষ্ট দেখিয়া বিকল হয় ; অথবা, যেমন কাহাকেও ডুবিতে দেখিয়া কেহ করুণার্দ্র হয়, এবং উচ্চ-নীচ বিচার না করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তৎপর হয় ; গর্ভবতী স্ত্রীলোক দুর্বিপাকে পড়িয়া দৈবক্রমে যদি বস্ত্রহীন হয়, তবে সজ্জন ব্যক্তি যেমন তাহাকে বস্ত্র না পরাইয়া তাহার দিকে তাকায় না ; তেমনি, অজ্ঞান বা প্রমদা[১] জনিত কিম্বা পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত পাপের জন্য যাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিন্দার পাত্র; তাহাদের আঙ্গিক সাহায্য দিয়া তাহাদের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত করাইয়া দেন ; আপনার দৃষ্টিদ্বারা অপরের দোষ নষ্ট করিয়া তবে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ; যেমন প্রথমে দেবতার পূজা করিয়া তাহার পর ধ্যান করিতে হয়, ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া তারপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার পর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হয় ; তেমনি, নিজগুণে অপরের ত্রুটি পূরণ করিয়া, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা ; শুধু ইহাই নহে,—বাক্যের দ্বারা কাহারও মর্ম্মে আঘাত না করা, কাহারও (কু)কর্ম্মের[২] জন্য দমন না করা বা দোষের উল্লেখ করিয়া কাহাকেও দোষী না করা ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—"আপনি আপনার নিবিড় স্বরূপে পরিণত হয়" ;

১ প্রমাদজনিত ; ২ কুকর্ম্মের জন্য ;

আরও,—কেহ পড়িয়া গেলে তাহাকে যে কোনও উপায়ে দাঁড় করান—তাহার মর্ম্মে আঘাত না করা ; (১৫০) হে কিরীটি, তাহার দোষ না দেখিয়া তাহাকে উত্তম মনুষ্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার দিকে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যাওয়া ; § হে অর্জুন, ইহাকেই 'অপৈশুন্যের' যথার্থ লক্ষণ বলিয়া জানিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ইহাই মুখ্য সুখাসন (সুখাবহ মুখ্য সাধন) ; †এখন (দয়ার লক্ষণ বলিতেছেন)—হে অর্জুন, শশী যেমন সহজ ভাবে, ছোট বড় বিচার না করিয়াই সকলকে আনন্দ দেয়[১] ; তেমনি, দয়ার্দ্র হইয়া দুঃখিতের কষ্ট দূর করিবার সময় কে উত্তম কে অধম এই বিচার করেন না ; দেখ সকলের[২] জীবনের তুল্য বস্তু (জল) আপনাকে নাশ করিয়া তৃণাদি (বনস্পতিকে) জীবিত রাখে ; তেমনি, অপরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এত বেশী করুণার উদ্রেক হয় যে, আপনার সর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহা কম মনে হয় ; নিম্নস্থান না ভরিয়া জলের প্রবাহ অগ্রসর হইতে জানে না,—তেমনি ইনিও সম্মুখে আগত জনের[৩] তৃপ্তি সাধন না করিয়া অগ্রসর[৪] হন না ; পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেমন তাহার ব্যথা চেহারায় প্রকট হয়, তেমনি অপরের সঙ্কট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় ; কিম্বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে যেমন তাহার শৈত্য চোখেও পৌছায়, তেমনি, পরের সুখে তাঁহার সুখ হয় ; অধিক কি বলিব ? আর্ত্তের (তৃষ্ণার্ত্তের) জন্য যেমন জগতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমন দুঃখিতের দুঃখ হরণ করিবার (দুঃখের ভাগী হইবার) জন্যই যাঁহার জীবন ; (১৬০) হে বীররাজ, সেই পুরুষকেই মূর্ত্তিমান 'দয়া' বলিয়া জানিবে, জন্ম হইতেই আমি তাঁহার কাছে ঋণী ; এখন, কমলের হৃদয় সূর্য্যের প্রতি যতই অনুরক্ত হউক না কেন, পরন্তু সূর্য্য যেমন তাহার সুগন্ধ স্পর্শও করে না ; কিম্বা, বসন্তের সমাগমে যতই বনের শোভা বৃদ্ধি হউক না কেন ('বনের অক্ষৌহিণী আসুক না কেন') বসন্ত যেমন তাহা স্বীকার না করিয়া বাহির হইয়া যায় ; আর কি বলা যায় ? সমস্ত মহাসিদ্ধির সহিত স্বয়ং লক্ষ্মী মহাবিষ্ণুর কাছে আসিলে ও

---

§ এই ওবীর পাঠান্তর :—"উত্তম মনুষ্যের তুলনায় তাহাকে ছোট মনে করা—ইহা ভিন্ন তাহার কোনও দোষ না দেখা ;"

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—"এখন 'দয়া' এইরূপ—পূর্ণ চন্দ্র যেমন ;"

১ শীতলতা প্রদান করে, ২ জগতে ; ৩-৪ শ্রান্ত মনুষ্যের শ্রান্তি দূর করিয়া সম্মুখে পদক্ষেপ করেন ;

যেমন তিনি তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই; ঠিক তেমনি, ঐহিক বা স্বর্গীয় বিষয়সুখ যদি তাঁহার ইচ্ছার দাসও হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার মনে সেই সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছাও হয় না; আর অধিক কি বলিব? যে অবস্থায় বিষয়-[১] বিষের দিকে কৌতুকেও মন যায় না[২], সেই অবস্থাকে 'অলোলুপ্ত্ব' বলিয়া জানিবে; এখন, জলচর জীবের পক্ষে জল যেমন[৩] মৃদু ও কোমল[৪], কিম্বা পক্ষীর যেমন মুক্ত আকাশ (উড়িবার পক্ষে) উপযোগী ও সুখকর; অথবা, বালকের দৃষ্টিতে মাতার স্নেহ যেমন, কিম্বা বসন্তের স্পর্শে কোমল মলয়ানিল; চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রিয়জনের দর্শন, আপন শিশুর প্রতি কচ্ছপমাতার দৃষ্টি যেমন হয়, ভূতমাত্রের প্রতি ইহার ('মার্দ্দব' গুণসম্পন্ন পুরুষের) ব্যবহার তেমনি মৃদু ও কোমল হয়; স্পর্শে অতি মৃদু (কোমল), মুখে লইলে সুস্বাদু, ঘ্রাণে সুগন্ধিত, এবং রূপে (অঙ্গে) স্বচ্ছ ও নির্মল; (১৭০) এমন যে কর্পূর,—তাহা যথেচ্ছ ভাবে গ্রহণ করিলেও যদি বিরুদ্ধ না হয়,—তবে তাহাই ইহার উপমার যোগ্য; পরন্তু, আকাশ যেমন মহাভূতকে আপন উদরে ধরিয়া আছে, অণু-পরমাণুর মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তেমনি আকাশের ন্যায় যাহা বিশ্বের অনুকূল; আর কি বলিব? এই ভাবে জগতের জীবন ও প্রাণের সহিত জীবিত থাকা, তাহাকেই আমি 'মার্দ্দব' বলিতেছি; এখন, পরাজয় হইলে রাজা যেমন লজ্জায় কষ্ট পায়, কিম্বা, নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানী পুরুষ যেমন নিস্তেজ হয়;§ অথবা, চণ্ডাল, স্ত্রীলোক কিম্বা মদিরা উত্তম সংন্যাসীর কাছে আসিলে তাঁহার যেমন লজ্জা হয়; ক্ষত্রিয়ের রণ হইতে পলায়ন—এই লজ্জার কথা কে সহিতে পারে? কিম্বা, মহাসতী যেমন বৈধব্যের অবস্থা জানে না;† রূপবান পুরুষের কুষ্ঠ হইলে, বা সম্মানিত ব্যক্তির নিন্দা বা অপবাদ হইলে যেমন লজ্জায় প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়; তেমনি এই সাড়ে তিন হাত শরীরে বারম্বার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করা ও জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া; গর্ভাশয়ের মেদের মুচির মধ্যে রক্ত, মূত্র ও রসের পুতলী হইয়া থাকা

১-২ মন বিষয় অভিলাষী হয় না; ৩-৪ মধু মক্ষিকার পক্ষে মধুচক্র;

§ এই ওবীর পাঠান্তর:—"অথবা অকস্মাৎ কোনও চণ্ডালের মন্দিরে আসিয়া পড়িলে যেমন একটি উত্তম সংন্যাসীর লজ্জা হয়;"

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর:—"কিম্বা মহাসতীর বৈধব্যের আমন্ত্রণ আসিলে যেমন হয়";

একটী লজ্জার ব্যাপার ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে—দেহের বন্ধনে পড়িয়া নামরূপাত্মক আকার গ্রহণ করা—যাহা হইতে অধিকতর লজ্জার কথা আর কিছুই নাই ; (১৮০) এইভাবে, এই নিকৃষ্ট শরীর ধারণে যে ঘৃণা তাহাকেই 'লজ্জা' বলে, পরন্তু ইহা নির্ম্মল, সাধু ব্যক্তিরই হয়, নির্লজ্জ লোকের পক্ষে অন্য প্রকার হয়[১] ; এখন, সূত্রতন্তু ছিঁড়িয়া গেলে যেমন কাষ্ঠপুত্তলীর চলন (অঙ্গভঙ্গী) বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা, প্রাণ গেলে যেমন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গতি বন্ধ হয় ; কিম্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে যেমন তাহার কিরণজাল অদৃশ্য হয়, মনের জয় হইলে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও তেমনি হয় ; এই ভাবে মনপ্রাণ নিয়মিত হইলে দশটি ইন্দ্রিয়ই পঙ্গু হইয়া যায়,—ইহাকেই 'অচাপল্যের' ধর্ম্ম[২] বলিয়া জানিবে ;

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩+

মরণ স্বতঃই দুঃখজনক, অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর, পরন্তু সতী স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমরণে তাহাও গ্রাহ্য করে না ; তেমনি আত্মপ্রাপ্তির চিন্তায় (যোগমার্গে) বিষয়বিষের বাধা দূর করিয়া ('বিষয়বিষের বাধারূপ প্রাচীরের মধ্যস্থ') শূন্যপ্রাপ্তির সঙ্কীর্ণ মার্গে অগ্রসর হন ; তখন শাস্ত্রোক্ত বিধির নির্দ্দেশ পালন করিতে হয় না, নিষেধ ও বাধা সৃষ্টি করে না, এবং মহাসিদ্ধির মোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করে না ; এইভাবে আন্তরিক সহজ প্রেরণায় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়াকেই 'আধ্যাত্মিক' তেজ কহে ; এখন, সর্ব্ব সহনশীলদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গর্ব্ব না করা—তাহাই 'ক্ষমা',—যেমন শরীর অসংখ্য রোমরাজি বহন করে, কিন্তু তাহা জানেও না ; আর, মত্ত ইন্দ্রিয়গুলি যদি বেগশালী হয়, কিম্বা প্রাচীন রোগ বাড়িয়া উঠে; অথবা প্রিয়জনের বিয়োগ হয় বা অপ্রিয় প্রসঙ্গের সহিত সংযোগ হয় ; (১৯০) এই সমস্ত বিষয়গুলি যদি প্রভূত পরিমাণে একসঙ্গে আসিয়া পড়ে ; তবে

---

১ ইহা সুখকর হয় ; ২ বর্ম্ম (রহস্য) ;

+ এখানে (অর্থাৎ ১৮৫ ওবীর পূর্ব্বে) পাঠান্তরে একটি ওবী আছে—"এখন, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে এবং মনে তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তাহাদের শক্তির অভাব হয় না" ; পাঠান্তরে এই ওবীটি ১৯৩ ওবীর পরে দৃষ্ট হয় ;

অগস্ত্য ঋষির ন্যায় ধীরভাবে নিশ্চল হইয়া তাহা সহ্য করা; আকাশে প্রকাণ্ড ধূমের রেখা উঠিলে যেমন বায়ুর এক ঝলক আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে; তেমনি, হে পাণ্ডব, অধিভূত, অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার উপদ্রব যদি উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের পান করিয়া ফেলা (তাহা দ্বারা অবিকৃত থাকা)*; এইভাবে চিত্তক্ষোভ উৎপন্নকারী প্রসঙ্গ আসিলে ধৈর্য্য ত্যাগ না করিয়া উত্তমভাবে তাহাকে ধরিয়া থাকাকেই 'ধৃতি' কহে—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ; এখন, সুবর্ণকলস মাজিয়া স্বচ্ছ করিবার পর তাহাতে গঙ্গাজলরূপ অমৃত ভরিলে যেমন শুদ্ধ হয়, 'শৌচ' সেই কলসসদৃশ; শরীরে নিষ্কাম আচরণ ও অন্তরে বিবেকের নির্দ্দেশ যথাযথ পালন,—এই সবাহ্যশুদ্ধিই 'শুচিত্বে'র লক্ষণ; গঙ্গার জল যেমন (স্নানার্থীদের) পাপতাপ হরণ করিয়া, তীরস্থ বৃক্ষাদির পোষণ করিয়া, সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়; জগতের অন্ধকার নাশ করিয়া, শ্রীমন্দির উদ্‌ঘাটিত করিয়া, সূর্য্য যেমন প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়; তেমনি, যিনি বদ্ধ জীবকে মুক্ত করেন, যে (সংসারসাগরে) ডুবিতেছে তাহাকে উদ্ধার করেন, এবং আর্ত্তের সঙ্কট মোচন করেন; কিং বহুনা, এইরূপ দিবস-রাত্রি অপরের সুখ বাড়াইতে গিয়া যিনি প্রকারান্তরে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করেন; (২০০) পরন্তু, আপন কার্য্যের জন্য, প্রাণিমাত্রের কল্যাণ কামনার পথে[১] কোনও বাধা সৃষ্টি করেন্‌না; হে কিরীটি, এইসব কথা যাহা এখন শুনিয়াছ, তাহাই 'অদ্রোহত্বের' লক্ষণ,—তুমি যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পার, এইভাবে বলিলাম; আর, হে পার্থ, গঙ্গা শম্ভুর মস্তকে আশ্রয় পাইয়া যেমন সঙ্কুচিত (লজ্জিত) হইয়াছিল, তেমনি লোকের কাছে সম্মান পাইলে যে 'লজ্জা' হয়; হে সুমতি, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ (নিশ্চিতভাবে) 'অমানিত্ব' বলিয়া জানিবে, পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে—আর কত বলা যায়? ব্রহ্ম (দৈবী) সম্পত্তির এই যে ছাব্বিশ গুণ—ইহা যেন মোক্ষ-সাম্রাজ্যের অধিপতি (পরমাত্মা) স্বয়ং জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছেন; অথবা এই দৈবী সম্পত্তি যেন নবীন গুণরূপ তীর্থজলে পূর্ণ নির্ব্বিষ সাগরের দৈবী গঙ্গা[২]; কিম্বা, এই গুণরূপী পুষ্পের মালা হস্তে

---

* এইস্থানে পাঠান্তরে পূর্ব্বোক্ত ওবীটি দৃষ্ট হয়।

১ অনিষ্ট কল্পনারূপ; ২ বৈরাগ্যরূপ সগরপুত্রের উপর পতিত দৈবীগঙ্গা।

লইয়া 'মুক্তি'-রূপী বধূ যেন বৈরাগ্যরূপ ভাগ্যের গলায় পরাইয়া দিতেছে ; কিম্বা, এই ছাব্বিশগুণ জ্যোতিবিশিষ্ট দীপ জ্বালাইয়া গীতা যেন নিজপতি আত্মার আরতি করিতেছে ; গীতারূপ সমুদ্রের দৈবী সম্পদরূপ সুপ্তি[1] (শুক্তি) হইতে যেন এই নির্ম্মল গুণরূপী মুক্তাফল বাহির হইয়াছে ; এই দৈবী শান্তিরূপ[2] গুণরাশির যে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইল, তাহা হইতে অধিক আর কি বলা যায় ? (২১০) এখন, আসুরী সম্পত্তি—যদিও দুঃখের অখণ্ডিত[3] (সম্পূর্ণ) লতা—কাললৌহের ভল্ল সদৃশ§—তথাপি নিজনামেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয় ; যাহা ত্যাজ্য (নিন্দনীয়) তাহাকে ত্যাগ করিতে হইলে—অনুপযোগী (অনিষ্টকারী) হইলেও তাহার স্বরূপ জানিতে হয়, সেইজন্য উত্তমরূপে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ; জীবকে ভয়ঙ্কর নরক-ব্যথা প্রাপ্ত করাইবার জন্য ঘোর পাতকিগণ যে দোষ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাই আসুরী সম্পত্তি ; সমস্ত প্রকারের বিষ একত্র করিলে যেমন তাহাকে কালকূট বলে, তেমনি সমস্ত পাপকে একত্র করিলে তাহার সমষ্টিকে আসুরী সম্পত্তি কহে ।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

হে বীর অর্জ্জুন, এই আসুরী দোষের মধ্যে যেটি সামর্থ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় (পঙ্কসদৃশ) তাহা 'দম্ভ' ; আপন জননী তীর্থস্বরূপা হইলেও, তাঁহাকে জনসম্মুখে নগ্ন করিলে যেমন তাহা অধঃপতনের কারণ হয় ; কিম্বা, গুরূপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা চৌরাস্তায় (সর্ব্বসমক্ষে) উদ্‌ঘাটন করিলে, যেমন ইষ্টদা হইয়াও অনিষ্টের কারণ হয় ; দেখ, বন্যার জলে ডুবিতে থাকিলে[4] যে নৌকা অপরপারে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহাকে যদি মস্তকে বাঁধিয়া ধারণ করা হয় তবে তাহা যেমন আপনাকেই ডুবায় ; হে পাণ্ডুসুত, যে অন্ন জীবনের কারণ, তাহা ভাল বলিয়া অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হইলে যেমন সেই অন্ন বিষ হয় ; তেমনি, যে ধর্ম্ম ইহলোক ও পরলোকের সখা, সেই ধর্ম্ম আচরণ করিয়া যদি উচ্চৈঃস্বরে

---

১ মুক্তি ; শুক্তি ; ২ সম্পত্তি রূপ ; ৩ অভ্যন্তরের ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—দুঃখের দোষরূপ কাঁটায় ভরা ;

৪ মহাবন্যায় ডুবিতে থাকিলে ,

তাহার ঘোষণা করা হয়, তবে সেই ধর্ম্মাচরণ তারক না হইয়া দোষের সাধন হইয়া দাঁড়ায়; (২২০) এইজন্তেই, হে বীর, ধর্ম্মাচরণ করিয়া বাক্যের দ্বারা তাহা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিলে সেই ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত হয়,— তাহাকেই 'দম্ভ' বলিয়া জানিবে; এখন, মূর্খের জিহ্বায় দু-চার শুভ অক্ষরের অধিষ্ঠান হইলেই[১] (অর্থাৎ কিছু পড়িতে শিখিলেই) যেমন সে ব্রাহ্মণের সভায় না গিয়া সন্তুষ্ট হয় না; কিম্বা, দক্ষ ঘোড়সওয়ারের ঘোড়া যেমন গজপতির শ্রেষ্ঠত্বকে[২] তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিম্বা কাঁটাগাছের উপর চড়িয়া গিরগিটী যেমন স্বর্গকেও নীচু মনে করে; তৃণরূপ ইন্ধন জ্বলিয়া উঠিলে অগ্নির শিখা যেমন আকাশে উঠিয়া যায়; ক্ষুদ্র জলাশয়ের মৎস্য যেমন সমুদ্রকেও গণনার মধ্যে আনে না; তেমনি, স্ত্রী, ধন, বিদ্যা, স্তুতি ও বহুমান প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য উন্মত্ত হয়,—যেমন একদিন পরান্ন পাইয়া দরিদ্র আপনাকে ধন্য মনে করে; মেঘের ছায়া দেখিয়া অভাগা মনুষ্য যেমন নিজের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে,—মৃগজল দেখিয়া যেমন মূর্খ তাহার জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়; অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? এইভাবে সম্পত্তির লোভে উন্মত্ত হওয়াকেই 'দর্প' বলে—এই সিদ্ধান্তের কোনও অন্যথা নাই; আর, সর্ব্ব জগৎ বেদে বিশ্বাস করে, বেদে বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরকে পূজ্য মনে করে, ঈশ্বরই জগৎকে প্রকাশিত করিবার একমাত্র সূর্য্য; সর্ব্ব জগৎ সার্ব্বভৌম পদের জন্য স্পৃহা করে; জগতে আপনার মরণ কেহই কামনা করে না— ইহা নির্ব্বিবাদ সত্য; এইজন্য, যদি লোকে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের স্তুতি করে তবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? তবে ইহা শুনিয়া অন্য লোকের মনে তাঁহার প্রতি 'মৎসর' উৎপন্ন হয়; (২৩০) তাহারা বলে—'ঈশ্বরকে খাইয়া ফেলিব, বেদকে বিষ প্রদান করিব,—আপন মহত্ত্ব[৩] দ্বারা তাহাদের সত্তা ভাঙ্গিয়া ফেলিব'; পতঙ্গ যেমন দীপের জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না, খদ্যোত যেমন সূর্য্যকে ঘৃণা করে, টিট্টিভপক্ষী যেমন সমুদ্রের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন; তেমনি (আসুরী প্রকৃতির মনুষ্য) অহংকারের মোহে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, এবং বলে 'বেদান্ত' আমার সপত্নী (শত্রু); এইপ্রকার 'মান্যতার' (সম্মানের) অহংকারকেই অতি মন্দ 'অভিমান' বলিয়া

১ অক্ষরেরঅধিষ্ঠান হইলে, ২ গজপতিকে;
৩ "গোথা" "গৌরবের" অপপাঠ;

জানিবে,—ইহাই রৌরব নরকের প্রসিদ্ধ মার্গ ; আর, অপরের সুখ দেখিয়া যাহার মনোবৃত্তি ক্রোধাগ্নির বিষে জলিয়া উঠে ; তপ্ত তেলে শীতল জল পড়িলে যেমন জলিয়া উঠে, চন্দ্র দেখিয়া শৃগাল যেমন অন্তরে জলিতে থাকে ; যে সূর্য্য সকলের[১] জীবন দান করে, সেই সূর্য্য প্রাতঃকালে উদয় হইলে যেমন পাপী পেচকের চক্ষু অন্ধ হয় ; জগতের সুখ (আনন্দদায়ী) প্রাতঃকাল যেমন চোরের পক্ষে মরণ হইতেও কষ্টকর,—সর্পের উদরে গিয়া দুধও যেমন কালকূট হয় ; অগাধ সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে আসিয়া বড়বাগ্নি যেমন আরও অধিক জলিয়া উঠে, এবং কিছুতেই শান্ত হয় না ; তেমনি, অপরের বিদ্যাবিনোদ বৈভব আদি সৌভাগ্য দেখিয়া যদি কাহারও রোষ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তবে সেই মনোবৃত্তিকেই 'ক্রোধ' বলিয়া জানিবে ; (২৪০) আর, যাহার মন সর্পের সৃষ্টি[২] (সর্পের মনের ন্যায় ক্রূর), চক্ষুর দৃষ্টি বাণবৃষ্টির ন্যায়, বাক্য অগ্নিবৃষ্টি সদৃশ ; যাহার অন্য ক্রিয়াকলাপ তীক্ষ্ণধার করাতের ন্যায় ক্লেশদায়ক,—এইভাবে যাহার অন্তর ও বাহির তীক্ষ্ণ (মর্ম্মভেদকারী) ; তাহাকে মনুষ্যের অধম বলিয়া জানিবে—'পারুষ্যের' ইহাই লক্ষণ ; এখন 'অজ্ঞানের' লক্ষণ বলিতেছি শুন ; পাষাণের যেমন শীতোষ্ণ স্পর্শ-জ্ঞান নাই, জন্মান্ধ যেমন রাত্রি ও দিবসের ভেদ জানে না, অগ্নি জলিয়া উঠিলে যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া সব খাইয়া ফেলে, কিম্বা পরশ পাথর যেমন সোনা ও লোহার মধ্যে ভেদ জানে না ; অথবা, নানা রসে প্রবেশ করিয়া হাতা যেমন তাহার রসাস্বাদনে অনভিজ্ঞ§ ; কিম্বা, বায়ু যেমন মার্গামার্গবিষয়ে কোনও বিচার করে না, তেমনি কৃত্যাকৃত্যবিচারে যে অধমজাতীয়[৩] ; কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা দূষিত, ইহা না জানিয়া যেমন বালক যাহা দেখে তাহাই মুখে ফেলিয়া দেয় ; তেমনি পাপপুণ্যের খিচুড়ী করিয়া খাইবার সময় (যে কোনও কাজ করিবার সময়) বুদ্ধি দ্বারা কোন্‌টা কটু, কোন্‌টা মধুর (ভাল কি মন্দ) তাহা বুঝিতে পারে না—তখন যে দশা— ; তাহারই নাম 'অজ্ঞান'—ইহাতে কোনও অন্যথা নাই ; এইভাবে ছয়টি

১ বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া ; ২ বিবর ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই ;

৩ অজ্ঞের ন্যায় ;

দোষের লক্ষণ তোমাকে বলা হইল ; (২৫০) এই ছয়টি দোষের সংযোগে আসুরী সম্পত্তি বিশেষ বলপ্রাপ্ত হয়,—যেমন ভুজঙ্গের অঙ্গ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার বিষ ভয়ঙ্করা ; কিম্বা, তিন অগ্নির (প্রলয়াগ্নি, বিদ্যুতাগ্নি, বড়বাগ্নি) সংখ্যা দেখিলে কমই মনে হয়, পরন্তু তাহাতে সারা বিশ্বও আহুতি দিলে যথেষ্ট হয় না ; ব্রহ্মার শরণ লইলেও ত্রিদোষপ্রাপ্ত মনুষ্যকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায় না,—এই ছয়টি দোষ সংখ্যায় সেই ত্রিদোষের দ্বিগুণ ; এই সম্পূর্ণ ছয়টি দোষই এই (আসুরী সম্পত্তিরূপ) ইমারতের ভিত্তিস্বরূপ,—সুতরাং আসুরী সম্পত্তি কখনও ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না ; সমস্ত ক্রূরগ্রহ যেমন কখনও কখনও এক রাশিতে আসিয়া মিলিত হয়, কিম্বা, নিন্দুক যেমন অশেষ পাপের ভাগী হয় ; মরণকালে যেমন শরীরে সমস্ত রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, কিম্বা, কুমুহূর্তে যেমন সমস্ত দুর্য্যোগ আসিয়া একত্র হয় ; কিম্বা, ছাগলীর আয়ু ফুরাইলে যেমন তাহাকে সপ্তহুলবিশিষ্ট বৃশ্চিক দংশন করে, তেমনি এই ছয়টি দোষ একত্র মিলিয়া মনুষ্যের ভাগ্যে জুটিয়া যায় ; চোরের হাতে পড়িলে, কিম্বা ক্লান্ত হইয়া বন্যায় প্রবেশ করিলে যেমন হয়, এই দোষগুলিও মনুষ্যের তেমনি অবস্থা করে ; মোক্ষমার্গের দিকে চলিতে গিয়া যাহার পথে (দোষরূপ) জল সিঞ্চন হয়, এবং বাহির হইতে না পারিয়া যে সংসারে ডুবিয়া যায় ; হে কিরীটি, যে অধম যোনির সিঁড়িতে নামিতে নামিতে স্থাবর-যোনিরও নীচে গিয়া পৌছায় ; (২৬০) আর বেশী কি বলিব ? তাহারি মধ্যে এই ছয়টি দোষ মিলিয়া আসুরী সম্পত্তির বল বৃদ্ধি করে ; এইভাবে লোকে প্রসিদ্ধ এই দুটি (দৈবী ও আসুরী) সম্পত্তির লক্ষণগুলি আমি পৃথক করিয়া তোমাকে বলিলাম।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

এই দুটির মধ্যে প্রথম যে দৈবী সম্পত্তির কথা বলিলাম, তাহাকে মোক্ষ-সুখরূপ সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত ঊষা বলিয়া জানিবে ; অপর দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ আসুরী সম্পত্তি—ইহা জীবের লোভমোহরূপ প্রত্যক্ষ শৃঙ্খলস্বরূপ ; পরন্তু

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"যেমন ভাগ্যবানের অঙ্গে বিষম বিষয়-বিষ প্রবেশ করে" ;

ইহা শুনিয়া তুমি যেন কদাচ মনে নিরুৎসাহিত হইও না; (চাঁদনী) চন্দ্রপ্রকাশ[১] কি রাত্রিকে ভয় করে? হে ধনঞ্জয়, এই আসুরী সম্পত্তি শুধু তাহাদেরই বন্ধনস্বরূপ হয় যাহারা এই ছয়টি দোষকে আশ্রয় দেয়; পরন্তু হে পাণ্ডব, আমি যে দৈবী গুণের বর্ণনা করিলাম, তুমি তাহারি প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ§ জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং হে পার্থ, তুমি দৈবী সম্পত্তির স্বামী হইয়া কৈবল্য-সুখ ভোগ করিবে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

আর, দৈবী ও আসুরী সম্পত্তিযুক্ত মনুষ্যের আচরণের মার্গ (পন্থা) অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে; যেমন রাত্রিকালে[২] আকাশ নিশাচর প্রাণিদ্বারা ব্যাপিয়া যায়,[৩] এবং দিনে মনুষ্যাদি প্রাণীর যোগ্য ব্যাপার চলে; (২১০) তেমনি, হে কিরীটি, দৈবী ও আসুরী এই দুই সৃষ্টি (বৃত্তি) আপন আপন মার্গে বর্ত্তমান আছে (ব্যবহার করিতেছে); তাহার মধ্যে, গ্রন্থের প্রথম ভাগে 'জ্ঞান' বিষয়ক প্রস্তাবের সহিত দৈবী সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন, আমি আসুরী সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি, তুমি উত্তমরূপে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর; বাদ্যযন্ত্র বিনা যেমন নাদ (বাদ্য), দ্বিতীয় বস্তু বিনা শব্দ হয় না,† কিম্বা পুষ্প বিনা যেমন মকরন্দ প্রাপ্ত হইয়া যায় না; তেমনি, আসুরা প্রকৃতি কোনও একটি শরীর আশ্রয় না করিয়া একা একা দৃষ্টিগোচর হয় না; অগ্নি যেমন কাষ্ঠে প্রকট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি আসুরী প্রকৃতিও প্রাণিদেহ আশ্রয় করিয়া তাহাকে ব্যাপিয়া ফেলে; এই অবস্থায়, ইক্ষুদণ্ডের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার ভিতরের রসও বাড়ে, তেমনি প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সঙ্গে আসুরী প্রকৃতিরও বৃদ্ধি হয়; এখন, হে ধনঞ্জয়,

১ দিন;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"শ্রেষ্ঠ গুণনিধি";

২-৩ ব্যাপার চলে;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:—"কোনও শব্দ উৎপন্ন করে না;"

যে প্রাণীর মধ্যে আসুরী দোষের সমৃদ্ধি হয়[১] তাহারই লক্ষণসমূহ তোমাকে বলিব।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

পুণ্যাচরণে প্রবৃত্তি ও পাপাচরণ বিষয়ে নিবৃত্তি,—ইহার জ্ঞান (বিচার) সম্বন্ধে তাহার মনে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার থাকে; কোশের মধ্যে আবদ্ধ রেশমের কীট যেমন গুটির মধ্যেই থাকিয়া কষ্ট পায়, এবং তাহার মনে বাহির হইবার কিম্বা ভিতরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছাও[২] হয় না; (২৮০) কিম্বা, অর্পিত সম্পত্তি ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে কি না ইহা বিচার না করিয়াই মূর্খ যেমন চোরের হস্তে তাহার পুঁজি অর্পণ করে (ধার দেয়); তেমনি, আসুরী প্রকৃতির লোক 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' এদুটির কথাই জানে না, এবং 'শৌচ' সম্বন্ধে স্বপ্নও দেখে না; কয়লা কি তাহার মসীবর্ণ ত্যাগ করে? বায়স কি কখনও শুদ্ধ হয়? রাক্ষসের কি মাংসভোজনে বিরক্তি হয়? পরন্তু হে ধনঞ্জয়, মদ্যভাণ্ড যেমন কখনও পবিত্র বা শুদ্ধ হয় না, তেমনি আসুরী প্রাণী কখনও শুচিতা লাভ করিতে পারে না; আর শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করিবার ইচ্ছা বাড়ান, কিম্বা বয়োজ্যেষ্ঠের আচরণের অনুকরণ করা বা আজ্ঞাপালন—ইহার কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না; ছাগল যেমন (ইচ্ছামত) চরিয়া বেড়ায়, বায়ু যেমন (স্বেচ্ছায়) ধাবিত হয়, অগ্নি যেমন যাহা পায় তাহাই জ্বালাইয়া দেয়; তেমনি আসুরী প্রকৃতির লোক, অগ্রগামী হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, সত্যের প্রতি তাহারা সর্ব্বদা বৈরভাবাপন্ন; বৃশ্চিক যদি কখনও আপন হুলের দ্বারা সুড়্‌সুড়ি দেয়, তবেই তাহারা সত্য কথা বলিবে; যদি অপানদ্বার (গুহ্যদ্বার) হইতে সুগন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয় তবেই আসুরী লোকের মধ্যে সত্যের সন্ধান মিলিবে; এই সব কিছু না করিলেও তাহারা স্বভাবতঃই মন্দ প্রকৃতির; এখন, তাহাদের কথার নূতনত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব; (২৯০) যদিও উটের স্কন্ধপ্রদেশ দেখিতে সুন্দর, অন্য অবয়বগুলি সম্বন্ধে কি তাহা বলা যায়? যাহাদের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তাহাদের কথাই

১ দোষগুলি আছে; ২ আবেশ; অবকাশ;

শুন ;§ চিমনীর মুখ হইতে যেমন ধূমের স্রোত নির্গত হয়, তেমনি ভাবে ইহাদের মুখ হইতে যে বাক্যস্রোত বাহির হয়, তাহার কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ;

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

এই বিশ্ব অনাদি, এবং ঈশ্বর্ ইহার নিয়ন্তা অধীশ্বর ; বিচারশালায় বেদ ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়াছে ; বেদ যাহাকে 'অন্যায়ী' (দোষী) বলে, সে নরকভোগের দণ্ড পায়, যাহাকে 'সন্ন্যায়ী' (ন্যায়পরায়ণ) বলে, সে সুখে স্বর্গবাস করে ; হে পার্থ, অনাদি কাল হইতে এই যে বিশ্বব্যবস্থা প্রচলিত আছে,—তাহারা (আসুরী মনুষ্যগণ) বলে 'এই সবই মিথ্যা' ; 'যজ্ঞমূঢ় ব্যক্তিগণ যজ্ঞের ফেরে পড়িয়া বিভ্রান্ত হয়, দেবতায় বিশ্বাসী লোক প্রতিমা পূজায় পাগল হয়,[১] আর সমাধিভ্রমে পতিত যোগিগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বস্ব হারায়' ; 'এই জগতে আপন সামর্থ্যে যাহা উপভোগ করা যায়, তাহা ভিন্ন অন্য সমস্তই নিশ্চিত এক প্রকাণ্ড শূন্য ; অথবা, নিজের আঙ্গিক অক্ষমতার জন্য[২] ভিন্ন ভিন্ন বিষয়োপভোগের বস্তু সংগ্রহ করিতে না পারিলে যে দুঃখে পীড়িত হইতে হয়, তাহাই বাস্তবিক পাপ ;' 'সম্পন্ন (ধনবান) ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিলে যদি সত্যই পাপ হয়, তবে তাহার সর্ব্বস্ব নিজের হাতে আসিলে কি তাহা পুণ্যের ফল নয় ? বলবান অশক্তকে (খাইলে) নাশ করিলে যদি বাধা সৃষ্টি করে (নিষিদ্ধ হয়), তবে মৎস্য নিঃসন্তান হয় না কেন (বড় মৎস্য ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে) ?' (৩১০) 'দুই পক্ষের কুল মিলাইয়া, শুভলগ্নে যদি সন্তানোৎপাদনের জন্য বালক-বালিকাদের বিবাহ দেওয়া হয় ; তবে পশুপক্ষী আদি প্রাণী—যাহাদের

§ এই ওবী (২৯১)র পাঠান্তর—"উটের শরীরে কি কোনও অবয়ব আছে যাহাকে সুন্দর বলা যায় ? আসুরী মনুষ্য সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়; তবে প্রসঙ্গক্রমে কিছু বলিতেছি শুন" ;

১ করে ;

† দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা ভিন্ন অন্য কি পুণ্যকৃত্য আছে ?"

২ কর্তৃত্বে ; সামর্থ্যে ;

সন্ততির সংখ্যা গণনা করা যায় না—তাহাদের কোন্ শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হয়?' 'চুরি করা ধন কি কাহারও পক্ষে বিষবৎ হয়? প্রেমসহকারে রমণ করিলে কি কাহারও কুষ্ঠরোগ হয়?' 'সুতরাং, "ঈশ্বর জগতের স্বামী, এবং তিনিই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল ভোগ করান, আর পরলোকেই লোকে (ইহলোকে কৃতকর্ম্মের) ফল ভোগ করে" (ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যদি মানিতে হয়); 'তবে, পরলোক বা দেবতাকে চোখে দেখা যায় না, সুতরাং এ সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা,—আর কর্ত্তারই যদি (মৃত্যুর পর) অস্তিত্ব না থাকে, তবে ফল ভোগ করিবে কে'? 'স্বর্গলোকে ইন্দ্র যেমন উর্ব্বশীর সহিত সুখ-ভোগ করেন, নরকের কৃমিকীটও তেমনি বিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে'; 'সুতরাং, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ ভোগ করায়—কারণ উভয় স্থানেই কামনা হইতে ভোগ হয়'; 'কাম হইতেই স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হয়, এবং তাহা হইতেই জগতে সর্ব্ব প্রাণীর জন্ম হয়'; 'আর, নিজের স্বার্থের জন্য যে কামবাসনা পোষণ করা হয়, অবশেষে পরস্পর দ্বেষের দ্বারাই সেই কামবাসনার নাশ হয়'; 'এইভাবে, কাম ভিন্ন জগতের অন্য কোনও মূল কারণ নাই'—এই কথাই 'আসুরী' লোক বলে; (৩১০) এখন এই অশুদ্ধ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না, কারণ এবিষয়ে চর্চ্চা করিলে বাক্যই ব্যর্থ হয়;

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

আর, ঈশ্বরকে দ্বেষ করিয়া তাহারা কেবল বৃথাই বাগ্‌জাল বিস্তার করে,—পরন্তু, এসম্বন্ধে তাহাদের মনে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নাই; আর অধিক কি বলা যায়? অঙ্গে নাস্তিকতা ঢুকাইয়া তাহারা জিহ্বায়[১] নাস্তিকতার হাড় বিদ্ধ করে—অর্থাৎ নাস্তিক মতবাদ প্রচার করে, এই অবস্থায়, স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা কিম্বা নরকের ভয়,—এইপ্রকার মনোবৃত্তির অঙ্কুর জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়; হে সখা অর্জ্জুন, অপবিত্র জলের গর্ত্তের ন্যায় এই (শরীররূপী) খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া আসুরী প্রকৃতির

১ অন্তঃকরণে; মনে;

লোকেরা বিষয়পঙ্কে ডুবিয়া থাকে; যখন জল শুকাইয়া জলচরগণের মৃত্যু সন্নিকট হয়, তখন ধীবরগণ আসিয়া জলাশয়ের নিকট একত্র হয়, কিম্বা, শরীরপতনের সময় নানা রোগের উদয় হয়; বিশ্বের অনিষ্টের জন্য যেমন ধূমকেতুর আবির্ভাব (উদয়) হয়, তেমনি লোকের বিনাশসাধনের জন্যই এই আসুরী মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে; অশুভ (অমঙ্গলের) বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অশুভ (আসুরী) অঙ্কুরই উৎপন্ন হয়,—ইহারা চলমান পাপের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ; আর, আগে পিছে যে কোনও বস্তু থাকুক না কেন, তাহা জ্বালান ভিন্ন অগ্নি যেমন আর কিছুই জানে না, তেমনি, ইহারা শুধু বৈরী করিতেই জানে; পরন্তু, এইসব কর্ম্ম তাহারা কিরূপ আদর ও সম্ভ্রমের সহিত আরম্ভ করে, তাহাই শুন"—এই কথা শ্রীনিবাস পার্থকে কহিলেন। (৩২০)

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

"জলদ্বারা জাল ভরা যায় না; অগ্নির পক্ষে ইন্ধন কখনও যথেষ্ট হয় না; কামবাসনা যাহাদের পরিতৃপ্ত হয় না (যাহাদের মুখ ভরে না) তাহাদের মধ্যে ইহারা অগ্রগণ্য§; হে পাণ্ডব, অন্তরে কামবাসনার বীজ (সার) পোষণ করিয়া, ইহারা দম্ভ ও মানের (অহঙ্কারের) রাশি সংগ্রহ করে; মত্ত হস্তীকে মদ খাওয়াইলে যেমন অধিকতর উন্মত্ত হয়, তেমনি মদের[১] অহঙ্কারে ইহাদের অঙ্গে জ্বর ফুটিয়া বাহির হয়[২]†; আর, তাহাদের অনমনীয় স্বভাবের (দুরাগ্রহের) উপর মূর্খতা এমনি ভাবে সাহায্য করে—ইহাদের হঠকারিতার লীলার আর কত বর্ণনা করিব? যে সব কর্ম্ম অপরকে পীড়া দেয় বা অন্যের মনে ত্রাস উৎপন্ন করে—সেই সব কর্ম্মে ইহারা জন্ম হইতেই পটু (প্রগাঢ়ভাবে লিপ্ত থাকাই ইহাদের জন্মের ব্রত); আপনাদের অনুষ্ঠিত

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"যাহাদের উদর পূর্ণ হয় না এইরূপ ক্ষুধার্ত্তদের মধ্যে ইহারা অগ্রগণ্য";

১-২ ইহাদের অঙ্গে মদের জ্বর ফুটিয়া বাহির হয়;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তেমনি মদের অহঙ্কার ইহাদের অঙ্গে নবজ্বরের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হয়";

কর্ম্মের কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে, এবং সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,—দশদিকে তাহারা আপনাদের বাসনার জাল ছড়াইয়া দেয়; পাশমুক্ত ধেনু যেমন চতুর্দ্দিকে চরিয়া খায়, এই আসুরী মনুষ্যগণও তেমনি অহঙ্কারের মোহে চারিদিকে পাপাচরণের বৃদ্ধি করে;

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

ইহাদের সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বৃত্তি এই রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়,—আর, মৃত্যুর পরের চিন্তাও তাহাদের পীড়ন করে; তাহাদের এই চিন্তা পাতাল হইতেও গভীর (নিম্ন), ক্ষুদ্র আকাশ হইতেও উচ্চ,—যাহার সহিত তুলনা করিলে ত্রিভুবন পরমাণু তুল্যও নহে; তাহারা যোগবস্ত্রের মাপ অনুসারে (সংন্যাসের নিয়মানুসারে) অন্তঃকরণে অনিয়মের (অঘোর) চিন্তা ধারণ করে,—পতিব্রতা স্ত্রী যেমন মরণকালেও স্বামীকে ত্যাগ করে না[১]; (৩৩০) তেমনি, অসার বিষয়ভোগের লালসা অন্তরে (দৃষ্টিতে) ভরিয়া তাহার জন্য অপার চিন্তা নিরন্তর বাড়াইতে থাকে; ইহারা স্ত্রীলোকের গীত শুনিতে চায়, চক্ষু দ্বারা স্ত্রীরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করিতে চায়; তাহাদের অমৃত দ্বারা আরতি করে; এইভাবে স্ত্রীসঙ্গের বাহিরে অন্য কোনও সুখ নাই—ইহাই তাহারা মনে নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া লয়; আর, স্ত্রীসম্ভোগের জন্য, আকাশ পাতাল এমন কি দিগ্‌বিভাগের (দিগন্তের) সীমানাও অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

অনেক মৎস্য যেমন এক টুক্‌রা আমিষের টোপ ঠোক্‌রাইয়া কাটিয়া লয়,§ বিষয়াশাও ইহাদের তেমনি অবস্থা করে; বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্তি না

১ রমণী যেমন স্বামীকে ত্যাগ করে না;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:—"মৎস্য যেমন লোভবশতঃ কোন বিচার না করিয়া (বঁড়শীতে বিদ্ধ) আমিষের টোপ গিলিয়া ফেলে";

হইলেও, প্রত্যক্ষ আশাপরম্পরা† বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা রেশমের কীটের ন্যায় আশার জালে আবদ্ধ হয়; আর, ব্যাপক অভিলাষ অপূর্ণ হইলে (বাসনার তৃপ্তি না হইলে) তাহা দ্বেষের রূপ ধারণ করে,—এইভাবে, কামক্রোধের অধিক তাহাদের আর কোনও পুরুষার্থ (কর্ত্তব্য) থাকে না; হে পাণ্ডব, থানার প্রহরীকে যেমন দিনে রোঁদে বাহির হইতে হয় এবং রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে হয়,—অহোরাত্রির মধ্যে বিশ্রাম করিতে পায় না; তেমনি, ইহারা কামবাসনার উচ্চ শিখর হইতে ভ্রষ্ট হইলে (কামবাসনা চরিতার্থ না হইলে) ক্রোধের পাহাড়ের উপর পড়ে, তথাপি কামক্রোধের বিষয়ের প্রতি অনুরাগের সীমা থাকে না; তেমনি, মনের ইচ্ছানুসারে বিষয়বাসনার ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, পরন্তু ইহা ভোগ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন; (৩৪০) সেইজন্য, বিষয়োপভোগের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে ইহারা জগতে অশেষ উপদ্রব আনয়ন করে; কাহাকেও একান্তে পাইয়া জাগ্রত অবস্থায় হত্যা করে,[১] কাহারও সর্ব্বস্ব হরণ করে, কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র খাড়া করে (উপায় উদ্‌ভাবন করে); শিকারী যেমন পাহাড়ে শিকার করিতে যাইবার সময়, পাশ, থলি, জাল, কুকুর, তীক্ষ্ণদণ্ড, ভল্ল ইত্যাদি সঙ্গে লয়; তাহারা আপনাদের পেট ভরাইবার জন্য বহু প্রাণী হত্যা করিয়া আনে,—তেমনি ইহারাও (আসুরী লোক) ঐরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে; অপরের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের ধন হস্তগত করে,—এইভাবে ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের কি সন্তোষ হয়?

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

বলে—'আজ বহু লোকের সম্পত্তি আপন হস্তগত[২] করিয়াছি, আমি কি ধন্য নহি?' এইভাবে, আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ হইয়া তাহার মন অন্য দিকে যায়, এবং তখনি বলিতে আরম্ভ করে—'এখন দেখি অন্য কাহার সম্পত্তি পাওয়া

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"নিষ্ফল আশাপরম্পরা"; "নিষ্ফল আশারূপ সম্পত্তি;

১ ধরিয়া হত্যা করে; ২ আপনার;

যায়।' 'এখন পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি, তাহাকেই পুঁজি করিয়া, সারা চরাচর লাভ করিতে হইবে; এইভাবে সারা বিশ্বের সম্পত্তির আমি মালিক হইব, আর, যাহা কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা হস্তগত না করিয়া ছাড়িব না।'

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

'আমি এ পর্য্যন্ত যে শত্রু বধ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা সামান্য, এখন আরও অনেক বলবান শত্রু বধ করিব, তখন আমি একাই সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব; (৩৫০) যাহারা আমার দাস হইয়া আমার কাজ করিবে, তাহাদের ছাড়িয়া অন্য সবাইকে হত্যা করিব, বেশী বলার কি প্রয়োজন? আমিই তো সর্ব্ব চরাচরের ঈশ্বর; আমি ভোগভূমির রাজা হইয়া সর্ব্ব সুখ উপভোগ করিব,—আমার তুলনায় স্বয়ং ইন্দ্রও তুচ্ছ; আমি কায়মনোবাক্যে যাহা করিতে চাহিব, তাহা সিদ্ধ হইবে না কেন? আমা ভিন্ন অন্য কে আছে যে আজ্ঞাসিদ্ধ (যাহার আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হয়)? অতুলনীয় আমাকে না দেখা পর্য্যন্ত কাল আপনার বলের বড়াই করিতে পারে,—আমিই যথার্থই শুদ্ধ সুখের রাশি!'

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

'কুবের অশেষ ধনসম্পন্ন, পরন্তু সে আমার স্বরূপ জানে না,—আমার ন্যায় সম্পত্তি স্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও নাই; আমার কুলের গৌরব কিম্বা জাতি-গোত্রের বিস্তার দেখিলে ব্রহ্মাও আমার তুলনায় স্বল্পপরিমাণে হীন হইয়া যান; এইজন্য, ঈশ্বরাদির মহিমা কীর্ত্তন করা ব্যর্থই, আমার সমান যোগ্যতা উহাদের কাহারও নাই; এখন অভিচার-মন্ত্র (জারণমারণাদি) লোপ পাইয়াছে, আমি তাহার জীর্ণোদ্ধার (পুনর্বার প্রবর্ত্তন) করিয়া জীবের পীড়া দিবার জন্য[1] যাগযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিব; যাহারা আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে, বা নৃত্য, অভিনয় দ্বারা আমার

১ মারক।

মনোরঞ্জন করিবে, তাহারা যাহা চাহিবে সেই বস্তুই তাহাদের প্রদান করিব ; আমি মাদক ভোজ্য ও পানীয় সেবন করিব, প্রমদার আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া ত্রিভুবনে আনন্দ ভোগ করিব' ; এইভাবে আর কত অধিক বলিব ? আসুরী বৃত্তিতে মত্ত হইয়া তাহারা (কল্পনায়) অশেষ আকাশকুসুমের গন্ধ আঘ্রাণ করে ।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

অজ্ঞানের ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া ইহারা আশার ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িয়া মনোরথের আকাশে ঘুরিতে থাকে ; জ্বরের আবেশে রোগী যেমন প্রলাপ-বাক্য বলে, তেমনি ইহারাও সংকল্প-বিকল্পের স্রোতে পড়িয়া নানারূপ অসংযত কথা বলে[১] ; আষাঢ়ের মেঘ যেমন অশান্ত, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন অভঙ্গ (অখণ্ডিত), তেমনি ইহাদের মনে অসংখ্য ও অখণ্ড কামনা বাসনা ; এইভাবে তাহাদের মনে কামনারূপী লতার জাল উৎপন্ন হয়,—এবং কাঁটায় পড়িয়া কমলের দল যেমন ক্ষতবিক্ষত হয় ; কিম্বা, হে পার্থ, পাষাণের উপর পড়িয়া মাটীর ঘড়া যেমন চূর্ণ হয়, তেমনি, ইহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে খণ্ডবিখণ্ড হয় ; তখন, রাত্রি বাড়িতে থাকিলে যেমন অন্ধকারও বাড়ে, তেমনি ইহাদের অন্তঃকরণে মোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; আর মোহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনারও বৃদ্ধি হয়, এবং বিষয়ের সহিত তখন পাপের রাশি আসিয়া একত্র হয় ; পাপ যখন নিজসামর্থ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া একত্রীভূত হয়, তখন মনুষ্যের এই জীবনেই অশেষ নরকভোগ হইতে থাকে ; অতএব, হে সুমতি অর্জ্জুন, যাহারা কুমনোরথকে (দুষ্ট বাসনাকে) পালন করে, সেই আসুর মনুষ্যগণ অন্তে এমন স্থানে গিয়া বাস করে— ; (৩৭০) যেখানে, বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণধার, যেখানে খদির বৃক্ষের অঙ্গারের পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ, যেখানে উত্তপ্ত তৈলের সাগর ফুটিতেছে ; যেখানে যাতনার পংক্তি (পরম্পরা) বাঁধা আছে§—যাহারা বৈতরণী পার হইয়া যায় তাহারা সেই দারুণ নরকলোকে গিয়া পড়ে ; নরকের অত্যন্ত ঘৃণিতভাগে যাতনা ভোগ

১ ঘুরিতে থাকে ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"যেখানে যমরাজ নিত্য নবনব দণ্ড বিধান করেন" ;

করিবার জন্যই যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও, দেখ, মোহে পড়িয়া যাগযজ্ঞের যশোকীর্ত্তন করে।[১]

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭

হে ধনঞ্জয়, বাস্তবিকপক্ষে এইসব যাগাদি ক্রিয়া হানিকর, পরন্তু, নাটকীয় ভাবে আচরণ করিয়া ইহারা এইসব ক্রিয়া নিষ্ফল করে; বেশ্যা যেমন আপন প্রণয়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া বৃথাই আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করে; তেমনি, এই আসুরী মনুষ্য নিজেই নিজের মহত্ত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) মানিয়া লইয়া অহঙ্কারে অসাধারণ ফুলিয়া উঠে; আর, ঢালাইকরা লৌহ-স্তম্ভের ন্যায়, কিম্বা আকাশচুম্বী পর্ব্বতের ন্যায় তাহারা কখনই নম্র হইতে জানে না; তেমনি, ইহারা আপন ঐশ্বর্য্যের গরবে মনে সন্তোষ লাভ করে, এবং সারা জগৎকে তৃণাদপি নীচ মনে করে; তদুপরি, হে ধনুর্দ্ধর, তাহারা ধনসম্পত্তির মদে এমন উন্মত্ত হয় যে কৃত্যাকৃত্য ভুলিয়া আপনাকে জগৎ হইতে ভিন্ন মনে করে†; যাহাদের অন্তের বৃত্তি এইরূপ, তাহারা যজ্ঞ করিবে কেন? তথাপি, মূর্খ (অজ্ঞান) লোকে কিনা করে? (৩৮০) এইজন্য, কোনও এক সময়ে, মূর্খতার বশে, ইহারা যাগযজ্ঞের ঢঙ্ আরম্ভ করে (যজ্ঞ করিবার ভান করে); এই যজ্ঞে, কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী[২] কিম্বা যোগ্য যজ্ঞোপচারসামগ্রী থাকে না, এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের সঙ্গে ইহাদের চিরকালের বৈরিতা; দেবতা ব্রাহ্মণের নাম যদি বাতাসেও ভাসিয়া আসে তাহাও তাহারা সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ যজ্ঞস্থলে কার্য্য আরম্ভ করিতে কে আসিবে? পরন্তু, মৃতবৎসের পেটে খড় ভরিয়া গাভীর সামনে খাড়া করিয়া যেমন বুদ্ধিমান লোক দুগ্ধ দোহন করে; তেমনি, ইহারা যজ্ঞের নামে লোককে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উপহার আদায় করিয়া তাহাদের লুণ্ঠন করে; এমনি ভাবে, যাহারা আপন লাভের জন্য যজ্ঞহোমাদি করে তাহারা অনেক প্রাণীর সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা করে।

১ অনুষ্ঠান করে।

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে বিচারই করে না"

২ লতা।

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

ইহারা সম্মুখে ভেরী নিশান লইয়া বৃথাই জগতে ঘোষণা করিয়া বেড়ায় যে 'আমরা দীক্ষিত হইয়াছি'; তখন, এই অধম প্রকৃতির মনুষ্যদের মহত্ত্বের গর্ব্ব আরও অধিক বাড়িয়া যায়, অন্ধকারের উপর কালিমার প্রলেপ দিলে যেমন হয়; তেমনি, ইহাদের মূর্খতা ঘনীভূত হয়, অহঙ্কার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, এবং ঔদ্ধত্য অহঙ্কারকে বাড়ায়; ইহারা অপরের নাম পর্য্যন্ত কাহাকেও লইতে দেয় না, ইহাদের বলিষ্ঠতা (শক্তি-সামর্থ্য) নবীন বলে বলীয়ান হয়; (৩৯০) এইভাবে, অহঙ্কার ও বল একত্র হইলে, ইহাদের দর্পরূপ সাগর সীমা অতিক্রম করিয়া উছলিয়া উঠে; দর্প বাড়িয়া উঠিলে[১] (উছলিয়া উঠিলে) কামের পিত্ত ক্ষুব্ধ (প্রবল) হয়, এবং তাহার তাপে ক্রোধাগ্নি প্রচণ্ডভাবে জ্বলিয়া উঠে; প্রখর গ্রীষ্মের দিনে তৈল ও ঘৃতভাণ্ডারে যদি প্রচণ্ড অগ্নি লাগিয়া যায়, এবং ঐ সময়ে জোরে হাওয়া বহিতে থাকিলে যেমন হয়; তেমনি, অহঙ্কার প্রবল হইলে এবং দর্প, কাম, ক্রোধের সহিত বাড়িয়া উঠিলে —এই দুটির মিলন যাহাদের মধ্যে হয়; হে বীরেশ, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে কোন্ প্রাণীর হিংসা সাধন করে না? হে ধনুর্দ্ধর, প্রথমে ইহারা অভিচারের জন্য (জারণ-মারণাদির প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্য) নিজের রক্ত ও মাংস ব্যয় করিতে অগ্রসর হয়; যে জীবন্ত শরীর তাহারা জ্বালায় (পীড়ন করে), তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের আত্মাস্বরূপ যে আমি—আমাকেও পীড়া দেয় (আমার উপরও আঘাত করে); আর জারণ-মারণাদি অভিচার ক্রিয়া দ্বারা যাহাদের পীড়ন করে—তাহাদের মধ্যে যে আমি চৈতন্যরূপে অবস্থান করি,—আমাকেও কষ্ট দেয়; দৈবযোগে যাহারা এইরূপ অভিচার ক্রিয়া হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের পৈশুন্যের (নিন্দার) ইষ্টক মারিয়া প্রহার করে; সতী, সৎপুরুষ, দানশীল ব্যক্তি, যাজ্ঞিক, অলৌকিক[২] তপস্বী, বা সন্ন্যাসী; (৪০০) কিম্বা, ভক্ত, মহাত্মা—যাহারা শ্রোতাদিক (শ্রোত, স্মার্ত্ত ইত্যাদি) যজন ও হোমকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হইয়াছে,—এবং

১ কমিয়া গেলে; ২ সুকুমার;

যাহারা আমার নিজধামস্বরূপ ; তাহাদের উপর দ্বেষের কালকূট বিষ মাখান, তীক্ষ্ণ, দুর্ব্বাক্য (নিন্দা)রূপী তীব্র বাণ বর্ষণ করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

এইভাবে যাহারা সর্ব্ব প্রকারে আমার বৈরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই পাপীদের আমি কি শিক্ষা দিই, তাহাই শুন ; মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া যাহারা সংসারের প্রতি বিরূপ হয় ('জগৎকে রুষ্ট করে'), তাহাদের মনুষ্য-পদবী হরণ করিয়া এই গতি করি ;—ক্লেশরূপী গ্রামের আবর্জনাস্তূপ, ভবপুরীর পঙ্কিল জলের নালাস্বরূপ যে তমোযোনি—সেই স্থানেই আমি এই জঘন্য মনুষ্য-দের বৃত্তি স্থাপন করি (অর্থাৎ সেই যোনিতে তাহাদের নিক্ষেপ করি) ; যেখানে আহারের নামে একটি তৃণ পর্য্যন্ত গজায় না, সেইরূপ অরণ্যে আমি তাহাদের ব্যাঘ্র, বৃকযোনিতে প্রেরণ করি ; সেখানে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উহারা নিজেদের শরীরের মাংসই ছিঁড়িয়া খায় এবং বারম্বার মৃত্যুমুখে পড়িয়া পুনর্বায় (সেই যোনিতেই) জন্মগ্রহণ করে ; কিম্বা, যাহারা নিজের বিষের অগ্নিতে নিজের গাত্রচর্ম্ম ('গাত্রকুণ্ডলী') জ্বালায়, সেই সর্পযোনিতে প্রেরণ করি, এবং গর্ত্তে নিরুদ্ধ করিয়া রাখি ; পরন্তু হে অর্জ্জুন, নিঃশ্বাস ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের জন্যও আমি ইহাদের বিশ্রাম করিতে দিই না§ ; এমনিভাবে যাহার সহিত তুলনায় কোটীকল্প ও সংখ্যায় কম হয়—সেই সময় পর্য্যন্ত আমি তাহাদের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিই না ; (৪১০) তথাপি, এই আসুরী মনুষ্যদের অন্তকালে যে গতি হয়—ইহা শুধু তাহার প্রাথমিক দফা (অবস্থা)—সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া কি তাহাদের আরও অধিক দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ?

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"বিশ্রাম এই দুর্জ্জনদের পক্ষে বিষতুল্য হয়" ; "এই দুর্জ্জনেরা বিশ্রাম করিতে পায় না" ;

এই আসুরী সম্পত্তির জন্যই ইহারা এই পর্য্যন্ত[১] অধোগতি প্রাপ্ত হয়—ইহা নিশ্চিত জানিবে ; অনন্তর, ব্যাঘ্রাদি তামস যোনিতে দেহধারণ করিয়া যে সামান্য (বিশ্রাম) নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় ; তাহার আধারও আমি হরণ করি, এবং তখন তাহারা একেবারে তমোগুণের রূপ প্রাপ্ত হয়—যে তমঃ এত গাঢ় যে অন্ধকারকেও কালিমামণ্ডিত করে ; যাহার ঘৃণায় নরক ভয় প্রাপ্ত হয়,—যাহার কষ্টে কষ্টই মূর্চ্ছা যায় ; যাহার সংযোগে মল মলিন হয়, তাপ অধিকতর উত্তপ্ত হয়, যাহার নামে মহাভয় ভীত হয় ;+ হে ধনঞ্জয়, এই যে সারা বিশ্বের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অধম অবস্থা, তাহাই ভোগ করিবার জন্য ইহারা তামস যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; অহো, ইহা বর্ণন করিতে বাণী বিকল হয়, চিন্তা করিতে মন পশ্চাৎপদ হয়, হায় হায়, মূর্খ লোকেরা কেমন করিয়া এই স্থিতি[২] অর্জ্জন করিল ? যে আসুরী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে এইরূপ বৃহৎ[৩] পতন হয়, তাহা তাহারা কেন ব্যর্থ পোষণ করে ? সুতরাং, হে ধনুর্দ্ধর, যেখানে আসুরী সম্পত্তির অধিকারী মনুষ্যগণ বাস করে, তুমি তাহার সম্মুখেও যাইও না ; (৪২০) আর, যাহাদের মধ্যে দম্ভাদি ছয়টি দোষ পূর্ণভাবে বিরাজ করে, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিবে—ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ?

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

পরন্তু,যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই ত্রিমূর্ত্তি[৪] প্রবল হয় সেইখানেই অশুভ অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়,[৫] জানিবে ; হে ধনঞ্জয়, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ এই তিনটিকে পথপ্রদর্শকরূপে রাখিয়াছে—যাহাতে অনায়াসে এই সব দুঃখের দর্শন হয় (এই তিনটি রিপুই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ) ; কিম্বা, ইহারা পাপীদের নরক ভোগ করাইবার জন্য জগতে পাপের একটি প্রকাণ্ড সভা বসাইয়াছে ; যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে এই তিনটি পাপের সঞ্চার না হয়,

১ এতদূর ভয়ঙ্কর ;

+ এই স্থলে আর একটি ওবী পাঠান্তরে দেখা যায়—"যাহাকে পাপ ঘৃণা করে, যাহার সংস্পর্শে অমঙ্গল বস্তুর অমঙ্গলতা বাড়ে, অপবিত্রতা যাহার অপবিত্রতাকে ভয় করে" ;

২ নিরয় ; নরকভোগ , ৩ ঘোর ; অঘোর ; ৪ ত্রিপুটী রিপু ; রাশি, স্তূপ ;

৫ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;

ততক্ষণ পর্যন্ত রৌরব নরকের কথা প্রত্যক্ষভাবে শোনা (অনুভব করা) যায় না; ইহাদের সঞ্চার হইলে অমঙ্গল সহজে আসিয়া জুটে, ইহারাই সর্ব্বপ্রকার যাতনা সহজে প্রাপ্ত করায়[১]—হানি হানিই নহে, এই তিনটি দোষই প্রকৃত হানিস্বরূপ; হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আর অধিক কি বলা যায়? এই কামক্রোধলোভরূপী ত্রিশঙ্কু (ত্রিপুটী) বা ত্রিশূলই নিকৃষ্টতম নরকের দ্বারস্বরূপ; এই কাম, ক্রোধ, লোভের মধ্যে যে জীব সর্ব্বদা বাস করে, সে নরকের সভায় স্থান লাভ করে[২] জানিবে; এইজন্যই, হে কিরীটি, আমি বারম্বার তোমাকে বলিতেছি যে এই কামাদি দোষরূপ ত্রিপুটী সর্ব্ব বিষয়ে হানিকর বলিয়া পরিত্যাজ্য।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

এই সব দোষের মণ্ডলী (সংঘাত) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার পরই জীবের ধর্ম্মাদি (পুরুষার্থের) চতুর্বর্গের কথা চিন্তা করা উচিত"; (৪৩০) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই তিনটি দোষ জীবের অন্তরে জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত কল্যাণপ্রাপ্তি হইতে পারে—ইহা আমি কানে শুনি নাই; যাহার আত্মার প্রতি প্রেম আছে (আত্মার কল্যাণ ইচ্ছা করে), মনে আত্মনাশের ভয় আছে, তাহার সাবধানতার সহিত এই ত্রিদোষের সংসর্গ করা উচিত নহে; পেটে পাষাণ বাঁধিয়া আপন ভুজবলে সমুদ্রপার হওয়া, কিম্বা জীবনধারণের জন্য কালকূট বিষ সেবন করা যেমন; এই কামক্রোধলোভের সংসর্গে কার্য্যসিদ্ধিও তেমনি হয়,—এইজন্য ইহাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করা উচিত; যদি দৈবাৎ কখনও এই তিনটি কড়াযুক্ত শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই জীব সুখে আত্মহিতের পথে চলিতে সক্ষম হয়; কফ, পিত্ত ও বায়ু এই ত্রিদোষ হইতে মুক্ত শরীর, নিন্দা, চুরি ও বেশ্যাবৃত্তি এই ত্রিকুটী হইতে মুক্তনগর, ত্রিদাহ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ) হইতে মুক্ত অন্তঃকরণ যেমন সুখী হয়; তেমনি, কামাদি তিনটি দোষ হইতে মুক্ত জীব সংসারে সুখী হয় এবং মোক্ষমার্গে

১ সুলভ করে; ২ সমান স্থান লাভ করে; সম্মান লাভ করে;

সজ্জনদের সঙ্গলাভ করে; সৎসঙ্গের প্রভাবে, এবং সৎশাস্ত্রের সহায়তায় ইহারা জন্মমৃত্যুরূপ প্রস্তরাকীর্ণ উষর মালভূমি পার হইয়া যায়; তখন, গুরুর কৃপায়, সেই স্থান প্রাপ্ত হয় যেখানে সদা নির্ম্মল আত্মানন্দ বিরাজ করে; সেখানে সর্ব্বপ্রিয়জনের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ আত্মারূপী মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সাংসারিক ডামাডোল বন্ধ হইয়া যায়; (৪৪০) যে কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হইয়া শান্ত হইয়া থাকে সেই এই পরম লাভের (আত্মপ্রাপ্তির) অধিকারী হয়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

পরন্তু, যাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না, যে আত্মচোর (যে আপন কল্যাণ চিন্তা করে না), কামাদি দোষের নিকট আত্মসমর্পণ করে (নিজের মস্তক নত করে); যে বেদ জগতের সকলের প্রতি সমানভাবে কৃপালু, সকলের হিতাহিত দেখাইবার দীপস্বরূপ,—যে ব্যক্তি সেই মহাভাগ বেদকে অমান্য করে; যে বিধি নিষেধের বাধা মানে না, যাহার আত্মকল্যাণের জন্য অনুরাগ নাই, এবং যাহার ইন্দ্রিয়াসক্তি ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়; যে কামক্রোধ-লোভাদি রিপুর দাস ('কখনও তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করে না'), তাহাদের কথা ঠেলিতে পারে না, অশেষ স্বৈরাচারের জঙ্গলে প্রবেশ করে; সংসারের বিধিনিষেধ সব যায়[১]—নিঃসন্দেহে তাহার কিছুই থাকে না—পরন্তু সে ইহলোকেও কোনও বিষয় ভোগ করিতে পারে না; সে কখনও মুক্তিনদীর জল স্পর্শ (পান) করিতে পারে না,—স্বপ্নের কাহিনীর ন্যায় তাহা দূরেই থাকে (স্বপ্নেও দেখিতে পায় না); মৎস্যের লোভে ভুলিয়া যদি কোনও ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপ দেয়, তবে কি পায়?[২] আগুন লাগিলে যেমন হয়[৩]; তেমনি, বিষয়ভোগের লোভে যে পরলোককে উল্টাইয়া ফেলে (পরলোক প্রাপ্তির জন্য উৎকট সাধন করে), তাহাকে মরণ আসিয়া অন্যত্র লইয়া যায়; এইভাবে, তাহার পরলোকের স্বর্গভোগও হয় না, ঐহিক বিষয়ভোগও হয় না,—সেখানে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিবে? (৪৫০) এইজন্য

১ আর পরত্র (পারলৌকিক কল্যাণ) সব যায়; ২-৩ নাস্তিকবাদ পায়;

যে কামবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে বিষয় ভোগ করিতে প্রযত্ন করে, সে ঐহিক বিষয় ও স্বর্গসুখ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়, আর তাহার কখনও মুক্তি হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রং বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

এইজন্যই, হে বৎস, যাহার আপনার প্রতি 'কৃপা' আছে (আত্মহিত-সাধনের ইচ্ছা আছে) তাহার বেদের নির্দ্দেশ পালন করিতে অন্যথা করা উচিত নহে; পতিব্রতা স্ত্রী পতির ব্রত[১] (ধার্ম্মিক আচার) অনুসরণ করিয়া যেমন অনায়াসে আত্মহিত প্রাপ্ত হয়; অথবা, শ্রীগুরুর উপদেশ যত্নসহকারে পালন করিয়া শিষ্য যেমন আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে; বেশী বলিবার কি প্রয়োজন? আপনার গুপ্তধন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যেমন যত্নপূর্ব্বক সম্মুখে প্রজ্বলিত দীপ ধরিতে হয়; তেমনি, হে পার্থ, যাহারা সমস্ত পুরুষার্থের অধিকারী হইতে চায়, তাহাদের শ্রুতিস্মৃতির (উপদেশ) শিরোধার্য্য করা উচিত; শাস্ত্র যাহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা রাজ্য হইলেও তৃণবৎ জ্ঞান করিবে, যাহাকে গ্রাহ্য বলিয়াছে তাহা বিষ হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ বা অনিষ্টকারী মনে করিবে না; হে বীর অর্জ্জুন, এইভাবে বেদৈকনিষ্ঠ হইলে (একনিষ্ঠভাবে বেদের আজ্ঞা পালন করিলে) কে অনিষ্টের সম্মুখীন হয়? এইজন্যই জগতে শ্রুতি হইতে বড় অন্য কোনও মাতা নাই যিনি সন্তানকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং কল্যাণ সাধন করিয়া তাহাকে পুষ্ট করেন; সুতরাং যে শ্রুতি হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে, তুমি ইহাকে বিশেষভাবে ভজনা করিবে; (৪৬০) কারণ, হে অর্জ্জুন, আজ এ জগতে শাস্ত্রের স্বার্থে (যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য) এবং ধর্ম্মের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, তুমি ধর্ম্মের অনুজ, (সকলের মনে) এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে,— সুতরাং ইহার অন্যথা (বিপরীত আচরণ) করা উচিত নহে; কার্য্যাকার্য বিচারে শাস্ত্রের নির্দ্দেশই মানিয়া চলিবে, যাহা শাস্ত্রে অকৃত্য বা মন্দ

১ মত; অনুমতি;

বলিয়াছে তাহা সযত্নে বর্জ্জন করিবে ; যাহা বাস্তবিক কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা তোমার সর্ব্বশক্তি দ্বারা আচরণ করিবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমরূপে সম্পূর্ণ (সিদ্ধ) করিবে ; হে সুবুদ্ধি অর্জ্জুন, বিশ্বপ্রামাণ্যের (জগন্মান্য হইবার) মুদ্রা (মোহর) আজ তোমার হস্তগত হইয়াছে এবং লোকসংগ্রহের (জনশিক্ষার অর্থাৎ জগতের লোককে সৎমার্গে প্রবৃত্ত করাইবার) জন্য তুমি নিশ্চয়ই যোগ্য হইয়াছ" ; এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমস্ত আসুরী সম্পত্তির লক্ষণগুলি বলিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায়ও নিরূপণ করিলেন ; ইহার পর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন জীবের 'সম্ভাব' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, আপনারা তাহা চৈতন্যের কর্ণদ্বারা (সাবধান চিত্তে) শ্রবণ করিবেন ; ব্যাস ঋষির আজ্ঞায় (প্রসাদে) সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইয়াছেন, তেমনি আমিও শ্রীনিবৃত্তিনাথের কৃপায় এই প্রসঙ্গ আপনাদের নিবেদন করিব ; আপনারা সন্তমণ্ডলী যদি আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করেন,[১] তবে আমিও এমনি হইব যে আপনারা আমাকে মান্য করিয়া লইবেন ; এইজন্য জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনারা নিজ অবধানরূপ প্রসাদ দান করিয়া আমাকে কার্য্যক্ষম[২] করুন (৪৭০)।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
দৈবাসুরবিভাগযোগ নামক
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

১ বর্ষণ করেন ; ২ সনাথ (কৃতার্থ) ;

সপ্তদশ অধ্যায়

যাঁহার নিদ্রা[১] বিশ্ব বিকাশরূপ আকার (মুদ্রা) প্রকটিত করে,[২] সেই গুরুরূপী হে গণপতি, আমি আপনাকে নমস্কার করি; ত্রিগুণরূপী ত্রিপুরাসুর দ্বারা বেষ্টিত, জীবত্বদুর্গে আবদ্ধ যে আত্মারূপ শম্ভু—তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াই মুক্তিলাভ করেন; অতএব, শঙ্করের সহিত তুলনায় আপনারই গুরুত্ব (মহত্ত্ব) অধিক,—তথাপি (মুমুক্ষুদের) মায়াজালরূপী[৩] ভবসমুদ্র পার করাইবার জন্য আপনি (নৌকার ন্যায়) লঘু; যাহারা আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে মূঢ় (অজ্ঞান), তাহারা আপনাকে বক্রতুণ্ড মনে করে, পরন্তু জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আপনি নিত্য, সরল; আপনার দিব্যচক্ষু দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ঐ চক্ষু বন্ধ ও উন্মীলন করিয়া আপনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়—এই দুই লীলাই করিয়া থাকেন; আপনি যখন আপনার প্রবৃত্তিরূপ কর্ণ নাড়িতে থাকেন, তখন মদগন্ধানিল (মদগন্ধে সুরভিত বায়ু) বহে, এবং জীবরূপ ভৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া আপনার গণ্ডস্থলে বসায় মনে হয় যেন নীল কমলদ্বারা আপনার পূজা করা হইয়াছে; পরে যখন আপনার নিবৃত্তিরূপ অন্য কান নাড়িতে থাকেন তখন, (বন্ধনরূপ) সমস্ত সাজান পূজার বিসর্জ্জন হয়,[৪] এবং সেই সময় আপনার সুন্দর শুদ্ধ স্বরূপের দর্শন পাওয়া যায়; আপনার বামাঙ্গের লাস্যবিলাস (মায়ার ললিত নৃত্যকলা) যাহা এই জগদ্রূপী আভাস সৃষ্টি করে, তাহা আপনি তাণ্ডব নৃত্যের কলাকৌশলরূপে দেখান; শুধু ইহাই নহে, হে উদার গুরুদেব, বিস্ময়ের বিষয় এই যে আপনার সহিত যাহারই আত্মীয়তার সম্বন্ধ হয়, সে এই আত্মীয়তার ব্যবহার হইতে মুক্ত হয় (দ্বৈতভাব নষ্ট হইয়া আপনার স্বরূপে লীন হয়); আপনি যখনই সমস্ত বন্ধন নাশ করেন, তখনই 'আপনি জগদ্বন্ধু' ইহাই মনে করিয়া[৫] আপনার ভক্তগণ গভীর আনন্দে আপনার অঙ্গে লীন হয়; (১০) দ্বৈতভাবের নাম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না, এবং দেহাত্মবোধও নষ্ট হয়; পরন্তু, হে দেবরাজ,[৬] যাহারা জানিয়া শুনিয়া[৭] নিজেকে আপনা হইতে পৃথক মনে করে এবং আপনাকে

১-২ যোগসমাধিরূপ নিদ্রা এই বিশ্বাভাস নষ্ট করে; ৩ মায়াজল, মায়াসমুদ্র; ৪ পূজার বিসর্জ্জন হয়; ৫ এই ভাব মনে ধরিয়া; অহো, ইহাই মনে করিয়া, ৬ রাজন; ৭ যাহারা নিজেকে...;

দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া আপনাকে লাভ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া দৌড়াদৌড়ি করে, আপনি তাহাদের অনেক পশ্চাতে থাকেন (তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হয় না); যাহারা মনে মনে আপনার ধ্যান করে আপনি তাহাদের সন্নিকটেও থাকেন না, পরন্তু যাহাদের ধ্যান পর্য্যন্ত চলিয়া যায় (আত্মৈক্যের ভাবে) তাহারাই আপনার পরম প্রিয়; যাহারা সাবধান (সতর্ক) হইয়াও আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ,[১] তাহারা নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ মনে করে,—আপনার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা করিলেও আপনি বেদের কথায় কান দেন না; আপনার রাশি নামই 'মৌন',—এখন, আপনাকে স্তুতি করিবার ইচ্ছা কিরূপে কমান যায়[২]? আপনার স্বরূপ যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই যদি মায়া হয়, তবে আপনাকে কিরূপে ভজনা করিব? যদি আমাকে (দেবতার) আপনার সেবক বলিয়া দেখি, তবে ভেদভাব আসিয়া দ্বৈতরূপ আত্মদ্রোহ হইবে, সুতরাং এখন আপনার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখাই উচিত নহে; সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব সর্ব্বথা ত্যাগ করিলেই আপনার অদ্বয় স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, হে আরাধ্য দেবতা, আমি আপনার এই রহস্য জানিতে পারিয়াছি; লবণ যেমন স্বাতন্ত্র্য (ভেদভাব) ত্যাগ করিয়া রসে স্বীকৃত হয় (মিশিয়া যায়), তেমনি আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন—ইহার অধিক আর কি বলা যায়? সমুদ্রের মধ্যে শূন্য কুম্ভ ডুবাইয়া তুলিলে যেমন জলে ভরিয়া উঠে, কিম্বা, পলিতা যেমন দীপের সংস্পর্শে দীপের রূপ প্রাপ্ত হয়; তেমনি, হে শ্রীনিবৃত্তিনাথ, আপনার পরিপূর্ণতায়[৩] আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি, এখন আমি গীতার্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিব; (২০) ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান ইহাই নিশ্চয়-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন; যে, "হে পার্থ, কৃত্যাকৃত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রই সর্ব্বথা তোমার একমাত্র প্রমাণ"; ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন জাগিল—"শাস্ত্রের সহায়তা বিনা আমার মুক্তি নাই[৪] এ কেমন কথা? তক্ষকের (সর্পের) ফণায় চাপিয়া তাহার (মস্তকের) মণি কিরূপে আনা যায়? সিংহের নাসিকার কেশ কি করিয়া উপড়ান যায়? আর উহাদের গাঁথিয়া

১ আপনি স্বয়ংসিদ্ধ তাহা জানে না, ২ দমন করা যায়?
৩ আপনাকে প্রমাণ করিয়া; ৪ কর্ম্মের মীমাংসা হইবে না,

কি অলঙ্কার রূপে (গলদেশে) ধারণ করা যায় ? যদি তাহা না করা যায়, তবে কি রিক্তকণ্ঠ থাকিতে হইবে ? তেমনি, বিভিন্ন শাস্ত্রের মতবাদের স্বাতন্ত্র্য একত্রীভূত করিবে কে ? এবং তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়া এক-বাক্যতার ফল কেমন করিয়া লাভ করা যায় ? যদি এই বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করাই যায়, তবে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে কি ? ইহার জন্য এতখানি আয়ুবৃদ্ধিই বা হইবে কি করিয়া ? আর শাস্ত্র অর্থ, দেশ ও কাল এই চতুর্বর্গই যদি কোনও একটি কার্য্যে লাভ হয়§ সমস্ত কার্য্যেই[১] এইরূপ ইচ্ছা করিলে কি তাহা ব্যর্থ হইবে না ? এইজন্যই শাস্ত্রের বহুপ্রকার সাধন সচরাচর ঘটিয়া উঠে না,—তবে মূর্খ মুমুক্ষুদের কি গতি হইবে ?" এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন যে প্রস্তাব করিবেন—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা হইয়াছে ; (৩০) যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিরাসক্ত, সমস্ত কলাবিদ্যায় প্রবীণ (পারদর্শী), যিনি অর্জুনরূপে দ্বিতীয় (নবীন) কৃষ্ণ ; যিনি শৌর্য্যের আধার, চন্দ্রবংশের ভূষণ, সুখাদি উপচার[২] (সুখোপভোগ) যাঁহার লীলাখেলা মাত্র ; যিনি প্রজ্ঞার প্রিয়োত্তম, ব্রহ্মবিদ্যার বিশ্রামস্থল, যিনি মনোধর্ম্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহচর—'

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

সেই অর্জ্জুন বলিলেন—"হে তমালশ্যাম ভগবন্, যদিও আপনি ইন্দ্রিয়-গোচর, প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম, তথাপি আপনার কথা আমার কাছে সংশয়াত্মক মনে হইতেছে ; জীবের মোক্ষসাধনের জন্য শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই—এই পক্ষপাতবিশিষ্ট কথা আপনি যে বলিলেন ; যদি উপযুক্ত স্থান, ও শাস্ত্রাভ্যাস করিবার অবকাশ (কাল) না পাওয়া যায়, এবং শাস্ত্রাভ্যাস যিনি করাইবেন, সেই গুরুই যদি দূরে থাকেন (অপ্রাপ্য হন) ; যে সব সামগ্রী শাস্ত্র্যাভ্যাসের অনুকূল তাহা যদি সে সময় সংগ্রহ করা না যায় ; পূর্ব্বজন্মের

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"কদাচিৎ কখনও কি পায় ?" "কি উপায়ে পায় ?"

১ জগতের সকলেই ; ২ উপকার ;

সুকৃতির অভাবে যাহার বুদ্ধিবলও নাই—এইভাবে শাস্ত্র 'সম্পাদন' (শাস্ত্রানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান) যাহার পক্ষে কঠিন ; অধিক আর কি বলিব ? শাস্ত্রবিষয়ে নখস্পর্শ করিয়াও যাহারা কিছুই পায় না, এবং সেইজন্য শাস্ত্রালোচনা যাহারা ছাড়িয়াছে (করিতে অক্ষম) ; পরন্তু, 'পবিত্র শাস্ত্রোক্ত কর্ম শাস্ত্রার্থ অনুসারে অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহারা সত্যই পরলোকে আনন্দলাভ করেন' ; (৪০) 'আমরা তাঁহাদের ন্যায় হইব'—মনে এই ইচ্ছা পোষণ করিয়া যাহারা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া আচরণ করে ; হে উদার প্রভু, পাঠের অক্ষরের নীচে যেমন বালক (তাহা দেখিয়া) লেখে, কিম্বা, অক্ষম ব্যক্তি যেমন সক্ষম (যষ্টি দ্বারা সাহায্য করিতে পারে এমন) লোককে সম্মুখে লইয়া চলে ; তেমনি, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ পণ্ডিতের আচরণকে প্রমাণস্বরূপ মানিয়া যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অনুসরণ করে ; আর যাহারা গভীর শ্রদ্ধার সহিত শিব আদি দেবতার পূজন, ভূম্যাদি মহাদান, ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে ; হে পুরুষোত্তম প্রভো, তাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটির মধ্যে কোন্ গতি লাভ করে—আপনি আমাকে তাহাই বলুন" ; তখন, বৈকুণ্ঠ পীঠের দেবতা, নিগম (বেদ) পদ্মের পরাগ, যাঁহার অঙ্গচ্ছায়ায় এই জগতের জীবন চলিতেছে ; কাল স্বভাবতঃই বলবান, অলৌকিক, শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, গূঢ় ও আনন্দঘন ; সেই কাল যাঁহার সামর্থ্যে মহত্ত্ব (শ্লাঘা) প্রাপ্ত হয়,[১] আকাশ যাঁহার পূর্ণ অঙ্গ স্বরূপ[২], সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

ভগবান কহিলেন—"হে পার্থ, তোমার মন কোন্‌দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে তাহা আমার অবিদিত নহে—শাস্ত্রাভ্যাস তুমি কষ্টকর মনে করিতেছ কি ? তুমি ভাবিতেছ কেবল শ্রদ্ধা দ্বারাই পরমপদ লাভ করা যায়—কিন্তু, হে প্রবুদ্ধ অর্জ্জুন, ইহা অত সহজ নহে ; (৫০) হে কিরীটি, 'শ্রদ্ধা' ('আমার শ্রদ্ধা আছে') বলিলেই তাহার উপর বিশ্বাস করা চলে না—অন্ত্যজের সহিত নিবিড় সংসর্গে কি দ্বিজ অন্ত্যজ হইয়া যায় না ? গঙ্গোদক যদি মদ্যভাণ্ডে আনা যায়,

১-২ সেই সামর্থ্য পূর্ণভাবে যাঁহার অঙ্গে আছে ;

তবে তাহা কি কেহ গ্রহণ করিবে? (আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য কিনা) তুমিই বিচার কর; চন্দন বাস্তবিকই শীতল, পরন্তু যদি অগ্নির সহিত উহার সংযোগ হয়, তখন হাতে ধরিলে কি উহা জ্বালাইতে সক্ষম হইবে না? কিম্বা, হে কিরীটি, বিশুদ্ধ সোনায় যদি খাদমিশ্রিত সোনার পুট দেওয়া হয়, এবং তাহাকে খাঁটি সোনা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে কি তাহাতে ক্ষতি হইবে না? তেমনি, শ্রদ্ধার স্বরূপ স্বভাবতঃই খাঁটি (নির্মল), পরন্তু, ঐ শ্রদ্ধা যে প্রাণীর ভাগে পড়ে; আর, সেই প্রাণী স্বভাবতঃ অনাদি মায়ার প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত; এই তিন গুণের মধ্যে দুটিকে দাবাইয়া রাখিয়া একটি প্রবল হয়—এবং তখন ঐ প্রাণীর বৃত্তি এই শেষোক্ত গুণানুসারে চলিতে থাকে; বৃত্তি অনুসারে মন হয়, মন অনুসারেই প্রাণীর কর্ম্মের আচরণ হয়, আর মরণের পর ঐ প্রাণী আপন কর্ম্মানুসারেই নূতন দেহ ধারণ করে; বীজ নষ্ট হইলে, (উহা হইতে) বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বৃক্ষ শুকাইয়া গেলে ঐ বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, এইভাবে কোটি কল্প যায়, পরন্তু জাতির নাশ হয় না; তেমনিভাবে, অসংখ্য জন্মান্তর আসে যায়, কিন্তু এই ত্রিগুণত্ব প্রাণীকে ত্যাগ করে না; অতএব, প্রাণীদের ভাগ্যে যেটুকু শ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, জানিয়া রাখ (দেখ), তাহা ঐ তিন গুণানুসারেই হয়; যদি কদাচিৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন জ্ঞানের সঙ্গ পাওয়া যায়, পরন্তু, এই এক সত্ত্বগুণের দুটি মারক ঔষধ আছে (ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে); সত্ত্বগুণের সহায়তায় শ্রদ্ধা মোক্ষফল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়,—কিন্তু রজোগুণ ও তমোগুণ কি তখন চুপচাপ বসিয়া থাকে? সত্ত্বগুণের বল ভাঙ্গিয়া যখন রজোগুণ আকাশে উঠিতে থাকে (বাড়িতে থাকে), তখন শ্রদ্ধা কর্ম্মের চাকরাণী হইয়া যায়[1]; আর, যখন তমের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে (তমোগুণের প্রাবল্য হয়), তখন ঐ শ্রদ্ধার ভঙ্গী এমন হয় যে উহা নানাপ্রকার বিষয়োপভোগে প্রবৃত্ত করায়।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

হে সুবিজ্ঞ অর্জ্জুন, সারকথা এই যে, এই ভূতগ্রামের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অলিপ্ত নির্দ্দোষ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না; সুতরাং

১ কর্ম্ম প্রসব করে;

স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রজঃ তমঃ সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিগুণাত্মক হইয়া দাঁড়ায় ; যেমন জল প্রাণীমাত্রেরই জীবনস্বরূপ, পরন্তু বিষের সহিত মিশ্রিত হইয়া মারক হয়, কিম্বা মরিচের সহিত তীক্ষ্ণ হয়, এবং ইক্ষুর রসে মিষ্ট হয় ; তেমনি, যে প্রাণী তমোগুণের প্রাবল্যে বারম্বার জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার শ্রদ্ধাও পরিণামে তেমনি (তমোগুণযুক্ত) হয় ; কাজল ও মসীর মধ্যে যেমন ভেদ দেখা যায় না, তেমনি শ্রদ্ধাও তামসী হইয়া যায় এবং তাহাতে তমঃ ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না ; (৭০) তেমনিই রাজসী জীবের শ্রদ্ধা রজোময়, সাত্ত্বিক পুরুষের সমস্তই সত্ত্বগুণময়, জানিবে ; এমনিভাবে, এই সারা বিশ্ব-বিস্তার কেবল শ্রদ্ধার ঢালা প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ (শ্রদ্ধায় পূর্ণ) ; পরন্তু, এই গুণত্রয়-বশে শ্রদ্ধার উপর যে ত্রিবিধত্বের দোষ স্পর্শে, তুমি তাহা বুঝিয়া রাখ ; ফুল দেখিয়া যেমন বৃক্ষ চেনা যায়, কথা শুনিয়া যেমন মনের গঠন (মনোভাব) জানা যায়, ভোগ দেখিয়া যেমন পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের পরিচয় মিলে ; তেমনি যে চিহ্নের দ্বারা শ্রদ্ধার এই তিনটি রূপ জানা যায়, সেই চিহ্নের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ;

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা দ্বারা গঠিত জীবের বুদ্ধি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনেক কর্ম্ম করায় ; তাহারা সর্ব্ব বিদ্যা অধ্যয়ন করে, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, শুধু তাহাই নহে,—তাহারা[১] দেবগণের মধ্যে গিয়া বাস করে[২] ; আর, হে বীরেশ, যাহারা রাজসী শ্রদ্ধার মূর্ত্তি, তাহারা রাক্ষস, খেচরাদির ভজনা করে ;+ যাহারা বলি দিবার জন্য জীবহত্যা করে, সন্ধ্যাকালে শ্মশানে ভূতপ্রেত-মণ্ডলীকে[৩] পূজা করে ; তাহারা তমোগুণের সার উপাদানে গঠিত মনুষ্য, তাহাদিগকে তামসী শ্রদ্ধার আধার বলিয়া জানিবে ; (৮০) এইরূপ তিনটি চিহ্নসংযুক্ত তিন প্রকারের শ্রদ্ধা জগতে আছে, পরন্তু ইহাদের কথা আমি এই

১-২ দেবলোকে ;

\+ পাঠান্তরে ইহার পর অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"যাহাদের শ্রদ্ধা তামসিক, তাহাদের কথা তোমাকে বলিতেছি : তাহারা কেবলই পাপরাশি, অতি কর্কশ ও নির্দ্দয় প্রকৃতির।"

৩ মণ্ডলী ; ('মৌলী'—'মৈলী' শব্দের অপপাঠ) ;

কারণে বলিতেছি—যে, হে সুবিজ্ঞ অর্জ্জুন, তুমি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই যত্ন করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে,—আর অন্য দুটি বিরুদ্ধ শ্রদ্ধা (রাজসী ও তামসী) ত্যাগ করিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা যাহার সংরক্ষক হয়, তাহার কৈবল্যপ্রাপ্তির পথে কোনও বিঘ্ন (অপদেবতার ভয়) হয় না ; যদিও সে ব্রহ্মসূত্র পাঠ করে নাই, সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন করে নাই (শাস্ত্রাভ্যাস করে নাই), (শাস্ত্রের) সিদ্ধান্তগুলি তাহার হস্তগত[১] হয় নাই ; পরন্তু, যাঁহারা শ্রুতিস্মৃতির অর্থের মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ, এবং আপনাদের আচরণের দ্বারা জগতে পূজ্য হইয়াছেন ; তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করিয়া এইসব লোক সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা সহকারে চলে, এবং তাঁহারা (শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া) যে ফল প্রাপ্ত হন, সেই ফলই লাভ করে ; দেখ, এক ব্যক্তি বহু আয়াসে একটী দীপ জ্বালায়, অপর একজন তাহাই বিস্তার করিবার জন্য আসিয়া বসে,§ এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কি দীপের প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হয় ? কিম্বা, একজন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি (চুনকাম করা) গৃহ নির্ম্মাণ করিল—সেই গৃহে যাহারা বাস করে তাহারা কি সুখ ভোগ করে না ? একটি তালাও (পুষ্করিণী)-এর জল কি যে তালাও বাঁধে শুধু তাহারই তৃষ্ণা মেটায় ? অন্য সবারই কি তৃষ্ণাহরণ করে না ? তাহাই বিচার কর ; আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন ? গঙ্গা (গোদাবরী) কি একা গৌতম ঋষির জন্য (পবিত্র) ? জগতের অন্য সমস্ত লোকের পক্ষে কি সামান্য ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় তুচ্ছ ? (৯০) অতএব, যাহারা আপন বুদ্ধি অনুসারে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের প্রদর্শিত পন্থায় শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের অনুকরণ করে, তাহারা মূর্খ হইলেও মুক্তিলাভ করে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

যাহারা শাস্ত্রের নাম উচ্চারণ করিবার জন্য নিজের গলাও সাফ করিতে জানে না (যাহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নের কোনও ইচ্ছা নাই),—শুধু তাহাই নহে,

১ সতত, স্বতন্ত্রভাবে ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"অন্য একজন সেই দীপ হইতে নিজের দীপ ধরাইতে আসে" ; "অন্য একজন সেখানে আসিয়া শুধু বসিয়া থাকে" ,

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্পর্শই সহ্য করিতে পারে না; যাহারা বয়োবৃদ্ধ লোকের আচরণ দেখিয়া মুখ ভেঙচাইয়া উপহাস করে এবং পণ্ডিতের কথার উপর তুড়ি দিয়া (অপমান করে); নিজের চতুরতার অহঙ্কারে ও ধনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া সত্যই খণ্ডিত (শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত) তপের[১] আচরণ করে; যাহারা অস্ত্র দ্বারা নিজের ও অপরের গাত্র হইতে রক্তমাংস বাহির করিয়া যজ্ঞপাত্র ভরিয়া দেয়; এবং তাহা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেয়, বা চেড়ীর* মুখে স্পর্শ করায়,—আপনার মানত পূর্ণ করিবার জন্য বালকদের বলি দেয়; যাহারা আগ্রহের আতিশয্যে, ক্ষুদ্র দেবতার বরপ্রাপ্তির জন্য সাত সাত দিন পর্য্যন্ত অন্নত্যাগ করিয়া উপবাস করে; হে সখা অর্জ্জুন, তাহারা তমোগুণের ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহ ও পরপীড়নের বীজ বপন করে, এবং ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অনুরূপ ফসল উৎপন্ন করে; তখন, হে ধনঞ্জয়, নিজের বাহুবল নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই—তাহাদের মনের অবস্থা এই প্রকার হয়§; সেই রোগীর ন্যায় হয়, যে বৈদ্যের সহিত বিরোধ করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দেয়, এবং রোগের ব্যথা হইতে মুক্ত হয় না; (১০০) অথবা, যে বৈদ্যের সহিত দ্বেষ করিয়া আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে এবং অন্ধের ন্যায় অবনত হইয়া চলে[২]; যাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থার নিন্দা করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কষ্ট পায়[৩]; সেই আসুরী মনুষ্যদেরও সেই প্রকার অবস্থা হয়; কামপ্রবৃত্তি যাহা করায় তাহাই করে, ক্রোধের বশীভূত হইয়া যাহাকে মারিতে চায় তাহাকে মারে,—আর অধিক কি বলিব? দুঃখরূপ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আমাকে দুঃখ দেয়[৪]।

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

১ নাস্তিক আচারের,

* চেড়ী—পৈশাচিক দেবতা, অন্যের অপকার করিবার জন্য যাহার পূজা করা হয়,

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"তখন, হে ধনঞ্জয়, তাহাদের অবস্থা সেই মনুষ্যের ন্যায় হয়, যে সমুদ্রে নিজের বাহুর সামর্থ্যে সাঁতার দিতে পারে না অথচ নৌকারও আশ্রয় লয় না",

২ অকস্মাৎ অন্ধ হইয়া (নিজের ঘরে) স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে;

৩ মোহরূপ অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়;

৪ দুঃখরূপ প্রস্তরের স্তূপের নীচে আমাকে পুতিয়া ফেলে,

তাহারা নিজের ও পরের দেহে যে কষ্ট দেয়, তাহা দ্বারা আমার আত্মাকেই পীড়ন করে; এইসব পাপীদের কথা মুখেই আনা উচিত নহে ('বাক্যের প্রান্ত দ্বারা স্পর্শ করা উচিত নহে'), কিন্তু তাহাদের (সংসর্গ) ত্যাগ করাইবার জন্যই তাহাদের কথা বলিতে হইল; দেখ, মৃতদেহকে ঘরের বাহির করিতে হয়, কিম্বা অন্ত্যজের সংস্পর্শ যেমন বাঁচাইয়া চলিতে হয় (তাহাকে অবহেলা করিতে হয়[1]), আর কি বলিব? হাতের মল যেমন ধুইয়া ফেলিতে হয়; শুদ্ধির[2] আশায় ইহাদের স্পর্শ করিলে যেমন তাহা দোষের হয় না, তেমনি এই পাপীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাদের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল; পরন্তু, হে অর্জ্জুন, যদি কখনও ইহাদের দর্শন হইয়া যায়, তবে আমাকে স্মরণ করিও—কারণ এই পাপের জন্য অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত মানা যায় না।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

অতএব, যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা উত্তমরূপে এবং সর্ব্বপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে; যাহাদের সঙ্গ করিলে সাত্ত্বিক ভাবের পোষণ হয়, তাহাদের সঙ্গ করিবে, যে খাদ্য গ্রহণ করিলে সাত্ত্বিক ভাবের বৃদ্ধি হয় তাহাই গ্রহণ করিবে; (১১০) বাস্তবিক পক্ষে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পুষ্টির জন্য অন্ন বিনা অন্য কোনও বলবান সাধন নাই; হে বীর, ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখ,—যদি একটি স্বাভাবিক সংযত মনুষ্য মদ্য পান করে, তবে তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হইয়া যায়; কিম্বা, যে শুধু অম্লরসই সেবন করে তাহার প্রকৃতি বায়ুপ্রধান হয়, শরীরে দাহকারী জ্বালা পথ্যাদি দ্বারা উপশম করা যায়§; অথবা অমৃত সেবন করিলে যেমন অমর হওয়া যায়, কিম্বা বিষ সেবন করিলে যেমন উহা সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিয়া বিষাক্ত করিয়া তোলে; তেমনি, যে প্রকারের আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করা যায়, শরীরে ঐ প্রকারের ধাতুরস

১ তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিতে হয়; ২ বুদ্ধির;

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"কিম্বা যে সদা অম্লরস সেবন করে, তাহার প্রকৃতি বাতশ্লেষ্মাদি প্রধান হয়,—জ্বর হইলে কি দুগ্ধপানে তাহার উপশম হয়?"

উৎপন্ন হয়, আর ধাতু অনুসারে মনুষ্যের মনোবৃত্তিগুলি গড়িয়া উঠে; পাত্র গরম হইলে যেমন উহার মধ্যস্থিত জলও গরম হইয়া উঠে, তেমনি চিত্তবৃত্তিও ধাতু অনুযায়ী হয়; এইজন্য, সাত্ত্বিক অন্ন গ্রহণ করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, অন্যপ্রকার অন্নগ্রহণ করিলে চিত্তবৃত্তি রাজসী বা তামসী হয়; সাত্ত্বিক আহার কি, এবং রাজস ও তামস আহারের লক্ষণ কি, এখন তাহাই বলিব, তুমি সাদরে শ্রবণ কর; আর, হে বীর অর্জ্জুন, একই আহার তিন প্রকারের কি করিয়া হয়, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব; অন্নভোজীর রুচি অনুসারে খাদ্য-পদার্থ তৈয়ারী হয়, এবং খাদ্যগ্রহণকারী তিনটি গুণের দাস হইয়া যায়; (১২০) যে জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তাহার বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ ঐ তিনটি গুণানুসারে তিন প্রকারের হয়, তাহার আচরণও তিন প্রকারের হয়; এইজন্য আহারও তিন প্রকারের হয়, যজ্ঞও তিন প্রকারের, দান[১] ও ব্যাপারও তিন প্রকারের হয়; পরন্তু সর্ব্বপ্রথমে আহারের লক্ষণগুলি বলিব, তাহাই শুন; লক্ষণগুলি উত্তমরূপে বর্ণনা করিব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

দৈবযোগে ভোক্তার প্রবৃত্তি যদি সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়, তবে মধুর রসে তাহার প্রীতি বাড়িয়া যায়; যে খাদ্যপদার্থ স্বতঃই সরস, মধুর রসে পূর্ণ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও সুপক্ক হয়; যাহা আকারে স্থূল নহে (সুদৃশ্য), স্পর্শে অতি কোমল,[২] জিহ্বায় রসাল (রুচিকর) ও সুস্বাদু; যাহা রসে পূর্ণ আর স্পর্শে নরম, যাহার দ্রব-ভাগ অগ্নির উত্তাপে স্বস্থানেই শুকাইয়া গিয়াছে; যাহা আকারে ও পরিমাণে ক্ষুদ্র, পরন্তু পরিণামে পরম হিতকর—গুরুমুখনিঃসৃত অক্ষরের ন্যায় স্বল্প হইলেও আহারে তৃপ্তিদায়ক; আর, যে পদার্থ মুখে যেমন খাইতে মিষ্ট, তেমনি, দেহের অভ্যন্তরেও[৩] (সুখবর্দ্ধক)—এই প্রকার খাদ্যের প্রতি সাত্ত্বিক মনুষ্যের প্রীতি বাড়িয়া যায়; এইরূপ গুণ ও লক্ষণযুক্ত অন্ন সাত্ত্বিক ভোগ্য[৪] (ভোজনের যোগ্য খাদ্য) জানিবে, ইহা নিত্য নূতনভাবে আয়ু সংরক্ষণ

১ দান, তপ এবং, তপ, দান; তপ, দান ও; ২ নির্ব্বল, কর্কশ নহে;
৩ পরিণামে হিতকর; ৪ ভোজ্য;

করে ; (১৩০) এইরূপ সাত্ত্বিক রসরূপ মেঘ যখন দেহে বারিবর্ষণ করে, তখন আয়ুরূপ নদী দেহে দেহে বাড়িতে থাকে ; হে সুমতি, সূর্য্য যেমন দিবসের বৃদ্ধির কারণ, তেমনি এই আহার সত্ত্বগুণের পোষক[১] ; কিম্বা এই আহারই শরীর ও মনের বলের আধার—এই অবস্থায় রোগ আসিবে কি করিয়া ? এইপ্রকার সাত্ত্বিক অন্ন ভোজন করিলে আরোগ্য (স্বাস্থ্য) ভোগ করা যায়, এবং তখন শরীরের সৌভাগ্যের উদয় হয়, জানিবে ; আর এইপ্রকার আহারে সুখের লেনদেন হয় (নিজেও সুখী হয়, অপরকেও সুখী করে)—উত্তম সুখের প্রাপ্তি হয় ; আর কি বলিব ? আনন্দের সহিত মৈত্রী বাড়িয়া যায় ; এইভাবে সাত্ত্বিক আহার পরিণামে অন্তর্বাহ্য শরীরের অত্যন্ত উপকার করে ; এখন রাজসগুণসম্পন্ন মনুষ্যের কোন্ আহারে প্রীতি হয়, তাহাই তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিব ।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

যে পদার্থ মারকত্ব হিসাবে কালকূটকেও ছাড়াইয়া যায়, এবং তাহারি সমান কটু, কিম্বা চুন হইতেও অধিকতর দাহক এবং স্বাদে অম্ল ; আটা ভিজাইবার জন্য যেমন তাহাতে জল মিশাইতে হয় তেমনি, যাহাতে অন্ন নুনের সহিত ঢেলা বাঁধিয়া যায় সেই পরিমাণে ইতর ক্ষাররস অন্নের সহিত মিশ্রিত করা হয় ; এইভাবে, অত্যধিক ক্ষার পদার্থই রাজস লোকের ভাল লাগে,—গরম গরম খাইবে বলিয়া আগুনের ন্যায় গরম অন্ন মুখে দেয় ; (১৪০) যে অন্ন এত গরম যে তাহার বাষ্পের অগ্রভাগে দীপের বাতি লাগাইলে তাহা জলিয়া উঠে, রাজস ব্যক্তিগণ সেই প্রকার গরম অন্নই খাইতে চায় ; পাথর ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দেয়§ এমনি (তীক্ষ্ণ) সাবলের আঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ (তীব্র) পদার্থ ভক্ষণ করে—যাহা জখম না করিলেও বেদনা উৎপন্ন করে ; আর যে অন্ন [২]ভস্মের ন্যায় রুক্ষ ও বাহিরে ও ভিতরে[৩] আঁষের ন্যায়[৪] শুষ্ক—তাহা খাইলে জিহ্বায় যে জ্বালা হয় উহারা

১ পোষণের কারণ ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না ,

২-৪ বাহিরে ও ভিতরে সমানভাবে ভস্মের ন্যায় রুক্ষ ও শুষ্ক ;

তাহাই আস্বাদন করিতে অত্যন্ত ভালবাসে ; যে অন্ন এত কঠিন যে চিবাইয়া খাইবার সময় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া যায়, সেই অন্ন মুখে দিয়া তাহারা পরম সন্তোষ লাভ করে ; যে দ্রব্য প্রথম হইতেই তীক্ষ্ণ বা তীব্রস্বাদযুক্ত, তাহাতে রাই সংযোগ করিয়া তাহার আস্বাদ এমন তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময় করা হয় যে মুখে গ্রহণ করিলেই নাক মুখ হইতে জল ঝরিতে থাকে (ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে) ; শুধু ইহাই নহে,—এই রাজস মনুষ্যের আগুন হইতেও তীব্রতর 'রায়তা' প্রভৃতি আচার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ; এইভাবে তাহাদের মুখ ভরে না (কোনও ভোজ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না), জিহ্বার লোভে তাহারা পাগল হইয়া যায়, অন্নরূপে গপাগপ্ জ্বলন্ত অগ্নি খাইতে থাকে ; এইভাবে, গাত্রে এত জ্বালা হয় যে ইহারা ঘরের মেঝে বা শয্যায় শুইয়াও শান্তি পায় না, এবং জলের পাত্র এক মুহূর্ত্তও মুখ হইতে নামাইতে পারে না ; এইসব পদার্থ ভোজন করিলে আহার (পুষ্টি) হয় না, পরন্তু শরীরে ব্যাধিরূপ যে সর্প নিদ্রিত থাকে তাহাকে উদরের মধ্যে (উত্তেজক) দ্রব্য ভরিয়া জাগাইয়া দেয় ; তেমনি, পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সর্ব্বরোগ একসঙ্গে মাথা তুলিয়া উঠে—এইভাবে, রাজস আহার কেবল দুঃখরূপ ফলই উৎপন্ন করে ; হে ধনুর্দ্ধর, এইভাবে, আমি রাজস আহারের লক্ষণগুলি বলিলাম, এবং তাহার পরিণামের কথাও বিচার করিয়া বুঝাইলাম ; এখন, তামস পুরুষের কোন্ কোন্ আহার ভাল লাগে তাহাই বলিব— যাহা শুনিয়া তোমার মনে ঘৃণার উদয় হইতে পারে ;

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বাসী পচা ও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহারা মনে করে না—কিম্বা, মহিষ যেমন তাজা, নষ্ট (অব্যবহার্য্য) মিশ্রিত অন্নের জাব্‌না খায়† ; তেমনি তামস প্রকৃতি মনুষ্যগণ দ্বিপ্রহরের কিম্বা সমস্ত দিনের[১] বাসী[২] অন্ন খাইতে ভালবাসে ; অথবা অর্দ্ধসিদ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ, রসবিবর্জ্জিত অন্ন খাইয়া থাকে ; তামস ব্যক্তিগণ সুপরিপক্ক বা

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"মহিষ যেমন ভেজান বা মিশ্রিত অন্নের জাব্‌না খায়" ;

১ প্রস্তুত অন্ন পরদিন , ২ শুকাইয়া ,

রসে পরিপূর্ণ অন্নকে অন্ন বলিয়াই মানে না; যদি কদাচিৎ দৈবযোগে উত্তম অন্ন জুটিয়া যায়, তবে ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহা ফেলিয়া রাখে যতক্ষণ না উহা পচিয়া দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়; বহুদিন পূর্ব্বে রন্ধন করা, স্বাদহীন, শুষ্ক অথবা গলিত,—কীটবিশিষ্ট (পোকায় ভরা) (অন্ন); তাহাই, বালকেরা কর্দ্দম চটকাইলে যেমন হয় তেমনি ভাবে চট্‌কান,§ কিম্বা, যেমন কয়েকটি (বরের বাড়ীর) নারী একসঙ্গে বসিয়া অন্ন চট্‌কাইয়া খায়, তেমনি অন্ন; এই প্রকার দূষিত অন্ন খাইয়া তাহারা মনে করে ভোজন হইল, পরন্তু, ইহাতেও এই পাপীদের তৃপ্তি হয় না; (১৬০) আরও চমৎকার ব্যাপার দেখ, যে সব অন্ন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর (সদোষ) ও ভোজনের অযোগ্য (কুদ্রব্য); সেই সব অপেয় পান করিবার ও অখাদ্য ভোজন করিবার ইচ্ছা এই তামসপ্রকৃতির লোকের বাড়িয়া যায়; হে বীর, তামস অন্ন যাহারা আহার করে তাহাদের এইপ্রকার আসক্তি (অভিরুচি) হয়, এবং এই ভোজনের ফলের জন্য তাহাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, মুখ দ্বারা এই অপবিত্র খাদ্য পানীয় স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা পাপের পাত্র (ভাগী) হইয়া যায়; ইহার পর, তাহারা যাহা ভোজন করে—ভোজনের রীতি না জানায়,—উদরের মধ্যে শুধু যাতনার সমষ্টিই ভরিয়া দেয়, জানিবে; শিরশ্ছেদ করিলে কি হয়, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে কেমন লাগে, ইহা জানিতে হইলে কি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া দেখিতে হয়? পরন্তু, ইহারা এই প্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করে; সুতরাং—হে অর্জ্জুন," ভগবান কহিলেন—"তামস আহারের পরিণাম পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; এখন, ইহার পর, আহারের ন্যায় যজ্ঞও তিন প্রকারের, ইহা জানিয়া রাখ; হে মর্ম্মজ্ঞ-শিরোমণি অর্জ্জুন, এই ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম সাত্ত্বিক যজ্ঞের লক্ষণ (রহস্য) শুন।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর মনোধর্ম্মই এই যে তাহার প্রিয়োত্তম পতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি কামবাসনা বাড়িতে দেয় না; (১৭০) অথবা, গঙ্গানদী যেমন

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ প্রায় একই;

সমুদ্রে পড়িয়া আর সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় না, কিম্বা আত্মদর্শন হইয়া গেলে বেদ যেমন স্তব্ধ হয়; তেমনি, যে পুরুষ আপনার চিত্তবৃত্তি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-পালনেই নিয়োগ করে এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে তিলমাত্র অহঙ্কার পোষণ করে না; জল যেমন বৃক্ষের মূলে গিয়া আর পিছু হটিয়া আসে না, পরন্তু তাহার অঙ্গেই মিশিয়া যায়; তেমনি, যে কায়মনে উভয়দিক দিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে[১] তাহাতেই লীন হইয়া যায় এবং কোনও ফলাশা পোষণ করে না; ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরক্ত (উদাসীন) হইয়া যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যজ্ঞ অলঙ্কৃত করে; পরন্তু, দর্পণে যেমন চক্ষু আপনারই রূপ দেখে, কিম্বা হস্তেধৃত দীপের আলোতে যেমন রত্ন দেখা যায়; অথবা সূর্য্য উদয় হইলে যেমন উদ্দিষ্ট চলিবার পথ স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি, বেদের নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে; যখন কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী আদি প্রস্তুত করা হয়, এবং যজ্ঞের অন্য উপচার (সাধন) সামগ্রী (সমৃদ্ধিসমূহ) সংগ্রহ করা হয়, তখন মনে হয় যেন এই সব ব্যবস্থা স্বয়ং বিধি (শাস্ত্রাজ্ঞা)-ই করিয়াছেন; যেমন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে উহাদের অনুরূপ অলঙ্কার ধারণ করিলে শোভা পায়, তেমনি, যখন যজ্ঞের সব সামগ্রী উপযুক্ত ভাবে যথাস্থানে রক্ষিত হয়; আর অধিক কথা বলিবার কি প্রয়োজন? তখন মনে হয়, সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া স্বয়ং মূর্ত্তিমতী যজ্ঞবিদ্যাই যজ্ঞকে নিমিত্ত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; (১৮০) এই প্রকারে যে যজ্ঞ সমস্ত অঙ্গে পরিপূর্ণ হয়, এবং যাহা মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইতে দেয় না; যে তুলসী গাছ হইতে ফল, ফুল বা ছায়ার আশ্রয় পাওয়া যায় না, তাহাকে যেমন চতুষ্কোণ মঞ্চ বাঁধিয়া[২] প্রতিপালন করা হয়; কিং বহুনা, যে যজ্ঞ এইভাবে ফলাশা বিনা (নিঃস্বার্থভাবে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

এখন, হে বীরেশ, যে যজ্ঞ এইভাবেই (এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবেই) অনুষ্ঠিত হয়—পরন্তু শ্রাদ্ধে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলে যেমন হয়; গৃহে যদি

১ যজ্ঞের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে, ২ মঞ্চে রাখিয়া;

রাজার আগমন হয়, তবে তাহা অত্যন্ত উপযোগী হয়, এবং (গৃহকর্ত্তার) কীর্ত্তিও বাড়ে—শ্রদ্ধারও হ্রাস হয় না ;§ তেমনি, ঐ প্রকার উদ্দেশ্য বা আশা লইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মনে মনে বলে—'ইহাতে নিশ্চিত স্বর্গলাভ হইবে, যজ্ঞে দীক্ষিত হইব এবং যজ্ঞও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইবে'[১] ; এইভাবে, হে পার্থ, কেবল ফলের আশায় এবং জগতে নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজস যজ্ঞ।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

যেমন পশুপক্ষীর বিবাহে কামবাসনার অতিরিক্ত অন্য কোনও দৈবজ্ঞের (পৌরোহিত্যের) আবশ্যক হয় না, তেমনি তামস যজ্ঞের মূল কারণ একমাত্র আগ্রহ ; বায়ু যেখানে খুসী সেখানে যায়,[২] কিম্বা মরণ কোনও শুভমুহূর্ত দেখিয়া আসে না, কিম্বা অগ্নি যেমন নিষিদ্ধ পদার্থ দেখিয়া (জ্বালাইতে) ভয় পায় না ; তামস পুরুষের ব্যবহারেও তেমনি বিধিনিষেধের বাধা (অর্থাৎ তামস পুরুষ ব্যবহারে কোনও বাধানিষেধ মানে না) ; এইজন্যই, হে ধনুর্দ্ধর, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল[৩] হয় ; (১৯০) বেদে তাহার শ্রদ্ধা নাই, মন্ত্রাদিও তাহার আবশ্যক হয় না,—মক্ষিকা যেমন অন্ন হইতে মুখ সরাইতে চায় না (তাহারও বিধিনিষেধের বিচার ঐ প্রকার) ; ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার বৈরভাব—(তাহার যজ্ঞে) কে দক্ষিণা লইতে আসিবে ? সাধুপুরুষ[৪] ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িলে যেমন হয় ; তেমনি ইহারা শ্রদ্ধার মুখ না দেখিয়া (শ্রদ্ধাবিরহিত হইয়া) আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব বৃথাই উড়াইয়া দেয়—নিঃসন্তানের ঘরে ঢুকিয়া সবাই যেমন তাহার সম্পত্তি লুটিয়া লয়" ; শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"শুন, এই প্রকার যে যজ্ঞাভাস, তাহারি নাম তামস যজ্ঞ ; এখন, গঙ্গার জল এক হইলেও বিভিন্ন বর্ণের (জাতির) লোক[৫] তাহাতে স্নান করে এবং কেহ জল

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"শ্রাদ্ধক্রিয়ারও কোনও ত্রুটি হয় না", "জগতের মধ্যে" ;
১ জগতে মান্য হইব ,
২ বায়ুর জন্য পথ খুঁজিতে হয় না ; ৩ "উৎসঁকু খলু"—"উৎসঁখলু" এই শব্দের অপপাঠ ;
৪ অগ্নি (আঁধির সাহায্যে যেমন জ্বলিয়া উঠে) ; ৫ ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের জল কোথায়ও ময়লা, কোথায়ও স্বচ্ছ দেখায় ;

ময়লা করে, কেহ শুদ্ধত্ব আনে ; তেমনি তপও তিন গুণের সংযোগে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করে—এক প্রকারের তপ পাপ উৎপন্ন করে (অধোগতি দেয়), অন্য প্রকারের তপ উদ্ধার করে (মোক্ষ প্রদান করে) ; হে সুবুদ্ধি অর্জ্জুন, যদি জানিতে চাও তপের এই তিন ভেদ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তবে প্রথমে তপের স্বরূপ জানিয়া লও ; এখন 'তপ' কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি ; গুণসংযোগে তাহার ভেদ কি প্রকারে হয় তাহা পরে বলিতেছি ; যাহাকে 'সম্যক্' (উত্তম) তপ বলে, উহা তিন প্রকারের হয় —শারীর, মানসিক ও শাব্দিক (বাচনিক) ; এখন এই তিনটির মধ্যে প্রথম 'শারীর' তপের কথা শুন ; শ্রীহরি বা শঙ্কর, যাঁহার প্রতি ভক্তি আছে—; (২০০)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

—তাহার প্রিয় দেবতার মন্দিরে (দর্শন এবং অন্যান্য কর্ম্ম করিবার জন্য) যাতায়াতে অষ্টপ্রহর তাহার পদদ্বয় চলিতে থাকে ; দেবতার প্রাঙ্গন সুশোভিত করা, দেবপূজার জন্য উপচার সংগ্রহ করা ও অন্যান্য করণীয় সেবাকর্ম্মে তাহার হস্ত সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকে (শোভা পায়) ; দেবতা লিঙ্গ বা প্রতিমা দৃষ্টিতে পড়িলেই অঙ্গে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া[১] দণ্ডবৎ প্রণাম করে ; আর, যে সব ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিনয়াদি গুণের জন্য লোকপূজ্য তাঁহাদের সযত্নে সেবা করে ; অথবা, প্রবাসে যাহারা পীড়িত বা ক্লান্ত কিম্বা সঙ্কটাপন্ন, তাহাদের সেবা করিয়া সুখী করে ; সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ আপন পিতামাতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ('শরীর দ্বারা তাঁহাদের আরতি করে') ; যে গুরুদেব জ্ঞানদানে সকরুণ (কৃপালু) এবং এই দারুণ সংসারে যিনি দর্শনমাত্রই যাবতীয় ক্লেশ হরণ করেন, সেই গুরুদেবকে ভজনা করে ; আর, হে বীর অর্জ্জুন, স্বধর্ম্মরূপী অগ্নিপাত্রে (আঙ্গুঠীতে) বেদাধ্যয়নরূপ পুট দিয়া, দেহজাড্য (দেহাভিমান) রূপ সর্ব্বদোষ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করে ; ভূতমাত্রের দেহকে[২] নমস্কার করে, পরোপকারে নিজেকে উৎসর্গ করে (কষ্ট করে)[৩], আর স্ত্রীবিষয়ে আপনাকে

১ অঙ্গপুট ; অঙ্গযষ্টি (লুটাইয়া), ২ বস্তু (পরমাত্মা) (ভূতমাত্রের মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন) ; ৩ ভজনা করে ;

বারম্বার নিয়ন্ত্রিত করে; জন্মের সময়ে স্ত্রীদেহ (মাতৃদেহ) স্পর্শ করিতেই হয়, কিন্তু তাহার পর সারাদেহ[1] ঐ স্পর্শ হইতে অলিপ্ত রাখে;[2] (২১০) ভূতমাত্রের নামে তৃণ পর্য্যন্ত মাড়ায় না, কিং বহুনা, তাহাদের ছিন্নভিন্নও করে না; এইভাবে যখন শরীরের আচরণ শুদ্ধ ও সহজ হয়, তখনই জানিবে যে 'শারীর' তপের সমৃদ্ধি হইয়াছে; হে পার্থ, এই সমস্ত ব্যাপারে শরীরই মুখ্য সাধন বলিয়া ইহাকে আমি 'শারীর' তপ বলিতেছি; এইভাবে, আমি তোমাকে শারীর তপের লক্ষণগুলি বলিলাম,—এখন নিষ্পাপ যে বাঙ্‌ময় তপ তাহার কথা শুন।

অনুদ্‌বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

দেখ, পরশপাথর যেমন লোহার আকার বা ওজন না বদ্‌লাইয়া তাহাকে সোনা করিয়া দেয়; তেমনি, অপরকে দুঃখ না দিয়া পার্শ্বস্থ লোকের সুখ-বিধান করে—যাঁহার বাক্য এমনি সৌজন্যপূর্ণ (সাধুতাপূর্ণ); প্রধানতঃ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে তৃণেরও জীবন দান করে, তেমনি একজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেও তাঁহার বাক্য সকলের পক্ষেই হিতকর হয়; অমৃতের গঙ্গা যেমন প্রাণকে অমর করে, স্নানে পাপ হরণ করিয়া তাপ নিবারণ করে, সেবনে জিহ্বায় মধুর স্বাদ প্রদান করে; তেমনি, যে ভাষণে অবিবেক (অজ্ঞান) নষ্ট করিয়া, আপনার অনাদিত্ব (আত্মস্বরূপ) প্রকট করে, পরন্তু অমৃতের ন্যায় শ্রবণে কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করে না; যদি কেহ কোনও প্রশ্ন করে তবেই তিনি কথা বলেন, নতুবা বেদরূপী পর্ব্বতেই যাতায়াত করেন[3] (বেদাদি আবৃত্তি করেন); (২২০) তিনি ঋক্‌বেদাদি তিন বেদকেই বাগ্‌ভবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার (বদনকে) বাণীকে যেন বেদশালায় পরিণত করেন; অথবা, কোনও এক শৈব বা বৈষ্ণব নাম দিনরাত উচ্চারণ করেন—ইহাকেই 'বাগ্‌ভব' (বাক্ হইতে উৎপন্ন, বা বাঙ্‌ময়) 'তপ' বলিয়া জানিবে; এখন মানসিক তপের কথা বলিব, শ্রবণ কর"—লোকপালের স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

১-২ সারাজন্ম ঐ স্পর্শ হইতে দেহকে বাঁচাইয়া পবিত্র রাখে;

৩ বেদ কিম্বা নামের আবৃত্তি করেন,

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

"তরঙ্গ বিহীন সরোবর, বা মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশ, কিম্বা, সর্পশূন্য চন্দনের উদ্যান যেমন হয়; অথবা, কলাবৈষম্যরহিত চন্দ্র, কিম্বা মানসিক ভাবনা রহিত নরেন্দ্র, অথবা (মন্থনকারী) মন্দরাচল বিনা ক্ষীরসমুদ্র (যেমন স্থির থাকে); তেমনি, নানা সঙ্কল্প-বিকল্পের জাল হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত যাহার মন কেবল আত্মস্বরূপেই নিমগ্ন হইয়া থাকে; সূর্য্যবিনা প্রকাশ, মান্দ্যবিনা খাদ্যরস, অথবা শূন্যগর্ভতা (শূন্যতা)-রহিত অবকাশ যেমন হয়; তেমনি, আপনার স্বরূপ জানিয়া যে আপনার স্বভাব হইতে মুক্ত হয়—শীত যেমন শৈত্য দ্বারা অভিভূত হয় না[১]; নবীন[২] কলঙ্ক রহিত চন্দ্রবিম্ব যেমন পার্ব্বণ (পর্ব্বকালে দৃষ্ট—কচিৎদৃষ্ট), তেমনি, শুদ্ধ ও নির্ম্মল যাঁহার মনের স্থৈর্য্য; তখন বৈরাগ্যের জন্য তপের আবশ্যকতা থাকে না§, মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়,—এই অবস্থায়, হে বৎস, অন্য বৃত্তি আর কোথায় থাকিবে? (২৩০) †এইজন্যই শাস্ত্রের বিচারে যে মুখ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, সে মুখ বাণীর সূত্র আর হাতে ধরিতে চায় না (মৌনাবলম্বন করে); স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মনের মনত্ব চলিয়া যায়—* লবণ যেমন গলিয়া[৩] আপন অঙ্গেই লীন হয়; এই অবস্থায় মনের সেই ভাব কি করিয়া উৎপন্ন হইবে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের পথে দৌড়াইয়া বিষয়ের গ্রামে পৌঁছিবে? এইজন্য হাতের তালু যেমন রোমবিহীন, তেমনি এইরূপ মনে ভাবশুদ্ধি আপনা হইতেই আসিয়া যায়; হে অর্জ্জুন, আর অধিক কি বলিব? যখন মনের এই দশা (যোগ্যতাপ্রাপ্তি) হয় তখন মন তপের নামের যোগ্য হয়"; ভগবান কহিলেন—"পরন্তু, যথেষ্ট হইয়াছে, মানস তপের

১ হিমে নিস্পন্দ শরীরে যেমন হিম লাগে না; ২ নিশ্চল;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"বৈরাগ্যের উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হয়";

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তখন নিজ বৃত্তিগুলি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়"; "আত্ম-বোধের পূর্ণতাই অবশিষ্ট থাকে";

* প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"আত্মস্বরূপলাভের পর মনের মনত্ব থাকে না (সংকল্প-বিকল্প হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপেই লীন হয়)";

৩ জলের সহিত সমরস হইয়া;

লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বলিয়াছি; এইভাবে, দেহ বাক্য ও মন অবলম্বন করিয়া যে তপ ত্রিবিধত্ব প্রাপ্ত হয় সেই সাম্যতপের[১] কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম; এখন গুণত্রয়সংযোগে তপের যে তিন ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রজ্ঞাবলে উত্তমরূপে শ্রবণ কর।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

এই যে ত্রিবিধ তপের কথা তোমাকে বিশদভাবে বলিলাম, তাহা ফলের আশা ত্যাগ করিয়া আচরণ করিলে প্রখ্যাত[২] হয়; ইহা যখন আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে, পূর্ণ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিকভাবে আচরণ করা হয়, তখন বুদ্ধিমান মনুষ্যেরা এই তপকে সাত্ত্বিক তপ বলে; (২৪০)

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

আর, যে তপস্যাকে নিমিত্ত করিয়া, জগতে দ্বৈতভাবের আশ্রয় লইয়া আপনাকে মহত্ত্ব প্রভৃতির[৩] শিখরে বসাইবার চেষ্টা করা হয়; 'ত্রিভুবনের সম্মান আমারি প্রাপ্য, অন্য কাহারও জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, ভোজন-সভায় আমার আসন সর্ব্বাগ্রে হইবে; আমিই সারা বিশ্বের স্তুতির পাত্র হইব, বিশ্বের লোক আমাকে দর্শন করিতেই যাত্রা করিবে; লোকের বিবিধ পূজা পাইব, অপরের আশ্রয় হইব, সর্ব্বপ্রকার মহত্ত্বের যশ-ভোগ আমারই ভোগে লাগিবে'; অঙ্গহীন[৪] (কুরূপ) মনুষ্য যেমন শৃঙ্গার-সজ্জা করে, তেমনি নিজের মূল্য (প্রতিষ্ঠা) বাড়াইবার জন্য অঙ্গে ও বাণীতে তপের যে আবরণ চড়ান হয়; এক কথায়, ধনমান বাড়াইবার আশায় যে তপ কষ্ট করিয়া অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই রাজস তপ বলে; 'পহরণী' নামক কীট স্তনে লাগিলে গাভী যেমন বৎস প্রসব করার পরও দুগ্ধ দেয় না, কিম্বা তৈয়ারী শস্যক্ষেত্রে গবাদি পশু চরিয়া গেলে যেমন ফসল পাওয়া যায় না; তেমনি, যে

১ সামান্য তপ, সম্যক্ তপ; ২ পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত করিবে; প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত;
৩ মহত্ত্বরূপ পর্ব্বতের; ৪ হীন অঙ্গনা; পণ্যাঙ্গনা;

তপ আড়ম্বর সহকারে নিজের প্রসিদ্ধির জন্য করা হয়, তাহা নিষ্ফল ও নিঃশেষে ব্যর্থই হয় ; হে পাণ্ডুসুত, নিষ্ফল দেখিয়া তপক্রিয়ার মধ্যেই তাহা বন্ধ করিয়া দেয়,—এইজন্য এইপ্রকার তপের কোনও স্থিরতা বা স্থায়িত্ব থাকে না ; সাধারণতঃ যে অকালের মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং গর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া তোলে, তাহা কি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় ? (২৫০) তেমনি, রাজস তপ নিষ্ফল ও ব্যর্থ তো হয়ই, পরন্তু তাহার অনুষ্ঠানেও ব্যাঘাত হয় (অব্যাহত থাকে না)। এখন, ইহার পর যে তপ তামস রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার আচরণে মনুষ্য ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইতে বঞ্চিত হয় ('পরত্রও কীর্ত্তি দূরে যায়')।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম ॥ ১৯

হে ধনুর্দ্ধর, যে মূর্খতার অভিমান মনে পোষণ করিয়া শরীরকে শত্রুজ্ঞান করে ; পঞ্চাগ্নির হটসাধন দ্বারা[১] শরীরকে ক্ষীণ করে, কিম্বা শরীরকে ইন্ধন করিয়া তাহার ভিতরে অগ্নিসংযোগ করে ; মস্তকের উপর গুগ্‌গুল জ্বালায়, অঙ্গে লোহার কাঁটা বিদ্ধ করে, শরীরকে বাঁধিয়া আপনাকে জ্বালাইয়া দেয় ;§ শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া বৃথাই উপবাস করে, কিম্বা, (শরীরকে উল্টা করিয়া টাঙ্গাইয়া) অধোমুখে ধূম্র গ্রাস করে ; নদীতটে[২] শরীর ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া কৃচ্ছ্র সাধনা করে—জীবন্ত শরীর হইতে মাংসের টুকরা কাটিয়া বাহির করে ; এমনি ভাবে হে ধনঞ্জয়, আপন শরীরকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া যে তপ সাধনা হয়—অপরকে নাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ; একটি প্রস্তর-খণ্ড যেমন আপনার গুরুভারে নীচে পড়িয়া স্বতঃই টুক্‌রা টুক্‌রা হয়,† সম্মুখে কিছু পড়িলে তাহাকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করে ; অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—হে কিরীটি, এই প্রকার নিকৃষ্ট ও ক্লেশকর যে তপ আচরণ করা হয়

১ উত্তপ্ত জ্বালার মধ্যে ,

§ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"পৃষ্ঠে লোহার কাঁটা বিদ্ধ করে, চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালাইয়া নিজ শরীরকে দগ্ধ করে";

২ প্রস্তরময় নদীতটে ;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয়" ; "স্বতঃই টুকরা টুকরা হয়" ;

তাহাই 'তামস' তপ; তেমনি, আপনার শরীরকে শুকাইয়া, অন্তরে সুখাসীন জীবকেও কষ্ট দিয়া, জীবিত থাকিবার জন্য এই তপ আচরণ করে। এইভাবে, সত্ত্বাদি গুণসংযোগে যে তিন প্রকার তপ হয়, তাহা আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম; এখন প্রসঙ্গক্রমে, দানের যে তিন প্রকার লক্ষণ আছে তাহাই তোমাকে বলিতেছি; গুণসংযোগে[1] দানও ত্রিবিধ হয়, তাহার মধ্যে প্রথমে সাত্ত্বিক দানের কথা শুন।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

আপন ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিয়া যে সব দ্রব্যের প্রাপ্তি হয়,—যে তাহা অত্যন্ত সম্মান সহকারে অপরকে দেয়; উত্তম বীজ পাওয়া গেলেও কখনও কখনও তৈয়ারী ক্ষেত্রের অভাব হয়, দানের প্রসঙ্গেও তেমনি দেখা যায়; বহুমূল্য রত্ন হাতে আসিল, কিন্তু (তাহা বসাইবার) সোনা পাওয়া গেল না,—এ দুটি পাওয়া গেলেও পরাইবার যোগ্য অঙ্গ জুটিল না; পরন্তু, যখন নিজের ভাগ্যোদয় হয় তখন সুযোগ (পর্ব্ব), সুহৃদ্ ও ধনসম্পত্তি এই তিনটির যোগাযোগ হইয়া যায়; তেমনি, দানের কার্য্যে যখন সত্ত্বগুণের সহায়তা পাওয়া যায়, তখন দেশ, কাল, সৎপাত্র ও দ্রব্য একসঙ্গে আসিয়া যায়; দানের জন্য প্রথমে কুরুক্ষেত্র বা কাশী, অথবা ইহাদের সমতুল্য কোনও পবিত্র স্থান প্রযত্ন করিয়া বাহির করিবে; (২৭০) তৎপরে, রবিচন্দ্রগ্রহণের ন্যায় পুণ্যকাল দেখিবে, কিম্বা তাহারি সমান কোনও শুদ্ধ কাল দেখা উচিত; ঐ প্রকার কালে এবং দেশে, (দানের যোগ্য) এমন সৎপাত্র খুঁজিয়া বাহির করিবে—যে শুচিতার মূর্ত্তিস্বরূপ হইবে; যে পবিত্র দ্বিজরত্ন (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) সদাচারের মূলপীঠ (আশ্রয়) এবং বেদের বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্রস্বরূপ; তারপর, মনে মনে নিঃসত্ত্ব হইয়া আপন অধিকার তাহাকে দান করিবে—যেমন পত্নী (নিঃশঙ্কচিত্তে) আপনার প্রিয় পতির কাছে গমন করে; কিম্বা যেমন কোনও সজ্জন ব্যক্তি তাহার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া ভারমুক্ত হয়, অথবা যেমন কোনও পানবরদার সেবক রাজাকে তাম্বুল প্রদান করে; তেমনি, নিষ্কাম অন্তঃকরণে, সেবকের ন্যায় দীনভাবে দান

১ গুণের প্রভাবে;

করিবে,[১]—কিং বহুনা, কোনও প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা নিজের মনে উঠিতে দিবে না; আর এমন লোককে দান করিবে, যে দান গ্রহণ করিয়া তাহা কোনও প্রকারেই প্রত্যর্পণ করিতে না পারে; আকাশকে হাঁক দিয়া ডাকিলে যেমন তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না,[২] কিম্বা দর্পণের উল্টাদিকে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না; ভিজা মাটিতে বল নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা লাফাইয়া উঠিয়া হাতে ফিরিয়া আসে না; অথবা, ষাঁড়কে চারা ঘাস দিলে, বা কৃতঘ্নকে মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, যেমন কোনও প্রত্যুপকারের আশা থাকে না; (২৮০) তেমনি, দাতাও এমনভাবে দান করিবেন যে দানের কোনও অংশই যেন কোনও প্রকারে ফিরিয়া না আসে; দান করিবার সময় যাহাকে দান করা হইতেছে তাহার প্রশংসা করা উচিত[৩]; হে বীররাজ, এইভাবে দেশ, কাল ও পাত্র মিলাইয়া যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান—তাহাকে সর্ব্ব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্॥ ২১

আর দেশ, কাল ও সৎপাত্র বিচার করিয়া যে দান দেওয়া হয়, ঐ দান নির্দ্দোষ ও ন্যায়গত (শাস্ত্রোক্ত) হয়; পরন্তু, দুধ পাইবার আশায় যেমন গাভীকে চারা দেওয়া হয়, কিম্বা শস্যগোলা ভরাইবার জন্য যেমন ক্ষেতে বীজ বপন করা হয়; অথবা, উপহারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন আত্মীয়-গণকে নিমন্ত্রণ করা হয়, কিম্বা ব্রতচারী মনুষ্যের ঘরে ভোজ্য-পানীয়ের দান পাঠান হয়; যেমন অগ্রিম বকশিশ (ঘুষ) লইয়া অপরের কাজ করা হয়,—পারিশ্রমিক (দর্শনী) লইয়া পীড়িত মনুষ্যকে ঔষধ দেওয়া হয়; তেমনি, যে দান দেওয়া হয় তাহা দ্বারা পরে নিজের কোনও (ভোগ) উপকার বা লাভ হইবে—এই উদ্দেশ্যে যে দান দেওয়া হয়; হে পাণ্ডুসুত, যদি পথে চলিতে কোনও উত্তম ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হয়, যিনি দানগ্রহণ করিয়া তাহা কোনও উপায়ে প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ; তবে তাঁহাকে এক কড়ি দান দিয়া যেমন তাঁহার দ্বারা নিজের সমস্ত গোত্রবর্গের প্রায়শ্চিত্তের সঙ্কল্প

১ ভূম্যাদি দান করিবে; ২ প্রতিধ্বনি হয়; ৩ দাতার মনে যেন সাম্যভাব থাকে।

করাইয়া লওয়া হয়; তেমনি পরলোকে নানাপ্রকার ফলপ্রাপ্তির আশায় এত অল্প পরিমাণে দান করা হয় যে তাহা একবেলারও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট নয়; (২৯০) আর ব্রাহ্মণ যখন ঐ সামান্য দান লইয়া প্রস্থান করেন, তখন ঐ হানির (অল্পদানের) জন্য দাতার মন এত কাতর (ক্ষুব্ধ) হয়, যেন চোরে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গেল; হে সুমতি অর্জ্জুন, আর অধিক কি বলিব? এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া যে দান করা হয়, তাহাকে ত্রিজগতে রাজস দান বলে।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

আর ম্লেচ্ছদের বস্তিতে, অরণ্যে বা অপবিত্র স্থানে (কৈকট—কীকট* দেশে), কিম্বা শিবিরে বা নগরের চৌরাস্তায় উপর; এই প্রকার স্থানে মিলিত হইয়া, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে চুরিকরা ধন উদার ভাবে দান করা; 'পাত্র' কাহারা? ভাট, বাজীকর, বেশ্যা, জুয়াড়ী—যাহারা 'মূর্ত্তিমান' ভ্রম এবং অন্য লোককে ঠকায়; সম্মুখে 'রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীলোকের নৃত্য চক্ষুকে মোহিত করে, ভাটগণের স্তুতিপাঠ ও সঙ্গীত নিরন্তর কর্ণের তৃপ্তি বিধান করে; তাহার পর যখন স্বল্পপরিমাণে ফুল ও অন্য গন্ধদ্রব্যের সুবাস অঙ্গে গ্রহণ করে, তখন মনে হয় যেন ভ্রমের মূর্ত্তিমান 'বেতাল' (পিশাচ) আসরে অবতরণ করিয়াছে;+ এই ভাবে যে দান করা হয় তাহাকে আমি তামস দান বলি; আর দৈবযোগে কখনও অন্য একপ্রকার ঘটিয়া যায়; যেমন কদাচিৎ 'ঘুণাক্ষর' পড়ে (কাষ্ঠখণ্ডে ঘুণ লাগিয়া অক্ষরের মত দেখায়),—হাতে তালি বাজাইতে বাজাইতে তাহার মধ্যে কাক আসিয়া পড়ে,—তেমনি তামস পুরুষের ভাগ্যেও কখনও কখনও পুণ্যদেশ ও শুভকাল আসিয়া জোটে; সেখানে তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যদি কোনও দানের যোগ্য পাত্র কিছু যাচ্ঞা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেও দ্রব্যের মোহে ভুল করিয়া বসে;§ (৩০০) তখন

* ধর্ম্মকার্য্যের জন্য অপবিত্র দেশ;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"সারা জগৎ লুটিয়া যে বহু পদার্থ সংগ্রহ করে তাহা এমনভাবে বিলাইয়া দেয়, যে মনে হয় যেন নীচ লোকের জন্য অন্নসত্র খোলা হইয়াছে",

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তখন সেও যদি গর্ব্বভরে (দান করিতে) ইচ্ছুক হয়";

তাহার (ঐ তামস পুরুষের) মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তজ্জন্য ঐ অতিথিকে নমস্কার তো করেই না, তাহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নিজেও অভ্যর্থনা করে না, অপরকে দিয়াও করায় না ; অতিথিকে বসিবার জন্য আসনও দেয় না,—গন্ধাক্ষত দ্বারা তাহাকে পূজা করা তো দূরের কথা—তামসিক পুরুষের এইরূপ ব্যবহার ; উত্তমর্ণকে যেমনভাবে বিদায় করা হয়, তেমনি যাচকের হস্তে সামান্য কিছু অর্পণ করিয়া, তাহার প্রতি 'তুই' 'তোকারি' প্রভৃতি বহু অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করে ; আর, হে কিরীটি, যদি কিছু দানও করে তবে বারম্বার তাহার উল্লেখ করে এবং অবজ্ঞাসূচক নানা কুবাক্য বলিতে থাকে ; আর বেশী বলিবার কি প্রয়োজন ? এইভাবে যে দান করা হয়, তাহাকে চরাচর জগতে 'তামস' দান বলে ; এইভাবে, হে রাজনন্দন[১], নিজ নিজ লক্ষণের দ্বারা অলঙ্কৃত তিনটি দানের কথা (তাহাদের লক্ষণের সহিত) তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম ; হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, আমার মনে হয়, কদাচিৎ তোমার মনে এই ভাবনার উদয় হইতে পারে— ; যে শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই যখন ভববন্ধন-মোচক, তখন অন্য বিরুদ্ধ, দোষযুক্ত কর্ম্মের কথা কেন বলিতেছি ; পরন্তু, ভূত না তাড়াইলে যেমন (ভূমিতে প্রোথিত) গুপ্তধন লাভ করা যায় না, কিম্বা, ধূম সহ্য না করিয়া যেমন বাতি জ্বালান যায় না ; তেমনি, শুধারূপ[২] সত্ত্বগুণের বাধাস্বরূপ যে রজঃ ও তমোগুণের কপাট আছে, ত্রিভুবনে তাহাকে মন্দ বলিতেই হইবে ; (৩১০) আমি 'শ্রদ্ধা' হইতে 'দান' পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বলিলাম, তাহারা এই তিনটি গুণের দ্বারাই অভিব্যক্ত ; তাহার মধ্যে তিনটির কথা বলিব না—নিশ্চিতভাবে ইহাই মনে করিয়াছিলাম, পরন্তু সত্ত্বের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্যই অন্য দুটির কথা বলিলাম ; দুটির মধ্যে যে তৃতীয় বস্তু থাকে, অন্য দুটিকে না সরাইলে তাহাকে দেখা যায় না,—অহোরাত্র ত্যাগেই যেমন সন্ধ্যার রূপ দেখা যায় ; তেমনি 'রজ' ও 'তমের' নাশ হইলে যে তৃতীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃই 'সত্ত্ব' বলিয়া দৃষ্ট হয় ; এইভাবে, সত্ত্বের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য যে তোমাকে রজঃ ও তমের লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের ত্যাগ করিয়া সত্ত্বের সহায়তায় আপনার কার্য্য সাধন কর ; তুমি নির্ম্মল সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মের

১ রজ ও তমাদি ; সত্ত্বাদি ; ২ শুদ্ধ ;

আচরণ করিলে তোমার আত্মস্বরূপ করতলগত হইবে; স্বয়ং সূর্য্যই যেখানে দেখাইতেছেন, তখন এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দেখা যাইবে না? তেমনি সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া কার্য্য করিলে এমন কোন্ ফল আছে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না? সর্ব্ব বিষয়ে সত্ত্বগুণের এই উত্তম রীতি আছে,—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—পরন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি যাহা হইতে হয়—; তাহা একটি অগাধ (গহন, গূঢ়) বস্তু; সত্ত্বগুণ যখন তাহার সাহায্য লাভ করে, তখনই মোক্ষের গ্রামে প্রবেশ করে (মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে); পনেরর দরের (উত্তম) সোনা হইলেও যতক্ষণ না রাজচিহ্নের ছাপ তাহার উপর পড়ে ততক্ষণ যেমন তাহা প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত হয় না (বাজারে চলে না); (৩২০) স্বচ্ছ, শীতল, সুগন্ধ জল সুখপ্রদ হয়, পরন্তু তীর্থের জলই পবিত্র ('তীর্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই পবিত্র হয়'); সাধারণ নদী যত বড়ই হউক না কেন যাইতে পারে না,—পরন্তু গঙ্গা যেমন তেমন অবস্থাতেই সাগরে গিয়া মিশে,—দর্শনমাত্রেই সারা বিশ্বকে উদ্ধার করে;§ তেমনি, হে কিরীটি, যাহারা সাত্ত্বিক কর্ম্মের আচরণ করে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তির পথে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না,—ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি"; এই কথা শ্রবণমাত্র, অর্জ্জুনের মনে ঔৎসুক্য ছাপাইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন—"হে দেব, কৃপা করিয়া তাহা বলুন"; তখন কৃপালু-শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান বলিলেন—"সাত্ত্বিক শুক্তি হইতে কি করিয়া রত্নের উৎপত্তি হয়† তাহারি বিবরণ শুন।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অনাদি যে পরব্রহ্ম, যিনি জগদাদির মূল[১] (উৎপত্তি॰) ধাম, তাঁহার নাম একটি পরন্তু তাহা ত্রিধা বা তিন প্রকারের; বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্ম নাম ও জাতিবিহীন, পরন্তু এই মায়াজনিত মোহান্ধকারে[২] পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার

§ এই ওবীর পাঠান্তর—"সাধারণ নদী যত বড় হউক না কেন, গঙ্গা (মহানদী) তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইলেই সে সাগরে প্রবেশ করিতে পারে";

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"সাত্ত্বিক পুরুষ কি করিয়া মোক্ষরূপ রত্ন লাভ করে";

১ জগদাদির ধাম; জগদাদির বিশ্রামস্থল, ২ অবিদ্যাবর্গের অন্ধকারে

জন্য শ্রুতি তাঁহার একটি নাম দিয়াছে (লক্ষণের কথা বলিয়াছে); +সংসারের দুঃখকষ্টে পীড়িত জীব যখন পরব্রহ্মের নিকট আর্ত্তি-মোচনের জন্য প্রার্থনা করে, তখন যে নামে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সাঙ্কেতিক নাম; কৃপাবশতঃ পিতৃতুল্য বেদ এমন একটি মন্ত্র বাহির করিয়াছেন যাহার সহায়তায় ব্রহ্মের মৌনতা ভঙ্গ করা যায়, এবং তাঁহার অদ্বৈত স্বরূপ ব্যক্ত-রূপে অনুভব করা যায়; যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মকে ডাকিলে তিনি পশ্চাতে থাকিলেও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন; (৩৩০) পরন্তু, বেদরূপ পর্ব্বতের শিখরে, উপনিষদার্থরূপী নগরে, যাহারা ব্রহ্মের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া থাকে, এই মন্ত্র শুধু তাহাদেরই;[১] শুধু ইহাই নহে—প্রজাপতি ব্রহ্মা যে নাম আবৃত্তি করিয়া জগৎসৃষ্টির শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও এই নাম; হে বীরোত্তম,[২] সৃষ্টি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা এমন একা এবং হতবুদ্ধি (বিকল) অবস্থায় ছিলেন—; যে ঈশ্বরকেই[৩] ভুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৃষ্টি করিবার শক্তিও ছিল না,—তখন যে নাম উচ্চারণ করিয়া সেই যোগ্যতা (সামর্থ্য) লাভ করিয়াছিলেন; যাহার অর্থ অন্তরে ধ্যান করিয়া, এবং যে তিনটি অক্ষর জপ করিয়া তিনি বিশ্বসৃজনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন (তাহা এই মন্ত্র); তখন, তিনি ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন, তাহাদের বেদের শাসন মানিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দিলেন, এবং জীবন নির্ব্বাহের জন্য তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম আচরণ করিবে ইহাই মনে স্থির করিলেন; তাহার পর, অসংখ্য অন্য লোক আসিয়া জুটিল,—যাহাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না, এবং তাহাদের এই তিন ভুবন দানপত্র লিখিয়া দিলেন"; ভগবান শ্রীকান্ত কহিলেন—"যে নামমন্ত্রের প্রভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই অদ্ভুত শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইলেন, এখন তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর; সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে প্রণব অর্থাৎ 'ওঁকার' এই নামের আদিবর্ণ (অক্ষর), উহার দ্বিতীয় অক্ষর 'তৎ', এবং তৃতীয় 'সৎ'; এইভাবে, 'ওঁতৎসৎ' আকারে ব্রহ্মের ত্রিবর্ণ নাম—উপনিষদের এই সুন্দর ফুলের সুগন্ধ তুমি এখন আঘ্রাণ কর; (৩৪০) এই নামের সহিত

+ পাঠান্তরে ইহার পর অন্য একটি ওবী আছে—"বালক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার কোনও নাম থাকে না, পরে নাম রাখা হইলে সেই নামে সাড়া দেয়";

১ তাহারাই এই মন্ত্র জানিতে পারে; ২ ধীরোত্তম; ৩ আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকেই;

একরূপ হইয়া সাত্ত্বিক কর্ম্ম আচরণ করিলে কৈবল্যকে ঘরের দাস করিয়া রাখা যায়; দৈবযোগে কর্পূরের অলঙ্কার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হে বৎস, ঐ অলঙ্কার শরীরে ধারণ করিতে জানা অত্যন্ত কঠিন; তেমনি, সৎকর্ম্ম আরম্ভ করা গেল, এবং ব্রহ্মের নামও উচ্চারণ করা হইল, পরন্তু যদি বিনিয়োগের (শাস্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থার) জ্ঞান না থাকে—(তবে এ সবই ব্যর্থ হয়); অনেক সাধু সন্ত ঘরে আসিলে, যদি তাঁহাদের যথা-যোগ্য আদর-সৎকার (সম্মান) কি করিয়া করিতে হয় তাহা না জানা থাকে, তবে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হয়; কিম্বা যেমন গহনা পরিবার আগ্রহে কতকগুলি সুন্দর জড়োয়া অলঙ্কার ও সোনা একত্রে মোট বাঁধিয়া গলায় ঝুলান হয়; তেমনি, মুখে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেও, এবং হস্তদ্বারা সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিলেও, বিনিয়োগের জ্ঞানের অভাবে সর্ব্ব কর্ম্মই নিষ্ফল হয়; দেখ, ক্ষুধা ও অন্ন পাশাপাশি থাকিলেও বালক যদি ভোজন করিতে না জানে, তবে তাহাকে উপবাসই করিতে হয়§; কিম্বা, হে বীর, তেল, সূত্র (পলিতা) ও অগ্নি একজায়গায় সংগ্রহ করিলেও, পলিতা জ্বালাইবার পদ্ধতি না জানা থাকিলে, প্রকাশ (আলোক) হয় না; তেমনি, উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম করিলেও, এবং মন্ত্র স্মরণে আসিলেও বিনিয়োগ বিনা সমস্তই ব্যর্থ হয়; এইজন্য, বর্ণ-ত্রয়াত্মক এই যে পরব্রহ্মের একটি নাম, তাহার বিনিয়োগের কথা এখন শ্রবণ কর। (৩৫০)

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

এই নামের তিনটি অক্ষরকে, কর্ম্মের আরম্ভে মধ্যে ও অন্তে—এই তিন স্থানে যোজনা করা কর্ত্তব্য; হে কিরীটি, এই ব্যবস্থা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মের দর্শন প্রাপ্ত হন; যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন; তাঁহারা প্রথমে ওঁকারের ধ্যান করিয়া তাহাকে গোচরীভূত (সিদ্ধ) করেন, তাহার পর মুখে তাহার উচ্চারণ করেন; এইভাবে ধ্যানে প্রকট হইলে স্পষ্টভাবে প্রণবের উচ্চারণ

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

করিয়া তাঁহারা কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হন ; আঁধারে অভঙ্গ (স্থির) দীপের ন্যায়, অরণ্যে সমর্থ (বলবান) সঙ্গীর ন্যায়, কর্ম্মারম্ভে প্রণব সহায়ক হয়, জানিবে ; ধর্ম্মার্জ্জিত বহু দ্রব্য দ্বিজ দ্বারা উচিত (বেদোক্ত) দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করেন ;[১] তাঁহারা দক্ষতার সহিত আহবনীয় আদি* তিন অগ্নিতে ত্যাগরূপ হবন করিয়া দ্রব্যাদি আহুতি প্রদান করেন[২] ; কিং বহুনা, নানাপ্রকারের যাগযজ্ঞাদি উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়া বিরক্তি সহকারে সংসারের মোহজনিত উপাধি ত্যাগ করেন ; কিম্বা, উপযুক্ত স্থানে ও কালে, সৎপাত্রে ন্যায্যভাবে লব্ধ পবিত্র ভূম্যাদি দ্রব্য দান করেন ; (৩৬০) অথবা একান্তর (একদিন অন্তর) ভোজনের ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করেন, বা চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা মাসের পর মাস উপবাসে নিজের সপ্ত ধাতুকে শুকাইয়া তপস্যা করেন : এইভাবে, যজ্ঞ, দান, তপ আদি কর্ম্ম—যাহাদের বন্ধনকারক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,—সেই কর্ম্মের আচরণেই মোক্ষপ্রাপ্তি সহজ হয় ; যে নৌকা স্থলে গুরুভার মনে হয়, জলে যেমন তাহাই পার করে, তেমনি এই নামের সহায়তায় বন্ধনকারক কর্ম্ম হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ; পরন্তু অনেক বলা হইয়াছে ; যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া ওঁকারের সাহায্যে হিতকারক হয় ;

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

যখন দেখা যায় এই সব ক্রিয়া সামান্য ফল প্রসব করিবার উপক্রম করিতেছে ('ফলে প্রবেশ করিতেছে দেখা যায়') তখনই 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় ; যিনি সর্ব্ব জগতের ওপারে অবস্থিত, যিনি একাই সব কিছু দেখিতে পান, যিনি 'তৎ' শব্দ দ্বারা প্রকাশিত, তিনিই সেই পরব্রহ্ম (বস্তু) ; তিনিই সকলের আদি বা কারণ—চিত্তে তাঁহার এইরূপ ধ্যান করিয়া সুমতি পুরুষগণ পরে বাণী দ্বারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন ; তাঁহারা বলেন—'তৎ'-

১ যজন করেন ;

* আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ ;

২ যজন করেন ,

রূপী ব্রহ্মকে আমাদের সমস্ত ক্রিয়া ফলের সহিত অর্পণ করিলাম—আমাদের ভোগের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না ; এইভাবে, 'তৎ' স্বরূপ ব্রহ্মকে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া 'ন মম' ('আমার নয়') এই কথা বলিয়া অঙ্গ ঝাড়িয়া উঠেন (মুক্ত হন) ; এখন, 'ওঁকার' উচ্চারণ করিয়া যাহা আরম্ভ করা হয়, এবং 'তৎ'কার দ্বারা (যাহার ফল) সমর্পণ করা হয়—এই রীতিতে যে কর্ম্ম ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ; (৩৭০) সেই কর্ম্ম নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মাকার হইয়া গেলেও, কর্ত্তার মধ্যে দ্বৈতভাব থাকায় তাহার একেবারে নাশ হয় না ; লবণ জলের মধ্যে গলিয়া যায়, পরন্তু তাহার ক্ষারত্ব পৃথক্‌ভাবে থাকে, তেমনি 'কর্ম্ম' ব্রহ্মাকার হইলেও দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়, জানিবে ; আর যতক্ষণ ঐ দ্বৈতভাব থাকে ততক্ষণ সংসারভয় হইতে মুক্তি হয় না—একথা ভগবানের মুখস্বরূপ বেদ ঘোষণা করে ; সুতরাং পরতত্ত্ব যে ব্রহ্ম তাহা আত্মত্ব স্পর্শ করে—এই দোষ ক্ষালন করিবার জন্যই ভগবান 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ; 'ওঁকার' ও 'তৎ'কার দ্বারা যে কর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে§ তাহাকে 'প্রশস্তাদি' কথা দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই 'প্রশস্ত' কর্ম্মেই 'সৎ' শব্দ বিনিযোগ (যোজনা) করা হয়—তাহাই যাহাতে শ্রবণযোগ্য হয় সেইভাবে বলিতেছি।

সদ্‌ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

এই 'সৎ' শব্দের দ্বারা 'অসৎ'-রূপ মুদ্রা, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত নাম-রূপাত্মক বিশ্বের নাশ হইলে, 'সৎ' তত্ত্বরূপ সুবর্ণের নির্দ্দোষ শুদ্ধস্বরূপ প্রকটিত হয় ; যাহার দেশ ও কাল ভেদে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, এবং যাহা সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে অখণ্ডিত ভাবে অবস্থিত ; এই দৃশ্যমান নামরূপাত্মক জগৎ অনিত্যতার জন্য, 'সৎ' (শাশ্বত, নিত্য) নহে—আত্মরূপের লাভ হইলেই যে 'সৎ' তত্ত্বের জ্ঞান হয় ; সেই 'সৎ' শব্দের যোগে যে কর্ম্ম 'প্রশস্ত' হইয়াছে—সেই কর্ম্ম ঐক্যবোধে সমরস হইয়া সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম হইয়া যায় ; (৩৮০) তখন, 'ওঁকার' ও 'তৎ' কার দ্বারা যে সব কর্ম্ম ব্রহ্মাকার ধারণ করে তাহারা 'সৎ' শব্দের মধ্যে মগ্ন হইয়া একেবারে 'চিন্মাত্র'[১] অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠভেদ আছে—অর্থ একই ;

১ সন্মাত্র, অর্থাৎ 'সৎ' স্বরূপ ;

যায়; ইহাই 'সৎ' শব্দের বিনিয়োগের অন্তরঙ্গ (গূঢ়) রহস্য, জানিবে"— শ্রীরঙ্গ এই কথা বলিলেন—(জ্ঞানদেব বলিতেছেন) ইহা আমি নিজে বলিতেছি না; আমি বলিতেছি এই কথা বলিলে শ্রীরঙ্গের উপর দ্বৈতভাবরূপ দোষ আরোপ করা হইবে, সুতরাং ইহা ভগবানেরই কথিত বাক্য; এখন অন্য প্রকারেও 'সৎ' শব্দ সাত্ত্বিক কর্ম্মের পক্ষে উপযোগী হয় (উপকার করে), তাহাই শুন; সৎকর্ম্ম অধিকার অনুসারে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি কোনও কারণে একটি বিষয়ে অঙ্গহীন হয়; তখন, যেমন একটি অবয়বের ন্যূনতায় বা দোষে সমস্ত শরীরের ব্যাপার শ্লথ হয়, কিম্বা, অবিচারের গতি অনেক ভাবে প্রকট হয়;§ তেমনি, 'সৎ' (উত্তম) কর্ম্ম যখন একটি গুণের অভাবে 'অসৎ' কর্ম্মে পরিণত হয়; তখন, 'ওঁকার' ও 'তৎকারের' সাহায্যে 'সৎ' শব্দ এই (খণ্ডিত বা হীন) কর্ম্মের উত্তমরূপে জীর্ণোদ্ধার করে; 'সৎ' শব্দ ঐ কর্ম্মের 'অসৎ' ভাব দূর করিয়া নিজ সত্ত্বের সামর্থ্যে ঐ কর্ম্মে সদ্‌ভাবের যোগ্যতা আনয়ন করে; ঔষধ যেমন রোগের পক্ষে, সাহায্য যেমন ভগ্ন বা পরাজিত লোকের পক্ষে, তেমনি 'সৎ' শব্দ বিভিন্ন[১] কর্ম্মের পক্ষে (সহায়ক) জানিবে (অঙ্গহীন কর্ম্মের ন্যূনতা দূর করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দেয়); (৩৯০) অথবা, কখনও ভুলবশতঃ কর্ম্ম আপন সীমা (বিধিনিয়ম) উল্লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ পথে চলে; পথিক কখনও পথ ভুল করিয়া অন্য পথে চলে, পরীক্ষকও ভ্রমে পতিত হয়,—ব্যাবহারিক জগতে কি এই প্রকার হয় না? সুতরাং যখন কোনও কর্ম্ম অবিচারের জন্য (অনবধানবশতঃ) নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, এবং অসাধুত্বের (নিষিদ্ধ কর্ম্মের) দুর্নাম অর্জ্জন করিবার উপক্রম করে; তখন, হে প্রবুদ্ধ অর্জ্জুন, 'সৎ' শব্দ, অন্য দুটির সঙ্গে প্রযোজিত হইলে, সেই কর্ম্মকে সাধু (নির্ম্মল) কর্ম্মে পরিণত করে; লৌহখণ্ডের সহিত পরশপাথরের ঘর্ষণ, ক্ষুদ্র নদীর সহিত গঙ্গার মিলন, অথবা মৃত ব্যক্তির উপর অমৃতবর্ষণ যেমন হয়; হে বীরেশ, অসাধু কর্ম্মে 'সৎ' শব্দও[২] তেমনি (কল্যাণকারক হয়); অধিক কি বলিব? এই নামের এমনি মহিমা; এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি তুমি এই নামের বিচার কর, তবে এই

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—'কিম্বা যেমন অঙ্গহীন রথের গতি মন্দ হয়;

১ ব্যঙ্গ বা অঙ্গহীন; ২ 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ;

নামই যে কেবল (শুদ্ধ) ব্রহ্ম তাহা তুমি জানিতে পারিবে ; যে স্থান হইতে নামরূপাত্মক দৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হয়, 'ওঁতৎসৎ' উচ্চারণ করিয়া জীব সেখানে পৌছিয়া যায় ; এই স্থানই নির্ব্বিশেষ, অখণ্ড, শুদ্ধ পরব্রহ্ম, এবং এই নামই তাঁহার অন্তর্গত শক্তি বা সামর্থ্যের ব্যঞ্জক (প্রদর্শক) ; পরন্তু আকাশই যেমন আকাশের আশ্রয়, এই নাম এবং নামীর[১] (ব্রহ্ম) মধ্যে তেমনি অভেদ ; (৪০০) আকাশে উদিত হইয়া যেমন রবি আপনাকেই প্রকাশ করে, এই নামের উচ্চারণই তেমনি ব্রহ্ম (স্বরূপ) কে প্রকট করে ; সুতরাং, এই নাম শুধু ত্রিঅক্ষরের সমষ্টি নয়, ইহাকে কেবল (প্রত্যক্ষ, শুদ্ধ) ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, —ইহার প্রীত্যর্থে তুমি যে যে কর্ম্ম করিবে ;

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

সে কর্ম্ম—যজ্ঞই হউক, দানই হউক বা গহন (কঠিন) তপই হউক,—যথাবিধি সম্পন্নই হউক বা অঙ্গহীন হইয়া অপূর্ণ ই থাকুক ; যেমন, পরশমণির কষ্টিপাথরে ঘষিলে সোনা খাঁটি বা খাদসংযুক্ত এরূপ কোনও ভেদ থাকে না (অর্থাৎ পরশের স্পর্শে সবই শুদ্ধ সোনা হইয়া যায়), তেমনি সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মার্পণ করিলে ব্রহ্মরূপই হইয়া যায় ; সমুদ্রে মিশিলে ভিন্ন ভিন্ন নদীকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মার্পণ করিলে কর্ম্মে ন্যূনতা বা পূর্ণতার ভেদ অবশিষ্ট থাকে না—ইহা নিশ্চিত জানিবে ; হে সুবিজ্ঞ পার্থ, এইভাবে আমি তোমাকে ব্রহ্মনামের শক্তি যুক্তিদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছি ; আর, হে বীর, এই নামের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রয়োগের রীতিও তোমাকে উত্তমরূপে বলিয়াছি ; এই নাম এরূপ মহিমাসমন্বিত যে এইজন্যেই ইহাকে ব্রহ্মনাম দেওয়া হয়,—এখন, হে রাজন, তুমি কি ইহার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিয়াছ ? এখন হইতে, এই নামের উপর শ্রদ্ধা যেন তোমার হৃদয়ে দিন দিন বিস্তার লাভ করে, কারণ একবার ইহার উদয় হইলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ; যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে বেদনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত বলিয়া ধরা যায়। (৪১০)

১ অনামী ; অনামা ;

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

এই মার্গ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধার হাত ভাঙিয়া (সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া), দুরাগ্রহের বলবৃদ্ধি করিয়া; যদি কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞও করা হয় বা রত্নে ভরিয়া সমগ্র পৃথিবীকেই দান করা হয়,—একাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া সহস্রসংখ্যক তপও করা যায়; জলাশয়ের নামে সমুদ্রই খনন করা হয়,—কিং বহুনা, এসমস্তই নিষ্ফল হয়; প্রস্তরের উপর বর্ষার জলের ন্যায়, ভস্মে প্রদত্ত আহুতির ন্যায়, কিম্বা, ছায়ার সহিত আলিঙ্গনের ন্যায়; অথবা, হে অর্জ্জুন, আকাশে চপেটাঘাত করার ন্যায়,—এই সমস্ত সমারম্ভ ব্যর্থ হইয়া যায়; ঘানিতে প্রস্তরখণ্ড দিলে যেমন তেল বা খইল বাহির হয় না, তেমনি এইসব কর্ম্মদ্বারা শুধু দারিদ্র্যই লাভ করা যায়; মাটির খাপরীর মোট বাঁধিয়া (বিক্রয়ের জন্য) এখানে-ওখানে ঘুরিলে যেমন বিক্রয় হয় না এবং উপবাসী থাকিয়া মরিতে হয়; তেমনি, এইসব কর্ম্ম আচরণ করিয়া ইহলোকেই সুখভোগ হয় না, তো পরলোকের কি (অপেক্ষা) আশা থাকিবে? সুতরাং, ব্রহ্মনামে শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মেরই (ব্যাপারেরই) অনুষ্ঠান করা হউক না কেন—ইহলোকে বা পরলোকে তাহা কেবল দুঃখদায়কই হয়"; এইভাবে, কলুষনাশন (কলুষরূপ গজসংহারকারী সিংহ), ত্রিতাপ তিমিরহর (সূর্য্য), শ্রীবীরবর, নরহরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; (৪২০) তখন, চন্দ্রমা যেমন চাঁদনীতে লীন হইয়া যায়, অর্জ্জুনও তেমনি অপার আত্মানন্দে নিমগ্ন হইলেন; অহো, সংগ্রাম এমন একটি ব্যাপার যে বাণাগ্রের মাপের দ্বারা জীবিত মনুষ্যের মাংস কাটিয়া কাটিয়া তাহাকে মাপ করে; এইরূপ[১] ঘোর অবস্থায়[২] অর্জ্জুনের আত্মানন্দরূপরাজ্য ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইল? আজ অন্যত্রও ভাগ্যোদয় হইল;[৩] সঞ্জয় বলিলেন—"হে কৌরবরাজ, শত্রুর (অর্জ্জুনের) এই গুণ আমাদের আনন্দ দান করিতেছে, এবং আমাদের সুখপ্রাপ্তির ইনিই গুরু (কারণ); ইনি এইসব প্রশ্ন না করিলে কি ভগবানের হৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইত? আর আমাদেরই বা পরমার্থের দর্শন কি প্রকারে সম্ভব

১ এই সময়ে; ২ কর্ম্মবশে, ৩ এমন ভাগ্যোদয় অন্য কাহারও হয় নাই;

হইত ? আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়িয়াছিলাম, ইনিই আমাদের আত্মজ্ঞানোদয়ের মন্দিরের অভ্যন্তরে আনিয়াছেন ; ইনি আপনার এবং আমার এত গভীর উপকার করিয়াছেন যে (আমাদের) গুরুস্বরূপ হইয়া ব্যাসদেবের সহোদরের ন্যায় হইয়াছেন" ; এই কথা বলিয়া সঞ্জয় আপন মনে চিন্তা করিলেন—"আমি যে অর্জ্জুনের অতিশয় স্তুতি করিতেছি, ইহা এই রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিবে—সুতরাং আর বেশী না বলাই ভাল" ; এইভাবে, তিনি এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, অর্জ্জুন এই সময় শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ; নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—"সে কথা যাহাতে বুঝা যায়§ এমনিভাবে আমিও বলিব, আপনারা শ্রবণ করুন।" (৪৩০)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"তিনি যেমন (প্রশ্ন) করিবেন" ; "তাঁহার প্রশ্নানুসারে" ;

অষ্টাদশ অধ্যায়

হে নির্ম্মল দেব, আপনি আপনার ভক্তের অশেষ কল্যাণ করেন, আপনি প্রভঞ্জন বায়ুর ন্যায় জন্মজরারূপী মেঘমণ্ডলকে নাশ করেন, আমি আপনার জয় গান করিতেছি ; হে প্রবল দেব, আপনি সমস্ত অমঙ্গল সমূলে নাশ করেন, বেদশাস্ত্ররূপ বৃক্ষের ফল প্রদান করেন, আপনার জয় হউক ; হে স্বয়ংপূর্ণ দেব, সংসার ভোগ বাসনাযুক্ত জীবের প্রতি আপনার অশেষ প্রেম, কালের বিচিত্র লীলার আপনিই নিয়ন্ত্রণকারী, হে কলাতীত দেব, আমি আপনার জয় গান করিতেছি ; হে নিশ্চল (অটল) দেব, চঞ্চল চিত্ত গ্রাস করিয়া আপনি স্ফীতোদর হইয়াছেন, আপনি জগৎ উন্মোচন (বিকসিত) করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আপনার জয় হউক ; হে দোষরহিত দেব, আপনি উৎকৃষ্ট অত্যানন্দের স্ফুরণকারী ; [1]অখিল অমঙ্গলের নিরসনকারী, আপনি বিশ্বের মূলাধার, আপনার জয় হউক ; হে স্বয়ংপ্রকাশ দেব, আপনিই এই জগৎরূপ মেঘের আশ্রয়স্বরূপ আকাশ, বিশ্বরূপ ভবনের[2] উৎপত্তির মূল স্তম্ভ, আপনিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারধ্বংসকারী, আপনার জয় হউক ; হে নির্ম্মল শুদ্ধ দেব, আপনি জ্ঞানরূপ[3] অরণ্যের হস্তী (জ্ঞানের অভিমাননাশকারী), শমদমের সাধনায় মদনের অহংকারনাশকারী, হে দয়ার্ণব, আপনার জয় হউক ; হে একস্বরূপ দেব, আপনি কন্দর্পরূপ সর্পের দর্পহারী, আপনি ভক্তের ভাবরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে দীপস্বরূপ, হে সংসারের তাপনাশকারী দেব, আপনার জয় হউক ; হে অদ্বিতীয় দেব, যাহারা পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই আপনার প্রিয়, আপনি ভক্তাধীন[4], ভজনীয়, আপনি মায়াবদ্ধ জীবের অগম্য, আপনার জয় হউক ; হে সদ্‌গুরুরূপী দেব, আপনি কল্পনাতীত হইয়াও কল্পতরু সদৃশ[5], আত্মজ্ঞানরূপ বৃক্ষের বীজের উৎপত্তিস্থান, আমি আপনার জয়গান করিতেছি ; (১০) হে নির্ব্বিশেষ প্রভু, নানা ভাষা বিন্যাস করিয়া আর কত প্রকারে, কি ভাবে আপনার উদ্দেশে স্তুতি রচনা করিব ? আপনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে যত বিশেষণই প্রয়োগ

১ নিত্য সর্ব্বদোষনাশকারী , ২ ভুবন ; ৩ অবিদ্যারূপ ; ৪ মূলে "জয়" "জন" শব্দের অপপাঠ ; ৫ কল্পনাতীত রূপে কল্পতরু ;

করা যাউক না কেন, তাহা দ্বারা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না; ইহা জানিয়াই আমি এই ভাবে বর্ণনা করিতে লজ্জিত হইতেছি; পরন্তু, সমুদ্র আপনার সীমায় আবদ্ধ, এই যে লৌকিক প্রসিদ্ধি তাহা যতক্ষণ না চন্দ্রমার উদয় হয় ততক্ষণই থাকে; সোমকান্তমণি আপনার অঙ্গের আর্দ্রতার দ্বারা চন্দ্রমাকে অর্ঘ্য প্রদান করে না, চন্দ্রমাই স্বয়ং তাহাকে এই কার্য্য করায়; বসন্তের সমাগমে, না জানি কেমন করিয়া, বৃক্ষের অঙ্গে নূতন পত্র ও পল্লব অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠে,—তাহা বৃক্ষ বুঝিতেও পারে না—তাহাতে বাধা দিতেও পারে না; রবিকিরণের স্পর্শে পদ্মিনী কি লজ্জিত হয়? কিম্বা জলের স্পর্শেই লবণ নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়; তেমনি, হে গুরুদেব, আপনাকে স্মরণ করিলেই আমি আত্মবিস্মৃত হই[১]; ভোজনে তৃপ্তি হইলে যেমন উদ্গার উঠিতে থাকে; হে প্রভো, আপনি আমার অবস্থাও তেমনি করিয়াছেন—আমার অহংভাবকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া (দেশছাড়া করিয়া) জিহ্বায় এমন (পঞ্চমহাভূতের) পাগলামির সঞ্চার করিয়াছেন[২] যে আমার বাণী সর্ব্বদা আপনার স্তুতি গান করিতেছে; যদি দেহাভিমান বজায় রাখিয়া আপনার স্তুতি করি, তবে গুণ ও গুণীর মধ্যে সমান ভার আসিয়া যাইবে; তবে, হে প্রভু, আপনি এক রসের (অখণ্ড ব্রহ্মানন্দস্বরূপের) মূর্ত্তি, আপনার মধ্যে গুণ ও গুণীর বিভাগ (ভেদ) কি করিয়া সম্ভব? একটি মুক্তাকে দ্বিখণ্ড করিয়া তাহাকে জোড়া দেওয়া ভাল, না তাহাকে অখণ্ড রাখাই ভাল? (২০) যদি আমাকে আপনার সেবকরূপে কল্পনা করি তবে আপনাকে স্বামী বা প্রভু ভাবে কি করিয়া স্তুতি করিব? এইরূপ উপাধি দ্বারা দূষিত করিয়া কেন বর্ণনা করিব? আর, আপনাকে পিতা বা মাতা বলিয়া স্তুতি করা যাইবে না, কারণ তাহাতে সন্তানের উপাধির দোষ স্পর্শ করিবে; আপনাকে যদি একেবারে 'জগদাত্মা' বলিয়া স্তুতি করি, তবে আপনার ন্যায় জ্ঞানদাতাকে আমার অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়; এইজন্য সত্যসত্যই এই জগতে আপনাকে স্তুতি করিবার কোন পথই দেখিতেছি না—মৌনতা ভিন্ন অন্য কোনও অলঙ্কার আপনার অঙ্গে পরান যায় না; কিছু না বলাই আপনার স্তুতি, কিছু

১ যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হই; ২ বাক্য আপনার স্তুতিরূপ পাগলামি করিতেছে;

না করাই আপনার পূজা, আপনার কাছে কিছু না হওয়াই (অর্থাৎ আপনাতে লীন হওয়াই) আপনার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি; ভ্রমাবিষ্ট লোক যেমন পাগলের ন্যায় কথা বলে, আমার স্তুতিও তেমনি হইতেছে—আপনি মাতার ন্যায় তাহা সহ্য করুন; এখন, আপনি আমার বাক্‌বিন্যাসের উপর গীতার্থরূপী মুদ্রা (ছাপ) এমন ভাবে অঙ্কিত করুন যাহাতে আমার ভাষ্য এই সজ্জন-সভায় মান্য হয়"। তখন শ্রীনিবৃত্তিনাথ বলিলেন—"তুমি বারম্বার একথা বলিও না; লোহার উপর পরশপাথর কতবার ঘষিতে হয়?" তখন জ্ঞানদেব বিনতি-পূর্ব্বক বলিলেন—"অহো, হে দেব, আপনার প্রসাদে আমি এখন গীতার অর্থ বলিব—সেদিকে অবধান করুন; অহো, গীতারূপ রত্নখচিত দেবালয়ের শিখরে যাহা অর্থরূপ চিন্তামণি প্রস্তরে তৈয়ারী কলস, যাহা সর্ব্ব গীতাদর্শনের প্রকাশক (পথপ্রদর্শক); (৩০) ব্যবহারজগতে এমনি হয় যে দূর হইতে কলস দেখিলেই লোকে মনে করে যে দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইল; এ সম্বন্ধেও ঐকথা বলা যায়—যে এই একটি অধ্যায় দ্বারা সমগ্র গীতাশাস্ত্রের অর্থ (দৃষ্ট) প্রকটিত হয়; এই কারণেই আমি বলিতেছি যে বাদরায়ণ ব্যাসদেব এই গীতারূপী মন্দিরের শিখরে অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ কলস স্থাপিত করিয়াছেন; কলস স্থাপনার পর যেমন মন্দির নির্ম্মাণের আর কোনও কাজ বাকি থাকে না, তেমনি এই অষ্টাদশ অধ্যায়েই গীতার সমাপ্তি; ব্যাসদেব স্বভাবতঃই শক্তিশালী সূত্রকার, তিনি বেদরূপ রত্নগিরির উপরে উপনিষদরূপ সমতালভূমি খনন করিয়াছেন; সেখানে ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপী) নানা আকারের অসংখ্য প্রস্তরের টুকরা বাহির হইয়াছে যাহাদ্বারা তিনি এ ভূমির চতুর্দ্দিকে মহাভারতরূপী একটী প্রাকার তৈয়ারী করিয়াছেন; তাহার মধ্যে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের কৌশলে আত্মজ্ঞানরূপ প্রস্তরখণ্ডগুলি ঝাড়িয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়াছেন; নিবৃত্তিরূপ সূত্র ধরিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রের পূর্ণ সহায়তায় মোক্ষের রেখা টানিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (রেখা টানিয়া মোক্ষমন্দিরের পরিকল্পনা আঁকিয়াছেন); এইভাবে মন্দির নির্ম্মাণের কাজ চলিতে চলিতে, পঞ্চাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পনেরটি স্তরে প্রাসাদটি (মোক্ষমন্দির) সম্পূর্ণ হইল; উপরে ষোড়শ অধ্যায় তাহার গ্রীবাঘণ্টার গম্বুজ, এবং সপ্তদশ অধ্যায় তাহার কলসের বৈঠক; (৪০) সেই বৈঠকের উপর অষ্টাদশ অধ্যায় রূপ কলসটি বসান হইয়াছে, এবং তাহার উপরে

গীতারূপ ব্যাসদেবের ধ্বজা উড়িতেছে ; সুতরাং পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি মন্দিরের মঞ্জিলরূপে একটির উপর আর একটি বসান হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ে তাহারা নিজ অঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে ; (মন্দিরের) কাজ শেষ হইলে তাহা গোপন না রাখিয়া (শিখরস্থ) কলস কার্য্যের সমাপ্তি প্রকট করে, তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়টি গীতারহস্য আদ্যন্ত প্রকটিত করিতেছে ; এইভাবে, কৌশলী ব্যাসদেব গীতামন্দিরটি রচনা করিয়া নানা প্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন (সংরক্ষণ) করিয়াছেন ; কেহ কেহ বাহিরে গীতা জপ (পাঠ) করিতে করিতে মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে, কেহ বা গীতাশ্রবণ-রূপ মন্দিরের ছায়াতলে বিশ্রাম করে ; কেহ বা অবধানরূপ তাম্বূল ও দক্ষিণা লইয়া অর্থজ্ঞানের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ; তাহারা আত্মবোধের সহায়তায় আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করে ; পরন্তু ইহাদের সকলেরই মোক্ষমন্দিরে প্রবেশ করিবার সমান যোগ্যতা আছে + ; এইভাবে গীতারূপ বৈষ্ণব মন্দিরে এই অষ্টাদশ অধ্যায়টি উজ্জ্বল কলসস্বরূপ,—সমস্ত ভেদ (রহস্য) স্মরণে রাখিয়া আমি ইহা বলিয়াছি ; এখন সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলির পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহাই এমনভাবে বলিতেছি যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ; দুটি (স্ত্রী ও পুরুষের) আকার ত্যাগ না করিয়া যেমন এক শরীরে অর্দ্ধনারীনটেশ্বরমূর্ত্তি পূর্ণ[১] দেখায় ; (৫০), কিম্বা, গঙ্গা ও যমুনার জল,—প্রবাহের বিচারে পৃথক দেখাইলেও, যেমন জলত্বের বিচারে একই ; অথবা, দিনের পর দিন চন্দ্রবিম্বের উপর কলাবৃদ্ধি হইলেও যেমন চন্দ্রে কোনও ভিন্নতা[২] হয় না ; তেমনি, পৃথক চারটি চরণের জন্য প্রত্যেকটি শ্লোক শ্লোকের[৩] ন্যায় দেখায়, অধ্যায়ভেদে অধ্যায়গুলিও পৃথক মনে হয় ; পরন্তু, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অর্থের কোনও পৃথক স্বরূপ নাই,—ভিন্ন ভিন্ন রত্নমণি যেমন একই সূত্রে গ্রথিত হয় ; অনেকগুলি মুক্তা একত্রে গাঁথিলে যেমন একটি একনরী মালা হয়, পরন্তু তাহাদের রূপ এক-ভাবেই শোভা পায় ; ফুল হইতে ফুলের মালা তৈয়ারী করিলে তাহাদের

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"ধনী ব্যক্তির গৃহে পংক্তিভোজনে বসিলে যেমন উপরের ও নীচের পংক্তির লোক একই পকান্ন পায়, তেমনি গীতাশ্রবণে, অর্থগ্রহণে ও পঠনে সবারই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।"

১ রূপে ; ২ পৃথক লেপ ; ৩ পৃথক শ্লোকের ন্যায় ;

সংখ্যা বাড়ে কিন্তু উহাদের সুগন্ধ একই (তাহা মাপ করিতে দুটি অঙ্গুলীর দরকার হয় না), শ্লোক ও অধ্যায়ের মধ্যেও ঐ প্রকার সম্বন্ধ জানিবে ; গীতায় সাতশত শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায় আছে, পরন্তু, ভগবান যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা একই,—তাহাতে দ্বিত্ব (বিভিন্নতা, বৈষম্য) নাই ; আমিও তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ ত্যাগ না করিয়া গ্রন্থার্থ প্রতিপাদন করিয়াছি, এই অধ্যায়ও আমি আপনাদের বুঝাইবার জন্য সেইভাবেই বলিতেছি, আপনারা শুনুন ; সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইবার সময়, শেষ শ্লোকে ভগবান এইভাবে বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মনামে শ্রদ্ধা না রাখিয়া যে কর্ম্মের আচরণ করা হয় তাহা অসৎ (অশাশ্বত) বা ব্যর্থ হয়" ; (৬০) শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন আনন্দে দুলিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন, "ভগবান কর্ম্মনিষ্ঠাকেই মূল[১] বলিয়াছেন—এইরূপ মনে হয় ; (কিন্তু) যে সব অজ্ঞানান্ধ বেচারী জীব ঈশ্বরের স্বরূপ জানে না, তাহারা এই ব্রহ্মনামের কি বুঝিবে ? আর, রজঃ ও তমের নাশ হইলে যে সামান্য সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মনামের নাগাল পাইবে কি করিয়া ? ঐ অবস্থায়, শস্ত্র (ভল্ল) কে আলিঙ্গন করা, বা রজ্জুর উপর দৌড়ান, বা নাগিনীর ফণার সহিত খেলা করা যেমন প্রাণঘাতক হয়§ ; তেমনি, কর্ম্ম অত্যন্ত দুর্ব্বার (দুস্তর),—অনন্ত জন্মান্তরের ন্যায় দুস্তর সঙ্কট এই কর্ম্মের মধ্যে আছে (কর্ম্মই জন্মমৃত্যুর কারণ) ; দৈবযোগে যদি কর্ম্ম সরল হয় (ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়) তবে তাহা জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্যতা আনয়ন করে,—নতুবা ঐ কর্ম্মের দ্বারা নরক= প্রাপ্তি হয় ; কর্ম্ম সাঙ্গ হইবার পথে অনেক প্রকার বাধা উপস্থিত হয়, এই অবস্থায় কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কি প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে ? এইজন্য কর্ম্মের ন্যূনতা হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ করিবে,—অব্যঙ্গ (দোষরহিত) সংন্যাসই গ্রহণ করিবে, যাহাতে কর্ম্মবাধার (বন্ধনের) ভয়মাত্র নাই, যাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যাহা জ্ঞানের আবাহনমন্ত্র, জ্ঞানরূপ ফসল উৎপন্ন করিবার উত্তম ক্ষেত্র,—কিম্বা যাহা জ্ঞানকে আকর্ষণ করিবার

১ নির্মূল ; দোষের ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ প্রায় একই—"নাগিনীর সহিত খেলা পরিহার করিতে হয়" ;

সূত্র-তন্তু (রজ্জু); (৭০) এই দুইটি—'সংন্যাস' ও 'ত্যাগ'—অনুষ্ঠান করিয়া জগতের লোক মুক্ত হয়,—এখন ইহাদের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ভগবানকে প্রশ্ন করিব" ; এইভাবে, মনে মনে চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন 'ত্যাগ' ও 'সংন্যাস' ব্যবস্থার স্পষ্টীকরণের জন্য প্রশ্ন করিলেন ; ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে ; এইভাবে, কার্য্য-কারণ নিয়মানুসারে এক অধ্যায় হইতে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্ম হয়,—এখন অর্জ্জুন যে উত্তম প্রশ্ন করিলেন তাহাই শুনুন ; পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন ভগবানের কথা শেষ হইল মনে করিয়া অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিলেন ; বাস্তবিক পক্ষে, তত্ত্বসিদ্ধান্তের বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হইল, পরন্তু, ভগবান যে তাঁহার কথা বন্ধ করিলেন, তাহা অর্জ্জুনের সহ্য হইল না ; বৎস (দুগ্ধ পান করিয়া) তৃপ্ত হইলেও চায় না যে তাহার ধেনুমাতা দূরে যায়,—এক-নিষ্ঠ প্রেমের ইহাই রীতি ; যে পরম প্রিয়, তাহার সহিত বিনা কাজেই কথা বলিবে, দেখা হইলেও পুনরায় দেখিতে চাহিবে, প্রিয় বস্তু উপভোগ করিবার সময়ও তাহার প্রতি অনুরাগ দ্বিগুণ বাড়িবে ; ইহাই প্রেমের লক্ষণ,—আর পার্থ তো প্রেমেরই মূর্ত্তি : এই জন্য ভগবান মৌনাবলম্বন করিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইল ; আর, দর্পণে যেমন নিজের রূপ দেখা যায় তেমনি অর্জ্জুন কথোপকথনের ছলে সেই পারমার্থিক বস্তুর দর্শনসুখ উপভোগ করিতে-ছিলেন—যাহা ব্যাবহারিক জগতে দুর্লভ ; (৮০) এখন এই 'সংবাদ' (সম্ভাষণ) বন্ধ হইলে যে বস্তু উপভোগ করিতেছিলেন তাহাও বন্ধ হইবে—আত্মসুখে বিভোর অর্জ্জুন তাহা কি করিয়া সহ্য করিবেন ? এইজন্য, 'ত্যাগ' ও 'সংন্যাস' এই দুটি বিষয়কে নিমিত্ত করিয়া গীতারূপী বস্ত্রের ভাঁজ পুনরায় খুলিলেন ; ইহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় নহে, ইহা এক-অধ্যায়ী গীতাই—বৎস, যখন নিজে মাতা গাভীর দুগ্ধ দোহন করে, তখন কি কোনও দেরী হয় ? তেমনি, গীতা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুন তাহার পুনরাবৃত্তি করাইলেন —সেবক প্রশ্ন করিলে প্রভু কি তাহার উত্তর দেন না ?

অর্জ্জুন উবাচ—

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

পরন্তু, যথেষ্ট হইয়াছে ; এখন অর্জ্জুন বিনতি করিয়া বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—"হে দেব, আপনি অবধান করুন ; হে প্রভো, 'সংন্যাস' ও 'ত্যাগ' এ দুটি শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, যেমন 'সংঘাত' (সম্বন্ধ) ও 'সঙ্গ' দ্বারা 'সঙ্গ'ই বুঝায় ; তেমনি, 'ত্যাগ' ও 'সংন্যাস' এ দুটি শব্দ দ্বারা কেবল ত্যাগই সূচিত হয়, ইহাই আমার মনে হয় ; পরন্তু ইহাদের অর্থে যদি কোনও প্রভেদ থাকে, তবে, হে দেব, আপনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলুন"—তখন শ্রীমুকুন্দ বলিলেন—"হাঁ, এ দুটি শব্দের অর্থ ভিন্নই বটে ;

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

বস্তুতঃ, হে অর্জ্জুন, তোমার মনে 'ত্যাগ' ও 'সংন্যাস' এই দুটি একার্থ-বোধক হইতেছে, তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি ; এদুটি শব্দদ্বারা নিশ্চিত-ভাবে 'ত্যাগ'ই সূচিত হইতেছে, পরন্তু, ইহাদের অর্থভেদের কারণ এই ; (৯০) —যখন সর্ব্বতোভাবে (নির্ম্মূল করিয়া) কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে 'সংন্যাস' বলে, আর ফলমাত্র (কর্ম্মের ফলাশা) ত্যাগ করিলে তাহাই 'ত্যাগ' ; পরন্তু, কোন্ কর্ম্মের ফলত্যাগ করা উচিত, আর কোন্ কর্ম্ম[১] একেবারেই ত্যাজ্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ; বনে ও পর্ব্বতের উপর অসংখ্য অসার ঝোপঝাড় আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়§—ধান্যের ফসল কিম্বা উত্তম বাগান কিন্তু তেমনিভাবে আপনা-আপনি তৈয়ারী হয় না ; বিনা বপনেই প্রচুর পরিমাণে তৃণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যেমন ধান্যের চারা উৎপন্ন হয় না ; কিম্বা, শরীর সহজভাবে বাড়িতে থাকে, পরন্তু অলঙ্কার উদ্যোগ (পরিশ্রম) করিয়া গড়াইতে হয়— নদীর জল আপনা হইতেই পাওয়া যায়, কিন্তু কূপ খনন করিতে হয় ;

১ মর্ম্ম (কর্ম্মের) ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"অসংখ্য ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়" ; "অসার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া ঝুলিয়া পড়ে" , "অসার ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়" ,

তেমনি, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পরন্তু কর্ম্মের যদি ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে সেই কর্ম্ম কামিক (কাম্য) কর্ম্মই হইবে না (সুতরাং বন্ধনকারক হয় না); উৎকট কামনার প্রেরণায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—যথা অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান; পুষ্করিণী বা কূপ খনন, উদ্যান নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণকে ভূমি বা গ্রামদান এবং অন্য অনেক প্রকারের ব্রতানুষ্ঠান; এইরূপ ইষ্ট (শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞাদি) কর্ম্ম ও পূর্ত্ত (জনহিতকর) কর্ম্মসকল, যাহারা কামনামূলক (সকাম),—তাহাদের অনুষ্ঠান কর্ত্তার পক্ষে বন্ধন-কারক হয় এবং তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করায়; হে ধনঞ্জয়, যেমন শরীররূপ গ্রামে আসিলে জন্মমৃত্যুর উৎসব এড়ান যায় না; (১০০) কিম্বা, ললাটের লিখন কোনমতেই খণ্ডান যায় না,—শরীরের কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণ ধুইয়া বদ্‌লান যায় না; তেমনি কাম্য কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয় ('ফল ভোগের জন্য ধরণা দিয়া বসে')—ঋণ পরিশোধ না করিলে যেমন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না; কিম্বা, হে পাণ্ডুসুত, কামনা না করিয়াও যদি অকস্মাৎ কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়,—তবে যুদ্ধ না করিলেও ভোঁতা বাণে যেমন আঘাত লাগে; গুড় না জানিয়া মুখে দিলে যেমন মিষ্ট লাগে, ভস্ম মনে করিয়া অগ্নি স্পর্শ করিলে যেমন পুড়িয়া যায়; তেমনি, কাম্য কর্ম্মের (ফলভোগ করাইবার) এক স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে,—এইজন্য মুমুক্ষুদের কৌতুক করিয়াও এই কর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে; বেশী কি বলা যায়? হে পার্থ, বিষ যেমন বমন করিয়া ফেলিতে হয়, কাম্য কর্ম্মকে তেমনি ভাবে ত্যাগ করা উচিত; এই ত্যাগকে জগতে 'সংন্যাস' আখ্যা দিয়াছে"—সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন; (তিনি বলিলেন) "যেমন ধন ত্যাগ করিলে ভয় চলিয়া যায়, তেমনি কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কামনার সমূল নাশ হয়; চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের সময়ে যে সব পার্ব্বণ কর্ম্ম করিতে হয়, কিম্বা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের তিথিতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়§; অথবা, কোনও অতিথি গৃহে আসিলে (তাহার আদর সৎকারের জন্য) যে সব কর্ম্ম করিতে হয়, সেই সব কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া জানিবে; (১১০) বর্ষাকালে যেমন গগন ক্ষুব্ধ হয়, বসন্তে যেমন

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই।

বনশোভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়,—যৌবনাবস্থায় যেমন দেহের শৃঙ্গার (সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি) হয় ; কিম্বা, যেমন চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্রের কিরণে দ্রবীভূত হয়, সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন কমল বিকসিত হয়,—এই সব উদাহরণে মূল বস্তুরই বিস্তার হয়, পৃথক কিছু উৎপন্ন হয় না ; তেমনি, নিত্যকর্ম্মে যখন নৈমিত্তিকের নিয়ম আসিয়া লাগে, তখন তাহাকে 'নৈমিত্তিক' এই বড় নামে অভিহিত করা হয় ; আর, সায়ংকালে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে যে কর্ম্ম প্রতিদিন করণীয়,—পরন্তু চক্ষুর দৃষ্টি যেমন 'অধিক' (বাহিরের) কিছু নহে ; কিম্বা, কিছু না করিয়াও, পদদ্বয়ে চলিবার সামর্থ্য (গতি) যেমন স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়, অথবা দীপবিম্বেই যেমন দীপ্তি থাকে ; বাহিরের সুগন্ধ না লাগাইয়াই চন্দনে যেমন সৌরভ থাকে, তেমনি যে সব কর্ম্ম অধিকারেরই রূপ গ্রহণ করে (অর্থাৎ স্বাধিকারেই যাহা অনুষ্ঠিত হয়) ; হে পার্থ, এই সব কর্ম্মকেই লোকে নিত্যকর্ম্ম বলে—আমি তোমাকে 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' এই দুই প্রকার কর্ম্মেরই লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; যেহেতু এই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া করিতে হয়, কেহ কেহ ইহাদের নিষ্ফল বলিয়া থাকে ; পরন্তু ভোজনে যেমন তৃপ্তিও হয়, ক্ষুধাও যায়, তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ফলপ্রাপ্তি হয় ; খাদসংযুক্ত সোনা জ্বালাইলে তাহার খাদ নষ্ট হয় এবং তাহার কস বাড়ে, এই সব কর্ম্ম হইতেও সেই প্রকার ফলপ্রাপ্তি হয়—জানিবে ; (১২০) কারণ (এই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) প্রত্যবায় (দোষ) দূর হয়, স্বাধিকার অধিকতর ভাবে (প্রকাশিত) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহা হইতে সদ্গতি হাতেহাতেই পাওয়া যায় ; নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতে এই প্রকার প্রচুর ফল-প্রাপ্তি হইলেও—মূলা নক্ষত্রে জাত সন্তানের ন্যায়, তাহা ত্যাগ করা উচিত ; (বসন্ত ঋতুর আগমনে) সমস্ত লতার শ্রীবৃদ্ধি হয়, আম্রবৃক্ষের নবপল্লব ফুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু বসন্ত ঋতু তাঁহা স্পর্শ না করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ; তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রতি অবহিত হওয়া উচিত, পরন্তু ঐ কর্ম্মের সমস্ত ফল বমনের ন্যায় ত্যাগ করিবে ; এই কর্ম্মফলত্যাগকে জ্ঞানী পুরুষগণ 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন ; এই ভাবে 'ত্যাগ' ও 'সংন্যাসের' স্বরূপ তোমাকে শুনাইলাম ; এই প্রকার সংন্যাস হইলে কাম্য কর্ম্ম বন্ধনকারক হইতে পারে না ; নিষিদ্ধ

কর্ম তো নিষেধের জন্য স্বভাবতঃই ত্যাজ্য ; আর, মস্তক কাটিয়া ফেলিলে যেমন অন্য অঙ্গ নির্জীব হইয়া পড়িয়া যায় তেমনি কর্মফলত্যাগের দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক কর্মও আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যায় ; ধান্য পাকিলে যেমন শস্যের পত্রাদি শুকাইয়া ফসল হস্তগত হয়, তেমনি কর্মফল নষ্ট হইলে আত্ম-জ্ঞান আপনা-আপনিই আসিয়া পৌঁছায় ; এই যুক্তিতে (কর্মফলের) 'ত্যাগ' ও (কাম্য কর্মের) 'সংন্যাস' এই দুইটি যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা-আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির অধিকার (যোগ্যতা) অর্জন করেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

পরন্তু যাহারা এই রীতি ত্যাগ করিয়া আন্দাজে বা অনুমান দ্বারা ত্যাগের আচরণ করে, তাহাদের ত্যাগ হয় না, বরং তাহারা অধিকাধিক কর্মের জালে জড়াইয়া পড়ে ; (১৩০) রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রদান করিলে, তাহা পরিণামে বিষতুল্য হইতে পারে—কিম্বা অন্নগ্রহণ না করিলে কি ক্ষুধায় মৃত্যু হইতে পারে না ? এইজন্য যাহা ত্যাজ্য নহে, তাহা কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে, আর যাহা ত্যাজ্য, তাহার প্রতি লোভ করা কর্তব্য নহে ; ত্যাগের যুক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্বত্যাগ করিলেও তাহা বোঝা স্বরূপ হয়—বীতরাগ (বৈরাগ্যশীল) ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ কর্মের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করেন (কখনই নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করেন না) ; কেহ কেহ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না—তাহারা সমস্ত কর্মকেই বন্ধক বলে—যেমন কোনও ব্যক্তি নিজে উলঙ্গ হইয়া জগতের সবাইকে ঝগড়াটে বলে ; কিম্বা, হে ধনঞ্জয়, যেমন জিহ্বা-লম্পট রোগী (যাহার জিহ্বার কখনও তৃপ্তি হয় না) সর্বপ্রকার অন্নের দোষ ধরে, অথবা যেমন কুষ্ঠরোগী (অঙ্গের উপর উপবিষ্ট) মক্ষিকার উপর ক্রুদ্ধ হয় ; তেমনি, ফলকামী দুর্বলচেতা মনুষ্য বলে 'কর্মই দোষযুক্ত' এবং সর্ব কর্মই ত্যাজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রচার করে ; কেহ কেহ বলে 'যাগযজ্ঞাদি কর্ম করাই আবশ্যক, কারণ ইহা ভিন্ন শোধক আর কিছুই নাই (চিত্তশুদ্ধির দ্বিতীয় সাধন নাই) ; যদি চিত্তশুদ্ধির পথে জগতে বিজয়লাভ করিতে হয়, তবে কর্মাচরণে আলস্য করা উচিত নহে ; সোনা শোধন করিতে হইলে যেমন অগ্নির তাপ সহ্য করিতে হয়, কিম্বা দর্পণকে স্বচ্ছ করিতে হইলে যেমন অধিক

পরিমাণে ধূলা দ্বারা ঘষিতে হয়; অথবা, বস্ত্র নির্ম্মল করিবার ইচ্ছা হইলে, যেমন ধোবীখানার ভাটীর মলিনতা সহ্য করিতে হয়; (১৪০) তেমনি, ক্লেশকারক বলিয়া কর্ম্মকে অবহেলা করা উচিত নহে,—কিম্বা, রন্ধন বিনা কি উত্তম (সুস্বাদু) অন্ন লাভ হয়?' এই সব কথা বলিয়া কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই বুদ্ধি দেয় (কর্ম্ম করাই উচিত এই সিদ্ধান্ত করে)—এইভাবে 'ত্যাগ' বিসংবাদের (বাদানুবাদের) বিষয় হইয়াছে; পরন্তু এখন বিসংবাদ দূর করিয়া 'ত্যাগ' সম্বন্ধে যাহাতে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তেমনি ভাবে আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি অবধান কর।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

হে পাণ্ডব, ত্যাগ তিন প্রকারের জানিবে; এই ত্রিবিধ ত্যাগের লক্ষণগুলি আমি পৃথকভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি; যদিও বলিয়াছি যে ত্যাগ তিন প্রকারের, তাহার সার তাৎপর্য্য এইরূপ জানিবে; আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার বুদ্ধি যাহা সঠিক বলিয়া নিশ্চিতভাবে মানে প্রথমে তাহাই[১] বিচার কর।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

আপনার মুক্তির জন্য যে মুমুক্ষু সর্ব্বদা জাগ্রত, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে এই একটি কার্য্য করিতে হয়; পথিক যেমন পথ চলা বন্ধ করে না, তেমনি যজ্ঞ, দান, তপাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে; হারাণ বস্তু পাইতে হইলে যেমন যতক্ষণ তাহা না পাওয়া যায় ততক্ষণ খুঁজিতে হয়,—কিম্বা, তৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন অন্নের থালা দূরে সরান যায় না; তীরে পৌছিবার পূর্ব্বে যেমন নৌকা ত্যাগ করা যায় না, ফল লাগিবার পূর্ব্বে যেমন কদলীবৃক্ষ কাটিয়া ফেলা[২] উচিত নহে, কিম্বা, রক্ষিত বস্তু দৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন দীপ নির্ব্বাণ করা যায় না; (১৫০) তেমনি,

[১] সেই তত্ত্বই; [২] ত্যাগ করা;

আত্মজ্ঞানবিষয়ে একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাগাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া উচিত নহে; স্বাধিকারানুসারে প্রত্যেকেরই যজ্ঞ, দান, তপাদি কর্ম্ম বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত আচরণ করা উচিত; যত শীঘ্র চলিবে, তত শীঘ্র উদ্দিষ্টস্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে, তেমনি, অধিক পরিমাণে কর্ম্মের আচরণ করিলে, নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায়; অধিকতর আগ্রহে ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধি হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়; তেমনি, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি যথাবিধি তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠান করিলে রজো ও তমোগুণ সমূলে নাশ হয়; সোনায় বারম্বার[১] (ক্ষারের) পুট দিলে শীঘ্র শীঘ্র খাদ জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এবং সোনা নির্দ্দোষ (খাঁটি) হয়; তেমনি, নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা রজঃ ও তমকে সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দেয়, এবং শুদ্ধ সত্ত্বের মন্দিরের দর্শনপ্রাপ্তি করায়; এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, সত্ত্বশুদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্ম তীর্থের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে§; +মরুপ্রদেশে উষ্ণবায়ুর ঝলকা[২] যেন তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে অমৃত পান করাইল, কিম্বা অন্ধের নেত্রে যেন সূর্য্যের তেজ আসিয়া গেল, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যেন নদীই বাঁচাইবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল, পড়িবার মুখে স্বয়ং ধরিত্রীই করুণার্দ্র হইয়া ধরিয়া ফেলিলেন,—মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তিকে যেন মৃত্যুই আয়ুঃ প্রদান (বৃদ্ধি) করিল; (১৬০) হে পাণ্ডুসুত, তেমনি কর্ম্মই মুমুক্ষু পুরুষকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করে—রসায়ন সেবন করিয়া যেমন মৃত্যুপথ-যাত্রী বিষ হইতে রক্ষা পায়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মানুষ্ঠানের এক বৈশিষ্ট্য (কৌশল) এই যে বন্ধক হইয়াও ইহা মুক্তি প্রদান করিবার মুখ্য সাধন হয়।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

১ একের পর এক;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

+ এই স্থলে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"তীর্থের জলে বাহ্য মলিনতা ধৌত হয়, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্তর উজ্জ্বল (নির্ম্মল) হয়, এইভাবে সৎকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থস্বরূপ হয়;

এখন, হে কিরীটি, কর্ম্মের দ্বারা কি করিয়া কর্ম্মের নাশ হয় ('কর্ম্ম কি কি করিয়া কর্ম্মের উপর রুষ্ট হয়'), সেই কৌশলের কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব; (পঞ্চ) মহাযজ্ঞাদি প্রমুখ কর্ম্ম নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও কর্ম্মকর্ত্তার মনে কর্ত্তৃত্বের অভিমান উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে; (অপরের) পয়সা খরচ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলে কোনও লোকের মনে 'আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি' বলিয়া আত্মশ্লাঘাজনিত সন্তোষ হয় না; কিম্বা কোনও সমর্থ ব্যক্তির আজ্ঞায় যদি কেহ একটি রাজাকে ধরিয়া ফেলে, তবে 'আমিই রাজাকে জয় করিয়াছি' এমন গর্ব্ব যেমন তাহার মনে উদয় হয় না; অপরের কোমর ধরিয়া নদী পার হইলে কাহারও মনে সাঁতারুর অহঙ্কার হয় না;—(যজমানের নির্দ্দেশে দান করিয়া) পুরোহিতের মনে এই অভিমান হয় না যে 'আমিই দাতা'; তেমনি কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার না রাখিয়া কৃত্য কর্ম্মগুলি যথাসময়ে যথাবিধি সম্পূর্ণ করিবে; আর, হে পাণ্ডব, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে মনে কোনও ইচ্ছা বা আশা উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে; হে ধনঞ্জয়, প্রথম হইতেই ফলের আশা ত্যাগ করিয়া (নিষ্কামভাবে). কর্ম্ম আরম্ভ করিবে—যেমন ধাত্রী পরের সন্তানকে (নির্বিকারভাবে) দেখে; (১৭০) ফলের আশা করিয়া যেমন কেহ পিপুল বৃক্ষে জল সেচন করে না, তেমনি ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে; রাখাল যেমন দুধের আশা ত্যাগ করিয়া গ্রামের সমস্ত ধেনুগুলি একত্র করিয়া চরাইতে লইয়া যায়, কিং বহুনা, কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তেমনি করিবে; এই যুক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিলে আপনা হইতেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়; অতএব ফলের আকাঙ্ক্ষা ও দেহাভিমান (কর্ত্তৃত্বের অভিমান) ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের আচরণ করিবে—ইহাই আমার সর্ব্বোত্তম আদেশ; যাহারা জীববন্ধনকে (জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে) ঘৃণা করে এবং আপনার মুক্তিকামী, তাহাদের পুনঃ পুনঃ আমি এই কথাই বলি যেন আমার আদেশ উল্লঙ্ঘন না করে।

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭

অন্ধকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন কেহ নিজের চক্ষুর মধ্যে নখ ঢুকাইয়া দেয়, তেমনি কর্ম্মদ্বেষে (বন্ধক কর্ম্মের উপর রাগ করিয়া) যে সমস্ত কর্ম্মই

ত্যাগ করে; তাহার কর্মত্যাগকে আমি 'তামস' ত্যাগ বলি—মাথাব্যথায় যেমন কেহ নিজের মাথাই কাটিয়া ফেলে (ইহাও তেমনি); রাস্তা খারাপ (দুস্তর) হইলে কোন রকমে পা চালাইয়া পার হইতে হয়—পথের দোষের জন্য কি নিজের পা কাটিয়া ফেলিতে হইবে? ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে যদি খুব গরম অন্ন দেওয়া হয়, এবং সে বুদ্ধিমানের ন্যায় ব্যবহার না করে, তবে কি তাহাকে উপবাস করিতে হয় না? তেমনি, কর্মের বন্ধকত্ব দোষ কর্মের যৌক্তিক আচরণের দ্বারাই নষ্ট করা যায়—ভ্রমে মোহগ্রস্ত হইয়া তামস ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে পারে না; (১৮০) কারণ, স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের ত্যাগে যে কর্ম আসিয়া পড়ে, তাহারা তাহাও ত্যাগ করে, পরন্তু তুমি যেন কখনও এরূপ তামস ত্যাগকে স্পর্শও করিও না।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

অথবা, নিজের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কোন্ কর্ম তাহার পক্ষে বিহিত কর্ম তাহা বুঝিতে পারে, পরন্তু কর্মের কঠোরতা তাহাকে ঐ কর্মে বিমুখ করে; কর্মের প্রারম্ভে কিছুক্ষণের জন্য ঐ কর্ম কঠিন মনে হয়—যেমন নিজের ভোজ্য অন্নের পাত্র লইয়া যাইবার সময় ভারী বোধ হয়; নিম যেমন জিহ্বায় তিক্ত লাগে, হরীতকীর স্বাদ প্রথমে কষায় হয়, তেমনি কর্মের আরম্ভ[১] কঠিন হয়; গাভীর যেমন ভয়ঙ্কর (দুরন্ত) শিং থাকে, সেবন্তী ফুলের অঙ্গ যেমন কণ্টকাকীর্ণ, স্বয়ং পাক করিতে গেলে যেমন ভোজনসুখ মহার্ঘ্য হয়; তেমনি অনেক সময় আরম্ভকালে কর্ম অতি কঠোর মনে হয় এবং এইজন্য ঐ কর্মের অনুষ্ঠানে শ্রম হয়, মানি; কিন্তু বিহিত কর্ম মনে করিয়া সে কর্ম আরম্ভ করে, পরে কষ্টকর বলিয়া জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় ঐ কর্ম পরিত্যাগ করে; বলে—'অনেক ভাগ্যে দেহরূপ (অমূল্য) বস্তু পাইয়াছি, এখন পাপীর ন্যায় কর্মাচরণ করিয়া তাহাকে কেন ক্লেশ প্রদান করিব?' 'কর্ম করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, বরং আজ যে ভোগ (ঐশ্বর্য্য) হাতের মধ্যে আসিয়াছে তাহাই কেন উপভোগ

১ অগ্রভাগ;

করিব না?' হে বীরেশ, এইরূপ শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ করা হয়—শুনিয়া রাখ—তাহাকে 'রাজস' ত্যাগ বলে; (১৯০) বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতেও কর্ম্মত্যাগ হয়, পরন্তু তাহাদ্বারা ত্যাগের ফলপ্রাপ্তি হয় না—যেমন যে ঘৃত উথলিয়া অগ্নিতে পড়ে তাহাদ্বারা হোম হয় না; কিম্বা, যে জলে ডুবিয়া মরে, তাহার অর্দ্ধোদকী মৃত্যু (জলসমাধি) হইয়াছে বলা যায় না,—তাহার অপঘাত মৃত্যুই হয়; তেমনি, যে দেহের প্রীতির জন্য কর্ম্মত্যাগ করে ('কর্মের উপর জল ঢালিয়া তিলাঞ্জলি দেয়') সে সত্যই ত্যাগের ফল লাভ করে না; বেশী কি বলিব, সূর্য্যোদয় যেমন নক্ষত্রগুলিকে গিলিয়া খায়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে—যে কর্ম্মত্যাগ হইতে অজ্ঞানসহ ক্রিয়ার লোপ হয়, তাহা হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; হে অর্জ্জুন, অজ্ঞানবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না—সুতরাং এই প্রকার রাজস ত্যাগ দ্বারা সঠিক কর্ম্মত্যাগ হয় না জানিবে;

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

কোন্ প্রকারের ত্যাগ দ্বারা মোক্ষফল নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর; স্বাধিকার অনুসারে যে কর্ম্ম স্বাভাবিকভাবে নিজের ভাগে আসিয়া যায়, তাহা সুন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে আচরণ করে; পরন্তু, 'আমিই এই কর্ম্ম করিতেছি' এই প্রকার ভাবনা মনেও আসিতে দেয় না, এমনিভাবে ফলের আশার উপর জল ঢালিয়া দেয় (ফলাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে); হে অর্জ্জুন, দেখ, মাতাকে অবজ্ঞা করা ও তাঁহার প্রতি কামভাব পোষণ করা—এ দুটিই অধঃপাতের (নরকপ্রাপ্তির) কারণ হয়; (২০০) এইজন্য এই দুটিই বর্জ্জন করিয়া মাতার সেবা করা উচিত, —গাভীর মুখ অপবিত্র বলিয়া কি সমগ্র গাভীটিকেই ত্যাগ করিতে হয়? যে ফল অত্যন্ত প্রিয় তাহার ছাল এবং আঁঠী অসার বলিয়া কি কেহ ফলটিকেই ফেলিয়া দেয়? তেমনি কর্ত্তৃত্বের 'মদ' (অভিমান) ও কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা (লোভ) এই দুইটিই কর্মের বন্ধনকারক হয়; পিতা যেমন নিজের কন্যাকে স্পর্শ করে না, তেমনি এই দুটি বিষয়ে যদি সাবধান হওয়া যায়, তবে বিহিত ক্রিয়া মনুষ্যের দুঃখের কারণ হয় না; এই ত্যাগরূপ মহান তরুবর মোক্ষরূপ

ফল প্রসব করে, এবং জগতে ইহাই 'সাত্ত্বিক' ত্যাগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; বীজ জ্বালাইয়া ফেলিলে বৃক্ষ যেমন নির্ব্বংশ হয়, তেমনি ফলত্যাগ করিয়া যে কর্মত্যাগ করিয়াছে—;

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

পরশমণির স্পর্শমাত্রেই যেমন লোহার ঘৃণিত কালিমা (কাল রং) নষ্ট হয়, তেমনি তাহার রজঃ ও তমোগুণ এ ছুটিই নষ্ট হইয়া যায়; আর শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাবে আত্মবোধের দৃষ্টি খুলিয়া যায়—তখন সন্ধ্যাকালে যেমন মৃগজল অদৃশ্য হয়; তেমনি বুদ্ধি আদির সম্মুখে এই অসৎ (অশাশ্বত) বিশ্বাভাস আকাশের স্থায় অদৃশ্য হয়; সেইজন্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভাল বা মন্দ যে কর্ম্মই প্রাপ্ত হউক না কেন,—তাহা, আকাশের মেঘ যেমন মিলাইয়া যায়; (২১০) তেমনি, হে কিরীটি, তাহার দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মই দৃষ্টির স্থায় (নির্ম্মল) হইয়া যায়;* এইজন্য তাহাতে সুখদুঃখ উঠিতে পারে না; শুভকর্ম্ম জানিয়া তাহার হর্ষ হয় না, অশুভকর্ম্মের প্রতি তাহার দ্বেষ হয় না; ইহাদের (শুভ ও অশুভকর্ম্মের) বিষয়ে তাহার মনে কোথাও শঙ্কাই হয় না—যেমন জাগ্রত হইলে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের জন্য কোনও সুখদুঃখ হয় না; সুতরাং, হে পাণ্ডুসুত, যাহাতে 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা'রূপ দ্বৈতভাবের বার্তা থাকে না, সেই ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

হে পার্থ, এই প্রকার কর্ম্মত্যাগ করিলেই বাস্তবিক ত্যাগ করা হয়, অন্য প্রকারের ত্যাগ অধিকতর বন্ধনকারক হয়; আর, হে সব্যসাচি, যাহারা দেহধারণ করিয়া কর্ম্মকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতই মূর্খ; ঘট মৃত্তিকাকে কি করিয়া ঘৃণা করিবে? বস্ত্র তন্তুকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? যাহার অঙ্গেই বহ্নিত্ব (অগ্নিত্ব), সেই অগ্নি কি তাহার উষ্ণতায় কষ্ট

* দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"দৃষ্টিদ্বারা কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া যায়"।

পায় ? দীপ কি নিজের প্রভাকে বেধ করে ? হিং আপনার দুর্গন্ধে ত্রাসিত হইলেও সুগন্ধ কোথা হইতে আনিবে ? দ্রবত্ব ত্যাগ করিয়া জল কোথায় দাঁড়াইবে ? তেমনি, যতদিন শরীরের আভাস (আকার) থাকে ('শরীরের মধ্যে আনন্দে বাস করে',) ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগরূপ পাগলামির কি অর্থ ? (২২০) নিজের কপালে লাগান তিলক অবলীলাক্রমে মুছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কপাল (মন্দ ভাগ্য) কি করিয়া ঘষিয়া উঠান যায় ? তেমনি যে বিহিত কর্ম্ম স্বয়ং আরম্ভ করা যায় তাহা ত্যাগ করিতে হইলে ত্যাগ করা যায়, পরন্তু দেহের যে স্বাভাবিক কর্ম্ম তাহা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ? কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াগুলি নিদ্রিত অবস্থাতেও চলিতে থাকে,—নিজে কিছু না করিলেও সেই ক্রিয়াগুলি হয় ; শরীরকে নিমিত্ত করিয়াই এই সব কর্ম্ম দেহে লাগিয়া থাকে,—জীবিত কি মৃত কেহই এই রীতি হইতে মুক্তি পায় না ; এই কর্ম্ম হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে—তাহা এই যে কর্ম্ম করিবার সময় ফলাশার বশীভূত হইবে না ; কর্ম্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়—তখন রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পাভাস (সর্পরূপ ভ্রান্তি) নষ্ট হয় ; তেমনি, আত্মবোধ অবিদ্যার সহিত সমস্ত কর্ম্ম নাশ করে, হে পার্থ, এইভাবে ত্যাগ করিলেই প্রকৃত ত্যাগ হয় ; সুতরাং, জগতে যাহারা এইভাবে কর্ম্মত্যাগ করে তাহারাই মহাত্যাগী, নতুবা, রোগী মূর্চ্ছা গেলে যেমন লোকে মনে করে সে বিশ্রাম করিতেছে ; তেমনি, একটি কর্ম্মে শ্রান্ত হইয়া অন্য একটি কর্ম্মে বিশ্রাম হইবে মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করে—যেমন কেহ দণ্ডাঘাত[১] হইতে বাঁচিবার জন্য মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করে ; পরন্তু যথেষ্ট হইয়াছে ; আমি পুনরায় বলিতেছি, এই ত্রিভুবনে তিনিই প্রকৃত ত্যাগী যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকে নিষ্ফল করেন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২

বস্তুতঃ, হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মফল ত্রিবিধ, যে কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করে না§ তাহাকে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় ; জন্মদাতা পিতা আপনার কন্যাকে

১ খড়্গাঘাত ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—"যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে না" ;

'আমার নয়' বলিয়া সম্প্রদান করিয়া নিজের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু জামাতা তাহাকে গ্রহণ করিয়া ফাঁসিয়া যায়; যাহার ক্ষেতে বিষাক্ত বনস্পতি জন্মায় সে তাহা বিক্রয় করিয়া জীবনধারণের উপায় হারায়[১], পরন্তু যে ব্যাপার করিয়া তাহা কিনিয়া লয়, সে ঐ বিষ সেবন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তেমনি যে কর্তা সাজিয়া কর্ম করে, কিম্বা যে ফলাশা ত্যাগ করিয়া (কর্ম করিয়াও) অকর্তা হয় ইহারা উভয়েই কর্ম না করিয়া পারে না; রাস্তার বৃক্ষে ফল পাকিলে যাহার ইচ্ছা হয় সেই লইতে পারে, তেমনি সাধারণ কর্মেও যে ফলের আশা করে সেই ফল প্রাপ্ত হয়; পরন্তু যে কর্ম করিয়া তাহার ফল গ্রহণ করে না, সে এই সংসারের আবর্তে প্রবেশ করে না,—কারণ এই সারা ত্রিবিধ জগৎ কর্মেরই ফল; দেব, মনুষ্য ও স্থাবর,—ইহাদের লইয়াই এই জগতের বিস্তার; আর কর্মের ফলও তিন প্রকারের; তাহার মধ্যে একটি 'অনিষ্ট', একটি কেবল 'ইষ্ট', আর একটি 'ইষ্টানিষ্ট'—এইভাবে ত্রিবিধ; পরন্তু, অশুভ বুদ্ধি যখন অঙ্গে অবিধি[২] মাখিয়া (বিধি লঙ্ঘন করিয়া) নিষিদ্ধ কু-ব্যাপারে (দুষ্কর্মে, দুরাচারে) প্রবৃত্ত হয়; তখন, জীব কৃমি, কীট, লোষ্ট্র (মৃত্তিকা, প্রস্তর) আদি নিকৃষ্ট দেহপ্রাপ্ত হয়,—ইহাই অনিষ্ট কর্মফল; (২৪০) কিম্বা, যাহারা স্বধর্মে মতি রাখিয়া, নিজের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বেদশাস্ত্রের নিয়মানুসারে পুণ্যকর্মের আচরণ করে; হে সব্যসাচি, তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়,—ইহাই 'ইষ্ট' কর্মফল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; আর, অম্ল ও মধুর রসের সংমিশ্রণে এ দুটির স্বাদ হইতে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর স্বাদের[৩] একটি মধুর রস উৎপন্ন হয়; যোগসাধনায় রেচক হইতেই কুম্ভক হয়, তেমনি 'সত্য' ও 'অসত্য' সমরস হইলে (মিলিয়া এক হইলে) অসত্যকেও জয় করে[৪] (অসত্য হইতে ভিন্ন একটি পদার্থ হয়); এই প্রকারে, সমভাগে শুভাশুভ মিলিয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইতেই মনুষ্যত্ব লাভ হয়, ইহাই মিশ্র ফল; এইভাবে এই জগতে ত্রিবিধ কর্মফল[৫] ছড়াইয়া আছে—যাহারা কর্মফলের আশা ত্যাগ করিতে পারে না তাহাদের ইহা ভোগ করিতেই হয়; জিহ্বায় সহ্য হয় না এমন তীব্র স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য

১ বিক্রয়লব্ধ ধনে সুখে জীবন যাপন করে; ২ বিধি; নিরবধি; অবধি; ৩ রসাল ফল; ৪ একটি তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়; সত্যাসত্যকে জয় করে; ৫ ফল

গ্রহণ করিবার সময় ভালই লাগে,—পরিণামে কদাচিৎ মৃত্যু হইতে পারে[1] ; অরণ্যে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত ভদ্রবেশী ঠগের মৈত্রী ভাল লাগে, বেশ্যার অঙ্গ স্পর্শ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সুন্দর মনে হয় ; তেমনি, কর্ম্ম করিবার সময় শরীরে মহত্ত্বের (কর্ত্তৃত্বের) আভাস হয়,—পরে মৃত্যুর সময় এই সব কর্ম্মের ফল একসঙ্গে পাওয়া যায় ; কিম্বা সমর্থ লোকের কাছে ঋণ গ্রহণ করিবার পর যদি সে চুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ফেরত চায় তখন যেমন তাহাকে ফেরান যায় না, তেমনি প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় ; (২৫০) শস্যের গুচ্ছ হইতে দানা ভূমিতে পড়িয়া যেমন শস্যের চারা উৎপন্ন করে, এবং সেই শস্য হইতে পুনরায় দানা পড়িলে যেমন পুনরায় চারা উৎপন্ন হয় ; তেমনি জীব যখন নিজকর্ম্মের ফল ভোগ করে তখনই অন্য অনেক কর্ম্মফল উৎপন্ন করিতে থাকে—যেমন পথচারী মনুষ্য পায়ে পায়ে চলিয়া পথ অতিক্রম করে ; পারাপারের ভেলা যে তীরে গিয়া পৌঁছায় সেইটাই 'এপার' হয়, তেমনি কর্ম্মফলভোগের আকর্ষণের অন্ত নাই ; সাধ্যসাধনের ক্রমানুসারে ফলভোগ ক্রমশঃই প্রসার লাভ করে—এইভাবে অত্যাগী পুরুষগণ সংসারের বন্ধনে জড়িত হয় ; নতুবা, জুঁই ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া যায়,— তেমনি যাহারা কর্ম্মকে নিমিত্তমাত্র করিয়া কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে ; বীজের জন্য রাখা শস্য খাইয়া ফেলিলে যেমন কৃষিকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়,— তেমনি যাহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অবসান করে ; সত্ত্বশুদ্ধির সহায়তায়, এবং গুরুকৃপারূপ অমৃততুষারে পূর্ণ আত্মবোধের দ্বারা তাহাদের দ্বৈতভাবের দৈন্য দূর হয় ; তখন, যে ত্রিবিধ ফল জগদাভাসরূপে স্ফুরিত হয় তাহার নাশ হয়, ঐ অবস্থায় ভোক্তা ও ভোগ্য আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয় ; হে বীরেশ, যাহাদের এইরূপ জ্ঞানপ্রধান সংন্যাস হয়, তাহারা ফলভোগরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় ; আর, এই সংন্যাসের নিমিত্ত যাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আত্মস্বরূপে পৌঁছে, তাহারা কর্ম্মকে এইভাবে দেখে— (২৬০) ভিত (দেওয়াল) পড়িয়া গেলে (তাহাতে অঙ্কিত) চিত্র[2] ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হয় ;[3] রাত্রি পোহাইলে কি আঁধার থাকে ? রূপ (আকৃতি) না থাকিলে কিসের ছায়া পড়িবে ? দর্পণ না থাকিলে মুখের প্রতিবিম্ব

১ অবশ্যই মৃত্যু হয় ; ২-৩ কেবল মাটিতে পরিণত হয় ;

কোথায় পড়িবে? নিদ্রা টুটিলে স্বপ্নের প্রস্তাব কোথা হইতে আসিবে? এবং তাহা সত্য কি মিথ্যা কে বলিবে? তেমনি এই (জ্ঞানপ্রধান) সংন্যাস হইলে মূল অবিদ্যাই থাকিতে পারে না—তখন অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম্মের লেনদেন কি প্রকারে হইবে? অতএব সংন্যাস গ্রহণ করিলে কর্ম্মের গোষ্ঠী তাহার-কি করিবে (তাহার কর্ম্মবন্ধন নাই),—পরন্তু যতক্ষণ আপনার দেহে অবিদ্যা থাকে; ততক্ষণ আত্মা কর্ত্তৃত্বের অভিমানে শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়—এবং যতক্ষণ দৃষ্টিতে ভেদভাব থাকে ('দৃষ্টিতে ভেদভাবের রাজ-বৈভব বলিয়া থাকে'); ততক্ষণ, হে সুবর্ম্মা (মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন), কর্ম্ম আত্মা হইতে পৃথক[১] থাকে, যেমন পশ্চিম দিক পূর্ব্ব হইতে একেবারে ভিন্ন; অথবা আকাশ ও মেঘ, সূর্য্য ও মৃগজল, ভূতল ও বায়ুর মধ্যে যেমন প্রভেদ[২]; নদীর জলে প্রস্তরখণ্ড ডুবিয়া থাকিলেও যেমন উভয়ের মধ্যে কোটি প্রভেদ; অহো, শৈবাল জলকে ঢাকিয়া থাকে, পরন্তু উহা জল হইতে ভিন্ন,—কাজল দীপের সঙ্গে থাকিলেও কি তাহাকে দীপ বলা যায়? (২১০) যদিও চন্দ্রে কলঙ্ক থাকে, তাহা চন্দ্রের সহিত একরূপ হয় না, দৃষ্টি ও নেত্রের মধ্যে যেমন অপার অন্তর; অথবা, পথ ও পথচারী, জলপ্রবাহ ও তাহাতে প্রবহমান জল, দর্পণ ও তাহাতে যে মুখ দেখে সেই মনুষ্যের মধ্যে যে প্রভেদ; হে পার্থ, ঠিক সেই পরিমাণে কর্ম্ম আত্মা হইতে ভিন্ন, পরন্তু অজ্ঞানের জন্যই তাহাদের এক বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩

সরোবরে কমলিনী যেমন পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের সূচনা করে, এবং অলিকে তাহার মকরন্দ উপভোগ করিতে দেয়; তেমনি, অন্য কারণে আত্মাকে বারম্বার কর্ম্ম করিতে দেখা যায়,—এই কারণ পাঁচটি; তাহাদের লক্ষণের কথা বলিতেছি; আর, কদাচিৎ তুমি এই পাঁচটি কারণের কথা জানিয়া থাকিবে, কারণ শাস্ত্র দুহাত তুলিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছে; বেদরাজার রাজধানীতে, সাংখ্যবেদান্তরূপ মন্দিরে, নিরূপণ

১-২ দ্বৈতভাব;

(ব্যাখ্যা)-রূপ ডঙ্কাধ্বনি দ্বারা তাহা ঘোষিত হইতেছে; এই জগতে সর্ব্বকর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য যখন ইহারাই মূল কারণ, তখন অভঙ্গ (অবিকারী) আত্মাকে তাহার সহিত জড়ান উচিত নহে; হে কিরীটি, ডঙ্কাধ্বনি করিয়া এই কারণগুলি ঘোষিত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—এইজন্য তুমিও ইহা কর্ণপুটে শ্রবণ করিলে উপযোগী হইবে; আর চিন্তামণি[১] স্বরূপ আমি তোমার হাতের কাছে থাকিতে তুমি অপরের মুখে শুনিবে—এইরূপ কষ্ট করিবার কি অর্থ? (২৮০) দর্পণ সম্মুখে থাকিতে, আপনাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অন্য লোকের চক্ষুকে কেন মান দিবে (অন্যলোকের চক্ষুর উপর কেন নির্ভর করিবে)? ভক্ত যেখানে এবং যেভাবে আমাকে দেখিতে চায়, আমি সেখানে সেই রূপ গ্রহণ করি—এইরূপ (ভক্তবৎসল) আমি আজ তোমার হাতের খেলনা হইয়াছি"; প্রেমের আবেশে এইভাবে বলিতে বলিতে ভগবান ভাবে বিভোর হইলেন (তাঁহার আত্মবিস্মৃতি হইল)—তখন অর্জ্জুনও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন; পূর্ণচন্দ্রকিরণে সোমকান্তমণির পর্ব্বত যেমন গলিয়া সরোবর হইয়া যায়; তেমনি, সুখ ও অনুভূতি এই ভাবের মধ্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অর্জ্জুন সুখেরই মূর্ত্তি হইয়া গেলেন; শক্তিমান দেব শ্রীকৃষ্ণ এই অবসরে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং (সুখের সাগরে) নিমজ্জমান অর্জ্জুনকে উঠাইতে প্রয়াস করিলেন; সুখের বন্যার তোড়ে অর্জ্জুনের ন্যায় বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন, শক্তিমান পুরুষ ডুবিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ভগবান তাঁহাকে তুলিয়া উঠাইলেন; ভগবান বলিলেন—"হে পার্থ, তুমি তোমার স্বরূপ ভুলিও না" —তখন অর্জ্জুন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া[২] মাথা নাড়িলেন; এবং বলিলেন— "হে উদার প্রভু, আপনার সান্নিধ্যে থাকিয়াও (দ্বৈতভাবের জন্য) ত্রাসিত§ হইয়া আপনার সহিত ঐক্যের জন্য উৎসুক হইয়াছি; এই অবস্থায় আপনি যদি প্রেমবশতঃ আমার ঔৎসুক্য পূর্ণ করিয়াছেন, তবে কেন এখন জীবভাব-রূপ বাধার সৃষ্টি করিতেছেন?" (২৯০) তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে

১ জ্ঞান (চৈতন্য) চিন্তামণি, ২ হাসিয়া, সম্বরণ করিয়া;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"আমি আপনার ব্যক্তি (অভিব্যক্তি) হইতে ভিন্ন"; "আপনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন";

নির্ব্বোধ, তুমি অত্যাপি এ বিষয় ঠিক বুঝিতে পার নাই,—চন্দ্র ও চন্দ্রের প্রভার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? আর, একটা কথা এই যে—তোমাকে সমরসের ভাবের কথা বলিতে আমি ভয় পাইতেছি—ইহাতে তুমি যদি রুষ্ট হও তবে আমাদের প্রেম আরও বলপ্রাপ্ত হইবে; যতক্ষণ আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ এই 'বিসংবাদ' (ব্যক্তিভেদ)ও থাকিবে,—এইজন্য এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; হে পাণ্ডুসুত, সর্ব্বকর্ম্মই আত্মা হইতে কি প্রকারে ভিন্ন, এখন আমি তাহাই বলিতেছিলাম"; তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আমার মনের কথা সহজেই বুঝিয়া আপনি তাহার সমাধান করিতে উত্তম প্রস্তাবনা করিয়াছেন; কারণ-পঞ্চকই যে সর্ব্বকর্ম্মের বীজ তাহাই আপনি বুঝাইয়া বলিবেন—এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; আর, আত্মার এই কর্ম্মের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই—এই কথা যে বলিয়াছেন—তাহাও আমাকে বুঝাইয়া বলুন"; এই কথা শুনিয়া বিশ্বেশ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া বলিলেন—"তোমার ন্যায় এরূপ শ্রোতা কোথায় পাওয়া যাইবে—যে এমন করিয়া ধরণা দিয়া বসিবে? হে অর্জ্জুন, তোমাকে যেসব সিদ্ধান্তের কথা শুনাইব বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই এখন বলিব, পরন্তু ইহাতে তোমার কাছে প্রেমের ঋণ আরও বাড়িয়া যাইবে"; তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি ভুলিয়াছেন? এইজন্যই কি আপনি আমার ও আপনার মধ্যে দ্বৈতভাব রাখিতেছেন?" (৩০০) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তাই কি? এখন আমি যাহা বলিব বলিয়াছি তাহাই বলিতেছি, তুমি উত্তমরূপে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর; হে ধনুর্দ্ধর, ইহা সত্য যে সমস্ত কর্ম্মের ব্যাপার বাহিরে বাহিরে (আত্মার অগোচরে) এই পঞ্চকারণের দ্বারাই সংঘটিত হয়, আর, যে পঞ্চকারণ মিলিত হইয়া কর্ম্মের আকার প্রদান করে, তাহার হেতুও পাঁচটি; ইহা হইতে পৃথক আত্মতত্ত্ব, সম্পূর্ণ উদাসীন, উহা নিমিত্ত কারণও নহে, উপাদান কারণও নহে—অথবা কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য কোনও সাহায্যও করে না; আকাশে যেমন দিবস ও রাত্রি হয়, তেমনি এখানেও শুভাশুভ কর্ম্ম হইতে থাকে; কিম্বা, জল, তেজ ও ধোঁয়া (বাষ্প) বায়ুর সহিত সংযোগ হইলে মেঘ উৎপন্ন করে—আকাশ তাহা জানিতেও পারে না; বিবিধ কাষ্ঠের দ্বারা নৌকা

তৈয়ারী হয়, নাবিক তাহা চালায়, কিম্বা বায়ু তাহাকে চালিত করে—কিন্তু জল শুধু সাক্ষী হইয়া থাকে; কিম্বা কোনও একটি মাটির পিণ্ডকে চাকার উপর রাখিয়া দণ্ডের সাহায্যে ঘুরাইলে চক্রও ঘোরে এবং ঐ পিণ্ডের মাটিত্ব গিয়া ভাণ্ডে পরিণত হয়; আর তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ কুম্ভকারের; পৃথ্বী হইতে (ভাঁড়ের) আধার ব্যতীত অন্য কোনও সাহায্য কি পাওয়া যায়? তাহাই বিচার কর; ইহাও থাকুক; সূর্য্যের আলোয় জগতের সমস্ত ব্যাপার ঘটে, কিন্তু কোন্ কার্য্য সূর্য্যের অঙ্গ হইতে আসে? (কোন কার্য্যের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ থাকে?) (৩১০) তেমনি, যখন হেতুপঞ্চকের মিলন হয় তখন এই পঞ্চ (কর্ম্মের) সাধন[১] হইতে কর্ম্মরূপী লতার উৎপত্তি ও বিস্তার হয়—আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক (অলিপ্ত) থাকে; এখন এই পাঁচটি কারণের লক্ষণ পৃথকভাবে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিব—যেমন প্রত্যেকটি মুক্তা পৃথকভাবে ওজন করিয়া লইতে হয়।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

কর্ম্মের পাঁচটি কারণের লক্ষণগুলি এখন শুন—ইহাদের মধ্যে প্রথমটি দেহ—আমি ইহাই বলি; ইহাকে 'অধিষ্ঠান' বলে, তাহার কারণ এই যে ইহাতে ভোক্তা ভোগ্য বিষয়ের সহিত বাস করে; ইন্দ্রিয়ের দশ হস্তের সাহায্যে, রাত্রদিন কষ্ট সহ্য করিয়া, প্রকৃতি যে সুখদুঃখ উৎপন্ন করে; তাহা ভোগ করিবার জন্য পুরুষের আর অন্য কোনও স্থান নাই,—সেইজন্য দেহকে 'অধিষ্ঠান'[২] শব্দদ্বারা অভিহিত করে; ইহা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বসতিস্থান (কুটুম্বঘর), বন্ধ-মোক্ষের জটিল গ্রন্থি এখানেই টুটিয়া যায়; বেশী কি বলিব? হে ধনঞ্জয়, এই দেহই অবস্থাত্রয়ের (জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) অধিষ্ঠান, এইজন্যই ইহাকে 'অধিষ্ঠান' বলে; আর, কর্ম্ম-কারণের মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি 'কর্ত্তা', এই 'কর্ত্তা'কে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলে; আকাশ হইতে জলবর্ষণ হয়, তাহাতে পৃথিবীর উপর ছোট ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়, আর তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব যেমন তদাকার হয়; (৩২০)

---

১ কারণ; ২ অনুষ্ঠান

কিম্বা, রাজা গভীর নিদ্রার বশে আপনাকে ভুলিয়া স্বপ্নে যেমন দারিদ্র্য অনুভব করে; তেমনি, চৈতন্য আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহাকারের আভাস প্রাপ্ত হয় এবং দেহাভিমান প্রকট করে; যে কল্পনার[1] বেশে চৈতন্য 'জীব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং সমস্ত বিষয়ে দেহের সহিত থাকিবে বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়; প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া জীব বলে 'আমিই করিতেছি'—এইজন্যই জীবকে কর্ত্তা বলে; চক্ষুর দৃষ্টি এক হইলেও যেমন পাতার লোমের জন্য মুক্ত চামরের ন্যায় বিভক্ত দেখায়; কিম্বা ঘরের অভ্যন্তরে একটি দীপকে বিভিন্ন গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলে যেমন অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দীপের ন্যায় দেখায়; তেমনি, বুদ্ধির জ্ঞান (জানিবার শক্তি) এক হইলেও, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ভেদে (বাহেন্দ্রিয়দ্বার দিয়া) বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়; হে নৃপনন্দন, এই 'পৃথগ্‌বিধকরণ' (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়গুলি) কর্ম্মের তৃতীয় কারণ, জানিবে; আর পূর্ব্ব ও পশ্চিমবাহী প্রবাহগুলি একত্র মিলিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন নদ-নদী হয়,—যদিও তাহাদের জল একই; কিম্বা, একই পুরুষ পর পর নবরসের অভিনয় করিলে যেমন নববিধ রূপগ্রহণ করিতেছে—এমনিই মনে হয়; (৩৩০) তেমনি, প্রাণবায়ুর অখণ্ড ক্রিয়াশক্তি দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে, এই শক্তি বাক্যে আসিলে কথা বলা হয়, হস্তে আসিলে লেন-দেন ব্যাপার হয়, চরণে আসিলে গতিরূপে দৃষ্ট হয়, মলমূত্রদ্বারে আসিলে 'ক্ষরণ' (মলমূত্রনিষ্কাসন) হয়; নাভিকমল হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত যখন প্রাণায়ামের উৎকর্ষ[2] প্রকট করে, তখন ইহাকে শরীরের 'প্রাণবায়ু' বলে; এই শক্তি যখন ঊর্দ্ধদিকে (শ্বাসোচ্ছ্বাসরূপে) যায়, তখন ইহা 'উদান' বায়ু এইরূপ নাম প্রাপ্ত হয়; অধোমুখে চালিত হইলে ইহাকে 'অপান' বায়ু কহে, এবং যখন সারা শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তখন ইহাকে 'ব্যান' বায়ু বলে; যে অন্ন আহার করা হয় তাহার রস (শক্তি) শরীরের সর্ব্ব স্থানে সমান ভাবে ভরিয়া যায় এবং[3] সর্ব্ব সন্ধিতে প্রবেশ করে; হে কিরীটি, এইভাবে এই ক্রিয়াশক্তির কাজ হয়,—পরে (যখন ইহা নাভিতে স্থির হয়) ইহাকে 'সমান' বায়ু বলে; আর, জৃম্ভণ, হাঁচি, উদ্গার আদি বায়ুর ব্যাপারকে

১ আত্মবিস্মৃতির; ২ প্রণবকে; অন্নপানের তেজ; ৩ নাভিতে এবং

(ক্রিয়াকে) নাগ, কূর্ম, কৃকর ইত্যাদি (উপপ্রাণ বায়ু) বলে ;+ হে বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, এইভাবে বায়ুর ক্রিয়া এক হইলেও, উহা ব্যবহারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয় ; (৩৪০) বৃত্তি অনুসারে বিভিন্নরূপগ্রহণকারী এই বায়ু-শক্তিই কর্ম্মের চতুর্থ কারণ, জানিবে ; আর, ঋতুর মধ্যে উত্তম ঋতু শরৎ —এই শরতে যদি চন্দ্রোদয় হয়, এবং তাহাতে পূর্ণিমার যোগ হইলে যেমন হয় ; কিম্বা, বসন্ত ঋতুতে উদ্যানের উত্তম শোভা হয়,—সেই উদ্যানে যদি প্রিয়-সমাগম হয়, এবং সেই সময়ে যদি সর্ব্বপ্রকার উপচার (উপভোগের সাধনসামগ্রী) আসিয়া যায় ; অথবা, হে পাণ্ডব, কমল যদি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, এবং বিকশিত হইয়া পরাগরেণু ছড়ায় ; মধুর বাণীতে যদি উত্তম কবিত্ব যুক্ত হয়, কবিত্ব উত্তম রসিকতাপূর্ণ হয়, এবং রসিকতায় পরমার্থতত্ত্বের স্পর্শ থাকিলে যেমন হয় ; তেমনি, সর্ব্ববৃত্তিবৈভবের মধ্যে বুদ্ধিই একমাত্র উত্তম (শ্রেষ্ঠ) বৃত্তি,—বুদ্ধি উত্তম হইলে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ হয় ও তাহাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি হয় ; ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা-মণ্ডল অনুকূল হইলে সমর্থ ইন্দ্রিয়গুলির লীলা পরম শোভাদায়ক হয়[১] ; যে সূর্য্যাদি দেবতামণ্ডলের অনুগ্রহে চক্ষু আদি দশ ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে অনুকূল হয় (সামর্থ্যলাভ করে) ; হে অর্জ্জুন, এই উত্তম (অনুকূল) দেব-বৃন্দকেই কর্ম্মের পঞ্চম কারণ বলিয়া জানিবে”—ভগবান বলিলেন ; “এইভাবে তোমার বুদ্ধির মান অনুসারে আমি কর্ম্মের পাঁচটি মূল কারণ এমনভাবে বলিলাম যাহাতে তুমি বুঝিতে পার ; (৩৫০)

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

এখন, এই মূল কারণের প্রসার হইয়া কর্ম্মের সৃষ্টি হয়,—যে পাঁচটি হেতুর যোগে ইহা হয় তাহাই তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিব ; অকস্মাৎ বসন্ত ঋতু আসিলে তাহা নব পল্লব উদ্‌গমের হেতু হয়, পত্র হইতে পুষ্পগুচ্ছ হয়, ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয় ; কিম্বা, বর্ষাকাল মেঘ লইয়া আসে, মেঘ হইতে

+ এইস্থলে, পাঠান্তরে অন্য-একটি ওবী পাওয়া যায়—“হিকা, অঙ্গ মোড়া দেওয়া ইহাদের দেবদত্ত ধনঞ্জয় বলে,—ইহাই বায়ুর দশবিধ লক্ষণ” ;

১ নির্ম্মল শোভাদায়ক হয় ;

বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে প্রচুর শস্ত সুখের ভোগ হয়; অথবা পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় হয়, অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয় হয়, এবং সূর্য্য উঠিলে যেমন দিনের পূর্ণ প্রকাশ হয়; তেমনি, হে পাণ্ডব, মনই কর্ম্ম-সংকল্পের হেতু, এই সংকল্প হইতেই বাণীর দীপ প্রজ্বলিত হয়; বাণীর দীপ যখন সমস্ত কর্ম্মের পথ উজ্জ্বল করে তখনই কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বের কারখানায় প্রবেশ করে (কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে); তখন শরীরাদি (ইন্দ্রিয়) সমুদায় শরীরকর্ম্মের হেতু হয়,—যেমন লোহা দ্বারাই লোহার পদার্থ তৈয়ারী হয়; কিম্বা, হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, যেমন তন্তুর টানা-পোড়েনের বয়নে তন্তুসমুদায় বস্ত্রে পরিণত হয়; তেমনি, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা যেসব কর্ম্ম হয়, মনাদিই তাহার হেতু—যেমন রত্নের সমষ্টিই রত্নখচিত অলঙ্কার তৈয়ারী করে; শরীরাদি যদি (কর্ম্মের) কারণ হয়, তবে উহারাই কি করিয়া কর্ম্মের হেতু হয়?—ইহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা শ্রবণ করুক; (৩৬০) শুন, সূর্য্য যেমন সূর্য্যের প্রকাশের হেতু ও কারণ, কিম্বা ইক্ষুর কাণ্ডই যেমন ইক্ষুর বাড়িবার হেতু; অথবা, বাগদেবতার স্তুতি করিতে হইলে যেমন বাণীকেই কাজে লাগাইতে হয়, কিম্বা, বেদের মহত্ত্বের বর্ণনা যেমন বেদের দ্বারাই সম্ভব; তেমনি, শরীরাদিই যে কর্ম্মের কারণ ইহা নিশ্চিতভাবে জানা আছে, পরন্তু ইহারাই যে কর্ম্মের হেতু সে সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ নাই; আর, দেহাদি কারণ দেহাদি হেতুর সহিত মিলিত হইলে, যে কর্ম্মসমূহের ব্যাপার হয়; ঐ কর্ম্মসমুদায় যদি শাস্ত্রসম্মত মার্গ অনুসরণ করে তবে, হে ধনঞ্জয়, ঐসব কর্ম্ম ন্যায়সঙ্গত হয়, আর হেতুও ন্যায্য হয়; পর্জ্জন্যের (বৃষ্টির) জলধারা দৈবক্রমে ধান্যক্ষেত্রে পড়ে এবং সেখানে জমিতে শোষিত হয়,—পরন্তু শস্যের পক্ষে অশেষ উপকারী হয়; কিম্বা, কোনও মনুষ্য যদি ক্রোধভরে অকস্মাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া দ্বারকার পথে চলিতে থাকে তবে সে পথশ্রমে শ্রান্ত হয়, তথাপি তাহার পদক্ষেপ নিষ্ফল হয় না; তেমনি, কারণ ও হেতুর সংযোগে যে কর্ম্ম হয় তাহা অন্ধ, শাস্ত্রের নয়ন লাভ করিলে (শাস্ত্রবিহিত হইলে) তাহাকে ন্যায্য বা ন্যায়সঙ্গত কর্ম্ম বলে; দুগ্ধ পরিবেশন কালে যদি পাত্রে না পড়িয়া বাহিরে পড়ে, তাহাও ব্যয় হয়, পরন্তু তাহাকে ন্যায্য ব্যয় বলা যায় না; তেমনি, শাস্ত্রের বিধান বিনা যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা যদি 'অকারণ' (নিষ্ফল বা ব্যর্থ) না হয়,

তবে ডাকাতে ধন লুটিয়া লইলে তাহাকে 'দান' বলিয়া লেখা হইবে না কেন? (৩৭০) হে পাণ্ডুসুত, বাহান্ন অক্ষরের বাহিরে কি কোনও মন্ত্র আছে, কিম্বা, এই বাহান্নটি অক্ষর উচ্চারণ করে নাই এমন কোনও জীব আছে? পরন্তু, হে কোদণ্ডপাণি, যতক্ষণ না মন্ত্রের অর্থ (যুক্তিবিচার) জানা যায় ততক্ষণ যেমন বাণী (অক্ষর) উচ্চারণের ফলপ্রাপ্ত হয় না; তেমনি, কারণ ও হেতুর যোগে যে অনিয়ন্ত্রিত কর্মের উৎপত্তি হয়, তাহা যখন শাস্ত্রানুমোদিত হয় না—তখন উহা কর্ম হইতে পারে, পরন্তু তাহাকে বাস্তবিক কর্ম বলা যায় না,—উহা অন্যায় (পাপ) কর্ম হয়, এবং অন্যায়ের হেতু হয়, জানিবে; এই প্রকারে, হে মর্মজ্ঞ অর্জ্জুন, কর্মের পাঁচটি কারণ এবং পাঁচটি হেতু—এখন, দেখ, আত্মা কিভাবে ইহার সহিত জড়িত হয়!

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

সূর্য্য যেমন কোনও রূপ (বিষয়) না হইয়াও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশিত করে, তেমনি আত্মাও কর্ম না হইয়া (করিয়া) কর্মগুলি প্রকটিত করে; হে বীরেশ, দর্পণে যে মুখ দেখে সে যেমন দর্পণ বা প্রতিবিম্ব না হইয়াও উভয়কে প্রকাশিত করে; কিম্বা, হে পাণ্ডুসুত, সূর্য্য যেমন দিবা বা রাত্রি না হইয়াও তাহাদের উৎপন্ন করে, তেমনি আত্মা কর্মের কর্ত্তা না হইয়াও তাহাকে প্রকট করে; দেহাভিমানের ভ্রমে পড়িয়া যাহার বুদ্ধি দেহেই আবদ্ধ, আত্মজ্ঞান বিষয়ে যাঁহার মধ্যরাত্রি (মধ্য রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় যাহার জ্ঞান); যে চৈতন্য, ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে দেহের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার মনে 'আত্মাই কর্ত্তা' এইরূপ গভীর প্রেম[১] (বিশ্বাস) উৎপন্ন হয়; (৩৮০) +কারণ 'আমিই আত্মা—যাহা কর্মাতীত, আমি সর্ব্ব-কর্মের সাক্ষীভূত'—এই কথা সে ভুলিয়াও শুনিতে চায় না[২]; সেইজন্য, এই অসীম আত্মাকে দেহের মাপ দ্বারা মাপ করে,—ইহাতে বিচিত্র কি আছে?

---

১ নিশ্চিত জ্ঞান, সিদ্ধান্ত;

+ এইস্থলে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দৃষ্ট হয়—"আত্মাই যে কর্মকর্তা সে সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত ধারণা নাই, সে সত্যই মনে করে এই দেহস্বরূপ আমিই কর্মকর্তা।"

২ কানে শুনিতে চায় না;

পেচক কি দিনকে রাত্রিতে পরিণত করে না ?[1] দেখ, যে কখনও আকাশের প্রকৃত সূর্য্যকে দেখে নাই, সে কি ক্ষুদ্র জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্বকে সূর্য্য বলিয়া মানিতে পারে না ? যতক্ষণ জলাশয় থাকে ততক্ষণ সূর্য্যও থাকে, জলাশয় শুকাইলে সূর্য্যও নষ্ট হয়, কাঁপিলে সূর্য্যও কাঁপে ; নিদ্রিত মনুষ্য যতক্ষণ না জাগ্রত হয় ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়, যতক্ষণ না রজ্জু সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান হয় ততক্ষণ তাহাকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয়—ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? চক্ষুতে পাণ্ডুরোগ থাকিলে চন্দ্রকে পীতবর্ণ দেখায়, মৃগজল কি মৃগকে মোহগ্রস্ত করে[2] না ? তেমনি, যে গুরু ও শাস্ত্রের নামের হাওয়া পর্য্যন্ত নিজের শরীরে লাগিতে (স্পর্শ করিতে) দেয় না, সে কেবল মূর্খেরই জীবন যাপন করে ; শৃগাল যেমন (ধাবমান) মেঘের গতিকে চন্দ্রমার উপর আরোপ করে, তেমনি ঐ মূর্খ দেহাত্মভাবের জন্য আত্মাকে দেহরূপ জালে জড়ায় ; হে কিরীটি, এই ধারণার জন্য সে কর্ম্মের বজ্রগ্রন্থিদ্বারা আপনাকে দেহবন্দীশালে আবদ্ধ করে ; দেখ, বেচারা শুক নলের উপর বসিয়া, তাহার পদদ্বয় মুক্ত থাকিলেও, 'আমি বদ্ধ' এই দৃঢ় ভাবনায় কি ফাঁসিয়া যায় না ? (উড়িয়া যাইবার চেষ্টাও করে না) ; (৩৯০) তেমনি, যে প্রকৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নির্ম্মল আত্মস্বরূপের উপর আরোপ করে সে কল্পকোটির মাপে কর্ম্মের মাপ করে (কোটি কল্প পর্য্যন্ত কর্ম্মে জড়িত থাকে)।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

এখন, কর্ম্মের মধ্যে থাকিলেও যাহাকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না,—বড়বানলকে যেমন সমুদ্রের জল (স্পর্শ করে না) ; তেমনি, অলিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, তাহাকে কি করিয়া জানা যায় তাহাই বলিতেছি ; মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বিচার করিতে করিতেই নিজের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে,—দীপের আলোতে খুঁজিলে যেমন নিজের হারান বস্তু পাওয়া যায় ; অথবা দর্পণ ঘষিয়া স্বচ্ছ করিলে যেমন নিজের রূপ নিজেই দেখিতে পায়, কিম্বা জলের

---

১ পরিণত করে ; ২ ভুলায় ;

সহিত যোগ হইলেই যেমন লবণ জল হইয়া যায় ; আর কি বলিব ? প্রতিবিম্ব পিছনে ঘুরিয়া আপন বিম্বকেই দেখিতে পায়, এবং দেখিতে গিয়া স্বতঃ আপন বিম্বেই পরিণত হয় ; তেমনি সাধুসন্তজনের স্থিতির আলোচনা করিতে গিয়া নিজের হারান আত্মস্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি হয়,—এইজন্ম সর্ব্বদা সন্তজনের গুণ বর্ণনা করিবে ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিবে; চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টি যেমন চক্ষুর চর্ম্ম (পাতা) দ্বারা আবদ্ধ হয় না,—তেমনি যিনি কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মের সমবিষমত্ব দ্বারা জড়িত হন না ; সেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ এখন আমি যুক্তিদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ; হে প্রবুদ্ধ (সুবিজ্ঞ) অর্জ্জুন, যে জীব অজ্ঞানের নিদ্রায় অনাদি কাল হইতে বিশ্বস্বপ্নের ব্যাপার ভোগ করিতেছিল ; (৪০০) সে ('তত্ত্বমসি' এই) মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, গুরুকৃপাবলে,—মাথায় তাঁহার কৃপাহস্ত পড়িতেই —কিম্বা হাতের চাপড় পড়িতেই, হে ধনঞ্জয়, এই বিশ্বস্বপ্নরূপ মায়ানিদ্রা ত্যাগ করিয়া সহসা (আত্মস্বরূপদর্শনের) অদ্বৈতানন্দে জাগিয়া উঠে ; তখন, চন্দ্রমার কিরণস্পর্শে নিরন্তর দৃশ্যমান মৃগজলের লহরী যেমন অদৃশ্য হয় ; কিম্বা, যেমন বাল্যাবস্থা অতীত হইলে বাগুলের* (ভূতের) ভয় দেখাইবার সামর্থ্য চলিয়া যায়, কিম্বা ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে যেমন আর তাহাতে ইন্ধনত্ব থাকে না[১] ; অথবা, জাগ্রত হইবার পর যেমন স্বপ্ন আর দৃষ্টিতে পড়ে না, তেমনি, হে কিরীটি, এই জীবের অহংভাব ও মমত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না ; অন্ধকার প্রাপ্তির আশায় যদি সূর্য্য কোনও সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে, তবে তাহার ভাগ্যে যেমন অন্ধকার জোটে না ; তেমনি, যে জীব আত্মতত্ত্বে বেষ্টিত (অর্থাৎ যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে) সে যে যে দৃশ্য বস্তু দেখে তাহা দ্রষ্টার রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত একরূপ হইয়া যায় ; অগ্নি যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহা অগ্নির রূপ ধারণ করে, এবং উভয়ের মধ্যে দাহ্য-দাহক ভেদ স্বতঃ নষ্ট হইয়া যায় ; তেমনি, কর্ম্মের আকারে (কর্ম্ম আত্মা হইতে ভিন্ন এই) দ্বৈতভাবের জন্য আত্মার উপর যে কর্তৃত্বের আরোপ হয়, এই মিথ্যা আরোপ নষ্ট হইয়া গেলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে ;

---

* "বাগুল"—এক কাল্পনিক ভূত যাহার কথা বলিয়া শিশুদের ভয় দেখান হয় ;

১ রন্ধন হয় না ;

—তাহাই আত্মস্থিতি; এই আত্মস্থিতির যিনি রাজা (প্রভু) তাঁহাকে কি এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়? প্রলয়কালের জলের মহাবন্যা কি একটি ক্ষুদ্র নদীর প্রবাহকে মানে?(৪১০) তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, 'অহং ব্রহ্ম'-রূপ পূর্ণস্থিতিকে কি দেহে আবরণ করা যায়? সূর্য্যকে কি প্রতিবিম্বে ধরা যায়? মন্থন করিয়া যে মাখন তোলা হয়, তাহা পুনরায় ঘোলের মধ্যে ফেলিলে কি তাহাদ্বারা ভিজিয়া যায়?[১] অথবা, হে বীরেশ, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি বাহির করিবার পর কি তাহাকে পুনরায় কাষ্ঠের পেটিকার মধ্যে বন্ধ রাখা যায়? কিম্বা, যে সূর্য্য রাত্রির গর্ভ হইতে বাহির হয় সেকি 'রাত্রি আছে' এরূপ কথা শুনিতে চায়? তেমনি যে জীব 'বেদ্য' ও 'বেত্তা' অর্থাৎ 'জ্ঞেয় বস্তু' ও 'জ্ঞাতা' এই উভয়ের মধ্যে ভেদ গ্রাস করিয়াছে তাহাতে 'আমিই দেহ' এইরূপ অহংভাব কি করিয়া হইবে? আকাশ যেখানে যেখানে যায় সেইখানেই ভরিয়া থাকে,—সেইজন্য আপনা আপনিই বদ্ধ হইয়া থাকে[২]; তেমনি, এই জীব যাহা কিছু করে, তাহা স্বভাবতঃ তাহারই আত্মস্বরূপ, তবে কোন্ কর্ম্মের দ্বারা সে কর্ত্তৃত্বের অভিমানে জড়িত হইবে? যেমন গগনের কোনও ঠাঁই নাই, সমুদ্রের প্রবাহ নাই, ধ্রুব-নক্ষত্রের কোনও গতি নাই,—এই জীবের স্থিতিও তেমনি হইয়া যায়; এইভাবে, আত্মবোধের প্রভাবে যাহার কর্ত্তৃত্বের অহংকার ব্যর্থ (নষ্ট) হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যতক্ষণ দেহধারণ করিতে হয় ততক্ষণ কর্ম্মও করিতে হয়; বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইলেও বৃক্ষের দোলন কিছুকাল পর্য্যন্ত থামে না, কিম্বা কর্পূর উড়িয়া গেলেও ডিবার মধ্যে তাহার গন্ধ থাকে; (৪২০) গানের আসর সমাপ্ত হইলেও শ্রোতার কানে তাহার রেশ বাজিতে থাকে, জমির উপর জলের স্রোত বহিয়া যাইবার পরও ভূমিতে আর্দ্রতা থাকে; সূর্য্য অস্ত গেলেও যেমন কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের জ্যোতির দীপ্তি আকাশে খেলিতে থাকে; লক্ষ্যভেদ করিবার পরও বাণ, যতক্ষণ তাহার অঙ্গে শক্তির তেজ ভরিয়া থাকে,[৩] ততক্ষণ সম্মুখে অগ্রসর হয়; অথবা, কুম্ভকার তাহার তৈয়ারী ভাণ্ড চাকার উপর হইতে নামাইয়া

১ তাহার লিপ্তপনা, মাখনত্ব, অলিপ্তপনা দূষিত হয়? ২ আপনার স্বরূপেই সর্ব্বব্যাপী।
৩ থাকে;

গেলেও চাকা যেমন পূর্ব্বের গতির বেগে কিছুকাল ঘুরিতে থাকে; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, দেহাভিমান গেলেও, যে স্বভাব (প্রকৃতিজাত গুণ) দেহ উৎপন্ন করে, সেই স্বভাবই দেহকে কর্ম্ম করাইতে থাকে; সংকল্প বিনাই যেমন (নিদ্রায়) স্বপ্ন দেখা যায়, রোপণ না করিলেও বনে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কেহ তৈয়ারী না করিলেও যেমন আকাশে গন্ধর্ব্বভুবন (মেঘপুঞ্জ) রচিত হয়; তেমনি, আত্মার কোনও উদ্যম বিনাই, দেহাদি পাঁচটি কারণের জন্য আপনা আপনিই দেহের কর্ম্মগুলি চলিতে থাকে; পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে পাঁচ হেতু ও পাঁচ কারণের সংযোগে অনেক প্রকারের কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; এই কর্ম্মে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতে পারে, অথবা [1]অন্য নূতন সুন্দর জগতের সৃষ্টি হইতে পারে,[2] পরন্তু, কুমুদ কেন শুকায়, কমল কেন বিকশিত হয়, এই দুইটি বিষয়ই সূর্য্য যেমন দেখে না (বিচার করে না); (৪৩০) কিম্বা, মেঘ বিদ্যুৎ (বাজ) বর্ষণ করিয়া ভূতলকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলুক, অথবা প্রসন্ন[3] বৃষ্টিতে ধরাতল শস্যশ্যামলা হইয়া উঠুক; পরন্তু, আকাশ যেমন এই দুটির একটিও জানিতে পারে না, তেমনি যে বিদেহদৃষ্টি (দেহাভিমানরহিত) হইয়া দেহের মধ্যে বাস করে; সে দেহাদির ক্রিয়া হইতে সৃষ্টির উদ্ভব বা লয় হইতেছে কিনা তাহা দেখে না—যেমন, হে কিরীটি, জাগ্রত হইয়া কেহ স্বপ্ন দেখে না; সাধারণতঃ যাহারা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেহধারীকে দেখে,[4] তাহারা মনে করে সেই এইসব কর্ম্ম করিতেছে; যে তৃণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি (পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য) ক্ষেতের ধারে লাগান হয়, তাহাকে কি শৃগাল সত্যই পাহারাদার মনে করে না? পাগল বস্ত্র পরিহিতই হউক বা উলঙ্গই হউক, তাহা যেমন (অন্য) লোকেই দেখে—যুদ্ধে (মৃত মনুষ্যের দেহের) আঘাতগুলি যেমন অন্য লোকেই গুনিয়া দেখে; কিম্বা, যে মহাসতী সহমরণে যায় তাহার অঙ্গসজ্জা সমস্ত জগৎ দেখে, পরন্তু সে নিজে অগ্নিও দেখে না, নিজের অঙ্গও দেখে না, কিম্বা লোকের দিকেও তাহার দৃষ্টি যায় না; তেমনি, আত্মস্বরূপে জাগ্রত হইলে যাহার কাছে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তু মিলিয়া একরূপ হইয়া গিয়াছে, সে ইন্দ্রিয়গ্রাম কি কি কর্ম্মের ব্যাপার করে তাহা জানিতেও পারে না; ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যখন বৃহৎ তরঙ্গের মধ্যে লীন হয়, তখন তীরের লোকে মনে করে একটি অন্যটিকে গ্রাস করিল;

১-২ সেইরূপ সুন্দর জগতের সৃষ্টি হইতে পারে; ৩ পর্জ্জন্য; ৪ দেহকেই দেখে;

তথাপি, জলের দিক দিয়া দেখিলে কোন্‌টি কাহাকে গ্রাস করে? তেমনি, যিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অন্য কোনও বস্তু থাকে না যাহা নষ্ট করিতে হয় (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে এরূপ কোনও দ্বৈতভাব থাকে না) ; (৪৪০) সুবর্ণনির্ম্মিত চণ্ডিকা, সুবর্ণের শূলদ্বারা সুবর্ণনির্ম্মিত মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন ; ভক্তের দৃষ্টিতে ইহা যথার্থবৎ প্রতীয়মান হয়, পরন্তু মহিষ, শূল ও চামুণ্ডা তিনটিই সুবর্ণনির্ম্মিত ; চিত্রে অঙ্কিত জল বা অগ্নি দৃষ্টির আভাস (ভ্রম) মাত্র, চিত্রপটে অগ্নি কিম্বা আর্দ্রতা এদুটির একটিও নাই ; তেমনি মুক্ত-পুরুষের দেহ সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া যায়, পরন্তু, তাহা দেখিয়া মূর্খ লোক তাহাকে 'কর্ত্তা' বলে ; আর ঐ কর্ম্ম দ্বারা যদি ত্রিভুবনই নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন একথা বলা উচিত নহে ; (দীপের) তেজে (প্রকাশে) অন্ধকার দেখিয়া তারপর তাহাকে নাশ করিব —এ কথা বলার কি কোনও অর্থ হয়? তেমনি জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তু নাই, তিনি আর কি করিবেন? এইজন্য তাঁহার বুদ্ধি পাপপুণ্যের গন্ধও জানে না—অন্য নদী গঙ্গায় পড়িলে যেমন সমস্ত অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায় ; হে ধনঞ্জয়, অগ্নির সহিত অগ্নি লাগিলে কে কাহাকে জ্বালায়? শস্ত্র কি আপনি আপনাকে বিদ্ধ করিতে পারে? তেমনি, যে সর্ব্ব কর্ম্মকে আপনা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র দেখে না তাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে কেন? সেইজন্য, কার্য্য, কর্ত্তা ও ক্রিয়া যাহার পক্ষে আত্মরূপ বা স্বস্বরূপ হইয়াছে, শরীরাদির কর্ম্ম তাহার বন্ধনকারক হয় না ; (৪৫০) কারণ, জীব কর্ত্তা সাজিয়া কৌশলে এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে, দশটি ইন্দ্রিয়কে সাধনস্বরূপ ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম করায় ; তখন, ন্যায় ও অন্যায় এই দ্বিবিধ প্রকারের কর্ম্ম করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই কর্ম্মভুবন (কর্ম্মের মন্দির) তৈয়ারী করে ; এই বৃহৎ কর্ম্মে আত্মা কোনও সাহায্য করে না ; পরন্তু, যদি বল 'কর্ম্মের প্রারম্ভে আত্মা কি কোনও সাহায্য করে না?' ('হাত লাগায় না?') —(তবে তাহার উত্তর এই) যে আত্মা সাক্ষীভূত ও চৈতন্যস্বরূপ, সেই আত্মা কি কর্ম্মপ্রবৃত্তির সংকল্প উৎপন্ন হউক, নিজে এইরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? কর্ম্ম প্রবৃত্তির জন্য লোকে যে শ্রম করে, তাহার ক্লেশ আত্মার অঙ্গ স্পর্শ করে না ; এইজন্য, যে পূর্ণভাবে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তাহাকে কর্ম্মের বন্দীশালায় বদ্ধ থাকিতে হয় না।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

পরন্তু, অজ্ঞানের চিত্রপটে অন্যথা (বিপরীত) জ্ঞানের যে চিত্র উঠে, সেখানে চিত্র, চিত্রকার ও চিত্রপট (কার্য্য, কর্ত্তা ও ক্রিয়া) এই প্রসিদ্ধ ত্রিপুটী অঙ্কিত হয়। 'জ্ঞান' 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়'—জগতের এই যে বীজত্রয়—ইহা হইতেই নিঃসন্দেহে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, জানিবে। হে ধনঞ্জয়, এখন এই তিনটির বিভিন্ন স্বরূপ বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর; জীবরূপী সূর্য্যমণ্ডলের শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী রশ্মি ধাবিত হইয়া বিষয়রূপ কমলের কলিতে পড়িয়া তাহাকে বিকশিত করে; (৪৬০) অথবা জীবরূপী নৃপতি (শরীররূপ) অশ্বপৃষ্ঠে ইন্দ্রিয়রূপ সাজ চাপাইয়া তাহাতে চড়িয়া বিষয়দেশে প্রবেশ করে এবং সুখ-দুঃখ লুটিয়া আনে। এসব রূপক থাকুক; ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যাপারের মাধ্যমে যে জ্ঞান জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করায়, এবং সুষুপ্তি অবস্থায় যেখানে গিয়া লীন হয়; সেই জীবকে জ্ঞাতা বলে—আর, হে পাণ্ডুসুত, এখনি যাহার কথা বলিলাম তাহাকেই 'জ্ঞান' বলিয়া জানিবে; হে কিরীটি, যে জ্ঞান অজ্ঞানের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াই আপনাকে তিন স্থানে বণ্টন করে—যেদিকে দৌড়ায় তাহার সম্মুখভাগে একটি 'জ্ঞেয়' রূপ প্রস্তরের গোলা নিক্ষেপ করে, এবং পশ্চাদ্দিকে 'জ্ঞাতৃত্ব' বা 'জ্ঞাতা'কে দাঁড় করায়; 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতা' এই দুয়ের মাঝখানে যে ব্যবহারের মার্গ রচিত হয়,—যে জ্ঞানের সাহায্যে সেই মার্গ সতত চালু থাকে; 'জ্ঞেয়' বস্তুর সীমা পর্য্যন্ত গিয়া যাহার দৌড় সমাপ্ত হয়, এবং যে জ্ঞান সমস্ত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে ইহাই 'সামান্য' জ্ঞান,—এখন 'জ্ঞেয়' বস্তুর লক্ষণ শুন; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস—জ্ঞেয় বস্তুর এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম (আভাস); যেমন একই আম্রফল তাহার রস, রূপ(বর্ণ), গন্ধ ও স্পর্শ দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে স্পর্শ করে (ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাসিত হয়); (৪৭০) তেমনি 'জ্ঞেয়' এক হইলেও, ইন্দ্রিয়দ্বারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হয় বলিয়া পাঁচ প্রকারের হয়; আর, জলের প্রবাহ যেমন তাহার গন্তব্যস্থান সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমাপ্ত হয়, অথবা ফল আসিলেই যেমন শস্যের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়; তেমনি ইন্দ্রিয়ের মার্গে ধাবমান জ্ঞানের যেখানে অন্ত হয়, হে কিরীটি, তাহাকেই 'জ্ঞেয়' বিষয় বলে;

হে ধনঞ্জয়, এইভাবে আমি 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়' ইহাদের লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, এই ত্রিপুটী হইতেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়; শব্দাদি বিষয় পঞ্চবিধ, পরন্তু 'জ্ঞেয়' প্রিয় বা অপ্রিয় এই এক প্রকারেরই হয়; হে ধনঞ্জয়, 'জ্ঞান' যৎকিঞ্চিৎ 'জ্ঞেয়' পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত করিলেই 'জ্ঞাতা' তাহা ত্যাগ বা স্বীকার করিতে উদ্যোগ করে; পরন্তু, মৎস্য দেখিয়া যেমন বক, ধন দেখিয়া যেমন দরিদ্র ব্যক্তি, কিম্বা স্ত্রীলোক দেখিয়া যেমন কামুক পুরুষ তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টিত হয়; জল যেমন নীচু জমির দিকে গড়ায়, ভ্রমর যেমন পুষ্পের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়, অথবা সন্ধ্যায় বৎস ছাড়া পাইলে যেমন (মাতাগাভীর দিকে) দৌড়ায়; স্বর্গের উর্ব্বশীর কথা শুনিয়া যেমন লোকে আকাশে যাইবার জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আরম্ভ করে; হে কিরীটি, আকাশে উড্ডীয়মান কপোত যেমন একটি কপোতী দেখিয়াই সর্ব্বাঙ্গ ছাড়িয়া (তাহার দিকে) নামিয়া আসে; (৪৮০) অথবা, মেঘের ঘন গর্জ্জন শুনিবা-মাত্র ময়ূর যেমন আকাশের দিকে উড়িবার চেষ্টা করে, তেমনি 'জ্ঞেয়' বস্তু দর্শন করিয়া জ্ঞাতা তাহার দিকে দৌড়ায়; সুতরাং, হে পাণ্ডুসুত, 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতা', এই ত্রিপুটীই সমস্ত কর্ম্মের কারণ হয়। আর কদাচিৎ যদি এই 'জ্ঞেয়' বস্তু জ্ঞাতার প্রিয় হয়, তবে তাহা উপভোগ করিবার জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব[1] সহ্য করিতে পারে না; অন্যথায় এই 'জ্ঞেয়' বস্তু দৈবক্রমে যদি বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে যেটুকু সময় লাগে তাহাকে যুগপ্রমাণ (যুগান্ত) মনে হয়; সর্প বা রত্নহার হঠাৎ সম্মুখে পড়িলে মনুষ্য যেমন সঙ্গে সঙ্গেই ভীত বা হর্ষান্বিত হয়; তেমনি, প্রিয় বা অপ্রিয় 'জ্ঞেয়' বস্তু দেখিয়া জ্ঞাতারও সেই অবস্থা হয়, এবং সে প্রিয় বস্তুকে স্বীকার ও অপ্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়; প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে দেখিয়া তাহার সহিত লড়িবার আগ্রহে সেনাপতি যেমন রথ হইতে নামিয়া পদচারী হয় (পদব্রজে তাহার দিকে যায়); তেমনি, যে জ্ঞাতা ছিল সেই কর্ত্তা হইয়া বসে, ভোজনকারী রন্ধন করিতে বসিলে যেমন হয়; কিম্বা, ভ্রমর ফুলের বাগান রচনা করিতে লাগিয়া যায়, পরীক্ষক নিজেই কষ্টিপাথর হইয়া যায়, অথবা দেবতা স্বয়ং মন্দির নির্ম্মাণকর্ম্মে লাগিয়া যান; তেমনি, হে পাণ্ডব, 'জ্ঞাতা' 'জ্ঞেয়'রূপ বিষয়

---

১ ক্ষণান্তর;

ভোগের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গুলিকে কর্ম্মে লাগায়, এবং তখন 'কর্ত্তা' হইয়া যায়; (৪৯০) আর, 'জ্ঞাতা' যখন নিজেই কর্ত্তা হইয়া 'জ্ঞান'কে 'করণ' (সাধন) বানায়, তখন 'জ্ঞেয়' স্বভাবতঃই কার্য্য হইয়া যায়; হে সুমতি অর্জ্জুন, এইভাবে (জ্ঞান 'করণ' হইলে) জ্ঞানের যোজনের কৌশলের[১] পরিবর্ত্তন হয়—যেমন রাত্রে নেত্রের শোভার পরিবর্ত্তন হয় (তেজ কমিয়া যায়); কিম্বা, অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে যেমন শ্রীমন্ত ব্যক্তির আনন্দের[২] পরিবর্ত্তন (হ্রাস) হয়—পূর্ণিমার পর চন্দ্রের যেমন পরিবর্ত্তন হয় (চন্দ্রের কলা কমিতে থাকে); তেমনি, ইন্দ্রিয়গুলি চালিত হইলে জ্ঞাতা কর্ত্তৃত্বের অভিমানে বেষ্টিত হয়—ঐ অবস্থায় যে যে লক্ষণ দেখা যায়, এখন তাহাই শ্রবণ কর; বুদ্ধি ও মন, চিত্ত ও অহংকার—ইহারাই অন্তঃকরণের চতুর্বিধ চিহ্ন (বৃত্তি); বাহিরে, ত্বক্, শ্রবণ (কর্ণ), চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ (নাসিকা)—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জানিবে; অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কর্ত্তা কর্ত্তব্যের আন্দাজ (মাপ) করে, এবং যদি বুঝিতে পারে যে ইহাতে সুখপ্রাপ্তি হইবে—তবে নেত্রাদি দশ বাহ্যেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করিয়া ঐ কর্ম্মে অতি শীঘ্র লাগাইয়া দেয়; যতক্ষণ না ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়সমুদায়কে ঐ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া রাখে; নচেৎ, যদি বুঝিতে পারে যে কর্ত্তব্য (কর্ম্ম) দুঃখের কারণ হইবে, তবে ঐ দশটি ইন্দ্রিয়কে উহা ত্যাগ করিবার জন্য যোজনা করে; (৫০০) এবং রাজা যেমন (কর উশুল করিবার জন্য) শস্যহীন প্রজাকে বেগার খাটাইয়া লয়,§ তেমনি কর্ত্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে রাত্রিদিন খাটাইতে থাকে—যতক্ষণ না দুঃখ দূর হয়; এইভাবে কর্ম্মের ত্যাগ ও স্বীকারে ইন্দ্রিয়গুলিকে (নেতাস্বরূপে) পরিচালিত করে বলিয়া জ্ঞাতাকে 'কর্ত্তা' বলে,—ইহা জানিয়া রাখ; আর, কর্ত্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে চাষের যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মে ব্যবহার করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি 'করণ' বলিতেছি; আর, এই 'করণ' দ্বারা কর্ত্তা যে সব ক্রিয়া সম্পাদন করে—সেই ক্রিয়ার ব্যাপারকে ('ব্যাপ্তি'কে) 'কর্ম্ম' বলিয়া জানিও; স্বর্ণকারের বুদ্ধি যেমন অলঙ্কারের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, চন্দ্রের কিরণ যেমন চাঁদনীতে ব্যাপৃত থাকে, কিম্বা, লতা যেমন

১ নিজগতিতে; ২ বিলাসের; বৈভবের;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"শস্যকে তুষশূন্য করিতে হইলে যেমন হাওয়া লাগাইতে হয়"।

তাহার বিস্তারে ব্যাপিয়া থাকে ; অথবা, প্রভা যেমন প্রকাশে ব্যাপ্ত থাকে, মধুরতা যেমন ইক্ষুরসের মধ্যে নিহিত থাকে,—আর অধিক কি বলিব? অবকাশ যেমন আকাশে ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া থাকে ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, কর্ত্তার ক্রিয়া যাহা কিছু ব্যাপিয়া থাকে তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; হে বিচক্ষণ-শিরোমণি, এইভাবে তোমাকে 'কর্ত্তা' 'কর্ম্ম' ও 'করণ' এই তিনটিরই লক্ষণসমূহ বুঝাইয়া বলিলাম।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

এখানে, 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়'—ইহারাই কর্ম্মের তিনটি কারণ ; তেমনি, 'কর্ত্তা', 'কর্ম্ম', ও 'করণ' ইহারা কর্ম্মসঞ্চয় (কর্ম্মের ত্রিপুটী) ; ধর্ম্ম যেমন শাস্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত,§ বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে নিহিত, কিম্বা মনের মধ্যে যেমন সদা কামনা বাসনা (গুপ্ত) থাকে ; (৫১০) সোনার খনিতে যেমন সোনা থাকে, তেমনি 'কর্ত্তা', 'ক্রিয়া' ও 'করণ'ই কর্ম্মের জীবন ; সুতরাং, হে পাণ্ডুসুত, যেখানে এই ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে 'আমিই এই কার্য্যের কর্ত্তা'—সেখানে ঐ সমস্ত ক্রিয়া হইতে আত্মা দূরে (নির্লিপ্ত) থাকে ; এই কারণে, হে সুমতি, আমি বারম্বার বলিতেছি যে এই সব কর্ম্ম হইতে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক ; এখন আর কত বলিব ? তুমি সবই জান ; পরন্তু, তোমাকে যে 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা'র কথা বলিলাম, তাহারা ত্রিবিধ গুণের জন্য তিন প্রকারের হয় ; অতএব, হে ধনঞ্জয়, 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা'—ইহারা [১]এক পংক্তির (অর্থাৎ সমান) এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে,[২] কারণ দুটি (রজঃ ও তমঃ) বন্ধনকারক, শুধু একটি (সত্ত্বগুণ)ই মুক্তিদান করিতে সমর্থ ; যাহাতে সাত্ত্বিক গুণ উত্তমরূপে চিনিতে পারা যায়, সেইজন্য আমি এই তিনটি গুণের লক্ষণগুলি পৃথক পৃথক্ ভাবে বলিতেছি,—সাংখ্যশাস্ত্র এই গুণভেদের কথা বিস্তার করিয়া বলিয়াছে ; যে সাংখ্যশাস্ত্র বিচারের ক্ষীরসমুদ্র,

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"বহ্নি যেমন ধূম দ্বারা পরিবেষ্টিত" ; "বহ্নি থাকিলেই যেমন ধূমও থাকে" ;

১-২ ইহাদের উপর নির্ভর করা উচিত নহে ;

আত্মবোধরূপী কমলকে প্রস্ফুটিত করিবার চন্দ্র, যাহা জ্ঞানের দৃষ্টি খুলিতে শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাহা দিন ও রাত্রির ন্যায় একত্র মিলিত প্রকৃতি ও পুরুষকে—ত্রিভুবনে মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, আলাদা আলাদা করিয়া দেখায়; যে শাস্ত্র অপার মোহরাশি (অজ্ঞান) চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা মাপ-জোখ (নাশ) করিয়া, পরম তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির সুখভোগ করায়; হে অর্জ্জুন, এই সাংখ্যশাস্ত্র যে গুণভেদের স্তুতি করিয়াছে, সেই বিচিত্র গুণভেদ[১] এইরূপ; (৫২০) যে গুণত্রয় আপন আঙ্গিক সামর্থ্যে সমস্ত দৃশ্য জগৎকে ত্রিবিধপণার ছাপে অঙ্কিত করিয়াছে; সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণের এমনি মহিমা যে এই ত্রিবিধ গুণ আদি ব্রহ্মা হইতে সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছে[২]; পরন্তু যাহা দ্বারা বিশ্বের সমগ্র বিস্তার গুণভেদে বিভক্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে সেই 'জ্ঞানে'র কথা প্রথমে বলিতেছি; কারণ যখন দৃষ্টি শুদ্ধ (নির্ম্মল) হয় তখন প্রত্যেক বস্তুই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তেমনি যখন শুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয় তখন সব কিছুই শুদ্ধ হইয়া যায়; এইজন্যই ইহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহে—এখন আমি তাহার বর্ণনা করিতেছি—তুমি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর"; কৈবল্যগুণনিধান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ২০

"হে অর্জ্জুন, সেই জ্ঞান শুদ্ধ নির্ম্মল সাত্ত্বিক জ্ঞান, যাহার উদয় হইলেই 'জ্ঞেয়' 'জ্ঞাতা'র সহিত লীন হইয়া যায়; আঁধার যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সাগর যেমন নদীকে জানে না, কিম্বা, জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেও যেমন নিজের ছায়া ধরা যায় না; তেমনি, যে জ্ঞানকে শিব হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কোনও নাম-রূপাত্মক ভূত-ব্যক্তি স্পর্শ করিতে পারে না; চিত্রকে হস্তদ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে, লবণকে জলদ্বারা ধৌত করিলে, কিম্বা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিবার প্রযত্ন করিলে যেমন হয় (অর্থাৎ যেমন কিছুই পাওয়া যায় না); তেমনি, যে জ্ঞানের প্রকাশে 'জ্ঞেয়'কে দেখিলে, 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়' ইহাদের

১ গুণভেদের বর্ণন;
২ ব্রহ্মা হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতে ত্রৈবিধ্য (তিন ভেদ) আনিয়াছে;

কিছুই অবশিষ্ট থাকে না§ (৫৩০) যেমন, সোনাকে গলাইলেই তাহা হইতে আপন ইচ্ছামত গহনা বাহির করা যায় না, কিম্বা, জল ছাঁকিয়া তাহা হইতে তরঙ্গ পৃথক করা যায় না ; তেমনি, যে জ্ঞান[১] দ্বারা দৃশ্যপথে[২] (অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর মধ্যে) কোনও ভেদ দেখা যায় না, সেই জ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলিয়া জানিবে ; কৌতুকে দর্পণের মধ্যে দেখিলে যেমন দ্রষ্টারই (মুখের) প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি যে 'জ্ঞান' 'জ্ঞেয়'কে সরাইয়া স্বয়ং 'জ্ঞাতা' হইয়া যায় ; আমি পুনরায় বলিতেছি, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান,—এই সাত্ত্বিক জ্ঞানই মোক্ষ-লক্ষ্মীর মন্দির ;—যথেষ্ট বলা হইয়াছে, এখন রাজস জ্ঞানের লক্ষণ শুন।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

হে পার্থ, শ্রবণ কর : যে জ্ঞান ভেদের কটিদেশ ধরিয়া চলে (ভূতমাত্রের মধ্যে ভেদ মানিয়া চলে) সেই জ্ঞান 'রাজস' জ্ঞান ; যে জ্ঞান ভেদভাব দ্বারা ভূতগ্রামকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে এবং জ্ঞাতাকে ভ্রমে ফেলিয়া বৈচিত্র্য উৎপাদন করে ; নিদ্রা যেমন সত্য (প্রত্যক্ষ দৃশ্য) বস্তুর উপর বিস্মৃতির কপাট ফেলিয়া স্বপ্নের কষ্টময় স্থিতি অনুভব করায় ; তেমনি, যে জ্ঞান আত্মজ্ঞানের প্রাকারের বাহিরে, মিথ্যার মহাখেলায় জীবকে তিন অবস্থার (জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) বিস্তার[৩] দেখায় ; অলঙ্কারের রূপে আবৃত সোনাকে যেমন দেখা যায় না,[৪] তেমনি যে জ্ঞান নামরূপে আবৃত অদ্বৈত তত্ত্বকে দূরে রাখে ; মূঢ় (মুর্খ) মনুষ্য যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট ও ঘড়ার মধ্যে মৃত্তিকা-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না,—দীপত্বের জন্য যেমন (তাহার মধ্যে নিহিত) অগ্নির জ্ঞান হয় না (উল্‌টাইয়া যায়[৫]) ; (৫৪০) কিম্বা বস্ত্রত্বের আবেশে মূর্খ যেমন তন্তুর জ্ঞান হারায়, অথবা, পটে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া মূঢ় ব্যক্তির যেমন পটের জ্ঞান লোপ পায় ; তেমনি, যে জ্ঞানের দ্বারা ভূত-ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখায় এবং একত্ববোধের প্রবৃত্তি[৬] নষ্ট হইয়া যায় ; ইন্ধনভেদে যেমন অগ্নিকে

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;
১ জ্ঞেয় জ্ঞান ; ২ দৃশ্য কথা ; দৃশ্য প্রথা (দৃশ্য স্থিতি) ;
৩ ক্রীড়া ; ৪ বালক দেখিতে পায় না ; ৫ দুর্ব্বোধ্য হয় ; ৬ ভাবনা ;

বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, বিভিন্ন ফুলের জন্য যেমন ফুলের গন্ধের বৈচিত্র্য, কিম্বা, জলভেদে এক চন্দ্রমাকে যেমন অনেক দেখায়; তেমনি যে জ্ঞান পদার্থভেদে বৈচিত্র্য, আকারভেদে ছোট (বড়) দেখে, তাহাই 'রাজস' জ্ঞান।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

চণ্ডালের ঘর এড়াইতে হইলে যেমন তাহা কোথায় জানা দরকার, তেমনি তামস জ্ঞানের লক্ষণও জানিতে হইবে—তাহাই এখন বলিব—উত্তমরূপে চিনিয়া রাখ; হে কিরীটি, যে জ্ঞান শাস্ত্রবিধির বস্ত্র পরিধান না করিয়া নগ্ন হইয়া থাকে এবং সেইজন্য শ্রুতি তাহার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; শাস্ত্রদ্বারা (সমাজ) বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য[১] যে জ্ঞান নিন্দারূপ প্রস্তরাঘাতের ভয় করে না এবং সেইজন্য অন্য শাস্ত্রও (স্মৃতি আদি) যাহাকে ম্লেচ্ছধর্ম্মরূপ পর্ব্বতের উপর নির্ব্বাসন করিয়াছে; যে জ্ঞান এইভাবে তমোগুণের প্রভাবে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; যে জ্ঞান আত্মীয়তাসম্পর্কের কোনও বাধা মানে না, কোনও পদার্থকেই নিষিদ্ধ মনে করে না,—জনশূন্য গ্রামের পরিত্যক্ত কুকুরের ন্যায়; যে শুধু সেই পদার্থই ত্যাগ করে যাহা মুখে ধরে না, কিম্বা যাহা খাইলে মুখ জ্বলিয়া যায়,—বাকী সব বস্তুই খাইয়া ফেলে; (৫৫০) যে জ্ঞান সেই ইন্দুরের ন্যায় যে সোনা চুরি করিবার সময় দেখে না উহা ভাল কি মন্দ,—কিম্বা সেই মাংসাশী মনুষ্যের ন্যায়, যে শ্বেত কি কাল পশুর মাংস তাহা বিচার করে না; অথবা, বনের মধ্যে দাবানল যেমন কিছুই বিচার করে না, কিম্বা মাছি যেমন দেহ জীবিত কি মৃত বিচার না করিয়াই তাহার উপর বসে; (খাদ্য) বমন করা বা পরিবেশন করা, তাজা কিম্বা পচা,—কাক যেমন তাহা বিচার করে না; তেমনি, নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করিবে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আদরে স্বীকার করিবে—যে জ্ঞান বিষয় সম্বন্ধে এই ভেদ জানে না; যে যে বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়ে তাহাই উপভোগের বিষয়—ইহাই মনে করিয়া (যে জ্ঞান) স্ত্রীলোক ও অন্যান্য দ্রব্য শিশ্নোদরকে বাঁটিয়া দেয়; পানীয় জল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাহার বিচার করে না,—তাহাতে তৃষ্ণা মিটিবার সুখ হইবে

১ শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার; শ্রুতির দাসী (শ্রুতির মার্গাবলম্বী) শাস্ত্রের দ্বারা।

ইহাই শুধু দেখে ; তেমনিই, খাদ্যাখাদ্য বা নিন্দ্যানিন্দ্য (নিষিদ্ধ বা অনিষিদ্ধ) বিচার করে না—মুখে যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাই পবিত্র—ইহাই তাহার নিশ্চিত জ্ঞান ; আর, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ত্বগিন্দ্রিয়ই তাহার একমাত্র মানদণ্ড,—তাহাদের সহিত শারীরিক সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য[১] ; যাহার দ্বারা কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় সেই পরমাত্মীয়, দেহসম্বন্ধ (আত্মীয়স্বজনের সহিত শারীরিক সম্বন্ধ) কিছুই নহে—এই মনোভাব যে জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; সমস্ত বস্তুই মৃত্যুর অন্ন (মৃত্যুই সব কিছু গ্রাস করে), অগ্নি সব কিছুই জ্বালাইয়া দেয়,—তেমনি তামস জ্ঞান সারা জগৎকেই নিজস্ব ধন (উপভোগ্য) মনে করে ; (৫৬০) এইভাবে, যে মনে করে সারা বিশ্বেই শুধু উপভোগের বিষয় ব্যাপিয়া আছে,§ তাহার একমাত্র ফলপ্রাপ্তি হয়—তাহা দেহের পোষণ ; আকাশ হইতে পতিত (বর্ষার) জলের যেমন সিন্ধুই একমাত্র আশ্রয়, তেমনি (তামস জ্ঞানের) সব কৃত্যই উদরপূর্তির জন্য হয় ; শুধু ইহাই নহে ;—স্বর্গ ও নরক আছে, এবং 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'ই স্বর্গ ও নরকপ্রাপ্তির হেতু—এ সমস্ত বিষয়ে যাহার অন্ধকারসদৃশ জ্ঞান (অর্থাৎ যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) ; 'এই দেহখণ্ডই আত্মা' 'পাষাণ প্রতিমাই ঈশ্বর'—যাহার[২] প্রেম (বুদ্ধি) ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানে না[৩] ; এইজন্য (যে জ্ঞান বলে) 'দেহপাতের পর সমস্ত কৃতকর্ম্মের সহিত আত্মা নষ্ট হইয়া যায়, তখন কর্ম্মের ফলভোগের জন্য আত্মা কোন্ আকারে থাকিবে ?' অথবা, 'ঈশ্বর কর্ম্ম দেখিয়া তাহার ফল ভোগ করান—ইহাই যদি সত্য হয় তবে সেই দেবতাকে বেচিয়া খাইলেই হয় !' 'গাঁয়ের (প্রস্তরনির্ম্মিত) দেবলেশ্বরই যদি সত্যই নিয়ামক হন, তবে দেশের পর্ব্বত কি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে ?' এইভাবে, যদিও কদাচিৎ দেবতাকে মানে, তবে তাঁহাকে পাষাণমাত্র বলিয়াই জানে, আর মনুষ্যের দেহকেই আত্মা বলে ; যে জ্ঞান পাপপুণ্যকে মিথ্যা বলিয়া জানে, এবং অগ্নি-মুখে দ্রব্যের ন্যায় সমস্ত ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করা[৪] হিতকর মনে করে ; চর্ম্মচক্ষুতে যাহা দৃষ্টিগোচর হয়,[৫] ইন্দ্রিয়গ্রাম যে যে

১ বন্ধু, স্বজন ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—"শুধু উপভোগের বিষয় মনে করে";

২—৩ বুদ্ধি সরে না ; ৪ উপভোগ করিয়া বেড়ান ; ৫ প্রশংসা করে ;

বস্তুর মাধুর্য্যে মোহিত হয়, তাহাই সত্য—এই বিশ্বাস যে জ্ঞান উৎপন্ন করে ; (৫৭০) আর অধিক কি বলিব ? হে পার্থ, এই আস্থা এমনিভাবে বাড়িতে থাকে—যেমন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বৃথাই আকাশে উঠে ; যেমন ভেঁড়ী* তাজা বা শুষ্ক অবস্থায় উপযোগী হয় না, এবং বাড়িতে বাড়িতে আপনিই নষ্ট হইয়া যায় ; অথবা, ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগের গুচ্ছ, বা নপুংসক মনুষ্য, বা সাবেঘীর বন † যেমন উপযোগী হয় না ; অথবা, বালকের (চঞ্চল) মন, কিম্বা চোরের চুরি করা ধন, অথবা ছাগলের গলার স্তন যেমন (নিষ্ফল হয়), তেমনি যে জ্ঞান ব্যর্থ ও নিস্তেজ দেখায় তাহাকে আমি 'তামস' জ্ঞান বলি ; জন্মান্ধের চক্ষুকে ভাল বলিলে যাহা বুঝায়, ইহাকে 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করিলে তাহাই বুঝায় ; কিম্বা বধির ব্যক্তির কানকে সুন্দর বলিলে, অপেয়কে (মদ্যকে) 'পানীয়' বলিলে যাহা বুঝায়, এই তামস জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিলে তাহাই বুঝায়—'জ্ঞান' ইহার একটি অপনাম বা অযথার্থ নাম ; আর কত বর্ণনা করিব ? এই যে জ্ঞান—ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে—ইহাকে প্রত্যক্ষ অন্ধকার বলিয়া জানিবে ; হে শ্রোতৃশিরোমণি—এইভাবে ত্রিগুণজাত তিন প্রকারের জ্ঞান ও তাহাদের লক্ষণ আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

এখন, হে ধনুর্দ্ধর, এই তিন প্রকারের জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা কর্ত্তার সব ক্রিয়া গোচরীভূত হয় ; এইজন্য, প্রবাহের জল যেমন সম্মুখের দিকে যায়, তেমনি কর্ম্মও (এই ত্রিবিধ জ্ঞানের) তিনটি পথে চলিতে থাকে ; ত্রিবিধ জ্ঞানের (ভেদের) জন্য যে ত্রিবিধ কর্ম্ম হয়, তাহাদের মধ্যে আমি প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছি, শুন ; পতিব্রতা স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন দেয়,[১] তেমনি স্বাধিকারানুরূপ যে কর্ম্ম স্বভাবতঃ অঙ্গে আসিয়া পড়ে ; শ্যাম অঙ্গে যেমন চন্দন, প্রমদার লোচনে যেমন অঞ্জন (শোভা পায়), তেমনি অধিকার অনুসারে যে কর্ম্ম নিত্য আচরণ করিতে

* একপ্রকার জঙ্গলী ঝাড়। † মনসাজাতীয় ঝাড়।

১ নিরীক্ষণ করে

হয়, তাহা ভূষণস্বরূপ হয়; নিত্যকর্ম স্বভাবতঃই ভাল, তাহার সহিত নৈমিত্তিক কর্ম মিলিত হইলে, সোনার সহিত সুগন্ধ যুক্ত হইলে যেমন হয় তেমনি হয়; আর মাতা যেমন আপন শরীর, আত্মা ও সম্পত্তি দ্বারা সন্তানকে পালন করে এবং তাহাতে তাহার[১] জীবনে কোনও কষ্ট হয় না[২]; তেমনি, যে সর্বান্তঃকরণে ফলের আশা না করিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব কর্ম একেবারে ব্রহ্মকেই অর্পণ করে; আর প্রিয়জন আসিলে তাহার সৎকার করিতে দৌড়ায়[৩] এবং কিছু অবশিষ্ট রহিল কিনা তাহার বিচার করে না,§ তেমনি সৎকর্ম করিবার সময় যদি নিত্যকর্ম বন্ধ হইয়া যায়; তবে, কর্ম করা হইল না বলিয়া কোনও খেদ না করা, বা মনে কোনও দ্বেষ (রাগ) পোষণ না করা, আর কর্ম সুসিদ্ধ হইলে তাহাতে আনন্দে উৎফুল্ল না হওয়া; এই রীতি অনুসারে যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, হে ধনঞ্জয়, তাহাকে সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে; (৫৯০) ইহার পর তোমাকে রাজস কর্মের প্রকৃত লক্ষণের কথা বলিব,—ইহাতে যেন তোমার মনোযোগ শিথিল না হয়।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥

মূর্খ যেমন নিজের ঘরে পিতামাতার সহিত ভাল কথা বলে না, অথচ (বাহিরে) সারা বিশ্বের সহিত আদরপূর্বক ব্যবহার করে; কিম্বা, তুলসী-গাছে দূর হইতেও এক ফোঁটা জল দেয় না, অথচ দ্রাক্ষালতার শিকড়ে দুধ ঢালে; তেমনি, (রাজস কর্তা) আবশ্যকীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাচরণ বিষয়ে —যেখানে বসিয়া থাকে সেস্থান হইতে উঠিতেও চায় না; (অথচ) অন্য কাম্য কর্মের নামে দেহপাত হইলে বা সর্বস্ব ব্যয় করিলেও তাহা যথেষ্ট হইল মনে করে না; বীজ বপনের সময় যেমন কেহ বলে না 'অনেক বীজ খরচ হইল' ('যথেষ্ট হইল'), তেমনি দেড়গুণ লাভের জন্য খরচ করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না; কিম্বা, পরশ পাথর হাতে আসিলে, উন্নতি করিবার

১-২ নিজের মনে কোনও কষ্ট হয় না; নিজের জীবনের স্থিতির কথা চিন্তাই করে না;

৩ স্বভাবতঃ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"(তাহাকে ভোজনে বসাইয়া) যেমন কোনও জিনিস রহিল কি ফুরাইল এই ভাবনাই হয় না";

ইচ্ছায় যেমন কেহ লৌহখণ্ড কিনিবার জন্য সর্ব্বসম্পত্তি বেচিয়া দেয়; তেমনি, (রাজস কর্ত্তা) ফলের আশা করিয়া অনেক কঠিন কাম্য কর্ম্ম করিয়া যায়, পরন্তু মনে করে 'অল্পই করিয়াছি'; ফলপ্রাপ্তি কামনা করিয়া কাম্য কর্ম্ম যতই আসুক না কেন সমস্তই যথাবিধি ও পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করে; আর, কৃতকর্ম্মের মহত্ব দেখাইবার জন্য নিজমুখে ডঙ্কা বাজাইয়া তাহার ঘোষণা করে; (৬০০), তেমনি, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজের পিতা বা গুরুকেও মানিতে চায় না—কালজ্বর যেমন কোনও ঔষধই মানে না; তেমনি সাহঙ্কারে, এবং ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া মনুষ্য যে যে কর্ম্ম সাদরে আরম্ভ করে; তাহা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সম্পন্ন করে—বাজীকর যেমন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কষ্টসাধ্য খেলা দেখায়; এক কণা তণ্ডুলের জন্য মূষিক যেমন পর্ব্বত খুঁড়িয়া ফেলে, কিম্বা শৈবালের জন্য দর্দ্দুর (ভেক) যেমন সমুদ্র আলোড়ন করে; দেখ, সাপুড়ে শুধু ভিক্ষার বেশী কিছুই পায় না তথাপি সাপ লইয়া ঘোরে,—ইহাতে কি লাভ হয়? কেহ কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়াই আনন্দ পায়; যথেষ্ট বলা হইল; পিপীলিকা যেমন এক-কণা শস্যের জন্য পাতাল পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, তেমনি স্বর্গসুখের লোভে ইহারা পরিশ্রম করে; এই যে সক্লেশ (কষ্টকর) কাম্যকর্ম্ম—ইহাকেই 'রাজস' কর্ম্ম বলিয়া জানিবে—এখন 'তামস' কর্ম্মের লক্ষণ শুন।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

যে কর্ম্ম নিন্দার অন্ধকার-ধাম, এবং যে কর্ম্মের জন্য নিষেধের জন্ম সার্থক হয়[1], তাহাই তামস কর্ম্ম; জলের উপর রেখা টানিলে তাহা যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর কোনও ফলপ্রাপ্তি দেখা যায় না; কিংবা কাঁজী (ফেন)কে মন্থন করিলে, নির্ব্বাপিত কয়লায়[2] ফুঁ দিলে, বা ঘানিতে বালুকা পেষণ করিলে যেমন কিছুই পাওয়া যায় না; (৬১০) অথবা, তুষকে ঝাড়া, বা আকাশকে ফুঁড়িবার চেষ্টা করা, কিংবা বায়ুকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করা; এই সব কাজ যেমন একেবারে নিষ্ফল হইয়া নষ্ট হয়, তেমনি,

---

১ সোজা পায়; ২ ভস্মে;

যে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় ; অন্যথায় (ব্যর্থ না হইলেও), নরদেহরূপ (অমূল্য) ধন ব্যয় করিয়া যে কর্মের আচরণ করিলে জগতের সমস্ত সুখ নষ্ট হয় ; কমলবনের উপর কাঁটার জাল টানিলে যেমন নিজেরই পরিশ্রম হয়, কমলদলও নষ্ট হয় ; কিম্বা, পতঙ্গ যেমন দীপের উপর দ্বেষবশতঃ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের অঙ্গ পোড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের চক্ষু হরণ করে (অন্ধকার করে) ; তেমনি, নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া দেহের ক্ষতি করিয়াও যে কর্মের দ্বারা অপরের অহিত সাধন (হানি) করা হয় ; মক্ষিকা (খাদ্যের সহিত) মনুষ্যের উদরস্থ হইয়া আপনি মরে, অপরকেও বমন করাইয়া কষ্ট দেয়—যে কর্মের আচরণ মক্ষিকার এই দূষিত ব্যবহারকে স্মরণ করাইয়া দেয় ; এই কর্ম করিবার জন্য আমার সামর্থ্য আছে কি নাই তাহা বিচার না করিয়াই,—আমার শক্তি (সংস্থান) কতখানি, কার্য্যের প্রসারই বা কত, এই কার্য্য করিলে কি প্রাপ্তি (বা প্রতিষ্ঠা) হইবে ; এইসব বিষয় বিচার না করিয়াই ('অবিবেকের পায়ের নীচে মাড়াইয়া'.) সাভিমানে ঐ কর্ম করিতে উদ্যত হয় ; (৬২০) অগ্নি যেমন আপনার ঘর (আশ্রয়) জ্বালাইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, কিম্বা সমুদ্র যেমন নিজের সীমানা উল্লঙ্ঘন করিয়া উছলিয়া উঠে ; ছোটবড় বিচার করে না, অগ্রপশ্চাৎ দেখে না, মার্গামার্গ (পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু) একাকার করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয় ; তেমনি, যে কর্ম কৃত্যাকৃত্য একত্রে মিশাইয়া ফেলে আপন পর বিচার করে না, সেই কর্ম নিশ্চিত 'তামস' কর্ম, জানিবে ; এইভাবে, হে অর্জ্জুন, গুণত্রয়ের বিভিন্নতার জন্য ত্রিবিধ কর্মের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, যুক্তি সহকারে আমি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

এখন কর্মাভিমান পোষণ করিয়া যে কর্ত্তা কর্মের অনুষ্ঠান করে সে জীবও ত্রিবিধতা প্রাপ্ত হয় ; একই পুরুষ যেমন চতুরাশ্রমের* চার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি কর্মের ভেদে কর্ত্তাও ত্রিবিধ হয় ; এই তিনটির মধ্যে এখন

* ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সংন্যাস।

'সাত্ত্বিক' (কর্ত্তার) কথা বলিতেছি তুমি দত্ত-চিত্ত হইয়া (পূর্ণ মনোযোগ দিয়া) শ্রবণ কর ; মলয় পর্ব্বতের (উত্তম প্রকারের) চন্দন বৃক্ষের শাখা যেমন ফলের আশা ত্যাগ করিয়া ঋজুভাবে বাড়িয়া যায় ; কিম্বা, ফলপ্রদান না করিয়াই যেমন নাগবল্লীর লতা (পান) সার্থক, তেমনি যিনি (ফলের আশা ত্যাগ করিয়া) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া যান ; পরন্তু, ফলশূন্যতার জন্য তাঁহার কর্ম্ম বিফল হয় না, কারণ, হে পাণ্ডুসুত, ফলের কি কখনও ফল হয় ? (৬৩০) আর কৃত্য (করিবার যোগ্য) কর্ম্ম তিনি অনেক করিয়া যান, পরন্তু 'আমি কর্ত্তা' একথা কখনও বলেন না (কর্তৃত্বের অভিমান পোষণ করেন না)—বর্ষাকালে যেমন মেঘবৃন্দ (বারিবর্ষণ করে) ; তেমনি ভাবে পরমাত্মাকে অর্পণ করিবার যোগ্য কর্ম্মসমূহ করিয়া যান ; কাল (যোগ্য সময়) উল্লঙ্ঘন করেন না, শুদ্ধস্থানে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং শাস্ত্রের দীপবর্ত্তিকা দেখিয়া (শাস্ত্রবিধি অনুসারে) ক্রিয়া নির্ণয় করেন ; মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য (একতা) করিয়া চিত্তকে ফলের দিকে যাইতে দেন না, এবং নিয়মের শৃঙ্খল বহন করেন ; নিরোধ (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সহ্য করিবার জন্য যিনি অটুট ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার সজীব চিন্তা নিরন্তর বহন করেন (অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ পালন করিবেন ইহার উপায় নিরন্তর চিন্তা করেন) ; আর, আত্মপ্রাপ্তির সুখের জন্যই কর্ম্ম করিয়া যান, এবং দেহ-সুখের জন্য[১] লালায়িত হন না ; এইভাবে নিদ্রা দূরে যায়, ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না, শারীরিক সুখ অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না ; পুট দিয়া খাদ জ্বালাইলে সোনা যেমন (শুদ্ধ) হয়,[২] তেমনি ইহারও কর্ম্মে অধিকাধিক উৎসাহ বাড়িতে থাকে ; সত্যই যদি মনে প্রীতি থাকে, তবে জীবনই তুচ্ছ করা যায়, (সহমরণে গিয়া) অগ্নিতে প্রবেশ করিতে কি (ভয়ে) রোমাঞ্চ হয় ?[৩] হে ধনঞ্জয়, আত্মপ্রাপ্তির ন্যায় প্রিয়বস্তু লাভ করিবার জন্য ঔৎসুক্য (প্রীতি) প্রবল হইলে যদি দেহের কষ্ট[৪] হয়, তাহাতে কি মনে খেদ হয় ?§ (৬৪০) এই জন্য, যেমন যেমন (বিষয়) সুখ নষ্ট হয় এবং দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কর্ম্মের আচরণে

---

১ দেহসুখ প্রাপ্তির জন্য ;
২ ওজন কমিলেও কসের বৃদ্ধি হয় ;
৩ সতীর রোমাঞ্চ হয় ?
৪ সিদ্ধতা (পূর্ণতা) ;
§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;

আনন্দও দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এইপ্রকার কর্ম্মের আচরণ করিতে করিতে যদি কোনও এক সময় তাহা বন্ধ হইয়াও যায়; তবে ঐ কার্য্য শেষ না হওয়ার জন্য যাঁহার মনে কোনও খেদ হয় না—যেমন পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গেলে গাড়ী নিজের জন্য দুঃখ করে না; অথবা আরব্ধ কর্ম্মের পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইলেও সেই কর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য জয় ঘোষণা করেন না; হে পাণ্ডুসুত, কর্ম্মের আচরণে এই সব লক্ষণ যাঁহার মধ্যে দেখা যায় তত্ত্বতঃ তাঁহাকে 'সাত্ত্বিক' কর্ত্তা বলা হয়;

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

হে ধনঞ্জয়, এখন 'রাজস' কর্ত্তার লক্ষণ এই যে সে জগতের সর্ব্ব বাসনার আবাসস্থল; গাঁয়ের আবর্জ্জনা যেমন আঁস্তাকুড়ে জমা হয়, কিম্বা যত অমঙ্গল পদার্থ যেমন শ্মশানে আসিয়া ঠাঁই পায়; তেমনি, যে বিশ্বের যাবতীয় কামনা-বাসনা-রূপ দোষের পদপ্রক্ষালনের স্থান; এইজন্য, যে কর্ম্ম হইতে ঈপ্সিত ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই কর্ম্মই যে আগ্রহের সহিত আরম্ভ করে; আর আপনার অর্জ্জিত সম্পত্তির এক কড়িও খরচ করিতে চায় না এবং সর্ব্বক্ষণ তাহা নিজের প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকে; (৮৫০) কৃপণের ন্যায়[১] নিজের ধন রক্ষা করে, তেমনি পরের ধন অপহরণ করিতে দক্ষ হয়—বক যেমন মৎস্য ধরিবার জন্য ধ্যান করিয়া বসিয়া থাকে; আর, বদরী বৃক্ষ যেমন কাছে আসিলে কাঁটা দ্বারা আটকায়, ধরিলে অঙ্গ বিদীর্ণ করে, ফলের (তীব্র অম্লস্বাদে) অন্তরকে (জিহ্বাকে)[২] কষ্ট দেয়; তেমনি, যে কায় মনোবাক্যে অপরকে নানাপ্রকার দুঃখ দেয়—নিজের স্বার্থ সাধন করিতে অপরের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখে না; তেমনি স্বতঃ যে কাজ আরম্ভ করে তাহা করিতে সক্ষম না হইলেও তাহা হইতে বিরত হয় না,—যে কার্য্য মনে রুচিকর বোধ হয় না তাহাই ত্যাগ করে[৩]; ধুতুরার ফল যেমন অন্তরে মত্ততাজনক ও বাহিরে দূষিত (কণ্টকপূর্ণ), তেমনি যাহার অন্তর ও বাহিরের শুচিতা দুর্ব্বল; আর, হে ধনঞ্জয়, কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইলে যে

১ কৃপণচিত্ত ব্যক্তির ন্যায়; ২ সুপারী; শূন্যগর্ভ; ৩ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া (অপরকে) উপহাস করে ; অথবা, আরব্ধ কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণভাবে সফল না হয় বা নিষ্ফল হয়, তবে শোকে (ব্যাকুল হইয়া) জীবনকে ধিক্কার দেয় ; যাহাকে এইরূপ কর্ম্মে লিপ্ত দেখা যায়, তাহাকে নিশ্চিতভাবে 'রাজস' কর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

এখন ইহার পর কুকর্ম্মের আকর, তামস কর্ত্তার লক্ষণ বলিতেছি ; অঙ্গ স্পর্শ করিলে অন্য বস্তু কিভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা যেমন অগ্নি জানে না ; (৬৬০) শস্ত্র যেমন জানে না তাহার তীক্ষ্ণধার কি প্রকারে অন্যের জীবন নাশ করে, কিম্বা, কালকূটের যেমন নিজের (ঘাতক) কৃত্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকে না ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, যে নিজের সম্মুখে পড়িলে অপরকে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—যে এইরূপ দুষ্কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া চালাইয়া যায় ; ঘূর্ণি-বাত্যায় বায়ু যেমন অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া বেগে ধাবিত হয়, তেমনি যে ঐ কর্ম্ম করিবার সময় কাহার কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়াও দেখে না ; হে ধনঞ্জয়, যাহার কথা ও কাজে মিল নাই, তাহার তুলনায় পাগলের মূল্য কি ? (অর্থাৎ সে পাগলেরও অধম) ; আর বলদের আশ্রয়ে থাকিলে যেমন পোষণ হয়, †তেমনি যে ইন্দ্রিয়ের পরিবেশিত ভোগে আপনাকে জীবিত রাখে ; কিম্বা, বালকের যেমন হাসিকান্নার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই—তেমনি ভাবে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে : যে প্রকৃতির (মায়ার) বশীভূত হইয়া[১] কৃত্যাকৃত্যের সংবাদ রাখে না[২] (বিচার করিতে জানে না) এবং আবর্জ্জনাস্তূপে যেমন জঞ্জাল ভরিয়া উঠে তেমনি আত্মতৃপ্তিতে ফুলিয়া উঠে ; এইজন্য অহঙ্কারে ফুলিয়া ঈশ্বরের কাছেও মাথা নোয়ায় না, এবং ঔদ্ধত্যে পর্ব্বতকেও হার মানায় ; আর মন যাহার কপটতায় পূর্ণ,[৩] যাহার আচরণ চোরের ন্যায়, যাহার দৃষ্টি সত্যই পণ্যাঙ্গনার প্রেমের ন্যায়[৪] ; বেশী কি বলিব ? তাহার দেহ কপটতায় তৈয়ারী, তাহার জীবনই জুয়াড়ীদের আড্ডা ; (৬৭০)

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"ডাঁশ যেমন বলদের পেটের নীচে লাগিয়া থাকে"।

১-২ কৃত্যাকৃত্যের আস্বাদ জানে না। ৩ কালিমায় ভরা। ৪ মূর্ত্তি।

তাহার আবির্ভাব তো আবির্ভাব নহে, উহা স্বার্থান্বেষী লোভী জীবদের গ্রাম সদৃশ, এইজন্ত তাহার পথেও যাতায়াত করা উচিত নহে ; আর অপরের সৎকর্ম্ম যাহার মনে বৈরভাব উৎপন্ন করে—যেমন, দুগ্ধে লবণ মিশাইলে তাহা অপেয় হয়§ ; [১]সুপক কোন পদার্থ[২] অগ্নির মধ্যে ফেলিলে যেমন জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিই হইয়া যায় ; অথবা, হে কিরীটি, যেমন উত্তম খাদ্যদ্রব্যগুলি শরীরের মধ্যে গিয়া মল হয় ; তেমনি, যাহার মনের মধ্যে অপরের ভাল কিছু গেলে তাহা সমস্ত বিরুদ্ধ হইয়া বাহির হয় (অপরের ভাল কিছু দেখিতে বা শুনিতে পারে না, বিরুদ্ধভাব পোষণ করে) ; যে গুণকে দোষে পরিণত করে, অমৃতকে বিষ করে,—যেমন সর্পকে দুধ দিলে তাহা বিষ হইয়া যায় ; আর যদি কোনও সময়ে এরূপ (যোগ্য) শুভকর্ম্মের সুযোগ উপস্থিত হয় যাহাতে তাহার ঐহিক জীবন সার্থক হইতে পারে এবং পরলোকেরও কল্যাণ হয় ; তখন নিদ্রা আসিয়া স্বতঃই শরীরকে অভিভূত করে—আর দুষ্কর্ম্ম করিবার সময় নিদ্রা যেন অপবিত্রতার ভয়ে দূরে পলায়ন করে ; দেখ, দ্রাক্ষারস কিম্বা ইক্ষুরসের[৩] সময় যেমন কাকের মুখে রোগ হয়, কিম্বা দিনের বেলায় যেমন পেচক চক্ষুর দৃষ্টি হারায় ; তেমনি, শুভকর্ম্মের সুযোগ (কল্যাণকাল) আসিলে তাহাকে আলস্যে গ্রাস করে, আর অন্যায় কর্ম্ম করিবার সময় আলস্য তাহার কথামত কাজ করে ; (৬৮০) সমুদ্রের গর্ভে যেমন অনির্ব্বাণ বড়বাগ্নি জ্বলে, তেমনি যাহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বিষাদ (মৎসর) ভরিয়া থাকে, (অপরের ভাল দেখিয়া যে বিষণ্ণ হয়) ; অগ্নি থাকিলেই যেমন ধোঁয়া হয় † কিম্বা অপানবায়ু যেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তেমনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত যে বিষাদে (দ্বেষ, মাৎসর্য্য) ভরিয়া থাকে ; আর, হে বীর, যে কল্পান্তের পরেও প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিবে এই আশায় কাম্য কর্ম্ম করিয়া যায় ; জগতের বাহিরের লোকের (স্বর্গাদির) দুশ্চিন্তা সর্ব্বদা চিত্তে পোষণ করে, পরন্তু যাহা করে তাহা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত লাভ হয় না ; লোকের মধ্যে এমন যে মূর্ত্তিমান পাপপুঞ্জ দেখা যায় তাহারাই নিঃসংশয়ে 'তামস' কর্ত্তা ; হে সুজন চক্রবর্ত্তি

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"যেমন দুগ্ধে লবণ মিশাইলে হয়" ;

১-২ কিম্বা কোনও ঠাণ্ডা পদার্থ ; কিম্বা হবির ন্যায় পদার্থ ; ৩ আম্ররসের ;

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—"ঘুঁটের অগ্নি যেমন ধোঁয়ায় ভরিয়া থাকে" ;

(নভোমণিশিরোমণি) অর্জুন, এইভাবে তোমাকে কর্ম, কর্তা ও জ্ঞান এই তিনটির ত্রিবিধ লক্ষণের কথা বুঝাইয়া বলিলাম।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

এখন অবিদ্যার গ্রামে, মোহের বস্ত্র পরিধান করিয়া, সংশয়রূপ সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া; (জীব) যে বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মনিশ্চয়ের মূর্ত্ত শোভা দেখিতে পায়, সেই বুদ্ধি ও তাহার গতি তিন প্রকারের। সত্ত্বাদি গুণ এই জগতের মধ্যে কোন্ বস্তুকে ত্রিধা বিভক্ত করে নাই? এই সৃষ্টিতে এরূপ কাষ্ঠ কোথায়[1] আছে যাহার মধ্যে অগ্নি নিহিত নাই? তেমনি, হে কিরীটি, দৃশ্য কোন্ বস্তু আছে যাহা ত্রিবিধ নহে? (৬৯০) এইজন্য, এই তিনটি গুণ বুদ্ধিকেও ত্রিগুণসম্পন্ন করিয়াছে—ধৃতিও তেমনি ত্রিধা বিভক্ত; এখন পৃথক পৃথক লক্ষণ সহ ইহাদের ভেদের কথা বিশদভাবে বিস্তার করিয়া বলিব; পরন্তু, হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতির মধ্যে প্রথমে বুদ্ধির ভেদের লক্ষণগুলি বলিব; হে বীর অর্জুন, এই সংসারে যত জীব আছে তাহাদের উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট—এই তিনটি চলিবার মার্গ আছে; সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস গুণ-বিশিষ্ট[2] এই তিনটি মার্গই প্রসিদ্ধ—ইহারাই জীবের সংসারভয়ের কারণ;

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

এইজন্য, ইহাদের মধ্যে নিত্যকর্মই উত্তম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)—যাহা অধিকার-সম্মত, এবং বিধির প্রবাহে, স্বাভাবিক ক্রমানুসারে, প্রাপ্ত হওয়া যায়; শুধু আত্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নিত্যকর্ম করিতে হয়—তৃষ্ণার্ত্ত মনুষ্য যেমন জলপান করে; এইভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম বিষম জন্মভয় দূর করিয়া মোক্ষসিদ্ধির (পথ) সুগম করিয়া দেয়; যে এইরূপ নিত্যকর্ম উত্তমভাবে করে, সে সংসারভয় হইতে মুক্ত হয়, এবং এই করণীয় কর্ম

১ কোন;   ২ করণীয়, কাম্য, নিষিদ্ধ; অকরণীয়, কাম্য, নিষিদ্ধ; অকারণ, কাম্য ও নিষিদ্ধ;

করিয়া মুমুক্ষুদের যোগ্য (ভাগী) হয়; যে বুদ্ধি নিত্যকর্মের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে এ বিষয়ে গভীর (ভরসা) আস্থা পোষণ করে; (৭০০) এবং এইজন্য নিবৃত্তির ভিত্তির উপর রচিত প্রবৃত্তিমার্গে চলে—সে কেন এই কর্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না (ডুবিবে না)? তৃষ্ণার্ত প্রাণী জল পাইয়া বাঁচে, বন্যায় পড়িলে নৌকাই বাঁচায়, অন্ধকূপে সূর্য্যের কিরণই একমাত্র গতি; অথবা, পথ্যের সহিত ঔষধ সেবন করিলেই রোগের আক্রমণ হইতে বাঁচা যায়, কিম্বা জলই যেমন মৎস্যের জীবন; এই সব অবস্থায় জীবনের যেমন ভয় থাকে না, তেমনি এই নিত্যকর্মের আচরণ করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; যাহার এই প্রকার শুদ্ধ,[১] উত্তম জ্ঞান আছে, এবং যে কোন কর্ম করণীয় তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পারে; যে সব কাম্য কর্ম সংসারভয়দায়ক, এবং যাহার উপর নিষেধের বারি পতিত হইয়াছে (নিষিদ্ধ কর্ম); সেই সব অনাচরণীয় কর্ম,—যাহা দৈবযোগে পূর্ব্বজন্মের প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ, জন্ম-মরণের ভয় আনয়ন করে§; অগ্নির মধ্যে যেমন প্রবেশ করা যায় না, অথৈ জলে যেমন লাফাইয়া পড়া যায় না, জ্বলন্ত গনগনে শূল যেমন হাতে ধরা যায় না; কিম্বা কালসর্পকে গর্জ্জাইতে দেখিলে যেমন সেদিকে হাত বাড়ান যায় না, ব্যাঘ্রের বিবরে যেমন প্রবেশ করা যায় না; তেমনি, অকরণীয় কর্ম দেখিয়া যে বুদ্ধির নিঃসন্দেহে মহাভয় উপস্থিত হয়; (৭১০) বিষ রন্ধন করিয়া পরিবেশন করিলে যেমন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, তেমনি যে বুদ্ধি নিষিদ্ধ কর্মকে বন্ধনকারক বলিয়া জানে; এই বন্ধনভয়ে ভরা নিষিদ্ধ কর্ম বিষয়ে যে কর্মনিবৃত্তি প্রয়োগ করিতে জানে (এইরূপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়); এইভাবে ভালমন্দ যেমন পরখ করা হয়, তেমনি যে বুদ্ধি কার্য্যা-কার্য্যের বিচার দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মাপ করে; তেমনি, যে বুদ্ধি দ্বারা কৃত্যাকৃত্য নির্ণয় সর্ব্বদা উত্তমরূপে করা যায়, তাহাকেই সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে, জানিবে;

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

১ করণীয় কর্ম সম্বন্ধে।

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"প্রবৃত্তিকে পিছু হটাইয়া দেয়।"

বকের গাঁয়ে যেমন ক্ষীর ও নীর (দুধ ও জল) একত্র মিশ্রিত করা হয়, (অর্থাৎ জল হইতে দুধ পৃথক করা যায় না),—কিম্বা অন্ধের যেমন দিন-রাতের জ্ঞান নাই ; যে ভ্রমর ফুলের মকরন্দ ভোগ করে, সে কাষ্ঠ কোদন করিলেও যেমন ভ্রমরত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না ; তেমনি, যে বুদ্ধি ধর্মাধর্মরূপ কার্য্যাকার্য্যের প্রভেদ নির্ণয়[1] করিতে জানে না ; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া (অর্থাৎ পরীক্ষা না করিয়া) যে মুক্তা ক্রয় করে, কদাচিৎ সে উত্তম রত্ন পায়,—না পাওয়াই তাহার ভাগ্যে জোটে ; তেমনি, দৈবযোগে যদি অকরণীয় কর্ম না জোটে তবেই ঐরূপ কর্ম হইতে বিরত হয়, নতুবা যে বুদ্ধি (করণীয় ও অকরণীয় এই) দুটি কর্মকেই এক বলিয়া জানে ; সেই বুদ্ধিকেই রাজসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে,—সামাজিক নিমন্ত্রণে যেমন যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়াই সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় ; (৭২০)

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

রাজা যে পথে চলে, চোরের পক্ষে তাহা অপ-পথ (রাজমার্গ চোরের পক্ষে উপযোগী হয় না),—কিম্বা, রাক্ষসেরা দিনকে রাত্রির ন্যায় দেখে ; অথবা ভাগ্যহীন লোকের কাছে যেমন গুপ্তধন কয়লার স্তূপ হয়,—জীব যেমন আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায় ; তেমনি, যে বুদ্ধি সমস্ত ধর্মকর্মকে পাতক বলিয়া মনে করে,—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝে ; যে বুদ্ধি সমস্ত অর্থকে অনর্থ বানায়, ব্যবস্থিত (যোগ্য) গুণকে দোষ বলিয়া মানে ; বেশী কি বলিব ? যে বুদ্ধি শ্রুতি অনুমোদিত কার্য্যসমূহকে বিপরীত (নিষিদ্ধ, অকার্য্য) বলিয়া জানে ; হে পাণ্ডুসুত, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই (অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে) তাহাকে 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে—রাত্রি কি ধর্মকর্ম করিবার যোগ্য সময় ? (অন্ধকার রাত্রির ন্যায় এই বুদ্ধি ধর্মার্থের যোগ্য নহে) ; আত্মবোধরূপ কুমুদকে বিকশিত করিবার চন্দ্র, হে অর্জুন, তোমাকে এইভাবে বুদ্ধির তিন প্রকারের ভেদের কথা বিশদভাবে বলিলাম ;

---

১ বিচার।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

এখন এই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিয়া যে ধৃতি অশেষ কর্মে প্রবৃত্ত করায়, তাহাও ত্রিবিধ; সেই ধৃতির তিন প্রকার লক্ষণের কথা বলিতেছি, উত্তমরূপে অবধান কর; সূর্য্য উদয় হইলে যেমন চোরের সহিত অন্ধকারও অদৃশ্য হয়, কিম্বা রাজাজ্ঞায় যেমন কুব্যবহারের অবসান হয়; (৭৩০) অথবা বায়ু বেগে বহিতে থাকিলে যেমন মেঘ তৎক্ষণাৎ দূর হয় এবং তাহার গর্জ্জনও থামিয়া যায়; কিম্বা, অগস্ত্য ঋষির দর্শনে যেমন সমুদ্র (ভীত হইয়া) মৌন (শান্ত) হয়, চন্দ্রোদয় হইলে কমলদল যেমন মুদিত হয়; আর অধিক কি বলিব? মদোন্মত্ত হস্তী যেমন একবার পা তুলিলে, সিংহও যদি গর্জ্জন করিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তথাপি পা থামায় না; তেমনি যে ধৃতি অন্তরে উঠিলে মনাদির ব্যাপার শান্ত হইয়া[১] বন্ধ হইয়া যায়; হে কিরীটি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থি আপনা আপনি ছিন্ন হয়, আর দশ ইন্দ্রিয় মনরূপী মাতার গর্ভে প্রবেশ করে; প্রাণবায়ুর অধোর্দ্ধ (নীচে ও উপরের) পথ বন্ধ করিয়া অন্য নয়টি বায়ুকে একত্রে গাঁঠরী বাঁধিয়া প্রাণ (প্রাণবায়ু) মধ্যমার (সুষুম্নার) মধ্যে প্রবেশ করে (লাফাইয়া পড়ে); সঙ্কল্প বিকল্পের বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মনকে উলঙ্গ করে, এবং তখন বুদ্ধি গিয়া পশ্চাতে চুপ করিয়া বসে; এইভাবে যে ধৈর্য্যরাজ (ধৃতি) মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের নিজ নিজ ব্যাপার (ক্রিয়া ও ভাষণ) বন্ধ করাইয়া দেয়; আর ইহাদের ঝাড়িয়া (বৃত্তিশূন্য করিয়া) যোগের ধ্যানরূপ কুঠরীর মধ্যে (হৃদয়কোশের মধ্যে) বন্ধ করিয়া রাখে; পরন্তু, যতক্ষণ না তাহাদের সম্রাট্ পরমাত্মা তাহাদের নিজের হস্তে গ্রহণ করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া যে ধৃতি তাহাদের ধরিয়া রাখে; (৭৪০) সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিক' ধৃতি—ইহা নিশ্চিতভাবে শুনিয়া রাখ"—শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন; "আর, যে জীব শরীরী হইয়া, ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বর্গ ও সংসারের ঘরে—ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে বাস করে;

১ তৎক্ষণাৎ;

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪

সেই জীব যে ধৈর্য্যের বলে মনোরথের সাগরে, ধর্ম্মার্থকামরূপ তরণী ভরিয়া ক্রিয়ারূপ বাণিজ্য (কর্ম্মের ব্যাপার) করিতে থাকে; যে ধৈর্য্যের সহায়তায় এই জীব কর্ম্মের মূলধনকে চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিবার জন্ত পরিশ্রম সহ্য করে; হে পার্থ, সেই ধৃতিই 'রাজস ধৃতি',—শুনিয়া রাখ;—এখন তৃতীয় 'তামস' ধৈর্য্যের লক্ষণ শ্রবণ কর;

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

কয়লা যেমন (কৃষ্ণত্বে মণ্ডিত) কালিমার সমষ্টি, তেমনি যাহা সর্ব্ব নিকৃষ্ট গুণের স্বরূপ; অহো, এই প্রাকৃত (সামান্ত) ও হীন পদার্থকে যদি 'গুণ' এই মহৎ নামের[১] মান দেওয়া যায়, তবে রাক্ষসকে সাধু পুরুষ কেন বলিবে না? কিম্বা গ্রহের মধ্যে যেটি জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাহাকে 'মঙ্গল' বলা হয়, তেমনি তমো 'গুণ' এই নামের সহিত যুক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হয়[২]; তেমনি, হে বীর অর্জ্জুন, সর্ব্ব দোষের আকর যে তমোগুণ,—তাহা দ্বারা যে মনুষ্যের মূর্ত্তি তৈয়ারী হয়; পাপ পোষণ করিলে যেমন দুঃখের অন্ত হয় না, তেমনি সেই মনুষ্য আলস্য কাঁধে করিয়া বেড়ায়, এবং সেইজন্য নিদ্রা কথনও তাহাকে ত্যাগ করে না; (৭৫০) প্রস্তর যেমন কাঠিন্য ত্যাগ করিতে পারে না, তেমনি সে দেহরূপ ধনের উপর অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ কথনও (তাহার জন্য) ভয় ত্যাগ করিতে পারে না; আর, কৃতঘ্ন ব্যক্তির পাপ যেমন তাহাকে ছাড়িয়া যায় না,§ তেমনি সমস্ত পদার্থের প্রতি আসক্তির জন্ত সে শোকের নিবাসস্থান হইয়া থাকে; আর অহর্নিশি অন্তরে অসন্তোষ পোষণ করে বলিয়া বিষাদ তাহার সহিত মৈত্রী করে (সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে);

১ গুণত্বের; ২ "গুণ" এই জমকাল নাম দেওয়া হয়;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন চেষ্টা করিয়াও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না";

রশুন যেমন গন্ধ ত্যাগ করে না, বা কুপথ্যভোজী যেমন ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় না, তেমনি সে মরণাবধি বিষাদে নিমগ্ন থাকে ; আর, বয়স (তারুণ্য) বিত্ত ও কামবাসনার জন্য তাহার মোহ দিন দিন বাড়িতে থাকে,—সেইজন্য 'মদ' (অহঙ্কার) তাহার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে ; তাপ যেমন অগ্নিকে ত্যাগ করে না, জাতি সর্প যেমন দ্বেষ ত্যাগ করে না, কিম্বা জগতের বৈরী-ভয় যেমন অখণ্ড হইয়া থাকে (ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় না) ; অথবা, কাল যেমন কোন সময়েই শরীরকে বিস্মৃত হয় না; তেমনি তমোগুণের মধ্যে মদ সর্ব্বদা অটল হইয়া থাকে ; এইভাবে, যে ধৃতি নিদ্রা আদি পাঁচটি দোষ তামস জীবের মধ্যে ধরিয়া থাকে তাহাকেই তামসী ধৃতি বলিয়া জানিবে"—জগতের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন ; (ভগবান বলিলেন) "এইভাবে ত্রিবিধ বুদ্ধি প্রথমে যে কর্ম্ম করিতে কৃতনিশ্চয় হয়, ধৃতিই সেই কর্ম্মে সিদ্ধি আনয়ন করে ; (৭৬০) সূর্য্যের আলোকে পথ দেখা যায়, এবং তখন পথচারী পথ চলিতে আরম্ভ করে,—পরন্তু চলিবার কার্য্য যেমন ধৈর্য্য দ্বারাই সম্পন্ন হয় ; তেমনি, বুদ্ধিই কর্ম্মের সংকল্প করে এবং করণ সামগ্রী (ইন্দ্রিয়াদি সাধন) জোগায়, পরন্তু সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ধৈর্য্যের দরকার হয় ; তোমাকে সেই ত্রিবিধ ধৃতির কথা বলিলাম—যাহা দ্বারা তিন প্রকারের কর্ম্মের নিষ্পত্তি হয় ;

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্‌রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

ইহা হইতে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহাকে 'সুখ' বলে, তাহাও কর্ম অনুসারে ত্রিবিধ, জানিবে ; এই ফলরূপ যে সুখ, তাহা ত্রিগুণের সংযোগে কি ভাবে বিবিধ প্রকারের হয়, এখন তাহাই স্পষ্ট ভাষায়, উত্তমরূপে বিচার করিব ; পরন্তু স্পষ্ট ভাষায় কি করিয়া বলিব ? শব্দের দ্বারা বলিলে কানের হাতের মল (কানের মল) তাহাতে লাগিবে ; সেইজন্য, যাহাকে নিরোধ করিলে অবধানই বাহিরে চলিয়া যায়[১]—সেই অন্তরের[২] ধ্যান সহকারে শ্রবণ কর" ; এই কথা বলিয়া ভগবান ত্রিবিধ সুখের প্রস্তাবনা করিলেন

১ বধির হয় ; ২ আদরের সহিত ;

(বলিতে আরম্ভ করিলেন)—সেই ব্যবস্থার কথা আমি এখন নিরূপণ করিতেছি; ভগবান বলিলেন—"সেই সুখত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছি—যাহার কথা বলিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি,—হে প্রাজ্ঞ, এখন তাহা শ্রবণ কর; হে কিরীটি, আত্মস্বরূপ দর্শন হইলে জীবের যে সুখ (আনন্দ) হয় তাহার কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ('চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতেছি'); (৭৭০) দিব্যৌষধি যেমন মাত্রার মাপে সেবন করিতে হয়, কিম্বা, 'রসভাবনা' দিয়া (রসায়নক্রিয়া দ্বারা) যেমন টিনকে রৌপ্য করা হয়; অথবা, লবণকে জল করিতে হইলে যেমন তাহার উপর দুই চারি বার জল ঢালিতে হয়; তেমনি, যে সুখের লেশ মাত্র অনুভূতি হইলে, তাহার অভ্যাসের দ্বারা জীবদশার সকল দুঃখ নষ্ট হইয়া যায়; তাহাই আত্মসুখ—ইহা ত্রিগুণাত্মক (গুণানুসারে ত্রিবিধ), এখন তাহাদের প্রত্যেকটির লক্ষণ বলিতেছি;

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

চন্দনবৃক্ষের অধোভাগ যেমন সর্পবেষ্টিত বলিয়া ভয়ঙ্কর, কিম্বা গুপ্তধনের মুখদ্বার যেমন ভূতপিশাচ দ্বারা রক্ষিত; স্বর্গসুখ মধুর হইলেও, তাহার জন্য (অনুষ্ঠিত) যাগযজ্ঞাদি যেমন কঠিন সঙ্কটপূর্ণ, কিম্বা, পিতৃত্ব[১] যেমন ত্রাসজনক সময়; অধিক কি বলা যায়? দীপ জ্বালাইবার পূর্বে যেমন ধোঁয়ার জ্বালা সহ্য করিতে হয়, অথবা, জিহ্বায় যেমন (তীব্র, তিক্ত) ঔষধের স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়; তেমনি, হে পাণ্ডব, যে (আত্ম) সুখপ্রাপ্তির প্রবেশ-দ্বারে যমদমরূপ সাধনের বিষম কষ্ট সহ্য করিতে হয়; সমস্ত জাগতিক পদার্থের প্রতি প্রীতি নাশ করিবার জন্য অন্তরে এমন (কঠিন) বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় যে তাহা স্বর্গসংসারের সমস্ত বন্ধনকে উৎপাটন করে; তীক্ষ্ণ বিবেকের 'শ্রবণ' (অনুসরণ) ও কঠোর ব্রতাচরণ দ্বারা বুদ্ধি আদি বৃত্তি অসার হইতে থাকে; (৭৮০) প্রাণাপান বায়ুর প্রবাহ সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে ('সুষুম্নায় মুখ গ্রাস করে')—এই সব মহাকষ্ট আরম্ভের দিকেই হয়; চক্রবাক পক্ষীযুগলকে

১ বাল্যাবস্থা;

যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, গোবৎসকে যদি মাতার বাঁট হইতে সরান হয়, নতুবা,[১] ক্ষুধিত ভিখারীকে যদি অন্নের থালা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়; মায়ের একমাত্র বালক পুত্রকে যদি কাল ছিনাইয়া লয়, কিম্বা মৎস্যকে যদি জলের বাহির করা হয়; তেমনি, বিষয়ের ঘর ছাড়িতে হইলে ইন্দ্রিয়-গ্রামের ঘোর যুগান্তকারী দুঃখ উপস্থিত হয়—পরন্তু, বীতরাগ বীর তাহা সহ্য করে; এইভাবে যে সুখের আরম্ভ, যাহা এইরূপ কাঠিন্যের কোডে পরিপূর্ণ,—(পরন্তু যাহা অন্তে মোক্ষরূপী অমৃতপ্রাপ্তি করায়)—যেমন ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়া অমৃতলাভ হইয়াছিল; প্রথমে ধৈর্য্যরূপ শম্ভু যদি বৈরাগ্যরূপ গরল গলাধঃকরণ করে—তবেই পরে জ্ঞানামৃতলাভের আনন্দোৎসব উপভোগ করা যায়; দেখ, দ্রাক্ষাফল যখন কাঁচা থাকে তখন তাহার §অম্লত্ব জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র, পরন্তু পাকিলে তাহা যেমন মধুর রসে পূর্ণ হয়; তেমনি, যখন বৈরাগ্যাদি মনোভাব আত্মজ্ঞানের প্রকাশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন বৈরাগ্যের সহিত সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়; তখন গঙ্গা সাগরে গিয়া পড়িলে যেমন হয়, তেমনি বুদ্ধি আত্মার সহিত লীন হইলে, আপনা আপনিই অদ্বৈতানন্দরূপ খনি উন্মুক্ত হয়; এইভাবে, বৈরাগ্যমূল যে সুখ পরিণামে আত্মানুভবরূপ আনন্দ (বিশ্রাম) প্রদান করে, তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়; (৭৯০)

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

আর, হে ধনঞ্জয়, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ দুকূল ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে; কোনও অধিকারী (গ্রামের মালিক) আপন গ্রামে আসিলে যেমন উৎসব হয়, কিম্বা, ঋণ করিয়া যেমন বিবাহের সমারম্ভ হয়; অথবা রোগীর জিহ্বায় যেমন কলা ও চিনি (যদিও নিষিদ্ধ) মিষ্ট বোধ হয়, কিম্বা, 'বচনাগ' *(বিষাক্ত হইলেও) যেমন প্রথমে মিষ্ট লাগে§; ভদ্রবেশী ঠগের

১ অথবা;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়তীব্র," "খাইলে তাহার স্বাদ তীব্র হয়";

* একপ্রকার বিষাক্ত মূল বা ঔষধি;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই;

সহিত মৈত্রী বা দুষ্টা স্ত্রীর ব্যবহার যেমন প্রথমে (সুখকর) মনে হয়, কিম্বা বহুরূপীর বিচিত্র বিনোদ (রসিকতা) যেমন (আনন্দদায়ক) হয় ; তেমনি বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ হয়, এবং যাহা জীবকে পোষণ করে, পরন্তু, রাজহংস যেমন প্রস্তরখণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারায় ; তেমনি সমস্ত অর্জিত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণও বিনষ্ট হয় এবং সুকৃত (পুণ্য)-রূপ ধনের পুঁজিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; আর, পূর্ব্বে যে সুখ ভোগ করিয়াছে তাহা স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়, আর কেবল সর্ব্বস্বহানির কষ্টের মধ্যে লুটাইতে হয় ; এইভাবে, ইহলোকে যে সুখের এই পরিণাম দেখা যায়[১], তাহা পরলোকে বিষতুল্য হইয়া দাঁড়ায় ; কারণ যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রশ্রয় দিয়া, ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে জ্বালাইয়া বিধ্বংস করিয়া, কেবল বিষয়সুখ-ভোগের উৎসব লাগিয়া থাকে ; সেখানে, পাপরাশি বলবান হইয়া নরকপ্রাপ্তি করায় ; যে সুখ এইভাবে পরলোকেও হানিকর হয় ; (৮০০) দেখ, বিষের নাম 'মহুর' (মধুর), পরন্তু অতি তীক্ষ্ণ হইয়া[২] প্রাণ নাশ করে, তেমনি যে সুখ আদিতে মধুর মনে হয়, কিন্তু অন্তে কটু হইয়া দাঁড়ায় ; হে পার্থ, সেই সুখ কেবল রজোগুণে তৈয়ারী—এইজন্য এই সুখকে কখনও অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিও না ;

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

আর অপেয় পান করিলে, অখাদ্য ভোজন করিলে, স্বৈরিণী স্ত্রীর সান্নিধ্যে যে সুখ হয় ; কিম্বা, অপর লোককে বধ করিলে, পশুহত্যায়,[৩] কিম্বা ভাটের স্তুতিশ্রবণে, যে সুখ উৎপন্ন হয় ; যে সুখ আলস্যে পুষ্ট হয়, নিদ্রায় অনুভূত হয়, যাহা দ্বারা আন্তন্ত (সত্য) পথের ভুল হয় (যাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক পথ—নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে ভ্রম আনয়ন করে) ; হে পার্থ, সেই সুখকে সর্ব্বথা 'তামস' সুখ বলিয়া জানিবে,—এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিতে চাহি না—কারণ ইহা প্রকৃতই 'অসংভাব্য' (নিন্দনীয়) ;

১ যে সুখ পরিণামে বিপত্তি আনয়ন করে ; ২ অন্তে তীক্ষ্ণ হইয়া ;
৩ পরদ্রব্যাপহরণে ;

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

এইভাবে, মূলকর্ম্মভেদে ফলপ্রাপ্তিরূপ সুখও ত্রিবিধ হয়,—ইহা আমি তোমাকে জানাইয়াছি; কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, এই ত্রিপুটী ভিন্ন কি এই জগতে স্থূল কি সূক্ষ্ম কোন বস্তু আছে? আর, হে কিরীটি, বস্ত্র যেমন তন্তু দ্বারা বোনা হয়, তেমনি, এই ত্রিপুটীও, গুণত্রয়ের দ্বারা নির্ম্মিত; এইজন্য, স্বর্গলোকে বা মৃত্যুলোকে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বদ্ধ বা লিপ্ত হয় না; (৮১০) উল বিনা কি কম্বল হয়? মৃত্তিকা বিনা কি মাটির ডেলা হয়? কিম্বা, জল বিনা তরঙ্গ হয়? তেমনি, গুণাগুণ ভিন্ন এই সৃষ্টির রচনা হইয়াছে, এরূপ নহে,—এ জগতে গুণাগুণের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই এমন কোনও প্রাণী নাই; এইজন্য, এই জগতের সমস্ত পদার্থ কেবল এই তিনটি গুণের দ্বারা তৈয়ারী—ইহাই জানিবে;

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

এই গুণই দেবতাকে ত্রয়ী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) করিয়াছে, ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল) সৃজন করিয়াছে, চতুর্ব্বর্ণের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়াছে; এই চারি বর্ণ কি তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর,—তবে শুন,—ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই মুখ্য বর্ণ§; অন্য দুটি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহাদেরও মান ব্রাহ্মণের সমান—কারণ ইহারাও বৈদিক কর্ম্ম করিবার অধিকারী; হে ধনঞ্জয়, চতুর্থ যে শূদ্র—ইহারা বেদের অধিকারী নয়,—তাহাদের বৃত্তি (অন্য) বর্ণত্রয়ের অধীন; ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত ইহাদের বৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ—এইজন্যই 'শূদ্র' চতুর্থ বর্ণ হইল; শ্রীমন্ত ব্যক্তিগণ যেমন ফুলের (সুগন্ধের) সহিত যে সূত্রে ঐ ফুল গাঁথা হয় তাহাকেও আঘ্রাণ করে,—তেমনি শ্রুতি দ্বিজের সহিত শূদ্রবর্ণকেও স্বীকার করিয়াছে; হে পার্থ,

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই অগ্রগণ্য", "ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই মুখ্য ও অগ্রগণ্য";

ইহাই চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা—এখন ইহাদের প্রত্যেকের বিহিত কর্ম্মের (কর্ম্ম-মার্গের) কথা বলিব ; (৮২০) যে কর্ম্মের গুণের প্রভাবে এই চারি বর্ণ জন্ম-মৃত্যুর কর্ত্তরী (কাঁচি) এড়াইয়া[1] (সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া) আত্মস্বরূপ (ঈশ্বর) প্রাপ্ত হয় ; আত্মপ্রবৃত্তির সত্বাদি এই তিন গুণই চারি বর্ণের মধ্যে কর্ম্মকে চতুর্ধা বণ্টন করিয়া দিয়াছে ; পিতা যেমন স্বোপার্জিত ধন পুত্রগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়, সূর্য্য যেমন পথিকের আপন আপন পথ দেখায়, অথবা প্রভু যেমন সেবকদের মধ্যে কর্ম্মের বিভাগ করিয়া দেয় ; তেমনি প্রকৃতির এই গুণত্রয় কর্ম্মকে চারিবর্ণের মধ্যে বণ্টন[2] করিয়া দিয়াছে ; ইহার মধ্যে সত্বগুণ আপনাকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুটি বর্ণের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে ; আর সত্বমিশ্রিত রজোগুণের দ্বারা বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন হইল, রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে শূদ্র বর্ণ হইল ; হে প্রবুদ্ধ অর্জ্জুন, এইভাবে এক প্রাণিবর্গকে এই গুণত্রয় চতুর্বর্ণে বিভক্ত করিয়াছে, জানিবে ; (অন্ধকারে) নিজের রক্ষিত ধন যেমন দীপের আলোকে সহজে দৃষ্ট হয়, তেমনি গুণ-সংযোগে কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়, ইহা শাস্ত্র দেখাইয়াছে ; তাহার মধ্যে, এখন, কোন্ কোন্ বর্ণের কি কি বিহিত কর্ম্ম, তাহার লক্ষণ বলিতেছি—হে শ্রবণসৌভাগ্যনিধি (ভাগ্যবান শ্রোতা), শ্রবণ কর।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

যে বুদ্ধি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিজের হাতে ধরিয়া আত্মস্বরূপের সহিত প্রিয়ার ন্যায় একান্তে মিলিত হয় ; (৮৩০) বুদ্ধির যে এই প্রকার শান্তিপূর্ণ স্থিতি —ইহাকেই 'শম' বলে—এই গুণই যে কর্ম্মের উপক্রম (আরম্ভ, ভিত্তি) ; আর, যে গুণ শাস্ত্রবিধানের দণ্ড দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া তাহাদের অধর্ম্মের দিকে কখনও যাইতে দেয় না ; তাহাই 'শমের' সহায়ক, দ্বিতীয় গুণ 'দম'—যাহা স্বধর্ম্মাচরণ পালনে (ইন্দ্রিয়গ্রামকে) পরিচালিত করে ; ষষ্ঠীপূজার রাত্রিতে যেমন দীপ নির্ব্বাণ করে না, তেমনি,

১ ত্রাণ করিয়া। ২ বিভাগ।

যে গুণের দ্বারা মন সদা ঈশ্বর-নির্ণয়ের চিন্তা বহন করে; তাহাই 'তপ' নামক তৃতীয় গুণের স্বরূপ; আর নির্মল 'শৌচ' বা শুচিতা—যে কর্মে এই দ্বিবিধ শৌচ আছে; মন শুদ্ধভাবে ভরিয়া থাকে, অঙ্গ সৎকর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত হয়—এইভাবে অন্তর্বাহ্য সমস্ত জীবন যে গুণের দ্বারা ভূষিত হয়; হে পার্থ, তাহারি নাম 'শৌচ'—ইহাই কর্মের চতুর্থ গুণ; আর, পৃথ্বীর ন্যায়, যে গুণের দ্বারা সর্বদা সব কিছু সহ্য করা যায়; হে পাণ্ডব, তাহাই পঞ্চম গুণ 'ক্ষমা' (ক্ষান্তি)—সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চম স্বরের ন্যায় মধুর; আর, (গঙ্গার) প্রবাহ বক্র হইলেও গঙ্গা যেমন ঋজু (সরল) ভাবে বহিতে থাকে, কিম্বা, ইক্ষুদণ্ড বাড়িবার সময় আঁকাবাঁকা হইয়া উঠিলেও যেমন তাহার মিষ্টত্ব সমান ভাবে থাকে; তেমনি, বিষম (প্রতিকূল বৃত্তিসম্পন্ন) জীবের প্রতিও সরল ব্যবহার করাকেই 'আর্জব' বলে—ইহাই (কর্মের) ষষ্ঠ গুণ; (৮৪০) আর, মালী প্রযত্ন করিয়া বৃক্ষের মূলে জল ঢালিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করে—পরন্তু, সে যেমন জানে যে বৃক্ষে ফল ধরিবে এবং তাহার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে[১]; তেমনি, শাস্ত্রানুমোদিত কর্মদ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, ইহা সঠিক-ভাবে জানাকেই 'জ্ঞান' বলে; ইহাই কর্মের সপ্তম গুণ; আর, বিজ্ঞানের লক্ষণ এইরূপ; সত্ত্বশুদ্ধি হইলে, শাস্ত্রের অনুশীলনে বা ধ্যানযোগে যে নিশ্চিত, একনিষ্ঠ (অটল) বুদ্ধি ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত সমরস হইয়া মিলিত হয়; ইহাই 'বিজ্ঞান' নামক সুন্দর অষ্টম গুণরত্ন, আর 'আস্তিক্য'ই নবম গুণ, জানিবে; দেখ, রাজমুদ্রা অঙ্কিত (রাজক্ষমতাপ্রাপ্ত) মনুষ্যকে সমস্ত প্রজাই সেবা করে, তেমনি শাস্ত্রসম্মত মার্গমাত্রকেই আদরপূর্বক অনুসরণ করাকেই আমি 'আস্তিক্য' বলিতেছি—ইহাই কর্মের নবম গুণ; এই গুণ যে কর্মে থাকে তাহাই সঠিক কর্ম; এইভাবে, যে কর্মে শমাদি নয়টি গুণ থাকায় তাহা নির্দোষ হয়, সেই কর্মই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম; যে (ব্রাহ্মণ) এই নবরত্নের হার ধারণ করে সে নবগুণরত্নাকর (সমুদ্র) হইয়া যায়,—যেমন দিনকর তাহার অঙ্গ হইতে কিছু ত্যাগ না করিয়াই প্রকাশ ধারণ করে (প্রকাশ ত্যাগ না করিয়াই প্রকাশযুক্ত হয়); অথবা, যেমন চম্পকবৃক্ষ চম্পকফুলে সুশোভিত হয়, চন্দ্রমা যেমন আপন প্রভায় উজ্জ্বল হয়, চন্দন যেমন নিজের

১ বৃক্ষে ফল ধরিলে তাহার সমস্ত শ্রম সার্থক হয়।

সৌরভে চর্চ্চিত হয় (৮৫০); তেমনি, এই নবগুণের তিলক ব্রাহ্মণের একটি অব্যঙ্গ (নির্দ্দোষ) অলঙ্কার,—ব্রাহ্মণের অঙ্গ কখনও ইহা পরিত্যাগ করে না;

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্॥ ৪৩

এখন, হে ধনঞ্জয়, ক্ষত্রিয়ের যাহা উচিত কর্ম্ম তাহাই বলিব—আপনার দারা বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া শ্রবণ কর; সূর্য্য যেমন আপন তেজ প্রকাশ করিবার সময় কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিম্বা, সিংহের যেমন কোনও জুড়িদারের (সহায়কের) প্রয়োজন হয় না; তেমনি, সহজাত পরাক্রম ও অপরের সাহায্য বিনা বীরত্ব প্রদর্শন করাকেই 'শৌর্য্য' বলে—ইহা (ক্ষাত্রকর্ম্মের) প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুণ; আর সূর্য্যের প্রতাপে (প্রকাশে) কোটি নক্ষত্র অদৃশ্য হয়, পরন্তু চন্দ্রের সহিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি সূর্য্যকে বিলুপ্ত করিতে পারে না; তেমনি, যাহা স্বীয় তেজস্বিতায় (সামর্থ্যে) জগতের বিস্ময় উৎপন্ন করে, পরন্তু কোনও প্রসঙ্গ দ্বারা নিজে বিক্ষুব্ধ হয় না; এই যে অলৌকিক সামর্থ্য—তাহাই 'তেজ'—(ক্ষাত্র) কর্ম্মের দ্বিতীয় গুণ; আর 'ধৈর্য্য' তাহার তৃতীয় গুণ; আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যে গুণের প্রভাবে বুদ্ধির চক্ষু মুদ্রিত হয় না এবং মনও বিচলিত হয় না—তাহাই সাহস, ধৈর্য্য; জল যত বিস্তৃত বা গভীর হউক না কেন, কমল তাহার উপর উঠিয়া বিকশিত হয়, কিম্বা কোনও পদার্থ যত উঁচু হউক না কেন, আকাশ সর্ব্বদা তাহার ঊর্দ্ধে থাকে; তেমনি, হে পার্থ, যে কোনও অবস্থা বা প্রসঙ্গ উপস্থিত হউক না কেন, তাহা জয় করিয়া, যাহা দ্বারা বুদ্ধি সফলতা লাভ করিতে পারে; (৮৬০) তাহাই 'দক্ষতা' (দক্ষত্ব)—ইহাকেই নির্ম্মল চতুর্থ গুণ বলিয়া জানিবে; আর অলৌকিক যুদ্ধবিক্রমই পঞ্চম গুণ; সূর্য্যমুখী ফুলের ঝাড় যেমন সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে তেমনি সর্ব্বদা শত্রুর সম্মুখীন হইয়া থাকা; গর্ভিণী স্ত্রীলোক যেমন স্বামীর শয্যা (সঙ্গ) সযত্নে পরিহার করে, তেমনি রণাঙ্গনে যে গুণ শত্রুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে দেয় না; তাহাই ক্ষাত্রবৃত্তির পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ গুণ জানিবে,—যেমন চার পুরুষার্থের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ (পুরুষার্থ-শিরোমণি); আর, বৃক্ষ যেমন ফল-পুষ্পে শোভিত হইলে তাহা (অপরের জন্য) দান করে,—কিম্বা পদ্ম

হস্ত[1] যেমন উদারভাবে তাহার পরিমল বিকীরণ করে; অথবা, চন্দ্রমার জ্যোৎস্না (চাঁদনী) যেমন যে কেহ ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পারে, তেমন প্রার্থীকে তাহার ইচ্ছামত দান করা; তাহাকেই সীমাহীন (অপরিমেয়) দান বলে —ইহাই ষষ্ঠ গুণরত্ন;—আর যাহা দ্বারা আপনাকে আজ্ঞার একায়তন করা যায় (অপরকে নিজের আজ্ঞানুবর্তী করা যায়); নিজের অবয়বগুলি পোষণ করিয়া যেমন তাহাদের কাজের যোগ্য করিয়া লওয়া হয়, তেমনি প্রজাবর্গকে স্নেহে পালন করিয়া তাহাদের প্রীতির ভিত্তির উপর জগৎকে ভোগ করা; তাহারি নাম 'ঈশ্বর ভাব'; ইহাই সমগ্র উপকরণের[2] আকর এবং গুণশ্রেষ্ঠ সপ্তম গুণ; সপ্তর্ষিমণ্ডল যেমন আকাশকে অলঙ্কৃত করে, তেমনি এই যে শৌর্য্যাদি সাতটি বিশেষ গুণ; (৮৭০) এই সপ্তগুণালঙ্কৃত বিচিত্র কর্ম্ম, যাহা জগৎকে পবিত্র করে, তাহাই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ক্ষাত্র-কর্ম্ম, জানিবে; অথবা এই (সপ্তগুণবিশিষ্ট) ক্ষত্রিয় (সাধারণ) মনুষ্য নহে,—সে সত্ত্বরূপী সোনার মেরুপর্ব্বত,—যাহা এই সপ্তগুণরূপ স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছে; অথবা, ইহা সপ্তগুণালঙ্কৃত ক্রিয়া নহে, ইহা সপ্তগুণার্ণবপরিবেষ্টিত সুন্দর পৃথ্বী—যাহা এই ক্ষত্রিয় বীর উপভোগ করে; কিম্বা সপ্তগুণরূপ প্রবাহ—এই জগতে ক্রিয়ারূপ গঙ্গা—যাহা (ক্ষাত্রপ্রকৃতিরূপ) মহোদধিতে গিয়া মিশিয়া৮ শোভা পাইতেছে; এইভাবে বহুপ্রকারে বলা যায়; শৌর্য্যাদি গুণাত্মক কর্ম্মই ক্ষাত্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

হে মহামতি, এখন বৈশ্যজাতির যাহা উচিত (যোগ্য) কর্ম্ম তাহাই তোমাকে স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর; ভূমি, বীজ ও লাঙ্গলকে মূলধন-স্বরূপ খাটাইয়া প্রচুর লাভ করা, অর্থাৎ, কৃষিকার্য্যে জীবন নির্ব্বাহ করা, গোধন পালন করা, কিম্বা, সস্তায় খরিদ করিয়া বেশী দামে বিক্রয় করা;+

১ পদ্মবন; ২ সামর্থ্যের;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"হে পাণ্ডব, এই কর্ম্মসমূহই বৈশ্যকর্ম্ম, ইহাই বৈশ্যজাতির স্বাভাবিক বৃত্তি, জানিবে";

আর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন দ্বিজবর্ণের সেবা করাই শূদ্রের কর্ম (বৃত্তি), আর সত্যই দ্বিজবর্ণের সেবার বাহিরে শূদ্রের অন্য কোনও গতি (কর্ম) নাই; এইভাবে আমি চতুর্ব্বর্ণের বিহিত কর্ম্মের কথা বলিলাম; (৮৮০)

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

এখন, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের যেমন শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তেমনি, হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, এই চারি বর্ণের ইহাই ভিন্ন ভিন্ন উচিত (যোগ্য) কর্ম; অথবা, হে পাণ্ডুসুত, মেঘচ্যুত জলের যেমন নদীই উচিত পাত্র, এবং সমুদ্রই নদীর উপযুক্ত স্থান; তেমনি, বর্ণাশ্রম অনুসারে করণীয় যে যে কর্ম্ম স্বাভাবিক-ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌরপুরুষের গৌরবর্ণের ন্যায় শোভা পায়; হে বীরোত্তম, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে এই স্বভাববিহিত কর্ম্মের আচরণ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধিকে অটল রাখিবে; নিজের রত্ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য যেমন তাহাকে জহুরী দ্বারা পরখ করাইতে হয়, তেমনি স্বকর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত কিনা তাহা শাস্ত্রদ্বারা পরখ করাইয়া স্থির করিবে; দৃষ্টি নিজের স্থানেই আছে, পরন্তু দীপ বিনা সে দৃষ্টির ভোগ (ব্যবহার) হয় না, পথ না মিলিলে, পা থাকিলেও কি তাহা উপযোগী হয়? সেইজন্য, জাতি অনুসারে যে যে স্বাভাবিক ও সঠিক কর্ম্মে অধিকার আছে, তাহাও আপন শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া লইবে; হে পাণ্ডব, দীপ যখন ঘরের মধ্যে রক্ষিত ধন চক্ষুকে দেখাইয়া দেয়, তখন তাহা পাইতে কি কোনও আলস্য[১] হয়? তেমনি, যে কর্ম্ম স্বভাবতঃ আপন ভাগে পড়ে (আপন অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম) এবং যাহা শাস্ত্রসম্মত,—যিনি সেই আপন বিহিত কর্ম্মের আচরণ করেন; পরন্তু, আলস্য ত্যাগ করিয়া, ফলের ইচ্ছা দূরে সরাইয়া, কায়মনে ঐ কর্ম্মের আচরণে মগ্ন হইয়া থাকেন; (৮৯০) জল যেমন জলপ্রবাহে পড়িয়া আর অন্যদিকে যায় না, তেমনি যাঁহার আচরণ শাস্ত্রব্যবস্থাসম্মত হয়; হে অর্জ্জুন, যিনি এইভাবে বিহিত কর্ম্মের আচরণ

১ বাধা।

করেন, তিনি মোক্ষের এপারের দ্বার (প্রবেশপথ) প্রাপ্ত হন ; অকরণীয় ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া তিনি (আত্মপ্রাপ্তির) সমস্ত বিরুদ্ধভাব[১] হইতে মুক্ত ; আর, কাম্য কর্ম্মের দিকে ফিরিয়াও তাকান না বলিয়া চন্দনের বেড়ী দ্বারা (তাঁহার পদদ্বয়) আবদ্ধ হয় না ; অন্য নিত্য-কর্ম্ম যাহা করেন তাহা ফলত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ করেন বলিয়া মোক্ষের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যান ; এইভাবে, শুভাশুভ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চিতভাবে বৈরাগ্যপথে মোক্ষ দ্বারে গিয়া দাঁড়ান ; যে বৈরাগ্য সকল ভাগ্যের সীমা (পরিপূর্ণতা), যাহা মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ, অথবা, যেখানে সমস্ত কর্ম্মমার্গের শ্রমের অন্ত হয় ; যে বৈরাগ্য মোক্ষফলের অঙ্গীকার (জামিন) স্বরূপ, সুকৃততরুর (পুণ্যকর্মরূপ তরুর) ফুল, সেই বৈরাগ্যের পথে ভ্রমরের ন্যায়, লঘুপদক্ষেপে চলিতে থাকেন ; যে বৈরাগ্যরূপ অরুণোদয় আত্মজ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয়ের সূচনা করে, এই (কর্ম্মবন্ধনমুক্ত) পুরুষ সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন ; অধিক কি বলিব ? যে বৈরাগ্যদ্বারা আত্মজ্ঞানরূপ গুপ্তধন হস্তগত হয়, তিনি সেই বৈরাগ্যরূপ দিব্যাঞ্জন অন্তরের চক্ষুতে লাগান ; (৯০০) হে পাণ্ডুসুত,তিনি বিহিত কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া এইভাবে মোক্ষের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন ; হে পাণ্ডব, এই বিহিত কর্ম্মই জীবের (আত্মপ্রাপ্তির) অনন্য উপায়[২] ; আর, ইহাই সর্ব্বাত্মক ভগবানের প্রেমসেবা[৩] স্বরূপ ; পরিপূর্ণ ভোগের দ্বারা পতিব্রতা স্ত্রী যেমন আপন প্রিয় পতির সহিত ক্রীড়া করে—তাহার সেই আচরণকে (পতির সুখের জন্য) তপস্যা করা বলে ; কিম্বা, বালকের যেমন মাতা ভিন্ন জীবন-ধারণের অন্য উপায় নাই এবং সেইজন্য তাঁহার সেবা করাই তাহার মুখ্য ধর্ম্ম ; অথবা, শুধু জলের বিচারে যেমন মৎস্য গঙ্গার জল ত্যাগ করে না, এবং সেইজন্য তাহার সর্ব্ব তীর্থবাসের ফলপ্রাপ্তি হয় ; তেমনি আপন বিহিত কর্ম্মই (জীবের) একমাত্র উপায়, ইহা বিস্মৃত না হইয়া যদি ঐ কর্ম্মের আচরণ করা হয়, তবে সমস্ত ভার গিয়া জগন্নাথের উপর পড়ে (জগতের প্রভুকে ঋণে আবদ্ধ করা হয়) ; আপন আপন বিহিত কর্ম্ম করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং বিহিত কর্ম্ম করিলে নিঃসন্দেহে পরিতোষ (তৃপ্তি)

---

১ সংসার ; ২ আশ্রয় ; ৩ পরম সেবা ;

পাওয়া যায়; দাসী যদি প্রভুর অন্তঃকরণরূপ কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া উত্তীর্ণ হয়, তবে তাহার প্রণয়িনী (স্বামিনী) হইয়া যায়, তেমনি,[১] বিহিত কর্ম্ম করাই যেমন সেবার পরাকাষ্ঠা (মাত্রা)[২]; তেমনি, হে পাণ্ডব, স্বামীর (ঈশ্বরের) মনোভাব অনুসারে কর্ম্ম করিতে অকৃতকার্য্য না হওয়াই (অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাই) পরম সেবা, অন্যথা যে কর্ম্ম করা হয় তাহা বাণিজ্য করার তুল্য;

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

এইজন্য, ইহা শুধু বিহিত কর্ম্মের আচরণ নহে—ইহা সেই পরমাত্মার মনোগত ইচ্ছা পালন করা—যাঁহা হইতে এই ভূতসৃষ্টি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে; (৯১০) যে পরমাত্মা অবিদ্যারূপ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জীবরূপী পুতুল তৈয়ারী করিয়া তাহাদের ত্রিগুণের[৩] অহঙ্কাররূপ রজ্জুদ্বারা খেলাইতেছেন; দীপের তেজের ন্যায় যিনি সমস্ত জগতের অন্তর বাহির পূর্ণভাবে ভরিয়া আছেন; হে বীর, সেই সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে স্বকর্ম্মরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে, তাঁহার অপার সন্তোষ হয়; এইজন্য, সেই পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া আত্মরাজ পরমাত্মা বৈরাগ্যসিদ্ধিরূপ প্রসাদ প্রদান করেন; ঐ বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের চিন্তায় মন সর্ব্বক্ষণ ভরিয়া থাকে এবং সারা জগৎ বমনের ন্যায় ঘৃণিত মনে হয়; প্রাণনাথের চিন্তায় বিরহিণীর যেমন জীবনই দুর্ব্বহ মনে হয়, তেমনি (বৈরাগ্য হইলে) সংসারের সমস্ত সুখ নিশ্চিতভাবে[৪] দুঃখের ন্যায় মনে হয়; জ্ঞানের এমনই যোগ্যতা যে সম্যক জ্ঞান হইলে[৫] ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময়তা আসিয়া যায়; এইজন্য মোক্ষলাভের জন্য যে মনে ইচ্ছা (ব্রত) পোষণ করে, তাহাকে উত্তমরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের আশ্রয় লইতে হয়;

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

স্বধর্ম্ম আচরণ যদি কঠিনও হয় তথাপি তাহার পরিণামের ফলের দিকে

১-২ সেবা করিলে যেমন প্রভু মাথায় করিয়া রাখে; ৩ গুণের; ৪ (দুঃখের ন্যায়) পীড়া দেয়, সুখের সমৃদ্ধি; ৫ সম্যক্ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই;

লক্ষ্য রাখিতে হইবে; হে ধনঞ্জয়, নিজের সুখের (স্বাস্থ্যের) জন্য যদি নিমের রস সেবন করিতে হয়, তবে তাহার কটুস্বাদ ভোগ করিতে হয় কিনা?[1] (৯২০) কদলী বৃক্ষে ফল ফলিবার পূর্ব্বেই যদি ফল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলা যায়, তবে কোন্ উত্তম ফল জুটিবে? তেমনি, স্বধর্ম্মের আচরণ কঠিন দেখিয়া তাহাকে যদি অশুদ্ধ[2] বলিয়া ত্যাগ করা হয়, তবে মোক্ষলাভসুখ দূরে যাইবে; আপন মাতা যদি কুব্জাও হয় তথাপি তাহার মাতৃস্নেহ, যাহা (সন্তানকে) জীবিত রাখে, তাহা কখনও অসরল (বক্র) হয় না; অপর স্ত্রীলোক—রম্ভা অপেক্ষা সুন্দরী হইলেও,—এই (মাতৃস্নেহবর্জ্জিত) বালকের কি করিবে? ঘৃতে জল অপেক্ষা অবশ্যই অনেক অধিক গুণ আছে, পরন্তু তাহাতে কি মৎস্য বাস করিতে পারে? যে পদার্থ সমস্ত জগতের পক্ষে বিষ, তাহার মধ্যস্থিত কীটের পক্ষে তাহাই অমৃত—আর গুড় যাহা জগতের লোকের কাছে মিষ্ট, তাহা দেখ ঐ কীটের মরণস্বরূপ (প্রাণঘাতক); সেইজন্য, যাহার জীবনের জন্য যাহা বিহিত কর্ম্ম, এবং যে কর্ম্মের আচরণে সংসারের বন্ধন টুটিয়া যায়—সেই কর্ম্ম যতই কঠোর হউক না কেন, তাহাকে তাহা করিতেই হয়; অপরের ধর্ম্ম বা আচার উত্তম বলিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকিলে—পায়ে চলিবার কর্ম্ম মস্তক করিলে যেমন হয়, তেমনি (অনিষ্টকর) হয়; এইজন্যই, যে কর্ম্ম আপন জাতিধর্ম্ম অনুসারে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া যায় তাহার আচরণ করা কর্ত্তব্য—তাহাদ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধনকে জয় করা যায়;

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

আর, হে পাণ্ডব, স্বধর্ম্মের পালন করিবে ও পরধর্ম্মের বর্জন করিবে—এই নিয়ম কেন করা হইবে না? (৯৩০) আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কি কর্ম্মের আচরণ বন্ধ রাখা যায়? আর কর্ম্মের আচরণ করিতে হইলে, প্রথমে তাহা আয়াসসাধ্যই হয়; এইজন্য সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ যদি আয়াসসাধ্যই হয়, তবে স্বধর্ম্মের আচরণে কি দোষ? বল; সরল পথে চলিলে পায়ের যা কষ্ট হয়,

---

১ আপত্তি করা কি চলে? ২ কটু।

দুর্গম বিপথে চলিলেও সেই কষ্টই হয়; হে ধনঞ্জয়, প্রস্তরের বোঝাই হউক বা নিজের খাদ্যদ্রব্যের সম্ভারই হউক, তাহা বহন করিতে কষ্টই হয়, পরন্তু যাহা বহন করিলে বিশ্রাম (বা শ্রমের উপশম) হয় তাহাই লওয়া উচিত; নতুবা শস্য কুটিতে বা তুষি ছাড়াইতে সমান পরিশ্রম হয়, নরমাংসরন্ধন§ বা যজ্ঞের হবি পাক করা সমানভাবে শ্রমসাধ্য; পরন্তু, ধর্ম্মপত্নীকে প্রতিপালন করিতে কিম্বা উপপত্নী পোষণ করিতে যদি সমান অর্থব্যয় করিতে হয়, তবে অঙ্গে অপযশ[১] বা কলঙ্ক লেপন করিবে কেন? হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, দধি মন্থন করা বা জল আলোড়ন করা একই ব্যাপার (ক্রিয়া), তেমনি ঘানিতে বালুকা বা তিল পেষণ করা একই ক্রিয়া+; পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়া যদি মরণ হইতে রক্ষা না পাওয়া যায়, তবে (শত্রুর) সম্মুখে দাঁড়াইলে আর অধিক কি হইবে?[২] কুলস্ত্রীকে যদি অপরের ঘরে আশ্রয় লইয়া সেখানেও দণ্ডাঘাত সহ্য করিতে হয়, তবে নিজের পতিকে ত্যাগ করা কি নিরর্থক হয় না? তেমনি, যখন আপন প্রিয় কর্ম্মও শ্রম বিনা অনুষ্ঠিত হয় না, তখন কোন্‌মুখে বলা যায় যে বিহিত কর্ম্মের আচরণ কষ্টসাধ্য বা কঠিন? (৯৪০) হে পাণ্ডুসুত, যে অমৃতদ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার স্বল্প পরিমাণ লাভ করিতে যদি সর্ব্বস্বও বেচিয়া দিতে হয়, তাহাতেই বা কি? অপর পক্ষে, যে বিষে মৃত্যু হয় এবং উপরন্তু আত্ম-হত্যার পাতক হয়, তাহাই বা অর্থ খরচ করিয়া কিনিয়া পান করিবে কেন? তেমনি, ইন্দ্রিয়গুলিকে কষ্ট দিয়া, আয়ুর দিন (পরিমাণ) ক্ষয় করিয়া, পাপ সঞ্চয় করিলে, দুঃখ ব্যতীত আর কি থাকে? এইজন্যই স্বধর্ম্মের আচরণ করা উচিত—যাহা সকল শ্রম হরণ করে এবং যোগ্য, ও পরম পুরুষার্থরাজ (শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ) অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত করায়; এইজন্য, হে কিরীটি, সঙ্কটে সিদ্ধমন্ত্রের ন্যায়, স্বধর্ম্মের আচরণ কখনও ভুলিয়াও ত্যাগ করিবে না; কিম্বা, সমুদ্রে যেমন নৌকা, মহারোগে যেমন দিব্যৌষধি পরিত্যাজ্য নহে, তেমনি এই জগতে বুদ্ধি কখনও স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিবে না;

---

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—কুকুরের মাংসরন্ধন।

১ অপকীর্ত্তি; অখ্যাতি;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"নিত্য হোমের জন্যই হউক, বা গৃহের অন্য কাজের জন্যই হউক, অগ্নি জ্বালাইতে হইলে ফুঁ দিতে হয় এবং ধূমের কষ্ট সহিতে হয়"।

২ সম্মুখে কেন দাঁড়াইবে না?

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ৪৯

হে কপিধ্বজ, যে স্বকর্মরূপ মহাপূজা দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, তিনি তাহার তম ও রজোগুণ সম্পূর্ণভাবে নাশ করিয়া; তাহাকে সুধারূপ সত্ত্বগুণের[১] পথে চালিত করেন, এবং তখন সে আপন (আত্মপ্রাপ্তির) উৎকণ্ঠায় ভবস্বর্গসুখকে কালকূট বিষের ন্যায় মনে করিতে থাকে; যে বৈরাগ্যের কথা পূর্ব্বশ্লোকে* 'সংসিদ্ধি' রূপে বর্ণনা করিয়াছি; অধিক কি বলিব? (সেই মুমুক্ষু পুরুষ) সেই বৈরাগ্যের পদপ্রাপ্ত হয়; এই বৈরাগ্য-ভূমি জয় করিয়া এই পুরুষ সর্ব্বত্র (সর্ব্বাবস্থায়) যে আচরণ করে আর ঐ আচরণের দ্বারা যাহা লাভ করে, এখন তাহাই বলিতেছি; (৯৫০) বায়ু যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পুরুষ দশইন্দ্রিয়রূপ[২] এই সংসারের পাশ—যাহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে—তাহাতে আবদ্ধ হয় না; ফল পাকিলে যেমন বোঁটায় লাগিয়া থাকে না, বোঁটাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তেমনি (সংসারের প্রতি) তাহার স্নেহ (প্রীতি) সর্ব্বত্র শিথিল হয়; বিষের পাত্রের প্রতি যেমন কাহারও আসক্তি হয় না, তেমনি পুত্র, বিত্ত ও কলত্র স্বতন্ত্র হইয়া গেলেও সে কখনও বলে না 'উহারা আমার'; সমস্ত বিষয় হইতে ঝল্‌সাইয়া (বিরক্ত হইয়া) বুদ্ধি পিছু হটিয়া আসে এবং হৃদয়ের একান্তে প্রবেশ করে; এইরূপ পুরুষের মন বাহ্য বিষয়ের দিকে গেলেও—দাসী যেমন প্রভুর ভয়ে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না—তেমনি ভাবে তাহার (বিষয় সম্বন্ধে) শপথ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না; হে কিরীটি, তখন চিত্তকে ঐক্যের মুঠির মধ্যে ধরিয়া তাহাকে আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করায়; তখন, আগুনের উপর চাপা দিলে যেমন ধোঁয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি দৃষ্টাদৃষ্ট (ঐহিক ও পারলৌকিক) বিষয়ে স্পৃহাও মরিয়া যায়; এইভাবে মন নির্ম্মল[৩] হইলে, স্পৃহা স্বতঃই নাশপ্রাপ্ত হয়—আর অধিক কি বলিব? সেই পুরুষ এই প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয়; হে পাণ্ডব, তখন সমস্ত অন্যথা জ্ঞান (বিপরীতজ্ঞান)

১ শ্রদ্ধারূপ সত্ত্বগুণের; শুদ্ধ সত্ত্বগুণের;

* "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"; (৪৫ শ্লোক)

২ দেহাদি; ৩ নিয়ন্ত্রিত;

অন্তর্হিত হয় এবং জীব শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে[১] প্রতিষ্ঠিত হয়; সঞ্চিত জল যেমন (দৈনিক ব্যবহারে) খরচ হইয়া যায়, তেমনি তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত (প্রারব্ধ) কর্ম্ম ভোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, এবং যাহাই করুক না কেন, নূতন কোনও কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না; (৯৬০) হে বীরেশ, এই অবস্থাকে 'কর্ম্মসাম্যদশা' বলে, এই অবস্থায় সহজেই শ্রীগুরুর দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; রাত্রির চারিপ্রহর অতীত হইলে যেমন নিশ্চিতভাবে তমোনাশকারী সূর্য্যের দর্শন পাওয়া যায়; কিম্বা, কদলীবৃক্ষে ফল ধরিলে যেমন তাহার (বৃক্ষের) বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়—শ্রীগুরুর দর্শনে মুমুক্ষুরও তেমনি অবস্থা হয়; হে বীরোত্তম, পূর্ণিমাপ্রাপ্ত হইলে চন্দ্রমার যেমন কোনও ন্যূনতা থাকে না, গুরুকৃপাতেও তাহার তেমনি হয়; তখন যে স্বল্প পরিমাণ অজ্ঞান তাহার মধ্যে তখনও অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাঁহার কৃপায় নষ্ট হইয়া যায়; রাত্রি শেষ হইলে আঁধার যেমন স্বতঃই চলিয়া যায়;+ তেমনি ভাবে, অজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্ম্মসমূহ নষ্ট হইয়া যায়,—এই-ভাবে 'সমূল' (মূল সহিত, পূর্ণ) সংন্যাসের সম্ভব হয়; এইভাবে 'সমূলজ্ঞান-সংন্যাস' হইলে (অজ্ঞান আমূল নষ্ট হইলে), এই দৃশ্যজগৎরূপ মায়ার আধারও বিলুপ্ত হয় এবং তখন ঐ পুরুষ শুধু আপনিই 'জ্ঞেয়' স্বরূপ হয়; কেহ যদি স্বপ্নে আপনাকে গভীর জলে ডুবিতে দেখে, জাগিয়া উঠিয়া কি সে সেখান হইতে আপনাকে তুলিতে চেষ্টা করে? তেমনি, 'আমি কিছুই জানি না', 'এখন জানিতে চেষ্টা করিব'—এইরূপ দুঃস্বপ্নের অন্ত হইলে, 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' রূপ ভাবনাবিহীন হইয়া সে (চৈতন্যস্বরূপ আকাশ[২]) জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যায়; হে বীরেশ, মুখের প্রতিবিম্বসহ দর্পণ দূরে সরাইলে যেমন দ্রষ্টৃত্ব বিনা দ্রষ্টাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (৯৭০); তেমনি অজ্ঞান চলিয়া গেলে জ্ঞাতৃত্বকে ও সঙ্গে লইয়া যায়, এবং শুধু নিষ্ক্রিয় 'চিন্মাত্র'ই (চৈতন্য) অবশিষ্ট থাকে; হে ধনঞ্জয়, এই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যে স্বভাবতঃ কোনও ক্রিয়া থাকে না, সেইজন্য এই স্থিতিকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলে; তাহাই (নৈষ্কর্ম্ম্য) আপনার মূলস্বরূপ,—তাহাতে (অজ্ঞানবশতঃ) অস্তিত্ব (ক্রিয়াশীলত্ব) আরোপ করা হয়; বায়ু বন্ধ হইলে

---

১ জ্ঞানরহিত স্থিতিতে,

\+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে—"তেমনি অজ্ঞানের গর্ভে যে কর্ম্ম, কর্ত্তা ও কার্য্যরূপ ত্রিপুটী থাকে তাহাও, গর্ভিণী (পশুকে) মারিলে যেমন তাহার গর্ভও নষ্ট হয়";

২ চিদাকাশ (চৈতন্যস্বরূপ);

যেমন তরঙ্গরাজি সমুদ্রে লীন হয়; তেমনি, যে স্থিতিতে কোন কর্ম্মই হয় না—তাহাই উৎপন্ন হয়—তাহাকেই 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' বলে—ইহাই সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সহজেই পরমাসিদ্ধি[১]; (শীর্ষে) কলস স্থাপন করিলে যেমন মন্দির-নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়, গঙ্গা সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন পরমপদপ্রাপ্ত হয়, কিম্বা, ষোল আনা কসে যেমন স্বর্বণশুদ্ধি সম্পন্ন হয়; তেমনি 'জ্ঞান' ও 'অজ্ঞান' এ দুইয়েরই নাশ হইলে[২] যে স্থিতির উদ্ভব হয়; এই দশা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কিছুই করিবার থাকে না, এই জন্যই ইহাকে 'পরমসিদ্ধি' বলে।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

এই যে 'আত্মসিদ্ধি'—যাহা ভাগ্যবান কোনও পুরুষ শ্রীগুরুর[৩] কৃপা লাভ করিয়া প্রাপ্ত হয়; সূর্য্যের উদয় হইলে আঁধার যেমন প্রকাশে পরিণত হয়, কিম্বা দীপের সংস্পর্শে আসিয়া[৪] তন্তু যেমন দীপাকার হয়[৫]; লবণের খণ্ড যেমন জলের স্পর্শ লাগিবামাত্র জলস্বরূপ হইয়া যায়; (৯৮০) কিম্বা, নিদ্রিত মনুষ্য জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সহিত তাহার নিদ্রা টুটিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসে; তেমনি, যদি কোনও (ভাগ্যবান) পুরুষ দৈবযোগে গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে; তাহার কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে—ইহা কি কেহ বলিতে পারে? আকাশকে কি এখানে ওখানে যাতায়াত করিতে হয়? এইজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এইরূপ (আত্মসিদ্ধিপ্রাপ্ত) পুরুষের কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না,—পরন্তু, যদি কেহ এই প্রকার অধিকারী না হয়; হে কিরীটি, এরূপ কেহ কেহ থাকিতে পারে যাহারা গুরুবাক্য শ্রবণমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠে (না); সাধারণতঃ তাহারা বিহিত কর্ম্মাচরণরূপ অগ্নিতে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের ইন্ধন দ্বারা প্রথমেই রজঃ ও তমোগুণ এ দুটিকেই জ্বালাইয়া ফেলে। পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গসুখাদির বাসনাকে দাসের ন্যায় স্ববশে

১ প্রেমসিদ্ধি; ২ অজ্ঞানকে যে জ্ঞান নাশ করে তাহারও নাশ হইলে;
৩ সদ্গুরুর; ৪-৫ কর্পূর যেমন দীপ-স্বরূপ হয়;

আনয়ন করে; সর্ব্বদা[১] বিষয়ভোগের জন্য যে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়দোষে মলিন হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়সংযম) রূপ তীর্থের জলে স্নান করাইয়া পবিত্র করে; আর, স্বধর্ম্ম আচরণের শুদ্ধ ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অটল বৈরাগ্যপদ প্রাপ্ত হয়; এইভাবে আত্মসাক্ষাৎকারী জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভের জন্য যে সাধন-সামগ্রী প্রয়োজন হয়, তাহা পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়; (৯৯০) আর, সেই সময় যদি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ মিলে, এবং তিনি কিছু বাকী না রাখিয়া[২] দান করেন (অর্থাৎ উদারভাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন); পরন্তু ঔষধ সেবন মাত্রই কি শরীর সুস্থ হয়? কিম্বা, সূর্য্যোদয় (দিন) হইলেই কি মধ্যাহ্ন আসিয়া যায়? জলসিক্ত সুক্ষেত্রে যদি উত্তম বীজ বপন করা হয়, তবে প্রচুর ফসলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু তাহা যোগ্য সময়েই পাওয়া যায়; প্রাঞ্জলমার্গ (সরল, সুগম পথ) জুটিল, সুসঙ্গও পাওয়া গেল, গন্তব্য-স্থানে সহজেই পৌছান যাইবে, কিন্তু (তাহার জন্য) সময়ের দরকার; তেমনি যখন বৈরাগ্যপ্রাপ্তি হয়, এবং তাহার পর সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ হয়—অন্তরে বিবেকের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে; এবং তাহার প্রভাবে—'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সমস্তই ভ্রান্তি'—এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়; পরন্তু, এই যে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বোত্তম পরব্রহ্ম, যাঁহার সংস্পর্শে মোক্ষের কার্য্য শেষ হয় (যাঁহার মধ্যে মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা সমাপ্ত হয়); যে বস্তু (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপ) তিন অবস্থাকে গ্রাস করেন, যাঁহাতে জ্ঞানই লয়প্রাপ্ত হয়; যাঁহার মধ্যে ঐক্যের একতা ডুবিয়া যায়, অদ্বয়-কণাও[৩] বিলীন হয়, অন্তে কোনও কিছু অবশিষ্ট না থাকিলেও যিনি (শূন্যস্বরূপ) অবশিষ্ট থাকেন; সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত সমরস হইয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি—তাহা কামবাসনা জয় করিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়; (১০০০) ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে ষড়্‌রসান্ন পরিবেশন করিলে যেমন প্রতি গ্রাসের সহিত তাহার তৃপ্তি বাড়িয়া যায়; তেমনি, বৈরাগ্যের সহায়তায় যখন বিবেকের দীপ প্রজ্বলিত হয়, তখন আত্মজ্ঞানরূপ ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়; যে যোগ্যতার সিদ্ধিদ্বারা আত্মঋদ্ধি (আত্মৈশ্বর্য্য) ভোগ করা যায়, সেই যোগ্যতা নিরবধি যাঁহার অঙ্গের ভূষণ; যে ক্রমদ্বারা তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি সুগম হয়, এখন সেই ক্রমের রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর;

১ যথেচ্ছভাবে; সর্ব্ব প্রকার; ২ বঞ্চনা না করিয়া; ৩ আনন্দের কণাও;

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১

গুরুপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি বিবেকতীর্থের তটে পৌছিয়া বুদ্ধির মলিনতা ধুইয়া ফেলেন; তখন রাহুমুক্ত হইয়া চন্দ্রের প্রভা যেমন চন্দ্রমাকে আলিঙ্গন করে, তেমনি বুদ্ধি সহজেই শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়; কামিনী যেমন দুই কুল (মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল) ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াকে (ধার্ম্মিক বিধিকে) অনুসরণ করে, তেমনি, বুদ্ধি ও দ্বন্দ্ব (সুখদুঃখাদি) ত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তায় রত হয়; আর, নিরন্তর জ্ঞানের মূলতত্ত্ব প্রাপ্তির আশায়,— ইন্দ্রিয়গ্রাম যে শব্দাদি বিষয়কে প্রশ্রয় দিয়া বাড়ায়; সেই পঞ্চ বিষয়কে ধৃতিরোধের দ্বারা (ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৃতিদ্বারা নিরোধ করিয়া), সূর্য্যের রশ্মিজাল প্রত্যাহৃত হইলে মৃগজল যেমন অদৃশ্য হয়, তেমনি ভাবে বিলুপ্ত করিয়া দেয়; অধমের (ভ্রষ্টাচার অন্ত্যজের) অন্ন না জানিয়া গ্রহণ করিলে যেমন বমন করিয়া ফেলিতে হয়, তেমনি ভাবে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় ও বিষয়বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন; (১০১০) আর আত্মাকার প্রবৃত্তিরূপ[১] পবিত্র গঙ্গাতটে ইন্দ্রিয়গ্রামকে লইয়া যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাদের নির্ম্মল করেন; তদনন্তর, সাত্ত্বিক ধৈর্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করিয়া যোগধারণায় তাহাদের মনের সহিত ঐক্যসাধন করেন; তেমনি, প্রাক্তন কর্ম্মের জন্য এ জন্মে যে ইষ্টানিষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাতে 'অনিষ্ট' (কষ্টকর) ভোগ দেখিয়া দ্বেষ করেন না; অথবা, কদাচিৎ যদি কোনও উত্তম (সুখকর) ভোগ জুটিয়া যায়, তাহার জন্যও (অভিলাষ) অনুরাগ প্রকাশ করেন না;

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২

এইভাবে, হে কিরীটি, তিনি ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় কিম্বা গহন অরণ্যে গিয়া বাস করেন; লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গের অবয়বগুলি সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে

১ প্রত্যগ্‌বৃত্তি; আত্মচিন্তারূপ অন্তর্মুখীবৃত্তি;

বাস করেন; শমদম দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তাঁহার খেলা, মৌনাবলম্বনই তাঁহার ভাষণ, সদা গুরুবাক্য মননে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার সময়ের জ্ঞান থাকে না; আর, অঙ্গের পুষ্টিসাধন হউক, বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হউক, কিম্বা জিহ্বার মনোরথ পূর্ণ হউক; ভোজন করিবার সময়ে এই তিন বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না,—পরিমিত আহারে তাঁহার যে সন্তোষ, তাহা মাপ করা যায়[১]; ভোজনে[২] বসিলে উদ্দীপ্ত জঠরাগ্নি[২] যতটুকু অন্ন হজম করিয়া প্রাণ পোষণ করে, শুধু ততটুকু অন্নই গ্রহণ করেন; (১০২০) আর, পরপুরুষ কামনা করিলেও যেমন কুলবধূ তাহাকে অঙ্গ দান করে না, তেমনি নিদ্রা বা আলস্যের বশীভূত হইয়া নিজের আসন[৩] ত্যাগ করেন না; শুধু দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার সময়েই তাঁহার অঙ্গ ভূমি স্পর্শ করে—নতুবা, তিনি বিবেচনাশূন্য হইয়া ভূমিতে লোটান না; দেহের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যই হস্ত পদ ব্যবহার করেন,—কিং বহুনা, তিনি সবাহ্য শরীর (অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে) সর্ব্বদা স্ববশে রাখেন; আর, হে বীর, তিনি আপন বৃত্তিগুলিকে মনের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্তও যাইতে দেন না—এই অবস্থায়, মনের ক্রিয়া কথা দ্বারা প্রকাশ করিবার অবকাশ কোথায়? এইভাবে, তিনি দেহ, বাক্য ও মনরূপী বাহ্যপ্রদেশ জয় করিয়া, ধ্যানাকাশ দখল করেন; গুরুবাক্যে যে আত্মবোধ নিশ্চিতভাবে জাগ্রত হয়, তাহাকে সর্ব্বদা হস্তেধৃত দর্পণে স্বরূপ দেখার ন্যায়, দেখিতে থাকেন; তিনি স্বয়ং ধ্যাতা, অন্তঃকরণের ধ্যানরূপ বৃত্তির মধ্যে ধ্যেয়বস্তুর সহিত একরূপ হইয়া যান—ইহাই তাঁহার ধ্যানের পদ্ধতি, জানিবে; হে পাণ্ডুসুত, যতক্ষণ না ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা—এই ত্রিপুটী একরূপ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ ধ্যান করিতে থাকেন; এইজন্য, এইরূপ মুমুক্ষু পুরুষ আত্মজ্ঞানবিষয়ে দক্ষ হইয়া যান, পরন্তু, যোগাভ্যাসের পক্ষ সম্মুখে মেলিয়া রাখেন (যোগাভ্যাসে রত থাকেন) বলিয়াই (ইহা সম্ভব হয়); হে ধনঞ্জয়, অপানরন্ধ্রদ্বয়ের (গুহ্য ও শিশ্নদ্বারের) মধ্যবর্ত্তী স্থানে পায়ের গোড়ালি দ্বারা দাবাইয়া মূলবন্ধ আসন রচনা করেন; (১০৩০) অধোভাগ সঙ্কুচিত করিয়া (মূল, ওডিয়ান ও জালন্ধর এই) তিন বন্ধের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর ভেদ ঘুচাইয়া তাহাদের

১ তাহা অপরিমেয়; ২ অনশনের জন্য জঠরাগ্নি; জঠরাগ্নি; ৩ অশন;

শুদ্ধ করিয়া একত্র করেন; কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া মধ্যমাকে (সুষুম্নাকে) বিকসিত করিয়া (প্রাণবায়ুকে) আধারচক্র হইতে আজ্ঞা (অগ্নি) চক্র পর্য্যন্ত সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া (উর্দ্ধদিকে প্রেরণ করেন); তখন (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত) সহস্রদল কমলরূপ মেঘ হইতে প্রচুর অমৃতবর্ষণ হয়, এবং সেই অমৃতপ্রবাহ মূলবন্ধ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে; ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ পুণ্যগিরির (কৈলাস পর্ব্বতের) উপরে নৃত্যরত চিদ্‌ভৈরবের ভোজনপাত্রে তখন মন ও পবনের (প্রাণবায়ুর) খিচুড়ী পরিবেশন করেন; এইভাবে ধ্যানের প্রবল সৈন্যদল সম্মুখে রাখিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে ধ্যানের আসন অটলভাবে স্থাপন করেন (ধ্যানকে স্বতঃসিদ্ধ করেন); আর, প্রথমেই ধ্যান ও যোগসাধনাকে নির্ব্বিঘ্নে আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; বৈরাগ্যের ন্যায় একটি মিত্র সংগ্রহ করিয়া রাখেন—এই বৈরাগ্যই সমস্ত ক্ষেত্রে (অবস্থায়) তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করে; যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্য্যন্ত যদি দীপ দৃষ্টির সঙ্গ ত্যাগ না করে (দীপের আলো পাওয়া যায়), তবে (অভীষ্ট বস্তু) দেখিতে দেরী হইবে কেন? তেমনি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য উৎযুক্ত মুমুক্ষুর অন্তঃকরণের বৃত্তি যদি ব্রহ্মে লীন হয়, এবং সেই পর্য্যন্ত বৈরাগ্য তাঁহার সঙ্গে থাকে, তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির 'ভঙ্গ' (হানি) হইবে কি প্রকারে? এইজন্য, যে ভাগ্যবান পুরুষ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন তিনি আত্মলাভের যোগ্য হইয়া যান; (১০৪০) এইভাবে বৈরাগ্যের বজ্রকবচ (অভেদ্য কবচ) অঙ্গে ধারণ করিয়া রাজযোগরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া; যে সব ছোট বড় বিঘ্ন দৃষ্টিতে পড়ে, তাহাদের নিরাকরণের জন্য ধ্যানরূপ খড়্গ বিবেকের দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া; সূর্য্য যেমন অন্ধকারে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে, মোক্ষরূপ বিজয়শ্রী হইতে বরমাল্য লাভের জন্য তিনি সংসাররণক্ষেত্রে (নিঃশঙ্কচিত্তে) প্রবেশ করেন;

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

এই বিজয়যাত্রায় যে দোষরূপী বৈরীদের তিনি বিধ্বস্ত করিয়া পরাজিত করেন, তাহাদের মধ্যে 'দেহাহঙ্কার'ই মুখ্য শত্রু; যে অহঙ্কার মনুষ্যের মৃত্যুর পরও তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না, জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে বাঁচিতে

দেয় না,—এই হাড়ের খাঁচায় পুরিয়া তাহাকে কষ্ট দেয়; এই বীর যোদ্ধা অহঙ্কারের আধার দেহকে নাশ করিয়া দ্বিতীয় বৈরী 'বল'কেও বধ করেন; —যে বলরূপ শত্রু বিষয়ের নামে চতুর্গুণ বলীয়ান হইয়া উঠে, এবং তাহার ফলে, জগতের সর্ব্বত্র জীবিতকালেই মৃত্যুর অবস্থা দ্রুত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ইহা বিষয়বিষের বলস্বরূপ,[১] সমস্ত দোষের রাজা, পরন্তু উহা ধ্যানখড়্গের আঘাত কি করিয়া সহ্য করিবে? আর, প্রিয়বিষয়প্রাপ্তি হইলে যে সুখানুভব হয় তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া (তাহার বোরখা পরিয়া) যে শত্রু জীবের অঙ্গ আক্রমণ করে; যে সন্মার্গ ভুলাইয়া, অধর্ম্মের অরণ্যে প্রবেশ করাইয়া, নরকাদি ব্যাঘ্রের কবলে ফেলিয়া দেয়; (১০৫০) এই বিশ্বাসঘাতক রিপু 'দর্প'কে তিনি মারিয়া ফেলেন; আর, অহো, যে শত্রুর ভয়ে তাপসগণ পর্য্যন্ত কম্পমান; 'ক্রোধ'রূপ মহাদোষ যাহার পরিণাম, যাহার উদরপূর্ত্তি করিলে তাহার ক্ষুধা আরও অধিক বাড়িয়া যায়; এই 'কাম'রূপ শত্রুকে তিনি সমূলে বিনাশ করেন,—যাহার ফলে ক্রোধের নাশও সহজে হয়; বৃক্ষের মূল কাটিয়া ফেলিলে যেমন শাখাও মরিয়া যায়, তেমনি, কামের নাশ করিলে 'ক্রোধ'ও বিনষ্ট হয়; এইজন্য, কামরূপ বৈরীকে বধ করিলে ক্রোধের প্রকাশও বন্ধ হয়; সমর্থ ব্যক্তি যেমন আপন বোঝা অপরের মস্তকে চাপাইয়া জবরদস্তি (প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক) বহন করায়, তেমনি 'পরিগ্রহ', যাহা একবার স্বীকার করিলে ক্রমশঃ 'গাঢ়' হয় (বাড়িয়াই যায়); যাহা মস্তকে বোঝা (গৃহদারাদি ভার) চাপায়, অঙ্গে বন্ধন[২] চড়ায়, মমত্বের 'দণ্ড' (নিশান) হস্তে দিয়া (মনুষ্যকে অহংতা ও মমতার পাশে আবদ্ধ করে); শিষ্য শাস্ত্রাদির 'বিলাস' (আড়ম্বরপূর্ণ শোভা) রচনা করিয়া, মঠাদি মুদ্রার (আকারের) ছলে নিঃসঙ্গ সংন্যাসীকে আপনার পাশে আবদ্ধ করে; ঘরে (সংসারে) আত্মীয়স্বজনের মমত্ব ত্যাগ করিয়া বনে গেলেও সেখানে বনের পদার্থে আসক্ত হয়—এমনিভাবে 'প.রগ্রহ' উলঙ্গ সংন্যাসীরও অঙ্গে লাগিয়া থাকে; এইরূপ যে দুর্জ্জয় শত্রু 'পরিগ্রহ'—তাহার ভিত্তি ছেদন করিয়া এই বীর যোদ্ধা ভববিজয়ের উৎসাহ (আনন্দ) ভোগ করেন; (১০৬০) তখন 'অমানিত্ব' আদি জ্ঞানের গুণসমূহ কৈবল্যদেশের রাজমণ্ডলীর ন্যায় (তাঁহার সম্মুখে

১ গভীর দহ; আধার; ২ অবগুণ;

আসিয়া) উপস্থিত হয় ; নতুবা,—তাঁহাকে সম্যক্ জ্ঞানস্বরূপ সাম্রাজ্য অর্পণ করিয়া নিজেরা তাঁহার পরিবার হইয়া অবস্থান করে ; প্রবৃত্তিরূপ রাজমার্গে চলিবার সময়, অবস্থাত্রয়রূপী (জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) প্রমদাগণ প্রতি পদে তাঁহাকে সুখরূপী 'নিমলোণ' দ্বারা আরতি করে ; সম্মুখে ব্রহ্মবোধের বেত্রদণ্ডের সাহায্যে, বিবেক সমস্ত মায়িক দৃশ্যাবলীর বিস্তার দূরে সরাইয়া চলিতে থাকে, এবং যোগভূমি (যোগাবস্থা) যেন তাঁহাকে আরতি করিতে করিতে চলে ; তখন ঋদ্ধিসিদ্ধি সমুদায় আসিয়া এই জয়যাত্রায় যোগদান করে, এবং তাঁহার অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্নান করায় ; এইভাবে, ব্রহ্মৈক্যরূপ স্বরাজ্য সমীপস্থ হইলে, (তাঁহার কাছে) ত্রিভুবনই আনন্দে সুশোভিত (পরিপূর্ণ) দেখায় ; তখন, হে ধনঞ্জয়, তাঁহার কাছে সবাই সমান আদর প্রাপ্ত হয়—'এ শত্রু,' 'এ মিত্র' একথা বলিবার অবকাশ থাকে না ; শুধু ইহাই নহে—যদি কখনও, কোনও কারণে তিনি 'আমার' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন, তথাপি দ্বৈতভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কারণ তিনি অদ্বিতীয় হইয়া যান ; হে পাণ্ডুসুত, আপন এক সত্তায় (এক-স্বরূপে) সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন ; এইজন্য 'মমত্ব' রূপ দ্বৈতভাব কখনও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে না—তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন ; এইভাবে, যখন তিনি রিপুবর্গকে জয় করিয়া জগৎকে আপনার করিয়া লন[১] (জগৎসংসার যখন ঐক্যভাবে লীন হয়), তখন তাঁহার যোগরূপ তুরঙ্গ আপনা আপনি স্থির হইয়া যায় ; (১০৭০) তখন যে বৈরাগ্যরূপ দুর্ভেদ্য অঙ্গত্রাণ (বর্ম্ম, কবচ) ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বল্প পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন ; আর, তাঁহার ধ্যানের খড়্গ দূরে সরাইয়া দেন,—দ্বিতীয় কোনও কিছু সম্মুখে না থাকায়, তাঁহার বৃত্তির হাতও গুটাইয়া লন ; উত্তম রসায়ন ঔষধ যেমন নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিঃশেষ হয়, এখানেও তেমনি অবস্থা হয় ; গন্তব্যস্থান দেখা গেলে যেমন পদদ্বয়ের দ্রুতগতি থামিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মসামীপ্যে অভ্যাসের বেগও কমিয়া যায় ; মহাসাগরে গিয়া মিলিত হইলে গঙ্গার বেগ যেমন থামিয়া যায়,—কিম্বা কামিনী যেমন পতির কাছে গিয়া শান্ত হয় ; অথবা, ফল লাগিলে

১ অগ্রাহ্য করেন।

কদলীবৃক্ষের বাড় যেমন বন্ধ হয়; কিংবা, গাঁয়ে পৌছিয়া পথ যেমন শেষ হয়; তেমনি, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইলে সাধক সাধনের হাতিয়ারগুলি নীচে[১] রাখিয়া দেন; হে ধনঞ্জয়, এইজন্য ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ঐক্য হইবার সময় সাধনের উপায়গুলি আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়; বৈরাগ্যের গোধুলিলগ্ন (পূর্ণ বৈরাগ্য), জ্ঞানাভ্যাসের বার্দ্ধক্য, যোগফলের যে পরিপক্ব অবস্থা; হে সুভগ অর্জ্জুন, সেই পরম শান্তি তাঁহার অঙ্গে পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়, এবং তখন সেই মহাপুরুষ ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হইয়া যান; (১০৮০) পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের কলা যতটা কম, কিম্বা, ষোল আনা কসের সোনা হইতে পনের আনা কসের সোনার যতটা তফাৎ; নদীর জল যেখানে বেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, নদীর সেই (চঞ্চল) রূপ, এবং যে শান্ত সমুদ্র নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ; ব্রহ্ম ও ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্য পুরুষের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ; শান্তির প্রভাবে সেই পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্ম হইয়া যান; পরন্তু, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি বিনাও ব্রহ্মত্বের যে অনুভূতি হয়, তাহাই ব্রহ্ম হইবার যোগ্যতা, জানিবে;

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪

হে পাণ্ডুসুত, যখন পুরুষের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির যোগ্যতা হয়, তখন তিনি আত্মবোধপ্রসন্নতা লাভ করেন (আত্মজ্ঞানলাভের প্রসন্নতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন); যে (অগ্নির) তাপে অন্ন পাক করা হয়, সেই তাপ অন্ন হইতে চলিয়া গেলে যেমন সেই অন্ন প্রসন্ন (গ্রহণোপযোগী) হয়; অথবা শরৎকালে যেমন গঙ্গা (নদী) বর্ষাকালের (বন্যার) উন্মত্ততা ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে, কিম্বা, সঙ্গীত শেষ হইলে যেমন আনুষঙ্গিক (উপাঙ্গ) বাদ্যাদিও বন্ধ হয়; তেমনি, আত্মবোধ লাভ করিবার উদ্যোগে যে শ্রম হয়, তাহাও আত্মপ্রাপ্তির সহিত শান্ত হইয়া যায়; হে মহামতি, এই আত্মবোধ-প্রসন্নতাই সেই শান্ত স্থিতির ভূমিকা[২]—এবং এই যোগ্যপুরুষ তাহাই ভোগ করেন; সেই অবস্থায়, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য শোক করা বা কাম্য বস্তুর

১ আস্তে আস্তে; ২ খ্যাতি (সেই শান্তস্থিতিই আত্মবোধপ্রসন্নতা বলিয়া খ্যাত);

কামনা করা[1]—এ দুইই বন্ধ হইয়া যায়—কারণ তিনি সমভাবে ভরিয়া যান ; (১০৯০) ; সূর্য্যের উদয়ের সহিত যেমন সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাদের অঙ্গের দীপ্তি হারায় ; তেমনি, হে পার্থ, আত্মানুভবের উদয় হইলেই যেদিকে তাকান যায়, সেখানেই ভূতসৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব বিলুপ্ত হয় ; শ্লেটের উপর (লিখিবার পাটায়) লিখিত অক্ষর যেমন হস্ত দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায়, তেমনি তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত ভেদভাব নষ্ট হইয়া যায় ; এমনি-ভাবে, জাগৃতি ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় যে অন্যথাজ্ঞান (বিপরীতজ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহা অব্যক্তের (মূল অজ্ঞানের) মধ্যে লীন হয় ; আত্মবোধ বাড়িতে থাকিলে এই অব্যক্ত (মূল অজ্ঞান) ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে পূর্ণ আত্মজ্ঞানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায় ; অথবা চলিতে চলিতে যেমন পথের দূরত্ব কমিতে থাকে, এবং গন্তব্যস্থানে পৌছিলে পথেরও শেষ হয় ; ভোজন-কালে যেমন ক্ষুধা অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে, এবং পূর্ণ তৃপ্তি হইলে একেবারেই মিটিয়া যায় ; কিম্বা যেমন যেমন জাগৃতি উদ্দীপ্ত হয় (ক্রমশঃ জাগিতে থাকিলে) নিদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে টুটিতে থাকে, এবং পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিলে নিদ্রারও অন্ত হয় ; অথবা, (পূর্ণিমায়) চন্দ্রের কলা পূর্ণ হইবার পর যেমন তাহার (কলার) বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, এবং শুক্লপক্ষেরও নিঃশেষে অন্ত হয় ; তেমনি, সমস্ত বোধ্যবস্তু (জ্ঞেয়) গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা যখন পূর্ণ জ্ঞানের সহিত আমার স্বরূপে মিশিয়া সমরস হইয়া যান, তখন অজ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে[2] বিনষ্ট হয় ; (১১০০) তখন কল্পান্তের সময় যেমন নদী ও সমুদ্রের সীমা ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া যায় এবং সারা ব্রহ্মাণ্ড জলে ভরিয়া যায় ; অথবা, ঘট ও মঠের অস্তিত্ব গেলে (আকার নষ্ট হইলে) যেমন শুধু আকাশই রহিয়া যায়, কিম্বা, কাষ্ঠ জ্বলিয়া গেলে যেমন তাহা অগ্নিই হইয়া যায় ; অথবা, নানা আকারের অলঙ্কার স্বর্ণকারের পাত্রে গলাইলে যেমন তাহাদের নামরূপাত্মক ভেদ নষ্ট হইয়া শুধু সোনাই থাকে ; ইহাও থাকুক : যেমন কোনও মনুষ্য জাগিয়া উঠিলে স্বপ্ন অদৃশ্য হয় এবং শুধু সে নিজেই থাকিয়া যায় ; তেমনি, সেই (ব্রহ্মভূত) পুরুষের দৃষ্টিতে আমা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—নিজের অস্তিত্বও লোপ পায়—এই স্থিতিকেই আমার প্রতি চতুর্থা ভক্তি কহে—তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন ;

---

১ কোনও বস্তু পাইবার ইচ্ছা করা ; ২ আত্যন্ত ;

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অপর 'আর্ত্ত', 'জিজ্ঞাসু' ও 'অর্থার্থী' ভক্তগণ যে মার্গে আমাকে ভজনা করেন—সে তিন পন্থাই ইহা হইতে ভিন্ন,—সেইজন্যই ইহাকে 'চতুর্থী' ভক্তি বলিতেছি; নচেৎ ইহা তৃতীয়াও নহে, চতুর্থীও নহে, প্রথমাও নহে, অন্তিমও নহে—এই ভক্তি আমারই সহজ স্থিতি; যাহা অজ্ঞানের মধ্যে আমাকে প্রকাশ করে, (অজ্ঞানকে নাশ করিয়া আমার স্বরূপ প্রকট করে), বিপরীত জ্ঞানকে আমার স্বরূপ দেখায়, সর্ব্ব লোককে সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে আমার স্বরূপ দেখাইয়া) ভজনা করিতে প্রবৃত্ত করে; যে ভক্ত যেখানে যেভাবে (আমাকে) দেখিতে চায়, সে সেখানেই সেইভাবে আমাকে দেখে,—যাহা আমার অখণ্ড প্রকাশকে এমনিভাবে দেখায়; স্বপ্নে দেখা বা না দেখা যেমন নিজের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তেমনি, যে 'প্রকাশ' দ্বারা বিশ্বের 'ভাব' (অস্তিত্ব) বা অভাব ভাসমান হয়; (১৯১০) হে কপিধ্বজ, এই যে আমার সহজ প্রকাশ—সেই তেজকেই ভক্তি বলে; এইজন্য, 'আর্ত্ত' ভক্তের মধ্যে ইহাই আর্ত্তিরূপে প্রকাশ পায়, এবং এই আর্ত্ত ব্যক্তির যাহা কিছু অপেক্ষণীয় (যাহা তাহার আর্ত্তি দূর করিতে পারে) আমাকেই তাহা কল্পনা করে; হে বীরেশ, তেমনি 'জিজ্ঞাসু' ভক্তের কাছে ইহাই 'জিজ্ঞাসা' হইয়া আমাকেই 'জিজ্ঞাস্য' বিষয়রূপে দেখায়; হে অর্জ্জুন, এই ভক্তিই অর্থার্থী ভক্তের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছার রূপ ধারণ করে, এবং আমাকে অর্থরূপে প্রকাশ করিয়া আমাকেই 'অর্থ' নাম প্রদান করে; অথবা,[১] অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহা দ্রষ্টাস্বরূপ আমাকে দৃশ্য বস্তু করিয়া দেয়; ইহাতে কোনও ভুল নাই যে মুখ একটিই এবং তাহাই দর্পণে দেখা যায়, পরন্তু দর্পণ এই মিথ্যা দ্বৈতভাব আনয়ন করে; দৃষ্টিতে চন্দ্রকে দেখা যায় ঠিকই, পরন্তু 'তিমির' এমনি রোগ যে একটি চন্দ্রকে দুটি দেখায়; তেমনি, এই ভক্তিদ্বারাই আমার ভক্ত আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়,[২] পরন্তু, আমাতে যে বৃথা দৃশ্যত্ব আরোপ করে তাহা অজ্ঞানবশতঃই;

১ এইভাবে; ২ গ্রহণ করে।

এখন অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমার দ্রষ্টৃত্ব আমার মধ্যে তেমনিভাবে লীন হয়, যেমন প্রতিবিম্ব নিজের বিম্বের সহিত একরূপ হইয়া যায়; দেখ, খাদমিশ্রিত হইলেও সোনার স্বর্ণত্ব অবিকৃত থাকে, পরন্তু খাদ জ্বলিয়া বাহির হইয়া গেলে যেমন শুদ্ধ সোনাই অবশিষ্ট থাকে; (১১২০) অহো, পূর্ণিমার আগে কি চন্দ্র সম্পূর্ণ থাকে না?§ পরন্তু, পূর্ণিমার দিনই তাহার পূর্ণতা দেখা যায়; তেমনি, জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমাকে ভিন্নরূপে (ভিন্নভিন্নভাবে) দেখা যায়, পরন্তু, 'দৃশ্যত্ব' নষ্ট হইলে আমাকে আমার মধ্যেই লাভ করা যায়; এইজন্যই, হে পার্থ, আমি বলিয়াছি যে আমার এই চতুর্থী ভক্তি দৃশ্যপথের অতীত (দ্বৈতভাবযুক্ত অন্য পথ হইতে শ্রেষ্ঠ); এই জ্ঞানভক্তির যোগে যে ভক্ত আমার সহিত সহজভাবে ঐক্যপ্রাপ্ত হন, তিনি মদ্রূপ হইয়া যান—ইহা তুমি শুনিয়াছ; হে কপিধ্বজ, সপ্তম অধ্যায়ে আমি উভয় হস্ত তুলিয়া বলিয়াছি যে জ্ঞানী পুরুষ আমার আত্মাই হইয়া যান*; এই ভক্তি সম্বন্ধেই, আমি কল্পারম্ভে ভাগবতের কথাচ্ছলে ব্রহ্মাকে উত্তম ভক্তি বলিয়া উপদেশ করিয়াছি; জ্ঞানী ইহাকে 'স্বসংবিত্তি' বলে, শৈব ইহাকে শক্তি আখ্যা দেয়, আমি ইহাকে আমাতে 'পরমাভক্তি' বলি; আমার সহিত মিলিবার সময়, ক্রমযোগী[1] তাহার ফলস্বরূপ এই ভক্তি লাভ করেন, এবং (তাঁহার দৃষ্টিতে) তখন সমস্ত জগৎ শুদ্ধ আমার স্বরূপে ভরিয়া যায়; তখন বিবেকের সহিত বৈরাগ্য, মোক্ষের সহিত বন্ধন, আবৃত্তি[2] (পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা)র সহিত বৃত্তি পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় (ডুবিয়া যায়); 'এপারে' সমস্তই আসিয়া যায়, 'ওপার' বলিয়া কিছুই থাকে না, ('এপার' ও 'ওপারে'র মধ্যে ভেদ নষ্ট হয়)—চারি ভূত (পৃথ্বী, অপ্, তেজঃ, ও মরুৎ) গ্রাস করিয়া যেমন আকাশ (ব্যোম) থাকিয়া যায়; (১১৩০) তেমনিভাবে সাধ্য-সাধনাতীত আমার যে শুদ্ধ স্বরূপ,§ তাহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন; সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা যেমন সমুদ্রের উপর ঝল্‌মল্ করে (উছলিত হয়), তাঁহার

---

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"চন্দ্র কি নির্দোষ (নিখুঁত) থাকে না?" "চন্দ্র কি সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট নহে?"

* "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।" ৭।১৮

১ কর্ম্মযোগী; ২ অবৃত্তি (নিবৃত্তি);

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"সাধ্যসাধনাতীত, কূটস্থ, আমার যে শুদ্ধ স্বরূপ";

আত্মানন্দভোগও তদ্রূপ হয়, জানিবে; কিম্বা, একটি দর্পণ স্বচ্ছ করিয়া আর একটি দর্পণের সম্মুখে রাখিলে যেমন পরস্পর পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে দেখে, (মদ্রূপ হইয়া) তাঁহারও আত্মানন্দ উপভোগ তেমনি হয়; জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নের অন্ত হয়, এবং ঐ অবস্থায় আপনার স্বরূপ দেখিয়া জাগ্রত মনুষ্য যেমন একলাই (অন্য কাহারও সঙ্গ বিনা) আপনার একাকিত্ব উপভোগ করে; অধিক কি বলিব? দর্পণ সরাইয়া লইলে মুখের প্রতিবিম্ব (মুখাভাস) অদৃশ্য হয়, তখন দ্রষ্টা যেমন একাই তাহার স্বরূপানন্দ আস্বাদন করে; যাহারা মনে করে কোনও বস্তুর সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উপভোগ করা যায় না, তাহাদের জিজ্ঞাসা করি 'শব্দের দ্বারা কি করিয়া শব্দের উচ্চারণ করা হয়?'; তাহাদের গ্রামে (দেশে) কি দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয়? কিম্বা আকাশকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বারান্দা রচনা করিতে হয়? রাজত্ব[1] (রাজকীয় গুণ) অঙ্গে না থাকিলে রাজা রাজ্যপদ ভোগ করিবে কি প্রকারে? কিম্বা, অন্ধকার কি সূর্য্যকে আলিঙ্গন করে? আর, যে আকাশ নহে সে আকাশ (আকাশের ব্যাপ্তি) কি করিয়া জানিবে? কুঁচের গহনা কি রত্নের অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পায়? এইজন্য, যে মদ্রূপ হইয়া যায় না, সে আমার স্বরূপ জানিবে কি প্রকারে? সে আমাকে ভজনা করে একথা কেমন করিয়া বলা যায়? (১১৪০) এইজন্যই আমি বলিতেছি যে ক্রমযোগী[2] মদ্রূপ হইয়া আমাকে উপভোগ করেন,—যেমন তরুণাঙ্গী স্ত্রী তাহার তারুণ্যকে উপভোগ করে; তরঙ্গ সর্ব্বাঙ্গে জলকে চুম্বন করে, প্রভা সূর্য্যবিম্ব হইতেই সর্ব্বত্র বিলসিত হয়; অথবা অবকাশ যেমন আকাশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে; তেমনি, (এই ক্রমযোগী ভক্ত) মদ্রূপ হইয়া এবং ক্রিয়াবিহীন হইয়া আমাকে ভজনা করেন,—সোনার ঘনাকার[3] (পিণ্ড) যেমন স্বাভাবিকভাবে সোনাকে উপভোগ করে; চন্দনের সুগন্ধ যেমন আপনা হইতেই চন্দনকে ভজনা করে (চন্দনের অঙ্গে লাগিয়া থাকে), কিম্বা, চন্দ্রের কিরণ যেমন [4]চন্দ্রের গর্ভে চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে[5]; তেমনি অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে ক্রিয়ার কোনও স্থান না থাকিলেও, ভক্তি থাকিতে পারে—ইহা অনুভব করা যায়, কিন্তু বাক্য-

---

১ রাজত্ব; রাজস্ব; রাজত্ব; ২ কর্ম্মযোগী;

৩ অলঙ্কার; ৪-৫ অকৃত্রিমভাবে (ক্রিয়াহীনভাবে) চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে;

দ্বারা বর্ণনা করা যায় না ; তখন (এই ভক্ত) পূর্ব্বসংস্কারবশে যদি কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা আমাকেই প্রার্থনা করিয়া বলেন, এবং আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি,—কারণ যে বলিতেছে সে আমিই ; যে বলিতেছে সে আপনারই সাক্ষাৎ পায়, সেখানে কিছু বলাই হয় না—তখন মৌনাবলম্বনই আমার সর্ব্বোত্তম স্তুতি ; সুতরাং, যখন এইরূপ ভক্ত কথা বলে, তখন কথা বলিতে গিয়া আমারই দেখা পায় এবং মৌন হয়,—তাহার মৌনাবলম্বন তত্ত্বতঃ আমারই স্তুতি ; তেমনি, হে কিরীটি, সে যখন বুদ্ধিদ্বারা বা দৃষ্টিদ্বারা কিছু দেখে, তখন তাহার 'দর্শন' দৃশ্য বস্তুকে সরাইয়া দ্রষ্টাকেই (অর্থাৎ তাহার স্বরূপকেই) দেখায় ; দর্পণে যেমন নিজের মুখই দেখা যায়, তেমনি তাহার দৃষ্টি (দর্শন) দ্রষ্টাকেই দেখায় ; (১১৫০) দৃশ্য বস্তু অদৃশ্য হইলে, দ্রষ্টা দ্রষ্টাকেই দেখে, তখন শুধু দ্রষ্টাই একা থাকে বলিয়া 'দ্রষ্টৃত্ব'ও লোপ পায় ; স্বপ্নে দৃষ্ট প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিতে গেলে, নিদ্রাভঙ্গে যেমন দুজনই (প্রিয়া এবং যে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়) অদৃশ্য হয়, এবং শুধু সে নিজেই (স্বপ্ন-দ্রষ্টা) থাকিয়া যায় ; কিম্বা, দুই কাষ্ঠখণ্ডকে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা যেমন কাষ্ঠখণ্ড দুটির অস্তিত্ব নাশ করিয়া শুধু নিজেই থাকিয়া যায় ; অথবা, সূর্য্য যদি (জলের মধ্যে) আপনার প্রতিবিম্বকে ধরিতে যায়, তখন যেমন তাহার (প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হইয়া) বিম্বত্বই চলিয়া যায় ; তেমনি যখন দ্রষ্টা মদ্রূপ হইয়া দৃশ্য বস্তু ধরিতে যায় তখন 'দ্রষ্টৃত্বে'র সহিত দৃশ্য বস্তুও অদৃশ্য হয় ; সূর্য্য অন্ধকারকে প্রকাশিত করিলে, যেমন প্রকাশ্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি দ্রষ্টা মদ্রূপ হইয়া গেলে, দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দৃশ্যত্বও থাকে না ; যখন এই অবস্থা হয় যে দৃশ্য বস্তু দেখাও যায় আর দেখা যায়ও না, তখনই আমার সত্যস্বরূপ দর্শন হয় ; তখন, হে কিরীটি, যে কোনও পদার্থই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ুক না কেন, তিনি সর্ব্বদা দৃশ্যাদৃশ্যের অতীত[১] এক দৃষ্টি ভোগ করেন ; আর, আকাশ যেমন পূর্ণভাবে আকাশে ভরিয়া থাকার জন্য টলে না, তেমনি, আত্মস্বরূপে লীন হইয়া (তিনি অবিচলিত থাকেন) ; কল্পান্তে জল জলকে রোধ করায় (সর্ব্বত্র জলে পরিপূর্ণ হওয়ায়) যেমন প্রবাহ বন্ধ হয়, তেমনি তাঁহার আত্মাও আমার মধ্যে পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় (১১৬০)

১ দ্রষ্টাদৃশ্যের অতীত ;

পদদ্বয় কি নিজের (পায়ের) উপর চড়িতে পারে ? অগ্নি কি আপনাকে জ্বালাইতে পারে ? জল কি জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নান করিতে পারে ? এইজন্য, (ভক্ত) যখন পূর্ণরূপে মদ্রূপ হইয়া যান, তখন তাঁহার যাওয়া আসা আদি ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়, এবং তাহাই আমার অদ্বয় সত্তার দিকে যাত্রা ; জলের উপর তরঙ্গ যত বেগেই ধাবিত হউক না কেন, তাহা (জল ছাড়াইয়া) ভূমিভাগ অতিক্রম করে না ; কারণ, যাহা সরিয়া যায় কিম্বা যাহা কাছে আসে, যাহা গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা গতি প্রদান করে—এ সমস্তই জল ভিন্ন কিছুই নহে ; হে পাণ্ডুসুত, জল যেদিকে যতদূর যাউক না কেন তাহার উদকত্ব বজায় থাকার জন্য যেমন তরঙ্গের 'নিশ্চলতা'[১] (একাত্মতা) নষ্ট হয় না ; তেমনি, মদ্রূপ হইয়া[২] তিনি সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে আসিয়া যান—তাঁহার এই যাত্রা—আমার স্বরূপের দিকে উত্তম তীর্থযাত্রা ; আর শরীরের স্বভাব-ধর্ম্মের জন্য যদি কোনও কিছু করিতে বসেন, তবে সেই কর্ম্মের ছলে আমারি বেশ ধারণ করেন[৩] ; এই অবস্থায়, হে পাণ্ডুসুত, 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা' উভয়েরই লোপ হয়, এবং তিনি আত্মস্বরূপে আমাকে দেখিয়া মদ্রূপ হইয়া যান ; দর্পণ দর্পণকে দেখিলে যেমন তাহাকে দেখা বলা যায় না,—সোনার উপর যেমন সোনার আবরণ দেওয়া যায় না ; দীপ দ্বারা দীপকে প্রকাশ করিলে তাহাতে প্রকাশ করা হয় না—তেমনি, মদ্রূপ হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাকে কি কর্ম্ম করা বলা যায় ? (১১৭০) কর্ম্ম করা হয়, কিন্তু যখনই 'কর্ম্ম করিতেছি' এই অভিমান নষ্ট হয়, তখন কর্ম্ম করিলেও তাহা না করাই হয় ; সমস্ত কর্ম্মই মদ্রূপ হইয়া গেলে, তাহা করিলেও কিছুই করা হয় না—তাহারি নাম আমার পূজা করা—তাহাই আমার পূজার লক্ষণ ; এইজন্য, হে কপিধ্বজ, যথারীতি কর্ম্ম করিলেও তাহা কর্ম্ম না করাই হয়,—এই মহাপূজা দ্বারা আমারই পূজা করা হয় ; এমনি ভাবে, তিনি যাহা বলেন তাহা আমারই স্তুতি, যাহা দেখেন তাহা আমারই দর্শন, তিনি যেখানে যান তাহা অদ্বয়স্বরূপ আমারই দিকে যাত্রা ; হে কপিধ্বজ, তিনি যাহা কিছু করেন তাহা আমারি পূজা, যাহা কিছু কল্পনা করেন তাহা আমারই জপ, তাঁহার স্থিতিও[৪] আমারি সমাধি ;

১ "একাত্মতা" পাঠই সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় ; ২ অহংভাব ত্যাগ করিয়া ,
৩ দর্শন পান ; ৪ তিনি নিদ্রা গেলে তাহাও ;

(সুবর্ণের) কঙ্কণ যেমন সুবর্ণেই অনন্যভাবে থাকে, তেমনি ইনিও ভক্তিযোগে আমার সহিত ঐক্যলাভ করেন ; কিং বহুনা, তন্তুর সহিত বস্ত্রের, মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেমন ঐক্য, তেমনি তিনিও সমরস হইয়া আমার মধ্যে অবস্থান করেন ; জলে তরঙ্গ, কর্পূরে সুগন্ধ, রত্নে ঔজ্জ্বল্য যেমন অনন্যভাবে থাকে ; হে সুমতি, এই অনন্যা (একনিষ্ঠ) ভক্তিযোগে, তিনি সমস্ত দৃশ্য পদার্থের মধ্যে আত্মস্বরূপ 'দ্রষ্টা' আমাকেই জানিতে পারেন ; (স্বপ্ন, জাগৃতি ও সুষুপ্তি এই) তিন অবস্থার যোগে উপাধি (ক্ষেত্র) ও 'উপহিত' (উপাধিযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ) আকারে, এই বিশ্বে যে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ব্যক্ত (ভাব) ও অব্যক্ত (অভাব) রূপে স্ফুরিত হয় ; (১১৮০) হে বীর অর্জুন, এ সমস্তই দ্রষ্টা আমারই স্বরূপ—ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া সেই অনুভবের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন ; রজ্জু দৃষ্টিগোচর হইলে, সর্পাকারে ভাসমান বস্তুটি যে রজ্জুই ইহা যেমন নিশ্চিত ভাবে জানা যায় ; অলঙ্কার গলাইলে যেমন জানা যায় যে তাহার মধ্যে রতি-পরিমাণও সোনা ভিন্ন অন্য কিছু নাই ; তরঙ্গ জল বিনা আর কিছুই নয়, ইহা সঠিক জানিলে যেমন তরঙ্গের আকারকে (সত্য বলিয়া) ধরে না ; কিম্বা, জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে বিচার করিলে যেমন আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না ; তেমনি, যাহা কিছু আছে বা নাই—ব্যক্ত বা অব্যক্ত, ভাব বা অভাব রূপে [স্ফূর্ত] হয়, §তাহা সব কিছুই 'জ্ঞাতা' আমারই স্বরূপ—এই প্রতীতি জন্মিলে—তিনি তাহারই অনুভবানন্দ উপভোগ করেন ; এবং জানিতে পারেন 'আমি জন্মজরারহিত, অক্ষয়, অবিনাশী, সম্পূর্ণ ও অপার আনন্দস্বরূপ' ; 'আমি অচল, আমি অচ্যুত, অনন্ত, অদ্বৈত, আদ্য, অব্যক্ত ও ব্যক্ত' (নিরাকার ও সাকার) ; 'আমি সকলের ঈশ (প্রভু) ঈশ্বর, আমি অনাদি, অমর ও অভয় (ভয়হীন), আমি আধার ও আধেয়' ; 'আমি স্বামী, নিত্যসিদ্ধ, সহজ, (স্বয়ম্ভু), ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বগত (সর্ব্বান্তর্যামী), সর্ব্বাতীত,' ; 'আমি নব, আমি পুরাণ, আমি শূন্য, আমি সম্পূর্ণ, আমি অস্থূল, আমি অনণু† (অণু হইতেও সূক্ষ্ম), যাহা কিছু আছে তাহা আমিই' ; 'আমি নিষ্ক্রিয়, আমি এক, আমি অসঙ্গ, অশোক, ব্যাপ্য ও ব্যাপক,

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর —"যাহা জ্ঞেয়রূপে স্ফূর্ত হয়" ;

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"আমি স্থূল, আমি অণু" (অণু হইতেও অণু) ;

আমি পুরুষোত্তম'; 'আমি অশব্দ (শব্দাতীত), অশ্রোত্র, অরূপ, অগোত্র, সর্ব্বত্র সমান ও স্বতন্ত্র (স্বয়ংসিদ্ধ), আমি পরব্রহ্ম'; এইভাবে, তিনি আমার সহিত আত্মস্বরূপে এক হইয়া এই ভক্তি দ্বারা আমাকে নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারেন, আর, এই আত্মবোধের দ্বারা জানা—সেই আত্মজ্ঞানই আমি, তাহা বুঝিতে পারেন; জাগ্রত হইবার পর যেমন নিজের একাকিত্বই অবশিষ্ট থাকে, এবং ইহা নিজেই অনুভব করে; কিম্বা, সূর্য্য প্রকট হইলে যেমন সে নিজেই প্রকাশক হয়, এবং যাহা প্রকাশ করে তাহা যেমন দ্যোতক (প্রকাশক) হইতে অভিন্ন; তেমনি, বেদ্য পদার্থ বিলুপ্ত হইলে শুধু বেত্তাই অবশিষ্ট থাকে এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি তাহাই—ইহা যিনি জানেন; হে ধনঞ্জয়, যে জ্ঞানশক্তি (জ্ঞপ্তি) দ্বারা নিজের অদ্বয়তা জানা যায়,† তাহাই 'আমি', স্বয়ং ঈশ্বর,—ইহা তিনি বুঝিতে পারেন; অদ্বৈতের অতীত[১] যে আত্মা, তাহা নিসংশয়ে 'আমি'ই, ইহা যখন বুঝিতে পারেন, এবং এই জ্ঞানের যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়; তখন, জাগিয়া উঠিলে যে একাকিত্ব দেখা যায়, সেই একাকিত্ব চলিয়া গেলে যে কি অবস্থা হয়, তাহা যেমন জানা যায় না; (১২০০) কিম্বা, স্বর্ণের স্বরূপ চোখে পড়িবার সঙ্গেই যেমন তাহার ঘনাকার[২] (পিণ্ডত্ব) লোপ পায়; অথবা, লবণ জল হইয়া গেলেও জলে তাহার লবণত্ব থাকে; পরন্তু লবণের স্বাদ চলিয়া গেলে যেমন লবণের অস্তিত্বই যায়; তেমনি, 'আমিই সেই পরব্রহ্ম' এই যে অনুভূতি—ইহা যখন স্বানন্দানুভবরূপ শান্তরসে লীন হইয়া যায়, তখন তিনি আমারি মধ্যে প্রবেশ করেন; আর, তখন 'সে' বলিয়া কোনও শব্দ থাকে না, 'আমি' শব্দই বা কোথায় থাকিবে? এইভাবে, 'আমি' ও 'সে' আমার স্বরূপে লীন হয়; কর্পূর জ্বলিয়া শেষ হইলে অগ্নিও নিবিয়া যায়, তখন যেমন উভয়াতীত শুধু আকাশতত্ত্বই থাকিয়া যায়; কিম্বা, এক হইতে এক বিয়োগ করিলে যেমন শুধু শূন্যই বাকী থাকে, তেমনি, 'আছে' ও 'নাই', ভাব ও অভাবের লয়[৩] হইলে শুধু আমিই অবশিষ্ট থাকে; সেই অবস্থায়, 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'ঈশ্বর' এই সব শব্দের উচ্চারণ আত্মানন্দের ব্যাঘাত ঘটায়—আর 'না' অর্থাৎ 'কিছু নাই'—একথা বলিবারও অবকাশ থাকে না; 'না'

† প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

১ দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত; ২ অলঙ্কার; ৩ শেষ;

এই কথা উচ্চারণ না করিয়াও মুখ ভরিয়া বলা হয়, 'জ্ঞান' ও 'অজ্ঞানকে' না জানিয়াই তাহাকে জানা হয়; সেই অবস্থায় বোধদ্বারাই বোধকে জানা যায়, আনন্দেই আনন্দ অনুভব করা হয়, সুখেই শুধু সুখভোগ হয়; তখন লাভের লাভ হয়, প্রভা প্রভাকে আলিঙ্গন করে, বিস্ময় বিস্ময়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়; (১২১০) 'শম' যেখানে শান্ত হয়, বিশ্রাম বিশ্রাম লাভ করে, অনুভব অনুভূতিবশে পাগলের ন্যায় হয়; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তখন তিনি ক্রমযোগের সৌন্দর্য্য সেবন করিয়া তাহার ফলস্বরূপ শুদ্ধ মদ্রূপ প্রাপ্ত হন;§ হে কিরীটি, এই ক্রমযোগের রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটে আমি চিদ্‌রত্ন (চৈতন্যরূপ রত্ন) হইয়া থাকি, এবং বিনিময়ক্রমে তিনি আমার মুকুটমণি হইয়া শোভা পান; কিম্বা, ক্রমযোগরূপ[১] মন্দিরের মোক্ষরূপী কলসের উপরে তিনি আকাশরূপ বিস্তার হইয়া থাকেন, অথবা, সংসার অরণ্যে ক্রমযোগরূপ উত্তম মার্গ আছে—যাহা মদৈক্যরূপ নগরের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয়; এই প্রকার ক্রমযোগের প্রবাহের সহিত ভক্তিরূপ চিত্তগঙ্গায়[২] পড়িয়া তিনি 'আমি' যে আত্মানন্দরূপ সমুদ্র, তাহাতে বেগে গিয়া মিলিত হন; হে মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন, ক্রমযোগের[৩] মহিমা এতই অধিক: এইজন্যই আমি বারম্বার তোমাকে ইহার বর্ণনা করিতেছি; ইহা ঠিক নয় যে আমাকে 'দেশ', 'কাল', 'পদার্থে'র আনুকূল্যে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, আমি সহজ ভাবে সকলের মধ্যে আপনা হইতেই অবস্থান করি; মৎপ্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্যই গুরুশিষ্যসম্প্রদায়রূপ সঠিক 'ব্যবহার' (রীতি) প্রচলিত হইয়াছে; এই-জন্যই আমাকে প্রাপ্তির জন্য কোনও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না,—এই উপায়েই (ক্রমযোগদ্বারা) আমাকে সত্যই লাভ করা যায়; (১২২০) হে কিরীটি, বসুধার গর্ভে নিধান (সঞ্চিত গুপ্তধন), কাষ্ঠের অভ্যন্তরে বহ্নি, স্তনের মধ্যে দুগ্ধ, স্বাভাবিকভাবে থাকে; পরন্তু, এই স্বভাবসিদ্ধ বস্তু লাভ করিতে হইলে উপায় করিতে হয়, তেমনি আমি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও উপায়ের দ্বারা সাধ্য;"

---

§ ১২১২ হইতে ১২১৭ ওবী পর্য্যন্ত পাঠান্তরে "ক্রমযোগ" এই শব্দের স্থলে "কর্ম্মযোগ" এই পাঠ আছে; কোনও কোনও "পুঁথিতে "ক্রমযোগ" কিম্বা "কর্ম্মযোগ" আছে; জ্ঞানদেবীর সংস্করণে সমস্ত ওবীতেই "ক্রমযোগ" এই পাঠ আছে।

১ কর্ম্মযোগ; ২ ভক্তের চিত্তগঙ্গায়; জ্ঞানভক্তিরূপ গঙ্গায়; ভক্তিরূপ চিদ্‌গঙ্গায়. ৩ কর্ম্মযোগের;

যদি কেহ প্রশ্ন করে, ভগবান ফলপ্রাপ্তির কথার পরে উপায়ের প্রস্তাব কেন করিতেছেন, তবে ইহার অভিপ্রায় এই— ; মোক্ষলাভের সমস্ত উপায় সম্বন্ধে সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়াই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য, (অন্য) শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায় প্রমাণসিদ্ধ নহে ; বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না ; কিম্বা হাত (জলের উপরিস্থিত) শৈবাল সরাইতে পারে, কিন্তু জল তৈয়ারী করিতে পারে না ; তেমনি, আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক যে অবিদ্যা (অজ্ঞান), শাস্ত্র সেই অবিদ্যার মল নাশ করে, পরন্তু আমার নির্ম্মল প্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধ ; এইজন্য, সমস্ত শাস্ত্র শুধু অবিদ্যাবিনাশের পাত্র[১] (যোগ্য), ইহার অতিরিক্ত, তাহাদের আত্মবোধ করাইবার স্বতন্ত্র যোগ্যতা নাই ; আত্মবোধের[২] সত্যতা প্রমাণের প্রসঙ্গ যখন উঠে, তখন এই সব শাস্ত্রকে যেখানে যাইতে হয় তাহা এই গীতা ; সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিক অলঙ্কৃত করে, তখন অন্য সব দিকই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়,—তেমনি সমস্ত[৩] গীতাই অন্য শাস্ত্রকে সনাথ করিয়াছে ; আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই ; পূর্ব্বের অধ্যায়গুলিতে এই শাস্ত্রেশ্বর আত্মপ্রাপ্তির অনেক উপায় বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে ; (১২৩০) পরন্তু, প্রথম শ্রবণে অর্জ্জুন কদাচিৎ ইহা বুঝিতে পারিয়াছে কি না—পরম অনুকম্পাভরে এইভাবে চিন্তা করিয়া, শ্রীহরি— ; এখন, একবার বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য পুনবার সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছেন ; আর এই প্রসঙ্গে গীতার সমাপ্তি আসন্ন দেখিয়া তাহার আদি ও অন্তের একার্থত্ব বা একসূত্রতা (অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই) বুঝাইতেছেন ; গ্রন্থের মধ্যভাগে, প্রসঙ্গানুসারে নানা বিষয় সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা হইয়াছে ; সেইসব সিদ্ধান্তই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, —পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ না জানিয়া যদি কেহ ইহা না মানিয়া লয়[৪] ; তবে বলিতে হয়,—মহাসিদ্ধান্তের সারস্বরূপ এইসব বহুসংখ্যক ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি মিলিয়া গীতার আরম্ভের সহিত সমাপ্তির ঐক্যসাধন করে ; অবিদ্যার নাশই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল—আর এদুটি

১ শস্ত্র ; ২ অধ্যাত্মশাস্ত্রের ; ৩ শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ;

৪ মনে করে ; মানিয়া লয় ;

বিষয়ে জ্ঞানই একমাত্র সাধন ; এ বিষয়ে এই গ্রন্থে নানাভাবে বিস্তার করিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে, এখন তাহাই তুকথায় (অল্পকথায়) বলা হইতেছে ; এইজন্য, 'উপেয়' (উপায় দ্বারা যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়) হস্তগত হইলেও, যে উপায়রূপ সাধনদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ভগবান পুনরায় এইভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ;

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

ভগবান বলিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, এইরূপ নিষ্ঠাদ্বারা ক্রমযোগী[১] মদ্রূপ হইয়া আমার স্বরূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন ; (১২৪০) স্বকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ লক্ষ ফুল[২] দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া পূজার প্রসাদস্বরূপ (আমাকে প্রসন্ন করিয়া) জ্ঞান-নিষ্ঠা অর্জ্জন করেন ; সেই নিষ্ঠা হস্তগত হইলে, আমাতে ভক্তি উল্লসিত হয় (উৎকর্ষ লাভ করে), তখন আমার সহিত সমরস হইয়া সুখী হন ; আর, বিশ্বপ্রকাশকারী আমাকে, অর্থাৎ আপন আত্মাকে ; সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছে (সর্ব্বব্যাপী) জানিয়া তাহাকেই সর্ব্বভাবে অনুসরণ করেন ; লবণ যেমন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া জলকে আশ্রয় করে, কিম্বা, বায়ু যেমন সব জায়গায় ঘুরিয়া[৩] ব্যোমের (আকাশের) মধ্যে নিশ্চল বা স্তব্ধ হইয়া থাকে ; তেমনি, যিনি বুদ্ধি, বাক্য ও কার্য্যে[৪] আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তিনি কদাচিৎ কোনও নিষিদ্ধ কর্ম করিলেও ; রাস্তার,নালা ও মহানদীর জল যেমন গঙ্গায় মিলিয়া এক হইয়া যায়, তেমনি আমার স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান হওয়ায় তাহার পক্ষে শুভাশুভ সব কর্ম একরূপ হইয়া যায় ; কিম্বা মলয়চন্দন ও অন্য তুর্গন্ধযুক্ত[৫] কাষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না তুটিকে অগ্নি ধরিয়া গ্রাস করে ; অথবা, পাঁচকস (হীনকস্) ও ষোলকস সোনার মধ্যে ভেদ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না পরশ-পাথরের স্পর্শে তাহারা একরূপ হইয়া যায় ; তেমনি, শুভাশুভ এইরূপ আভাস ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না আমার সর্ব্বব্যাপী প্রকাশের উপলব্ধি হয় ; রাত্রি ও দিনের দ্বৈতভাব (দ্বন্দ্ব) ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সূর্য্যের

১ কর্ম্মযোগী ; ২ উত্তম ফুল ; ৩ স্তব্ধ হইয়া ; ৪ শরীরদ্বারা, ৫ ভাল ;

অভ্যন্তরে (গাঁয়ে) না প্রবেশ করা যায় ; (১২৫০) সুতরাং, হে কিরীটি, আমার দর্শন হইলে তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মের অবসান হয়, এবং তিনি সাযুজ্যের পদে (আসনে) উপবেশন করেন ; দেশ, কাল ও স্বভাবের জন্য যাহার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, আমার সেই অবিনাশি (অক্ষয়) পদ প্রাপ্ত হন ;

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

কিং বহুনা, হে পাণ্ডুসুত, যিনি আমার আত্মার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি লাভ আছে যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন না? এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, তুমি আপনার সমস্ত কর্ম্ম আমার স্বরূপে সংন্যাস (সমর্পণ) কর ; পরন্তু, হে বীর, করণীয় নিত্যকর্ম্মের সংন্যাস করিবে না,—আপন মনোবৃত্তিকে সর্ব্বদা আত্মবিবেকে (বিচারে) নিযুক্ত করিবে ; এই বিবেকবলে (আত্ম-বিচারের সামর্থ্যে) আমার স্বরূপের মধ্যে নিজের নির্ম্মল আত্মস্বরূপ দেখিবে —যাহা সমস্ত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র (অলিপ্ত) থাকে ; আর, সর্ব্ব কর্ম্মের জন্মভূমি যে প্রকৃতি (মায়া), তাঁহা আত্মা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত,— তাহাও বুঝিতে পারিবে ; হে ধনঞ্জয়, ছায়া যেমন রূপ (বস্তু) হইতে স্বতন্ত্র নয়, তেমনি প্রকৃতিও আত্মতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না ; এইভাবে, প্রকৃতির (অজ্ঞানের) নাশ হইলে, অনায়াসে সমূল কর্ম্মের সংন্যাস হইবে ; সমস্ত কর্ম্মের অবসান হইলে কেবল 'আমি' অর্থাৎ আত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকিবে, এবং বুদ্ধি তখন পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় শুদ্ধ আত্মতত্ত্বেই অটলভাবে অবস্থান করিবে ; (১২৬০) বুদ্ধি যখন এরূপ অনন্য যোগদ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন চিত্ত (মন) 'চৈত্য' (চিন্তনীয় বিষয়) ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করে ; এইভাবে, সমস্ত 'চৈত্য' ত্যাগ করিয়া চিত্ত যাহাতে আমার মধ্যে অটল হইয়া থাকে সদা ত্বরান্বিত হইয়া তাহারই উপায় কর ;

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

যখন এইপ্রকার ভেদভাবহীন সেবাদ্বারা তোমার চিত্ত আমাতে ভরিয়া যাইবে (মদ্রূপ হইবে) তখনই জানিবে যে আমার প্রসাদ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত

হইয়াছ ; তখন, জন্মমৃত্যুজনিত যে সকল দুঃখের স্থিতি ভোগ করিতে হয়, তাহা দুর্গম (দুঃখদায়ক) হইলেও তোমার পক্ষে সুগম (সুখকর) হইবে ; চক্ষু যখন সূর্য্যের সহায়তা লাভ করে, তখন সেখানে অন্ধকারের কি সামর্থ্য ? তেমনি, আমার প্রসাদ দ্বারা যখন জীবভাবের কণা পূর্ণভাবে পিষ্ট হয় (অর্থাৎ জীবভাব নষ্ট হইয়া যায়), তখন সংসারের বন্ধন তাহাকে বাঁধিবে কি প্রকারে ?[১] এই জন্য হে ধনঞ্জয়, আমার প্রসাদে তুমি এই সংসারদুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে ; অথবা, অহংভাবের জন্য যদি তুমি আমার এইসব কথা তোমার কান কি মনকে স্পর্শ করিতেই না দেও ; +যে দেহসম্বন্ধের জন্য প্রতিপদে আত্মঘাত ভোগ করিতে হয়, এবং মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিরতি হয় না ;

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

যদি আমার উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে মৃত্যু হউক বা না হউক,[২] এমনি দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ; (১২৭০) পথ্যকে দ্বেষ করিলে যেমন জ্বর পোষণ করিতে হয়, কিম্বা দীপকে দ্বেষ করিলে যেমন অন্ধকার ভোগ করিতে হয়, তেমনি বিবেককে দ্বেষ করিয়া যদি তুমি অহঙ্কার পোষণ কর ; নিজের দেহকে 'অর্জ্জুন', পরদেহকে 'স্বজন',— আর এই সংগ্রামকে 'মলিন পাপাচার' ; এইভাবে আপন বুদ্ধিতে এই তিনটিকে তিন নামে অভিহিত করিয়া, হে ধনঞ্জয়, 'যুদ্ধ করিব না'—ইহাই ; যদি নিজের মনে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া থাক, তবে তোমার নৈসর্গিক স্বভাব (ক্ষাত্রধর্ম) তাহা বৃথাই দেরী করিয়া দিবে[৩] ; আর, 'আমি অর্জ্জুন', 'ইহারা আমার আত্মীয়', 'ইহাদের বধ করিলে পাতক হইবে'— এইরূপ ভাবনায় 'মায়া' ভিন্ন অন্য কি 'তত্ত্ব' (সত্য) আছে ? প্রথমে তুমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, যুদ্ধের জন্য শস্ত্রও ধারণ করিয়াছ, এখন তুমি

১ সংসাররূপ বাগুল তাহাকে কি করিয়া পীড়িত করিবে ;

+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে—"তবে তুমি নিত্য, মুক্ত, অব্যয় হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে—দেহসম্বন্ধের আঘাত তোমার অঙ্গে বাজিবে" ;

২ মৃত্যু বিনাই ; ৩ ব্যর্থ করিয়া দিবে ;

যুদ্ধ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছ[১] ; সুতরাং তখন 'যুদ্ধ করিব না' বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে,—লৌকিক দৃষ্টিতেও তোমার একথা কেহ মানিয়া লইবে না ; তুমি যে যুদ্ধ করিবে না বলিয়া মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ, প্রকৃতিই (তোমার স্বভাব) তাহা অন্যথা করিবে (তাহা উল্টাইয়া তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে) ; জলের প্রবাহ পূর্ব্বমুখী হইলে যদি পশ্চিম-দিকে সন্তরণ করা যায়, তবে আগ্রহই সার হইবে, প্রবাহ সন্তরণকারীকে আপন আয়ত্তের মধ্যে আনিবে ; কিম্বা, যদি ধান্যের বীজকণিকা বলে 'আমি ধান্যরূপে অঙ্কুরিত হইব না', তবে কি তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে ? (১২৮০) তেমনি হে বুদ্ধিমান অর্জ্জুন, তোমার প্রকৃতি ক্ষাত্রসংস্কার অনুসারে গঠিত, এখন তুমি যদি যুদ্ধ করিতে উঠিব না বলিয়া স্থির কর, তবে তোমার ক্ষাত্রধর্ম্মই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে ; হে পাণ্ডুসুত, তোমার নিয়ন্ত্রী ক্ষাত্রপ্রকৃতিই তোমাকে শৌর্য্য, তেজ, দক্ষতা আদি গুণাবলী দিয়াছে ;

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

হে ধনঞ্জয়, সেই ক্ষাত্র গুণাবলীর বিরুদ্ধে[২] (মনস্থির করিয়া) কিছু না করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে—এরূপ মনে করিও না ; সুতরাং, হে কোদণ্ডপাণি, এই (ক্ষাত্র) গুণাবলী তোমাকে এমনভাবে বাঁধিয়াছে যে ক্ষাত্রোচিত মার্গে তোমাকে চলিতেই হইবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কিম্বা যদি আপনার জন্মের মূল (রহস্য) বিচার না করিয়া কেবল 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া অটুল ব্রত ধারণ করিয়া থাক ; তবে, হাত পা বাঁধিয়া (কোনও মনুষ্যকে) রথে উঠাইলে যেমন সে নিজে না চলিলেও, দিগন্ত পর্য্যন্ত যায় ; তেমনি, তুমি যদি আপনা হইতে 'কিছু করিব না' বলিয়া বসিয়াও থাক, তথাপি তোমাকে নিশ্চিতভাবেই ('যুদ্ধ) করিতে হইবে + ;

১ গন্ধর্ব্বনগর ; ২ অনুরূপ ;

+ এখানে পাঠান্তরে দুটি ওবী দেখা যায়—"বিরাটের রাজকুমার উত্তর যখন (রণক্ষেত্র হইতে) পলায়ন করিতেছিল, তখন তুমি কেন যুদ্ধ করিয়াছিলে ? (তোমার ক্ষাত্রধর্ম্মই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল) সেই ক্ষাত্রস্বভাবই এখন তোমাকে যুদ্ধ করাইবে, তুমি এগার অক্ষৌহিনী

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

দেখ, রোগী কি রোগ ভালবাসে? দরিদ্র কি দারিদ্র্য পছন্দ করে? পরন্তু, বলবান (অলঙ্ঘ্য) অদৃষ্টই তাহাদের ভোগ করায়; ঈশ্বরের বশে থাকার জন্য অদৃষ্ট অন্যথা করিবে না, সেই ঈশ্বর তোমার নিকটেই আছেন[১]; সর্ব্বভূতের অন্তরে, হৃদয়রূপ মহাকাশে, চিদ্‌বৃত্তিরূপ সহস্র-কিরণযুক্ত (ঈশ্বররূপ) যে সূর্য্য উদিত হন; (১২৯০) তিনিই অবস্থাত্রয়-রূপ তিন লোককে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়া অন্যথা দৃষ্টি (মায়া) দ্বারা বিমোহিত (জীবরূপী) পথিককে জাগ্রত করেন; দৃশ্যবস্তু (জগৎ) রূপ জলের সরোবরে, বিষয়কমল প্রস্ফুটিত করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়ষট্‌পদ (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-রূপ ষট্‌পদবিশিষ্ট) জীবভ্রমরকে চরাইয়া থাকেন (সেই কমলের মকরন্দ সেবন করান); এ রূপক এখন থাকুক; সকল ভূতের অন্তরে সেই ঈশ্বর অহঙ্কারের আবরণ পরিধান করিয়া নিরন্তর বিলাস করিতেছেন; স্বকীয় মায়ারূপ পরদার আড়ালে থাকিয়া একাই সূত্র ধরিয়া বাহিরে (জগতের পটভূমিতে) চৌরাশী লক্ষ* বিচিত্র ছায়ানটদের নাচাইতেছেন; তিনিই ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতমাত্রকেই যোগ্যতা অনুসারে দেহাকারে সজ্জিত করিতেছেন; যে ভূতের সম্মুখে তাহার যোগ্যতা অনুসারে যে দেহাকার স্থাপিত হয়, সে 'এই দেহই আমি' মনে করিয়া তাহাতেই আরূঢ় হয়; একটি সূত্র যেমন অন্য একটি সূত্রের সহিত লাগিয়া থাকে, তৃণ যেমন তৃণকে বাঁধে, অথবা বালক যেমন জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব ধরিতে যায়; তেমনি-ভাবে, দেহাকারে আপনার দ্বিতীয় ছায়া অর্থাৎ আপনাকেই দেখিয়া,

মহাবীর সৈন্যকে রণাঙ্গনে পর্য্যুদস্ত (উলঙ্গ) করিয়াছিলে, হে কোদণ্ডপাণি, সেই স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধ করাইবে";

দ্বিতীয় ওবীটি মহাভারতের যুদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত; গীতা এই যুদ্ধের পূর্ব্বের কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ—এইজন্য এই দ্বিতীয় ওবীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়;

১ তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন;

* বৃক্ষ ২০ লক্ষ, কীট ১১ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ ও মনুষ্য ৪ লক্ষ;

জীব তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে ('এই দেহই আমি'—এই বুদ্ধি পোষণ করে); এইরূপে ভূতমাত্রকেই শরীররূপ যন্ত্রে স্থাপন করিয়া (হৃদয়স্থ ঈশ্বর) প্রাচীন কর্ম্মের সূত্র নাড়িতে থাকেন ; তখন যে ভূতের সহিত যে কর্ম্মসূত্র স্বতন্ত্রভাবে জড়িত, সে সেই কর্ম্মসূত্র অনুসারে গতিপ্রাপ্ত হয় ; (১৩০০) কিং বহুনা, হে ধনুর্দ্ধর, বায়ু যেমন তৃণখণ্ডগুলিকে আকাশে আবর্ত্তিত করে, তেমনি ভূতমাত্রই (প্রারব্ধ কর্ম্মফলে) স্বর্গ ও সংসারের মধ্যে ঘুরিতে থাকে ; যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লোহা ঘুরিতে থাকে, তেমনি ঈশ্বরসত্তার প্রভাবে (তাঁহার ইচ্ছামত) ভূতমাত্রই কর্ম্মে চেষ্টিত হয় ; হে ধনঞ্জয়, চন্দ্রের সান্নিধ্যে যেমন সমুদ্রাদি আপন আপন চেষ্টা (ব্যবহার) করিতে থাকে ; যথা, সমুদ্র সম্পূর্ণ ভরিয়া উঠে (সমুদ্রে জোয়ার হয়), সোমকান্ত মণি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে, কুমুদ বিকসিত হয় এবং চকোরের সঙ্কোচ দূর হয় ; তেমনি, একমাত্র ঈশ্বরই, মূল প্রকৃতির সংযোগে, সমস্ত ভূতমাত্রকেই চেষ্টিত করেন,— সেই ঈশ্বর তোমার হৃদয়েই আছেন ; হে পাণ্ডুসুত, 'অর্জ্জুনত্ব' ভুলিয়া যে 'আমিত্ব' তোমার অন্তরে উঠিতেছে, তত্ত্বতঃ তাহাই তাঁহার (ঈশ্বরের) স্বরূপ ; এইজন্যই বলিতেছি, তিনিই প্রকৃতিকে নিশ্চিত প্রবৃত্ত করাইবেন, এবং তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহিলেও প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবে ;

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

সুতরাং ঈশ্বরই সকলের স্বামী (প্রভু), তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আপন আপন পথে সহজে চলিতে দিবে ; (যুদ্ধ) করা বা না করা—ইহার বিচার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দাও ;—যে প্রকৃতি হৃদয়স্থ (ঈশ্বরের) অধীন ; অহংভাব, বাক্য ও শরীর তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া তাঁহারই শরণ লও—যেমন গঙ্গা মহোদধিতে প্রবেশ করিয়া তাহারি শরণ লয় ; (১৩১০) তাঁহারি প্রসাদে, সর্ব্বোপশান্তিরূপ প্রমদার কান্ত হইয়া, আত্মানন্দে স্বস্বরূপে রমণ করিতে থাকিবে ; যাহা হইতে সম্ভূতির (উদ্ভবের) সম্ভব হয়, বিশ্রান্তি যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, অনুভূতি যাহা হইতে অনুভব প্রাপ্ত হয় ; তুমি সেই নিজাত্মপদের রাজা হইয়া অব্যয়ত্ব লাভ করিবে"—ইহাই লক্ষ্মীনাথ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন ;

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

"ইহা গীতা নামে প্রসিদ্ধ, সমস্ত বাঙ্ময়শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাপ্ত সার, ইহা দ্বারাই আত্মারূপ রত্ন হস্তগত হয়; বেদান্তশাস্ত্রে ইহা 'জ্ঞানী'[১] বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া এই শাস্ত্র জগতে অসীম কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে; বুদ্ধি আদি দৃষ্টিশক্তি যাহার প্রতিফলিত (নিস্তেজ) প্রকাশ মাত্র, যাহা দ্বারা সর্ব্বদ্রষ্টা আমার দর্শন পাওয়া যায়; এই যে আত্মজ্ঞান—ইহা অব্যক্ত আমারি গুপ্তধন, পরন্তু, তোমাকে ইহা না বলিয়া কি করিব? এইজন্যই, হে পাণ্ডব, তোমার প্রতি করুণা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া আমি আমার এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তোমাকেই অর্পণ করিলাম; প্রেমের আতিশয্যে ভুলিয়া মাতা যেমন তাহার সন্তানকে প্রেমপূর্ণ বাক্য বলে, তেমনি তোমার প্রতি আমার প্রীতি আমাকে অনুরূপ ব্যবহার করিতে কেন প্রবৃত্ত করিবে না? আকাশকে ছাঁকিলে যেমন হয়, অমৃতের ছাল উঠাইলে[২] যাহা হয়, কিম্বা দিব্যকেই দিব্য করান; (১৩২০) যে সূর্য্যের অঙ্গপ্রকাশে পাতালের পরমাণু পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাহার নেত্রে দিব্যাঞ্জন লাগাইলে যেমন হয়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, সর্ব্বজ্ঞ আমি সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া, যাহা নিশ্চিতভাবে সঠিক ও সত্য, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি; এখন, তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা তুমিই সঠিক নির্দ্ধারণ কর, বিচার করিয়া যাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর"; ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—তখন ভগবান বলিলেন—"তুমি সত্যই অবঞ্চক (আত্মপ্রতারণা করিতে পার না); ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি অন্নপরিবেশনকারীকে সঙ্কোচপূর্ব্বক বলে 'আমার পেট ভরিয়াছে', তবে নিজের দোষেই ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে; তেমনি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুর দর্শন পাইয়া যদি কেহ লজ্জা বা সঙ্কোচবশতঃ আত্মনির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে; তবে নিজেকেই বঞ্চনা করা হয়, এবং তাহার সত্যই আত্মবঞ্চনারি পাপ স্পর্শে; পরন্তু, হে ধনঞ্জয়, তোমার মৌনভাব দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমার মনের অভিপ্রায় এই যে জ্ঞান সম্বন্ধে আর একবার সুসঙ্গতভাবে বুঝাইয়া

১ জ্ঞান; ২ ময়লা নিষ্কাসন করিলে;

বলি" ; তখন পার্থ বলিলেন—"হে উদার প্রভু, আপনি আমার অন্তরের কথা ভালই জানেন—একথা যদি বলি, তবে আপনি ভিন্ন কি অন্য কোনও দ্বিতীয় জ্ঞাতা আছে ? অন্য সবাই তো 'জ্ঞেয়', শুধু আপনিই স্বভাবতঃ একমাত্র 'জ্ঞাতা'—সূর্য্যকে সূর্য্য বলিলে কি তাহার বর্ণনা করা হয় ?" (১৩৩৯) ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তুমি যাহা বুঝিয়াছ (স্তুতি দ্বারা আমার যে বর্ণনা করিতেছ) তাহাকে কি সামান্য মনে করিতেছ ?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

এখন তুমি আর একবার পূর্ণভাবে[১] মনোযোগ দিয়া আমার নির্ম্মল বাক্য শ্রবণ কর ; ইহা 'বাচ্য' (বলিবার যোগ্য) বলিয়া আমি বলিতেছি, কিম্বা সহজে বুঝা যায়[২] বলিয়া তুমি শুনিবে, এমন নহে, পরন্তু ইহা তোমার পরম ভাগ্য ; হে ধনঞ্জয়, মাতা কূর্ম্মীর দৃষ্টিতেই তাহার শাবকেরা পুষ্ট হয়, আকাশই (আকাশের মেঘ) চাতকের ঘরে জল লইয়া যায় ; যেখানে কোনও ব্যবহারই (কর্ম্মের অনুষ্ঠান) হয় নাই, সেখানেও তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়—দৈব অনুকূল হইলে কি না লাভ করা যায় ? সাধারণতঃ যাহা দ্বৈতভাব দূর করিয়া ঐক্যের ঘরেই ভোগ করা যায়, তাহাই এই রহস্য—জানিয়া রাখ ; হে বীরোত্তম, যাহা নিরুপচার (সাধনার অতীত) প্রেমের বিষয় হয়, তাহা 'আত্মা' (আত্মস্বরূপ) ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, জানিবে ; হে ধনঞ্জয়, দর্পণে ভাল করিয়া মুখ দেখিবার জন্যই তাহা পরিষ্কার (স্বচ্ছ) করা হয়,—তাহা যেমন দর্পণের জন্য নহে ; তেমনি, হে পার্থ, তোমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমি নিজেই আপনার উদ্দেশে বলিতেছি—তোমার আমার মধ্যে কি কোনও ('তুমি'-'আমি') দ্বৈতভাব আছে ? এইজন্যই, আমার অন্তরের গুহ্য রহস্য আমার প্রাণস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি—কারণ অনন্যগতি (একনিষ্ঠ) ভক্তগণই (ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণ করাই) আমার ব্যসনস্বরূপ ; (১৩৪০) হে পাণ্ডুসুত, দেখ, লবণ জলকে আপনার সর্ব্বস্ব দিবার সময় এমনি ভুলিয়া যায় যে সর্ব্বাংশে তদ্রূপ হইতে লজ্জিত হয় না ; তেমনি, তুমি যখন

[১] মনোযোগ বিস্তৃত করিয়া ; [২] শ্রাব্য (শুনিবার যোগ্য) ;

আমার কাছে কিছুই গোপন রাখিতে জান না, তখন আমিই বা কি করিয়া তোমার কাছে কিছু গোপন করিব? সুতরাং যে রহস্যের কাছে জগতের অন্য সব গুহ্য রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, আমার সেই নির্মল গুহ্য বচন শ্রবণ কর;

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

হে বীর, সর্ব্বব্যাপক আমাকে তুমি তোমার সমস্ত অন্তর্বাহ্য ব্যাপারের বিষয় কর; বায়ু যেমন আকাশের সমস্ত অঙ্গে মিশিয়া আছে, তেমনি তুমি সর্ব্ব কর্ম্মে আমারি মধ্যে অবস্থান কর; বেশী কি বলা যায়? আপনার মনকে শুধু আমারি মন্দির (একায়তন) কর, আর কান ভরিয়া শুধু আমারি কথা শ্রবণ কর; আত্মজ্ঞানে বিশুদ্ধ যে সব সন্তজন আমারি প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছেন, তোমার দৃষ্টি তাঁহাদের উপর তেমনি প্রেমসহকারে পড়ুক, যেমন কামিনীর দৃষ্টি তাহার পতির উপর পড়ে; আমিই সর্ব্ব বস্তুর আবাসস্থল, আমার নির্ম্মল নাম তোমার জিহ্বায়[১], লাগাইয়া (নিরন্তর উচ্চারণ করিয়া) তাহাকে জীবিত রাখ; হস্তের কৃত্য, পায়ের চলন যাহাতে আমারি জন্য (অনুষ্ঠিত) হয় তাহাই কর; হে পাণ্ডব, যে সব কর্ম্মদ্বারা আপনার (স্বজনের) বা পরের উপকার করিবে, সেই সব যজ্ঞে তুমি আমারি উত্তম যাজ্ঞিক হইবে; (১৩৫০) এক এক করিয়া আর কত শিখাইব? তুমি আপনার অঙ্গে সেবকভাব ধরিয়া (সেবকরূপে) অন্য সবাইকে মদ্রূপ কল্পনা করিয়া তাহাদের সেবা কর; ইহাতে ভূতদ্বেষ দূর হইবে, এবং সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) একমাত্র আমাকেই নমস্কার করিবে,—এইভাবে আমার মধ্যে আত্যন্তিক (পূর্ণভাবে) আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে; তখন এই ভরা জগতের মধ্যে তৃতীয়ত্বের কোনও ব্যাপার (আভাস) না থাকায় তুমি ও আমি একান্তে মিলিব ('একান্ত হইয়া থাকিব'); তখন, যে অবস্থাই হউক না কেন,—আমি তোমাতে, ও তুমি আমাতে, পরস্পর ঐক্য উপভোগ করিব—এইভাবে আমাদের সুখ বাড়িবে; আর, সেই অবস্থায় তৃতীয়ত্বের (জগদাভাসের)

১ অন্তঃকরণে;

বাধা দূর হইলে, তুমি মদ্রূপ হইয়া অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ; জলের নাশ হইলে (জল শুকাইলে) জলের মধ্যের প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলাইবে, ইহাতে প্রতিবন্ধক কি আছে ? বায়ু আকাশে মিশিবে, তরঙ্গ সাগরে মিলাইবে,—ইহাতে কে বাধা দিতে পারে ? দেহধর্ম্মের জন্যই তোমাকে ও আমাকে স্বতন্ত্র দেখায়, দেহের 'বিরাম' (নাশ) হইলে, তুমি মদ্রূপ হইয়া যাইবে ; আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিও না—ইহাতে যদি অন্যথা কর, তবে তোমার শপথ ! পরন্তু, তোমাকে তোমারি শপথ দিলে আত্মস্বরূপকেই স্পর্শ করিবে,—প্রীতির ধরণই এই যে লজ্জা ভুলাইয়া দেয় (লজ্জার কথা স্মরণ করিতে দেয় না) ; (১৩৬০) নতুবা, যিনি প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, যাঁহার সত্তায় এই বিশ্বাভাস সত্য মনে হয়, যাঁহার আজ্ঞার 'নটনৃত্য' (প্রতাপ) কালকে জয় করে ; যিনি পিতার ন্যায় জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—সেই যে সত্যসঙ্কল্প ভগবান 'আমি'—আমাকে শপথের আক্ষেপের (ঝঞ্ঝাটের) মধ্যে কেন যাইতে হইবে ? পরন্তু, হে অর্জ্জুন, তোমার প্রেমে আমি আমার দেবত্বের সংজ্ঞা (প্রতিষ্ঠা) ত্যাগ করিয়া অসম্পূর্ণ (অর্দ্ধেক) হইয়াছি, আর তুমি (মদ্রূপ হইয়া) সম্পূর্ণ হইয়াছ ; হে ধনঞ্জয়, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাজাকে যেমন স্বয়ং আপনার শপথ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও তেমনি হইয়াছে[১]" ; তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, আপনি এই প্রকার অসম্ভব কথা বলিবেন না,—কেবল আপনার নাম স্মরণ করিলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হয় ; আপনি আমাকে উপদেশ দিতে বসিয়াছেন, আর কথা বলিতে বলিতে শপথ দিতেছেন, আপনার কৌতুকপূর্ণ লীলার কি পার আছে ? রবির আংশিক প্রকাশই কমলবনকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে, তথাপি সূর্য্য নিত্যই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে ; প্রচণ্ড বর্ষায় পৃথিবীর তাপ শান্ত হয়, সাগরও ভরিয়া যায়, চাতক তাহার নিমিত্ত মাত্র নহে কি ? সুতরাং, হে দাতাশ্রেষ্ঠ, কৃপানিধি ভগবান, একথা কি বলা উচিত নহে যে আপনার এই ঔদার্য্য প্রকাশের আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র ?" তখন ভগবান কহিলেন—"একথা থাকুক, এখন এসব কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক ; পরন্তু আমি যে তোমাকে সাধনের কথা বলিয়াছি তাহাই

১ ইহাও কি তেমনি হইয়াছে ?

নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ; (১৩৭০) হে ধনঞ্জয়, সৈন্ধব লবণ সমুদ্রে পড়িলেই তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়,—উহার না গলিবার কি কোনও কারণ আছে ? তেমনি যাহা কিছু হউক বা যাউক,[১] সমস্তই মদ্রূপ,—ইহা জানিয়া সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) আমাকে ভজনা করিলে অন্তে তুমিও তত্ত্বতঃ মদ্রূপ হইবে ; এইভাবে, কর্ম্ম হইতে (কর্ম্মযোগের পথে) আমাকে প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সাধনের যে সরল উপায় আছে, তাহা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; হে পাণ্ডুসুত, প্রথমে সর্ব্বকর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিলে, সর্ব্বত্র আমার ভাবনায়, চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিবে ; পরে আমারি প্রসাদে আমার সম্বন্ধে জ্ঞান পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা আমার স্বরূপে নিশ্চিতভাবে মিশিয়া যাইবে ; হে পার্থ, ঐ অবস্থায়, সাধ্যসাধন কিছুই থাকিবে না,—এক কথায়, তখন তোমার কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকিবে না ; তুমি সমস্ত কর্ম্মই আমাকে অর্পণ করিয়াছ, এইজন্য আজ তুমি আমার প্রসন্নতা (প্রসাদ) লাভ করিয়াছ ; আর এই প্রসাদের সামর্থ্যে[২] যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত বাধা দূর হইবে—একবার তোমাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এখন আর তাহাতে হ্রাস হইবে না ; যাহা দ্বারা সপ্রপঞ্চ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং যাহা একমাত্র আমাকে সর্ব্বত্র গোচরীভূত করায়,—সেই জ্ঞানই তত্ত্বনির্ণয়ের বিস্তাররূপে গীতায় প্রকট হইয়াছে ; আমি তোমাকে নানাভাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ভ্রান্তি উৎপন্নকারী অজ্ঞানকে তুমি সেই জ্ঞানের সহায়তায় দূর কর[৩] ; (১৩৮০)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

আশা যেমন দুঃখজনক, নিন্দা হইতে যেমন পাপের উৎপত্তি হয়, দুর্দ্দৈব যেমন দৈন্যের কারণ ; তেমনি স্বর্গনরকসূচক ধর্ম্মাধর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত, জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানকে সমূলে নাশ কর ; রজ্জুকে হাতে ধরিলেই যেমন তাহার সর্পাভাস চলিয়া যায়, কিম্বা নিদ্রাত্যাগে যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট গৃহাদি প্রপঞ্চের অবসান হয় ; অথবা, পাণ্ডুরোগ হইতে মুক্ত হইলে যেমন চন্দ্রের

১ অহংভাব লুপ্ত হইলে ; ২ প্রমাদবলে ; ৩ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অজ্ঞানকে দূর কর ;

পীতবর্ণ অদৃশ্য হয়,[১] বা, ব্যাধিমুক্ত হইলে যেমন জিহ্বার (মুখের) কটু আস্বাদ চলিয়া যায়; দিনান্তে যেমন মৃগজল অদৃশ্য হয়, কিম্বা কাষ্ঠত্যাগে যেমন (তাহাতে নিহিত) বহ্নিকেও ত্যাগ করা হয়; তেমনি, যে অজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ভ্রান্তির মূল কারণ সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া দিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়; অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমিই একা অবশিষ্ট থাকি, নিদ্রার সহিত স্বপ্ন চলিয়া গেলে যেমন শুধু নিজের অস্তিত্বই থাকে; তেমনি, অজ্ঞানের নাশ হইলে এক আমি ছাড়া ভিন্নাভিন্ন আর কিছুই থাকে না, আত্মজ্ঞানে[২] তখন জীব আত্মস্বরূপের সহিত অনন্য হইয়া যায়; আপনার অস্তিত্বের কোনও ভেদ (ভিন্নতা) না রাখিয়া, আমার সহিত একরূপ হইয়া যাওয়াকেই আমার শরণ লওয়া বলে; এইজন্য, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটাকাশ আকাশে মিলাইয়া যায়,[৩] তেমনি আমার শরণ লইলে আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি হয়; (১৩৯০) সোনার মণি যেমন সোনার মধ্যে লীন হয়, তরঙ্গ যেমন জলে মিশিয়া যায়, তেমনি, হে ধনঞ্জয়, তুমি আমাতে শরণ লও; আর না হয়, হে কিরীটি, বড়বানল সাগরের গর্ভে শরণ লইলেও তাহাকে না জ্বালাইয়া ছাড়ে না,—তুমি এ প্রকার কল্পনা পরিত্যাগ কর (জ্বালাইয়া দাও); আমাতে শরণ লইবার পরও জীবত্বে অবস্থান করা—এ কল্পনায় ধিক্,—যে বুদ্ধি ইহা বলে তাহা কেন লজ্জিত হইবে না? হে ধনঞ্জয়, কোনও সাধারণ স্ত্রীলোক যদি রাজার গলায় পড়ে, তবে দাসী হইলেও সে মান্য[৪] হয়; যদি কেহ বলে 'আমার বিশ্বেশ্বর দর্শন হইয়াছে, কিন্তু জীবগ্রন্থির মোচন হয় নাই'—এ প্রকার ঘৃণিত বাক্য কানেও শুনিবে না; এইজন্য, মদ্রূপ হইয়া আমার সেবা করা সহজ, তুমি তেমনি ভাবে সেবা কর, কারণ ইহাদ্বারা জ্ঞান হস্তগত হয়; ঘোল মন্থন করিয়া একবার মাখন বাহির করিবার পর সেই মাখনকে পুনরায় ঘোলে নিক্ষেপ করিয়া যত কিছুই করা হউক না কেন, আর যেমন তাহার সহিত মিশান যায় না; লোহা পড়িয়া থাকিলে মাটি হইয়া যায়, পরন্তু পরশপাথরের স্পর্শে সোনা হইয়া গেলে আর তাহাতে ময়লা লাগে না; যথেষ্ট বলা হইল; কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি বাহির করিলে যেমন সে অগ্নি আর কাষ্ঠের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না; তেমনি,

---

১ ধুইয়া যায়। ২ সোঽহংজ্ঞানে। ৩ প্রবেশ করে। ৪ তাহার সমান।

যদি তুমি একবার অদ্বৈতবুদ্ধিতে আমার শরণ লও, তবে তোমাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাপার আর সহজে স্পর্শ করিতে পারিবে না; (১৪০০) হে অর্জ্জুন, সূর্য্য কি আঁধার দেখিতে পায়? জাগ্রত হইলে কি স্বপ্নের ভ্রান্তি আর প্রকট হয়? তেমনি আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি হইলে, সর্ব্বস্বরূপ 'আমি' ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবার কোনও কারণ আছে? সুতরাং, তোমার মনে (আমি ছাড়া) অন্য কোনও চিন্তা আসিতে দিও না, তোমার সব পাপপুণ্য আমিই হইব; লবণ জলে পড়িয়া যেমন বিচিত্রভাবে জল হইয়া যায়, তেমনি অনন্যভাবে আমার শরণ লইলে তুমিও মদ্রূপ হইয়া যাইবে; সমস্ত বন্ধনের লক্ষণ যে পাপ, তাহা দ্বৈতভাবের জন্যই বাঁচিয়া থাকে, আমার স্বরূপের জ্ঞান হইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়; হে ধনঞ্জয়, এরূপ হইলে তুমি আপনা আপনি মুক্ত হইয়া যাইবে, —তুমি আমার শরণ লও, আমি আমার প্রকাশ দ্বারা তোমাকে মুক্ত করিব; হে সুমতি, এই কারণে, এখন হইতেই তোমাকে কোন দুশ্চিন্তা পোষণ করিতে হইবে না,—আমার জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি একমাত্র আমাতেই শরণ লও"; সর্ব্বরূপের রূপ (বিশ্বস্বরূপ), সর্ব্বদৃষ্টির দৃষ্টি (সর্ব্বদ্রষ্টা), সর্ব্ব দেবতার নিবাসস্থল,[১] শ্রীকৃষ্ণ (অর্জ্জুনকে) এইভাবে বলিলেন; তাহার পর, তিনি আপনার কঙ্কণযুক্ত শ্যামবর্ণ দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া স্বশরণাগত ভক্তরাজ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন; যাহাতে তন্ময় হইয়া,[২] বাক্য বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিয়া পিছু হটিয়া আসে; (১৪১০) এমন যে এক বস্তু—যাহা বাক্য ও বুদ্ধির অগম্য—তাহাই (অর্জ্জুনের) কল্যাণের জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন; +দীপ যেমন অন্য দীপকে জ্বালায় তাঁহাদের আলিঙ্গনও তেমনি হইল, দ্বৈতভাব বজায় রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে আত্মস্বরূপ করিয়া লইলেন; তখন অর্জ্জুনের হৃদয়ে সুখের বন্যা আসিল, এবং তাহাতে ভগবান মহান (সর্ব্বব্যাপী) হইয়াও ডুবিয়া গেলেন; সমুদ্র সমুদ্রে মিশিলে জল দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই জল উছলিয়া ঊর্দ্ধদিকে আকাশে উঠে§; তাঁহারা দুজনে মিলিয়াও তেমনি

১ সর্ব্বদেশের নিবাস (সর্ব্বব্যাপী); ২ যাহাকে না পাইয়া;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"হৃদয় হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল, হৃদয়ের রহস্য (জ্ঞান) হৃদয়ে ঢালা হইল,—এইভাবে দ্বৈতভাব না ভাঙিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার করিয়া লইলেন";

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই;



হইলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রেম দুজনকে ছাপাইয়া উঠিল—ইহা কেমন হইল তাহা কে বলিবে? কিং বহুনা, সমস্ত বিশ্ব শ্রীনারায়ণের সত্তায় ভরিয়া গেল; এইভাবে, বেদের মূলসূত্র, এই গীতাশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করিলেন,—ইহা শ্রবণে পঠনে সকলেরই অধিকার, এবং সেইজন্য ইহা পবিত্র; আপনারা যদি বলেন গীতা যে বেদের মূল ইহা কি করিয়া জানিলে? তবে তাহার প্রসিদ্ধ (সর্ব্বজনবিদিত) প্রমাণ বলিতেছি; যাঁহার নিঃশ্বাসে বেদের জন্ম হইয়াছে, সেই সত্যপ্রজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই (গীতাশাস্ত্র) বলিয়াছেন; এই-জন্য, গীতাশাস্ত্রই যে বেদের মূল, একথা বলা ঠিকই, আর ইহার অন্য এক প্রমাণও আছে; যদি কোনও বস্তুর স্বরূপ নষ্ট না হইয়া তাহার বিস্তার অন্য পদার্থের মধ্যে লুপ্ত (লীন) হইয়া থাকে, তবে ঐ পদার্থকে জগতে সেই বস্তুর বীজ কহে; (১৪২০) বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে গুপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি কাণ্ডত্রয়াত্মক সমস্ত বেদরাশি গীতার মধ্যে (সঞ্চিত হইয়া) আছে; এইজন্য আমার মনে হয় শ্রীগীতাই বেদের বীজ, আর ইহা সহজেই দৃষ্ট (বোধগম্য) হয়; রত্নভূষণে আপনার[১] সর্ব্বাঙ্গ যেমন (সুশোভিত) হয়, তেমনি বেদের তিন ভাগ (কাণ্ড) গীতার মধ্যে পরিষ্কার ভাবে প্রকট হইয়া আছে; বেদের কর্ম্মাদিক তিন কাণ্ড গীতার কোন্ কোন্ স্থানে (সন্নিবিষ্ট) আছে, তাহা নয়নগোচর হয় এমনভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছি, শুন; ইহার প্রথম অধ্যায় গীতাশাস্ত্রের প্রেরণার প্রস্তাবনা মাত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকট করা হইয়াছে; মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে ইহাই স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্র—ইহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে; অজ্ঞানে বদ্ধ জীবকে মোক্ষপদে বসাইবার জন্য কি সাধনের প্রয়োজন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহারি কথারম্ভ; তাহা এই যে—দেহাভিমানের বন্ধন উৎপন্নকারী কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, (নিত্যনৈমিত্তিক) বিহিত কর্ম্মের আচরণ নির্ভুলভাবে করা উচিত; এইভাবে, কর্ম্মের আচরণ করা উচিত ইহাই ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন—এইজন্য এই অধ্যায়কে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া জানিবে; আর, নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যক কর্ম্মের আচরণে কি করিয়া অজ্ঞানের বন্ধন মোচন হয়; (১৪৩০) এই সম্বন্ধে মনে জানিবার ইচ্ছা হইলে,—যখন বদ্ধজীব মুমুক্ষুর

১ সুশোভিত;

পর্য্যায়ে (স্থিতিতে) আসিয়া পৌঁছে, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করা উচিত—ইহাই ভগবান বলিয়াছেন ; কায়িক, বাচিক বা মানসিক যে সব বিহিত কর্ম্ম করিতে হয়, সে সমস্তই ঈশ্বরোদ্দেশে করিবে—ইহাই তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় ; কর্ম্মযোগে, ঈশ্বরের ভজন কখন কিভাবে করিতে হয় তাহারি কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং "সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াই তাঁহার ভজনা করা উচিত"—এই তত্ত্বই বিশ্বরূপদর্শনের একাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন ; (চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত) এই যে অষ্টাধ্যায়ী দেবতাকাণ্ড (উপাসনাকাণ্ড)—ইহাতেই গীতাশাস্ত্র সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছে ; আর, ঈশ্বরপ্রসাদে এবং শ্রীগুরু-সম্প্রদায়যোগে লব্ধ যে সত্য ও কোমল (প্রেমপূর্ণ) জ্ঞান জাগ্রত হয় ; সেই জ্ঞান, অদ্বেষ্টাদি গুণ[1] অথবা (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত) অমানিত্বাদি গুণাবলী দ্বারা বাড়ান উচিত—ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ; দ্বাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞানের পরিপক্ক ফলই[2] নিরূপণের বিষয় ; এইজন্য, ঊর্দ্ধমূল পর্য্যন্ত এই চারি অধ্যায়ে "জ্ঞানকাণ্ডে"র বিষয়ই নিরূপণ করা হইয়াছে ; এইভাবে, কাণ্ডত্রয়নিরূপিণী[3] শ্রুতি গীতা পদ্য (শ্লোক) রূপ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ; (১৪৪০) যথেষ্ট বলা হইল ; কাণ্ডত্রয়াত্মক শ্রুতি যাহা মোক্ষরূপ এক ফল প্রত্যেকেরই প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে ; সেই মোক্ষফলের একমাত্র সাধন—'জ্ঞানের' সহিত যে অজ্ঞানবর্গ প্রতিদিন বৈরিতা করে, ষোড়শ অধ্যায়ে তাহাদের বিষয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এইসব বৈরী শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ জানিয়া[4] জয় করিতে হইবে,—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের নির্দ্দেশ ; এইভাবে প্রথম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান আত্ম-নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন ; এই সমস্ত অধ্যায়ের তাৎপর্য্যার্থের সংক্ষিপ্ত বিচার অষ্টাদশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে—ইহাই গীতার কলসাধ্যায় বা শীর্ষস্থানীয় অধ্যায় ; এইভাবে সকল

১ আমি মনে করি ; ২ জ্ঞানের পরিপক্ক ফলপ্রাপ্তি ; ৩ কাণ্ডত্রয়রূপী ; ৪ সহায়তায় ;

সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদ্র (সার) শ্রীভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ মূর্ত্তিমান বেদই—পরন্তু ঔদার্য্যে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, জানিবে; বেদ সম্পন্ন (জ্ঞান-সমৃদ্ধ) সন্দেহ নাই, পরন্তু তাহার ন্যায় কৃপণও অন্য কিছু নাই—কারণ বেদ শুধু (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই) ত্রিবর্ণেরই কর্ণ স্পর্শ করে; অপর, ভবব্যথাপীড়িত স্ত্রীশূদ্রাদি প্রাণীর ইহাতে অধিকার নাই—ইহাই কি বেদ সাব্যস্ত করে নাই[১] ? আমার মনে হয়, পূর্ব্বের এই ত্রুটি মোচনের জন্য বেদ, গীতারূপে সকলেরই সাধ্য হইয়াছে; শুধু ইহাই নহে—অর্থরূপে মনে প্রবেশ করে, শ্রবণের মধ্য দিয়া কর্ণে লাগিয়া থাকে, জপের বা আবৃত্তির ছলে বদনে বাস করে; (১৪৫০) গীতার পাঠ যাহার কণ্ঠস্থ, তাহার সাহায্যে যে গীতা লিখিয়া শুধু পুস্তকরূপে নিজের কাছে রাখিয়া দেয়; এইরূপ যাহারা শুধু নিমিত্ত মাত্র হয়, তাহাদের সকলের জন্য যেন সংসারের চৌরাস্তার উপরে মোক্ষসুখের একটি উত্তম অন্নসত্র (সদাব্রত) খোলা হইয়াছে; আকাশচারী বা পৃথিবীর বাসিন্দার পক্ষে রবিকিরণই যেমন জীবন-ধারণের জন্য উন্মুক্ত অঙ্গনসদৃশ[২]; তেমনি, গীতাও উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া (কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া) সকলের সেবা (উপকার) করে এবং কৈবল্যদান করিয়া যেমন[৩] জগৎকে শান্ত রাখে; এইজন্য, পূর্ব্বের নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া বেদ গীতার উদরে প্রবেশ করিয়াছে,—এখন তাহার কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; সুতরাং, গীতাই বেদের সেই মূর্ত্তরূপ, যাহা সকলের সুসেব্য এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুসুত অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন; পরন্তু, বৎসের প্রতি প্রীতির জন্য গাভী যে দুগ্ধ দান করে, তাহাতে সমস্ত পরিবারের উপকার হয়, তেমনি অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া সারা বিশ্বের উপকার হইল[৪]; চাতকের প্রতি করুণায় মেঘ জল লইয়া দৌড়িয়া আসে, তাহাতে যেমন চরাচর জগৎ শীতল হয়; কিম্বা, অনন্যগতি কমলের জন্য প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় হয়, তাহাতে যেমন ত্রিভুবনের নয়ন সুখী হয়; তেমনি, অর্জ্জুনকে উপদেশের ছলে শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের সংসারসদৃশ প্রকাণ্ড বোঝা দূর করিলেন; (১৪৬০) এই গীতা কি লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের

---

১ সাব্যস্ত করিয়াছে; ২ রবিকিরণে জীবনধারণের জন্য আকাশই যেমন একমাত্র অঙ্গন; ৩ সমানভাবে; ৪ জগদুদ্ধার হইল;

বক্ত্রাকাশের সূর্য্য নহে, যাহা সর্ব্বশাস্ত্ররূপ রত্নের জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়াছে? যে কুলে পার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার[1] (এই শাস্ত্রের) পাত্র হইয়াছেন এবং গীতাশাস্ত্রের[2] অঙ্গন সর্ব্বজগৎবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই ধন্য কুলই পবিত্র;

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

এই প্রসঙ্গ থাকুক; অনন্তর, সদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে স্বস্বরূপে মিশিয়া গিয়াছেন দেখিয়া দ্বৈতভাবে আনয়ন করিলেন; পরে কহিলেন—"হে পাণ্ডব, তুমি কি এই শাস্ত্র অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ?" তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব, ইহা আপনারই কৃপা"; (ভগবান বলিলেন)—"হে ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে ধনসম্পত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাপ্ত ধনৈশ্বর্য্য ভোগ করিবার ভাগ্য কদাচিৎ হয়; দেখ, ক্ষীরসাগরের ন্যায় অবিকৃত দুগ্ধের ভাণ্ড মন্থন করিতে সুরাসুরের কেমন (কষ্ট) হইয়াছিল; সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমৃত উঠিল তাহা তাহারা নিজচক্ষে দেখিল, পরন্তু পরে তাহা যত্ন করিয়া রাখিতে অপরাধ ঘটিল; যাহা অমরত্বপ্রাপ্তির জন্য জুটিল, তাহাই মরণের কারণ হইল, ভোগ করিতে না জানিলে ধনপ্রাপ্তির পরিণাম ইহাই হয়; নহুষ নৃপতি স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন,[3] পরন্তু সেখানকার আচরণে ভ্রমে পড়িয়া ভুজঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কি তুমি অবগত নও? হে ধনঞ্জয়, তুমি অনেক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ—সেইজন্যই আজ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গীতার যোগ্য হইয়াছ; (১৪৭০) এই শাস্ত্রের প্রথানুযায়ী ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া উত্তমরূপে শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান কর; নতুবা, হে অর্জ্জুন, যদি সম্প্রদায়ের প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠান না হয়, তবে তাহার ফল অমৃতমন্থনের ন্যায় হইবে; হে কিরীটি, উত্তম দুগ্ধবতী গাভী জুটিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাহাকে দোহন করিবার কৌশল জানা থাকিলেই তবে তাহার দুগ্ধ পান করা সম্ভব হইবে; তেমনি, শ্রীগুরু প্রসন্ন হইলে শিষ্য নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে বিদ্যালাভ করিবে, পরন্তু সম্প্রদায়ের

১ এই জ্ঞানের; ২ স্বতন্ত্র (গীতাকে জগতে স্বতন্ত্র অঙ্গন করিয়াছেন); অন্নসত্র; আশ্রয়; ৩ স্বর্গাধিপতি হইয়াছিলেন;

প্রথানুসরণ করিলেই এই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এইজন্য, এই (গীতা) শাস্ত্রের যে উচিত সম্প্রদায় (প্রথা) তাহাই এখন অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে শ্রবণ কর ; হে পার্থ, তুমি গভীর শ্রদ্ধাদ্বারা এই গীতাশাস্ত্র লাভ করিয়াছ—ইহা কদাচ তপোহীন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে (বলিবে) না ; অথবা যদি কেহ তাপসও হয়, কিন্তু তাহার হৃদয়ে গুরুভক্তি ভীত (সঙ্কুচিত, শিথিল) হয়, তাহাকেও বেদ যেমন অন্ত্যজকে বহিষ্কার করে, তেমনিভাবে পরিহার করিবে ; অথবা বৃদ্ধ কাককে যেমন যজ্ঞের আহুতির অবশিষ্ট ভাগ (পুরোডাশ) কখনও দেয় না, তেমনি গুরুভক্তিহীন তাপসকেও গীতার উপদেশ দিবে না ; কিম্বা যদি কেহ দেহে তপঃপরায়ণ হয়, এবং গুরুদেবকেও ভক্তি করে, পরন্তু (গীতা) শ্রবণ বিষয়ে অনুরাগী না হয় ; তবে, পূর্ব্বোক্ত দুটি বিষয়ে (তপ ও গুরুভক্তি) জগতে উত্তম বলিয়া গণ্য হইলেও, গীতাশ্রবণের যোগ্য হয় না ; (১৪৮০) মুক্তা যত ভালই হউক না কেন, তাহাতে যদি ছিদ্র না থাকে, তবে কি তাহার মধ্যে সূত্র প্রবেশ করিতে পারে ? সাগর যে গভীর তাহা কে না বলে ? পরন্তু তাহাতে বৃষ্টি পড়িলে তাহা ব্যর্থ হয় ; তৃপ্ত মনুষ্যকে দিব্যান্ন (সুপক্কান্ন) পরিবেশন করিয়া তাহা নষ্ট করা অপেক্ষা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে তাহা দান করিয়া নিজের ঔদার্য্য কেন দেখাইবে না ? এইজন্য কোন ব্যক্তি যতই যোগ্য হউক না কেন, তাহার যদি শ্রবণে অনুরাগ না থাকে, তবে কৌতুক করিয়াও যেন তাহাকে শাস্ত্রের কথা বলা না হয় ; নেত্র রূপের সৌন্দর্য্য বিচার করিতে পারে, কিন্তু সুবাসের মর্ম্ম কি বুঝিবে ?. ('সুবাসের অভ্যর্থনা করিবে কি প্রকারে ?') যাহার যাহাতে যোগ্যতা আছে, তাহাতেই ফলপ্রসূ হয় ; সুতরাং, হে সুভদ্রাপতি, তপস্বী ও ভক্ত পুরুষকে সম্মান করিবে, পরন্তু শাস্ত্রশ্রবণে যাহার বিতৃষ্ণা[১] (অন্যমনস্কতা) তাহাকে পরিহার করিবে ; অথবা তপও আছে, ভক্তিও আছে, শ্রবণে অনুরাগও আছে—এইভাবে কাহারও মধ্যে যদি এ সমস্ত গুণ বর্ত্তমানও থাকে ; তথাপি, সে যদি গীতাশাস্ত্রনির্ম্মাতা, সকললোকনিয়ন্তা আমার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসহকারে কথা বলে ; আর আমার সজ্জন ভক্তজনের ও আমার নিন্দা[২] করে, তাহাকে[৩] একেবারেই (গীতাশ্রবণের) যোগ্য বলিও না ; তাহার

১ অনাসক্তি ; অনিচ্ছা ; ২-৩ নিন্দা করিতে থাকে, তাহাকে ;

অন্য সমস্ত গুণ (সামগ্রী)কে রাত্রে দীপ বিনা দীপাধারের ন্যায় মনে করিবে; (১৪৯০) এক গৌরবর্ণ তরুণ দেহ, অলঙ্কারে সুসজ্জিত, পরন্তু সে দেহে প্রাণ নাই; সুন্দর স্বর্ণনির্ম্মিত গৃহ বা মন্দির, কিন্তু তাহার দ্বার নাগিনীর দ্বারা রুদ্ধ; দিব্যান্ন উত্তমভাবে রন্ধন করা হইয়াছে, পরন্তু তাহার মধ্যে কালকূট— আর কি বলা যায়? কপটগর্ভিণী মৈত্রী যেমন হয়; হে জ্ঞানি অর্জ্জুন, যে আমার বা আমার ভক্তের নিন্দা করে, তাহার তপভক্তিমেধা ঐ প্রকারের (কপটতাপূর্ণ) জানিবে; এইজন্য, হে বৎস ধনঞ্জয়, এই প্রকার পুরুষ ভক্ত মেধাবী ও তপস্বী হইলেও তাহাকে এই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে দিবে না; আর কি বলিব? নিন্দুক, স্বয়ং ব্রহ্মার ন্যায় যোগ্য হইলেও, কৌতুক করিয়াও তাহাকে গীতা (শ্রবণ করিতে) দিবে না; সুতরাং, হে ধনুর্দ্ধর, তপরূপ (প্রস্তরের) ভিত্তি নীচে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর যে গুরুভক্তিরূপী সম্পূর্ণ (সুদৃঢ়) মন্দির[1] নির্ম্মাণ করা হয়; আর যাহার শ্রবণেচ্ছারূপ সম্মুখের দরজা সদা উন্মুক্ত থাকে, যাহার শিখরে নির্দ্দোষ[2] (অব্যঙ্গ) রত্নের সুন্দর কলস স্থাপিত হয়; এইরূপ শুদ্ধ নির্ম্মল ভক্তালয়ে (ভক্তরূপমন্দিরে) গীতারত্নরূপ দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলে তুমি এই জগতে আমারি সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবে;

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

কারণ, ('অ' 'উ' ও 'ম' এই) তিন মাত্রার গর্ভে প্রণব (ওঁ) একাক্ষররূপে গর্ভবাসী হইয়া আবদ্ধ ছিল; (১৫০০) সেই বেদের বীজ 'প্রণব' গীতারূপ বৃক্ষের শাখায় ডালে বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিম্বা গীতার শ্লোকরূপ ফুল ও ফল লইয়া সাক্ষাৎ গায়ত্রীই অবতীর্ণ হইয়াছে; সেই মন্ত্ররহস্য গীতা যিনি আমার ভক্তজনকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন—অনন্যপ্রাণ (মাতা ভিন্ন যে অন্য কাহাকেও জানে না) বালক যেমন অনন্যজীবিতা[3] মাতাকে প্রাপ্ত হয়; তেমনি যিনি আমার ভক্তগণকে আদর (শ্রদ্ধা) পূর্ব্বক গীতার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন, তিনি দেহাবসানের পর আমার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যান;

১ প্রসাদ; ২ অনিন্দ্যরূপ; ৩ অনন্য জীবনা;

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

আর যতদিন দেহরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া তিনি (দেহভাব হইতে) অলিপ্ত থাকিবেন, ততদিন তিনি মনেপ্রাণে আমার অত্যন্ত প্রিয় হইবেন ; জ্ঞানী, কর্ম্মঠ ও তাপস মনুষ্যগণের মধ্যে, তিনি আমার এমনই একমাত্র প্রিয় ভক্ত ; হে পাণ্ডব, সারা সংসারে তাঁহার ন্যায় অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই না ; যিনি ভক্তজনের সম্মেলনে গীতা পাঠ করেন ;

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

আমার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখিয়া যিনি শান্তচিত্তে সন্তজনের সভায় গীতা পাঠ করিয়া (সভার) ভূষণস্বরূপ হন ; (সন্তশ্রোতৃমণ্ডলীর) অঙ্গে নব-পল্লবের ন্যায় রোমাঞ্চ হয়, মন্দানিলে কম্পনের ন্যায় শরীরে কম্পন হয়, জলসিক্ত ফলের ন্যায়[১] তাঁহাদের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে থাকে ; কোকিলের মধুর স্বরে ভক্তগণ গদ্‌গদভাবে (ভগবৎমহিমা) কীর্ত্তন করিতে থাকেন,—এইভাবে যিনি মদ্‌ভক্তরূপ উপবনে বসন্তের ন্যায় প্রবেশ করেন ; কিম্বা, গগনে চন্দ্রের উদয় হইলে চকোরের জন্ম সফল হয়, অথবা যেমন ময়ূরের কেকাধ্বনিতে নবঘনমেঘ সাড়া দিয়া উপস্থিত হয় ; (১৫১০) তেমনি, যিনি আমার স্বরূপপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, সজ্জনের সভায় গীতাপদ্যরূপ রত্নের প্রচুর বর্ষণ করেন ; তাঁহার ন্যায় প্রিয় প্রকৃত ভক্ত পূর্ব্বেও দেখা যায় নাই, পরেও দেখা যাইবে না ; হে অর্জ্জুন, এইভাবে যিনি গীতার্থ পরিবেশন করিয়া সন্তজনের আতিথ্য সৎকার করেন, আমি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করি ; তোমার আমার সম্মেলনে এই যে মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কাহিনী বিস্তার লাভ করিয়াছে ; সেই সকলার্থপ্রসাদরূপ[২] এই যে আমাদের উভয়ের সংবাদ—যিনি পদভেদ (এক অক্ষরও পরিবর্ত্তন) না করিয়া পাঠ করেন ; হে সুমতি, তিনি জ্ঞানরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিতে মূল অবিদ্যাকে আহুতি দিয়া পরমাত্মা আমার

১ ফুলের ন্যায় ; ২ সকলার্থপ্রদ ; সকলার্থকথা ;

সন্তোষ সাধন করেন ; গীতার অর্থ অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেমন বিচক্ষণতা[১] প্রাপ্ত হন, গীতা গান ও আবৃত্তি করিয়া তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; গীতাপাঠক গীতার অর্থবেত্তার ন্যায়ই সমান ফল পাইয়া থাকেন—কারণ গীতামাতা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে কোনও প্রভেদ করেন না ;

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাংল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

আর, কোন মার্গেরই নিন্দা না করিয়া, যিনি শুদ্ধ আস্থার সহিত গীতা-শ্রবণে শ্রদ্ধাবান ; তাঁহার কর্ণে গীতার অক্ষর প্রবিষ্ট হইলেই, সঙ্গে সঙ্গেই পাপ পলায়ন করে ; (১৫২০) অরণ্যের মধ্যে অগ্নি সহসা প্রবেশ করিলে যেমন বনচর জীব দিগন্তরে পলায়ন করে ; কিম্বা উদয়াচলের প্রান্তে সূর্য্য উঠিয়া ঝক্‌মক্ করিলেই যেমন অন্ধকার অন্তরালে অদৃশ্য হয় ; তেমনি, কানের মহাদ্বারে গীতার জপ করিলেই সৃষ্টির প্রথম হইতে যত পাপরাশি সমস্ত বিনষ্ট হয় ; এমনিভাবে, জন্মমরণের লতা (পরম্পরা) বিধৌত হইয়া পবিত্র হয়, এবং পুণ্যরূপ সুন্দর ফুলে শোভিত হয়,—যাহা হইতে অপার ফল লাভ হয় ; কর্ণ দ্বারে গীতার যতগুলি অক্ষর প্রবেশ করে, ততগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয় ; এইজন্য, গীতাশ্রবণে পাপ নষ্ট হয় আর ধর্ম্মের (পুণ্যের) বৃদ্ধি হয়, —তাহা হইতে অন্তে স্বর্গরাজ্য সম্পত্তি লাভ হয় ; আমার স্বরূপপ্রাপ্তির পথে প্রথমে স্বর্গই তাহার বিশ্রামস্থল হয়, সেখানে যতদিন ইচ্ছা সুখ ভোগ করিয়া পরে আমারি সহিত মিলিত হয় ; হে ধনঞ্জয়, গীতা শ্রবণ ও পঠনের ফলে মহানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—আর অধিক কি বলিব ?

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

এই জন্য, এইপ্রসঙ্গ এখন থাকুক ; যে কাজের জন্য আমি এই শাস্ত্রপ্রসঙ্গ বিস্তার করিলাম, তোমার সেই কাজ সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিব ; হে পাণ্ডব, বল, এই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কি তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ ?

১ হে বিচক্ষণ অর্জ্জুন, যাহা।

(১৫৩০) আমি যেভাবে এবং যে রীতিতে ইহা তোমার কর্ণে ঢালিয়াছি তেমনি ভাবে কি ইহা তোমার মনে প্রবেশ করিয়াছে ?+ তোমার নিজের জ্ঞানজনিত যে মোহ পূর্ব্বে তোমাকে ভুলাইয়াছে তাহা কি এখনও আছে —কি নাই ? আর অধিক কি প্রশ্ন করিব ? তুমি শুধু বল, আপনার মধ্যে কি কর্ম্মাকর্ম্ম কিছু দেখিতে পাও ?" পার্থ স্বানন্দৈক্যরসে নিমগ্ন ছিলেন, এই প্রশ্নের ছলে ভগবান তাঁহাকে দ্বৈতভাবে আনয়ন করিলেন + ; নতুবা, সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কি তিনি নিজকর্ম্মের কথা জানিতেন না ? পরন্তু, এইজন্যই (অর্জ্জুনকে দ্বৈতভাবে আনিবার জন্যই) তিনি এই প্রশ্ন করিলেন ;+

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

ক্ষীরাব্ধি হইতে উঠিয়া, গগনে স্বীয় কিরণজালের প্রভায় অলঙ্কৃত হইয়া পূর্ণচন্দ্র যেমন (ক্ষীরাব্ধি হইতে) পৃথক না হইয়াও পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় ; তেমনি "আমিই ব্রহ্ম" ইহা ভুলিয়া, সর্ব্ব জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতে থাকেন, পরক্ষণে এ ভাবও চলিয়া যায়, তখন ব্রহ্মত্বও ক্ষীণ হইতে থাকে ; এইভাবে ব্রহ্মভাবের উত্থানপতনে, অতিকষ্টে দেহাভিমানের সীমায় আসিয়া, "আমি অর্জ্জুন"—ইহা স্মরণ করিয়া দাঁড়াইয়া যান ; তখন, কম্পিত করতল দ্বারা রোমাঞ্চিত দেহের রোমাবলী দাবাইয়া, অঙ্গের পুলকস্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া ; প্রাণবায়ুর ক্ষোভে আন্দোলিত দেহকে নিজের অঙ্গের দ্বারাই ঠেকাইয়া,

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অন্য দুটি ওবী দৃষ্ট হয়—

"অথবা, ইহার মধ্যে এমন কোনও কথা থাকিয়া গেল যাহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না বা তুমি উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে ? আমি যেমন ভাবে উপদেশ দিয়াছি তাহা যদি তেমনি ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া থাক, তবে যাহা প্রশ্ন করিতেছি, সত্বর তাহার উত্তর দাও" ;

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—"পার্থ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ হইয়াছিলেন, পরন্তু ভবিষ্যতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণনাথ তাঁহাকে (দ্বৈতভাবের) সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দিলেন না" ;

+ ইহার পরও পাঠান্তরে আর একটি ওবী দেখা যায়—"এইভাবে প্রশ্ন করিয়া, অর্জ্জুনকে স্বীয় হারান অর্জ্জুনত্বে (দ্বৈতভাবে) আনয়ন করিয়া, তিনি যে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন—এই কথাই তাঁহার দ্বারা বলাইলেন" ,

শরীরের চলনকে অতিকষ্টে স্তম্ভন করিয়া; (১৫৪০) নেত্রযুগলে যে আনন্দাশ্রুর বন্যা উছলিয়া উঠিতেছিল তাহা রোধ করিয়া; নানা প্রকারের উৎকণ্ঠার চাপে যে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইতেছিল, তাহা অন্তরের মধ্যে দাবাইয়া; বাক্যের জড়তা প্রাণের মধ্যে সম্বরণ করিয়া, নিঃশ্বাসের অস্থিরতা দমন করিয়া; অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন—"হে দেব, আপনি কি প্রশ্ন করিতেছেন যে মোহ আমাকে ছাড়িয়াছে কি না? উহা তো সমূলে[১] বিনষ্ট হইয়াছে; ইহা কি কোথায়ও সম্ভব যে সূর্য্য কাছে আসিয়া চক্ষুকে অন্ধকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে? (অর্থাৎ সূর্য্য উঠিলে কি অন্ধকার দেখা যায়?) তেমনি আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার চক্ষুর গোচর হইয়াছেন,—ইহাই কি (মোহনাশের পক্ষে) যথেষ্ট নয়? তদুপরি, আপনি মাতার অধিক স্নেহে মুখ ভরিয়া (সবিস্তারে) যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা কোনও প্রযত্ন করিয়াও অন্য কাহারও কাছে জানা যায় না; এখন, মোহ আছে কি নাই—এই প্রশ্ন কেন করিতেছেন? আপনার প্রসাদে আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি;+ আপনার প্রসাদে যে আত্মবোধ লাভ করিয়াছি, তাহা এই মোহকে সমূলে নাশ করিয়াছে; এখন, যে দ্বৈত ভাবের জন্য 'করা' বা 'না করা' এই প্রশ্ন উঠে, (তাহা চলিয়া যাওয়ায়) আমি আপনি ভিন্ন কোথায়ও কিছু দেখিতে পাই না; (১৫৫০) এবিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহই নাই, আমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি যেখানে আমার কোন কর্ম্মই নাই; সুতরাং, হে প্রভু, আমি দেখিতেছি আপনার আজ্ঞা (পালন) ভিন্ন আমার অন্য সমস্ত কর্ম্মই শেষ হইয়াছে§; কারণ, যাহা[২] সমস্ত দৃশ্য জগৎ নাশ করে, যে 'দ্বৈত' অন্য দ্বৈতভাব গ্রাস করে, যাহা 'এক' হইয়া সর্ব্বদেশে সদা বাস করে; যাহার সহিত সম্বন্ধ হইলে সমস্ত বন্ধন

১ আপনার গোত্রবর্গ লইয়া;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—" 'আমি অর্জ্জুন' এই অভিমানপাশে আবদ্ধ ছিলাম; এখন আপনার স্বরূপপ্রাপ্তির ফলে সেই মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছি—এখন প্রশ্নোত্তর—এ দুটির একটিও নাই",

§ পাঠান্তরে—"আপনার কৃপায় আমি আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে—হে প্রভো, এখন আপনার আজ্ঞা (পালন) ভিন্ন অন্য কিছুই (করিবার) নাই";

২ যে দৃশ্য বস্তু;

টুটিয়া যায়, যাহার আশা অন্য সমস্ত আশা নাশ করে, যাহার দর্শন হইলে সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপের দর্শন হয়; সেই আমার আরাধ্য গুরুদেবতা আপনিই; যিনি ঐক্যভাবের সহায়ক, যাঁহার জন্য অদ্বৈতবোধের সীমা পার হওয়া যায়; ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও কৃত্যাকৃত্যকর্ম্মের শেষ করিয়াও, যাঁহার নিঃসীম সেবা করা কর্ত্তব্য;+ সেই আপনি সর্ব্ব বিষয়ে উদার, নিরুপাধি, সকলের সেব্য—† আমাকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া আমার উপকার করিয়াছেন—ইহাই মানিয়া লউন; আপনার ও আমার মধ্যে বাধাস্বরূপ যে ভেদভাবের কপাট ছিল, হে দেব, তাহা উন্মুক্ত করিয়া আপনি আমার পথ সহজ করিয়াছেন‡; হে সকল-দেবরাজ, এখন আপনি আমাকে যে বিষয়ে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই পালন করিব"; অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া ভগবান দুলিতে[১] লাগিলেন, এবং (নিজমনে) বলিলেন—"আজ আমি (অর্জ্জুনরূপ) বিশ্বের শ্রেষ্ঠফল[২] লাভ করিয়াছি;" (১৫৬০) চন্দ্র (গ্রহণাদি) ন্যূনতা হইতে মুক্ত হইলে, আপন কুমার সেই চন্দ্রকে দেখিয়া কি ক্ষীরসাগর তাহার সীমা বিস্মৃত হয় না (উল্লঙ্ঘন করে না)? এমনি ভাবে, সংবাদরূপী বেদীর উপরে দুইজনের হৃদয়ের মিলন (বিবাহ) দেখিয়া সঞ্জয়ের ও হৃদয় (আনন্দে) ভরিয়া গেল;

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"হে রাজন্, মহর্ষি বাদরায়ণ আমাদের দুজনকে কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন; আজ আপনার

+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী দৃষ্ট হয়—"গঙ্গা সমুদ্রকে সেবা করিতে গিয়া যেমন সমুদ্রকে পাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়, তেমনি যিনি ভক্তকে নিজপদের উত্তম ভাগ দান করেন";

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"সেই আপনি আমার নিরুপাধি, সেব্য, সদ্গুরু

‡ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"তাহা উন্মুক্ত করিয়া আপনি আমাকে মধুর সেবাসুখ প্রাপ্ত করাইয়াছেন";

১ আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে; ২ সফল ফল; ফল;

সাংসারিক চর্ম্মচক্ষুতে[১] তিনি জ্ঞানদৃষ্টি ব্যবহার করিবার শক্তি দিয়াছেন; আর, আমি তো শুধু অশ্বপরীক্ষার জন্যই এই রথিবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ (তাঁহার কৃপায়) এই প্রসঙ্গ আমার গোচর হইল; অধিকন্তু, এই যুদ্ধের পরিণতি এত দারুণ বিভীষিকাময় যে উভয় পক্ষই—যাহারই পরাজয় হউক না কেন, মনে করিবে আমাদেরই হার হইয়াছে; এমন সঙ্কট-সময়ে (আমার উপর) কি অপার অনুগ্রহ—যে ব্রহ্মানন্দের ভাণ্ডার (আমার জন্য) উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং আমি তাহা ভোগ করিতেছি"; সঞ্জয় এই-ভাবে বলিলেন, পরন্তু চন্দ্রকিরণে[২] শীতল পাষাণ যেমন দ্রবীভূত হয় না, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃকরণ গলিল না, তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার ঐ দশা দেখিয়া সঞ্জয় আর কিছু বলিলেন না[৩] (বাক্যবর্ষণ করিলেন না), পরন্তু, সুখে পাগল হইয়া বলিতে লাগিলেন; শুধু হর্ষের আবেগে ভুলিয়াই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন,—নতুবা তিনি জানিতেন তাঁহার (ধৃতরাষ্ট্রের) শুনিবার আগ্রহ একেবারে নাই; (১৫৭০) সঞ্জয় বলিলেন—"হে কুরুরাজ, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র (অর্জ্জুন) এইরূপ বলিলে, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দ হইল; পূর্ব্ব-পশ্চিমের সাগর,—নামে ভিন্ন হইলেও, তাহাদের সমস্ত জল যেমন একই; তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থ, দেহের জন্য ভিন্ন দেখাইলেও, উঁহাদের সংবাদে (কথোপকথনে) কোনও ভেদ ছিল না; দুটি দর্পণ স্বচ্ছ করিয়া সামনাসামনি রাখিলে যেমন একটি অন্যটির মধ্যে আপনার রূপ দেখে; তেমনি, অর্জ্জুন ভগবানের মধ্যে ভগবানের সহিত আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন, আর শ্রীঅনন্ত পার্থের মধ্যে পার্থের সহিত আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের জন্য অঙ্গের যে যে স্থানে বিশেষ করিয়া দেখেন নাই,[৪] ভক্ত সেই সেই স্থানে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন; অন্য কেহ (দ্বৈতভাব) না থাকায় তাঁহারা কি করিলেন? উভয়ে মিলিয়া একরূপ হইয়া গেলেন; এখন, ভেদভাব (দ্বৈতভাব) দূর হইলে প্রশ্নোত্তর কি করিয়া হইবে? ভেদ না থাকিলে সংবাদসুখ কোথা হইতে আসিবে? এইভাবে, দ্বৈতভাবে সম্ভাষণ চলিল, এবং সেই সম্ভাষণ দ্বৈতভাবকে গ্রাস করিল; আমি ইঁহাদের উভয়ের সম্ভাষণ শুনিয়াছি; দুটি

১ চর্ম্মচক্ষুতে দৃষ্টি নাই, পরন্তু; ২ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে; ৩ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; ৪ দেখিতে লাগিলেন;

দর্পণকে স্বচ্ছ করিয়া সামনাসামনি রাখিলে কোন্‌টি কোন্‌টিকে দেখিতেছে তাহা জানা যায় না ; (১৫৮০) কিম্বা একটি দীপকে অন্য একটি দীপের সম্মুখে রাখিলে, কোন্‌টি কাহার প্রকাশ চাহিতেছে কে জানে ?+ এবিষয়ে নির্ণয় করিতে গেলে 'নির্দ্ধারণ'ই (স্তব্ধ) বন্ধ হয়,—এই (কৃষ্ণার্জ্জুন) সংবাদে উভয়েই তেমনি একরূপ হইয়া গেলেন+ ; তেমনি, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদ মনে ধ্যান করিতে গিয়া আমার স্থিতিও তদ্রূপ হইল" ; এইভাবে সামান্য কথা বলিতে বলিতে তিনি (অষ্ট) সাত্ত্বিকভাবে অভিভূত হইয়া নিজের 'সঞ্জয়ত্ব' ভুলিয়া গেলেন ; যেমন যেমন রোমাঞ্চ জাগিল, তেমনি অঙ্গও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, 'স্তম্ভন' ও 'স্বেদ' ছাপাইয়া 'কম্পন' আরম্ভ হইল ; অদ্বয়ানন্দের স্পর্শে তাঁহার দৃষ্টি প্রেমময় হইল, এবং আনন্দাশ্রুর বন্যা বহিল—যেন প্রেমানন্দই গলিয়া ঝরিতেছে ; মনে হয় যেন অন্তরের ব্যগ্রতা[১] অন্তরে দমন করা গেল না, যেন কণ্ঠে অবরুদ্ধ হইয়া শ্বাসোচ্ছ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল (মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না) ; অধিক কি বলিব ? অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রকট হইয়া সঞ্জয়কে অত্যন্ত মূক করিল, এবং তিনি ভাবভবনের[২] চৌরাস্তা হইয়া পড়িলেন (ভাবে সমাধিস্থ হইলেন) ; এই সুখের এমনি স্বভাব যে ইহা আপনা হইতেই শান্তি আনয়ন করে ; তখন সঞ্জয় শীঘ্রই দেহস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন ;

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

তখন, আনন্দের বেগ উপশমিত হইলে, তিনি কহিলেন—"যাহা উপনিষদেরও অজ্ঞাত আমি ব্যাসপ্রসাদে তাহা শ্রবণ করিলাম ;+ (১৫৯০)

\+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে—"অথবা সূর্য্যের সম্মুখে যদি অন্য একটি সূর্য্যের উদয় হয়, তবে কোন্‌টি প্রকাশক আর কোন্‌টি প্রকাশ্য তাহা কে বলিবে ?"

\+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী দেখা যায়—"দুটি জলের প্রবাহ আসিয়া মিশিবার সময় তাহাদের মধ্যে একটি লবণের স্তূপ পড়িয়া কি তাহাদের রোধ করিতে পারে ? না, নিমেষের মধ্যে তাহাও জল হইয়া যায় ?"

১ বাগর্থ—শব্দার্থ ; ২ সংবাদসুখের ;

\+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে—"ইহা শুনিবামাত্র আমি ব্রহ্মত্বে লীন হইলাম, তখন 'তুমি' 'আমি' এই দ্বৈতভাবের দৃষ্টি লুপ্ত হইল" ;

সমস্ত যোগমার্গ যাঁহার মধ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আমি ব্যাসের প্রসাদে সহজেই প্রাপ্ত হইলাম; অহো, অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দ্বৈতভাবে সাজাইয়া নিজের উদ্দেশেই যে সব কথা বলিলেন; সেই ভাষণ[১] শুনিবার জন্য আমার কর্ণই যে পাত্র হইল —সেজন্য গুরু ব্যাসদেবের অদ্ভুত (স্বতন্ত্র) সামর্থ্যের কি বর্ণনা করিব?"

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬

'রাজন' এই কথা উচ্চারণ করিতেই তিনি নিজের অস্তিত্ব (আত্মস্মৃতি) হারাইলেন§—রত্নের প্রভার মধ্যে যেমন রত্নকে ঢাকা যায়; হিমালয়ের উপরে সরোবর যেমন চন্দ্রোদয় হইলে জমিয়া স্ফটিকরত্নের ন্যায় হইয়া যায়, এবং সূর্য্যোদয় হইলে গলিয়া পূর্ব্ববৎ জল হয়; তেমনি শরীরের স্মৃতি ফিরিয়া আসিলে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদও সঞ্জয়ের চিত্তে ফিরিয়া আসিল, এবং পুনরায় দেহস্মৃতি হারাইলেন—এইরূপ হইতে লাগিল;

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

তখন সঞ্জয় উঠিয়া কহিলেন—"হে রাজন, শ্রীহরির বিশ্বরূপ দেখিয়াও আপনি কেমন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন? যাহা না দেখিলেও দেখা যায়, অস্তিত্বহীনতার মধ্যেই যাহার অস্তিত্ব, যাহা ভুলিবার চেষ্টা করিলেও স্মরণে আসে, তাহা কি করিয়া এড়ান যায়? চমৎকৃত হইবারও অবকাশ নাই,—এই আনন্দের বন্যা আমার অস্তিত্বের স্মৃতির সহিত আমাকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে"; এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া তিনি অহংভাবকে (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পণ[২] করিলেন; (১৬০০) তখন

১ শ্রেষ্ঠ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—"ইহা বলিতেই বিস্মিত হইলেন"; 'রাজন্' এই কথা বলিতেই বিস্মিত হইলেন";

২ তিলাঞ্জলিপ্রদান;

অদম্য আনন্দে, গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া,[১] সগদ্‌গদকণ্ঠে বারম্বার "শ্রীকৃষ্ণ" "শ্রীকৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন; পরন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের এই অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই না বুঝিয়া যখন অন্য কিছু কল্পনা করিতেছিলেন; তখন, সঞ্জয় আপনার সুখানুভূতি আপনার অন্তরে লীন করিয়া নিজের বিহ্বলতা শান্ত করিলেন; সেই সময়ের উপযুক্ত কোনও প্রশ্ন না করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে বলিলেন—"সঞ্জয়, এ তোমার কি ব্যবহার? ব্যাসদেব তোমাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে বসাইয়াছেন? অপ্রাসঙ্গিক এ সব কথা কি বলিতেছ?" একটি জঙ্গলী মনুষ্যকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলে সে দশদিক শূন্য দেখে (হতভম্ব হইয়া যায়), কিম্বা, সূর্য্য উঠিলে নিশাচরের পক্ষে রাত্রি হয়; যে যে বিষয়ের গৌরব জানে না, সে তাহাকে নীরস বা ভয়ঙ্কর মনে করে, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যে সঞ্জয়ের বাক্য অপ্রাসঙ্গিক বলিবেন—ইহাতে আর (বিচিত্র) কি? ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন—"এই যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কোন্ পক্ষ অবশেষে জয়লাভ করিবে, তাহাই বল; সর্ব্বতোভাবে[২] এবং বহুবার আমার ইহাই মনে হইতেছে যে দুর্য্যোধনের প্রতাপই সর্ব্বদা অধিক; আর অন্যপক্ষের তুলনায় ইহাদের সৈন্যদলও দেড়গুণ বেশী, সেইজন্য ইহাদেরই জয় হইবার সম্ভাবনা, নয় কি? (১৬১০) আমার ইহার মনে হয়,—তোমার ভবিষ্যদ্‌বাণী কি জানি না, যাহাই হউক, হে সঞ্জয়, তুমি আমাকে বল";

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

এই কথার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন—"হে রাজন্, দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে জানি না, তবে ইহা ঠিকই যে যেখানে আয়ু আছে সেখানেই জীবন; যেখানে চন্দ্র সেখানেই চাঁদনী, যেখানে শম্ভু সেখানেই অম্বিকা, যেখানে সজ্জনের সমাগম সেখানেই বিবেক (জ্ঞান) থাকিবে; যেখানে রাজা সেখানে তাহার সৈন্য, যেখানে সৌজন্য সেখানেই আত্মীয়তা, যেখানে বহ্নি সেখানেই দাহিকাশক্তি; যেখানে দয়া সেখানেই ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই সুখাগম, যেখানে সুখ, সেখানেই যেমন পুরুষোত্তম; যেখানে

১ অলৌকিক কি কথা অস্ফুটভাবে বলিতে বলিতে; ২ বিশেষভাবে

বসন্ত সেখানেই উদ্যান, উদ্যানেই ফুলরাশি, যেখানে ফুল সেখানেই ভ্রমরের ঝাঁক; যেখানে গুরু সেখানেই জ্ঞান, জ্ঞানেই আত্মদর্শন, আত্মদর্শনেই যেমন শান্তি; ভাগ্য থাকিলেই সুখোপভোগ হয়, সুখেই উল্লাস,—আর কত বলিব? যেখানে সূর্য্য সেখানেই প্রকাশ; তেমনি, যাঁহার দ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ ও সনাথ বা সামর্থ্যযুক্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে, সেখানেই লক্ষ্মী থাকিবেন; আর, আপনার কান্তের সহিত মাতা জগদম্বা যাহার পক্ষে, অণিমাদি (অষ্টসিদ্ধি) কি তাহার দাসী হইয়া থাকিবে না? (১৬২০) +সেই দেশের বৃক্ষ কি বাজি রাখিয়া কল্পতরুকে জয় করিবে না?—এই পিতামাতা কি সামান্য? সেখানে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড চিন্তামণিরত্ন কেন হইবে না? সেখানকার ভূমি সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে না কেন? সেই গাঁয়ের নদীতে যদি অমৃতের স্রোত বহিয়া যায়, হে রাজন্, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? তুমিই বিচার কর; সেখানকার মনুষ্যদের মুখনিঃসৃত সহজ (অনিয়ন্ত্রিত) বাক্য যেন সুখে বেদধ্বনি উচ্চারণ করিবে, সন্দেহ হইলেও তাহারা সচ্চিদানন্দ কেন হইবে না? শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পিতা, কমলা যাঁহার মাতা, স্বর্গ ও মোক্ষ এই উভয় পদই তাঁহার অধীন; সেইজন্যই (বলিতেছি) যে পক্ষে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই স্বতঃই থাকিবে, ইহার অন্যথা জানি না; আর সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ যেমন সমুদ্র হইতেও অধিকতর উপযোগী হয়, পার্থের ও তাঁহার আজ তেমনি হইল; কনকত্বে দীক্ষা দিতে পরশপাথর সত্যই লোহার গুরু, পরন্তু জগতের ব্যবহারে সবাই সোনাকেই জানে; এখানে গুরু[২] ন্যূনত্ব প্রাপ্ত হন—একথা যেন কেহ না বলে—বহ্নি যেমন স্বীয় প্রকাশ দীপদ্বারা আপনাকেই প্রকাশ করে; তেমনি, ভগবানের শক্তিদ্বারাই পার্থ ভগবান হইতে অধিকতর শক্তিশালী দেখাইতে লাগিলেন, পরন্তু, ইহা মানিতে হয় যে পার্থের এই স্তুতিদ্বারা

+ পাঠান্তরে এই স্থলে অন্য দুটি ওবী দেখা যায়—

"যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিজয়স্বরূপ, তিনি যে পক্ষে আছেন, স্বয়ং বিজয়ও সেখানে। অর্জ্জুন বিজয় নামে বিখ্যাত আর শ্রীকৃষ্ণনাথও বিজয়স্বরূপ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে যেখানে ইঁহারা আছেন, লক্ষ্মীসহ বিজয়ও সেখানেই থাকিবে।"

২ গুরুত্ব।

ভগবানেরই গৌরববৃদ্ধি হইল; (১৬৩০) পুত্র আমাকে সর্ব্বগুণে পরাজিত করুক—ইহাই পিতার ইচ্ছা,—শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা ফলবতী হইল§; কিং বহুনা, হে রাজন্, পার্থ কৃষ্ণকৃপায় কৃতার্থ হইলেন—তিনি যে পক্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন (সহায়তা করিতেছেন); সেই পক্ষই যে বিজয়ী হইবে, ইহাতে আপনার সন্দেহ হইতেছে কেন? সেই পক্ষ যদি বিজয়ী নাহয়, তবে স্বয়ং 'বিজয়'ই ব্যর্থ হইবে; সুতরাং, যেখানে লক্ষ্মীপতি[১] শ্রীকৃষ্ণ, এবং যেখানে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন—সেখানেই বিজয়, সেখানেই সমস্ত অভ্যুদয় (উৎকর্ষ); যদি ব্যাসদেবের সত্যতা আপনার মন মানিয়া লয়, তবে আমার এই বাক্য ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লউন; যেখানে শ্রীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, যেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে সুখ, সেখানেই কল্যাণপ্রাপ্তি; আমার এই কথার যদি অন্যথা হয়, তবে আমি ব্যাসদেবের শিষ্যই নই"—সঞ্জয় বাহু তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া এই কথা বলিলেন; এইভাবে, সমস্ত মহাভারতের সারাংশ একটি শ্লোকের মধ্যে আনিয়া সঞ্জয় কুরুনায়কের হস্তে প্রদান করিলেন; অগ্নির শক্তি কেহ জানে না (ইহা অসীম), পরন্তু সলিতার অগ্রভাগে লাগাইলে যেমন ইহা সূর্য্যের অভাব মোচন করে (সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার দূর করে); তেমনি, শব্দব্রহ্ম (বেদ) অনন্ত হইয়াও, সওয়া লক্ষ শ্লোকে রচিত মহাভারত হইল, এবং মহাভারতের সারাংশ সাতশত শ্লোক-বিশিষ্ট গীতায় সন্নিবেশিত হইল; (১৬৪০) সেই সাতশত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই অন্তিম শ্লোকে পরিস্ফুট—যাহা ব্যাসশিষ্য সঞ্জয়ের পূর্ণোদ্গার (পূর্ণ-জ্ঞানে অনুপ্রাণিত ভাষণ); এই একটি শ্লোক যে সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করে সে সমস্ত অজ্ঞানরাশি পূর্ণভাবে জয় করে; এই সাতশত শ্লোক যেন গীতার পদের ন্যায় যাহা তাঁহাকে বহন করিতেছে, অথবা, 'পদ' না বলিয়া ইহাদের গীতাকাশের পরমামৃত বলিলে ভাল হয়; কিম্বা, এই শ্লোকগুলি গীতারূপ আত্মরাজসভার স্তম্ভ—ইহাই আমার অনুভবে মনে হয়; কিম্বা এই সপ্তশতী গীতাই সপ্তশতীমন্ত্রপ্রতিপাদ্য সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী, যিনি মোহরূপ মহিষাসুরকে মুক্তিদান করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন; সুতরাং যে মনে,

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই।

১ যেখানে লক্ষ্মী; যেখানে লক্ষ্মী সেখানেই;

শ্রবণে ও বাক্যে এই গীতাদেবীর সেবক হইবে, সে স্বানন্দ (আত্মানন্দ) সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে; কিম্বা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিবার জন্য, শ্লোকরূপ সূর্য্যের সহায়তায়, গীতারূপে খেলা করিয়াছেন§; কিম্বা, গীতা শ্লোকাক্ষররূপী দ্রাক্ষালতামণ্ডিত একটি মণ্ডপ, যেখানে সংসার-পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রাম করিতে পারে; কিম্বা, শ্রীকৃষ্ণবদনরূপ সরোবরে গীতার এই শ্লোকগুলি কমলরূপে বিরাজিত, যাহাতে ভাগ্যবান সন্তজন ভ্রমর-রূপে মধুপান করেন; কিম্বা, এই শ্লোকগুলি আর কিছুই নহে,—আমার মনে হয় উহারা গীতার মহিমাকীর্ত্তনকারী সাতশত ভাট বা চারণ; (১৬৫০) কিম্বা, সাতশত শ্লোকে বেষ্টিত সুন্দর এই গীতানগরে যেন সর্ব্বশাস্ত্র বাস করিতে আসিয়াছে; কিম্বা আপনপতি পরমাত্মাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য গীতা এই শ্লোকরূপী বাহুবিস্তার করিয়া আছেন; কিম্বা, (এই শ্লোকগুলি) গীতাকমলের ভৃঙ্গ, অথবা গীতাসাগরের তরঙ্গ, কিম্বা শ্রীহরির গীতারূপ রথের তুরঙ্গ; কিম্বা, অর্জ্জুন সিংহস্থ হওয়ার জন্য, গীতারূপী অদ্ভুত গঙ্গা শ্লোকরূপ সর্ব্বতীর্থ লইয়া আসিয়াছেন†; কিম্বা, ইহারা শ্লোকশ্রেণী নহে, শ্লোকে গাঁথা চিন্তামণির মালাসদৃশ‡—কিম্বা নির্ব্বিকল্প (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কল্পতরুর বীথিকা; এইরূপ সাতশত শ্লোকের প্রত্যেকটি প্রত্যেক শ্লোক হইতে শ্রেষ্ঠ,—এখন কে ইহাদের কোন্ একটিকে পৃথকভাবে বাছিয়া লইবে? দীপ সম্বন্ধে কি বলা যায় ইহা তাহার অগ্রভাগ, ইহা পশ্চাদ্‌ভাগ? সূর্য্যকে কি ছোট বা বড়, অমৃতসিন্ধুকে কি গভীর বা অগভীর বলা যায়? কামধেনুকে দেখিয়া যেমন বলা যায় না যে এই গাভী বৎসসম্পন্না (দুধ দেয়) কিম্বা বৃদ্ধা (দুধ বন্ধ করিয়াছে); তেমনি গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে 'ইহা প্রথম শ্লোক', 'ইহা অন্তিম শ্লোক'—একথা বলা যায় না, পারিজাত ফুল সম্বন্ধে কি বলা যায় এটি শুষ্ক (বাসি), এটি তাজা; আর গীতার শ্লোকের মধ্যে যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনও তফাৎ নাই—একথার

§ দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"সূর্য্যের সহিত বাজি জিতিয়া গীতারূপে এই শ্লোক প্রকাশ করিলেন";

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"গীতাগঙ্গার মধ্যে শ্লোকরূপ সর্ব্বতীর্থ-সমন্বয় হইয়াছে";

‡ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"চিন্তাহীন (বিরক্ত) চিত্তের আকর্ষক চিন্তামণি"; 'অচিন্ত্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ চিন্তামণি';

অধিক সমর্থন আর কি করিব ? ইহাতে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে কোনও ভেদ নাই ; (১৬৬০) এই (গীতা) শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই 'বাচ্য' ও 'বাচক'—ইহা সর্ব্বসাধারণ লোকই জানে ; গীতার অর্থ জানিলে যাহা হয়, গীতা পাঠ করিলেও নিশ্চিতভাবে সেই ফলই হয়,—গীতাশাস্ত্র 'বাচ্য ও 'বাচকে'র একতা সাধন করে ; এইজন্য আমার সমর্থন করিবার মত এখন আর কোন বিষয়ই রহিল না,—গীতাকে প্রভুর বাঙ্‌ময়ী শ্রীমূর্ত্তি বলিয়াই জানা উচিত ; (অন্য) শাস্ত্র আপন বাক্যের অর্থ প্রকট করিয়া আপনার মধ্যেই লুপ্ত হয়, গীতা-শাস্ত্র সেরূপ নহে—ইহা আমূল পরম তত্ত্বস্বরূপ ; অহো, কেমন বিশ্বের উপর কৃপা করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া, এই মহা আনন্দকে সুগম (সহজে প্রাপ্য) করিলেন ; পূর্ণকলাযুক্ত চন্দ্র যেমন চকোরকে নিমিত্ত করিয়া ত্রিভুবনের তাপ শান্ত করে ; তেমনি শ্রীকৃষ্ণরূপী গাভী, পার্থকে বৎস করিয়া, গীতারূপ দুগ্ধ পূর্ণভাবে[1] দান করিয়াছেন ; কিম্বা, যেমন ভগবান গিরীশ (শঙ্কর) গৌতমকে নিমিত্ত করিয়া, কলিকালরূপ জ্বরে পীড়িত লোকের জন্য গঙ্গার প্রবাহ (পৃথিবীতে) আনয়ন করিলেন ; গীতার মধ্যে অন্তরের সহিত ডুবিয়া গেলে ('অন্তরকে গীতার জলে স্নান করাইলে') ব্রহ্ম-স্বরূপই হইয়া যাইবে ; শুধু ইহাই নহে, গীতাপাঠের উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে যদি ভিজান যায় ; তবে লোহার এক অংশে পরশপাথর ঠেকাইলে যেমন সমস্ত লোহখণ্ডই[2] আপনা আপনি সোনা হইয়া যায় ; (১৬৭০)। তেমনি, গীতাপাঠরূপ বাটি (পানপাত্র) যদি ওষ্ঠে লাগান হয়, তবে অঙ্গে ব্রহ্মত্বের পুষ্টি আসিবে ; অথবা, যদি মুখে না লাগাইয়া, মুখ ঘুরাইয়া বসা যায়, তবে গীতার অক্ষর যাহা কানে পড়িবে তাহাতেই ফলপ্রাপ্তি হইবে ; কিম্বা, সমর্থ দাতা যেমন কাহাকেও 'নাই' বলেন না, তেমনি শ্রবণে, পঠনে বা অর্থগ্রহণে গীতা মোক্ষ ভিন্ন অন্য ফল দেয় না ; সুতরাং সকলের সঙ্গে[3] একমাত্র গীতারই সেবা করিবে,—অন্য সমস্ত শাস্ত্র কি করিবে ? আর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্তে যে সব কথা সরলভাবে ও অবাধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাসদেব, যাহাতে সকলের করতলগত (সবার পক্ষে সুগম) হয়, এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; মাতা যখন প্রেমভরে বালক-

১ জগৎকে পূর্ণ করিয়া. ২ অন্তদিকেও ; ৩ জ্ঞানীলোকের সঙ্গে , গীতার জ্ঞান-বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে ;

পুত্রকে খাওয়াইতে বসে, তখন সে সহজে গিলিতে পারে এমন (ছোট ছোট) গ্রাস তৈয়ারী করে ; কিম্বা অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত বায়ুকে আয়ত্তে আনিবার জন্য যেমন পাখা তৈয়ারী করা হয় ; তেমনি যাহা শব্দের দ্বারা লাভ করা যায় না, তাহাকে অনুষ্টুভ ছন্দের রূপ দান করিয়া (শ্রীব্যাসদেব) স্ত্রীশূদ্রাদির বোধগম্য করিয়াছেন ; স্বাতী নক্ষত্রের জলে যদি মুক্তা উৎপন্ন না হইত, তবে তাহারা সুন্দরী স্ত্রীলোকের অঙ্গে কিরূপে শোভা পাইত ? বাদ্যে যদি নাদ না হইত, তবে তাহা কি প্রকারে শ্রবণগোচর হইত ? ফুল না থাকিলে, তাহার সুগন্ধি কেমন করিয়া ঘ্রাণে লওয়া যাইত ? (১৬৮০) পকান্নে মিষ্টত্ব না থাকিলে জিহ্বা তাহা কেমন করিয়া ভোগ করিত ? দর্পণ বিনা নয়ন নয়নকে (নয়নের রূপ) দেখিত কি করিয়া ? (সাকার) শ্রীগুরুমূর্ত্তি যদি দ্রষ্টার দৃশ্যপথে না পড়িত, তবে কাহার উপাসনা হইত ? তেমনি, অসীম ব্রহ্মবস্তু সাতশত (শ্লোকের) সংখ্যায় প্রকট না হইলে, তাহা কে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত ? মেঘ সমুদ্র হইতে জল উঠাইয়া লয়, তথাপি জগতের লোক (জলের জন্য) মেঘের দিকেই তাকায়, কারণ যাহা (সমুদ্র) অপরিমেয়, তাহা কোন মতেই উপযোগী হয় না ; আর যাহা বাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা যদি এই সুন্দর শ্লোকের রূপ ধারণ না করিত, তবে কর্ণ ও মুখ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিত ? সুতরাং শ্রীব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই গ্রন্থের আকারে সঙ্কলন করিয়া বিশ্বের মহান উপকার করিয়াছেন ; আর আমি এখন ব্যাসদেবের প্রত্যেক পদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধ্যবন করিয়া মারাঠি ভাষায় (সকলের) শ্রবণযোগ্য করিয়াছি ; যেখানে ব্যাসাদি মহর্ষির জ্ঞানও সশঙ্ক (দ্বিধাগ্রস্ত) হইয়া থামিয়া যায়, সেখানে আমার ন্যায় অল্পমতি মনুষ্য এ কী বাচালতা দেখাইতেছে ? পরন্তু, ভোলা (সরল) গীতেশ্বর যদি ব্যাসের বচনরূপ কুসুমমালা ধারণ করিয়া থাকেন, তবে আমার দূর্ব্বাদল লইতে 'না' বলিবেন না (অস্বীকার করিবেন না) ; হস্তীর পাল জলের জন্য সমুদ্রতটে যায়, সেখানে কি মশকের যাওয়া নিষেধ ? (১৬৯০) পাখীর ছানার নুতন ডানা গজাইলে তাহারা আকাশে উড়িতে পারে না, তবে কি করা যায় ? অথচ দেখ, বৃহৎ গরুড় পক্ষী আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় ; ভূতলে রাজহংস কেমন (সুন্দর গতিতে) চলে, তবে কি অন্য সবাইকে কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হইবে ?† অহো, আপনার

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"অন্য কেহ কি (নিজের চালে) চলিবে না ?"

পরিমাণ অনুসারে কলসীতে প্রচুর জল ধরে, তাই বলিয়া কি অল্প জল লওয়া যায় না?§ মশাল আকারে বড়, সুতরাং তাহার প্রকাশও বেশী, বাতি কি আপন ক্ষুদ্র আকার অনুসারে স্বতন্ত্র[১] প্রকাশ করে না? সমুদ্রের বিস্তার অনুসারে তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যেও তাহার আকার অনুসারে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়; তেমনি, ব্যাসাদি মহামতি এই গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমি সেখানে পদার্পণ করিতে পারিব না—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; মন্দরপর্ব্বতাকার বড় বড় জলচর জীব যে সমুদ্রে সঞ্চরণ করে, সেখানে কি অল্প শফরী (ক্ষুদ্র মৎস্য) সন্তরণ করিতে পারিবে না? অরুণ (সূর্য্যের সারথি) সূর্য্যের কাছে থাকে বলিয়া সূর্য্যকে দেখে, ভূতলে পিপীলিকাও কি তাহাকে দেখে না? এইজন্য, যদি আমাদের প্রাকৃত দেশী ভাষায় গীতা রচনা করা হয়, তবে তাহা অনুচিত (কারণ) হইবে না; আর, পিতা অগ্রে অগ্রে দ্রুতগতিতে চলে, আর বালক (পশ্চাতে) ধীরে ধীরে অনুসরণ করে, সে কি পিতা যেখানে যায় সেখানে পৌছিতে পারে না?‡ (১৭০০); তেমনি, আমি যদি ব্যাসদেবের পশ্চাতে চলিয়া, ভাষ্যকারগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হই, তবে আমি অযোগ্য হইলেও, গন্তব্য স্থানে না যাইয়া কোথায় যাইব? আর, যাঁহার ক্ষমাগুণে পৃথ্বী স্থাবর-জঙ্গমের উপদ্রব সহ্য করে, যাঁহার অমৃতে চন্দ্রমা জগতের তাপ দূর করিয়া তাহাকে শান্তি করে; যাঁহার অঙ্গের পূর্ণ তেজ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য অন্ধকারের প্রসার নষ্ট করে; যাঁহা হইতে সমুদ্র জল প্রাপ্ত হয়, জল মাধুর্য্য পায়, এবং মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়; যাঁহা হইতে পবন তাহার বল, আকাশ তাহার বিস্তার, এবং জ্ঞান তাহার উজ্জ্বল সার্ব্বভৌম মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়; বেদ তাহার সুন্দর বাণী, সুখ তাহার আনন্দ প্রাপ্ত হয়,—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিশ্ব যাঁহা হইতে সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়; সেই সর্ব্বোপকারক, সমর্থ, সদ্‌গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথ আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছেন; এখন, আমি মারাঠি রীতিতে (ভাষায়)

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর:—"তাহাতে কি অল্প জল ভরা যায় না?" "হাতের তালুতে কি অল্পজল লওয়া যায় না?"

১ প্রকাশ আনয়ন করে না?

‡ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—"পিতা অগ্রে অগ্রে চলে, আর বালক তাহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলে,…";

জগতে এই অনায়াসলভ্য গীতা প্রচার করিতেছি—ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? শ্রীগুরুর (দ্রোণাচার্য্যের) নামে পর্ব্বতশিখরে মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কোলী* একলব্য ত্রিজগতে আপনার কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল; চন্দনবৃক্ষের সংস্পর্শে অন্য বৃক্ষ চন্দনের ন্যায় সুগন্ধ হয়, বশিষ্ঠ ঋষি আপন গৈরিক বস্ত্র বিছাইয়া সূর্য্যের সহিত বিরোধ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) করিয়াছিলেন; (১৭১০) আমি তো সচেতন পুরুষ, আর শ্রীগুরু এত অধিক সমর্থ যে তাঁহার (কৃপা) দৃষ্টি দ্বারাই আমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন; প্রথম হইতেই যদি নিখুঁত দৃষ্টি থাকে, তাহার উপর যদি সূর্য্যের সহায়তা মিলে, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না এমন কোন বস্তু থাকে? এইজন্য, আমার শ্বাসোচ্ছ্বাসের সঙ্গেই নিত্য নব গ্রন্থ রচিত হইতে পারে—জ্ঞানদেব বলে গুরু-কৃপায় কি না হয়? এই কারণে, আমি মারাঠি ভাষায় গীতার্থ এমন (সহজ) ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি যাহাতে সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে; পরন্তু মারাঠি ভাষার রঙ্গীন (সুন্দর) শব্দযোজনায়§ যদি কেহ গীতার পদগুলি বুঝিতে চেষ্টা করে, (অথবা, যদি কেহ গীতার পদগুলি রঙ্গীন মারাঠি ভাষায় গান করে), তবে গায়কের ন্যূনতা সত্ত্বেও তাহা সসম্পূর্ণ হইবে[১]; সেইজন্য এই পদগুলি[২] যদি গান করা হয়, তবে হয়তো তাহাতে গানের চাতুর্য্য থাকিবে না,[৩] তথাপি গীতা তাহার মূল্যে কোনও ন্যূনতা আসিতে দিবে না; অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ না করিলেও অমনিই সুন্দর দেখায়, অঙ্গে পরিলে আরও সুন্দর দেখাইবে—ইহাই কি উচিত নহে? মুক্তা এমনি পদার্থ যে যদি সোনায় বসান হয়, তবে সোনার মান বৃদ্ধি করে (সোনা আরও সুন্দর দেখায়), পরন্তু এমনি তাহার গুণ যে সোনার সহিত যুক্ত না হইয়াও অঙ্গে শোভা পায়[৪]; অথবা বসন্ত ঋতুতে বর্ত্তুলাকার মল্লিকা ফুল ফুটিলে,—তাহা মালায় গাঁথা হউক বা খোলাভাবেই থাকুক,—তাহার সুগন্ধের ন্যূনতা হয় না; তেমনিভাবে আমি প্রেমপূর্ণ[৫] ওবী ছন্দে এই পদ্য রচনা করিয়াছি,—যাহা গান করিলেও শোভা পায়, গান বিনাও রমণীয় হয়; (১৭২০) এই

* পাহাড়ী ভীল;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—"তাহার আকর্ষণী শক্তিতে";

১ অপূর্ণতা থাকিবে না, ২ গীতা ৩ তাহা গানের তুল্য হইবে; ৪ নগ্ন অঙ্গেও শোভা পায়; ৫ লাস্যজনক;

ওবী ছন্দে রচিত পদ্যে আমি এমন ব্রহ্মরসে পূর্ণ সুস্বাদু অক্ষর যোজনা করিয়াছি যাহা আবালবৃদ্ধ সকলেই সহজে বুঝিতে পারে; এখন, চন্দনবৃক্ষের কাছে যেমন সুগন্ধের জন্য নিমেষমাত্রও প্রতীক্ষা করিতে হয় না; তেমনি, এই পদ্যগ্রন্থের ছন্দ শ্রবণে প্রবেশ করিবামাত্র সমাধি আনয়ন করে—ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণে কি লোকের মন মোহিত হইবে না? এই গ্রন্থ পাঠ[১] করিতে গেলে পাণ্ডিত্য এমন শোভা পাইবে যে তাহার আকর্ষণী শক্তি অমৃতকেও হার মানাইবে; ইহার স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্নিহিত কবিত্ব এমনভাবে প্রকট হয়[২] যে তাহা শ্রবণ করিলে 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' পরাজিত হয় (অর্থাৎ, ইহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অপেক্ষা অধিক উপযোগী হয়); ইহা শ্রবণে প্রত্যেক লোক আত্মানন্দানুভূতির শ্রেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হইবে; চতুর চকোর আপন শক্তিতে চন্দ্রকে উপভোগ করে, পরন্তু সর্ব্বজীবের জন্য যেমন চাঁদনী উপযোগী হয়; তেমনি অধিকারী পুরুষই এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের অন্তরঙ্গ রহস্য (অন্তর্নিহিত তত্ত্ব) জানিতে পারে, অন্য সাধারণ লোকও ইহার বাক্‌চাতুর্য্যে সুখী হয়; এইভাবে ইহা সত্যই শ্রীনিবৃত্তিনাথের গৌরব—ইহা গ্রন্থ নহে—তাঁহারি সুকৃপার বৈভব;

ক্ষীর-সিন্ধুর ধারে শ্রীত্রিপুরারি পার্ব্বতীর কর্ণকুহরে যাহা[৩] বলিয়াছিলেন; (১৭৩০) তাহা ক্ষীরসমুদ্রের কল্লোলের অভ্যন্তরে মকরের উদরে গুপ্ত ছিল,—তাহাই তিনি (মৎস্যেন্দ্রনাথ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই (মৎস্য হইতে উৎপন্ন) মৎস্যেন্দ্রনাথ সপ্তশৃঙ্গ[৪] পর্ব্বতের উপর আসিলে ভগ্নাবয়ব চৌরঙ্গীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্ব অবয়বে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন; অব্যয় (অটল) সমাধির সুবাস ভোগ করিবার জন্য§ মৎস্যেন্দ্রনাথ শ্রীগোরক্ষনাথকে সেই জ্ঞানরহস্য দান করিয়াছিলেন; তিনি (গোরক্ষনাথ) যোগরূপ কমলিনীর সরোবর ও বিষয়বিধ্বংসকারী বীর ছিলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্ব্ব অধিকার প্রদান করিয়া আপন (যোগৈশ্বর্য্যের) পদে অধিষ্ঠিত করিলেন; তাহার পর, তিনি সেই শাম্ভব (শম্ভু হইতে প্রাপ্ত) অদ্বৈতানন্দরূপ বৈভব সমস্ত সামর্থ্যের সহিত[৫]

---

১ পাঠান্তরে "পাঠ" আছে: "পাক" শব্দ অপেক্ষা ইহাই অধিকতর গ্রাহ্য মনে হয়।

২ শান্তি উৎপন্ন করে; ৩ না জানি কি; ৪ শতশৃঙ্গ।

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—"ভোগ করিবার ইচ্ছায়"।

৫ সমূল; আপন সামর্থ্যের সহিত।

শ্রীগহিনীনাথকে প্রদান করিয়াছিলেন ; যখন গহিনীনাথ দেখিলেন কলিকাল নিশ্চিতভাবে ভূতমাত্রকেই গ্রাস করিতেছে তখন তিনি শ্রীনিবৃত্তিনাথকে এইরূপ আজ্ঞা দিলেন ; "অনাদি গুরু শঙ্কর হইতে[1] যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য শিষ্য-পরম্পরায় আমাদের সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেই সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া তুমি দ্রুতবেগে যাও, এবং কলি যে জীবগণকে গ্রাস করিতেছে তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর" ; শ্রীনিবৃত্তিনাথ স্বভাবতঃই কৃপালু, তাহার উপর গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন,—বর্ষাকালের মেঘ যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া প্রচুর বর্ষণ করে ; তেমনি তিনি আর্ত্তের প্রতি প্রেমের আতিশয্যে, গীতার্থ গাঁথিবার ছলে,[2] শান্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন—তাহাই এই গ্রন্থ ; (১৭৪০) সেই সময়, আমি চাতকের ন্যায় আপন আর্ত্তি (উৎকট ইচ্ছা) প্রকাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি,—তাই আমি এইপ্রকার যশ প্রাপ্ত হইয়াছি ; এইভাবে, গুরুপরম্পরায় যে সমাধিরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই আমার স্বামী (গুরুদেব) গ্রন্থরচনা করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন ; নতুবা, আমি লেখাপড়া জানি না, আবৃত্তিও করিতে পারি না, গুরুর সেবা করিতেও জানি না,—আমার এই গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা কোথা হইতে আসিবে ? পরন্তু, আপনারা জানিবেন যে শ্রীগুরুনাথ, আমাকে নিমিত্ত করিয়া, এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগৎকে রক্ষা করিলেন ; তথাপি গুরুদেবের কৃপায় আমি কম-বেশী যাহা বলিয়াছি, হে শ্রোতৃবৃন্দ, তাহার দোষগুণ আপনারা মাতার ন্যায় সহন করুন ; শব্দযোজনা কিরূপে করিতে হয়, সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া পরিস্ফুট করিতে হয়, অলঙ্কার কাহাকে বলে,—আমি ইহার কিছুই জানি না ; কাষ্ঠপুত্তলী যেমন (সূত্রধারের) সূত্রের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি আমার স্বামী আমাকে মুখপাত্র করিয়া নিজেই সবকথা বলিয়াছেন ; এইজন্য, দোষগুণ ক্ষমা করিতেও বিশেষভাবে বলিতেছি না,—কারণ আমার আচার্যদেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি ; আর আপনাদের এই সন্ত-সভায় যদি এই গ্রন্থের কোনও ন্যূনতা দাঁড়াইয়া যায়, এবং তাহা পূর্ণ না হয়, তবে আপনারাই কোপগ্রস্ত হইবেন ; পরশমণির স্পর্শে যদি লৌহের হীনদশা দূর না হয়, তবে কাহার দোষ বলিব ? (১৭৫০) ক্ষুদ্র জলপ্রণালী বা নদী গঙ্গায়

১ আদিগুরু শঙ্কর হইতে ; ২ গীতার্থ কহিবার ছলে ;

গিয়া পড়িতে পারে—যদি গঙ্গার সহিত মিশিয়া এক না হইয়া যায়, তবে তাহারা কি করিবে? এইজন্য মহৎ ভাগ্যযোগে যখন আমি আপনাদের ন্যায় সন্তজনের চরণে আসিয়া পৌছিয়াছি, তখন জগতে আমার কিসের অভাব? অহো, আমার গুরুজী আমাকে সন্ত আপনাদের সঙ্গ প্রাপ্ত করাইয়াছেন—যাহাতে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল; দেখুন, আপনাদের ন্যায় মাতৃগৃহ (আশ্রয়) প্রাপ্ত হইয়া আমার ঈপ্সিত গ্রন্থরচনার কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইয়াছে; অহো, শুদ্ধ সোনার ভূতল রচনা করা যায়, চিন্তামণি রত্নের দ্বারা কুলাচল (বৃহৎ পর্ব্বত) নির্ম্মাণ করা যায়; সপ্ত সমুদ্র অমৃতে ভরাও সহজ, নক্ষত্রগুলিকে চন্দ্রে পরিণত করাও কঠিন নহে; কল্পতরুর উদ্যান রচনা করাও বিশেষ কষ্টকর (বিষম) নহে, পরন্তু, গীতার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না; আমি এক সম্পূর্ণ মূক ব্যক্তি হইয়াও গীতার্থ শুদ্ধ মারাঠি ভাষায় এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি যে সর্ব্বলোকে ইহা স্পষ্ট দেখিতে (বুঝিতে) পারে; আমি যে এইরূপ বৃহৎ গ্রন্থসাগর পার হইয়া অপর পারে কীর্ত্তিবিজয়ের পতাকা নাচাইয়াছি; কলসসহ গীতার্থের সুন্দর মহামেরু[১] রচনা করিয়া তাহাতে আমার শ্রীগুরুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছি; (১৭৬০) গীতার ন্যায় নির্ম্মল অকপট মাতাকে হারাইয়া যে[২] বালক লক্ষ্যশূন্য হইয়া ঘুরিতেছিল, তাহাকে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন—ইহা আপনাদেরই ধর্ম্ম (গুণ); আমি বিচার করিয়া (বুঝিয়া) বলিতেছি ইহা সজ্জন আপনারাই করিয়াছেন—জ্ঞানদেব যাহা বলিতেছে তাহা সামান্য (তুচ্ছ) নহে; আর অধিক কি বলিব? এই গ্রন্থসমাপ্তির উৎসব যাহা দেখান হইল, তাহাতেই আমার জন্ম সফল হইল (সকল জন্মফল লাভ হইল); আপনাদের উপর ভরসা রাখিয়া আমি যে যে আশা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই পূর্ণ করিয়া আমাকে অত্যন্ত সুখী করিয়াছেন; হে প্রভো, আপনারা আমার জন্য যে এই গ্রন্থরূপ দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি (দ্বিতীয় বিশ্বনির্ম্মাণকারী) বিশ্বামিত্রকেও উপহাস করিতেছি; কারণ, ত্রিশঙ্কু রাজার জন্য ধাতা ব্রহ্মাকে ছোট করিবার উদ্দেশ্যে (বিশ্বামিত্র) নশ্বর সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছিলেন,—এইরূপ সৃষ্টির সার্থকতা কি? শম্ভু উপমন্যুর উপর

১ মন্দির; ২ হারাইয়া তৃষ্ণার্ত্ত যে;

প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরসাগর উৎপন্ন করিয়াছিলেন, পরন্তু তাহা বিষগর্ভ বলিয়া ইহার (গীতাগ্রন্থের) সহিত উপমার যোগ্য নহে; অন্ধকাররূপ নিশাচর চরাচর জগৎ গ্রাস করিলে সূর্য্য দৌড়াইয়া আসে, পরন্তু জগৎকে প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ করে; তাপদগ্ধ জগতের জন্য চন্দ্র চাঁদনী বিকীরণ করে, তবে কলঙ্কিত চন্দ্রকে কিরূপে উপমার যোগ্য বলা যায়; এইজন্য আপনারা সন্তজন আমাদ্বারা যে গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন, তাহা ত্রিজগতের উপযোগী হইল,—সে গ্রন্থ সত্যই অনুপম—ইহা আমি পুনরায় বলিতেছি; (১৭৭০) সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই ধর্ম্মকীর্ত্তনের যে সমাপ্তি হইল তাহা আপনাদেরই কীর্ত্তি, ইহাতে আমার শুধু সেবকত্বই অবশিষ্ট রহিল; এখন, বিশ্বাত্মক দেব পরমেশ্বর আমার বাগ্‌যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই প্রসাদ দান করুন—যে খলপ্রকৃতি দুষ্টজন তাহাদের কুটিলতা ত্যাগ করুক, তাহাদের সৎসঙ্গে[১] রতি হউক, এবং ভূতমাত্রই পরস্পর আন্তরিক মৈত্রীভাবাপন্ন হউক; পাপের অন্ধকার নষ্ট হউক, স্বধর্ম্মরূপ সূর্য্যের আলোকে বিশ্ব প্রকাশিত হউক, এবং প্রাণিমাত্রই বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হউক; ঈশ্বরনিষ্ঠ সন্তমণ্ডলী—যাঁহারা নিরন্তর ভূতলে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বর্ষণ করেন—ভূতমাত্রই যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের দর্শন পায়; তাঁহারা চলন্ত কল্পতরুর পুষ্পোদ্যান, চেতনারূপ চিন্তামণির গ্রাম, অথবা সবাক্ অমৃতের সাগর; নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার ন্যায়, তাপহীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, এই সব সজ্জন (সন্তমণ্ডলী) সর্ব্বদা জগতের পরমাত্মীয় হইয়া থাকুন; আর অধিক কি বলিব? ত্রিভুবন যেন সর্ব্ব সুখে পূর্ণ হইয়া অখণ্ডভাবে আদিপুরুষের ভজনা করে; আর, বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ (গীতা)-ই যাহাদের উপজীবিকা তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিজয়ী (সুখী) হউক; তখন বিশ্বেশ্বর প্রভু (শ্রীনিবৃত্তিনাথ) বলিলেন—"তথাস্তু, তোমাকে এই বর দান করিলাম"—তাহাতে জ্ঞানদেব সুখী হইলেন; (১৭৮০)

এই কলিযুগে, মহারাষ্ট্রমণ্ডলে (প্রদেশে) গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তটে ভুবনৈকপবিত্র, অনাদি পঞ্চক্রোশক্ষেত্র আছে—যেখানে জগতের জীবনসূত্ররূপা শ্রীমহালসা[২] দেবী বিরাজমানা; সেখানে ইন্দুবংশশিরোমণি,[৩] সকলকলানিধি,

১ সৎকর্ম্মে; ২ শ্রীমহালয়া (শ্রীমোহিনীরাজ); ৩ যদুবংশশিরোমণি;

ন্যায়ের পোষক ক্ষিতীশ শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করিতেছেন ; এইস্থানে শ্রীশঙ্কর হইতে পরম্পরাক্রমে অনুগামী শ্রীনিবৃত্তিনাথশিষ্য জ্ঞানদেব গীতাকে মারাঠি ভাবারূপ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন ; এইভাবে, মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের যে (গীতারূপ) উত্তম সংবাদ (কথোপকথন) আছে ; যাহা উপনিষদের সার, সর্ব্বশাস্ত্রের জন্মস্থান,—সেই সরোবর যেখানে পরমহংস যোগিগণ ক্রীড়া করেন ; শ্রীনিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই সেই গীতামন্দিরের পূর্ণ কলসস্বরূপ ; এই গ্রন্থের পুণ্য সম্পত্তি দ্বারা সর্ব্বভূত উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হউক। (১৭৮৮)।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে

মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥

"বারশতবারশকে জ্ঞানেশ্বর এই টীকা রচনা করিয়াছেন, এবং সচ্চিদানন্দ-বাবা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে ইহার লেখক হইয়াছেন ॥" (৯২)

॥ সমাপ্ত ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৫	*	+
„	(পাদটীকা)	*	+
১৭৭	১৫	অন্ধকারের	অহংকারের
২৭৫	(পাদটীকা)	প্রভূতের	প্রভূতের
৩১৪	১৯	আশপাশের	আশাপাশের
৩৩৪	(পাদটীকা)	৩ আদিকরণ	৩ আদিকারণ
৩৬৩	২২	বন্ধনযুক্ত	বন্ধনমুক্ত
৫৫৮	৯	ত্যাগে	ভাগে